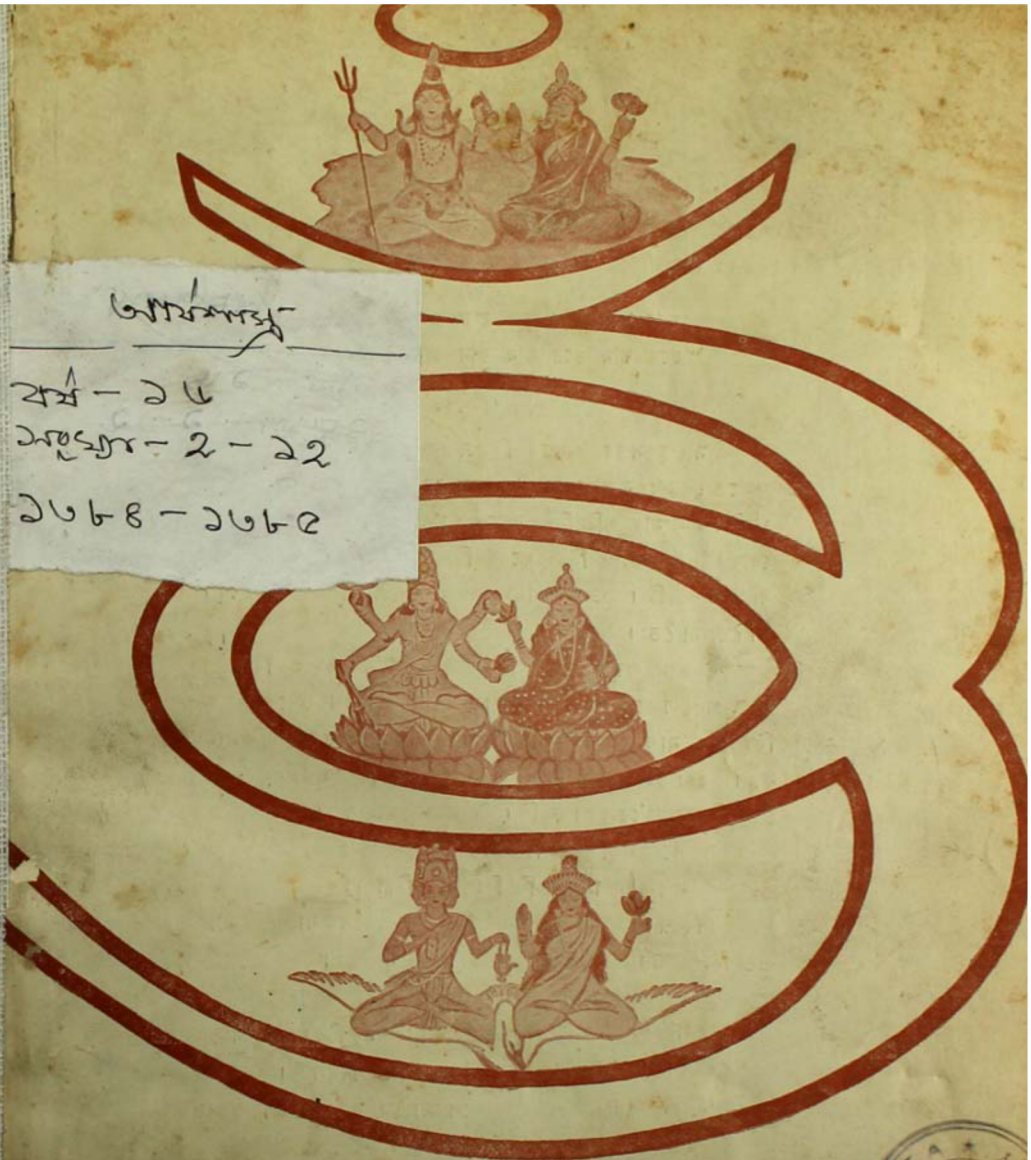

আর্যশাস্ত্র-
বর্ষ - ১৬
সংখ্যা - ২ - ২২
১৬৮৪ - ১৬৮৫

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

আমাতে সম্ভব অসম্ভব কিছু কল্পনা করিস্ না, আমি মৃণাল-তন্তুতে হস্তী বন্ধন করতে পারি, গোষ্পদে পর্ব্বত নিমজ্জিত করতে পারি। আমার গতি নির্ণয় করতে পারে, এমন শক্তি কারও নাই। দেহের চিন্তা অথের চিন্তা, ঋণের চিন্তা ত্যাগ কর্, আমি তার ব্যবস্থা করেছি। ডাক আমায় ডাক তোর সব জ্বালা দূর হবে। মা ভৈঃ মা ভৈঃ।

তুই নাম কর্। যাবৎ স্থির হতে না পারিস্ তাবৎ নাম কর্। তোর পদতল হতে পৃথিবী সরে যাক্, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক কিম্বা সর্ব্বনাশ হোক্, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অহর্নিশি নাম কর্। ইহা তুই স্থির জানিস্ তুই আমার কোলে আছিস্, আমি তোকে বুকে ক'রে রক্ষা করছি। নাম কর্ নাম কর্।

সর্গে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
ন মে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদঃ॥

ভয় কিরে! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। সব যাবে, আমার ভক্ত নিঃশঙ্ক ও নিরাপদে অবস্থান করবে। মা ভৈঃ।

উৎসব অফিস
১৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জয়গুরু, সম্প্রদায়
শ্রীশ্রীরামানন্দমঠ চিতারমার পাড়া
পোঃ দিগসুই।

২৬শে আশ্বিন, শুক্লা প্রতিপদ ১৩৪৬

১৬শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৮৪
১৬শ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৮৪

দ্বিতীয় সংখ্যা— শায়নী যাত্রা
তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বিয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পূজক
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ
শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরমরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক, 'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫' এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

যোঽসৌ পৃথ্বীং দধারাশু দংষ্ট্রয়া জলসঞ্চয়াৎ।
যোঽয়মেব হরিঃ সাক্ষাদ্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৬
বদ্ধ্বা তথা দানবমুগ্রপৌরুষং
দদৌ চ শক্রায় ততোঽসুরাজ্যম্।
বলিং বলাদেষ হরিঃ স বামনঃ
স্তুতশ্চ ভক্ত্যা মুনিভিঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭
দংষ্ট্রাকরালঃ সুমহান্ হত্বা যো দানবান্ রণে।
নিঃশোকমখিলং লোকং চকারাসৌ জনার্দ্দনঃ ॥ ৮
আদৌ দধারৈকভুজেন মন্দরং
নিজিত্য সর্ব্বানসুরান্মহার্ণবে।
দদৌ চ শক্রায় সুধাময়ং মহান্
স এষ সাক্ষাদিহ মামবস্থিতঃ ॥ ৯
যঃ শেতে জলধৌ নাগে দেব্যা লক্ষ্ম্যা সুখাবহে
হত্বা তৌ দানবৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞিতৌ ॥ ১০
যমাহুরাদ্যং বিবুধা জগৎপতিং
সর্ব্বস্য ধাতারমজং ভনিত্রম্।
অণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণং
স্থূলাৎ স্থবিষ্ঠং হরিমেব বিষ্ণুম্ ॥ ১১
যত্র স্থিতমিদং সর্ব্বং প্রাপ্তে লোকস্য নাশনে।
আদৌ যস্মাৎ সমুৎপন্নং সোঽয়ং বিষ্ণুরিতি স্থিতঃ ॥ ১২
যস্যেচ্ছয়া সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং
প্রবর্ত্ততে চাপি জনার্দ্দনস্য।
অয়ং স বিষ্ণুঃ পুরুষোত্তমঃ শিবঃ
প্রবর্ত্ততে মামিহ যাদবেশ্বরঃ ॥ ১৩
ভৃগোর্বংশে সমুৎপন্নো জামদগ্ন্য ইতি শ্রুতঃ।
শিষ্যত্বং সমবাপ্যৈব মৃগব্যাধস্য যঃ স্থিতঃ ॥ ১৪
জঘান বীর্য্যাদ্ বলিনং মহারণে
কুঠারশস্ত্রেণ গিরীশশিষ্যঃ।
সহস্রবাহুং কৃতবীর্য্যসম্ভবং
হয়ৈর্গজৈশ্চৈব রথৈশ্চ নির্গতম্ ॥ ১৫
কুরুক্ষেত্রং সমাসাদ্য যশ্চকার পিতৃক্রিয়াম্।
নিঃক্ষত্রিয়মিমং লোকং কৃতবানেকবিংশতিঃ ॥ ১৬

যিনি বারাহ-রূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিজের দন্তের দ্বারা পৃথিবীকে একার্ণবের জলরাশি হইতে সত্বর তুলিয়া আনিয়া জলের উপরে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি ইনিই ॥ ৬

উগ্র পুরুষার্থসম্পন্ন দানব বলিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া এই বামনরূপধারী শ্রীহরি দেবরাজ ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রাচীন মহর্ষিগণ ভক্তিভাবে ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৭

এই জনার্দ্দন বিকরালদন্তযুক্ত মহান্ নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া রণাঙ্গনে দানবগণকে বধ করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ জগৎ-সংসারকে শোকরহিত করিয়াছিলেন ॥ ৮

যিনি আদিকালে একহস্তে মন্দরাচলকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং মহাসাগরের তীরে সমস্ত অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন, ইনিই সেই সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু এস্থানে আমার নিকট বিরাজমান আছেন ॥ ৯

যিনি প্রলয়কালে একার্ণবের জলে মধু ও কৈটভনামক দুই ভয়ঙ্কর দানবকে বধ করিয়া শেষনাগের সুখদায়িনী শয্যায় লক্ষ্মীদেবীর সহিত শয়ন করেন (সেই ভগবান্ বিষ্ণু ইনিই) ॥ ১০

দেবগণ যাঁহাকে সকলের আদি, জগদীশ্বর, সকলকে ধারণ-পোষণকারী, অজন্মা, জন্মদাতা, অণু হইতেও অত্যন্ত অণু, পরম মহান্, স্থূল হইতেও স্থূলতর, হরি ও বিষ্ণু বলেন (তিনি ইনিই) ॥ ১১

লোকসকলের বিনাশ হইলে পর এই সারা বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে যাঁহা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, সেই ভগবান্ বিষ্ণু এস্থানে বিরাজমান আছেন ॥ ১২

যে জনার্দনের ইচ্ছায় এই সম্পূর্ণ জগৎ নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই শিবস্বরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু এই যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই, যিনি এস্থানে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩

যিনি ভৃগুকুলে উৎপন্ন হইয়া 'জামদগ্ন্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং মৃগব্যাধনামক রুদ্রদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করত অবস্থিত ছিলেন। মহাদেবের শিষ্য যে পরশুরাম মহাসমরে কুঠার-নামক অস্ত্রের দ্বারা বলবান্, কৃতবীর্য্যপুত্র, সহস্রবাহু এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রমণকারী অর্জুনকে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন। তাহার পর কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যিনি পিতৃগণের শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং একুশবার এই জগৎকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন (তিনিই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ॥ ১৪-১৬

রঘোরথ কুলে জাতো রামো নাম জনার্দ্দনঃ।
সীতয়া চ শ্রিয়া যুক্তো লক্ষ্মণানুচরঃ কৃতী ॥ ১৭
কৃত্বা চ সেতুং জলধৌ জনার্দ্দনো
হত্বা চ রক্ষঃপতিমাশুগৈঃ শরৈঃ।
দত্ত্বা চ রাজ্যং স বিভীষণায়
দশাশ্বমেধৈরযজচ্চ যোঽসৌ ॥ ১৮
বসুদেবকুলে জাতো বাসুদেবেতি শব্দিতঃ।
গোকুলে ক্রীড়তে যোঽসৌ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ॥ ১৯
উত্তানশায়ী শিশুরূপধারী
পীত্বা স্তনং পূতনিকাপ্রদত্তম্।
ব্যসুং চকারাশু জনার্দ্দনস্তদা
দনোঃ সুতাং তামবসৎ সুখং হরিঃ ॥ ২০
পয়ঃপানং তথা কুর্ব্বন্ ভক্ষয়ন্ দধিপিণ্ডকম্।
দাম্না বদ্ধোদরো বিষ্ণুর্মাত্রা রুষিতয়া দৃঢ়ম্ ॥ ২১

তদনন্তর জনার্দনদেব রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়া 'রাম' নামে বিখ্যাত হন। 'সীতা' নাম্নী লক্ষ্মীদেবীর সহিত ইঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সদা ইঁহার অনুগামী ছিলেন। ইনি অতিশয় পুণ্যাত্মা ও বিদ্বান্ ছিলেন। এই রামরূপধারী জনার্দন সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া নিজের শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করত এবং বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (সেই রামস্বরূপ বিষ্ণুই এই দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ)। ১৭-১৮

তদনন্তর যে শ্রীহরি বসুদেবকুলে আবির্ভূত হইয়া 'বাসুদেব' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, গোকুলে নানাবিধ লীলা করিয়াছেন এবং সঙ্কর্ষণ (বলরাম) যাঁহার সহায়ক, এই সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (আমার সম্মুখে বিরাজমান আছেন)। ১৯

যখন ইনি শিশুরূপ ধারণ করত শয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই জনার্দন পূতনাপ্রদত্ত স্তন পান করত সেই দানবীকে তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর শ্রীহরি সেস্থানে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২০

তারপর যখন কিছু বড় হইলেন, তখন দুগ্ধপান করিতে করিতে লুকাইয়া দধি ও মাখন খাইতেছিলেন, সেই সময় একদিন মাতা যশোদা ক্রুদ্ধ হইয়া এই ভগবান্ বিষ্ণুর কোমরে দৃঢ়ভাবে রজ্জু বন্ধ করিয়াছিলেন ॥ ২১

সেই সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এই দামোদর যুগ্ম অর্জ্জুনবৃক্ষকে

ততশ্চ দাম্না সুদৃঢ়েন বদ্ধো
জঘান যোঽসৌ যমলার্জ্জুনৌ চ।
ক্রীড়ন্ হরির্গোকুলবাসবাসী
গোপীভিরাস্বাদ্য মুখং স্তনঞ্চ ॥ ২২
বৃন্দাবনে বসন্ বিষ্ণুর্গোপৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
তত্র হত্বা হয়ং রাজন্ বিররাজাংশুমানিব ॥ ২৩
যঃ ক্রীড়তে নাগফণো জনার্দ্দনো
নিষেব্যমাণঃ সহ গোপদারকৈঃ।
মহাহ্রদে নাগপতিং জগৎপতি-
র্মমর্দ্দ বীর্য্যাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্ ॥ ২৪
যো ধেনুকং তালবনে তৎফলৈঃ সমমচ্ছিনৎ।
হত্বা দানবমুগ্রং তং গোপান্ বিস্মাপয়ত্যসৌ ॥ ২৫
দধার যো গোধরমুগ্রপৌরুষান্-
মহামতির্মেঘসমাগমে সতি।
বিড়ম্বয়ন্ বজ্রবলং প্রমোদয়ন্
গোপাংশ্চ গোপীশ্চ স গোকুলং হরিঃ ॥ ২৬

উৎপাটিত করিয়াছিলেন। গোকুলবাসে থাকিবার সময় এই বালকরূপধারী শ্রীহরি গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও তাঁহাদের স্তন পান করিতেন এবং কখনও তাঁহাদের মুখ আস্বাদন করিতেন ॥ ২২

বৃন্দাবনে গোকুলবাসী গোপগণের সহিত বাস করিবার সময় এই শ্রীহরি সেস্থানে অশ্বরূপধারী কেশীকে বধ করিয়া সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৩

যে জগদীশ্বর জনার্দন গোপবালকগণের দ্বারা সেবিত হইয়া নাগের ফণার উপর ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং যিনি নিজের অতিশয় পরাক্রমের পরিচয়দান করিতে করিতে যমুনার মহাহ্রদে নাগরাজ কালিয়কে মর্দিত করিয়াছিলেন (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।) ॥ ২৪

যিনি তালবনে তালফলসমূহের সহিতই ভয়ঙ্কর ধেনুকাসুরকে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বধ করিয়া গোপগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন (সেই বিষ্ণুস্বরূপ কৃষ্ণই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।) ॥ ২৫

যে মহামতি শ্রীহরি সংবর্ত্তক মেঘমণ্ডল ঘিরিয়া আসিলে পর নিজের উগ্র পুরুষার্থবলে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের বলের বিড়ম্বনা করিতে করিতে গোপ ও গোপীগণ এবং গোকুলকে আনন্দমগ্ন করিয়াছিলেন (সেই শ্রীহরিই এস্থানে বিরাজমান আছেন।) ॥ ২৬

গোপীনাং স্তনমধ্যে তু ক্রীড়তে কামমীশ্বরঃ।
যোঽসৌ পিবংস্তদধরং মায়ামানুষদেহবান্ ॥ ২৭
গোপীভিরাস্যান্ত মুখং বিবিক্তে
শেতে স্ম রাত্রৌ সুখমেব কেশবঃ।
স্তনান্তরেষেব তদা চ তাসাং
কামীব কান্তাধরপল্লবং পিবন্ ॥ ২৮
অক্রূরেণ সমাহূতস্তেন গচ্ছন্ হি যামুনে।
জলে যো দৃষ্টিতস্তেন নাগলোকে স এব হি ॥ ২৯
ততশ্চ গচ্ছন্ বলবান্ জনার্দ্দনো
হত্বা তমুগ্রং রজকং বলাৎ পথি।
হৃত্বা চ বস্ত্রাণি যথেষ্টমীশ্বরো
যযৌ সরামো মথুরাং পুরীং হরিঃ ॥৩০
লব্ধ্বা চ দামানি বহূনি কামদো
দত্ত্বা বরং মাল্যকৃতে মহাস্তম্।
লব্ধ্বানুলেপং সুরভিঞ্চ যাদবঃ
কুব্জাং চকারাশু মহাইরূপাম্ ॥ ৩১

মায়ায় মনুষ্যরূপধারী যে পরমেশ্বর শ্রীহরি গোপীগণের বক্ষঃস্থলে তাঁহাদের অধরামৃত পান করিতে করিতে ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছিলেন (তিনি ইনিই।) ॥ ২৭

যে কেশব রাত্রিকালে বৃন্দাবনের একান্ত প্রদেশে গোপীগণের সহিত তাঁহাদের মুখারবিন্দ আস্বাদন করিতে করিতে সুখে শয়ন করিতেন এবং কামী পুরুষের ন্যায় কান্তার (প্রেয়সীর) অধর-পল্লবরস পান করিতে করিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলেই শয়ন করিয়া থাকিতেন (সেই প্রভু ইনিই।) ॥ ২৮

কংস আহ্বান করিলে পর অক্রূরের সহিত গমন করিতে করিতে যে শ্রীহরির যমুনার জলে প্রকটিত নাগলোকে পূজা করা হইয়াছিল এবং অক্রূর এই বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৯

তাহার পর মথুরার পথে যাইতে যাইতে বলরামের সহিত সর্ব্বসমর্থ বলবান্ জনার্দন শ্রীহরি সেই উগ্র স্বভাববিশিষ্ট রজককে বলপূর্ব্বক বধ করিয়া তাহার নিকট হইতে বস্ত্রসকল কাড়িয়া লইয়া ইচ্ছানুসারে সেই সব ধারণ করত মথুরাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩০

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি যখন বহু পুষ্পমালা প্রাপ্ত হন, তখন ইচ্ছানুসারে বরপ্রদানকারী সেই যদুনাথ মালীকে বিশেষ বর দান করিয়াছিলেন। তারপর কুব্জার নিকট হইতে সুগন্ধপূর্ণ

যোঽসৌ চাপং সমাদায় মধ্যে ছিত্ত্বা মহদ্ধনুঃ।
সিংহনাদং মহাংশ্চক্রে কল্পান্তে জলদো যথা ॥ ৩২
হত্বা গজং ঘোরমুদগ্ররূপং
বিষাণমাদায় ততোঽস্য কেশবঃ
ননর্ত্ত রঙ্গে বহুরূপমীশ্বরঃ
কংসস্য দত্ত্বা ভয়মুগ্রবীর্য্যঃ ॥ ৩৩
যোঽসৌ হত্বা মহামল্লং চাণূরং নিহতদ্বিষম্।
যাদবেভ্যো দদৌ প্রীতিং কংসস্যৈব তু পশ্যতঃ ॥ ৩৪
জঘান কংসং রিপুপক্ষঘাতিনং
পিতৃদ্বিষং যাদবনামধেয়ম্।
সংস্থাপ্য রাজ্যে হরিরুগ্রসেনং
সান্দীপনিং কাশ্যমুপাগতো যঃ ॥ ৩৫
বিদ্যামবাপ্য সকলাং দত্ত্বা পুত্রং মহামুনেঃ
সাগ্রজোঽথ জগামাশু মথুরাং যাদবীং পুরীম্ ॥ ৩৬

অনুলেপন প্রাপ্ত হইয়া তিনি সত্বর কুব্জাকে পরম সুন্দর রূপবতী করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩১

যিনি কংসের বিশাল ধনু মধ্যভাগে ছেদন করত প্রলয়কালের সংবর্ত্তক মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন (ইনিই সেই কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণ) ॥ ৩২

তাহার পর কুবলয়াপীড়নামক চণ্ডকপধারী ভয়ঙ্কর হস্তীকে বধ করত তাহার দন্ত হস্তে লইয়া উগ্র পরাক্রমশালী ভগবান্ কেশব কংসকে ভয়দান করিতে করিতে রঙ্গশালায় নানাপ্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

যিনি শত্রুহন্তা চাণূরনামক মহামল্লকে কংসের সম্মুখেই বধ করিয়া যাদবগণকে আনন্দদান করিয়াছিলেন (সেই শ্রীহরিই এস্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন।) ॥ ৩৪

ইহার পর সেই শ্রীহরি নিজের পিতা বসুদেবের সহিত দ্বেষকারী, শত্রুপক্ষঘাতী যাদবনামধারী কংসকে বধ করেন এবং তাহার রাজ্যে উগ্রসেনকে স্থাপিত করিয়া তিনি বিদ্যাধ্যয়নের জন্য সেই সান্দীপনিমুনির নিকটে গমন করেন, যিনি কাশ-গোত্রে অথবা কাশি-জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (কিন্তু অবন্তী-নগরীতে বাস করিতেন।) ॥ ৩৫

তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সেই মহামুনির মৃত পুত্রকে আনিয়া প্রদান করত শ্রীহরি নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

হত্বা নিশুম্ভং নরকং মহামতিঃ
কৃত্বা স ঘোরং কদনং জনার্দ্দনঃ।
রক্ষ বিপ্রান্ মুনি-বীরসঙ্ঘান্
দেবাংশ্চ সর্ব্বান্ জগতো জগৎপতিঃ ॥৩৭

সএষ ভগবান্ বিষ্ণুরদ্য দৃষ্টো জনার্দ্দনঃ।
কৃতকৃত্যোঽস্মি সঞ্জাতঃ সাযুজ্যং প্রাপ্তবানহম্ ॥ ৩৮

যেন দৃষ্টো হরিঃ সাক্ষাত্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা।
সোঽয়মেষ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমিহ বর্ত্ততে ॥ ৩৯

নূনং জন্মান্তরে পূর্ব্বং ধর্ম্মঃ সঞ্চিত এব মে।
যস্য পাকঃ সমুৎপন্নো যেনাসৌ দৃশ্যতে ময়া ॥ ৪০

সর্ব্বথা পুণ্যবানস্মি নষ্টসংসারবন্ধনঃ।
কিমস্মৈ দীয়তে বস্তু কিং তু বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্।
করিষ্যে কিমহং বিষ্ণো বদদ্যাদ্য যথেপ্সিতম্ ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিস্তরং নাদং ননর্দ্দ বহুশস্তদা।
জহাস বিকৃতং ভূয়ো ননর্ত্ত পিশিতাশনঃ ॥ ৪২

নমো নমো হরে কৃষ্ণ যাদবেশ্বর কেশব।
প্রত্যক্ষঞ্চ হরেস্তত্র ননর্ত্ত বিবিধং নৃপ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং ঘণ্টাকর্ণস্তুতৌ দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২

বলরামের সহিত সত্বর যাদবগণের রাজধানী মথুরাপুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৩৬

মহামতি জগৎপতি জনার্দন নিশুম্ভ ও নরকাসুরকে বধ করিয়া রাক্ষসগণের ঘোর সংহার করত ব্রাহ্মণগণ, মুনিসমুদায়, বীরবর্গ, সমস্ত দেবগণ এবং জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

সেই এই ভগবান্ বিষ্ণু জনার্দন আজ আমাকে দর্শনদান করিলেন। ইঁহার দর্শনেই আমি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি। আমি সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৮

যিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছেন, মুক্তি তাঁহার হস্তগত হইয়া যায়। সেই প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ শ্রীহরি এই আমার প্রত্যক্ষ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৯

নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মসমূহে আমার দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছিলই, যাহার ফল এখন উদিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা আমি ইঁহাকে দর্শন করিতেছি ॥ ৪০

আমি সর্ব্বথা পুণ্যাত্মা, আমার সংসার-বন্ধন নাশ হইয়া গিয়াছে। আমি ইঁহাকে এখন কোন্ বস্তু উপহাররূপে প্রদান করিব এবং এই সময় ইঁহাকে কি বলিব? বিষ্ণো! আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা আজ আমাকে বলুন ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ কথা বলিয়া সেই পিশাচ বারংবার হর্ষভরে গর্জন করিতে লাগিল। সে বিকট অট্টহাস্য করিল এবং পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪২

নৃপ জনমেজয়! সেস্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই সে 'যাদবেশ্বর! কেশব! কৃষ্ণ! হরে! আপনাকে নমস্কার। আপনাকে নমস্কার!!' এই কথা বলিয়া নানারূপে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতিবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ঘণ্টাকর্ণেন ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়োপহারসমর্পণম্, শ্রীকৃষ্ণেন তস্মৈ বরদানম্, কস্মৈচিন্মৃতায় ব্রাহ্মণায় জীবনদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিহস্য বিকৃতং ভূয়ঃ প্রনৃত্য চ যথাবলম্ ।
ব্রাহ্মণস্য হতস্যাথ শবমাদায় সত্বরঃ ॥ ১

ত্বিধাকৃত্য মহাঘোরং পিশিতং কেশশাড্বলম্
ততঃ খণ্ডং সমাদায় অস্থিরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ ॥ ২

বিধায় পাত্রে সুশুভে নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ।
ইদং প্রোবাচ দেবেশং প্রাঞ্জলিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ ॥ ৩

গৃহাণ মে জগন্নাথ ভক্ষ্যং যোগ্যং তব প্রভো ।
ভবাদৃশৈর্জগন্নাথ গ্রাহ্যং সর্ব্বাত্মনা হরে ॥ ৪

ভক্তিনম্রা বয়ং বিষ্ণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
দত্তং যদ্ভক্তিনম্রেণ গ্রাহ্যং তৎ স্বামিনা হরে ॥ ৫

নবং সুসংস্কৃতং ভক্ষ্যং ব্রহ্মণ্যং শবমুত্তমম্ ।
অস্মাকং পিশিতাশানাং শাস্ত্রে নিয়তমেব হি ॥ ৬

তস্মাদ্ গৃহাণ ভগবন্ যদি দোষো ন বিদ্যতে ।
ইত্যুক্ত্বা বিকৃতং ভূয়ো বিহস্য স তু কামতঃ ॥ ৭

দাতুমৈচ্ছত্তদা খণ্ডমস্পৃশ্যং তু শবস্য হ ॥ ।
ততঃ প্রীতোঽভবত্তস্মৈ মনসাপূজয়চ্চ তম্ ॥ ৮

অহোঽস্য স্নেহকারুণ্যং ময়ি সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রোবাচ যদুপুঙ্গবঃ ॥ ৯

অলমেতেন সর্ব্বত্র পিশাচ পিশিতাশন
অস্পৃশ্যং মাদৃশৈরেতদ্ ব্রহ্মণ্যং শবমুত্তমম্ ॥ ১০

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বথা পূজ্যো ধর্ম্মভির্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ
পিশাচা ঘোরকর্ম্মাণো যতন্তে ব্রহ্মহিংসনে ॥ ১১

ন হন্তব্যাঃ সদা বিপ্রাস্তদ্ধি হিংসা নরকাবহা ।
তস্মাদস্পৃশ্যমস্মাভির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২

ভক্ত্যা প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে মনোনির্ম্মলমেতয়া ।
মনঃশুদ্ধ্যা কৃতো যত্নস্ততঃ প্রীতোঽস্মি মাংসপ ॥ ১৩

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

[ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপহার সমর্পণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে বরদান এবং মৃত কোনও এক ব্রাহ্মণের জীবনদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! পুনরায় বিকট অট্টহাস্য ও যথাশক্তি নৃত্য করিয়া সেই পিশাচ সত্বর এক মৃত ব্রাহ্মণের শবদেহ লইয়া আসিল ॥ ১

কেশসমূহে যুক্ত সেই মহাঘোর মাংসকে দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড গ্রহণ করত তাহাকে যত্নসহকারে জলে ধৌত করিয়া এক সুন্দর পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করত সেই পিশাচ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে দণ্ডায়মান হইল এবং দেবেশ্বর শ্রীহরিকে বলিল ॥ ২-৩

জগন্নাথ ! প্রভো ! এই ভক্ষ্য আপনার যোগ্য । ইহা গ্রহণ করুন । জগদীশ্বর ! হরে ! আপনার ন্যায় প্রভুগণের ভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহার সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪

বিষ্ণো ! আমরা ভক্তিভাবে আপনার প্রতি বিনম্র, এবিষয়ে আপনার অন্য কিছু বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই । হরে ! ভক্তিভাবে বিনীত হইয়া সেবক যে বস্তু অর্পণ করে, সেই বস্তু স্বামীর অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত ॥ ৫

ইহা সদ্যোমৃত, সংস্কারসম্পন্ন, ভক্ষণ করিবার যোগ্য ব্রাহ্মণের উত্তম শব । শাস্ত্রে পিশাচ আমাদের জন্য এরূপ ভোজনই বিহিত আছে ॥ ৬

ভগবন্ ! অতএব যদি কোনও দোষ না হয়, তবে আপনি ইহা গ্রহণ করুন । এই কথা বলিয়া পুনরায় বিকট অট্টহাস্য করত সে ইচ্ছানুসারে অস্পৃশ্য সেই শবের খণ্ডটিকে সেই সময় ভগবান্‌কে দিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৭

ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন । তিনি মনে মনেই তাহার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন,—অহো ! ইহার মনে আমার প্রতি সর্ব্বত্র স্নেহ ও করুণা বিদ্যমান আছে । মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন ॥ ৮-৯

মাংসভোজী পিশাচ ! সর্ব্বত্র এই মাংসেরই উপযোগ বা সমর্পণ করা উচিত নয় । কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের উত্তম শবের কথা বলিতেছ, ইহাও আমার ন্যায় পুরুষগণের পক্ষে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে ॥ ১০

ধর্ম্মকামী জীবগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা পূজনীয় । ঘোর কর্ম্মকারী পিশাচেরাই ব্রাহ্মণের হিংসার জন্য যত্ন করে ॥ ১১

ব্রাহ্মণগণকে বধ করা কদাপি উচিত নয় ; কারণ, তাঁহাদের হিংসা নরক প্রদান করে, অতএব এই শব আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা অস্পৃশ্য । এবিষয়ে তুমি যেন অন্য কিছু মনে করিও না ॥ ১২

মাংসভোজী পিশাচ ! তোমার মঙ্গল হউক ! আমি

অস্মৎসঙ্কীর্ত্তনাচ্ছুদ্ধং হি করণং তব।
অতীব মনসা প্রীত ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৪
পস্পর্শাঙ্গং তদা বিষ্ণুঃ পিশাচস্যাথ সর্ব্বতঃ।
করেণ মৃদুনা দেবঃ পাপান্নির্ম্মোচয়ন্হরিঃ ॥ ১৫
ততস্তস্যাভবদ্ রূপং কামরূপসমপ্রভম্।
দীর্ঘকুঞ্চিতকেশাঢ্যো দীর্ঘবাহুঃ সুলোচনঃ ॥ ১৬
সমাঙ্গুলিঃ সমনখঃ সমবক্ত্রঃ সমুন্নসঃ।
পদ্মাক্ষঃ পদ্মবর্ণাভঃ পদ্মকেশরভূষণঃ ॥ ১৭
কেয়ূরী চাঙ্গদী চৈব কৌষেয়বসনস্তদা।
জ্ঞানবান্ সত্ত্বসম্পন্নঃ সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ১৮
গন্ধর্ব্ব ইব গায়ংস্তু সিদ্ধঃ সিদ্ধ ইব স্বয়ম্।
সাক্ষাৎ স্পৃষ্টং তদা বিষ্ণোঃ করেণ মৃদুপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯
ন নূনং তাদৃশং রূপমাসীৎ কালান্তরেষ্বপি।
অদ্যাপি নৈব মুনয়ো লভন্তে তাদৃশং বপুঃ ॥ ২০
কৃত্বা সুবহুশো ঘোরং তপঃ পরমদারুণম্।
যচ্চ লব্ধং তদা তেন পিশাচেন নৃপোত্তম ॥ ২১
কো নু নাম জগন্নাথমাশ্রিতঃ সীদতে নৃপ।
স হি সর্ব্বত্র কল্যাণো যো হি নিত্যং জনার্দ্দনম্ ॥ ২২
ধ্যায়ন্ পঠন্ জপন্ বাপি তস্য কিং নাস্তি ভূপতে।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ স্তিতং কামমিবাপরম্ ॥ ২৩
অক্ষয়ঃ স্বর্গবাসস্তে যাবদিন্দ্রো বসিষ্যতি।
তাবৎ স্বর্গী ভবানস্তু শাসনান্মম নান্যতঃ ॥ ২৪
নষ্টে শক্রে ততঃ স্বর্গাৎ সাযুজ্যং মম গচ্ছতু।
যোঽয়ং ভ্রাতা তব স্বর্গী যাবদিন্দ্রো ভবেত্তদা ॥ ২৫
বরং বরয় ভদ্রং তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে।
দাতাস্মি সর্ব্বং সর্ব্বত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬

তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি; কারণ, ইহার দ্বারা মন নির্ম্মল হয়। তুমি মনের শুদ্ধির জন্য যত্ন করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ১৩

আমার নামসমূহের কীর্ত্তন করায় তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য আমি মনে মনে তোমার উপর অধিক প্রসন্ন হইয়াছি। এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু হরি সেই সময় নিজের কোমল হস্তে সেই পিশাচের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। এইরূপ করিয়া শ্রীহরি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৪-১৫

তাঁহার স্পর্শমাত্রেই সেই পিশাচের রূপ কামদেবের সমান কান্তিমান্ হইয়া যাইল। তাহার মস্তকে লম্বা লম্বা কুঞ্চিত কেশ শোভা দান করিতে লাগিল। বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং নয়নদ্বয় সুন্দর হইয়া যাইল ॥ ১৬

অঙ্গুলিসমূহ সমান ও সুন্দর হইল। নখসকলও সমানভাবে সুন্দর হইল। তাহার সমান ও সুন্দর মুখে কেবল নাসিকাই উচ্চ ছিল। নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমলসদৃশ মনোহর ছিল। অঙ্গকান্তি নীলপদ্ম-সদৃশ শ্যামবর্ণ ছিল এবং পদ্মের কেশররূপী আভূষণে সে ভূষিত ছিল ॥ ১৭

তাহার দুই বাহুতে কেয়ূর এবং অঙ্গদনামক ভূষণ শোভাদান করিতেছিল। সেই সময় সে রেশমী পীতবসন পরিধান করিয়াছিল। সে জ্ঞানবান্ ও সত্ত্বসম্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ১৮

সে গন্ধর্ব্বতুল্য গায়ক এবং সাক্ষাৎ সিদ্ধের ন্যায় সিদ্ধি-সমূহে সম্পন্ন হইয়া যাইল। সেই সময় সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তের কোমল স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া সেই পিশাচের রূপ যেরূপ অলৌকিক হইয়া যাইল, সেইরূপ কালান্তরেও কাহারও ছিল না এবং আজও মুনিগণ সেরূপ শরীর প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৯-২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই পিশাচ বারংবার ঘোর ও অতিশয় দারুণ তপস্যা করিয়া সেই সময় যে দিব্য রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা অদ্ভুত ছিল ॥ ২১

নৃপ জনমেজয়! জগদীশ্বর ভগবান্ জগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন্ মানুষ কষ্ট লাভ করে? তাহার সর্ব্বত্র কল্যাণই হইয়া থাকে। ভূপাল! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান, স্তোত্রপাঠ অথবা মন্ত্রজপ করে, তাহার কি না লাভ হইয়া থাকে? ২২½

তখন দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দণ্ডায়মান ঘণ্টাকর্ণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যতকাল ইন্দ্র থাকিবেন, ততকাল তোমার স্বর্গলোকে অক্ষয় বাস লাভ হইবে। ততকাল তুমি আমার আজ্ঞানুসারে স্বর্গেই থাকিবে, অন্যত্র নহে ॥ ২৩-২৪

এই ইন্দ্রের পরিবর্ত্তন হইলে পর তুমি স্বর্গ হইতে উপরে উঠিয়া আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। এই যে তোমার ভ্রাতা আছে, সে-ও যতকাল ইন্দ্র আছেন, ততকাল স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবে ॥ ২৫

তোমার কল্যাণ হউক। তোমার মনে যে কামনা আছে, তদনুসারে তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। আমি সর্ব্বত্র সব কিছুই দিতে পারি, এবিষয়ে আর অন্য কিছু বিচার করিও না ॥ ২৬

ঘণ্টাকর্ণ উবাচ।

যশ্চেমং সঙ্গমং দেব সংস্মরেন্নিয়তাত্মবান্।
ভক্তিস্তস্যাচলা দেব ত্বয়ি ভূয়াজ্জনার্দ্দন ॥ ২৭
মনঃশুদ্ধির্ভবেত্তস্য মা ভূৎ কলুষতা হরে
কালুষ্যং মনসস্তস্য মা ভূদেষ বরো মম ॥ ২৮
এবমস্ত্বিতি দেবেশঃ স্বর্গং গচ্ছেতি কেশবঃ।
ইন্দ্রাতিথির্ভবানস্তু ত্বাং প্রতীক্ষ্য হরিঃ স্থিতঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণ উত্থাপ্য ব্রাহ্মণং তদা।
তেন স্তুতো জগন্নাথঃ পূজয়িত্বা চ তং দ্বিজম্ ॥ ৩০
ততো বিসৃজ্য গোবিন্দস্তস্মাদ্ দেশাত্পাগমৎ।
যত্র তে মুনয়ঃ সিদ্ধা অগ্নিহোত্রসমন্বিতাঃ ॥ ৩১
স চ স্বর্গী ততঃ স্বর্গমাজ্ঞয়া কেশবস্য হ।
তস্মাৎ পঠ সদা রাজন্ মনঃশুদ্ধিং যদীচ্ছসি।
মনশ্চ শুদ্ধং ভবতি পঠতস্তে জগৎপতে ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি ঘণ্টাকর্ণমুক্তিপ্রদানে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

ঘণ্টাকর্ণ বলিল,—দেব! জনার্দ্দন! যে ব্যক্তি নিজের মনকে সংযত রাখিয়া আমাদের এই উভয়ের সমাগমের কথা স্মরণ করিবে, তাহার আপনার প্রতি অবিচল ভক্তি হউক ॥ ২৭

হরে! তাহার মনের শুদ্ধি হউক, তাহার মধ্যে যেন মলিনতা আর না থাকে। সেই ব্যক্তির মনের কলুষতা যেন চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই আমার বর ॥ ২৮

ইহা শুনিয়া দেবেশ্বর কেশব বলিলেন,—এরূপই হইবে! এখন তুমি স্বর্গে গমন কর, ইন্দ্রের অতিথি হও; কারণ, ইন্দ্র তোমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় সেই মৃত ব্রাহ্মণকে জীবিত করিয়া উত্থাপিত করিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার স্তব করিলেন। তারপর জগন্নাথ গোবিন্দ সেই ব্রাহ্মণের আদর-সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন, যেখানে সেই সিদ্ধ মুনিগণ অগ্নিহোত্রে নিরত ছিলেন ॥ ৩০-৩১

সেই স্বর্গলোকের অধিকারী ঘণ্টাকর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বর্গলোকে চলিয়া যাইল। রাজন্! অতএব যদি তুমি নিজের মনের শুদ্ধি কামনা কর, তাহা হইলে সদা এই প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া যাও। জগৎপতে! ইহার পাঠে নিশ্চয়ই তোমার মন শুদ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ৩২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ঘণ্টাকর্ণকে মুক্তিপ্রদানবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৈলাসপর্ব্বতমুপস্থায় শ্রীকৃষ্ণস্য তত্র দ্বাদশবৎসরসাধ্যকঠোরতপস্যারম্ভঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্মুনিভ্যস্তদ্বমাদিতঃ।
কথয়ামাস যদ্ বৃত্তং পিশাচস্য মহাত্মনঃ ॥ ১
তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
অহোঽস্য কর্ম্মণঃ পাকস্তব সন্দর্শনাদিতি ॥ ২
অর্চ্চিতো মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ প্রীতঃ প্রীতিমতাং প্রিয়ঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে চাভ্যুদিতে সতি ॥ ৩
আরুহ্য গরুড়ং বিষ্ণুর্যযৌ কৈলাসমুত্তমম্।
ভবদ্ভিস্তত্র গন্তব্যমিত্যুক্ত্বা মুনিসত্তমান্ ॥ ৪
যত্র বিশ্বেশ্বরাঃ সিদ্ধাস্তপস্যন্তি যতব্রতাঃ।
যত্র বৈশ্রবণঃ সাক্ষাত্তপাস্তে শঙ্করং সদা ॥ ৫

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেস্থানে বার বৎসরসাধ্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণকে মহাত্মা পিশাচের যে বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ১

ইহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মুনিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—প্রভো! আপনার দর্শনেই এই পিশাচের কর্ম্মের অদ্ভুত ফল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২

তাহার পর প্রাতিমান্দিগের প্রিয়তম শ্রীহরিকে সেই সমস্ত মুনিগণ অর্চ্চনা করিলেন, ইহাতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তারপর নির্ম্মল প্রভাতকালে সূর্য্যোদয় হইলে পর সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়া উত্তম কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। যাইবার সময় তিনি সেই সব শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে বলিলেন যে, আপনারাও সেস্থানে যাইবেন ॥ ৩-৪

যেখানে এই বিশ্বের শাসনকারী সিদ্ধ পুরুষগণ ব্রত পালন

যত্র ভস্মানসং নাম সরো হংসালয়ং মহৎ।
যত্র ভৃঙ্গীরিটির্দেবমুপাস্তে শঙ্করং শিবম্ ॥ ৬
গাণপত্যমবাপ্যাথ হরপার্শ্বচরঃ সদা।
যত্র সিংহা বরাহাশ্চ দ্বিপদ্বীপিমৃগৈঃ সহ ॥ ৭
ক্রীড়ন্তি বন্যরত্যয়ঃ পরস্পরহিতে রতাঃ।
যত্র নদ্যঃ সমুৎপন্না গঙ্গাদ্যাঃ সাগরঙ্গমাঃ ॥ ৮
যত্র বিশ্বেশ্বরঃ শম্ভুরচ্ছিনদ্ ব্রহ্মণঃ শিরঃ।
যত্রোৎপন্না মহাবেত্রা ভূতানাং দণ্ডতাং যযুঃ ॥ ৯
উময়া যত্র সহিতঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ।
ঋষিভিঃ প্রার্থিতঃ পূর্বং সদৌ যত্র গিরিঃ সুতাম্ ॥ ১০
শঙ্করায় জগদ্ধাত্রে শিবায় জগতীপতে।
যত্র লেভে হরিশ্চক্রমুপাস্য বহুভির্দিনৈঃ ॥ ১১
পুষ্করৈঃ শতপত্রৈশ্চ নেত্রেণ চ জগৎপতিম্।
গুহাঃ যত্র সমাশ্রিত্য ক্রীড়ন্তি সিদ্ধ-কিন্নরাঃ ॥ ১২

করিতেছেন এবং যেস্থানে সাক্ষাৎ কুবের সদা ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিতেছেন। ৫

যেস্থানে সেই হংসগণের নিবাসস্থান মানসনামক মহা-সরোবর রহিয়াছে, যেস্থানে ভৃঙ্গীরিটি নামক শিবপার্ষদ নিজের আরাধ্যদেব কল্যাণস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা করিতেছেন এবং গণপতিপদ প্রাপ্ত করিয়া সদা মহাদেবের পার্শ্বেই বিচরণ করিতেছেন। ৬।

যেস্থানে সিংহ, শূকর, হস্তী, ব্যাঘ্র ও মৃগগণ সদা একসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে এবং পরস্পরের হিতে রত থাকিয়া বনজাত দ্রব্যসমূহেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। যেস্থানে গঙ্গাদি সমুদ্রগামিনী নদীসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৭-৮

যেস্থানে বিশ্বনাথ ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন এবং যেস্থানে উৎপন্ন বড় বড় বেত্রসকল প্রাণিগণের দণ্ডের কার্য্য করিতেছে। ৯

যেস্থানে উমাদেবীর সহিত নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর নিবাস করিতেছেন। ভূপতে! যেস্থানে পুরাকালে ঋষিগণ প্রার্থনা করিলে পর গিরিরাজ হিমবান্ কল্যাণকারী জগদ্ধাতা ভগবান্ শিবকে নিজের কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ১০।

যেস্থানে শ্রীহরি বহুদিন ধরিয়া পদ্ম, শতদল ও নিজের নেত্রের দ্বারাও জগদীশ্বর শিবের আরাধনা করত তাঁহার নিকট হইতে সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছিলেন। ১১।

যেস্থানে সিদ্ধ ও কিন্নরগণ গুহা আশ্রয় করিয়া নিজেদের প্রিয়তমাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, আনন্দভোগ করেন এবং

প্রিয়াভিঃ সহ মোদন্তে পিবন্তি মধু চোত্তমম্।
যমুদ্ধত্য ভুজৈঃ সর্বৈঃ পৌলস্ত্যো বিররাম হ ॥ ১৩
তমারুহ্য মহাশৈলং দেবকীনন্দনো হরিঃ।
মানসস্যোত্তরং তীরং জগাম যদুনন্দনঃ ॥ ১৪
তপশ্চর্ত্তুং কিল হরির্বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরঃ শিবঃ।
জটী চীরী জগন্নাথো মানুষং বপুরাস্থিতঃ ॥ ১৫
তপসে ধৃতচিত্তস্য শুচৌ ভূমাবুপাবিশৎ।
অবরুহ্য ততো যানাদ্গরুড়াদ্ বেদসম্মিতাৎ ॥ ১৬
দ্বাদশাব্দং তপশ্চর্ত্তুং মনো দধ্রে ততো হরিঃ।
ফাল্গুনেন তু মাসেন সমারেভে জগৎপতিঃ ॥ ১৭
শাকভক্ষঃ কৃতজপো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ।
কিমুদ্দিশ্য জগন্নাথস্তপশ্চরতি মানবঃ ॥ ১৮
তং ন বিদ্মো যথাকামং তুর্জ্ঞেয়েশ্বরচিন্তনা
তপস্যতি তদা বিষ্ণৌ পর্বতে ভূতসেবিতে ॥ ১৯

উত্তম মধু পান করেন। ১২।

যে পর্ব্বতকে নিজের বাহুসমূহের দ্বারা উত্তোলিত করিয়া রাবণ দিগ্‌বিজয় হইতে বিরত হইয়াছিল, সেই মহাশৈল কৈলাসে আরোহণ করত যদুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী দেবকীনন্দন শ্রীহরি মানসসরোবরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। ১৩-১৪

এই সর্বেশ্বর শিবস্বরূপ বিষ্ণু হরি যেস্থানে তপস্যা করিবার জন্য গিয়াছিলেন। মানব শরীরধারী জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে জটা ও দেহে চীরবস্ত্র ধারণ করত তপস্যার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া পবিত্র ভূমিতে উপবেশন করিলেন। ১৫।

সেই সময় বেদস্বরূপ গরুড়নামক বাহন হইতে নামিয়া শ্রীহরি সেস্থানে বার বৎসরব্যাপী তপস্যা করিবার জন্য মন স্থির করিলেন। ১৬।

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে ফাল্গুন মাস হইতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই সময় শাক ভক্ষণ করিতেন, মন্ত্র জপ করিতেন এবং বেদাধ্যয়নে তৎপর রহিলেন। ১৭।

রাজন্! মানবরূপধারী জগদীশ্বর শ্রীহরি কোন্ উদ্দেশ্যে ইচ্ছানুসারে তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাহা আমরা জানি না (সর্বসমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পুত্রের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিবার কোনও সঙ্গতি নাই)। বাস্তবে ঈশ্বরের সঙ্কল্প প্রাণিমাত্রেরই দুর্জ্ঞেয়—তিনি কি চিন্তা করিয়া কোন্ কার্য্য করেন, ইহা জানা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। ১৮।

ভূতগণসেবিত কৈলাসপর্ব্বতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা-কালে কশ্যপপুত্র গরুড় উত্তম তপস্যায় নিরত বাসুদেবের হোম

গরুড়: কশ্যপসুত ইন্ধনানি সমাচিনোৎ।
হোমার্থং বাসুদেবস্য চরতস্তপ উত্তমম্ ॥ ১০

চক্ররাজোঽথ পুষ্পাণি সঞ্চিনোতি তদা হরেঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু সর্ব্বত্র বরক্ষ জলদস্তদা ॥ ১১

খড়্গ আহৃত্য যত্নেন কুশান্ সুবহুশস্তদা।
গদা কৌমোদকী চৈব পরিচর্য্যাং চকার হ ॥ ১২

ধনুঃপ্রবরমভ্যুগ্রং শার্ঙ্গং দানবভীষণম্।
স্থিতং হি পুরতস্তস্য যথেষ্টং ভৃত্যবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩

জুহোতি ভগবান্ বিষ্ণুরেধোভির্বহুভিঃ সদা।
আজ্যাদিভিস্তদা হবৈরগ্নিং সম্পূজ্য মাধবঃ ॥১৪

সপ্তার্চ্চিষঃ সমাপ্তিঞ্চ সমস্তব্যস্ততঃ কৃতী
একস্মিন্নেকদা মাসে ভুঞ্জানো নিয়তাত্মবান্ ॥ ২৫

দ্বিতীয়ে তথ পর্য্যায়ে ভুঞ্জন্নেকেন কেশবঃ।
একস্মিন্ বৎসরে ভুঞ্জংস্তথৈবৈকেন কেনচিৎ ॥২৬

সমাপ্য তত্তপঃ সর্ব্বমেবমেব জগৎপতিঃ।
দ্বাদশাব্দে তথা পূর্ণে ঊনমাসে জগৎপতিঃ ॥ ২৭

জুহ্বদগ্নিং সমাস্থায় পঠন্মন্ত্রং জনার্দ্দনঃ।
আরণ্যকং পঠন্ বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥

আস্তে ধ্যানপরস্তত্র পঠন্ প্রণবমুত্তমম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং কৃষ্ণতপোবর্ণনে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়: ॥৮৪

কর্মের সিদ্ধির জন্য সমিধ্‌সমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

চক্ররাজ সুদর্শন শ্রীহরির জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া আনিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ সকল দিকে সর্ব্বত্র তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নন্দকনামক খড়্গ অতিশয় যত্নসহকারে বহু সংখ্যক কুশ আনিতে লাগিলেন এবং কৌমোদকী গদাও তাঁহার আবশ্যক পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২২

দানবগণের ভয়প্রদ, ধনুসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত উগ্র শার্ঙ্গনামক ধনু সদা ভগবানের সম্মুখে ভৃত্যের ন্যায় ইচ্ছানুসারে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা বহু সমিধের দ্বারা আহুতি দান করিতে লাগিলেন। সেই সময় কর্মকুশল মাধব ঘৃতাদি হবনীয় পদার্থ-সমূহের দ্বারা অগ্নির পূজা করত সংক্ষেপ ও বিস্তারের সহিত অগ্নিহোত্র কর্ম সম্পূর্ণ করিলেন ॥ ২৪

প্রথম তিনি একমাসে একবার ভোজন করিয়া মনকে সংযম-নিয়মে স্থাপিত করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে সেই কেশব প্রত্যেক দুই মাস অন্তর একবার অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় বাড়াইতে থাকিয়া তিনি এক বৎসরে একবার কোনও এক সময়েই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬

এই নিয়মে তিনি সর্ব্বপ্রকার তপস্যাই পূর্ণ করিয়া যখন বার বৎসর পূর্ণ হইতে কেবল একমাস অবশিষ্ট ছিল, তখন জগদীশ্বর জনার্দন সর্ব্বব্যাপী সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি অগ্নি স্থাপনা করত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোম করিতে লাগিলেন। আরণ্যক পাঠ ও উত্তম প্রণব জপ করিতে করিতে তিনি ভগবান্ শিবের ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ২৭-২৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যাবর্ণনবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে ইন্দ্রাদি-দেবানাম্ উময়া সহ ভগবতঃ শঙ্করস্য চাগমনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ইন্দ্রঃ স্বয়ং তত্র আরুহ্য গজমুত্তমম্।
দ্রষ্টুং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুং তপস্যন্তং সমাযযৌ ॥ ১

ততো যমস্তু ভগবানারুহ্য মহিষং বরম্।
কিঙ্করৈশ্চ স্বয়ং সাক্ষাদাযযৌ নগমুত্তমম্ ॥ ২

প্রচেতা হংসমারুহ্য বারুণৈশ্চ সমন্বিতঃ।
শ্বেতচ্ছত্রসমাযুক্তঃ শ্বেতবাজনবীজিতঃ ॥ ৩

যযৌ কৈলাসশিখরং দ্রষ্টুং কেশবমঞ্জসা।
অন্যে চাপি তথা দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ॥ ৪

রুদ্রাশ্চৈব তথা রাজন্ দ্রষ্টুং কেশবমাযযুঃ
সিদ্ধাশ্চ মুনয়শ্চৈব গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরাঃ ॥ ৫

সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো রাজন্ নৃত্তগীতবিশারদাঃ
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে কৈলাসং সমপদ্যত ॥ ৬

পর্ব্বতো নারদশ্চৈব তথান্যে মুনিসত্তমাঃ।
বিস্ময়স্থিতলোলাক্ষাঃ সর্ব্বদেবগণাস্তথা ॥ ৭

আশ্চর্য্যং খলু পশ্যধ্বং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
যোগিধ্যেয়ঃ স্বয়ং কৃষ্ণো যত্তপ্যতি গুরুঃ স্বয়ম্
কো ন্বত্র সময়ো ভূয়াদিতি তে মেনিরে গণাঃ ॥ ৮

ততঃ সমাপ্তে সকলে জগৎপতে-
র্ব্রতে সমূলে সকলেশ্বরঃ শিবঃ।
দ্রষ্টুং হরিং লোকহিতৈষিণং প্রভুং
যযৌ ভবান্যা সহ ভূতসঙ্ঘৈঃ ॥ ৯

সার্দ্ধং কুবেরেণ সগুহ্যকেন
সখ্যা প্রিয়েণ প্রভুরীশ্বরঃ শিবঃ।
স্বয়ং জটী ভূতপিশাচসংবৃতঃ
শরী চ খড়্গী শশিখণ্ডশেখরঃ ॥ ১০

করেণ বিভ্রৎ সহদর্ভকুণ্ডিকাং
করেণ সাক্ষাদপরেণ দীপিকাম্।
অন্যেন বিভ্রন্মহতীং সডিণ্ডিমাং
শূলঞ্চ বিভ্রদ্পরেণ বাহুনা ॥ ১১

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে ইন্দ্রাদি দেবগণের ও উমাসহ ভগবান্ শঙ্করের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সাক্ষাৎ ইন্দ্র নিজের উত্তম ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করত তপোনিরত সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য সেস্থানে আসিলেন ॥ ১

ইহার পর সাক্ষাৎ ভগবান্ যম শ্রেষ্ঠ মহিষে আরোহণ করিয়া নিজের কিঙ্করগণের সহিত সেই উত্তম পর্ব্বতে আগমন করিলেন ॥ ২

শ্বেত বর্ণের ছত্রে সুশোভিত বরুণ হংসে আরোহণ করত নিজের সেবকগণের সহিত সেস্থানে আসিলেন। সেই সময় তাঁহার সেবক শ্বেত চামরের দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল ॥ ৩

এই বরুণও তপস্বী কেশবকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাস-শিখরে গমন করিয়াছিলেন। রাজন্! এইরূপ অন্যান্য দেবগণ আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণও কেশবকে দর্শন করিবার জন্য সেস্থানে আগমন করিলেন ॥ ৪

রাজন্! সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণ এবং নৃত্য ও গীতে নিপুণ সমস্ত অপ্সরাগণও সেস্থানে আসিলেন ॥ ৫

এইভাবে সমস্ত দেবগণ কৈলাসপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত, নারদ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুনিগণ এবং সমস্ত দেবগণ বিস্ময়ে চঞ্চলনেত্র হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—আহা! এই আশ্চর্য্য দেখ, এরূপ কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। যিনি যোগিগণের ধ্যেয়, সেই সাক্ষাৎ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তপস্যা করিতেছেন। এই তপস্যার কিইবা উদ্দেশ্য হইতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৮

তদনন্তর যখন জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের সেই সারা ব্রত মূলসহ পরিপূর্ণ হইল, তখন সকলেশ্বর শিব পার্ব্বতী এবং ভূতগণের সহিত সেই লোকহিতৈষী প্রভু শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৯

তাঁহার সহিত গুহ্যকগণসহ প্রিয় সখা কুবেরও ছিলেন। সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর ভগবান্ শিব স্বয়ং মস্তকে জটাধারণ করিয়াছিলেন, পিশাচগণে পরিবৃত ছিলেন এবং ধনু, বাণ ও খড়্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র শোভাদান করিতেছিল ॥ ১০

এক হস্তে কুশ সহিত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া, তৃতীয় হস্তে বিশাল ডমরু ধারণ করিয়া এবং চতুর্থ হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিলেন। কণ্ঠে

গুণান্ স রুদ্রাক্ষকৃতান্ সমুদ্বহন্
জটাভিরাপিঙ্গলতাম্রমূর্ত্তিঃ।
বিরাজমানঃ প্রভুরিন্দুশেখরো
বৃষেণ যুক্তঃ স সিতেন শঙ্করঃ॥ ১১
উমাস্তনদ্বন্দ্বসমর্পিতানন-
স্তয়া সমাশ্লিষ্য নিপীড়িতাধরঃ।
গঙ্গাম্ভুবিক্ষালিতচন্দ্রশেখর-
স্তাঞ্চাপি বীক্ষন্ বহুশস্তদা শিবঃ॥ ১২
ভস্মাঙ্গরাগৈরনুলেপিতাননো
মহোরগৈর্বদ্ধজটঃ সনাতনঃ।
শিরঃকপালৈঃ পরিশোভিতস্তদা
দ্রষ্টুং হরিং কেশবমভ্যয়াচ্ছিবঃ॥ ১৪
যমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং
পুরাতনং সাঙ্খ্যনিবদ্ধদৃষ্টয়ঃ।
যস্যাপি দেবস্য গুণান্ সমগ্রাং-
স্তত্ত্বাংশ্চতুর্বিংশতিমাহুরেকে॥ ১৫
যমাহুরেকং পুরুষং পুরাতনং
কণাদনামানমজং মহেশ্বরম্।
দক্ষস্য যজ্ঞং বিনিহন্তা যো বৈ
বিনাশ্য দেবানসুরান্ সনাতনঃ॥ ১৬
যং বিদুর্ভূতভব্যজ্ঞং ভূতেশং ভূতভাবনম্
বামদেবং বিরূপাক্ষমাহুস্তত্ত্ববিদো জনাঃ॥ ১৭
মহাদেবং সহস্রাক্ষং কালমূর্ত্তিং চতুর্ভুজম্
রুদ্রং রোদননামানমাহুর্বিশ্বেশ্বরং শিবম্॥ ১৮
অপ্রমেয়মনাধারমাহুর্মাংহেশ্বরা জনাঃ
নগ্নং নগ্নপরীতং তু নাগিনং ত্বগ্নিবর্চ্চসম্॥ ১৯
আহুর্বিশ্বেশ্বরং শান্তং শিবমাদিং সনাতনম্।
তস্য মূর্ত্তিরিমাঃ সর্ব্বা ধরাদ্যাঃ সকলা নৃপ॥ ২০
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং সূর্যশ্চ তথা শশী
অগ্নিশ্চ যজমানশ্চ প্রকৃতিশ্চৈবমষ্টধা॥ ২১
মহাদেবো মহাযোগী গিরীশো নীললোহিতঃ।
আদিকর্ত্তা মহাভর্ত্তা শূলপাণিরুমাপতিঃ।
দ্রষ্টুং বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুং ভূতসঙ্ঘৈঃ সমাযযৌ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং শিবাগমনকথনে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৫

রুদ্রাক্ষের মালাসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। ঈষৎ পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণবিশিষ্ট দেহধারী, জটাসমূহে সুশোভিত এবং কল্যাণকারী ভগবান্ চন্দ্রশেখর শ্বেতবর্ণের বৃষভে যুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন॥ ১১-১২

তাঁহার মুখমণ্ডলের দৃষ্টি দেবী উমার স্তনযুগলের উপর নিবদ্ধ ছিল। ভগবতী উমাও মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অধর চুম্বন করিতেছিলেন। ভগবান্ শিবের চন্দ্রার্দ্ধ-শোভিত মস্তক গঙ্গার জলে প্রক্ষালিত হইতেছিল এবং সেই ভগবান্ শঙ্কর সেই সময় বারংবার দেবী উমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন॥ ১৩

তাঁহার মুখে ভস্মরূপ অঙ্গরাগ লিপ্ত ছিল। বড় বড় সর্প-গণের দ্বারা তাঁহার জটাসমূহ বাঁধা ছিল। নরমুণ্ডসমূহের মালায় সুশোভিত এই সনাতন শিব সেই সময় ভগবান্ কেশবকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আসিলেন॥ ১৪

যাঁহাকে সাংখ্যদর্শী বিদ্বান্গণ শ্রেষ্ঠ, মহান্ ও পুরাতন পুরুষ বলেন, যে মহাদেবের সমস্ত গুণসমূহকেই অপর বিদ্বান্গণ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন॥ ১৫

যাঁহাকে একমাত্র পুরাতন পুরুষ, কণাদনামে প্রসিদ্ধ, অজন্মা মহেশ্বর বলা হইয়াছে, যে সনাতন মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দেবতা ও অসুরগণকেও বিনাশিত করিয়াছিলেন॥ ১৬

যাঁহাকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ সম্পূর্ণ ভূতগণের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন। মহাদেব, সহস্রাক্ষ, কালমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ, রুদ্র, রোদননামধারী ও বিশ্বেশ্বর শিব বলিয়া যাঁহার বর্ণনা করা হয়। যাঁহাকে শিবভক্ত পুরুষগণ অপ্রমেয়, আধার-রহিত, নগ্ন, নগ্ন পার্শ্বদগণে পরিবৃত, নাগযুক্ত, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, বিশ্বেশ্বর, শান্ত-স্বরূপ, আদি ও সনাতন শিব বলিয়া থাকেন। রাজন্! এই পৃথ্বী প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব তাঁহারই মূর্ত্তি॥ ১৭-২০

পৃথ্বীরহিত জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, যজমান ও প্রকৃতি—এই মহাদেবের অষ্ট বিগ্রহ॥ ২১

এই মহাদেব, মহাযোগী, গিরীশ, নীললোহিত, আদিকর্ত্তা, মহাভর্ত্তা, শূলপাণি এবং উমাবল্লভ শিব জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ভূতবৃন্দের সহিত সেস্থানে আগমন করিলেন॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাপ্রসঙ্গে শিবের আগমনকথনবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পিশাচৈ-র্মুনিভিরপ্সরোভিশ্চ সহিতেন উমাদেব্যা চ সহ ভগবতা শঙ্করেণ শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে গমনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাগ্রে সমপদ্যন্ত ভূতসঙ্ঘাঃ সহস্রশঃ।
ঘণ্টাকর্ণো বিরূপাক্ষঃ কুণ্ডধারঃ কুমুদ্বহঃ॥ ১

দীর্ঘরোমা দীর্ঘভুজো দীর্ঘবাহুর্নিরঞ্জনঃ।
উরুনেত্রঃ শতমুখঃ শতগ্রীবঃ শতোদরঃ॥ ২

কুণ্ডোদরো মহাগ্রীবঃ স্থূলজিহ্বো দ্বিবাহুকঃ।
পার্শ্ববক্ত্রঃ সিংহমুখ উন্নতাংসো মহাহনুঃ॥ ৩

ত্রিবাহুঃ পঞ্চবাহুশ্চ ব্যাঘ্রবক্ত্রঃ সিতাননঃ।
এতে চান্যে চ বহবো দীর্ঘাস্যা দীর্ঘলোচনাঃ॥ ৪

নৃত্যন্তঃ প্রহসন্তশ্চ স্ফোটয়ন্তঃ পরস্পরম্।
তথান্যে ঘোররূপাশ্চ তথান্যে বিকৃতাননাঃ॥ ৫

প্রেতভক্ষাঃ প্রেতবাহা মাংসশোণিতভোজনাঃ।
শবানি সুবহূন্যাশু ভক্ষয়ন্তস্ততস্ততঃ॥ ৬

পিবন্তো রুধিরং ঘোরং খণ্ডয়ন্তঃ শবান্ বহূন্।
করালা বিততা দীর্ঘা ধমনিস্নায়ুসম্ভতাঃ॥ ৭

নানাবিধাঃ সুবীরাশ্চ শূলাগ্রপ্রোতমানুষাঃ।
শিরোমালাবৃতাঃ কেচিদাস্ত্রপাশাবপাশিতাঃ॥ ৮

ডিণ্ডিমৈরট্টহাসৈশ্চ নাদয়ন্তো বসুন্ধরাম্।
কপালিনো ভৈরবাশ্চ জটিলা মুণ্ডিনস্তথা॥ ৯

এবং বহ্বিধা ঘোরাঃ পিশাচা বিকৃতাননাঃ।
তথান্যে মুনিবীরাশ্চ ধ্যায়ন্তঃ পরমেশ্বরম্॥ ১০

পঠন্তো বেদবাক্যানি সাঙ্গানি বিবিধানি চ।
কুণ্ডিকাস্থকরাঃ কেচিৎ কেচিৎ কুশবিচারিণঃ॥ ১১

কৌপীনবসনাঃ কেচিৎ কেচিৎ কার্পাসসংবৃতাঃ।
স্তুবন্তঃ শঙ্করং ভক্ত্যা স্তোত্রৈর্মাহেশ্বরৈস্তথা॥ ১২

একত্র তে মুনিগণা অপরত্র গণাস্তথা।
অন্যত্র সিদ্ধগন্ধর্বাঃ প্রিয়াভিঃ সহ সঙ্গতাঃ॥ ১৩

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[পিশাচ, মুনি ও অপ্সরাগণের সহিত উমাদেবীসহ ভগবান্ শঙ্করের শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় ভগবান্ শঙ্করের অগ্রে সহস্র সহস্র ভূতগণ চলিলেন—ঘণ্টাকর্ণ, বিরূপাক্ষ, কুণ্ডধার, কুমুদ্বহ, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘভুজ, দীর্ঘবাহু, নিরঞ্জন, উরুনেত্র, শতমুখ, শতগ্রীব, শতোদর, কুণ্ডোদর, মহাগ্রীব, স্থূলজিহ্ব, দ্বিবাহু, পার্শ্ববক্ত্র, সিংহমুখ, উন্নতাংস, মহাহনু, ত্রিবাহু, পঞ্চবাহু, ব্যাঘ্রবক্ত্র ও সিতানন—ইহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক দীর্ঘমুখ ও দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট ভূতগণ নৃত্য করিতে, হাস্য করিতে এবং পরস্পর তালদান করিতেছিলেন॥ ১-৪॥

ইহাদের অতিরিক্ত আরও বহুসংখ্যক ঘোররূপধারী ও বিকৃতমুখবিশিষ্ট ভূত ছিলেন, যাঁহারা মৃতদেহ বহন করেন এবং মাংস ও রক্ত আহার করেন॥ ৫॥

ইহারা বহু সংখ্যক শব ত্বরাসহকারে এদিক্ ওদিকে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন, ভয়ঙ্কর রক্ত পান করিতেছিলেন এবং বহু সংখ্যক শবকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন॥ ৬॥

ইহারা সকলেই বিস্তৃত, বিশাল ও বিকরাল ছিলেন। ইহাদের শরীরে ব্যাপ্ত ধমনি ও স্নায়ুসকল স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই সব নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ভূতগণ অতিশয় বীর ছিলেন। ইহারা নিজেদের শূলসমূহের অগ্রভাগে মনুষ্যগণের কত মৃতদেহ গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বহু ভূত নরমুণ্ডসমূহের মালায় বিভূষিত ছিলেন। কত ভূত নিজেদেরকে অস্ত্রসমূহের পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন॥ ৭-৮

কেহ কেহ ডিণ্ডিমবাদ করিয়া এবং কেহ কেহ অট্টহাস্য করিয়া পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন। কপালী, ভৈরব, জটিল ও মুণ্ডী—এই নানাবিধ বিকৃতমুখবিশিষ্ট চার প্রকারের ঘোর পিশাচগণ এবং অন্য মুনিবীরগণ সেস্থানে পরমেশ্বরের ধ্যান ও অঙ্গসহ বেদসকলের বিবিধ বাক্যসমূহ পাঠ করিতেছিলেন॥ ৯-১০॥

কেহ কমণ্ডলুর মধ্যে হাত প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহ কুশ লইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, কেহ বস্ত্রের স্থানে কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ কার্পাসসূত্রের দ্বারা নির্মিত বস্ত্রে নিজেদের দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন॥ ১১॥

ইহারা সকলেই ভক্তিভাবে শিবসম্বন্ধীয় স্তোত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতেছিলেন। তখন একদিকে মুনিগণ ছিলেন এবং অন্যদিকে প্রমথগণ ছিলেন। এইভাবে একদিকে সিদ্ধগণ ও গন্ধর্বগণ নিজ নিজ প্রিয়তমাদিগের সহিত সেস্থানে আসিয়াছিলেন॥ ১২-১৩

নৃত্যন্তি নৃত্যকুশলা গায়ন্তি স্ম চ কন্যকাঃ
বিদ্যাধরাস্তথাঽন্যত্র স্তবন্তঃ শঙ্করং শিবম্ ॥ ১৪
ননৃতুস্তস্য পুরতো গচ্ছন্তোঽপ্সরসাং গণাঃ।
এবমেতৈর্মহাঘোরৈঃ পিশাচৈর্ভূতকিন্নরৈঃ ॥ ১৫
মুনিভিশ্চৈব প্রমথৈঃ সমং সর্ব্বৈঃ সমাবৃতঃ।
যত্র বিশ্বেশ্বরো বিষ্ণুস্তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৬
যত্র তে লোকপালাশ্চ তিষ্ঠন্তি স্ম দিদৃক্ষয়া

নৃত্যকুশল গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্য করিতে ও গান করিতে ছিলেন। অন্যদিকে বিদ্যাধরগণ কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ১৪

তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমনকারী অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে ছিলেন। এইরূপে এই মহাভয়ঙ্কর পিশাচ, ভূত কিন্নর, মুনি ও প্রমথগণের সহিত ভগবান্ শিব সেইস্থানে আসিলেন, যেস্থানে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন এবং

উময়া লোকভাবিন্যা গঙ্গয়া চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৭
স সর্ব্বলোকপ্রভবো ভবো বিভু-
র্জটী চ সাক্ষাৎ প্রণবাত্মকঃ কৃতী।
দ্রষ্টুং হরিং বিষ্ণুমুদারবিক্রমো
যযৌ যথেষ্টং পিশিতাশনৈর্বৃতঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং মহাদেবাগমনে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

যেস্থানে তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় লোকপালগণ অবস্থান করিতেছিলেন। লোকভাবিনী উমাদেবী ও গঙ্গাদেবীর সহিত ভগবান্ চন্দ্রশেখর সেস্থানে আসিলেন ॥ ১৫-১৭

সমস্ত লোকসমূহের উৎপত্তির কারণভূত, সর্ব্বব্যাপী, জটাধারী, কৃতকৃত্য ভগবান্ ভব সাক্ষাৎ প্রণবস্বরূপ ছিলেন। উদার (মহান্) পরাক্রমশালী শিব পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া যথেষ্টভাবে শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাপ্রসঙ্গে মহাদেবের আগমনবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন মহাদেবস্য স্তুতিঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং বহুবিধৈর্ভূতৈঃ পিশাচৈরুরগৈঃ সহ
আগত্য ভগবান্ রুদ্রঃ শঙ্করো বৃষবাহনঃ ॥ ১
দদর্শ বিষ্ণুং দেবেশং তপন্তং তপ উত্তমম্।
জুহ্বানমগ্নিং বিধিবৎ দ্রব্যৈর্মেধ্যৈর্জগৎপতিম্ ॥ ২
গরুড়াস্থতকাষ্ঠং তু জটিলং চীরবাসসম্।
চক্রেণানীতকুসুমং খড়্গানীতকুশং তথা ॥ ৩
গদাকৃতসমাচারং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইন্দ্রাদ্যৈর্দেবসঙ্ঘৈশ্চ বৃতং মুনিগণৈঃ সহ ॥ ৪
অচিন্ত্যং সর্ব্বভূতানাং ধ্যায়ন্তং কিমপি প্রভুম্।
অবরুহ্য বৃষাচ্ছর্ব্বো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ৫
ততঃ প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা ললাটাক্ষ উমাপতিঃ।
ততো ভূতপিশাচাংশ্চ রাক্ষসা গুহ্যকাস্তথা ॥ ৬

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাদেবের স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইভাবে নানাপ্রকারের ভূত, পিশাচ ও সর্পগণের সহিত আসিয়া সকলের কল্যাণকারী বৃষভবাহন ভগবান্ রুদ্র উত্তম তপস্যাকারী দেবেশ্বর বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিলেন। তখন সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ পবিত্র দ্রব্যসমূহের দ্বারা অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক আহুতি-দান করিতেছিলেন ॥ ১-২

তিনি মস্তকে জটাধারণ করিয়াছিলেন এবং অঙ্গে চীরবস্ত্র (ডোর-কৌপীন) ধারণ করিয়াছিলেন। গরুড় তাঁহার জন্য সমিধ্ আনিতেছিলেন, চক্র পুষ্পচয়ন করিয়া আনিতেছিলেন, খড়্গ কুশ আনয়ন করিতেছিলেন এবং গদাও সেই দেবাধিদেব জনার্দনের আবশ্যক পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মুনিগণে পরিবৃত ছিলেন ॥ ৩-৪

সমস্ত প্রাণিগণেরই অচিন্ত্য এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ললাটনেত্রধারী, প্রসন্নচিত্ত, উমাবল্লভ, ভূত-ভাবন ভগবান্ শর্ব্ব নিজের বাহন বৃষভ হইতে নামিলেন। তখন তিনি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন ॥ ৫

তদনন্তর ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, গুহ্যক এবং ব্রাহ্মণদিগের

মুনয়ো বিপ্রবর্য্যাশ্চ জয়শব্দং প্রচক্রিরে।
জয় দেব জগন্নাথ জয় রুদ্র জনার্দ্দন ॥ ৭
জয় বিষ্ণো হৃষীকেশ নারায়ণ পরায়ণ
জয় রুদ্র পুরাণাত্মন্ জয় দেব হরেশ্বর ॥ ৮
আদিদেব জগন্নাথ জয় শঙ্কর ভাবন।
জয় কৌস্তুভদীপ্তাঙ্গ জয় ভস্মবিরাজিত ॥ ৯
জয় চক্রগদাপাণে জয় শূলিংস্ত্রিলোচন
জয় নৌক্তিকদীপ্তাঙ্গ জয় নাগবিভূষণ ॥ ১০
ইতি তে মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রণামং চক্রিরে হরিম্।
তত উত্থায় ভগবান্ দৃষ্ট্বা দেবমবস্থিতম্ ॥ ১১
বৃষধ্বজং বিরূপাক্ষং শঙ্করং নীললোহিতম্।
ততো হৃষ্টমনা বিষ্ণুস্তুষ্টাব হরমীশ্বরম্ ॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ।

নমস্তে শিতিকণ্ঠায় নীলকণ্ঠায় বেধসে।
নমস্তে শোচিষে অস্তু নমস্তে উপবাসিনে ॥ ১৩
নমস্তে মীঢুষে অস্তু নমস্তে গদিনে হর।
নমস্তে বিশ্বতনবে বৃষায় বৃষরূপিণে ॥ ১৪
অমূর্ত্তায় চ দেবায় নমস্তেঽস্তু পিনাকিনে।
নমঃ কুজ্ঝায় কূপ্যায় শিবায় শিবরূপিণে ॥ ১৫
নমস্তুষ্টায় তুষ্টায় নমস্তুটিতুটায় চ
নমঃ শিবায় শান্তায় গিরিশায় চ তে নমঃ ॥ ১৬
নমো হরায় হিপ্রায় নমো হরিতরায় চ।
নমোঽঘোরায় ঘোরায় ঘোরঘোরপ্রিয়ায় চ ॥ ১৭
নমোঽঘণ্টায় ঘণ্টায় নমো ঘটিঘটায় চ।
নমঃ শিবায় শান্তায় গিরীশায় চ তে নমঃ ॥ ১৮
নমো বিরূপরূপায় পুরায় পুরহারিণে
নম আদ্যায় বীজায় শুচয়েঽইস্বরূপিণে ॥ ১৯

মহো শ্রেষ্ঠ মুনিগণ সেস্থানে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন,—দেব! জগন্নাথ! আপনার জয় হউক। রুদ্ররূপ জনার্দন! আপনার জয় হউক ॥ ৬-৭

হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক), সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ! আপনার জয় হউক। সকলের আশ্রয়দাতা রুদ্রদেব! আপনার জয় হউক। পুরাণাত্মন্! দেব! হরেশ্বর! আপনার জয় হউক ॥ ৮

অনাদিদেব! জগন্নাথ! আপনার জয় হউক। শঙ্কর! সকলের পালক ও উৎপাদক দেব! আপনার জয় হউক। কৌস্তুভমণিতে উদ্ভাসিতদেহ নারায়ণ! আপনার জয় হউক। ভস্মময় অঙ্গরাগে উদ্ভাসিত শঙ্কর! আপনার জয় হউক ॥ ৯

হস্তে চক্র ও গদাধারী নারায়ণ! আপনার জয় হউক। শূলধারী ত্রিলোচন! আপনার জয় হউক। মুক্তামালায় উদ্ভাসিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার জয় হউক। নাগহারে বিভূষিত মহাদেব! আপনার জয় হউক ॥ ১০

এইভাবে স্তুতি করিতে করিতে সেই সব মুনিগণ সেস্থানে শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় বৃষভধ্বজ, বিরূপাক্ষ, নীললোচন, পাপহারী, ঈশ্বর শঙ্করদেবকে সেস্থানে উপস্থিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি মহাদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১-১২

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,—যাঁহার কণ্ঠে হালাহল বিষ আছে, অতএব যিনি নীলগ্রীব (নীলকণ্ঠ) নামে অভিহিত হন। যিনি বেধা (জগৎস্রষ্টা), দীপ্তিমান্ এবং উপবাস-ব্রতপরায়ণ, সেই মহাদেবকে নমস্কার ॥ ১৩

হর! আপনি সেচন করিতে সমর্থ, আপনাকে নমস্কার। আপনি গদাধারী, আপনাকে নমস্কার। এই সম্পূর্ণ বিশ্ব আপনার শরীর, আপনাকে নমস্কার। আপনি বৃষরূপধারী ধর্ম, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৪

আপনি অমূর্ত্ত দেবতা ও পিনাকধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি কুব্জ, কূপে নিবাসকারী ও কল্যাণস্বরূপ শিব, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৫

আপনি সদা সন্তুষ্ট, মুখস্বরূপ ও দুষ্টগণের হিংসাকারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি পর্ব্বতে শয়নকারী শান্তস্বরূপ শিব, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১৬

আপনি হর, হিপ্র (রেচক ও পূরকরূপ) এবং হরি হরস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার! নমস্কার ॥ আপনি অঘোর, ঘোর ও ঘোরাঘোরপ্রিয়, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭

আপনি ঘণ্টারহিত, ঘণ্টাযুক্ত ও ঘটিঘট (স্রষ্টারও স্রষ্টা), আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি পর্ব্বতে শয়নকারী শান্তস্বরূপ শিব, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১৮

আপনি বিরূপ রূপধারী, ক্ষেত্রস্বরূপ এবং অসুরগণের ত্রিপুরনাশী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের আদি বীজ, পরম পবিত্র ও অষ্টমূর্ত্তিধারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯

নমঃ পিনাকহস্তায় নমঃ শূলাসিধারিণে।
নমঃ খট্বাঙ্গহস্তায় নমস্তে কৃত্তিবাসসে ॥ ১০
নমস্তে দেবদেবায় নম আকাশমূর্ত্তয়ে।
হরায় হরিরূপায় নমস্তে তিগ্মতেজসে ॥ ২১
ভক্তপ্রিয়ায় ভক্তায় ভক্তানাং বরদায়িনে।
নমোঽভ্রমূর্ত্তয়ে দেব জগন্মূর্ত্তিধরায় চ ॥ ২২
নমশ্চন্দ্রায় দেবায় সূর্য্যায় চ নমো নমঃ।
নমঃ প্রধানদেবায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৩
করালায় চ মুণ্ডায় বিকৃতায় কপর্দ্দিনে।
অজায় চ নমস্তভ্যং ভূতভাবন ভাবন ॥ ২৪
নমোঽস্তু হরিকেশায় পিঙ্গলায় নমো নমঃ।
নমস্তেঽভীষুহস্তায় ভীরুভীরুহরায় চ ॥ ২৫
হরায় ভীতিরূপায় ঘোরাণাং ভীতিদায়িনে।
নমো দক্ষমখঘ্নায় ভগনেত্রাপহারিণে ॥ ২৬
উমাপতে নমস্তভ্যং কৈলাসনিলয়ায় চ।
আদিদেবায় দেবায় ভবায় ভবরূপিণে ॥ ২৭
নমঃ কপালহস্তায় নমোঽঙ্গমথনায় চ।
ত্র্যম্বকায় নমস্তভ্যং ত্রাক্ষায় চ শিবায় চ ॥ ২৮
বরদায় বরেণ্যায় নমস্তে চন্দ্রশেখর।
নম ইধ্মায় হবিষে ধ্রুবায় চ কৃশায় চ ॥ ২৯
নমস্তে শক্তিযুক্তায় নাগপাশপ্রিয়ায় চ
বিরূপায় সুরূপায় মদ্যপানপ্রিয়ায় চ ॥ ৩০
শ্মশানবাস্যে নিত্যং জয়শব্দপ্রিয়ায় চ
খরপ্রিয়ায় খর্ব্বায় খরায় খররূপিণে ॥ ৩১
ভদ্রপ্রিয়ায় ভদ্রায় ভদ্ররূপধরায় চ
বিরূপায় সুরূপায় মহাঘোরায় তে নমঃ ॥ ৩২

আপনার হস্তে পিনাক শোভা পাইতেছে, আপনাকে নমস্কার। আপনি শূল ও খড়্গধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বীয় হস্তে খট্বাঙ্গ ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি গজাসুরের চর্ম্মকে বস্ত্ররূপে ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২০

আপনি দেবগণেরও দেবতা আপনাকে নমস্কার। আকাশস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হরিরূপধারী হরকে নমস্কার। প্রচণ্ড তেজস্বী সূর্য্যতুল্য আপনাকে নমস্কার ॥ ২১

আপনি ভক্তগণের প্রিয়, স্বয়ং শ্রীহরির ভক্ত এবং ভক্তদিগের বরদাতা। দেব! আপনি মেঘস্বরূপ এবং বিশ্বরূপধারণকারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২২

আপনি চন্দ্রদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি সূর্য্যদেব, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আপনি প্রধান দেব এবং সমস্ত ভূতগণের অধিপতি, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ২৩

আপনি বিকরালরূপধারী, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী, বিকৃতস্বরূপ ও জটাজূটধারী। ভূতভাবন ভাবন! আপনি অজন্মা, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৪

সূর্য্যের কিরণসমূহ আপনার কেশ, আপনাকে নমস্কার। আপনার অঙ্গকান্তি পিঙ্গলবর্ণের, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনিই শ্রীকৃষ্ণ আমার রূপধারণ করিয়া পার্থের সারথি হইয়া হস্তে বেত্র (চাবুক) ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি ভীরু হইতেও ভীরু (অত্যন্ত ভয়ভীত) এবং হর (প্রলয়কর্ত্তা), আপনাকে নমস্কার ॥ ২৫

আপনি ভীতিস্বরূপ হর এবং ভয়ঙ্কর দৈত্যগণের ভয়প্রদ, দক্ষের যজ্ঞধ্বংসকারী এবং ভগদেবতার নেত্র অপহরণকারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৬

উমাপতে! আপনি কৈলাসবাসী, আদিদেব দেবময়, জগৎস্বরূপ এবং ভবনামে প্রসিদ্ধ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭

আপনি হস্তে কপাল ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মার মস্তককে মথিত করিয়া দিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি তিনটি নয়ন ধারণ করায় 'ত্র্যম্বক' ও 'ত্রাক্ষ' নামে অভিহিত হন, শিব আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮

চন্দ্রশেখর! আপনি বরদায়ক ও বরণীয়, আপনাকে নমস্কার। আপনিই সমিধ্, হবিষ্য, ধ্রুব ও কৃশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯

আপনি শক্তিসংযুক্ত, নাগপাশপ্রিয়, বিরূপ ও সুন্দররূপধারী এবং ভদ্রপানের (মঙ্গলকারী পেয়-রসের) প্রিয়, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০

আপনি শ্মশানভূমিতে প্রসন্নতার অনুভব করেন। জয়-শব্দ সদাই আপনার প্রিয়, খরনামক রাক্ষস আপনার প্রীতির পাত্র ছিল, আপনার স্বরূপ খর্ব্ব (বামন), আপনি খর (তীব্র বা কর্কশ স্বভাববিশিষ্ট) এবং খর (গর্দ্দভ বা রাক্ষস) আপনারই রূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১

আপনি মাঙ্গলিক বস্তুপ্রিয়, আপনি মঙ্গলময়, মঙ্গলরূপধারী, বিরূপ, সুন্দররূপধারী এবং মহাভয়ঙ্কর আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২

ঘণ্টায় ঘণ্টভূষায় ঘণ্টভূষণভূষিণে।
তীব্রায় তীব্ররূপায় তীব্ররূপপ্রিয়ায় চ ॥ ৩৩
নগ্নায় নগ্নরূপায় নগ্নরূপপ্রিয়ায় চ।
ভূতাবাস নমস্তুভ্যং সর্ব্বাবাস নমো নমঃ ॥ ৩৪
নমঃ সর্ব্বাত্মনে তুভ্যং নমস্তে ভূতিদারক।
নমস্তে বামদেবায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥ ৩৫
কা নু বাক্ স্তুতিরূপা তে কো নু স্তোতুং প্রশক্নুয়াৎ।
কস্য বা স্ফুরতে জিহ্বা স্তুতৌ স্তুতিমতাং বর ॥ ৩৬
ক্ষমস্ব ভগবন্ দেব ভক্তোঽহং ত্রাহি মাং হর।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বভূতেশ ত্রাহি মাং সততং হর। ৩৭
রক্ষ দেব জগন্নাথ লোকান্ সর্ব্বাত্মনা হর।
ত্রাহি ভক্তান্ সদা দেব ভক্তিপ্রিয় সদা হর ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযত্রায়াং বিষ্ণুকৃতেশ্বরস্তুতৌ সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৭

আপনি খট্টাঙ্গী, খট্টায় বিভূষিত এবং খট্টাযুক্ত ভূষণ ধারণ করেন। আপনি তীব্র, তীব্ররূপধারী এবং তীব্ররূপবিশিষ্ট পদার্থ আপনার বিশেষ প্রিয়, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩

আপনি নগ্ন, নগ্নরূপধারী এবং নগ্নরূপ আপনার বিশেষ প্রিয়। আপনি সমস্ত ভূতগণের আবাসস্থান, আপনাকে নমস্কার। সকলের আশ্রয়ভূত মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৪

আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। ঐশ্বর্য্যপ্রদানকারী রুদ্রদেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি বামদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাদেব, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৫

এরূপ কি বাণী আছে, যাহা আপনার স্তুতির অনুরূপ হইতে পারে? (আপনার মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি বাণীর নাই)। কোন্ মহাপুরুষ আপনার স্তুতি করিতে পারে? স্তুতিমান্দিগের (স্তবনীয় মহাপুরুষগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহেশ্বর! কাহার জিহ্বা আপনার স্তুতি করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে? ৩৬

ভগবন্! মহাদেব! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হর! আমি আপনার ভক্ত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ্বর হর! আপনি আমাকে সতত সংরক্ষণ করুন। দেব! জগন্নাথ! হর! আপনি সমস্ত লোকসকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। দেব! সদা ভক্তপ্রিয়! আপনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৭-৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা- প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত মহাদেবের স্তুতিবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবতা শিবেন জগদীশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো বৃষধ্বজো দেব শূলী সাক্ষাদুমাপতিঃ।
করং করেণ সংস্পৃশ্য বিষ্ণোশ্চক্রধরস্য হ ॥ ১
প্রোবাচ ভগবান্ রুদ্রঃ কেশবং গরুড়ধ্বজম্।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ২

কিমিদং দেবদেবেশ চক্রপাণে জনার্দ্দন।
তপশ্চর্য্যা কিমর্থং তে প্রার্থনা তব কা বিভো ॥ ৩
স্বয়ং বিষ্ণুর্ভবান্নিত্যস্তপস্তং তপসাং হরে।
পুত্রার্থং যদি তে দেব তপশ্চর্য্যা জনার্দ্দন ॥ ৪
পুত্রো দত্তো ময়া দেব পূর্ব্বমেব জগৎপতে।
শৃণু তত্রাপি ভগবন্ কারণং কারণাত্মক ॥ ৫

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শিবকর্ত্তৃক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের ধ্বজে বৃষচিহ্নধারী দেব, ত্রিশূলধারী সাক্ষাৎ উমাপতি ভগবান্ রুদ্র চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়া শ্রবণকারী সমস্ত দেবতাগণ ও পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের সমক্ষে গরুড়ধ্বজ কেশবকে বলিলেন ॥ ১-২

দেবদেবেশ্বর! চক্রপাণে! জনার্দ্দন! আপনি ইহা কি করিতেছেন? আপনার এই তপশ্চরণ কি জন্য? প্রভো আপনার প্রার্থনা কি? ৩

হরে! আপনি স্বয়ং নিত্যস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু, তপস্যাসমূহের-ও তপস্যা। দেব! জনার্দ্দন! জগৎপতে! যদি আপনার এই তপস্যা পুত্রের জন্যই হইয়া থাকে, তবে আমি পূর্ব্বেই ত' আপনাকে পুত্র দিয়াছি। (তাহা আপনার অজানা নাই, তথাপি) দেব! ভগবন্! কারণাত্মক নারায়ণ! এবিষয়ের কারণ আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৪-৫

তপশ্চর্ত্তুং প্রবৃত্তোঽহং কৃতশ্চিৎ কারণান্তরে
বর্ষাযুতং মহাঘোরং পুরা কৃতযুগে তদা ॥ ৬
ভবানী তত্র মে দেব পরিচর্ত্তুং তদাভবৎ
পিত্রা নিযুক্তা দেবেশ উমৈষা বরবর্ণিনী ॥ ৭
ভীত ইন্দ্রস্তদা দেব মারং মাং প্রৈষয়ত্তদা
মধুনা সহ সংযুক্তো মারো মামাগতস্তদা ॥ ৮
লক্ষ্যং মামকরোত্তত্র বাণস্য প্রেষিতস্য হ।
এষ মাং সেবতে তত্র দানাৎ পুষ্পাদিনাং হরে ॥ ৯
ততঃ ক্রুদ্ধোঽহমভবং দৃষ্ট্বা মারং তথাবিধম্
ক্রুধ্যতো মম দেবেশ নেত্রাদগ্নিঃ পপাত হ ॥ ১০
সোঽয়মগ্নিস্তদা মারং ভস্মসাৎ কৃতবান্ হরে
অচিন্তয়ং তদা বিষ্ণো শক্রস্যৈতচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১১
ততঃ প্রভৃতি দেবেশ দয়া তং প্রতি বর্ত্ততে।
ব্রহ্মণা চ নিযুক্তোঽস্মি প্রীতস্তত্র জনার্দ্দন ॥ ১২
নিযুক্তঃ পুত্ররূপেণ স তে দেব জগৎপতে।
জ্যেষ্ঠস্তব সুতো দেব প্রদ্যুম্নেত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩
স্মরং তং বিদ্ধি দেবেশ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইত্যুক্ত্বা পুনরাহেদং যাথাত্ম্যং দর্শয়ন্নিব ॥ ১৪
মুনীনাং শ্রোতুকামানাং যাথাত্ম্যং তত্র সত্তমঃ।
অঞ্জলিং সম্পুটং কৃত্বা বিষ্ণুমুদ্দিশ্য শঙ্করঃ ॥ ১৫
উময়া সার্দ্ধমীশানো যাথাত্ম্যং বক্তুমৈহত।
হরে কুর্ব্বতি তত্রৈবমঞ্জলিং কুরুসত্তম ॥ ১৬
মুনয়ো দেবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহকিন্নরাঃ।
অঞ্জলিং চক্রিরে বিষ্ণো দেবদেবেশ্বরে হরৌ ॥ ১৭

মহেশ্বর উবাচ

যত্তৎ কারণমাহুস্তৎ সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিসংজ্ঞকম্।
ততো মহান্ সমুৎপন্নঃ প্রকৃতির্যস্য কারণম্ ॥ ১৮
ত্রিধা ভূতং জগদ্যোনিং প্রধানং কারণাত্মকম্।
সত্ত্বং রজস্তমো বিষ্ণো জগদণ্ডং জনার্দ্দন ॥ ১৯
তস্য কারণমাহুত্বাং সাঙ্খ্যাঃ প্রকৃতিসংজ্ঞকম্।

হরে! প্রাচীনকালের সত্যযুগের ঘটনা; সেই সময় আমি কোন এক কারণ-বশতঃ দশ হাজার বর্ষের জন্য মহাঘোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হই ॥ ৬

দেব! দেবেশ্বর! সেই সময় সেস্থানে এই আমার ধর্ম্মপত্নী পরমা সুন্দরী উমা নিজের পিতার আদেশে আমার সেবা করিতে থাকেন ॥ ৭

দেব! আমার সেই তপস্যায় ইন্দ্রের ভয় হয়, অতএব সেই সময় তিনি কামদেবকে আমার নিকটে প্রেরণ করেন। তখন কামদেব নিজের সখা বসন্তকে সঙ্গে লইয়া আমার সমীপে আসে ॥ ৮

হরে! সেস্থানে উপস্থিত হইয়াই কামদেব আমাকে তাহার নিক্ষিপ্ত বাণের লক্ষ্য স্থির করে। এই পার্ব্বতী সেস্থানে পুষ্পাদি সংগ্রহের দ্বারা আমার সেবা করিতেছিলেন ॥ ৯

দেবেশ্বর! কামদেবকে আমার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। ক্রোধপরায়ণ আমার ললাটস্থিত নেত্র হইতে সহসা অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১০

সর্ব্বব্যাপী হরে! সেই অগ্নি সেই সময় কামদেবকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্তায় তখন এই বিষয় উপস্থিত হইল যে, এই দুষ্ট কার্য্যকলাপ ইন্দ্রেরই ॥ ১১

দেবেশ্বর! জনার্দ্দন! সেই সময় হইতেই কামদেবের প্রতি আমার দয়া রহিয়াছে। আমি মনে মনেই তাহার উপর প্রসন্ন হইলাম। ব্রহ্মাও সেই সময় আমাকে প্রেরিত করিয়াছিলেন যে, আমি যেন কামদেবকে নূতন শরীর ধারণ করিবার সুযোগ দান করি ॥ ১২

দেব! জগৎপতে! অতএব আমি কামদেবকে আপনার পুত্ররূপে নিযুক্ত করিয়াছি। দেব! সে প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইবে। দেবেশ্বর! আপনি তাহাকে কামদেব বলিয়াই জানিবেন, এবিষয়ে আর কোনও বিচারের আবশ্যকতা নাই ॥ ১৩॥

এই কথা বলিয়া শ্রীহরির যথার্থ স্বরূপ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মুনিগণের সমক্ষে তাঁহার যথাযথ স্বরূপের পরিচয় দান করিতে করিতে সৎপুরুষগণশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শঙ্কর উমাদেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনরায় তাঁহার যথার্থতার প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৪-১৫॥

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেস্থানে মহাদেব সেইভাবে কৃতাঞ্জলি হইলে পর অন্যান্য মুনি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নরগণও সেই সর্ব্বব্যাপী দেবদেবেশ্বর শ্রীহরির সমীপে অঞ্জলিবদ্ধ করিলেন ॥ ১৬-১৭

মহেশ্বর বলিলেন,—সাংখ্য শাস্ত্রের বিদ্বান্ পুরুষগণ যে প্রকৃতি-সংজ্ঞক কারণ-তত্ত্বের বর্ণনা করেন, যাঁহা হইতে 'মহান্' (মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি) উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার উপাদান কারণ হইল প্রকৃতি ॥ ১৮

সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দন! কারণস্বরূপ যে প্রধান (প্রকৃতি) উহাই এই জগতের যোনি। উহার ভেদ তিন প্রকার—সত্ত্ব, রজ

তদ্রূপেণ ভবান্ বিষ্ণো পরিণম্যাধিতিষ্ঠতি ॥ ২০
তস্মাত্তু মহতো ঘোরাদহঙ্কারো মহানভূৎ।
স ত্বমাদৌ জগন্নাথ পরিণামস্তথা হি সঃ ॥ ২১
অহঙ্কারাৎ প্রভো দেব কারণানি মহান্তি চ।
তস্মাত্রাণি তথা পঞ্চ ভূতানি প্রভবন্ত্যত ॥ ২২
তানি ত্বামাহুরীশানং ভূতানীহ জগৎপতে।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥২৩
চক্ষুস্ত্বগ্ তথা স্পর্শো রসনং শ্রোত্রমেব চ।
মনঃ ষষ্ঠং যথা দেব প্রেরকং তত্র তত্র হ ॥ ২৪
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চান্যানি বাগাদীনি জনার্দ্দন।
ত্বমেব তানি সর্ব্বাণি করোষি নিয়তাত্মবান্ ॥ ২৫
স্বেষু স্বেষু জগন্নাথ বিষয়েষু তথা হরে।
নিবেশয়সি দেবেশ যোগ্যামিন্দ্রিয়পদ্ধতিম্ ॥ ২৬
যদা ত্বং রজসা যুক্তস্তদা ভূতানি সৃষ্টবান্।
যদা চ সত্ত্বযুক্তোঽসি তদা পাতা জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২৭
যদা ত্বং তমসাকৃষ্টস্তদা সংহরসে জগৎ।
ত্রিভিরেব গুণৈর্যুক্তঃ সৃষ্টিরক্ষাবিনাশনে ॥২৮
বর্ত্তসে ত্রিবিধাং ভূতিমাদায় নিয়তাত্মবান্।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু নিয়োজয়সি মাধব ॥ ২৯
প্রাণিনামুপভোগার্থমন্তঃ স্থিত্বা জগদ্গুরো।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র ভূতেষু বর্ত্ততে সর্ব্বভোগবান্ ॥ ৩০
ব্রহ্মা ত্বং সৃষ্টিকালে তু স্থিতৌ বিষ্ণুরসি প্রভো
সংহারে রুদ্রনামাসি ত্রিধামা ত্বমসি প্রভো ॥ ৩১
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
এতাঃ প্রকৃতয়ো দেব ভিন্নাঃ সর্ব্বত্র তে হরে ॥ ৩২
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রধারঃ সাহস্রী সহস্রাত্মা দিবস্পতিঃ ॥ ৩৩

ও তমঃ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণভূত যে সাংখ্য-প্রকৃতি, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনারই স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। বিষ্ণো! উহার রূপে আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ইহার অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৯-২০

সেই ঘোর মহান্ মহত্তত্ত্ব হইতে মহান্ (সমষ্টিভূত) অহঙ্কার প্রকটিত হইয়াছে। জগন্নাথ! আদিকালে প্রকটিত এই মহত্তত্ত্বের এরূপ (অহঙ্কারাত্মক) পরিণাম আপনিই ॥ ২১

প্রভো! দেব! অহঙ্কার হইতে 'তন্মাত্র' নামক মহান্ কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ২২

জগৎপতে! এই জগতে যে সেই পঞ্চমহাভূত, উহাদিগকেও সর্ব্বেশ্বর আপনারই স্বরূপ বলা হয়। উহাদের নাম হইল—পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল এবং পঞ্চম ভূত তেজ (অগ্নি) ॥ ২৩

দেব! নেত্র, নাসিকা, ত্বক্ (চর্ম), রসনা ও কর্ণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাদের সহিত ষষ্ঠ মন, যে এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয়কে রূপাদি পঞ্চ বিষয়ে প্রেরিত করে ॥ ২৪

জনার্দন! বাগাদি (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চ অন্য কর্মেন্দ্রিয় আছে। জগন্নাথ! হরে! নিজের মনকে সংযতকারী পরমাত্মা আপনি এই সব ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ বিষয়সমূহে নিযুক্ত করেন। দেবেশ্বর! আপনিই যোগ্য ইন্দ্রিয়-মার্গের স্থাপনা করেন ॥ ২৫-২৬

যখন আপনি রজোগুণে সংযুক্ত হন, তখন আপনি সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন। যখন আপনি সত্ত্বগুণে যুক্ত হন, তখন তিন লোককে আপনি পালন করেন এবং যখন তমোগুণে আকৃষ্ট হন, তখন জগৎকে আপনিই সংহার করেন ॥ ২৭;

এইভাবে নিয়তাত্মা পরমেশ্বর আপনি ত্রিবিধ গুণেই সংযুক্ত হইয়া নিজের ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যকে (শক্তিকে) সঙ্গে লইয়া সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার কার্য্যে সদা রত আছেন ॥ ২৮;

মাধব! জগদ্গুরো! আপনি প্রাণিগণের অন্তঃকরণে স্থিত হইয়া তাহাদিগের উপভোগের জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহে নিযুক্ত করেন। সেইজন্য সমস্ত ভূতগণের মধ্যে আপনিই সর্ব্ববিধ ভোগসমূহে সম্পন্ন আছেন ॥ ২৯-৩০

প্রভো! সৃষ্টিকালে আপনিই ব্রহ্মা ও পালনকালে আপনি বিষ্ণু হন এবং সংহারকালে আপনি রুদ্র নাম ধারণ করেন। ভগবন্! এইরূপে আপনি 'ত্রিধামা' বলিয়া কথিত হন ॥ ৩১

হরে! দেব! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি (ও অহঙ্কার)—এই সর্ব্বত্র উপলব্ধ অষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি আপনারই ॥ ৩২

আপনি সহস্র মস্তকে বিভূষিত বিরাট্ পুরুষ। আপনার সহস্র নয়ন ও সহস্র পদ এবং ধারণকারী বাহুও আপনার সহস্র। আপনার সমস্ত বস্তুই সহস্র সংখ্যায় সুশোভিত (অথবা আপনার সব কিছুই সহস্র বলিয়া আপনি 'সাহস্রী' বলিয়া অভিহিত হন)। আপনার রূপ সহস্র এবং আপনি স্বর্গলোকের অধিপতি ইন্দ্র ॥ ৩৩

ভূমিং সর্ব্বামিমাং প্রাপ্য সপ্তদ্বীপাং সসাগরাম্ ।
অণু: সর্ব্বত্রগো ভূত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ৩৪
ত্বমেবেদং জগৎ সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যতি ।
ত্বত্তো বিরাট্ প্রাদুরভূৎ সম্রাট্ চৈব জনার্দ্দন ॥ ৩৫
তব বক্ত্রাজ্জগন্নাথ ব্রাহ্মণো লোকরক্ষক: ।
প্রাদুরাসীৎ পুরাণাত্মন্ ষট্‌কর্ম্মনিরত: সদা ॥ ৩৬
রাজন্যস্তু তথা বাহ্বোরাসীৎ সংরক্ষণে রত: ।
উর্ব্বোর্বৈশ্যস্তথা বিষ্ণো পাদাচ্ছূদ্র উদাহৃত: ॥ ৩৭
এবং বর্ণা জগন্নাথ তব দেহাজ্জনার্দ্দন ।
মনসস্তব দেবেশ চন্দ্রমা: সমপদ্যত ॥ ৩৮
সুখকৃৎ সর্ব্বভূতানাং শীতাংশুরমিতপ্রভ: ।
অক্ষ্ণো: সূর্য্য: সমুৎপন্ন: সর্ব্বপ্রাণিবিলোচন: ॥ ৩৯
যস্য ভাসা জগৎ সর্ব্বং ভাসতে ভানুমানসৌ ।
মুখাদিন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥ ৪০

নাভেরভূদন্তরিক্ষং তব দেব জনার্দ্দন ।
দৌরাসীত্তু মহাঘোরা শিরসস্তব গোপতে ॥ ৪১
পদ্ভ্যাং ভূমি: সমুৎপন্না দিশ: শ্রোত্রাজ্জগৎপতে
এবং সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য সর্ব্বং ব্যবস্থিত: ॥ ৪২
ব্যাপ্য সর্ব্বানিমাল্লোকান্ স্থিত: সর্ব্বত্র কেশব ।
ততশ্চ বিষ্ণুনামাসি ধাতোর্ব্যাপ্তেশ্চ দর্শনাৎ ॥ ৪৩
নারা আপ: সমাখ্যাতাস্তাসাময়নমাদিত:
যতস্ত্বং ভূতভব্যেশ তন্নারায়ণশব্দিত: ॥ ৪৪
হরসি প্রাণিনো দেব ততো হরিরিতি স্মৃত: ।
শঙ্করোঽসি সদা দেব তত: শঙ্করতাং গত: ॥ ৪৫
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মেতি শব্দিত: ।
মধুরিন্দ্রিয়নামেতি ততো মধুনিসূদন: ॥ ৪৬
হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যাহুস্তেষামীশো যতো ভবান্ ।
হৃষীকেশস্ততো বিষ্ণো খ্যাতো দেবেষু কেশব ॥ ৪৭

সপ্ত দ্বীপ ও সাগরে যুক্তা এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া আপনি সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে দশ অঙ্গুলি উপরে উত্থিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৪

যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে, সেই এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনিই। জনার্দন! আপনার স্বরূপ হইতেই বিরাট্ ও সম্রাট্ (বিরাটের অধিষ্ঠাতা) পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ॥ ৩৫

পুরাণাত্মন্! জগন্নাথ! আপনার মুখ হইতে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম্মে নিরত লোকরক্ষক ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩৬

বিষ্ণো! আপনার বাহুদ্বয় হইতে রক্ষাকর্ম্মে রত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ আপনার উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭

জগদীশ্বর! জনার্দন! এইরূপ চার বর্ণ আপনার দেহ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। দেবেশ্বর! আপনার মন হইতে সমস্ত প্রাণিগণের সুখদায়ক অমিত কান্তিমান্ শীতরশ্মি চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৮

আপনার নেত্রদ্বয় হইতে সমস্ত প্রাণিগণের নয়নস্বরূপ এই ভানুমান্ (অংশুমালী) সূর্য্য উদ্ভূত হইয়াছে, যাহার প্রভায় সম্পূর্ণ জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। আপনার মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মলাভ করিয়াছে ॥ ৩৯-৪০

দেব! জনার্দন! আপনার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। গোপতে! আপনার মস্তক হইতে মহাঘোর দ্যুলোকের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৪১

জগৎপতে! আপনার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং কর্ণ হইতে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিয়া আপনি সকলকে ব্যাপ্ত করত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪২

কেশব! এই সমস্ত লোকসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আপনি সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন। সেইজন্য 'বিষ্' ধাতুর ব্যাপ্তিরূপ অর্থের দর্শনবশতঃ আপনি 'বিষ্ণু' নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৩

ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের নিয়ামক পরমেশ্বর! জল 'নার' বলিয়া কথিত হয়, সেই নারের আদিকাল হইতেই আপনি অয়ন (আশ্রয়), সেইজন্য আপনি 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হন ॥ ৪৪

দেব! আপনি প্রাণিগণের পাপ-তাপ হরণ করেন, সেইজন্য আপনি 'হরি' এই নামে কথিত হন। দেব! আপনি সদা সকলের 'শম্' (কল্যাণ) করেন, সেই হেতু 'শঙ্কর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৫

বৃহৎ এবং বর্দ্ধনশীল হওয়ায় আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। ইন্দ্রিয়গণের নাম হইল মধু, সেই মধুকে দমন করায় আপনার নাম হইয়াছে 'মধুসূদন' ॥ ৪৬

কেশব! বিষ্ণো! ইন্দ্রিয়বর্গকে হৃষীক বলা হয়, যেহেতু আপনি ইন্দ্রিয়বর্গের ঈশ—স্বামী বা প্রেরক, সেইহেতু দেবগণের মধ্যে আপনি 'হৃষীকেশ' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৪৭

ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্
আবাং ভবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামবান্ ॥ ৪৮
মা বিদ্যা চ হরে প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবান্।
তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি শব্দিতঃ ॥ ৪৯
গৌরেষা তু যতো বাণী তাঞ্চ দেব যতো ভবান্।
গোবিন্দস্তু ততো দেব মুনিভিঃ কথ্যতে ভবান্ ॥ ৫০
ত্রিরিত্যেব ত্রয়ো বেদাঃ কীর্ত্তিতা মুনিসত্তমৈঃ।
ক্রমতে তাংস্তথা সর্ব্বাংস্ত্রিবিক্রম ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫১
অণূর্বামননামাসি যতস্ত্বং বামনাখ্যয়া।
মননান্মুনিরেবাসি যমনাদ্ যতিরুচ্যসে ॥ ৫২
তপশ্চরসি যস্মাত্ত্বং তপস্বীতি চ শব্দিতঃ।
বসন্তি ত্বয়ি ভূতানি ভূতাবাসস্ততো হরে ॥ ৫৩

ঈশস্ত্বং সর্ব্বভূতানামীশ্বরোঽসি ততো হরে।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং গায়ত্রী ছন্দসাং প্রভো ॥ ৫৪
অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ।
রুদ্রাণামহমেবাসি বসূনাং পাবকো ভবান্ ॥ ৫৫
অশ্বত্থো বৃক্ষজাতীনাং ব্রহ্মা লোকগুরুর্ভবান্।
মেরুস্ত্বং পর্ব্বতেন্দ্রাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ॥ ৫৬
দানবানাং ভবান্ দৈত্যঃ প্রহ্লাদো ভক্তবৎসলঃ।
সর্পাণামেব সর্ব্বেষাং ভবান্ বাসুকিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৭
গুহ্যকানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবান্ ধনদ এব চ।
বরুণো যাদসাং রাজা গঙ্গা ত্রিপথগাভবান্ ॥ ৫৮
আদিস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং মধ্যমন্তগুথা ভবান্।
ত্বত্তঃ সমভবদ্ বিশ্বং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রলীয়তে ॥ ৫৯

'ক' এই নাম হইল ব্রহ্মার এবং আমি সমস্ত দেহধারিগণের ঈশ (পূজ্যতম ঈশ্বর)। আমরা উভয়ে যেহেতু আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, সেইহেতু আপনি 'কেশব' নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৮

হরে! বিদ্যাকে 'মা' বলা হয়, আপনি সেই মার ধব (ঈশ্বর বা স্বামী), সেইজন্য 'মাধব' নামে আপনি বিখ্যাত; যেহেতু ধব-শব্দ স্বামীর বাচক ॥ ৪৯

দেব! এই বাণী 'গো' নামে প্রসিদ্ধ; যেহেতু আপনি তাহাকে জানেন, সেইহেতু মুনিগণ আপনাকে 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করেন ॥ ৫০

শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তিন বেদকে 'ত্রি' বলিয়া বর্ণনা করেন, আপনি সেই সম্পূর্ণ তিন বেদকে ক্রান্ত (ব্যাপ্ত) করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইহেতু আপনি 'ত্রিবিক্রম' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫১

আপনি অণু (সূক্ষ্ম) বা লঘু বলিয়া 'বামন' নাম ধারণ করিয়াছেন। আপনার বামননামে প্রসিদ্ধ হইবার ইহাই কারণ। আপনি মনন করেন বলিয়া 'মুনি' এবং যম (সংযম) পালন করেন বলিয়া 'যতি' নামে অভিহিত হন ॥ ৫২

যেহেতু আপনি তপস্যার আচরণ করেন, সেইহেতু আপনি 'তপস্বী' নামে কথিত হন। হরে! সমস্ত ভূতগণ আপনার মধ্যে বাস করে বলিয়া আপনি 'ভূতবাস' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৩

হরে! আপনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ, সেইহেতু আপনি 'ঈশ্বর' বলিয়া কথিত হন। প্রভো! আপনি সমস্ত বেদের মধ্যে 'প্রণব' এবং ছন্দঃসমূহের মধ্যে 'গায়ত্রী' নামে কথিত হন ॥ ৫৪

আপনি অক্ষরসকলের মধ্যে অকার। আপনি বর্ণ-সমূহের আশ্রয়ে অবস্থিত 'স্ফোট' *। রুদ্রগণের মধ্যে আমিই অর্থাৎ শঙ্কর এবং বসুগণের মধ্যে আপনি পাবক ॥ ৫৫

আপনি বৃক্ষ-জাতি সকলের মধ্যে অশ্বত্থ এবং সমস্ত লোক-সমূহের গুরু ব্রহ্মাও আপনি। শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসকলের মধ্যে আপনি মেরু ও দেবর্ষিগণের মধ্যে আপনি নারদ ॥ ৫৬

আপনি দানবগণের মধ্যে দৈত্য ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ এবং সমস্ত সর্পগণের মধ্যে আপনিই বাসুকি ॥ ৫৭

আপনি সমস্ত গুহ্যকগণের মধ্যে ধনদাতা কুবের। জলজন্তু-গণের রাজা বরুণ এবং ত্রিপথগামিনী গঙ্গাও আপনিই ॥ ৫৮

আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। আপনার নিকট হইতেই এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং শেষে সারা জগৎ আপনার মধ্যেই লীন হইয়া যায় ॥ ৫৯

---

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতানুসারে স্ফোট হইল নিত্য শব্দ, যাহার দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দের জ্ঞান হয়; যেরূপ কমল শব্দে ক, ম ও ল-এই তিন বর্ণ আছে, এই তিনটি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিলে কোনও অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় না; কিন্তু তিনটি বর্ণ একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে উহাতে যে স্ফোট হয়, তাহারই দ্বারা কমল শব্দের অভিপ্রায় জানা যায়। বহু বিদ্বান্ পুরুষগণ এই স্ফোটকেই (নিত্য শব্দকেই) সংসারের কারণ মনে করেন।

অহং ত্বং সর্ব্বগো দেব ত্বমেবাহং জনার্দ্দন।
আবয়োরন্তরং নাস্তি শব্দৈরর্থৈর্জগৎপতে ॥ ৬০

নামানি তব গোবিন্দ যানি লোকে মহান্তি চ।
তান্যেব মম নামানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬১

ত্বদুপাসা জগন্নাথ সৈবাস্তু মম গোপতে।
যশ্চ ত্বাং দ্বেষ্টি দেবেশ স মাং দ্বেষ্টি ন সংশয়ঃ ॥ ৬২

ত্বদ্‌বিস্তারো যতো দেব অহং ভূতপতিস্ততঃ।
ন তদস্তি বিনা দেব যত্তে বিরহিতং হরে ॥ ৬৩

যদাসীদ্ বর্ত্ততে যচ্চ যচ্চ ভাবি জগৎপতে।
সর্ব্বং ত্বমেব দেবেশ বিনা কিঞ্চিন্ময়া ন হি ॥ ৬৪

স্তুবন্তি দেবাঃ সততং ভবন্তং স্বৈগুণৈঃ প্রভো।
ঋক্ চ ত্বং যজুরেবাসি সামাসি সততং প্রভো ৬৫

কিমুচ্যতে ময়া দেব সর্ব্বং ত্বং ভূতভাবন
নমঃ সর্ব্বাত্মনা দেব বিষ্ণো মাধব কেশব ॥ ৬৬

নমস্করোমি সর্ব্বাত্মন্নমস্তেঽস্তু সদা হরে।
নমঃ পুষ্করনাভায় বন্দে ত্বামহমীশ্বর ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং শিবকৃতবিষ্ণুস্তুতৌ
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

জনার্দ্দন! দেব! আমিই সর্ব্বব্যাপী দেব আপনি এবং আপনিই আমি। জগৎপতে! শব্দ ও অর্থেও আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও অন্তর (পার্থক্য) নাই ॥ ৬০

গোবিন্দ! লোকে যে সব আপনার মহান্ নাম আছে, তৎসমস্তই আমারও নাম। এবিষয়ে অন্য কোনও বিচার করা উচিত নয় ॥ ৬১

জগন্নাথ! গোপতে! আপনার যে উপাসনা, তাহা আমারও উপাসনা। দেবেশ্বর! যে আপনাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬২

দেব! যেহেতু আপনার বিস্তার আমি, সেইহেতু আপনারই ন্যায় আমিও সমস্ত ভূতগণের অধিপতি বলিয়া কথিত হই। দেব! হরে! এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা আপনি ব্যতীত কিংবা আপনি রহিত ॥ ৬৩

জগৎপতে! দেবেশ্বর! যাহা কিছু ছিল, যাহা আছে এবং যাহা হইবে, তৎ সমস্তই আপনি। এরূপ কোনও বস্তু নাই, যাহা আপনি রহিত ॥ ৬৪

প্রভো! দেবগণ সদা আপনার নিজ গুণসমূহের কীর্ত্তন করিয়া আপনার স্তুতি করেন। ভগবন্! আপনিই নিরন্তর ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ ॥ ৬৫

ভূতভাবন দেব! আমি অধিক কি আর বলিব? আপনিই সব কিছু। দেব! বিষ্ণো! মাধব! কেশব! আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে নমস্কার ॥ ৬৬

সর্ব্বাত্মন্! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হরে! আপনাকে সদাই নমস্কার। আপনি পদ্মনাভ, আপনাকে নমস্কার। ঈশ্বর! আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি ॥ ৬৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে শিবকৃত বিষ্ণুস্তুতিবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শঙ্করেণ ঋষিভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বস্যোপদেশদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশং মুনীনাহ পুনঃ শিবঃ।
এবং জানীত হে বিপ্রা যে ভক্তা দ্রষ্টুমাগতাঃ ॥ ১

এতদেব পরং বস্তু নৈতস্মাৎ পরমস্তি বঃ।
এতদেব বিজানীধ্বমেতদ্ বঃ পরমং তপঃ ॥ ২

একোননবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক ঋষিগণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শিব পুনরায় মুনিগণকে বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ! যে সব ভক্ত এস্থানে শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছ, তাহারা ইহা জানিও ॥ ১

এই শ্রীকৃষ্ণই পরম বস্তু, তোমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অন্য আর কিছুই নাই। ইনিই তোমাদের তপস্যার সর্ব্বোত্তম ফল, এই কথা তোমরা ভালভাবে অবগত হও ॥ ২

এতদেব সদা বিপ্রা ধ্যেয়ং সততমানসৈঃ।
এতদ্ বঃ পরমং শ্রেয় এতদ্ বঃ পরমং ধনম্ ॥ ৩
এতদ্ বো জন্মনঃ কৃত্যমেতদ্ বস্তপসঃ ফলম্।
এষ বঃ পুণ্যনিলয় এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪
এষ বো মোক্ষদাতা চ এষ মার্গ উদাহৃতঃ।
এষ পুণ্যপ্রদঃ সাক্ষাদেতদ্ বঃ কর্ম্মণাং ফলম্ ॥ ৫
এতদেব প্রশংসন্তি বিদ্বাংসো ব্রহ্মবাদিনঃ।
এষ ত্রয়ীগতির্বিপ্রাঃ প্রার্থ্যো ব্রহ্মবিদাং সদা ॥ ৬
এতদেব প্রশংসন্তি সাংখ্যযোগসমাশ্রিতাঃ
এষ ব্রহ্মবিদাং মার্গঃ কথিতো বেদবাদিভিঃ ॥ ৭
এবমেব বিজানীত নাত্র কার্য্যা বিচারণা
হরিরেকঃ সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বমাস্থিতৈঃ ॥ ৮
নান্যো জগতি দেবোঽস্তি বিষ্ণোর্নারায়ণাৎ পরঃ।
ওমিত্যেবং সদা বিপ্রা পঠত ধ্যাত কেশবম্ ॥ ৯
ততো নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এবং ধ্যাতো হরিঃ সাক্ষাৎ প্রসন্নো বো ভবিষ্যতি ॥ ১০
ভবনাশময়ং দেবঃ করিষ্যতি দৃঢ়ং হরিঃ।
সদা ধ্যাত হরিং বিপ্রা যদীচ্ছা প্রাপ্তুমচ্যুতম্ ॥ ১১
এষ সংসারবিস্তবং বিনাশয়তি বো গুরুঃ।
স্মরধ্বং সততং বিষ্ণুং পঠধ্বং ত্রিশরীরিণম্ ॥ ১২
মনঃসংযমনং বিপ্রাঃ কুরুধ্বং যত্নতঃ সদা।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুঃ প্রসীদতি তপোধনাঃ ॥ ১৩
ধ্যাত্বা মাং সর্ব্বযত্নেন ততো জ্ঞানীত কেশবম্।
উপাস্যোঽহং সদা বিপ্রা উপাস্যেঽস্মিন্ হরৌ স্মৃতঃ ॥ ১৪
উপায়োঽয়ং ময়া প্রোক্তো নাত্র সন্দেহ ইত্যপি।
অয়ং মায়ী সদা বিপ্রা যতধ্বমঘনাশনে ॥ ১৫

বিপ্রগণ! সদা একাগ্রচিত্ত হইয়া নিত্য নিরন্তর এই শ্রীকৃষ্ণেরই ধ্যান করা উচিত। ইনিই তোমাদের পরম কল্যাণ এবং ইনিই তোমাদের পরম ধন। ৩

ইনিই তোমাদের জন্মের ও জীবনের সফলতা ইনিই তোমাদের তপস্যার ফল। ইনিই তোমাদের পুণ্যসমূহের ভাণ্ডার এবং ইনিই সনাতন ধর্ম্ম। ৪

ইনিই তোমাদের মোক্ষদাতা এবং ইনিই পন্থা মার্গ বলিয়া কথিত আছেন। ইনিই সাক্ষাৎ পুণ্যদায়ক এবং ইনিই তোমাদের সৎকর্ম্মসমূহের ফল। ৫

ব্রহ্মবাদী বিদ্বান্ পুরুষগণ সদা ইহারই প্রশংসা করেন। ইনি তিন বেদের গতি (আশ্রয়)। ব্রাহ্মণগণ! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা সদা ইহাকেই লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ৬

সাংখ্য ও যোগের আশ্রয়কারী বিদ্বান্‌গণ ইহারই গুণগান করেন। বেদবাদী জ্ঞানিগণ ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মার্গ বলিয়াছেন। ৭

তোমরা এই শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপই জানিও। সত্ত্বগুণের আশ্রয়কারী তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সদা একমাত্র এই শ্রীহরিরই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ৮

সংসারে সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দেবতা নাই। ব্রাহ্মণগণ! অতএব তোমরা 'ওম্' এই সর্ব্ববেদসার মন্ত্র জপ কর এবং এই কেশব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কর। ৯

এরূপ করিলে পর তোমাদের পরম কল্যাণ প্রাপ্তি হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপে ধ্যান করিলে সাক্ষাৎ শ্রীহরি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইবেন। ১০

এই পাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সংসারবন্ধনকে দৃঢ়ভাবে নাশ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ! যদি তোমরা এই ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সদাই এই শ্রীহরির ধ্যান করিয়া যাও। ১১

ইনিই তোমাদের গুরু (পরম তত্ত্বের উপদেষ্টা)। ইনি সংসারবন্ধনের বিস্তারকারিণী মূল অবিদ্যাকে নাশ করিয়া দিবেন; অতএব তোমরা সকলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী ত্রিবিধ শরীরধারী এই সর্ব্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের সদা স্মরণ ও কীর্ত্তন কর। ১২

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সকলে সদা যত্নসহকারে মনের সংযম কর। তপোধনগণ! সংযমের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যাইলে পর এই ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন। ১৩

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে আমার চিন্তা করিয়া তারপর এই কেশব শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে সচেষ্ট হও; কারণ, এই উপাস্য দেব শ্রীহরিতে সদা আমিই উপাস্য বলিয়া কথিত আছি। ১৪

বিপ্রগণ! এই আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায় বলিলাম, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধিপতি, (অতএব তিনি মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া 'কৃষ্ণ' রূপে বিরাজমান,) সেইহেতু তোমরা সকলে এই পাপহারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সতত যত্নপরায়ণ হও। ১৫

যথা বো বুদ্ধিরখিলা শুদ্ধা ভবতি যত্নতঃ।
তথা কুরুত বিপ্রেন্দ্রা যথা দেবঃ প্রসীদতি ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ পুণ্যশীলিনঃ।
যথাবদুপগৃহ্যৈনা নিরসন্ সংশয়ং নৃপ ॥ ১৭

এবমেবেতি তং বিপ্রাঃ প্রাহুঃ প্রাঞ্জলয়ো হরম্
ছিন্নো নঃ সংশয়ঃ সর্ব্বো গৃহীতোঽর্থঃ স তাদৃশঃ ১৮

এতদর্থং সমায়াতা বয়মদ্য তবালয়ম্।
সঙ্গমাদ্ যুবয়োঃ সর্ব্বো নষ্টো মোহো মহানিহ ॥ ১৯

যথা বদসি দেবেশ তথা নঃ শ্রেয়সে পরম্।
যথাহ ভগবান্ রুদ্রো যতামঃ সততং হরৌ।
ইতি তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রণেমুঃ কেশবং হরিম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াম্ ঋষ্যুপদেশে
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

বিপ্রোত্তমগণ! যেরূপ যত্ন করিলে পর তোমাদের সকল বুদ্ধিই শুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং যাহার দ্বারা এই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন, সেইরূপ যত্ন কর ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ বলিলে পর সেই সমস্ত পুণ্যশীল মুনিগণ যথাযথভাবে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নিজেদের মনের সংশয় অপসারিত করিলেন ॥ ১৭

সেই ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, এইরূপই অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ। আমাদের সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৮

প্রভো! আমরা ইহারই জন্য আজ আপনার বাসস্থানে আসিয়াছিলাম! আপনাদের উভয়ের মিলনে এস্থানে আমাদের সমস্ত মহান্ মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥১৯

দেবেশ্বর! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেরূপ করিলে পরই আমাদের পরম কল্যাণ হইবে। ভগবান রুদ্র আপনি যেরূপ বলিলেন, তদনুসারে আমরা সকলে সদা শ্রীহরিকে লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়া যাইব। এই কথা বলিয়া সেই মুনিগণ প্রীতচিত্তে কেশব শ্রীহরিকে প্রণাম করিলেন ॥ ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাস-যাত্রাপ্রসঙ্গে ভগবান্ শিবকর্তৃক ঋষিগণকে উপদেশবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শঙ্করেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য কৈলাস-পর্ব্বতাদ্ বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ স ভগবান্ রুদ্রঃ সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব।
স্তুত্যা প্রচক্রমে স্তোতুং বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরং হরিম্ ॥
অর্থ্যাভিস্তু তদা বাগ্‌ভির্মুনীনাং শৃণ্বতাং তথা ॥ ১

মহেশ্বর উবাচ।

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমতে।
যস্য ভাসা জগৎ সর্ব্বং ভাসতে নিত্যমচ্যুত ॥ ২
নমো ভগবতে দেব নিত্যং সূর্য্যাত্মনে নমঃ।
যঃ শীতয়তি শীতাংশুর্লোকান্ সর্ব্বানিমান্ বিভুঃ ॥ ৩

নবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের কৈলাস-পর্বত হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভগবান্ রুদ্র সকলকে যেন বিস্মিত করিতে করিতে সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বর শ্রীহরিকে স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সেই সময় শ্রবণকারী মুনিগণের সমীপে অর্থযুক্ত বাক্যের দ্বারা এইরূপ স্তুতি আরম্ভ করিলেন ॥ ১

মহেশ্বর বলিলেন,—আপনি পরম জ্ঞানী ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার। অচ্যুত দেব! যাঁহার প্রকাশে এই সারা জগৎ সদা প্রকাশিত হইতেছে, সেই সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ আপনাকে নিত্য বারংবার নমস্কার ॥ ২॥

দেব! যে শীতরশ্মি ভগবান্ চন্দ্র এই সমস্ত লোকসকলকে শীতলতা প্রদান করেন, সেই চন্দ্রস্বরূপ শ্রীহরি আপনাকে নিত্য নমস্কার। নমস্কার ॥ ৩॥

নমস্তে বিষ্ণবে দেব নিত্যং সোমাত্মনে নমঃ।
যঃ প্রজাঃ প্রীণয়ত্যেকো বিশ্বাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৪
নমঃ সর্ব্বাত্মনে দেব নমো বাগাত্মনে হরে।
যো দধার করেণাসৌ কুশচীরাদি যৎ সদা ॥ ৫
দধার বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ তুভ্যং ব্রহ্মাত্মনে নমঃ
সর্ব্বান্ সংহরতে যস্তু সংহারে বিশ্বদৃক্ সদা ॥ ৬
ক্রোধাত্মাসি বিরূপোঽসি তুভ্যং রুদ্রাত্মনে নমঃ।
সৃষ্টৌ স্রষ্টা সমস্তানাং প্রাণিনাং প্রাণদায়িনে ॥ ৭
অজায় বিষ্ণবে তুভ্যং স্রষ্ট্রে বিশ্বসৃজে নমঃ।
আদৌ প্রকৃতিমূলায় ভূতানাং প্রভবায় চ ॥ ৮
নমস্তে দেবদেবেশ প্রধানায় নমো নমঃ
পৃথিব্যাং গন্ধরূপেণ সংস্থিতঃ প্রাণিনাং হরে ॥ ৯
দৃঢ়ায় দৃঢ়রূপায় তুভ্যং গন্ধাত্মনে নমঃ।
অপাং রসায় সর্ব্বত্র প্রাণিনাং সুখহেতবে ॥ ১০
নমস্তে বিশ্বরূপায় রসায় চ নমো নমঃ।
তেজসা ভাস্করো যস্তু ঘৃণির্জন্তুহিতঃ সদা ॥ ১১
তস্মৈ দেব জগন্নাথ নমো ভাস্করূপিণে।
বায়োঃ স্পর্শগুণো যত্র শীতোষ্ণসুখদুঃখদঃ ॥ ১২
নমস্তে বায়ুরূপায় নমঃ স্পর্শাত্মনে হরে।
আকাশেঽবস্থিতঃ শব্দঃ সর্ব্বশ্রোত্রনিবেশনঃ ॥ ১৩
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো তুভ্যং সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
যো দধার জগৎ সর্ব্বং মায়ামানুষদেহবান্ ॥ ১৪
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ মায়িনেঽমায়দায়িনে।
নম আদ্যায় বীজায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ॥ ১৫
অচিন্ত্যায় সুচিন্ত্যায় তস্মৈ চিন্ত্যাত্মনে নমঃ।
হরায় হরিরূপায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মদায়িনে ॥ ১৬
নমো ব্রহ্মবিদে তুভ্যং ব্রহ্মব্রহ্মাত্মনে নমঃ।
নমঃ সহস্রশিরসে সহস্রকিরণায় চ ॥ ১৭

দেব! হরে! যে একমাত্র বিশ্বাত্মা ভূতভাবন ভগবান্ সমস্ত প্রজাগণকে তৃপ্তি প্রদান করেন, সেই সর্ব্বস্বরূপ এবং বাণী-স্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। ৪।

যিনি সদা নিজ হস্তে কুশ-চীরাদি ধারণ করেন এবং যিনি সম্পূর্ণ বেদকে ধারণ করেন, সেই ব্রহ্মা আপনিই; আপনাকে নমস্কার করি। ৫।

যে বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্ সংহারকালে সদা সমস্ত লোক-সকলকে সংহার করেন, তিনি আপনিই। আপনি ক্রোধরূপ, বিকরালরূপ ও রুদ্ররূপ, আপনাকে নমস্কার। ৬।

যিনি সৃষ্টিকালে স্রষ্টা হইয়া সমস্ত প্রাণিগণকে প্রাণদান করেন, সেই অজন্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিধাতা ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে নমস্কার। ৭।

দেবদেবেশ্বর! যিনি আদিতে মূল প্রকৃতিস্বরূপ এবং গুণ-সমূহে ক্ষোভের সঞ্চার হইলে পর ক্রমশঃ পঞ্চ মহাভূতসকলের উৎপাদক হন, সেই প্রধানস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। ৮।

প্রাণিগণের পাপহরণকারী হরে! আপনি পৃথিবীতে গন্ধ-রূপে অবস্থিত। আপনি দৃঢ়, দৃঢ়রূপধারী এবং গন্ধস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৯।

যিনি প্রাণিগণের সুখদানের জন্য সর্ব্বত্র জলে রসরূপে নিবাস করেন, সেই বিশ্বরূপধারী রসস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার। ১০।

দেব! জগন্নাথ! যিনি তেজে সূর্য্যতুল্য, কিরণসমূহে প্রকাশিত এবং সদা সকল জীবগণের হিতকারী, সেই ভাস্করূপী আপনাকে নমস্কার। ১১।

হরে! যেস্থানে বায়ুর স্পর্শনামক গুণ শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখ প্রদানকারী হয়, সেস্থানে সেই গুণের আশ্রয়ভূত বায়ু আপনারই স্বরূপ। বায়ুও আপনারই রূপ, আপনাকে নমস্কার। ১২।

ভগবন্! বিষ্ণো! আকাশরূপী আপনার মধ্যে স্থিত শব্দ সকলের কর্ণে প্রবেশ করে। আপনি সর্ব্বাত্মা, আপনাকে নমস্কার। ১৩।

জগন্নাথ! আপনি মায়াময় মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও সম্পূর্ণ জগৎকে স্বয়ংই ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি মায়ার স্বামী এবং মায়ারহিত, মোক্ষপ্রদানও আপনিই করেন, আপনাকে নমস্কার। ১৪।

আপনি সকলের আদি কারণ, নির্গুণ, গুণস্বরূপ, অচিন্ত্য, সুচিন্ত্য ও চিন্ত্যস্বরূপ, সেই পরমাত্মা আপনাকে নমস্কার। ১৫।

আপনি হরিরূপধারী হর, ব্রহ্মাকে বেদপ্রদানকারী, ব্রহ্মবিৎ এবং ব্রহ্ম ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার! নমস্কার॥ ১৬।

আপনার সহস্র মস্তক। আপনি সহস্র কিরণসমূহে প্রকাশিত হন। আপনার মুখ সহস্র ও নেত্রও সহস্র (অনন্ত), আপনাকে নমস্কার। ১৭।

নমঃ সহস্রবক্ত্রায় সহস্রনয়নায় চ।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় বিশ্বকর্ত্রে নমো নমঃ ॥ ১৮
বিশ্ববক্ত্রে নমো নিত্যং ভূতাবাস নমো নমঃ
ইন্দ্রিয়ায়েন্দ্ররূপায় বিষয়ায় সদা হরে ॥ ১৯
নমোঽস্থশিরসে তুভ্যং বেদাভরণরূপিণে।
অগ্নয়েঽগ্নিপতে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ ॥ ২০
সূর্য্যায় সূর্য্যপুত্রায় তেজসাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ সোমায় সৌম্যায় নমঃ শীতাত্মনে হরে ॥ ২১
নমো বষট্কৃতে তুভ্যং স্বাহাস্বধাস্বরূপিণে।
নমো যজ্ঞায় ইজ্যায় হবিষে হব্যসংস্কৃতে।
নমঃ স্রুবায় পাত্রায় যজ্ঞাঙ্গায় পরায় চ ॥ ২২
নমঃ প্রণবদেহায় ক্ষরায়াপ্যক্ষরায় চ।
বেদায় বেদরূপায় শস্ত্রিণে শস্ত্ররূপিণে ॥ ২৩

আপনি বিশ্ব, বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার! নমস্কার ॥ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে উপদেশ প্রদানকারী (জগদ্‌গুরু), আপনাকে নমস্কার। সমস্ত ভূতগণের আবাস-স্থান বিষ্ণুদেব! আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১৮॥

হরে! আপনি ইন্দ্রিয়রূপ, বিষয়রূপ ও ইন্দ্ররূপ, আপনাকে সদা নমস্কার। বেদই যাঁহার আভরণ ও রূপ, সেই হয়-গ্রীবরূপধারী আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯॥

অগ্নিপতে! আপনি অগ্নিস্বরূপ, গ্রহ-নক্ষত্রসকলের অধিপতি, সূর্য্য, সূর্য্যপুত্র এবং তেজঃসমূহের পতি, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২০॥

হরে! আপনি সোম, সৌম্য ও শীতাত্মা, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি বষট্‌কার ও স্বাহা-স্বধাস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি যজ্ঞ, যজ্ঞসমূহের দ্বারা পূজনীয় ও হবিষ্যরূপ, আপনাকে নমস্কার। হব্যসমূহের দ্বারা সংস্কৃত পরমাত্মা আপনাকে নমস্কার। আপনি স্রুব, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞ-সকলের অঙ্গভূত উপকরণ এবং এই সবের পরও আপনি, আপনাকে নমস্কার ॥ ২১-২২

প্রণব আপনার শরীর। আপনি ক্ষর (সম্পূর্ণ ভূতজাত) এবং অক্ষর (কূটস্থ), আপনাকে নমস্কার। আপনি বেদ ও বেদরূপ এবং শস্ত্রগ্রহণকারী ও শস্ত্ররূপধারী, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৩

গদিনে খড়্গিনে তুভ্যং শঙ্খিনে চক্রিণে নমঃ।
শূলিনে চর্ম্মিণে নিত্যং বরদায় নমো নমঃ ॥ ২৪
বুদ্ধিপ্রিয়ায় বুদ্ধায় প্রবুদ্ধায় সুখায় চ।
হরয়ে বিষ্ণবে তুভ্যং নমঃ সর্ব্বাত্মনে গুরো ॥ ২৫
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ সর্ব্বকর্ত্রে নমো নমঃ।
নমঃ স্বভাবশুদ্ধায় নমস্তে যজ্ঞশূকর ॥ ২৬
নমো বিষ্ণো নমো বিষ্ণো নমো বিষ্ণো নমো হরে।
নমস্তে বাসুদেবায় বাসুদেবায় ধীমতে ॥ ২৭
নমঃ কৃষ্ণায় কৃষ্ণায় সর্ব্বাবাস নমো নমঃ।
নমো ভূয়ো নমস্তেঽস্তু পাহি লোকান্ জনার্দ্দন ॥ ২৮
ইতি স্তুত্বা জগন্নাথমুবাচ মুনিসত্তমান্।
ইদং স্তোত্রমধীয়ানা নিত্যং ব্রজত কেশবম্ ॥ ২৯
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং তত্র শ্রেয়ো বিধাস্যতি।
যে চেমং ধারয়িষ্যন্তি স্তবং পাপবিমোচনম্ ॥ ৩০

গুরুদেব! আপনি বুদ্ধিপ্রিয়, বোধসম্পন্ন, প্রবুদ্ধস্বরূপ ও সুখরূপী। আপনিই সকলের আত্মা পাপহারী বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৫

সর্ব্বলোকেশ্বর! আপনি সকলের কর্ত্তা, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যজ্ঞবারাহ! আপনি স্বভাবতই শুদ্ধ, আপনাকে বারংবার নমস্কার ॥ ২৬

বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। হরে! আপনাকে নমস্কার। সকলের অন্তরে নিবাসকারী বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন! আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭

সকলের আবাসস্থান জনার্দন! আপনি নামেও কৃষ্ণ এবং বর্ণেও কৃষ্ণ (অথবা সকলের মন আকর্ষণকারী কৃষ্ণ), আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনাকে পুনরায় নমস্কার! নমস্কার!! আপনি সম্পূর্ণ লোকসকলকে রক্ষা করুন ॥ ২৮

এইরূপে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া ভগবান্ শিব সেই শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে বলিলেন,—এই স্তোত্র নিত্য পাঠ করিতে করিতে তোমরা সকলে ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ কর। তিনি সমস্ত ভূতগণের শরণদাতা, অতএব তিনি তোমাদের কল্যাণ করিবেন ॥ ২৯॥

যাহারা এই পাপনাশক স্তোত্র নিজ হৃদয়ে ধারণ করিবে, তাহাদের উপর ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইবেন। প্রসন্নচিত্ত ধর্ম্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই স্তোত্র পাঠ ও শ্রবণকারী মনুষ্যগণকে কল্যাণ

তেষাং প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা পঠতাং শৃণ্বতাং হরিঃ।
শ্রেয়ো দাস্যতি ধর্ম্মাত্মা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩১
অবশ্যং মনসা ধ্যাত কেশবং ভক্তবৎসলম্।
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং যদীচ্ছন্তি ভবন্তঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সগণঃ শঙ্করঃ সাক্ষাদুময়া ভূতভাবনঃ ॥ ৩৩
নেমুস্তং মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং নির্বৃতিমাযযুঃ।
তমেব পরমং তত্ত্বং মত্বা নারায়ণং হরিম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা মেনিরে স্বকৃতার্থতাম্ ॥ ৩৪
লোকপালাস্তদা বিষ্ণুং নমস্কৃত্য হরিং মুদা।

প্রদান করিবেন। এ বিষয়ে অন্য কিছু বিচার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০-৩১

যদি তোমরা নিজেদের কল্যাণলাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে উত্তম ব্রত পালন করিতে করিতে অবশ্যই নিজ মনে ভক্তবৎসল কেশবকে চিন্তা কর ॥ ৩২

এই কথা বলিয়া উমাদেবীসহ ভূতভাবন কল্যাণকারী সাক্ষাৎ ভগবান্ রুদ্র নিজ গণের সহিত সেস্থানেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৩

সমস্ত মুনিগণ তখন তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। পাপহারী নারায়ণ সেই শ্রীকৃষ্ণকেই পরম তত্ত্ব মানিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় লাভ করত নিজেদের কৃতকৃত্য মনে করিলেন ॥ ৩৪

জগ্মুঃ স্বান্যথ বেশ্মানি গণৈঃ সর্ব্বৈর্নৃপোত্তম ॥ ৩৫
আরুহ্য ভগবান্ বিষ্ণুর্গরুড়ং পক্ষিপুঙ্গবম্।
শঙ্খী চক্রী গদী খড়্গী শার্ঙ্গী তূণী তনুত্রবান্ ॥ ৩৬
যথাগতং জগন্নাথো যযৌ বদরিকামনু।
সায়াহ্নে পুণ্ডরীকাক্ষো নিত্যং মুনিনিষেবিতাম্ ॥ ৩৭
তত্র গত্বা যথাযোগং বিনম্য হরিরীশ্বরঃ।
অর্চ্চিতো মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্নিষসাদ সুখাসনে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৈলাসযাত্রায়াং কৃষ্ণপ্রত্যাগমনে নবত্রিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেই সময় লোকপালকগণও বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীহরিকে আনন্দিতচিত্তে নমস্কার করিয়া সমস্ত সেবকবৃন্দের সহিত নিজ নিজ নিবাসস্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৫

তদনন্তর কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষিরাজ গরুড়ে আরোহণ করত শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, শার্ঙ্গধনু, তূণীর ও কবচ ধারণ করিয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে সায়ংকালে মুনিগণের দ্বারা নিত্য সেবিত বিশালা বদরীতীর্থে চলিয়া আসিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সেস্থানে গমন করত সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি যথাযোগ্য মুনিগণকে প্রণাম করত সমস্ত মুনিবৃন্দের দ্বারা পূজিত হইয়া সুখপ্রদ আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনবিষয়ক নবত্রিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পৌণ্ড্রকেণ রাজ্ঞাং সভায়াং 'স্বয়ং শঙ্খ-চক্রাদিযুক্তো বাসুদেবঃ' ইতি ঘোষণা, শ্রীকৃষ্ণং পরাজিতং কর্ত্তুমভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু পৌণ্ড্রো নৃপবরোত্তমঃ।
বলবান্ সত্ত্বসম্পন্নো যোদ্ধা বিপুলবিক্রমঃ ॥ ১
বৃষ্ণিশত্রুস্তদা রাজা কৃষ্ণদ্বেষী বলাত্তদা।
নৃপান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় প্রোবাচ নৃপসংসদি ॥ ২
জিতা চ পৃথিবী সর্ব্বা জিতাশ্চ নৃপসত্তমাঃ।
বৃষ্ণয়স্তে বলোন্মত্তাঃ কৃষ্ণমাশ্রিত্য গর্ব্বিতাঃ ॥ ৩

একনবতিতম অধ্যায়।

[পৌণ্ড্রক কর্ত্তৃক রাজগণের সভায় নিজেকে শঙ্খ-চক্রাদিযুক্ত বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়েই রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, বলবান্, সত্ত্বসম্পন্ন, মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা, বৃষ্ণিবংশীয়গণের শত্রু এবং কৃষ্ণদ্বেষী রাজা পৌণ্ড্রক সমস্ত রাজাদিগকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সভায় বলিলেন ॥ ১-২

আমি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়াছি এবং শ্রেষ্ঠ রাজাদিগকে পরাজিত করিয়াছি। কিন্তু বলোন্মত্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করত গর্বিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩

দাস্যন্তি মে করং সর্ব্বে ন হি তে কৃষ্ণসংশ্রয়াৎ
স তু কৃষ্ণশ্চক্রবলান্মামবজ্ঞায় তিষ্ঠতি ॥ ৪

অহং চক্রীতি গর্ব্বোঽভূত্তস্য গোপস্য সর্ব্বদা
শঙ্খী চক্রী গদী শার্ঙ্গী শরী তূণী সহায়বান্ ॥ ৫

এবমাদির্মহাগর্ব্বস্তস্য সম্প্রতি বর্ত্ততে।
লোকে চ মম যন্নাম বাসুদেবেতি বিশ্রুতম্ ॥ ৬

অগৃহ্লান্মম তন্নাম গোপো মদবলান্বিতঃ।
তস্য চক্রস্য যচ্চক্রং মমাপি নিশিতং মহৎ ॥ ৭

গর্ব্বহন্তু, সদা তস্য নাম্না চাপি সুদর্শনম্
সহস্রারং মহাঘোরং তস্য চক্রস্য নাশনম্ ॥ ৮

অনেকমহতং চক্রং গোপজস্য নৃপোত্তমাঃ।
মমাপ্যেতদ্ধনুর্দিব্যং শার্ঙ্গং নাম মহারবম্ ॥ ৯

গদা কৌমোদকী নাম ময়েয়ং বৃহতী দৃঢ়া।
কালায়সসহস্রস্য ভারেণ সুকৃতা ময়া ॥ ১০

খড়্গো নন্দকনামাসৌ মমায়ং বিপুলো দৃঢ়ঃ।
অন্তকস্যান্তকো ঘোরস্তস্য খড়্গস্য নাশকঃ ॥ ১১

তত্রাহঞ্চ চ গদী খড়্গী শঙ্খী চক্রী তমব্রুবান্।
যুধি জেতা চ কৃষ্ণস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২

মাঞ্চ ব্রূত নৃপাশ্চৈব গদিনং চাক্রিণং তথা।
শঙ্খিনং শার্ঙ্গিণং বীরং ব্রূত নিত্যং নৃপোত্তমাঃ ॥ ১৩

বাসুদেবেতি মাং ব্রূত ন তু গোপং যদূত্তমম্
একোঽহং বাসুদেবো হি হত্বা তং গোপদারকম্ ॥ ১৪

সখ্যুর্মম বলাদ্ধত্বা নরকস্য মহাত্মনঃ।
মাং তথা যদি ন ব্রূত দণ্ড্যা ভারশতৈঃ শতম্ ॥ ১৫

সুবর্ণস্য চ নিষ্কস্য ধান্যস্য বহুশস্তথা
তথা ব্রুবতি রাজেন্দ্রে মনসা দুঃসহং যথা ॥ ১৬

কেচিল্লজ্জাসমাযুক্তা আসংস্তে বলবত্তরাঃ
রসজ্ঞা বলবীর্য্যস্য রাজানস্তে সদা নৃপ ॥ ১৭

অপরে তু নৃপা রাজন্নেবমেবেতি চুক্রুশুঃ
অন্যে বলমদোৎসিক্তা জেষ্যামঃ কেশবং রণে ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকোক্তৌ একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহারা আমাকে করদান করিতেছে না এবং সেই কৃষ্ণও নিজের চক্রের বলে আমাকে অবহেলা করিয়া যাইতেছে ॥ ৪

সেই গোপের সর্ব্বদা এই গর্ব্ব আছে যে, আমি চক্রধারী। আমার নিকট শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু, বাণ ও তূণ আছে, আমি সহায়সম্পন্ন। এইরূপ এই সময় তাহার অত্যন্ত গর্ব্ব রহিয়াছে ॥ ৫

জগতে আমার যে 'বাসুদেব' এই প্রসিদ্ধ নাম আছে, তাহাকে সেই মদমত্ত ও বলবান্ গোপ গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৬

আমার নিকটেও এক বিশাল ও তীক্ষ্ণ চক্র আছে, যাহা তাহার চক্রকে নাশ করিতে পারে। আমার এই চক্র সদা তাহার (কৃষ্ণের) গর্ব্বকে চূর্ণ করিতে সমর্থ, তাহার নামও সুদর্শন ॥ ৭

শ্রেষ্ঠ রাজগণ! আমার এই চক্রে এক সহস্র অর সংযোজিত আছে, ইহা মহাভয়ঙ্কর ও গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের চক্রকে নাশ করিতে সমর্থ। ইহা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারে এবং কোথাও প্রতিহত হয় না ॥ ৮

আমারও এই ধনু দিব্য এবং মৃদ্গের দ্বারা নির্ম্মিত, সেইজন্য ইহা শার্ঙ্গনামে প্রসিদ্ধ এবং যে প্রচণ্ড টঙ্কারধ্বনি করে, আমার এই গদার নামও কৌমোদকী। ইহা বিশাল ও সুদৃঢ়। আমি এক সহস্র ভার লৌহের দ্বারা ইহাকে নির্ম্মাণ করাইয়াছি ॥ ৯-১০

আমার এই বিশাল খড়্গ অত্যন্ত দৃঢ়। ইহার নাম নন্দক। এই ভয়ঙ্কর খড়্গ কালেরও কাল তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) খড়্গের নাশক ॥ ১১

এইভাবে আমি গদা, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও কবচে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিব। এবিষয়ে অন্য কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই অতএব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! এখন তোমরা সকলে আমাকেই সদা গদাধর, চক্রপাণি, শঙ্খধারী ও শার্ঙ্গধনুর্ধর বলিতে আরম্ভ কর ॥ ১২-১৩

আমাকেই বাসুদেব বল, সেই যদুশ্রেষ্ঠ গোপকে নহে। সেই গোপবালককে বধ করিয়া একমাত্র আমিই বাসুদেব থাকিব ॥ ১৪

মহাত্মা নরকাসুর আমার মিত্র ছিল, তাহাকে এই গোপ বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছে (সেইজন্য আমি তাহাকে বধ করিব); অতএব যদি তোমরা সকলে আমাকে বাসুদেব না বল, তাহা হইলে তোমাদের উপর দশ হাজার ভার সুবর্ণ এবং নিষ্ক ও বহু ধান্যরাশি দণ্ডদান করিব ॥ ১৫

রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক এইরূপ মনের অসহ্যকারক বাক্য বলিতে থাকিলে কিছু প্রবল নরপতি লজ্জিত হইয়া মৌন রহিলেন। রাজন্! এই সব নরপতি বলবীর্য্যের রসজ্ঞ ছিলেন ॥ ১৬-১৭

রাজন্! অন্য চপল নরপতিগণ 'ঠিক। ঠিক!!' এইরূপ বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং বলের মদে উন্মত্ত অন্য বহু নরপতি বলিতে লাগিলেন—আমরা যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিব ॥ ১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রকের পূর্ব্বোক্তিবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পৌণ্ড্রকসমীপে নারদস্যাগমনম্, তেন সহ নারদস্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ কৈলাসশিখরান্নির্গতো মুনিসত্তমঃ।
নারদঃ সর্ব্বলোকজ্ঞঃ পৌণ্ড্রস্য নগরং প্রতি ॥ ১
অবতীর্য্য নভোভাগাৎ প্রত্যাগম্য নরোত্তমম্।
দ্বাঃস্থেন চ সমাজ্ঞপ্তঃ প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ২
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং নৃপাল্লব্ধ্বা মহামুনিঃ।
নিষসাদাসনে শুভ্রে হ্যাস্তৃতে শুভবাসসা ॥ ৩
কুশলং পৃষ্টবান্ ভূয়ো নৃপঃ স মুনিসত্তমম্।
উবাচ নারদঃ ভূয়ঃ পৌণ্ড্রকো বলগর্ব্বিতঃ ॥ ৪
ভবান্ সর্ব্বত্র কুশলঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পণ্ডিতঃ।
প্রথিতো দেবসিদ্ধেষু গন্ধর্ব্বেষু মহাত্মসু ॥ ৫
সর্ব্বত্রগো নিরাবাধো গন্তা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
অগম্যং তব বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডে নহি কিঞ্চন ॥
নারদেদং বদ ত্বং হি যত্র যত্র গতো ভবান্। ৬
তত্র তত্র তপঃসিদ্ধো লোকে প্রাথিতবীর্য্যবান্।
পৌণ্ড্র এব চ বিখ্যাতো বাসুদেবেতি শব্দিতঃ ॥ ৭
শঙ্খী চক্রী গদী শার্ঙ্গী খড়্গী তূণী তনুত্রবান্।
বিজেতা রাজসিংহানাং দাতা সর্ব্বস্য সর্ব্বদা ॥ ৮
ভোক্তা রাজ্যস্য সর্ব্বস্য শাস্তা রাজা বলাদ্ বলী
অজেয়ঃ শত্রুসৈন্যানাং রক্ষিতা স্বজনস্য হ ॥ ৯
যোঽহং গোপকনামাসৌ বাসুদেবেতি শব্দিতঃ।
তস্য বীর্য্যবলে ন স্তো নাম্নোঽস্য মম ধারণে ॥ ১০
স হি গোপো বৃথা বাল্যাদ্ধারয়ত্যেব নাম মে।
ইদং নিশ্চিনু বিপ্রেন্দ্র এক এব ভবাম্যহম্ ॥ ১১
বাসুদেবো জগত্যস্মিন্নিজ্জিত্য বলিনং যদুম্।
বৃষ্ণীন্ সর্ব্বান্ বলাৎ ক্ষিপ্ত্বা নিহনিষ্যে চ তাং পুরীম্ ॥১২
দ্বারকাং বিষ্ণুনিলয়াং যোদ্ধা চাহং মহামতে।
এতে চ বলিনঃ সর্ব্বে নৃপা মম সমাগতাঃ ॥ ১৩

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[পৌণ্ড্রকের নিকট নারদের আগমন এবং তাঁহার সহিত নারদের বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সর্ব্বলোকজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কৈলাসশিখর হইতে নির্গত হইয়া পৌণ্ড্রকের নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ১

আকাশ হইতে নামিয়া দ্বারপালের সাহায্যে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি রাজার উত্তম ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সেই নরশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রকের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ২

রাজার নিকট হইতে অর্ঘ্যাদি অতিথি-সৎকার লাভ করত এই মহামুনি নারদ সুন্দর বস্ত্র পাতা শুভ্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩

তাহার পর বলগর্ব্বিত পৌণ্ড্রক প্রথমে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

বিপ্রবর! আপনি সর্ব্ববিষয়ে কুশল এবং সমস্ত কার্য্যেই পণ্ডিত। দেবতা, সিদ্ধ ও মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আপনার খ্যাতি আছে। আপনি বিনা বাধায় সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। সদা সকল স্থানে আপনার উপস্থিতি রহিয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও স্থানেই আপনার পক্ষে অগম্য নাই ॥ ৫-৬

নারদ! আপনি বলুন,—আপনি যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানে এই তপঃসিদ্ধ ও লোকে বিখ্যাত বলশালী পৌণ্ড্রকই 'বাসুদেব' নামে প্রসিদ্ধ আছে কি না? ৬-৭

আমিই শঙ্খধারী, চক্রপাণি, গদাধর ও শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী। তরবারি ও তূণ লইয়া কবচ ধারণ করত বহু রাজসিংহকে আমি বিজয় করিয়াছি। আমিই সদা সকলকে সব কিছুই দান করিতে পারি ॥ ৮

আমি সমস্ত রাজ্যের ভোক্তা এবং বলপূর্ব্বক শাসনকারী বলবান্ রাজা। আমি শত্রুসৈন্যগণের পক্ষে অজেয় ও স্বজনদিগের রক্ষক ॥ ৯

আজকাল এই যে গোপ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ বল ও পরাক্রম নাই, যাহাতে সে আমার এই নাম ধারণ করিতে পারে ॥ ১০

এই গোপ বৃথাই অজ্ঞানতাবশতঃ আমার নাম ধারণ করিতেছে। বিপ্রবর! আপনি নিশ্চিতরূপে ইহা জানুন যে, আমি এই বলবান্ যাদবকে জয় করিয়া একাকীই এই জগতে বাসুদেব হইব ॥ ১১

সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিবাসভূতা দ্বারকাপুরীকে নষ্ট করিব। মহামতে আমি স্বয়ং ত' যুদ্ধ করিবই, এই সমস্ত বলবান্ রাজারাও আমার পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন ॥ ১২-১৩

অশ্বাশ্চ বেগিনঃ সন্তি রথা বায়ুজবা মম।
উষ্ট্রা মত্তাঃ সহস্রঞ্চ গজা নিযুতমেব চ ॥ ১৪
এতেনাহং বলেনাজৌ হনিষ্যে কেশবং রণে
তস্মাদেবং সদা বিপ্র বদ ব্রহ্মন্ পুরে মম ॥ ১৫
ইন্দ্রস্যাপি সদা বিপ্র বদ নারদ সাম্প্রতম্।
প্রার্থনৈষা মম বিভো নমস্তে ত্বাং তপোধন ॥ ১৬

নারদ উবাচ।

সর্ব্বত্রগঃ সদা চাস্মি যাবদ্ ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিতিঃ।
আচার্য্যঃ সর্ব্বকার্য্যেষু গমনে কেনচিন্নৃপ ॥ ১৭
কিন্নু বক্ষ্যে তথা রাজন্নুৎসহে নৃপসত্তম
মহীং শাসতি দেবেশে চক্রপাণৌ জনার্দ্দনে ॥ ১৮
বিষ্ণৌ সর্ব্বত্রগে দেবে দুষ্টান্ হত্বা সবান্ধবান্।
বাসুদেবেতি কো নাম তিষ্ঠত্যস্মিন্ ধরাবিতি ॥ ১৯
কো নাম বক্ষ্যমেবেদং কৃষ্ণে শাসতি গোমতী।
অজ্ঞানাদ্ বক্ষ্যমেবঞ্চ সমর্থাঃ প্রাকৃতা জনাঃ ॥ ২০
হরিঃ সর্ব্বত্রগো বিষ্ণুর্দর্পং তে ব্যপনেষ্যতি।
অচিন্ত্যবিভবো বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ ॥ ২১
আদিদেবঃ পুরাণাত্মা দর্পং তে ব্যপনেষ্যতি।
হাস্যমেতন্মহারাজ যচ্চ বৈ তত্র সংস্থিতম্ ॥ ২২
শার্ঙ্গং খড়্গং তথা রাজন্ মহাঘোরং ন দাপ্যতে।
অতীব হ্রাসকালোঽয়ং তব সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌণ্ড্রকনারদসংবাদে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

আমার নিকট বেগশালী বহু অশ্ব আছে, বায়ুতুল্য বেগগামী বহু রথ আছে, মদমত্ত সহস্র উট আছে এবং লক্ষ মদমত্ত হস্তী আছে। এই বিশাল সৈন্যের সহিত আমি রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিব ॥ ১৪-১৫

বিপ্রবর! ব্রহ্মন্! আপনি প্রত্যেক নগরে আমার জন্য সদা এরূপ কথাই বলিবেন। নারদ! এই সমস্ত ইন্দ্রের সমক্ষেও আমার বল-পরাক্রমের এই কথা সদা আপনি বলিবেন। বিভো! তপোধন! ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৫-১৬

নারদ বলিলেন,—নৃপ! যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, আমি সদা সর্ব্বত্র যাইতে পারি। যে কোন পুরুষের নিজের সমস্ত কার্য্যের জন্য আমার শরণগ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বত্র গমন করিবার বিদ্যায় আমি হইলাম আচার্য্য ॥ ১৭

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেরূপ কথা বলিবার উৎসাহ আমি কি করিয়া করিতে পারি। যতক্ষণ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমস্ত দুষ্টদিগকে বধ করিয়া সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ, সর্ব্বব্যাপী দেব, দেবেশ্বর, চক্রপাণি জনার্দন এই পৃথিবীকে শাসন করিবেন, ততক্ষণ সেই শ্রীহরি বিদ্যমান থাকিতে অন্য কোন্ পুরুষকে বাসুদেব বলা যাইতে পারে ॥ ১৮-১৯

সূর্য্য কিরণসমূহে প্রকাশিত দ্যুলোক ও ভূলোকে যতকাল শ্রীকৃষ্ণের শাসন থাকিবে, ততকাল কোন্ মানুষ এরূপ কথা বলিতে সমর্থ হইবে! 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' এই কথা তোমার ন্যায় মূঢ় মানুষেরাই অজ্ঞানতাবশতঃ বলিতে পারে ॥ ২০

সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্য বৈভবশালী, পাপহারী, সর্ব্বব্যাপী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর বিষ্ণু তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিবেন ॥ ২১

মহারাজ! আদিদেব পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তোমার দর্পচূর্ণ করিবেন। তুমি যাহা কিছু চিন্তা করিতেছ, তাহা উপহাসেরই যোগ্য। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে শার্ঙ্গধনু ও মহাভয়ঙ্কর খড়্গ আছে, তাহাদের উচ্ছেদ তোমার এই সব অস্ত্রের দ্বারা হইবে না। এই সময় তোমার জন্য অত্যন্ত ক্ষয়কারক সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২২-২৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক ও নারদের সংবাদবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে নারদস্য গমনম্, পৌণ্ড্রকেণ দ্বারকাপুর্য্যা আক্রমণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ পৌণ্ড্রো মদবলান্বিতঃ
নারদং বিপ্রবর্য্যং তং প্রোবাচ নৃপসংসদি ॥ ১

কিমিদং প্রাহ বিপ্রর্ষে রাজ্ঞাহঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
গচ্ছ ত্বং কামমথবা মুনে শাপপ্রদঃ সদা ॥ ২

ভীতস্ত্বত্তো মহাবুদ্ধে গচ্ছ ত্বং কামমস্তু হি।
ইত্যুক্তো নৃপবর্য্যেণ তূষ্ণীমেব স নারদঃ ॥ ৩

জগামাকাশগমনো যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
স গত্বা বিষ্ণুসঙ্কাশং বিষ্ণোঃ সর্ব্বং শশংস হ ॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুর্যথেষ্টং বদতামিতি।
দর্পং তস্যাপনেষ্যামি শ্বোভূতে দ্বিজসত্তম ॥ ৫

ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব তস্মিন্ বদরিকাশ্রমে
ততঃ পৌণ্ড্রো মহাবাহুর্বলৈর্বহুভিরীশ্বরঃ ॥ ৬

অশ্বৈরনেকসাহস্রৈর্গজৈর্বহুভিরন্বিতঃ
শস্ত্রকোটিসমাযুক্তঃ স রাজা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৭

অনেকশতসাহস্রৈঃ পত্তিভিশ্চ সমন্বিতঃ।
একলব্যাদিভিশ্চ রাজভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৮

অষ্টৌ রথসহস্রাণি নাগানামযুতং তথা।
অর্ব্বুদং পত্তিসঙ্ঘানাং তদ্ বলং সমপদ্যত ॥ ৯

এতেন চ বলেনাজৌ প্রস্ফুরন্নৃপসত্তমঃ।
বিররাজ মহারাজ উদয়স্থো মহারবিঃ ॥ ১০

স যযৌ মধ্যরাত্রেণ নগরীং দ্বারকামনু।
পত্তয়ো দীপিকাহস্তা রাত্রৌ তমসি দারুণে ॥ ১১

যযুর্বিবিধশস্ত্রৌঘাঃ সম্পতন্তো মহাবলাঃ
দ্বারকাং বীর্য্যসম্পন্নাং মহাঘোরাং নৃপোত্তমাঃ ॥ ১২

রথং মহান্তমারুহ্য শস্ত্রৌঘৈশ্চ সমাবৃতম্
পট্টিশাসিসমাকীর্ণং গদাপরিঘসঙ্কুলম্ ॥ ১৩

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারদের গমন এবং পৌণ্ড্রকের দ্বারকাপুরী আক্রমণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর বলের মদে উন্মত্ত পৌণ্ড্রক কুপিত হইয়া সেই রাজসভায় বিপ্রবর নারদকে বলিলেন। ১

ব্রহ্মর্ষে! আপনি একি কথা বলিতেছেন? আমি রাজা এবং এই ব্রাহ্মণগণের সহিত অবস্থান করিতেছি। মুনে! আপনি সদা শাপদানকারী, অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে এস্থান হইতে চলিয়া যান। মহামতে! আমি আপনার নিকট হইতে ভীত হইতেছি, অতএব ইচ্ছা হয় ত' এখনই গমন করুন। ২½

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক এই কথা বলিলে পর আকাশচারী নারদ নীরবে সেস্থান হইতে তথায় গমন করিলেন, যথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। ৩½

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া তিনি তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পৌণ্ড্রক যাহা ইচ্ছা বলুক, আমি কাল তার দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। ৪-৫

এই কথা বলিয়া সেই বদরিকাশ্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরত হইলেন। এদিকে সামর্থ্যশালী মহাবাহু পৌণ্ড্রক বহু সৈন্যের সহিত দ্বারকাপুরীর দিকে প্রস্থান করিলেন। ৬

অনেক সহস্র অশ্ব, বহু সংখ্যক হস্তী এবং কোটি অস্ত্রে সংযুক্ত হইয়া এই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা পৌণ্ড্রক দ্বারকা অভিমুখে গমন করিলেন। ৭

ইহার সহিত কয়েক লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। একলব্যাদি রাজারা ইহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। ৮

আট হাজার রথ, দশ হাজার হাতী এবং এক অর্ব্বুদ (দশ কোটি) পদাতি সৈন্যে এই সমগ্র সৈন্যবাহিনী সংগঠিত ছিল। ৯

মহারাজ! এই বিশাল সৈন্যে যুদ্ধস্থলে প্রকাশিত নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক উদয়গিরিস্থিত প্রকাশমান মহাসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ১০

তিনি অর্দ্ধরাত্রের সময় দ্বারকাপুরীর উপর আক্রমণ করিলেন। রাত্রির সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পদাতি সৈন্যগণ হস্তে প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ১১

সেই মহাবল শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ নানাপ্রকার অস্ত্রে সম্পন্ন হইয়া পরাক্রমশালিনী মহাঘোর দ্বারকাপুরীর উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছিলেন। ১২

নরেশ্বর! পরাক্রমশালী ও বলবান্ রাজা পৌণ্ড্রকও মশাল লইয়া এক বিশাল রথে আরোহণ করত দ্বারকাপুরীর দিকে প্রস্থিত হইলেন। এই রথ নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহে পূর্ণ ছিল। পট্টিশ,

শক্তিতোমরসঙ্কীর্ণং ধ্বজমালাসমাচিতম্ ।
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তং শরাসিপ্রাসসংযুতম্ ॥ ১৪
মহাঘোরং মহারৌদ্রং যুগান্তজলদোপমম্
ধনুর্গদাসমাকীর্ণং মহাবাস্ত্রোপমং মহৎ ॥ ১৫
অগ্নার্কসদৃশাকারং যযৌ দ্বারবতীমুখ ।
গৃহীতদীপিকো রাজা বীর্য্যবান্ বলবান্নৃপ ॥ ১৩
হন্তুমৈচ্ছজ্জগন্নাথং বৃষ্ণীংশ্চৈব সমন্ততঃ
আকর্ষন্ বলমুখ্যাংস্তান্ রাজ্ঞঃ সর্ব্বান্মহাত্মাতিঃ ॥ ১৭
পুরদ্বারং সমাসাদ্য বলং সংস্থাপ্য যত্নতঃ ।
ইদং প্রোবাচ রাজা তু নৃপান্ সর্ব্বানবস্থিতান্ ॥ ১৮
তাড্যতামত্র ভেরী তু নাম বিশ্রাব্য মামকম্
যুধ্যতাং যুধ্যতামত্র দেয়ং বা প্রতিদীয়তাম্ ॥ ১৯
আগতঃ পৌণ্ড্রকো রাজা যুদ্ধার্থী বীর্য্যবত্তরঃ
হন্তুকামঃ সমগ্রান্ বঃ কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়ান্ ॥ ১০
ইতি তে প্রেষিতাঃ সর্ব্বে সমীয়ুঃ সূচকান্ বহূন্ ।
দীপিকাশ্চ প্রদীপ্যন্তে বহ্বাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২১
ইতশ্চেতশ্চ রাজানো যুধ্যন্তে যুদ্ধলালসাঃ
পুরীং তে পুরতস্তত্র ক্ষত্রিয়াঃ শস্ত্রিণস্তথা ॥ ২২
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তঃ শস্ত্রধারাসমাকুলাঃ ।
কুতোঽয়ং বৃষ্ণিপ্রবরঃ কুতো রাজা জগৎপতিঃ ॥ ২৩
কুতোঽয়ং সাত্যকির্বীরঃ কৃতো হার্দ্দিক্য এব চ ।
কুতো নু বলভদ্রশ্চ সর্ব্বযাদবসত্তমঃ
ইতোবং কথয়ন্তো বৈ রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ২৪
আদায় শস্ত্রাণি বহূনি সর্ব্বতঃ
শরাংশ্চ চাপানি বহূনি সর্ব্বে ।
যুদ্ধায় সন্নাহনিবদ্ধশো যযু-
র্হরেঃ পুরীং দ্বারবতীং নৃপোত্তমাঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌণ্ড্রকস্য দ্বারকাগমনে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

খড়্গ, গদা ও পরিঘসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, শক্তি, তোমর, বাণ, খড়্গ ও প্রাসে সম্পন্ন ছিল এবং অনেক ধ্বজ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। কিঙ্কিণী (ঘুঙ্গুর)-সমূহে সজ্জিত জালরে এই রথকে সাজান হইয়াছিল। এই মহাঘোর মহারৌদ্রে বিশাল রথ প্রলয়কালীন মেঘ এবং মহাবাদ্যের সমান গম্ভীর ধ্বনিকারী ছিল। উহার স্বরূপ অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য প্রকাশমান ছিল ॥ ১৩-১৬

মহাতেজস্বী রাজা পৌণ্ড্রক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার চারদিকে বিদ্যমান বৃষ্ণিবংশী বীরগণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন: তিনি নিজের সৈন্যের মুখ্য মুখ্য সকল রাজাদিগকে নিজের সহিত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং নগরদ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া সেস্থানে সৈন্যদিগকে যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিয়া সর্ব্বদিকে অবস্থিত সমস্ত নরপতিগণকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১৭-১৮

বীরগণ! রণভেরী বাদ্য কর এবং আমার নাম শুনাইয়া বল—যাদবগণ! এস্থানে আসিয়া যুদ্ধ কর! যুদ্ধ কর॥ অথবা দেয় রাজকীয় কর প্রদান কর। মহাপরাক্রমশালী রাজা পৌণ্ড্রক যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাহুবল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত যাদবগণ তোমাদের সকলকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ১৯-২০

এইরূপে প্রেরিত সেই সমস্ত নরপতিগণ বহুসংখ্যক সূচকের (বাহ্য-আভ্যন্তর বৃত্তান্তবিৎ যাদবগণের) সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় বহুবিধ লক্ষ লক্ষ মশাল জ্বলিতেছিল। যুদ্ধের অভিলাষী রাজারা এদিক্ ওদিক্ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেস্থানে পুরীর দ্বারে অগ্রবর্ত্তী ক্ষত্রিয়গণ সিংহনাদ করিতে করিতে অস্ত্রধারা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বলিল যে, কোথায় বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীরগণ! কোথায় রাজা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ? কোথায় সেই বীর সাত্যকি? কোথায় কৃতবর্ম্মা এবং সর্ব্বযাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্র? এরূপ বলিতে বলিতে সেই সব শ্রেষ্ঠ রাজারা সর্বদিক্ হইতে বহুসংখ্যক অস্ত্র, বাণ ও বহুসংখ্যক ধনু লইয়া যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিয়া শ্রীহরির দ্বারকাপুরীকে আক্রমণ করিতে যাইলেন ॥ ১১-২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে পৌণ্ড্রকের দ্বারকাপুরী আক্রমণবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যাদব-বীরৈঃ পৌণ্ড্রকস্য সৈন্যানাম্, একলব্যেন চ যাদব-সৈন্যানাং সংহারঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততশ্চ যাদবাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা সৈনিকসঞ্চয়ম্।
রাত্রৌ চ ব্যসনং প্রাপ্তং মহাশস্ত্রসমাকুলম্ ॥ ১

মহাবাতসমুদ্ভূতং কল্পান্তে সাগরোপমম্।
সন্নদ্ধাঃ সমপদ্যন্ত শস্ত্রিণো যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২

গৃহিতদীপিকাঃ সর্ব্বে যাদবাঃ শস্ত্রযোধিনঃ।
সাত্যকির্বলভদ্রশ্চ হার্দ্দিক্যো নিশঠস্তথা ॥ ৩

উদ্ধবোঽথ মহাবুদ্ধিরুগ্রসেনো মহাবলাঃ।
অন্যে চ যাদবাঃ সর্ব্বে কবচপ্রগ্রহে রতাঃ ॥ ৪

সমস্তযুদ্ধকুশলা রাত্রৌ সন্নাহযোধিনঃ
শস্ত্রিণঃ খড়্গিনশ্চৈব সর্ব্বে শস্ত্রসমাকুলাঃ ॥ ৫

যুদ্ধায় সমপদ্যন্ত বহবো বাহুশালিনঃ।
রথিনো গদিনশ্চৈব সাদিনঃ সাযুধাস্তথা ॥ ৬

নিত্যযুক্তা মহাত্মানো ধন্বিনঃ পুরুষোত্তমাঃ।
নির্যযুর্নগরাত্তূর্ণং দীপিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭

কুতঃ পৌণ্ড্রক ইত্যেবং বদন্তঃ সর্ব্বসাত্বতাঃ।
দীপিকাদীপিতো দেশো নিশুম্ভাঃ সমপদ্যত ॥ ৮

ততো বিভিমিরো দেশঃ সমন্তাৎ প্রত্যপদ্যত।
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং বৃষ্ণিভিঃ শত্রুভিঃ সহ ॥ ৯

ততো মহান্ সমভবৎ সন্নাদো রোমহর্ষণঃ।
হয়াঃ হয়ৈঃ সমাযুক্তা গজাশ্চ গজযূথপৈঃ ॥ ১০

রথা রথৈঃ সমাযুক্তাঃ সাদিভিঃ সাদিনস্তথা।
খড়্গিনঃ খড়্গিভিঃ সার্দ্ধং গদিভির্গদিনস্তথা ॥ ১১

পরস্পরাভীকারো রণ আসীৎ সুদারুণঃ।
মহাপ্রলয়সংক্ষোভঃ শব্দস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২

ধাবন্তঃ প্রহরন্ত্যেতান্ হন্ত্যেতান্ সর্ব্বতো নৃপান্।
অয়মেষ মহাবাহুঃ খড়্গী পততি বীর্য্যবান্ ॥ ১৩

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

[যাদব বীরগণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের সৈন্যদিগকে এবং একলব্য কর্তৃক যাদবসৈন্যগণকে সংহার।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর সমস্ত যাদবগণ দেখিলেন যে, শত্রুসৈন্যেরা সমবেত হইয়াছে। ইহারা সকলে মহাস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত আছে এবং বায়ুর তাড়নায় উদ্ভূত প্রলয়-কালের সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ রাত্রিকালে এই মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া এবং চিন্তা করিয়া সেই সব যাদবগণ যুদ্ধের লালসায় অস্ত্রগ্রহণ করত কবচ ধারণ পূর্ব্বক সজ্জিত হইলেন। এই সব অস্ত্রযোধী যাদবগণ নিজ নিজ হস্তে মশাল ধারণ করিলেন ॥ ১-২॥

সাত্যকি, বলভদ্র, হার্দিক্য (কৃতবর্ম্মা), নিশঠ, মহামতি উদ্ধব, মহাবল উগ্রসেন এবং অন্য সব যাদব-বীরগণ কবচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪

ইহারা সকলে সমস্ত যুদ্ধেই কুশল, রাত্রিতেও কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধকারী, অস্ত্রধারী ও খড়্গধারী ছিলেন। সকলেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৫

এই বহুসংখ্যক বাহুশালী বীর যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইলেন। ইহাদের সহিত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং অস্ত্রধারী পদাতি যোদ্ধারাও ছিলেন ॥ ৬

এই সব নিত্য যুদ্ধোদ্যোগী, মহাত্মা, ধনুর্দ্ধর ও পুরুষোত্তম বীরগণ এই কথা বলিতে বলিতে নির্গত হইলেন যে, কোথায় পৌণ্ড্রক? মশালসমূহে প্রকাশিত সেই দেশ সর্ব্বথা অন্ধকার-রহিত হইয়া যাইল ॥ ৭-৮

তাহার পর সেই দেশ অন্ধকারশূন্য হইয়া উঠিল। সেই সময় সেস্থানে শত্রুগণের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৯

তদনন্তর রোমাঞ্চকর মহাকোলাহল হইতে লাগিল। অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত, গজরাজসকল গজরাজগণের সহিত, রথসমূহ রথসকলের সহিত এবং আরোহী যোদ্ধারা আরোহী যোদ্ধা-দিগের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১০॥

খড়্গধারী যোদ্ধরা খড়্গধারীদিগের সহিত এবং গদাধারী বীরগণ গদাধারী যোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেই রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর অভিভয়ঙ্কর সংমিশ্রিত হইয়া যাইলেন। সেই মহাত্মা বীরগণের তর্জন-গর্জনের শব্দ মহাপ্রলয়ের সময় বিক্ষুব্ধ সাগরের শব্দের ন্যায় মনে হইতে-ছিল ॥ ১১-১২

উভয় পক্ষের যোদ্ধারা ধাবিত হইয়া বিপক্ষীয় সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং এই সমস্ত নরপতিগণকে বধ করিতে লাগিলেন। (সেস্থানে তখন পরস্পর এরূপ আলোচনা

অয়মেষ শরো ঘোরো বর্ত্ততেঽতিসুদারুণঃ।
গদী চায়ং মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বান্নো বাধতে নৃপঃ ॥ ১৪
অয়ং রথী শরী চাপি গদী তূণী তনুত্রবান্
যাদৃশঃ সর্ব্বতো যাতি কুন্তপাণিরয়ং বলী ॥ ১৫
অয়মত্র মহাশূলী সংত্রিতঃ সর্ব্বতো দিশম্।
গজোঽয়ং সবিষাণাগ্রো বর্ত্ততে সর্ব্বতঃ প্রতি ॥ ১৬
অতিসর্ব্বত্রগঃ শূরো বেগবান্ বাতসন্নিভঃ।
শরান্ শরৈঃ সমাহন্তি দণ্ডান্ দণ্ডৈর্জ্জগৎপতে ॥ ১৭
কুন্তান্ কুন্তৈঃ সমাজঘ্নুর্গদাভিশ্চ গদাস্তথা।
পরিঘান্ পরিঘৈঃ সার্দ্ধং শূলান্ শূলৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৮
এবং তেষাং মহারাজ কুর্ব্বতাং রণমুত্তমম্।
সংগ্রাম সুমহানাসীচ্ছব্দশ্চাপি মহানভূৎ ॥ ১৯
ভূতানি সুবহূন্যাজৌ শব্দবন্তি মহান্তি চ।
প্রাদুরাসন্ সহস্রাণাং শঙ্খানাং ভীমনিঃস্বনঃ ॥ ২০
রাত্রৌ প্রাদুরভূচ্ছব্দঃ সংগ্রামে রোমহর্ষণঃ।
বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে বৃষ্ণীনাঞ্চৈব তৈঃ সহ ॥ ॥ ২১
কেচিদ্ গ্রস্তাঃ সমাপেতুঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীক্ষিতঃ।
কেচিচ্চ পতিতাঃ শ্লিষ্টাশ্চ বিপ্রকীর্ণশিরোধরাঃ ॥ ২২
পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাবীর্য্যা রাজানঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
কেচিত্তু ভিন্নবর্ম্মাণঃ সমাপেতুঃ সহস্রধা ॥ ২৩
পরস্পরং সমাশ্রিত্য পরস্পরবধৈষিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাত্মানঃ সমন্তাৎ ক্ষতবিগ্রহাঃ ॥ ২৪
পেতুর্গতাসবঃ কেচিদ্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনাঃ।
এবং তে নিহতা রাজন্ যোধিতাঃ সর্ব্ব এব তু ॥ ২৫
এতস্মিন্নন্তরে শূর একলব্যো নিষাদপঃ।
ধনুর্গৃহ্য মহাঘোরং কালান্তকযমোপমঃ ॥ ২৬
শরৈরনেকসাহস্রৈরর্দ্দয়ামাস যাদবান্।
পরঃশতৈঃ শরাণাং তু নিশিতৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ২৭

হইতে লাগিল) এই খড়্গধারী মহাবাহু পরাক্রমশালী বীর পতিত হইতেছেন। এই অত্যন্ত নিদারুণ বাণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই গদাধারী মহাপরাক্রমশালী নরপতি আমাদের সকলকে পীড়াদান করিতেছেন ॥ ১৩-১৪

এই ধনু, বাণ, গদা, তূণীর, কবচ, পট্টিশ ও হস্তে কুন্ত ধারণকারী বলবান্ রথী বীর রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ১৫

এই মহাশূলধারী যোদ্ধা এস্থানে সর্ব্বদিকে ঘুরিতেছেন। এই হস্তী নিজের দন্তের অগ্রভাগকে সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ১৬

রাজন্! কোন কোন বেগশালী শূরবীর বায়ুর তুল্য অত্যন্ত তীব্র গতীতে সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের বাণসকলকে ও দণ্ডসমূহের দ্বারা দণ্ডসকলকে বিনষ্ট করিতেছেন ॥ ১৭

বহু যোদ্ধা নিজেদের কুন্তসমূহের দ্বারা কুন্তসকলকে, গদাসমূহের দ্বারা গদাসকলকে পরিঘসমূহের দ্বারা পরিঘসকলকে এবং সেই সঙ্গে সর্ব্বদিকে শূলসমূহের দ্বারা শূলসকলকে উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে উত্তম যুদ্ধ করিতে করিতে সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে মহাভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল এবং প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ১৯

সেই যুদ্ধস্থলে বহু সংখ্যক বিশালাকার প্রাণী নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে সহস্র সংখ্যায় প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। সেস্থানে কৃত শঙ্খধ্বনি অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ২০

রাত্রিতে সেই সংগ্রামের মধ্যে রোমাঞ্চকারী অতিশয় শব্দ হইতে লাগিল। শত্রুদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়গণের সেই মহাযুদ্ধে বহু ভূপতি কালের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২১½

কত মহাপরাক্রমশালী রাজা হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরস্পর আশ্লিষ্ট হইয়া পতিত হইতে এবং বিকীর্ণ কেশে ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন ॥ ২২½

কত যোদ্ধা কবচ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে পর সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক কত মহাত্মা যোদ্ধা পরস্পর অস্ত্র প্রহার করিতে করিতে সর্ব্বদিকে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাওয়ায় প্রাণহীন হইয়া পতিত হইলেন এবং যমরাজের জন্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজন্! এই ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া সেই সব যোদ্ধারা সেস্থানে নিহত হইলেন ॥ ২৩-২৫

ইহার মধ্যে নিষাদগণের অধিপতি এবং কাল, অন্তক ও যমের সদৃশ ভয়ঙ্কর একলব্য মহাভয়ানক ধনুগ্রহণ করত সহস্র বাণসমূহের দ্বারা যাদবদিগকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ২৬½

সে তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী শতাধিক বাণসমূহের দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয়গণের সমস্ত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। হস্তে অস্ত্র গ্রহণ

বৃষ্ণীনাঞ্চ বলং সর্ব্বং পোথয়ামাস সর্ব্বতঃ
যুধ্যতঃ শস্ত্রপাণীংশ্চ ক্ষত্রিয়ান বীর্য্যবত্তরান্ ॥ ২৮
নিশঠং পঞ্চবিংশত্যা শরাণাং নতপর্ব্বণাম্
সারণং দশভির্বিদ্ধ্বা হার্দ্দিক্যং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥২৯
উগ্রসেনং নবত্যাশু বসুদেবঞ্চ সপ্তভিঃ।
উদ্ধবং দশভিশ্চৈব ক্রূরং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৩০
এবমেকৈকশঃ সর্ব্বে নিহত্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিদ্রাব্য যাদবীং সেনাং নাম বিশ্রাব্য বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
একলব্যো যদুবৃষান্ বীর্য্যবান্ বলবানহম্।
ইদানীং সাত্যকির্বীরঃ ক যাস্যতি মহাবলঃ ॥ ৩২
মদমত্তো হলী সাক্ষাৎ ক যাতীহ গদাধরঃ।
ইত্যাহ সিংহনাদেন সিংহান্ বিস্রাপয়ন্নিব ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌণ্ড্রকবধে রাত্রিযুদ্ধে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

করিয়া যুদ্ধরত অত্যন্ত বলশালী বহু ক্ষত্রিয়কেও সে ধরাশায়ী করিল ॥ ২৭-২৮

সে আনতপর্ব্বযুক্ত পঁচিশটি বাণে নিশঠকে, দশটি বাণে সারণকে, পাঁচটি বাণে কৃতবর্মাকে, নব্বইটি বাণে উগ্রসেনকে এবং সাতটি বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া দশটি বাণে উদ্ধবকে ও পাঁচটি বাণে অক্রূরকেও বিদ্ধ করিল ॥ ২৯-৩০

এইভাবে এক এক করিয়া সেই পরাক্রমশালী বীর একলব্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত যাদব-বীরগণকে আহত করিল ও যাদবসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া সে নিজের নাম শুনাইতে শুনাইতে এইরূপ বলিল ॥ ৩১

আমি বলবান ও পরাক্রমশালী বীর একলব্য। এই সময় মহাবল বীর সাত্যকি আমার নিকট হইতে প্রাণ রক্ষা করিয়া কোথায় যাইবে? বলের মদে উন্মত্ত সাক্ষাৎ হলধর হস্তে গদা লইয়া কোথায় যাইতেছেন? এইরূপে সে যদুকুলের শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বলিতে লাগিল এবং নিজের সিংহনাদে সিংহদিগকেও যেন বিস্মিত করিতে লাগিল ॥ ৩২-৩৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক বধপ্রসঙ্গে রাত্রিকালের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পৌণ্ড্রকেণ পূর্ব্বদ্বারস্য প্রাচীরং ভেত্তুমুদ্যোগঃ, সাত্যকিপ্রভৃতি যাদববীরাণাং তদ্রক্ষার্থং গমনম্, সাত্যকিনা বায়ব্যাস্ত্রেণ পৌণ্ড্রকস্য সৈন্যানি বিদ্রাব্য যুদ্ধায় পৌণ্ড্রকস্যাহ্বানম্, পৌণ্ড্রকস্য গর্ব্বোক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নিবৃত্তেষ্বথ সৈন্যেষু বৃষ্ণিবীরেষু চৈব হি
ভীতেষ্বথ মহারাজ হতেষু যুধি সর্ব্বতঃ ॥ ১
দীপিকাসু প্রশান্তাসু নিঃশব্দে সতি সর্ব্বতঃ
জিতমিত্যেব মন্বত্বা বৃষ্ণীনাং বলমুত্তমম্ ॥ ২
ততঃ পৌণ্ড্রো মহাবীর্য্যো বভাষে সৈনিকান্ স্বকান্।
শীঘ্রং গচ্ছত রাজেন্দ্রাষ্টকৈঃ কুন্তৈঃ পুরীমিমাম্ ॥ ৩
কুঠারৈঃ কুন্তলৈশ্চৈব পাষাণৈঃ সর্ব্বতোদিশম্।
কর্ষণস্থৈঃ সুপাষাণৈঃ সর্ব্বতো যাত ভূমিপাঃ ॥ ৪
ভিন্ধ্বন্তাং প্রাকারচয়াঃ প্রাসাদাশ্চ সমন্ততঃ।
গৃহ্যন্তাং কন্যকাঃ সর্ব্বা দাস্যশ্চৈব সমন্ততঃ ॥ ৫

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[পৌণ্ড্রক কর্ত্তৃক পূর্ব্বদ্বারের প্রাচীর বিদীর্ণ করিবার উদ্যোগ, সাত্যকি প্রভৃতি যাদববীরগণের উহা রক্ষার জন্য গমন, সাত্যকি কর্ত্তৃক বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা পৌণ্ড্রকের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া পৌণ্ড্রককে যুদ্ধের জন্য আহ্বান এবং পৌণ্ড্রকের গর্ব্বোক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! যখন যাদবগণের সমস্ত সৈন্য ও বৃষ্ণিবীরগণ যুদ্ধে আহত হইলেন এবং ভীত হইয়া যুদ্ধে সর্ব্বদিক্ দিয়া নিবৃত্ত হইলেন, সমস্ত মশাল নিভিয়া যাইল ও সর্ব্বদিক্ নিঃশব্দ হইয়া যাইল, তখন বৃষ্ণিবংশীয়গণের উত্তম সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া পরাক্রমশালী পৌণ্ড্রক নিজের সৈন্যদিগকে বলিলেন,—রাজেন্দ্রগণ! শীঘ্র যাও এবং টঙ্ক ও কুন্তসমূহের দ্বারা এই পুরীকে বিধ্বস্ত কর ॥ ১-৩

ভূপালগণ! কুঠার, কুন্তল (হল), পাষাণ ও প্রস্তর নিক্ষেপকারী যন্ত্রসমূহের উপর বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড লইয়া এই পুরীর চারিদিকে গমন কর ॥ ৪

এই পুরীর সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দাও, প্রাসাদসমূহকে

গৃহন্তাং বসুমুখ্যানি ধনানি সুবহূন্যথ
তে তথেতি মহাত্মানো রাজ্ঞঃ সর্ব্ব এব তু ॥ ৬
কুঠারৈঃ সর্ব্বতশ্চৈব চিচ্ছিদুঃ পৌণ্ড্রকাজ্ঞয়া
প্রাকারাংশ্চৈব সর্ব্বত্র প্রাসাদান্ নরসঙ্কুলান্ ॥ ৭
অথ তত্র মহাশব্দঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ
টঙ্কেষু পাত্যমানেষু প্রাকারেষু মহাবলৈঃ ॥ ৮
পূর্ব্বদ্বারে মহারাজ ভিন্নাঃ প্রাকারসঙ্কয়াঃ ।
শ্রুত্বা শব্দং মহাঘোরং সাত্যকিঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ ॥ ৯
ময়ি সর্ব্বং সমারোপ্য কেশবো যাদবেশ্বরঃ ।
গতঃ কৈলাসশিখরং দ্রষ্টুং শঙ্করমব্যয়ম্ ॥ ১০
অবশ্যং হি ময়া রক্ষ্যা পুরী দ্বারবতী ত্বিয়ম্ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধনুরাদায় সত্বরম্ ॥ ১১
রথং মহান্তমারুহ্য দারুকস্য মহাত্মনঃ ।
পুত্রেণ সংস্কৃতং ঘোরং যন্তা চ স্বয়মেব হি ॥ ১২
ধনুর্মহত্তদাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্ ।
আমুচ্য কবচং ঘোরং শস্ত্রসম্পাতদুঃসহম্ ॥ ১৩
অঙ্গদী কুণ্ডলী তূণী শরী চাপী গদাসিমান্ ।
যযৌ যুদ্ধায় শৈনেয়ঃ সংস্মরন্ কৈশবং বচঃ ॥ ১৪
দীপিকাদীপিতে দেশে যযৌ সাত্যকিরুত্তমঃ
তথৈব বলদেবোঽপি রথমারুহ্য ভাস্করম্ ॥ ১৫
গদী শরী মহাবীর্য্যঃ প্রায়াদ্ রণচিকীর্ষয়া ।
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্ বৈ মুঞ্চন্ বৈ ভৈরবং রবম্ ॥ ১৬
উদ্ধবোঽপি বলী সাক্ষাদ্গজমারুহ্য সত্বরম্ ।
মত্তং মহারবং ঘোরং সংগ্রামে নীতিমত্তরঃ ॥ ১৭
যযৌ নীতিং বিচিন্বানঃ পরাং প্রীতিং মহাবলঃ ।
অন্যে চ বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে যযুঃ সংগ্রামলালসাঃ ॥ ১৮
রথান্ গজান্ সমারুহ্য হার্দ্দিক্যপ্রমুখাস্তথা ।
দীপিকাভিশ্চ সর্ব্বত্র পুরোবৃত্তাভিরীশ্বরাঃ ॥ ১৯
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তঃ স্মরন্তঃ কৈশবং বচঃ
পূর্ব্বদ্বারং সমাগম্য বৃষ্ণয়ো যুদ্ধলালসাঃ ॥ ২০

পাতিত কর এবং সমস্ত যাদবকন্যাগণকে ও দাসীদিগকেও ধরিয়া আন ॥ ৫

মুখ্য মুখ্য রত্ন এবং বহু ধনরাশিকেও হরণ করিয়া আন। তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই সব মহাত্মা রাজারা পৌণ্ড্রকের আজ্ঞায় কুঠারসমূহের দ্বারা পুরীর প্রাচীরসকলকে এবং সর্ব্বদিকে মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ প্রাসাদসকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৭

এই মহাবল বীরগণ যখন প্রাচীরসমূহে টঙ্কসকল পাতিত করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৮

মহারাজ! পূর্ব্বদ্বারে যে বহু প্রাচীর ছিল, সেই সব প্রায় বিদীর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীরপতনের মহাভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া সাত্যকি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৯

তিনি চিন্তা করিলেন—যদুনাথ কেশব এই পুরীর রক্ষার সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিবার জন্য কৈলাসশিখরে গমন করিয়াছেন। অতএব এই সময় এই দ্বারকাপুরীকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া সাত্যকি অতি সত্বর ধনু গ্রহণ করত এক বিশাল ও ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ করিলেন, যে রথ মহাত্মা দারুকের পুত্র সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সে নিজেই উহার সারথি হইয়াছিল ॥ ১০-১২

সাত্যকি সেই বিশাল ধনু ও বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ গ্রহণ করিয়া অস্ত্রের প্রহার যাহার টঙ্কারধ্বনিকে কোনরূপে সহ্য করে, এরূপ ভয়ঙ্কর কবচ ধারণ করত অঙ্গদ, কুণ্ডল, তূণ বাণ, ধনু, গদা ও খড়্গে সংযুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ১৩-১৪

যে স্থান মশালসমূহে প্রকাশিত ছিল, সেই স্থানে উত্তম বীর সাত্যকি গমন করিলেন। এইরূপ মহাপরাক্রমশালী বলদেবও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় গদা ও ধনুর্বাণ ধারণ করত তেজস্বী রথে আরোহণ করিয়া সেখানে তীব্র গতিতে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত সমস্ত সৈন্যগণও ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৫-১৬

নীতিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপরাক্রমশালী বলবান্ উদ্ধবও উত্তম নীতি ও প্রীতির অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাগর্জনকারী ভয়ঙ্কর মদমত্ত হস্তীর উপর আরোহণ করত অতি সত্বরই সংগ্রাম অভিমুখে গমন করিলেন। অন্য সব বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারাও সংগ্রামের লালসায় সেখানে যাইলেন ॥ ১৭-১৮

কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি সামর্থ্যশালী প্রধান প্রধান যোদ্ধারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করিয়া রথসমূহ ও হস্তিগণের উপর আরোহণ করত সর্ব্বত্র নিজেদের অগ্রে মশাল জ্বালাইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৯॥

পূর্ব্বদ্বারে আসিয়া যুদ্ধের লালসায় মহাবল বৃষ্ণিবংশীয়

তে সমেত্য যথাযোগং স্থিতাস্তত্র মহাবলাঃ।
স্থিতে সৈন্যে মহাঘোরে দীপিকাদীপিতে পথি ॥ ২১
শিনিবীরঃ শরী চাপী গদী তূণীরবান্ বিভো।
বায়ব্যাস্ত্রং সমাদায় যোজয়িত্বা মহাশরম্ ॥ ২২
আকর্ণং তূর্ণমাকৃষ্য ধনুঃ প্রবরমুত্তমম্।
মুমোচ পরসৈন্যেষু শিনিবীরঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৩
ব্যায়ব্যাস্ত্রেণ তে সর্ব্বে তত্রস্থা নরসত্তমাঃ
বিজিতা অস্ত্রবীর্য্যেণ যত্র তিষ্ঠতি পৌণ্ড্রকঃ ॥ ২৪
তত্র গত্বা স্থিতাঃ সর্ব্বে নির্দ্ধূতা বাতরংহসা
যত্র পূর্ব্বং স্থিতাঃ সর্ব্বে বিক্রান্তা রাজসত্তমাঃ ॥ ২৫
তত্র স্থিত্বা চ শৈনেয়ঃ শরমাদায় সত্বরম্ :
নিশিতং সর্পভোগাভং বভাষে সাত্যকিস্তদা ॥ ২৬
ক্ব ইদানীং মহাবুদ্ধিঃ পৌণ্ড্রকো রাজসত্তমঃ।
স্থিতোঽস্মি ব্যবসায়েন শরী চাপী মহাবলঃ ॥ ২৭
যদি দ্রষ্টা দুরাত্মানং ততো হন্তা নৃপাধমম্।
ভৃত্যোঽস্মি কেশবস্যাহং জিঘাংসুঃ পৌণ্ড্রকং স্থিতঃ ॥২৮
ছিত্ত্বা শিরস্তু তস্যাদ্য সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
বলিং দাস্যামি গৃধ্রেভ্যঃ শ্বভ্যশ্চৈব দুরাত্মনঃ ॥২৯
কো নাম ঈদৃশং কর্ম্ম চৌরবচ্চ সমাচরেৎ।
সুপ্তেষু নিশি সর্ব্বত্র যাদবেষু মহাত্মসু ॥ ৩০
চৌরোঽয়ং সর্ব্বথা রাজা ন হি রাজা বলান্বিতঃ।
যদি শক্তো ন কুর্য্যাচ্চ চৌর্য্যমেবং নৃপাধমঃ ॥ ৩১
অহোঽস্য বলিনো রাজ্ঞশ্চৌরকার্য্যং প্রকুর্ব্বতঃ
সর্ব্বথাগমনং তস্য ন হি পশ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা সাত্যকিবীরঃ প্রজহাস মহাবলঃ।
বিস্ফার্য্য সুদৃঢ়ং চাপং সন্দধে কার্ম্মুকে শরম্ ॥ ৩৩
আকর্ণ্য বচনং বীরঃ সাত্যকেস্তস্য ধীমতঃ।
ক্ব নু কৃষ্ণঃ ক্ব গোপালঃ কুতঃ সোঽথ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪
স্ত্রীহন্তা পশুহন্তা চ ক্ব চ স্বামীতি সেবিতঃ।
স ইদানীং ক্ব বর্ত্তেত গৃহীত্বা মম নাম তৎ ॥ ৩৫

যোদ্ধারা যথাযোগ্য পরস্পর মিলিত হইয়া সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২০।

রাজন্! মশালসমূহে আলোকিত পথে যখন সেই সব ভয়ঙ্কর সৈন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন ধনু, বাণ, তূণ ও গদাধারী বীরবর প্রতাপশালী সাত্যকি বায়ব্যাস্ত্র গ্রহণ করত তাহার দ্বারা মন্ত্রবাণকে সংযুক্ত করিয়া সেই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ধনুকে সত্বর কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই অস্ত্র শত্রুসৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১-২৩

সেস্থানে অবস্থিত শত্রুপক্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা বায়ব্যাস্ত্রে পীড়িত হইয়া ও সেই অস্ত্রের শক্তিতে পরাজিত হইয়া সেস্থানে চলিয়া যাইল, যেস্থানে পৌণ্ড্রক অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৪

বায়ুর প্রবল বেগে কম্পিত হইয়া সেই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ পলায়ন করত সেইস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে তাঁহারা পূর্ব্বে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৫

পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করিয়া শিনিবংশজাত সাত্যকি অতি সত্বর একটি সর্পাকার বাণ গ্রহণ করত বলিলেন ॥ ২৬

রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামতি পৌণ্ড্রক এখন কোথায় আছে? আমি মহাবল সাত্যকি ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিশ্চয় করত এস্থানে অবস্থান করিতেছি। যদি সেই দুরাত্মা নৃপাধমকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে উহাকে আমি বধ করিব। আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবক এবং পৌণ্ড্রককে বধ করিবার ইচ্ছায় এস্থানে অবস্থান করিতেছি ॥ ২৭-২৮

আমি সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই সেই দুরাত্মার মস্তক ছেদন করত শকুনি ও কুক্কুরগণকে বলিরূপে (খাদ্যের উপহাররূপে) প্রদান করিব ॥ ২৯

রাত্রিতে যখন সর্ব্বত্র মহাত্মা যাদবগণ নিদ্রিত ছিলেন, তখন কোন্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ এইরূপ চোরের ন্যায় জঘন্য কর্ম্ম করিতে পারে? এই বলবান্ পৌণ্ড্রক রাজা নহে, সে সর্ব্বথা চোর। যদি এই নৃপাধমের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে এইরূপ চৌর্য্যকর্ম্ম করিতে পারিত না ॥ ৩০-৩১

অহো! চৌর্য্যকার্য্যকারী এই বলবান্ রাজা কোনরূপেই আমার সম্মুখে আসিতেছে না। আমি এখন সেই চোরকে দেখিতে পাইতেছি না ॥৩২

এই কথা বলিয়া মহাবল বীর সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের সুদৃঢ় ধনুকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া উহাতে বাণ সন্ধান করিলেন ॥ ৩৩

বুদ্ধিমান্ বীর সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর পৌণ্ড্রক বলিয়া উঠিলেন—কোথায় কৃষ্ণ? কোথায় এই গোপাল? স্ত্রী ও পশুহত্যাকারী কৃষ্ণ এই সময় কোথায় আছে? যে এস্থানে স্বামী হইয়া সকলের সেবা গ্রহণ করিতেছে, সেই আমার

হন্তা সখ্যুর্মহাবীর্য্যো নরকস্য মহাত্মনঃ
মমৈব তাত যুদ্ধেঽস্মিন্ হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ॥ ৩৬
গচ্ছ ত্বং কামতো বীর যোদ্ধুং ন ক্ষমতে ভবান্।
অথ বা তিষ্ঠ কিঞ্চিত্ ততো দ্রষ্টাসি মে বলম্ ॥ ৩৭
শিরস্তে পাতয়িষ্যামি শরৈর্ঘোরৈর্দুরাসদৈঃ।
হতস্য তব বীরেহ ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ৩৮
শ্রোষ্যতে স তথা গোপো হতঃ সাত্যকিরিত্যপি।
যো গর্ব্বস্তস্য গোপস্য সর্ব্বদা বর্ত্ততে মহান্ ॥ ৩৯

শত্রু কৃষ্ণ কোথায়? আমার নাম গ্রহণ করিয়া এখন সে কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে? ৩৯-৩৫

সে আমারই মিত্র নরকাসুরকে বধ করিয়াছে, সেইজন্য সে মহাপরাক্রমশালী হইয়া গিয়াছে। ভাত! এই যুদ্ধে সেই দুরাত্মা কৃষ্ণ নিহত হইলে পর আমার ক্রোধ শান্ত হইবে। ৩৬

বীর! তুমি ইচ্ছানুসারে ফিরিয়া যাও, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। অথবা কিছুকাল অবস্থান কর, তাহা হইলেই তুমি স্বয়ংই আমার বল দেখিতে পাইবে। ৩৭

বীর! আমি ভয়ঙ্কর দুর্জয় বাণসমূহের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই রণভূমিতে আমার দ্বারা নিহত হইলে পর এস্থানের ভূমি তোমার রক্ত পান করিবে। ৩৮

বিনশ্যতি স তু ক্ষিপ্রং হতে ত্বয়ি যদূত্তম
ত্বয়ি রক্ষাং সমাদিশ্য গোপঃ কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ৪০
গত ইত্যেবমস্মাভিঃ শ্রুতং পূর্ব্বং মহামতে।
শরং গৃহাণ নিশিতং যদি শক্তোঽসি সাত্যকে।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় যযৌ যোদ্ধুং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
পৌণ্ড্রকবধে রাত্রিযুদ্ধে
সাত্যকি-পৌণ্ড্রকভাষণে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

সেই গোপ কৃষ্ণও শুনিবে যে, সাত্যকি নিহত হইয়াছে। যদুশ্রেষ্ঠ! সেই গোপের যে সর্ব্বদা মহান্ গর্ব্ব আছে, তাহা তুমি নিহত হইলে পর সত্বরই নষ্ট হইয়া যাইবে। ৩৯

মহামতে! আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি যে, এই গোপ কৃষ্ণ তোমার উপর নগরের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিয়াছে। ৪০

সাত্যকে! যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে কোনও তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পৌণ্ড্রক বাণ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক-বধ-প্রসঙ্গে রাত্রিযুদ্ধের সময় সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের ভাষণবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পৌণ্ড্রকস্য সাত্যকেশ্চ যুদ্ধবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সাত্যকির্বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ।
উবাচ বচনং রাজন্ বাসুদেবং স্মরন্নিব ॥ ১
অবোচদীদৃশং বাক্যং বাসুদেবং নৃপাধমঃ।
কো নাম জগতাং নাথমিত্থং ব্রূয়াজ্জিজীবিষুঃ ॥ ২
মৃত্যুস্ত্বাং সর্ব্বথা যাতি বদন্তং তাদৃশং বচঃ
জিহ্বা তে শতধা দীর্য্যাদ্ বদতস্তাদৃশং বচঃ ॥৩
এষ তে পাতয়িষ্যামি শিরঃ কায়াচ্চ পৌণ্ড্রক।
যন্নাম বাসুদেবেতি তব সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥ ৪

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি কুপিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ১

পৌণ্ড্রক! তুমি রাজাদের মধ্যে অধম। সেইজন্য ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি তুমি এরূপ কথা বলিতেছ। নিজের জীবন রাখিতে ইচ্ছুক এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ কথা বলিতে পারে? ২

এরূপ কঠোর বাক্যভাষী তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে সর্ব্বদা মৃত্যু গমন করিতেছে। এরূপ অনুচিত কথা বলিবার সময় তোমার জিহ্বা শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাউক। ৩

পৌণ্ড্রক! এখন আমি তোমার মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাতিত করিব। এই সময় তোমার যে বাসুদেব নাম আছে, তাহা সেই পর্য্যন্তই থাকিবে, যতক্ষণ না তোমার মস্তক দেহ হইতে পতিত হইতেছে। এখন আগামী কাল হইতে

যাবৎ পততি কায়াত্তে শিরস্তাবৎ প্রবর্ত্ততে।
স এব শ্বো ন ভগবান্ বাসুদেবো ভবিষ্যসি ॥ ৫
এক এব জগন্নাথঃ কর্ত্তা সর্ব্বস্য সর্ব্বগঃ।
দুরাত্মন্ সর্ব্বথা দেবো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
এষ তেঽহং শিরঃ কায়াৎ পাতয়িষ্যামি রাজক।
যদসৌ ভগবান্ বিষ্ণুর্নাগমিষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৭
অস্ত্রবীর্য্যং বলঞ্চৈব সর্ব্বং দর্শয় সাম্প্রতম্।
নাতঃ পরতরং রাজন্ বীর্য্যঞ্চ তব বর্ত্ততে ॥ ৮
সর্ব্বং দর্শয় যত্নেন স্থিতোঽস্মি ব্যবসায়বান্।
শরী চাপী গদী খড়্গী সর্ব্বথাঽহমুপস্থিতঃ ॥ ৯
নৈতন্নগরমায়াসীঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্।
সর্ব্বথা কৃতকৃত্যোঽস্মি দৃষ্ট্বা ত্বাং বাসুদেবকম্ ॥ ১০
তবাঙ্গং তিলশঃ কৃত্বা শ্বভ্যো দাস্যামি রাজক
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় বাসুদেবো মহাবলঃ ॥ ১১
আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্য বিব্যাধ নিশিতং শরম্।

তুমি আর ভগবান্ বাসুদেব হইয়া থাকিবে না। (কালের গ্রাসে পরিণত হইবে)। ৪-৫

দুরাত্মন্! যিনি সকলের কর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপী, সেই একমাত্র জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বদা বাসুদেব হইয়া থাকিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

তুচ্ছ রাজন্! এই আমি এখন তোমার মস্তককে দেহ হইতে পাতিত করিব। এই সময় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ না ফিরিয়া আসেন, ততক্ষণ তুমি নিজের সমস্ত অস্ত্রবল ও পরাক্রম দেখাইয়া যাও। রাজন্! ইহা হইতে অধিক কাল তোমার নিজের বল পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় পাইবে না। ৭-৮

আমি যুদ্ধের নিশ্চয় করত প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতেছি। তুমি যত্ন-সহকারে নিজের সমস্ত শক্তি দেখাও। আমি ধনু, বাণ, গদা খড়্গ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা তোমার সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। ৯

আমি এই সত্য কথা বলিতেছি, তুমি ইহার পূর্ব্বে কখনও এই নগরে আসিয়াছিলে না। তোমার ন্যায় বাসুদেবের পুতুলকে দেখিয়া আমি সর্ব্বদা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি। ১০

অধম নৃপ! তোমার দেহকে তিল তিল করিয়া ছেদন করত কুক্কুরগণকে প্রদান করিব। বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রককে এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি একটি তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করত উহা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া পৌণ্ড্রককে বিদ্ধ করিলেন ॥১১॥

স তেন বিদ্ধো যদুনা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২
বমল্লোহিতমত্যুষ্ণমঙ্গান্নেত্রান্নৃপোত্তম।
ততশ্চুক্রোধ নৃপতির্বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩
নবভির্দশভিশ্চৈব শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
বিব্যাধ সাত্যকিং রাজা নদংশ্চ বহুধা কিল ॥ ১৪
ততো নারাচমাদায় নিশিতং যমসন্নিভম্।
ধনুরাকৃষ্য ভগবান্ বাসুদেবো নৃপোত্তম ॥ ১৫
বিব্যাধ সাত্যকিং ভূয়ো নিশি প্রহ্লাদয়ন্ স্বকান্।
নারাচেন সমাবিদ্ধঃ সাত্যকিঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৬
ললাটে সুদৃঢ়ং বীরো বৃষ্ণীনামগ্রণীস্তদা।
নিষসাদ রথোপস্থে নিশ্চেষ্ট ইব সত্তমঃ ॥ ১৭
ততঃ স পৌণ্ড্রকো রাজা বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈঃ।
সারথিং পঞ্চবিংশত্যা হয়াংশ্চ চতুরো নৃপ ॥ ১৮
তে হয়া রুধিরাক্তাঙ্গাঃ সারথিশ্চ সমন্ততঃ
বিহ্বলাঃ সমপদ্যন্ত বাসুদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ১৯

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যদুবংশী বীর সাত্যকি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ বিদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী বীর বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক নিজের অঙ্গসমূহ ও নেত্র হইতে অতিশয় উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥

তখন প্রতাপশালী রাজা বাসুদেবও কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি ও পরে দশটি বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৩-১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তাহার পর কথাকথিত ভগবান্ বাসুদেব পৌণ্ড্রক ধনু আকর্ষণ করিয়া উহাতে যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর একটি তীক্ষ্ণ নারাচ সন্ধান করত সেই রাত্রিতে নিজের সৈন্যগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে পুনরায় সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৫॥

ললাটে সেই নারাচের প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া বৃষ্ণিবংশের অগ্রগণ্য বীর সত্যপ্রতিম ও সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি নিজের রথের পশ্চাৎ ভাগের আসনে নিশ্চেষ্টের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন ॥ ১৬-১৭

নৃপ জনমেজয়! তদনন্তর রাজা পৌণ্ড্রক দশটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা সারথিকে এবং পঁচিশটি বাণে সাত্যকির চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

ইহাতে সেই অশ্বগণ ও সারথি সর্ব্বদিকে বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল এবং বাসুদেব পৌণ্ড্রকের সম্মুখে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ১৯

বাসুদেবো রথে চাপি সিংহনাদং সমাদদে
তেন নাদেন তত্রাভূদ্ বিবুদ্ধঃ সাত্যকির্নৃপঃ ॥ ১০
বিদ্ধান্ হয়াংস্তথা দৃষ্ট্বা সারথিঞ্চ তথাগতম্।
শৈনেয়োঽথ মহাবীর্য্যো রুষিতো নৃপসত্তম ॥ ১১
অলং দ্রক্ষ্যামি তে বীর্য্যমিত্যুক্ত্বা বাণমাদদে।
বিব্যাধ তেন বাণেন বক্ষস্যেনং মহাবলঃ ॥ ১২
ততশ্চচাল তেনাজৌ বাসুদেবঃ শরেণ হ
সুস্রাব রুধিরং ঘোরমুত্যক্তঃ বক্ষসো নৃপ ॥ ১৩
রথোপস্থে পপাতাশু নিঃশ্বসন্নুরগো যথা
কৃতাক্ষাপি ন জানাতি কেবলং নিষসাদ হ ॥ ১৪
সাত্যকিস্তু রথং বিদ্ধা দশভিঃ সায়কৈস্তথা
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন বাসুদেবস্য বৃষ্ণিপঃ ॥ ১৫
হয়াংশ্চ চতুরো হত্বা বাণৈঃ সারথিমেব চ।
যুযুধানোঽথ রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রকস্য চ পশ্যতঃ ॥ ১৬

সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদহরৎ স রথাত্তদা।
রথগ্রন্থিঞ্চ চিচ্ছেদ হয়াশ্চ ব্যসবোঽভবন্ ॥ ২৭
চক্রঞ্চ তিলশঃ কৃত্বা বাণৈর্দশভিরঞ্জসা।
জহাস বিপুলং রাজন্ বাসুদেবং মহাবলঃ ॥ ২৮
ততঃ পরং মহৎ প্রায়ং সাত্যকির্বৃষ্ণিনন্দনঃ।
শব্দং কৃত্বা বলী সাক্ষাৎ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ২৯
শরৈঃ সপ্তভিসংখ্যাকৈরর্দ্দয়ামাস সত্বরম্।
তে শরাঃ শলভাকারা নিপেতুঃ সর্ব্বশস্তদা ॥ ৩০
শিরস্তঃ পার্শ্বতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ পুরতস্তথা।
কেবলং ধৈর্য্যনিচয়স্তুনার্ত্তঃ শরবান্ যথা ॥ ৩১
যথা মনস্বী রিক্তশ্চ তথা তিষ্ঠতি পৌণ্ড্রকঃ।
ততশ্চুক্রোধ বলবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩২
অর্দ্ধচন্দ্রং সমাদায় বিব্যাধ যুধি সাত্যকিম্।
বিদ্ধ্বা সপ্তভিরায়ান্তং ক্রোধেন প্রস্ফুরন্নিব ॥ ৩৩

নৃপ জনমেজয়! তখন বাসুদেব নিজের রথে বসিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সিংহনাদে সাত্যকি মূর্চ্ছা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! নিজের অশ্বগণকে ও সারথিকে সেইভাবে বাণবিদ্ধ হইতে দেখিয়া মহাপরাক্রমশালী সাত্যকি রোষপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ২১

তিনি বলিলেন,—এখন দেখিব, তোমার মধ্যে কত বল আছে। এই কথা বলিয়া মহাবল সাত্যকি হস্তে বাণ গ্রহণ করিলেন এবং সেই বাণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই বাণের দ্বারা আহত হইয়া বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক যুদ্ধস্থলে কাঁপিতে লাগিলেন এবং নিজের বক্ষ হইতে অতিশয় উষ্ণ ভয়ঙ্কর রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অতিসত্বর রথের আসনে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার আর কোনও কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিল না। তিনি কেবল রথে বসিয়া রহিলেন ॥ ২৩-২৪

অন্যদিকে বৃষ্ণিবংশের পালক বীর সাত্যকি দশটি বাণে রথকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা বাসুদেব পৌণ্ড্রকের ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! তাহার পর সাত্যকি পৌণ্ড্রকের সাক্ষাতেই বাণসমূহের দ্বারা তাহার চারিটি অশ্বকে এবং সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সারথির মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন। তিনি রথের গ্রন্থিসমূহ ছেদন করিলেন এবং পৌণ্ড্রকের অশ্বগণও প্রাণহীন হইয়া যাইল ॥ ২৬-২৭

তদনন্তর দশটি বাণে অনায়াসেই রথের চক্রকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন। এই সব করিয়া মহাবল সাত্যকি বাসুদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

ইহার পর বৃষ্ণিনন্দন বলবান্ বীর সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে সত্বরটি বাণের দ্বারা সত্বর পৌণ্ড্রককে পীড়িত করিলেন ॥ ২৯

এই সব বাণ পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় সর্ব্ব দিক্ দিয়া তাহার উপর পতিত হইল। মস্তকে, দুই পার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও সম্মুখে সেই সব বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পৌণ্ড্রক কেবল ধৈর্য্য অবলম্বন করত তৃষ্ণা-পীড়িত পুরুষের ন্যায় বাণবিদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেরূপ কোনও উদার পুরুষ নির্ধন হইয়া কাহাকেও কিছু দান করিতে পারে না, সেইরূপ পৌণ্ড্রক প্রতীকার-শূন্য হইয়া সেস্থানে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১

ইহার পর বলবান্ ও প্রতাপশালী বীর বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক কুপিত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২

সেই সময় পৌণ্ড্রক যেন ক্রোধে উদ্দীপ্ত ছিল। তিনি নিজের সম্মুখে স্থিত সাত্যকিকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। এই সব বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সাত্যকি শীঘ্রগামী পাঁচটি বাণের

বিদ্ধোঽথ সাত্যকিস্তেন শরৈঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ
চাপং চিচ্ছেদ পৌণ্ড্রস্য সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ৩৪
বাসুদেবো গদাং গৃহ্য ভ্রাময়িত্বা পদাৎ পদম্ ।
ত্বরিতং পাতয়ামাস সাত্যকের্বক্ষসি প্রভো ॥ ৩৫
সব্যেন তাং সমাকৃষ্য করেণ যদুনন্দনঃ ।
শরং প্রগৃহ্য বিব্যাধ সাত্যকির্মধি পৌণ্ড্রকম্ ॥ ৩৬
ততস্তরে গৃহীত্বাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
শক্তিভির্দশভিশ্চৈব সাত্যকিং নিজঘান হ ॥ ৩৭
তাভিবিদ্ধো রণে বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
অপাস্য ধনুরন্যৎ তদ্‌ধনুরাদায় সত্বরম্ ।
আজঘান তদা বীরো বৃষ্ণীনামগ্রণীর্নৃপ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পৌণ্ড্রক-সাত্যকিযুদ্ধে
ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

দ্বারা পৌণ্ড্রকের ধনু ছেদন করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩-৩৪

প্রভো জনমেজয়! তখন বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক হস্তে গদা গ্রহণ করত উহাকে পদে পদে ঘুরাইয়া অতি দ্রুত সাত্যকির বক্ষে পাতিত করিলেন ॥ ৩৫

যদুনন্দন সাত্যকি সেই গদাকে বাম হস্তে সরাইয়া দিয়া একটি বাণ গ্রহণ করত তাহার দ্বারা যুদ্ধস্থলে পৌণ্ড্রককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৬

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী মিথ্যা বাসুদেব সাত্যকিকে লক্ষ্য করত সত্বর দশটি শক্তির দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৩৭

রাজন্! সেই সব শক্তির দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ বীর সাত্যকি নিজের ধনু ত্যাগ করত সত্বর অন্য একটি ধনু গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা বৃষ্ণিবংশের অগ্রণী বীর সেই সময় পৌণ্ড্রককে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা-প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক ষন্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সাত্যকেঃ পৌণ্ড্রকস্য চ যুদ্ধম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ ক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ সাত্যকির্বৃষ্ণিনন্দনঃ ।
বাসুদেবং জঘানাশু গদয়া তীক্ষ্ণয়া নৃপ ॥ ১
সাত্যকিং বাসুদেবস্তু গদয়াভ্যহনদ্ বলী ।
তাবুদ্যতগদৌ বীরৌ শুশুভাতে সুদারুণৌ ॥ ২
দৃপ্তৌ বনে যথা সিংহৌ পরস্পরবধৈষিণৌ
ততঃ স সাত্যকিঃ ক্রুদ্ধঃ সব্যং মণ্ডলমাগমৎ ॥ ৩
দক্ষিণং বাসুদেবস্তু তং জঘান তনান্তরে ।
যুযুধানোঽথ বীরস্তু বাহ্বোর্মধ্যমতাড়য়ৎ ॥ ৪
দৃঢ়ং স তাড়িতো বীরো জানুভ্যামপতদ্ভুবি ।
তত উত্থায় বীরস্তু ললাটেঽভ্যাহনদ্ গদাম্ ॥ ৫
বিষণ্ণঃ কিঞ্চিদাস্থায় তত উত্থায় সত্বরম্ ।
গদয়াভ্যহনদ্ বীরঃ সাত্যকিঃ পৌণ্ড্রসত্তমম্ ॥ ৬
বাসুদেবো বলী বীরঃ সাক্ষাদ্‌মৃত্যুরিবাপরঃ ।
জঘান গদয়া বৃষ্ণিং নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ৭

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

[সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন.—রাজন্! বৃষ্ণিবংশের আনন্দদাতা সাত্যকি কুপিত হইয়া হস্তে গদা গ্রহণ করিলেন এবং সেই তীক্ষ্ণ গদার দ্বারা দ্রুত মিথ্যা বাসুদেবকে আঘাত করিলেন ॥ ১

এইরূপ বলবান্ বীর বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রকও গদার দ্বারা সাত্যকিকে আঘাত করিলেন । গদা উত্তোলিত করিয়া এই দুই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বীর বনে পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি বলগর্ব্বিত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২

তদনন্তর ক্রুদ্ধ সেই সাত্যকি বাম মণ্ডল অবলম্বন করিলেন এবং বাসুদেব পৌণ্ড্রক দক্ষিণ মণ্ডল অবলম্বন করিলেন । ইহার পর পৌণ্ড্রক সাত্যকির বক্ষে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বীর সাত্যকিও তাঁহার দুই বাহুর মধ্যভাগে (বক্ষঃস্থলে) গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৩-৪

এই গদার প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া বীর বাসুদেব পৌণ্ড্রক দুই জানু আশ্রয় করত ভূতলে পতিত হইলেন । সাত্যকিও কিছু পীড়িত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তারপর সত্বর উঠিয়া বীর সাত্যকি পৌণ্ড্রদেশের সেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বাসুদেবের উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৫-৬

বীর বাসুদেব অতিশয় বলবান্ ছিলেন । তিনি যেন সাক্ষাৎ

স তয়া তাড়িতো বৃষ্ণির্গদয়া বাহুমুক্তয়া।
আলম্ব্য ভূমিং সহসা মৃত্যোরঙ্কগতো যথা ॥ ৮
সংজ্ঞাং পুনঃ সমালম্ব্য পাণিভ্যাং দৃঢ়মেব চ।
গদাং তস্য মহারাজ গৃহীত্বা প্রগ্রহেণ চ ॥ ৯
দ্বিধা কৃত্বা মহাগুর্বীং গদাং কালায়সীং শুভাম্
উৎসৃজ্য সহসা বীরঃ সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ১০
তত উৎসৃজ্য রাজা তু বাসুদেবো মহাবলঃ।
সব্যেন সাত্যকিং গৃহ্য দক্ষিণেন করেণ হ ॥ ১১
মুষ্টিং কৃত্বা মহাঘোরাং বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
তাড়য়ামাস মধ্যে তু শুনয়োঃ সাত্যকের্নৃপ ॥ ১২
শৈনেয়ো বৃষ্ণিবীরস্তু গদামুৎসৃজ্য সত্বরম্
তলেনাভ্যহনদ্ বীরো বাসুদেবং রণাজিরে ॥১৩
তলেন বাসুদেবোঽপি সাত্যকিং সত্যসঙ্গরম্
তয়োরেবং মহাঘোরং তলযুদ্ধং প্রবর্ত্তত ॥ ১৪
জানুভ্যাং মুষ্টিভিশ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা তদা
উরসোরঃ সমাহত্য জানুভ্যাং জানুনী তথা ॥ ১৫
করাভ্যাং করমাহত্য তৌ যুদ্ধং সম্প্রচক্রতুঃ।
তালয়োস্তত্র রাজেন্দ্র বৃক্ষয়োঃ সন্নিকর্ষয়োঃ ॥ ১৬
বনে যথাগ্নিরুৎপন্নস্তথৈবাভূন্মহাস্বনঃ।
তাবাজৌ প্রথিতৌ বীরাবুভৌ পৌণ্ড্রকসাত্যকী ॥ ১৭
নিশি স্তিমিতমুক্তায়াং শস্ত্রং ত্যক্ত্বা মহাবলৌ।
যুযুধাতে মহারঙ্গে মল্লৌ দ্বাবিব বিশ্রুতৌ ॥১৮
উভে সেনে মহারাজ্ঞোঃ সংশয়ং জগ্মতুস্তদা।
কিং নু স্যাৎ সাত্যকির্বীরো হতস্তেন ভবিষ্যতি ॥ ১৯
আহোস্বিদ্ বাসুদেবস্তু হতস্তেন মহাত্মনা।
অদ্য বৈ তৌ মহাবীরৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ২০
যুধ্যমানৌ মহাবীরৌ তদা স্বর্গং গমিষ্যতঃ।
অন্যথা নোপরমেতাং যুদ্ধাদ্ বীরৌ সুনিশ্চিতৌ ॥ ২১
অহো বীর্য্যমহো ধৈর্য্যমেতয়োর্বলশালিনোঃ
এতৌ মহাবলৌ লোকে এতৌ প্রকৃতিসত্তমৌ ॥ ২২

দ্বিতীয় মৃত্যুর ন্যায় তখন প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি সাত্যকিকে নিজের চক্ষুর দ্বারা যেন দগ্ধ করিতেই গদার দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৭

তাঁহার বাহুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই গদার দ্বারা আহত হইয়া সাত্যকি সহসা ভূতল আশ্রয় করত যেন মৃত্যুর ক্রোড়ে উপনীত হইলেন ॥ ৮

মহারাজ! তারপর পুনরায় সংজ্ঞালাভ করত তিনি শত্রু-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গদাকে টানিয়া আনিয়া দুই হস্তে দৃঢ়তাসহকারে ধারণ করত কাল লৌহনির্ম্মিত সুন্দর ও অত্যন্ত ভারী গদাকে সহসা দুই খণ্ড করিয়া দিয়া দূরে নিক্ষেপ করত বীর সাত্যকি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

নৃপ জনমেজয়! তখন মহাবল ও প্রতাপশালী রাজা বাসুদেব সেই গদাকে ত্যাগ করত সাত্যকিকে বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে মহাভয়ঙ্কর মুষ্টিবদ্ধ করত সাত্যকির দুই স্তনের মধ্যভাগে প্রহার করিলেন ॥ ১১-১২

তখন বৃষ্ণিবীর সাত্যকিও সত্বর গদা ত্যাগ করত সমরাঙ্গণে বাসুদেবকে করতলের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ১৩

সেই সময় বাসুদেবও সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকিকে করতলের দ্বারা আঘাত করিল। এইভাবে তখন উভয়ের মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর করতলযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল ॥ ১৪

রাজেন্দ্র! দুই জানুর দ্বারা, মুষ্টিদ্বারা, দুই বাহুর দ্বারা এবং মস্তকের দ্বারা তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইঁহারা বক্ষের দ্বারা বক্ষে, জানুদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয়ে ও দুই হস্তের দ্বারা হস্তে আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেরূপ বনমধ্যে দুইটি নিকটবর্ত্তী তালবৃক্ষের মধ্যে (বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হইয়া) শব্দ হইতে থাকে, সেইরূপ এই উভয়ের যুদ্ধে অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১৫-১৬½

সেই নীরব ও নিস্তব্ধ রাত্রিতে সমরাঙ্গণে সেই দুই প্রখ্যাত বীর মহাবল পৌণ্ড্রক ও সাত্যকি নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করত বিশাল রঙ্গমঞ্চে দুই সুপ্রসিদ্ধ মল্লবীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

মহারাজ উগ্রসেন ও পৌণ্ড্রক উভয়ের সৈন্যগণ সেই সময় সংশয়ে পতিত হইলেন যে, বীর সাত্যকি কি বাসুদেবের দ্বারা নিহত হইবেন অথবা বাসুদেবই সেই মহাত্মা সাত্যকির দ্বারা নিহত হইবেন ॥ ১৯½

আজ এই দুই মহাবীর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করিবেন; অন্যথা এই দুই দৃঢ়নিশ্চয়কারী বীর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না ॥ ২০-২১

অহো! এই দুই বলশালী বীরের ধৈর্য্য ও পরাক্রম অদ্ভুত। এই উভয়েই জগতে মহাবল এবং ইঁহারাই স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। দেবতা ও অসুরগণের মধ্যেও কখনও এরূপ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়

নৈবং যুদ্ধং মহাঘোরমাসীদ্দেবাসুরেষ্বপি।
ন শ্রুতো ন চ বা দৃষ্টঃ সংগ্রামোঽয়ং কদাচন ॥ ২৩
এতে বৈ সৈনিকা ক্রূরাঃ সেনয়োরুভয়োরপি।
রাত্রৌ নিশীথে মেঘৌঘে দৃষ্ট্বা যুদ্ধং সুদারুণম্ ॥ ২৪
অথ তৌ বাহুভির্বীরৌ সন্নিপেততুরঞ্জসা।
দশভির্মুষ্টিভির্জঘ্নে সাত্যকিঃ পৌণ্ড্রকং তদা ॥ ২৫

পঞ্চভিঃ সাত্যকিং পৌণ্ড্রঃ সমাজঘ্নে মহাবলঃ
তয়োশ্চটচটাশব্দো ব্রহ্মাণ্ডস্ফোটনো মহান্।
প্রাদুরাসীত্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌণ্ড্রক-সাত্যকিযুদ্ধে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

নাই। এরূপ সংগ্রামের কথা কখনও শুনা যায় নাই এবং কখনও দেখাও যায় নাই ॥ ২২-২৩

এইরূপ উভয় সৈন্যদলেরই সৈন্যগণ মেঘমণ্ডলে আবৃত রাত্রির নিশীথকালে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তদনন্তর সেই দুই বীর অনায়াসেই পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সাত্যকি পৌণ্ড্রককে দশটি মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ২৫

মহাবল পৌণ্ড্রকও সাত্যকিকে পাঁচটি মুষ্টি প্রহার করিলেন। এই উভয়ের মুষ্টি ও চড়চড় চটচটা শব্দ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এই শব্দ তখন সকলকে যেন বিস্মিত করিতে করিতে সর্ব্বত্র উদ্ভূত হইতে লাগিল অর্থাৎ সর্ব্বদিকেই শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বলভদ্রস্যৈকলব্যস্য চ যুদ্ধম্, বলভদ্রেণ নিষাদানাং সংহারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধ একলব্যো নিষাদপঃ
বলভদ্রমভি ক্ষিপ্রং ধনুরাদায় সত্বরম্ ॥ ১
নারাচৈর্দশভির্বিদ্ধ্বা বাণৈশ্চ দশভিঃ পরৈঃ
চিচ্ছেদ ধনুরর্দ্ধং তে সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ২
স্যূতং দশভিরাহত্য রথং ত্রিভিরেব চ।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন নিষাদস্য জগৎপতিঃ ॥ ৩
ততঃ পরং মহচ্চাপং নিষাদো বীর্য্যসম্মতঃ।
দৃঢ়মৌর্ব্ব্যা সমাযুক্তং দশতালপ্রমাণতঃ ॥ ৪
কামপালং শরেণাশু জঘান জনমধ্যতঃ।
বলদেবো মহাবীর্য্যঃ সর্পঃ শেষ ইব শ্বসন্ ॥ ৫
দশভিস্তদ্ধনুর্দিব্যং শরৈঃ সর্পসমৈর্বলঃ।
চিচ্ছেদ মুষ্টিদেশে তু মাধবো মাধবাগ্রজঃ ॥ ৬
একলব্যো নিষাদেশঃ খড়্গমাদায় সত্বরঃ।
প্রাহিণোদ্ বলমাদায় নিশিতং ঘোরবিগ্রহম্ ॥ ৭

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[বলভদ্র ও একলব্যের যুদ্ধ এবং বলভদ্রকর্ত্তৃক নিষাদগণকে সংহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময়ের মধ্যে নিষাদপতি একলব্য ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর ধনু গ্রহণ করত দ্রুত বলভদ্রের দিকে গমন করিল ॥ ১

সে দশটি নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অন্য দশটি বাণে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে তাঁহার ধনুর মধ্যভাগে ছেদন করিল ॥ ২

তখন জগদীশ্বর বলরাম দশটি বাণের দ্বারা নিষাদ একলব্যের সারথিকে আহত করিয়া ত্রিশটি বাণে রথকে বিদ্ধ করত একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৩

তাহার পর পরাক্রমশালী নিষাদ সাড়ে চার হাত লম্বা ও সুদৃঢ় গুণযুক্ত এক বিশাল ধনু গ্রহণ করত সত্বর একটি বাণের দ্বারা সেই জনসমুদায়ের মধ্যভাগে বলভদ্রকে আঘাত করিল ॥৪॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুবংশজাত মহাক্রমশালী বলরাম শ্বাসত্যাগকারী শেষনাগের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দশটি সর্পাকার বাণের দ্বারা একলব্যের দিব্য ধনুর মুষ্টি ধারণস্থানে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৫-৬

ইহা দেখিয়া নিষাদরাজ একলব্য ত্বরাসহকারে একটি তীক্ষ্ণধার ও ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ করিয়া তাহা বলরামের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৭

তমন্তরে পটুর্বীরো বৃষ্ণিবীরঃ প্রতাপবান্
ভিলশঃ পঞ্চভির্বাণৈশ্চকার যদুনন্দনঃ ॥ ৮
ততোঽপরং মহৎ খড়্গং সর্ব্বকালায়সং শুভম্
প্রাহিণোৎ সারথেঃ কায়মালোক্যাথ নিষাদজঃ ॥ ৯
তং চাপি দশভির্বীরো মাধবো যদুনন্দনঃ
বাহ্বোরন্তরয়োশ্চৈব নির্বিভেদ মহারণে ॥ ১০
ততঃ শক্তিং সমাদায় ঘণ্টামালাকুলাং নৃপঃ
নিষাদো বলদেবায় প্রেষয়িত্বা মহাবলঃ ॥ ১১
সিংহনাদং মহাঘোরমকরোৎ স নিষাদপঃ।
সা শক্তিঃ সর্ব্বকল্যাণী বলদেবমুপাগতা ॥ ॥ ১২
উৎপতন্তীং মহাঘোরাং বলভদ্রঃ প্রতাপবান্।
আদায়াথ নিষাদেশং সর্ব্বান্ বিস্ময়য়ন্নিব ॥ ১৩
তথৈব তং জঘানাশু বক্ষোদেশে স মাধবঃ।
স তয়া তাড়িতো বীরঃ স্বশক্ত্যাথ নিষাদপঃ ॥ ১৪
বিহ্বলঃ সর্ব্বগাত্রেষু নিপপাত মহীতলে।

যুদ্ধ করিতে নিপুণ প্রতাপশালী বৃষ্ণিবীর শৌর্য্যশালী যদুনন্দন বলরাম পাঁচটি বাণের দ্বারা মধ্যপথেই সেই খড়্গকে ভিল ভিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৮

তদনন্তর নিষাদপুত্র বলরামের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া যাহার সমস্ত ভাগই কাল লৌহদ্বারা নির্ম্মিত ছিল, সেরূপ অন্য এক সুন্দর ও বিশাল খড়্গ নিক্ষেপ করিল ॥ ৯

কিন্তু যদুনন্দন বীর মাধব সেই মহাসমরে তাহার দুই বাহুর মধ্যেই দশ বাণ প্রহার করিয়া সেই খড়্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১০

তখন মহাবল নিষাদরাজ ঘণ্টা-মালাসুশোভিতা এক শক্তি হস্তে লইয়া তাহাকে বলদেবের উপর নিক্ষেপ করিয়া মহাভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া উঠিল ॥ ১১

সেই সর্ব্বকল্যাণী শক্তি যখন বলদেবের নিকটে আসিল, তখন প্রতাপশালী বলভদ্র উপরের দিকে উত্থিত সেই মহাভয়ঙ্করী শক্তিকে হস্তে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর সকলকেই যেন বিস্মিত করিতে করিতেই মাধব সেই শক্তির দ্বারা নিষাদরাজ একলব্যের বক্ষে দ্রুত আঘাত করিলেন ॥ ১২-১৩

নিজেরই শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া বীর নিষাদরাজের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সে ভূতলে পতিত হইল। বলরামের দ্বারা আহত হইয়া নিষাদ একলব্য প্রাণসংশয়ে উপনীত হইল ॥ ১৪-১৫

প্রাণসংসয়মাপন্নো নিষাদো রামতাড়িতঃ ॥ ১৫
নিষাদাস্তস্য রাজেন্দ্র শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি নিষাদাস্তস্য যোধিনঃ ॥ ১৬
গদিনঃ খড়্গিনশ্চৈব মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
শরৈরনেকসাহস্রৈঃ শক্তিভিশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ১৭
গদাভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ পরিঘৈঃ প্রাস-তোমরৈঃ।
কুন্তৈরথ কুঠারৈশ্চ যাদবানাং মহৌজসাম্ ॥ ১৮
শলভা ইব রাজেন্দ্র দীপ্যমানং হুতাশনম্।
তে শরৈঃ পাতয়ামাস্কুঃ রামং রামমিবাপরম্ ॥ ১৯
কেচিৎ কুঠারৈরাজঘ্নুঃ কেচিৎ কুন্তৈঃ পরশ্বধৈঃ।
গদাভিঃ কেচিদাজঘ্নুস্তি শক্তিভিশ্চ তথাপরে ॥ ২০
নিজঘ্নুঃ সহসা রামং স্ফুরন্তং পাবকং যথা।
ততঃ ক্রুদ্ধো হলী সাক্ষাদ্ধলমুদ্যম্য সত্বরম্ ॥ ২১
সর্ব্বানাকর্ষয়ামাস মুসলেন হি পীড়য়ন্
তে হন্যমানা রাজেন্দ্র নিষাদাঃ পর্ব্বতাশ্রয়াঃ ॥ ২২

রাজেন্দ্র! এই নিষাদের শত শত ও সহস্র সহস্র সহায়ক নিষাদ ছিল। তাহার সৈন্যমধ্যে অষ্টাশী হাজার নিষাদ যোদ্ধা উপস্থিত ছিল ॥ ১৬

রাজাধিরাজ! যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত হইতে থাকে, সেইরূপ এই সব মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর নিষাদগণ গদা এবং খড়্গ যুক্ত হইয়া অনেক সহস্রবাণ, শক্তি, পরশ্বধ, গদা, পট্টিশ, শূল, পরিঘ, প্রাস, তোমর, কুন্ত ও কুঠারসমূহের দ্বারা মহাবল যাদবগণের মধ্যে বিরাজমান দ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বলরামের উপর প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা তাঁহার উপর বহু বাণও নিক্ষেপ করিল ॥ ১৭-১৯

প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান বলরামের উপর কিছু নিষাদ কুঠারসমূহের দ্বারা আঘাত করিল এবং কিছু নিষাদ কুন্ত ও ফরসাসমূহের দ্বারা আঘাত করিল। অন্য অনেকে গদার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ও অনেকে আবার শক্তি-সমূহের দ্বারা আঘাত করিল। এইভাবে তাহারা সহসা অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২০

তখন হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ হলকে উত্তোলিত করিয়া তাহার দ্বারা সত্বর সবলকে আকর্ষণ করিয়া (টানিয়া) আনিলেন এবং মুসলের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১

রাজেন্দ্র! তাঁহার মুসলের আঘাত পাইয়া শত শত ও সহস্র সহস্র পর্ব্বতবাসী নিষাদ ভূতলে পতিত হইল ॥ ২২

নিপেতুর্ধরণীপৃষ্ঠে শতশোঽথ সহস্রশঃ
ক্ষণেন তন্মহারাজ হত্বা সর্ব্বান্মহাবলান্ ॥ ২৩
সিংহবদ্ বানদংস্তত্র তস্থৌ রামো মহাবলঃ।
ততো রাত্রৌ মহাঘোরাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ২৪

মহারাজ! ক্ষণকালের মধ্যে সেইসব মহাবল নিষাদগণকে বধ করিয়া মহাপরাক্রমশালী বলরাম সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩;

তদনন্তর রাত্রিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী পিশাচগণ

আকৃষ্য মাংসযূথানি ভক্ষয়ন্তঃ সমাসতে।
পিবন্তঃ শোণিতং কোষ্ঠাৎ সংছিদ্য চ শবং বহু ॥ ২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
একলব্যসৈন্যবধে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

রাশি রাশি মাংস টানিয়া আনিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহারা মৃত বীরগণের কোষ্ঠ হইতে রক্ত পান করিতে লাগিল এবং বহু শবদেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করত ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে একলব্যের সৈন্যগণকে বধবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বলভদ্রৈকলব্যয়োঃ, পৌণ্ড্রক-সাত্যক্যোশ্চ যুদ্ধবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ক্রব্যাদাঃ সর্ব্ব এবাশু ভক্ষয়ন্তস্তদা শবম্
হসন্তো বিবিধং ঘোরং নাদয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ পিবন্তঃ শোণিতং বহু।
আশিষং ভুঞ্জতে রাজন্নবস্য পিশিতাশনাঃ ॥ ২
নৃত্যন্তি স্ম তদা রাজন্নগর্য্যাং রণতোষিতাঃ।
কাকা বলাকা গৃধ্রাশ্চ শ্যেনা গোমায়বস্তথা ॥ ৩
ভক্ষয়ন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে রাক্ষসাশ্চৈব দারুণাঃ
এতস্মিন্নন্তরে বীরো নিষাদো লব্ধসংজ্ঞকঃ ॥ ৪
হতান্ সর্ব্বান্ সমালোক্য নিষাদান্নগচারিণঃ।
গদামাদায় কুপিতো রামমেব জগাম হ ॥ ৫

জঘান গদয়া রাজন্ জত্রুদেশে নিষাদপঃ।
ততো রামো গদী রাজন্নিষাদং বাহুশালিনম্ ॥ ৬
আজঘ্নে গদয়া ক্রূরং মদমত্তো হলায়ুধঃ।
তয়োশ্চ তুমুলং যুদ্ধং গদাভ্যাং সমবর্ত্তত ॥ ৭
আকাশে শব্দ আসীত্তু তয়োর্যুদ্ধে মহাভুজ
সমুদ্রাণাং যথা ঘোষঃ সর্ব্বেষাং সন্নিগচ্ছতাম্ ॥ ৮
কল্পক্ষয়ে মহারাজ শব্দঃ সুতুমুলোঽভবৎ
ক্ষোভিতো নাগরাজশ্চ নাগাঃ ক্ষোভং সমাযযুঃ ॥ ৯
পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ সর্ব্বং শব্দময়ং বভৌ।
ততঃ স পৌণ্ড্রকো রাজা সাত্যকিং বৃষ্ণিনন্দনম্ ॥ ১০

নবনবতিতম অধ্যায়।

[বলভদ্র ও একলব্যের এবং পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সমস্ত মাংসভক্ষী জীবগণ সেই সময় ত্বরাসহকারে মৃতগণের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং নানা প্রকার ঘোর অট্টহাস্য করিতে করিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ১

রাজন্! মাংসভক্ষী রাক্ষস ও পিশাচগণ বহু রক্ত পান করিল এবং নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিল ॥ ২

রাজন্! সেই নগরে সেই যুদ্ধ হইতে সন্তুষ্ট হইয়া কাক, বক, শকুনি, শ্যেন ও শৃগালগণ সেই সময় নৃত্য করিতে লাগিল। ভয়ানক রাক্ষসগণও মৃতদেহের মাংস ভক্ষণে রত হইল ॥ ৩;

ইহার মধ্যে বীর নিষাদ একলব্য চৈতন্য লাভ করিল এবং সমস্ত পর্ব্বতবাসী নিষাদগণকে নিহত দেখিয়া কুপিত হইয়া গদা গ্রহণ করত বলরামের দিকে গমন করিল ॥ ৪-৫

রাজন্! সেই নিষাদরাজ একলব্য বলরামের জত্রুদেশে গদার দ্বারা আঘাত করিল। তখন গদাধারী মদমত্ত হলধর বলরাম সেই বাহুশালী ক্রূরকর্ম্মা নিষাদকে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৬;

তখন এই উভয়ের মধ্যে গদার দ্বারা তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহারাজ! এই উভয়ের যুদ্ধে পরস্পর সম্মিলিত সমুদ্রসকলের গম্ভীর শব্দের ন্যায় আকাশে প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৭-৮

মহারাজ! প্রলয়কালে সমুদ্রমধ্যে যে তুমুল শব্দ হয়, সেইরূপই তখন শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে নাগরাজ শেষও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দিগ্‌গজগণও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইল ॥ ৯

পৃথিবী ও আকাশ—এই সবই তখন যেন শব্দময় বলিয়া

গদয়ৈব জঘানাশু সত্বরং রণকোবিদঃ।
যুযুধানো বলী রাজন্ বাসুদেবং জঘান হ ॥ ১১
তয়োশ্চ তুমুলঃ শব্দঃ প্রাদুরাসীন্মহারণে
চতুর্ণাং যুধ্যতাং রাজন্ পরস্পরবধৈষিণাম্ ॥ ১২
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভণো রাজন্ শব্দ আসীৎ সুদারুণঃ।
ততো রজঃ প্রাদুরভূত্তস্মিন্ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ১৩
তারকা নিষ্প্রভা রাজংস্তমস্যেবং ক্ষয়ং গতে।
ঊষসি প্রতিবুদ্ধায়াং ততো নিঃশেষতাং যযৌ ॥ ১৪
উদিতো ভগবান্ সূর্য্যশ্চন্দ্রস্য ক্ষয়মাযযৌ
তয়োর্যুদ্ধং প্রাদুরভূচ্চতুর্ণাং বাহুশালিনাম্।
দেবাসুরসমং রাজন্নুদিতে ভাস্করে মহৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি পৌণ্ড্রকযুদ্ধে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

প্রভিভাত হইল। ইহার মধ্যে রণনিপুণ রাজা পৌণ্ড্রক সত্বর রুক্মিনন্দন সাত্যকির উপর গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। রাজন্! তখন বলবান্ সাত্যকিও বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রককে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ১০-১১

রাজন্! এই উভয়ের মহাসমরে তখন অতি ভয়ঙ্কর শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল। পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই চার যোদ্ধার (বলরাম ও একলব্য এবং সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের) অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে লাগিল। রাজন্! তখনকার সেই সংগ্রামের সম্মুখভাগে প্রাতঃকালের রক্তিম আভা প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমস্ত তারা প্রভাহীন হইয়া যাইল। এইভাবে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া যাইল। ঊষাকাল প্রকাশিত হইলে পর অন্ধকার পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গেল। ভগবান্ সূর্য্যদেব উদিত হইলেন এবং চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্! ভগবান (ভাস্কর সূর্য্য) উদিত হইলে পর সেই চার বাহুশালী বীরগণের মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহা দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১২-১৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে পৌণ্ড্রকের যুদ্ধবিষয়ক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বারকায়াং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনম্, পৌণ্ড্রকেণ সহ তস্য কথোপকথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রভাতে বিমলে ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
গন্তুমৈচ্ছজ্জগন্নাথঃ পুরং বদরিকাশ্রমাৎ ॥ ১
নমস্কৃত্য মুনীন্ সর্ব্বান্ যযৌ দ্বারবতীং নৃপ
আরুহ্য গরুড়ং বিষ্ণুর্বেগেন মহতা প্রভুঃ ॥ ২
সুমহাঞ্ছ্রুবে শব্দস্তেষাং যুদ্ধং প্রকুর্ব্বতাম্।
গচ্ছতা দেবদেবেন পুরীং দ্বারবতীং নৃপ ॥ ৩
অচিন্তয়জ্জগন্নাথঃ কো ন্বয়ং শব্দ উত্থিতঃ।
সংগ্রামসম্ভবো ঘোর আর্য্য-শৈনেয়সংবৃতঃ ॥ ৪
ব্যক্তমাগতবান্ পৌণ্ড্রো নগরীং দ্বারকামমু।
তেন যুদ্ধং সমভবৎ পৌণ্ড্রকেণ দুরাত্মনা ॥ ৫
যদূনাং বৃষ্ণিবীরাণাং যুধ্যতামিতরেতরম্।
শব্দোঽয়ং সুমহান্ ব্যক্তো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬

শততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন এবং পৌণ্ড্রকের সহিত তাঁহার কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাতকাল আসিলে পর দেবকীনন্দন ভগবান্ জগন্নাথ বদরিকাশ্রম হইতে নিজের দ্বারকাপুরীতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১

নৃপ! সমস্ত মুনিগণকে নমস্কার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করত তীব্রবেগে দ্বারকাপুরীর দিকে গমন করিলেন ॥ ২

রাজন্! দ্বারকাপুরীর দিকে যাইতে যাইতে দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে যুদ্ধরত সেই সব যোদ্ধাগণের মহাকোলাহল শুনিতে পাইলেন ॥ ৩

ইহা শ্রবণ করিয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কেন এই যুদ্ধজনক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতেছে? এই শব্দে ভ্রাতা বলরাম ও সাত্যকিরও গর্জন মিশ্রিত রহিয়াছে ॥ ৪

নিশ্চয়ই পৌণ্ড্রক দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিয়াছে। সেই দুরাত্মা পৌণ্ড্রকের সহিত যাদবগণ ও বৃষ্ণিবীরগণের যুদ্ধ হইতেছে। পরস্পর যুদ্ধকামী এই যোদ্ধাগণেরই এই অতিশয় গর্জনকারী শব্দ হইতেছে, এবিষয়ে আর অন্য কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ৫-৬

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তু দধ্মৌ শঙ্খং মহারবম্
পাঞ্চজন্যং হরিঃ সাক্ষাৎ প্রীণয়ন্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ ॥ ৭
রোদসী পূরয়ামাস তেন শব্দেন কেশবঃ।
যাদবা বৃষ্ণয়শ্চৈব শ্রুত্বা শঙ্খস্য তে রবম্ ॥ ৮
ব্যক্তমায়াতি ভগবান্ পাঞ্চজন্যরবো হ্যয়ম্।
ইতি তে মেনিরে রাজন্ বৃষ্ণয়ো যাদবাস্তদা ॥ ৯
নির্ভয়াঃ সমপদ্যন্ত বৃষ্ণয়ো যাদবাশ্চ তে।
তস্মিন্নেব ক্ষণে দৃষ্টস্তার্ক্ষ্যশ্চ পততাং বরঃ ॥ ১০
ততশ্চ দেবকীসূনুর্দৃষ্টৈর্যাদবেশ্বরঃ।
সূতাশ্চ মাগধাশ্চৈব পুরো যান্তি জগৎপতেঃ ॥ ১১
স্তুত্যা স্তুতং হরিং বিষ্ণুমীশ্বরং কমলেক্ষণম্।
গতাশ্চ যাদবাঃ সর্ব্বে পরিবক্রর্জনার্দ্দনম্ ॥ ১২
কৃষ্ণস্তু গরুড়ং ভূয়ো গচ্ছ ত্বং নাকমুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা গরুড়ং বিষ্ণুর্বিসৃজ্য যদুনন্দনঃ ॥ ১৩
দারুকং পুনরাহেদং রথমানয় মে প্রভো
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় রথমাদায় সত্বরম্ ॥ ১৪
রথোঽয়ং ভগবন্ দেব কিমতঃ কৃত্যমস্তি মে।
ইত্যুক্ত্বা রথমাদায় প্রণম্যাগ্রে স্থিতো হরেঃ ॥ ১৫
গতেঽথ গরুড়ে বিষ্ণু রথমারুহ্য সত্বরম্
যত্র যুদ্ধং সমভবত্তত্র যাতি স্ম কেশবঃ ॥ ১৬
তত্র গত্বা মহারাজ যুধ্যতাঞ্চ মহাত্মনাম্।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং দধ্মৌ যদুবৃষোত্তমঃ ॥ ১৭
পৌণ্ড্রোঽথ বাসুদেবস্তু কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা রণোৎসুকম্
সাত্যকিং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বাসুদেবমুপাগমৎ ॥ ১৮
ক্রুদ্ধোঽথ সাত্যকী রাজন্ বারয়ামাস পৌণ্ড্রকম্।
ন গন্তব্যমিতো রাজন্নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
জিত্বা মাং গচ্ছ রাজেন্দ্র পরং যোদ্ধুং মহারণে।
ক্ষত্রিয়োঽসি মহাবীর স্থিতে ময়ি রণোৎসুকে ॥ ২০

এরূপ চিন্তা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীহরি বৃষ্ণিবংশপ্রধান বীরগণকে আনন্দিত করিতে করিতে মহানন্দকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন ॥ ৭

কেশব সেই শঙ্খধ্বনির দ্বারা পৃথিবী ও আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন! সেই শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া যাদব ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন ও সেইজন্যই এই পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি হইতেছে ॥৮;

রাজন্! যখন যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের মনে এই ধারণা হইয়া গেল এবং তখন বৃষ্ণি ও যাদবগণ নির্ভয় হইয়া যাইলেন ॥ ৯;

সেইক্ষণেই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়কে দেখা যাইল। তদনন্তর যাদবেশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরও দর্শনলাভ হইল। সূত ও মাগধগণ সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিল ॥ ১০-১১

স্তুতির দ্বারা যাঁহার স্তব করা হইয়াছে, সেই কমলনয়ন সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর জনার্দ্দন শ্রীহরির নিকটে সমস্ত যাদবগণ যাইলেন এবং তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১২

ইহার পর যদুনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গরুড়কে বলিলেন,—'তুমি উত্তম স্বর্গলোকে গমন কর' এই কথা বলিয়া তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়া পুনরায় দারুককে বলিলেন,—সামর্থশালী সারথে! তুমি আমার রথ আনয়ন কর ॥ ১৩;

তখন 'আচ্ছা' বলিয়া সারথি দারুক সত্বর রথ লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্! দেব! এই রথ আনিয়াছি অতঃপর কি কার্য্য করিতে হইবে? এই কথা বলিয়া রথ লইয়া দারুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫

গরুড় চলিয়া যাইলে পর কেশব শ্রীকৃষ্ণ সত্বর রথে আরোহণ করিয়া যেস্থানে যুদ্ধ হইতেছে সেস্থানে গমন করিলেন ॥ ১৬

মহারাজ! সেস্থানে যাইয়া যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধরত সেই মহাত্মা বীরগণের মধ্যে পাঞ্চজন্যনামক মহাশঙ্খ বাদ্য করিলেন ॥ ১৭

মিথ্যা বাসুদেব-নামধারী পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে উৎসুক দেখিয়া সাত্যকিকে পৃষ্ঠভাগে রাখিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে পিছনে করিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥১৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ সাত্যকি পৌণ্ড্রককে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! তোমার এস্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়; কারণ ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে ॥ ১৯

রাজেন্দ্র! এই মহাসমরে আমাকে পরাজিত করিয়া তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন কর। মহাবীর! তুমি ক্ষত্রিয়, যতক্ষণ আমি যুদ্ধের জন্য উৎসুক, ততক্ষণ তোমার অন্যত্র গমন করা উচিত নয়। আমি এখন এই যুদ্ধস্থলে তোমার সমস্ত গর্ব চূর্ণ করিয়া দিব ॥ ২০;

এষ তে গর্ব্বমখিলং নাশয়িষ্যামি সংযুগে।
ইত্যুক্ত্বা চাগ্রতস্তস্থৌ গচ্ছতো যাদবেশ্বরঃ ॥ ২১
পৌণ্ড্রস্য শিনিনপ্তা তু পশ্যতঃ কেশবস্য হ।
অবজ্ঞায় শিনেঃ পৌত্রং কৃষ্ণমেব জগাম হ ॥ ২২
নির্ভর্ৎস্য সহসা ভূয়ঃ সাত্যকিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
গদয়া প্রাহরৎ পৌণ্ড্রং বাসুদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ২৩
যথাপ্রাণং যথাযোগং সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
দৃষ্ট্বাথ ভগবানেব সাত্যকিং প্রশশংস হ ॥ ২৪
নিবার্য্য সাত্যকিং কৃষ্ণো যথেষ্টং ক্রিয়তামসৌ।
উপারমদ্ যথাযোগং সাত্যকিঃ কৃষ্ণবারিতঃ ॥ ২৫
স ততঃ পৌণ্ড্রকো রাজা বাসুদেবমুবাচ হ।
ভো ভো যাদব গোপাল ইদানীং ক্ব গতো ভবান্ ॥ ২৬
ত্বাং দ্রষ্টুমথ সম্প্রাপ্তো বাসুদেবোঽস্মি সাম্প্রতম্।
হত্বা ত্বাং সবলং কৃষ্ণ বলৈর্বহুভিরন্বিতঃ ॥ ২৭

এই কথা বলিয়া শিনির পৌত্র যাদবেশ্বর সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে গমনকারী পৌণ্ড্রকের অগ্রে যাইয়া অবস্থান করিলেন, তথাপি পৌণ্ড্রক সাত্যকিকে অবহেলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই নিকটে গমন করিলেন ॥ ২১-২২

তখন সাত্যকি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহসা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই পুনরায় পৌণ্ড্রককে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ২৩

সত্যপরাক্রমী সাত্যকি পূর্ণ সাবধানতার সহিত শক্তি অনুসারে পৌণ্ড্রকের উপর গদাঘাত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥ ২৪

তাহার পর 'এই পৌণ্ড্রক যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই করু' এই কথা বলিয়া সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করিলে পর সাত্যকি যথাযথভাবে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন ॥ ২৫

তদনন্তর রাজা পৌণ্ড্রক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—ওরে যাদব! ওরে গোপাল! এই সময় তুমি কোথায় গিয়াছিলে? ২৬

আমি এখন তোমাকেই দেখিবার জন্য আসিয়াছি। আজকাল আমিই 'বাসুদেব' নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ! আমি বহু সৈন্যের সহিত এখানে আসিয়াছি। এই সময় সসৈন্যে তোমাকে বধ করিয়া আমি একাকীই ভূতলে বাসুদেব থাকিব ॥ ২৭½

অহমেকো ভবিষ্যামি বাসুদেবো মহীতলে।
যচ্চক্রং তব গোবিন্দ প্রথিতং সুপ্রভং মহৎ ॥ ২৮
অনেন তব চক্রেণ পীড়িতোঽস্মি চ তদ্রণে।
চক্রমস্তীতি তদ্বীর্য্যং তব মাধব সাম্প্রতম্ ॥ ২৯
নাশয়িষ্যামি তৎ সর্ব্বং সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
শার্ঙ্গীতি মাং বিজানীহি ন ত্বং শার্ঙ্গীতি শিষ্যসে ॥ ৩০
শঙ্খমস্তীতি তদ্বীর্য্যং তব মাধব সাম্প্রতম্।
শঙ্খো চাহং গদী চাহং চক্রী চাহং জনার্দ্দন ॥ ৩১
মামেব হি সদা ক্রমুর্জ্ঞানস্তো বীর্য্যশালিনঃ।
আদৌ ত্বং বলবদ্বৃদ্ধান্ হত্বা স্ত্রীবালকান্ বহূন্ ॥ ৩২
গাশ্চ হত্বা মহাগর্ব্বস্তব সম্প্রতি বর্ত্ততে।
তত্তেঽহং ব্যপনেষ্যামি যদি তিষ্ঠসি মৎপুরঃ ॥ ৩৩
শস্ত্রং গৃহাণ গোবিন্দ যদি যোদ্ধুং ব্যবস্থিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় তস্থৌ পার্শ্বে জগৎপতেঃ ॥ ৩৪

গোবিন্দ! তোমার যে বিখ্যাত উত্তম প্রভাযুক্ত ও বিশাল চক্র আছে, উহা আমার এই চক্রের দ্বারা এই রণস্থলে নষ্ট হইয়া যাইবে। মাধব! 'আমার চক্র আছে' তোমার সেই বল-পরাক্রম আমি এখনই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই নষ্ট করিয়া দিব ॥ ২৮-২৯½

জনার্দ্দন! তুমি আমাকে 'শার্ঙ্গী' বলিয়া জানিও; কেবল তুমিই যে 'শার্ঙ্গী' নামে এখানে অবস্থিত আছ, সেরূপ মনে করিও না। মাধব! আমারই নিকট শঙ্খ আছে, এরূপ মনে করিয়া তুমি তাহার বলের গর্ব্ব এখন আর করিও না; কারণ, আমিও শঙ্খী, আমি গদাধর এবং আমিও চক্রধারী ॥ ৩০-৩১

জগতে যে সব পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী পুরুষ আছেন, তাঁহারা এখন আমাকেই শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী বলিবেন। পূর্বে তুমি বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কংসের কিছু অনুচরকে, স্ত্রীজাতিকে (পূতনাকে) এবং বহু বালককে (বালকতুল্য শক্তিহীন কিছু কংসের যোদ্ধাকে অথবা ছয় গর্ভকে কংসের দ্বারা) বধ করিয়া ও কিছু গোকে (বৎসাসুর, অরিষ্টাসুর প্রভৃতিকে) বধ করিয়া তোমারে সম্প্রতি মহাগর্ব্ব রহিয়াছে, যদি তুমি আমার সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান কর, তাহা হইলে উহা চূর্ণ করিয়া দিব ॥৩২-৩৩

গোবিন্দ! যদি তুমি যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিয়া থাক, তাহা হইলে অস্ত্র গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া পৌণ্ড্রক বাণ গ্রহণ করত জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৪

এতদ্ বচনমাকর্ণ্য বাসুদেবেন ভাষিতম্ ।
স্মিতং কৃত্বা হরিঃ কৃষ্ণো বভাষে পৌণ্ড্রকং নৃপম্ ॥ ৩৫
কামং বদ নৃপ ত্বং হি পাতকাস্মি সদা নৃপ ।
গোঘাতী বালঘাতী চ স্ত্রীহন্তা সর্ব্বথা নৃপ ॥ ৩৬
চক্রী ভব গদী রাজঞ্ছার্ঙ্গী চ সততং ভব ।
নামধেয়ং যথা মহ্যং বাসুদেবেতি চ প্রভো ॥ ৩৭
শার্ঙ্গী চক্রী গদী শঙ্খীত্যেবমাদি বৃথা মম ।
কিন্তু বক্ষ্যামি কিঞ্চিত্ত্বং শৃণুষ্ব যদি মন্যসে ॥ ৩৮
ক্ষত্রিয়া বলিনো যে তু স্থিতে ময়ি জগৎপতৌ ।
তথানুব্রুবতে ত্বাং হি জীবত্যেব ময়ি প্রভো ॥ ৩৯
যস্মে চক্রং মহাঘোরমসুরান্তকরং মহৎ
তস্তুল্যং তব চক্রন্তু বৃত্ততো ন তু বীর্য্যতঃ ।

মিথ্যা বাসুদেব কর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত সেই নৃপ পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি ইচ্ছানুসারে যাহা চাহ, বলিয়া যাও। আমি সদা পাতকী, আমি সর্ব্বথা গোহত্যা, বালকহত্যা ও স্ত্রীহত্যা করিয়াছি ।৩৫-৩৬

রাজন্ ! তুমি সদা চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধনু ধারণকারী হইয়া থাক। প্রভো ! আমার 'বাসুদেব' এই বৃথা নামও গ্রহণ কর ॥ ৩৭

শার্ঙ্গী, চক্রী, গদী ও শঙ্খী প্রভৃতি যে সব আমার নাম আছে, সেই সব নামের বৃথা ভারও তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু আমি এখন তোমাকে কিছু বলিব, যদি শুনিতে ইচ্ছা হয় ত' শ্রবণ কর ॥ ৩৮

প্রভো ! জগৎপতি আমি থাকিতে অর্থাৎ আমি জীবিত থাকিতেই বলবান্ ক্ষত্রিয়গণ তোমাকে এই সব নামের (আমার তায় নাম সমূহের) দ্বারা আহ্বান করে ॥ ৩৯

আমার যে অসুরনাশক মহাভয়ঙ্কর ও বিশাল চক্র আছে, তোমার চক্র কেবল তাহার গোলাকৃতিতেই সমান, শক্তিতে নহে। এইরূপ তোমার যে সব অস্ত্র আছে, তৎসমস্তই আমার

আয়ুধেষ্বথ সর্ব্বত্র শব্দসাদৃশ্যমস্তি তে ॥ ৪০
গোপোঽহং সর্ব্বদা রাজন্ প্রাণিনাং প্রাণদঃ সদা ।
গোপ্তা সর্ব্বেষু লোকেষু শাস্তা দুষ্টস্য সর্ব্বদা ॥ ৪১
কথনং সর্ব্বকার্য্যং হি জিত্বা শত্রূন্ নৃপাধম
অজিত্বা কিং ভবান্ ব্রূতে স্থিতে ময়ি চ শক্তিষি ॥ ৪২
হত্বা মাং ব্রূহি রাজেন্দ্র যদি শক্তোঽসি পৌণ্ড্রক
স্থিতোঽহং চক্রমাশ্রিত্য রথী চাপী গদাসিমান্ ॥ ৪৩
রথমারুহ্য যুদ্ধায় সন্নদ্ধো ভব মানদ ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি কৃষ্ণপৌণ্ড্রকযুদ্ধে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

নামমাত্রেরই সাদৃশ্য আছে, শক্তিতে নহে ॥ ৪০

রাজন্ ! আমি সর্ব্বদা গোপ (রক্ষক), অর্থাৎ প্রাণিগণের সদা প্রাণদানকারী, সমস্ত লোকসমূহের রক্ষা কর্ত্তা এবং সর্ব্বদা দুষ্টগণের শাসক ॥ ৪১

নৃপাধম ! শত্রুগণকে জয় করিয়াই তোমার এরূপ আস্ফালন করা উচিত। যখন আমি অস্ত্র লইয়া তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আছি, তখন তুমি আমাকে পরাজিত না করিয়া এরূপ কি কথা বলিতেছ ? ৪২

রাজেন্দ্র পৌণ্ড্রক ! যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে আমাকে বধ করিয়া নিজের প্রশংসা কর। আমি রথ, ধনু, গদা ও শস্ত্রাদি যুক্ত হইয়া চক্র গ্রহণ করত তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছি ॥ ৪৩

মানদ ! রথে আরোহণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-পৌণ্ড্রকয়োর্যুদ্ধম্, পৌণ্ড্রক-বধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শরং সমাদায় বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
পৌণ্ড্রং জঘান সহসা নিশিতেন শরেণ হ ॥ ১
পৌণ্ড্রোঽথ বাসুদেবস্তু শরৈর্দশভিরাশুগৈঃ।
বাসুদেবং জঘানাশু বাক্যৈঃ বৃষ্ণিনন্দনম্ ॥ ২
দারুকং পঞ্চবিংশত্যা হয়ান্ দশভিরেব চ
সপ্তত্যা বাসুদেবং তু যাদবং বাসুদেবকঃ ॥ ৩
ততঃ প্রহস্য সুচিরং কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
ধৃষ্টোঽসীতি মনসা সম্পূজ্য যদুনন্দনঃ ॥ ৪
আকৃষ্য শার্ঙ্গং বলবান্ সন্ধায় রিপুসূদনঃ।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ধ্বজং চিচ্ছেদ কেশবঃ ॥ ৫
সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদাহৃত্য যদুনন্দনঃ।
অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৬
রথং রাজ্ঞঃ সমাহত্য তদোভৌ পার্ষ্ণিসারথী।
চক্রে চ বিরথং কৃত্বা হসন্ কিঞ্চিদিব স্থিতঃ ॥ ৭
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু রথাদুৎপ্লুত্য সত্বরঃ।
আদায় নিশিতং খড়্গং প্রাহিণোৎ কেশবায় সঃ ॥ ৮
স খড়্গং শতধা কৃত্বা তূষ্ণীমাসীচ্চ কেশবঃ।
ততঃ পরং মহাঘোরং পরিঘং কালসম্মিতম্ ॥ ৯
গৃহীত্বা বাসুদেবায় বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রাহিণোদ্ বৃষ্ণিবীরায় সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ১০
তদ্দিধা জগতাং নাথশ্চকার যদুনন্দনঃ।
ততশ্চক্রং মহাঘোরং সহস্রারং মহাপ্রভম্ ॥ ১১
ত্রিংশদ্ভারসমাযুক্তমায়সাস্যমমিত্রহা।
আদায়াথ মহারাজ কেশবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২
পশ্যেদং নিশিতং ঘোরং তব চক্রবিনাশনম্।
অনেন তব গোবিন্দ দর্পং দর্পবতাং বর ॥ ১৩
অপনেষ্যামি বার্ষ্ণেয় সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
ত্বামুদ্দিশ্য মহাঘোরং কৃতমন্যুর্দ্রুবাসদম্ ॥ ১৪

একাধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ এবং পৌণ্ড্রক-বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেব বাণ গ্রহণ করত সহসা সেই নিশিত বাণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের উপর প্রহার করিলেন ॥ ১

মিথ্যা বাসুদেব পৌণ্ড্রকও দশটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা বৃষ্ণিবংশের আনন্দদাতা বৃষ্ণিবংশজাত বাসুদেবকে সত্বর আঘাত করিলেন ॥ ২

তারপর মিথ্যা বাসুদেব দারুককে পঁচিশ, অশ্বগণকে দশ এবং যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে সত্তরটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥৩

তখন কেশিহন্তা যদুনন্দন কেশব বহুক্ষণ হাস্য করত মনে মনেই তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এই পৌণ্ড্রক অতিশয় দৃষ্ট ॥ ৪

ইহার পর শত্রুসূদন বলবান্ কেশব শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ করিয়া তাহার উপর অতিশয় তীক্ষ্ণ নারাচ সন্ধান করত তাহার দ্বারা পৌণ্ড্রকের ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৫

তাহার পর যদুনন্দন শ্রীহরি তাহার সারথির মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা চার অশ্বকে বধ করত সেই রাজার রথকে বিদীর্ণ করিয়া সেই সমস্ত দুই পার্শ্বরক্ষকে আহত করত রথের চক্রসকলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া যেন কিছু হাস্য করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬-৭

তখন মিথ্যা বাসুদেবনামধারী পৌণ্ড্রক সত্বর রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করত কেশবকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই খড়্গকে শত খণ্ড করিয়া দিয়া নীরবে রথে বসিয়া রহিলেন। তারপর মিথ্যা বাসুদেব প্রতাপশালী পৌণ্ড্রক কালের সমান মহাভয়ঙ্কর এক শ্রেষ্ঠ পরিঘ লইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে সেই বৃষ্ণিবীর ভগবান্ বাসুদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯-১০

তখন জগন্নাথ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই পরিঘকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। মহারাজ! তাহার পর শত্রুসূদন পৌণ্ড্রক মহাভয়ঙ্কর, পরম কান্তিমান্, সহস্র অরযুক্ত এবং ত্রিশ ভার লৌহনির্মিত ক্ষেপণীয় চক্র গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥১১-১২

দর্পযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ! দেখ, এই ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ চক্র তোমার চক্রের বিনাশক। বৃষ্ণিবংশজাত! আমি এই চক্রের দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিব ॥ ১৩½

হরে! কৃষ্ণ! তোমার উদ্দেশেই আমি এই মহাভয়ঙ্কর অস্ত

যদি শক্তো হরে কৃষ্ণ দারয়েদং মহাস্পদম্ ।
ইত্যুক্ত্বা তচ্ছতগুণং ভ্রাময়িত্বা মহাবলঃ ॥ ১৫
চিক্ষেপাথ মহাবীর্য্যঃ পৌণ্ড্রকো নৃপসত্তমঃ ।
অবপ্লুত্য ততো দেশাত্তুৎসৃজ্য মহাবলঃ ॥ ১৬
সিংহনাদং মহাঘোরং ব্যনদদ্ বীর্য্যবাংস্তদা ।
ততো বিস্ময়মাপন্নো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ১৭
অহো বীর্য্যমহো ধৈর্য্যমস্য পৌণ্ড্রস্য দুঃসহম্ ।
ইতি মত্বা জগন্নাথ উত্থিতশ্চ রথোত্তমাৎ ॥ ১৮
ততঃ শিলাং সমাদায় প্রেষয়ামাস কেশবম্ ।
তাং শিলাং প্রেষয়ামাস তস্মৈ যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ১৯
পৌণ্ড্রেণ সুচিরং কালং বিক্রীড়া ভগবান্ হরিঃ ।
ততশ্চক্রং সমাদায় নিশিতং রক্তভোজনম্ ॥ ২০
দৈত্যামাংসপ্রদিগ্ধাঙ্গং নারীগর্ভবিমোচনম্ ।
শাশ্বতকুন্তময়ং ঘোরং দৈত্যদানবনাশনম্ ॥ ২১
সহস্রারং শতারং তদদ্ভুতং দৈত্যভীষণম্ ।
ঐশ্বর্য্যবর্ম্ম পরমং নিত্যং সুরগণার্চ্চিতম্ ॥ ২২
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্তথা শার্ঙ্গী নিত্যযুক্তঃ সদা হরিঃ
জঘান তেন গোবিন্দঃ পৌণ্ড্রকং নৃপসত্তমম্ ॥ ২৩
তস্য দেহং বিদার্য্যাশু চক্রং পিশিতভোজনম্ ।
কৃষ্ণস্যাথ করং ভূয়ঃ প্রাপ সর্ব্বেশ্বরস্য হ ॥ ২৪
ততঃ স পৌণ্ড্রকো রাজা গতাসুঃ প্রাপতদ্ ভুবি ।
নিহত্য ভগবান্ বিষ্ণুর্দুর্জ্জেয়গতিঃ প্রভুঃ ।
প্রতিপেদে সুধর্ম্মাং তু যাদবৈঃ পূজিতো হরিঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পৌণ্ড্রকবাসুদেববধে
একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০১

এক দুর্জ্জয় চক্র নির্ম্মাণ করাইয়াছি। যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে এই বিশাল চক্রকে বিদীর্ণ কর। ১৫।

এই কথা বলিয়া মহাবল মহাপরাক্রমশালী নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক সেই চক্রকে শতবার ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৫।

তখন মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থান হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিচে নামিয়া সেই চক্রকে বিফল করত মহা-ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ১৬।

তারপর ভগবান্ দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণ তাহার সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—অহো! পৌণ্ড্রকের দুঃসহ পরাক্রম ও ধৈর্য্য অদ্ভুত। ১৭।

ইহা মনে মনে ভাবিয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তম রথ হইতে উত্থিত হইলেন। তদনন্তর পৌণ্ড্রক এক শিলাখণ্ড লইয়া কেশবের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু যদুকুলধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ সেই শিলাখণ্ডকে ধরিয়া পুনরায় তাহারই উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৮-১৯

এইরূপ ভগবান্ শ্রীহরি বহুকাল ধরিয়া পৌণ্ড্রকের সহিত যুদ্ধ-ক্রীড়া করত নিজের সেই তীক্ষ্ণ চক্র হস্তে লইলেন, যাহা দৈত্যাদির রক্ত ভোজন করে। ২০

সেই চক্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যগণের মাংসে পুষ্ট হইয়াছিল। উহা দৈত্যনারীগণের গর্ভপাতকারী ছিল। সুবর্ণনির্ম্মিত এই ভয়ঙ্কর চক্র দৈত্য ও দানবগণের বিনাশকারী ছিল। ইহার অর কখনও সহস্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইত এবং কখনও শতসংখ্যায় প্রকাশিত হইত। ঐশ্বর্য্যই এই চক্রের বর্ম্ম ছিল। দেবগণের দ্বারা নিত্য পূজিত এই উত্তম অস্ত্র অদ্ভুত ছিল এবং দৈত্যগণের ভয়প্রদ ছিল। ২১-২২

সর্ব্বব্যাপী শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ সদা এই অস্ত্রে সংযুক্ত থাকেন। গোবিন্দ এই অস্ত্রের দ্বারা নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রককে বধ করিলেন। ২৩

সেই মাংসভোজী চক্র সেই সময় পৌণ্ড্রকের দেহকে বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় সত্বর সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে চলিয়া আসিল। ২৪

তদনন্তর সেই রাজা পৌণ্ড্রক প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। যাঁহার স্বরূপ বুঝা অত্যন্ত কঠিন, সেই সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীহরি পৌণ্ড্রককে বধ করত যাদবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া সুধর্ম্মানাম্নী সভায় উপস্থিত হইলেন। ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রা-প্রসঙ্গে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের বধবিষয়ক একাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[একলব্যস্য দ্বীপান্তরগমনম্, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন যাদবানাং সমীপে স্বাত্রায়াঃ সমাগতো বৃত্তান্তকথনম্, অন্তঃপুরে রুক্মিণী-সত্যভামাভ্যাং সহ মিলিত্বা তাভ্যাং সন্তোষদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নিষাদেশং ততো রামঃ শক্ত্যা বীর্য্যবতাং বরঃ
আজঘান স্তনদ্বন্দ্বে সিংহনাদং ব্যনীনদৎ ॥ ১
ততঃ ক্রুদ্ধো নিষাদেশো রামং মত্তং মহাবলম্
গদয়া লোকবিখ্যাতো জঘান স্তনবক্ষসি ॥ ২
আহতঃ স তু তেনাশু বলভদ্রো মহাবলঃ
উভাভ্যাং চৈব রামস্তু করাভ্যাং বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ ॥ ৩
গদাং গৃহ্য মহাঘোরামায়ান্তীং প্রাণহারিণীম্।
দুদ্রাব নিষাদেশঃ সমুদ্রং মকরালয়ম্ ॥ ৪
ধাবত্যেবং তদা রাজ্ঞি একলব্যে নিষাদপে
ধাবত্যেবঞ্চ রামোঽপি যত্র যাতো নিষাদপঃ ॥ ৫
সাগরং স প্রবিশ্যাশু গত্বা যোজনপঞ্চকম্।
ভীত এব তদা রাজন্নেকলব্যো নিষাদপঃ ॥ ৬
কঞ্চিদ্দ্বীপান্তরং রাজন্ প্রবিশ্য ন্যবসত্তদা।
ইত্থং রামো নিষাদেশং জিগায় যদুনন্দনঃ ॥ ৭
তাং সভাং মণিরত্নাঢ্যাং প্রবিবেশ হলায়ুধঃ
সাত্যকির্যুদ্ধসংসক্তস্তাং সভাং প্রবিবেশ হ ॥ ৮
অন্যে চ যাদবা রাজন্ যথাযোগমুপস্থিতাঃ।
আসীনেষু চ সর্ব্বেষু বৃষ্ণিবীরেষু সর্ব্বতঃ ॥ ৯
অভিবাদ্য যথাযোগং বৃষ্ণীন্ সর্ব্বাংশ্চ কেশবঃ।
উবাচ বচনং কালে ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ১০
দৃষ্টং কৈলাসশিখরং শঙ্করো নীললোহিতঃ।
স তু মহ্যং যদুবরাঃ প্রীতিমাংশ্চ দদৌ বরম্ ॥ ১১
তত্র দেবাঃ সমায়াতা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
দৃষ্ট্বা মাং শঙ্করশ্চৈব প্রীতঃ স্বস্থা সমাযযৌ ॥ ১২
অত্যদ্ভুতং ময়া দৃষ্টং রাত্রৌ যাদবসত্তমাঃ।
পিশাচৌ দ্বৌ মহাঘোরৌ বদন্তৌ মামিকাং কথাম্ ॥ ১৩

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[একলব্যের দ্বীপান্তর গমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যাদবগণের নিকট নিজের যাত্রার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তকথন এবং অন্তঃপুরে রুক্মিণী ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম এক শক্তির দ্বারা নিষাদরাজ একলব্যের বক্ষে প্রহার করিলেন এবং পরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১

তখন ক্রুদ্ধ লোকবিখ্যাত নিষাদরাজ একলব্য মহাবল ও বলমত্ত বলরামের বক্ষে গদার দ্বারা আঘাত করিল ॥ ২

উহার দ্বারা আহত মহাবল বৃষ্ণিপ্রধান বীর বলভদ্র বলরাম দুই হস্তে নিজের দিকে আগত সেই প্রাণহারিণী মহাভয়ঙ্করী গদাকে ধরিয়া একলব্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহা দেখিয়া নিষাদরাজ একলব্য মকরাদি জলজন্তুগণের নিবাসস্থান সমুদ্রের দিকে দ্রুত পলাইয়া যাইল ॥ ৩-৪

নিষাদপতি রাজা একলব্য এইরূপে পলায়ন করিলে পর বলরামও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। একলব্য যে যে স্থানে যাইল, বলরামও সেই সেই স্থানে যাইলেন ॥ ৫

রাজন্! সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া নিষাদরাজ একলব্য পাঁচ যোজন দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাইল এবং সেস্থানে বলভদ্র হইতে ভীত হইয়াই বাস করিতে লাগিল ॥ ৬

রাজন্! কোনও এক অন্য দ্বীপে প্রবেশ করত একলব্য সেস্থানে বাস করিতে লাগিল। এইভাবে যদুনন্দন বলরাম নিষাদরাজ একলব্যকে জয় করিলেন ॥ ৭

তদনন্তর হলায়ুধ বলরাম মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিতা সেই সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধরত সাত্যকিও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৮

রাজন্! অন্য যাদবগণও যথাসময়ে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। যখন এই সব বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ সেস্থানে সর্ব্বদিকে উপবেশন করিলেন, তখন দেবকীনন্দন ভগবান্ কেশব যোগ্যতা অনুসারে সকল বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে অভিবাদন করত সেই সময় এই কথা বলিলেন ॥ ৯-১০

যদুবরগণ! আমি কৈলাসশিখর দর্শন করিয়াছি। সেস্থানে নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করিয়াছেন ॥ ১১

সেস্থানে দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণও শুভাগমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন ও আমার স্তুতি করিয়া গমন করেন ॥ ১২

যাদবশ্রেষ্ঠগণ! যাত্রার সময় আমি রাত্রিকালে এক অতিশয় অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছি। দুইজন মহাভয়ঙ্কর পিশাচ

মৃগয়াং চক্রতুস্তৌ তু চিন্তয়ন্তৌ তু মাং সদা।
দৃষ্ট্বা মাং তৌ তু রাজেন্দ্রাঃ প্রীতিমন্তৌ তপস্বিনৌ ॥ ১৪
ভক্তিনম্রৌ মহাত্মানৌ প্রণামং চক্রতুস্তদা
ততোঽহং সর্ব্বথা প্রীতস্তৌ নীতৌ স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ১৫
তোষয়িত্বা মহাদেবং ময়া চাদ্য সমাগতম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে দেবদেবং শশংসিরে ॥ ১৬
সর্ব্বথা কৃতকৃত্যাস্তে বৃষ্ণয়ঃ কেশবাশ্রয়াঃ।
যাদবাঃ সর্ব্ব এবৈতে স্বং স্বং জগ্মুর্যথালয়ম্ ॥ ১৭
অভ্যন্তরে জগন্নাথঃ প্রবিশ্য হরিরীশ্বরঃ।
রুক্মিণী-সত্যভামাভ্যামাচচক্ষে যথাভবৎ ॥ ১৮
তে প্রীতে প্রীতিযুক্তেন কেশবেন সমন্বিতে
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কেশবস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৯

শশাস পৃথিবীং কৃৎস্নাং দুষ্টান্ হত্বা মহাবলান্।
নরকং ঘোরকর্ম্মাণং পৌণ্ড্রকং নৃপসত্তমম্ ॥ ২০
হয়গ্রীবং নিশুম্ভঞ্চ তথা সুন্দোপসুন্দকৌ।
ররক্ষ বিপ্রান্ দেবেশো মুনীন্মুনিবরার্চ্চিতঃ ॥ ২১
বিপ্রেভ্যশ্চ দদৌ বিত্তং গাশ্চ দত্ত্বা স কেশবঃ।
অগ্নিহোত্রং প্রযুঞ্জানো ব্রাহ্মণাংশ্চ সুতর্পয়ন্ ॥ ২২
মুনীংশ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবান্ যজ্ঞৈরনেকধা
স্বধয়া চ পিতৄন্ সর্ব্বান্ প্রীণয়ন্নেব সর্ব্বদা ॥ ২৩
তস্মিন্শাসতি দেবেশে রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রভো।
সুখমেব প্রজাঃ সর্ব্বা জীবন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
কৈলাসযাত্রায়াং পৌণ্ড্রকবধসমাপ্তৌ
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

আমারই কথা বলিতেছিল এবং সর্ব্বদা আমারই চিন্তা করিতে করিতে মৃগয়া করিতে লাগিল ॥ ১৩॥

রাজেন্দ্রগণ! সেই দুই তপস্বী পিশাচ আমাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করে। সেই দুই মহাত্মা তখন ভক্তিভাবে নম্র হইয়া আমাকে প্রণাম করে ॥ ১৪॥

তখন আমি সর্ব্বথা প্রসন্ন হইয়া সেই দুই পিশাচকে উত্তম স্বর্গলোকে প্রেরণ করি। তাহার পর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করত আজ আমি এস্থানে আসিয়াছি ॥ ১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন সেই সব বৃষ্ণিবংশীয়গণ দেবাধিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। শ্রীকেশবকে আশ্রয় করিয়া এই বৃষ্ণিবংশীয়গণ সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সব যাদবগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬-১৭

অন্তর্দিকে জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিও অন্তঃপুরে প্রবেশ করত রুক্মিণী ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকেও যে সব ঘটনা কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই বর্ণনা করিলেন ॥ ১৮

ইহারা প্রীতিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান করত অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। এইরূপে আমি তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা বলিলাম ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ মহাবল দুষ্টগণকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। মহামুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঘোর কর্ম্মকারী নরকাসুর, নৃপশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রক, হয়গ্রীব ও নিশুম্ভকে এবং সুন্দ ও উপসুন্দকে বধ করিয়া মুনিদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২০-২১

ভগবান্ কেশব ব্রাহ্মণদিগকে বহু গো দান করিয়া প্রভূত ধনদানও করিলেন। অগ্নিহোত্র কর্ম্ম করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজনাদির দ্বারা তৃপ্ত করিলেন ॥ ২২

ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক বেদের স্বাধ্যায়ে মুনিগণকে, অনেক প্রকার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে এবং স্বধা (শ্রাদ্ধ-তর্পণ) কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত পিতৃগণকে সদা তৃপ্ত করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

প্রভাবশালী জনমেজয়! দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করিবার সময় ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাগণ সুখেই জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে কৈলাসযাত্রাপ্রসঙ্গে পৌণ্ড্রকবধের সমাপ্তিবিষয়ক দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[হংস-ডিম্ভকয়োর্বিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

ভূয় এব দ্বিজশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ তপোধন । ১
ন হি মে তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতঃ কৈশবীং কথাম্ ।
কো নু নাম হরের্বিষ্ণোর্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২
শৃণ্বংস্তথা রমন্ বাপি তৃপ্তিং যাতি দিবানিশম্ ।
পুরুষার্থোঽয়মেবৈকো যৎ কথাশ্রবণং হরেঃ ॥ ৩
কথমাসীজ্জগদ্ধেতোর্হংসস্য ডিম্ভকস্য চ ।
সমিতিঃ সর্ব্বভূতানাং সদা বিস্ময়দায়িনী ॥ ৪
বিচক্রস্য কথং যুদ্ধং দানবস্য মহাত্মনঃ ।
স তয়োর্মিত্রতাং যাত ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৫
তৌ সুতৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ শিষ্যৌ ভৃগুসুতস্য হ ।
সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বীরৌ হরের্লব্ধবরৌ কিল ॥ ৬
সংগ্রামঃ সুমহানাসীদিত্যুক্তং ভবতা পুরা
তয়োশ্চ নৃপয়োর্বিপ্র কেশবস্য জগৎপতেঃ ॥ ৭
কস্য পুত্রৌ সমুৎপন্নৌ যথাভূদ্ বিগ্রহো মহান্ ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি দানবানাং তরস্বিনাম্ ॥ ৮
বলাস্যুথ বিচক্রস্য শিতশূলধরাণি চ
আসন্ যুদ্ধে মহারাজ দানবস্য জয়ৈষিণঃ ॥ ৯
যদূনামন্তরং প্রেপ্সুর্যদূনাং যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া ।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধে বেদান্ জয়তি দুর্দ্ধরঃ
তদ্বধার্থং সদা যত্নমকরোচ্চৈব কেশবঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে জনমেজয়বাক্যে
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

ত্র্যধিক শততম অধ্যায় ।

[হংস ও ডিম্ভকের বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন ।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তপোধন ! আমি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পুনরায় সবিস্তারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১

ভগবান্ কেশবের কথা শ্রবণ করিতে করিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না । (শ্রবণপিপাসা পর পর বৃদ্ধিই হইতেছে) জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে দেবাধিদেব চক্রপাণি বিষ্ণু শ্রীহরির নাম ও যশ দিন রাত্রি শ্রবণ করিতে করিতে এবং উহাতেই রমণ করিতে করিতে কখনও তৃপ্তির অনুভব করিবে ? (ইহা শুনিতে চাহিবে না ?) ভগবান্ শ্রীহরির কথার যে শ্রবণ, তাহাকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলা হইয়াছে ॥ ২-৩

জগতের জন্য হংস ও ডিম্ভকের কিরূপ সমিতি সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের সদাই বিস্ময়প্রদানকারী ছিল ॥ ৪

মহাত্মা দানব বিচক্রের যুদ্ধ কি প্রকারে হইয়াছিল ? আমরা শুনিয়াছি যে, এই বিচক্র হংস ও ডিম্ভকের মিত্র হইয়া গিয়াছিল ॥ ৫

এই দুই রাজপুত্র হংস ও ডিম্ভক বলপরাক্রমসম্পন্ন এবং মুনিবর ভার্গবের শিষ্য ছিলেন । শুনা যায়, ইঁহারা উভয়ে ভগবান্ শঙ্কর হইতে বরলাভ করিয়াছিলেন । এই দুই বীর সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ॥ ৬

বিপ্রবর ! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই দুই রাজ হংস ও ডিম্ভকের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ৭

ইঁহারা উভয়ে কাঁহার পুত্র হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) ইঁহাদের সহিত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ? সাধু মহারাজ ! শুনা যায়, জয়াভিলাষী দানব বিচক্রের নিকট যুদ্ধের জন্য অষ্টাশী হাজার বেগশালী দানবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল । এই সব দানবই তীক্ষ্ণ শূলধারী ছিল ॥ ৮-৯

দানব বিচক্র দুর্জ্জয় বীর ছিল । সে যুদ্ধের ইচ্ছায় যাদবগণের ত্রুটি বা দুর্বলতার সুযোগ সন্ধান করিতেছিল । দেবতা ও অসুরগণের মহাযুদ্ধে এই বিচক্র দেবগণকে জয় করিত এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিবার জন্য সদা যত্নপরায়ণ ছিলেন ॥ ১০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস-ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে জনমেজয়ের বাক্যবিষয়ক ত্র্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা ব্রহ্মদত্তেন ভগবতঃ শঙ্করস্যারাধনয়া হংস-ডিম্ভকনামকপুত্রদ্বয়স্য প্রাপ্তিঃ, রাজসখ-বিপ্রবর-মিত্র-সহেন চ বিষ্ণোরুপাসনয়া জনার্দননামক-পুত্রস্য লাভঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু রাজেন্দ্র ব্রহ্মদত্তো নৃপোত্তমঃ
নাম্না রাজন্ স পৃতাত্মা সর্ব্বভূতদয়াপরঃ ॥ ১
পঞ্চযজ্ঞপরো নিত্যং জিতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
ব্রহ্মবিদ্ বেদবিচ্চৈব সদা যজ্ঞময়ঃ শিবঃ ॥ ২
তস্য ভার্য্যে মহীপাল রূপৌদার্য্যগুণান্বিতে।
বভূবতুঃ সুসম্পন্নে অনপত্যে নৃপোত্তম ॥ ৩
স তাভ্যাং মুমুদে রাজা শচ্যা শক্র ইবাম্বরে।
নাম্না মিত্রসহো নাম সখা চাসীদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪
তস্য রাজ্ঞো মহাযোগী বেদবেদান্ততৎপরঃ।
অনপত্যঃ স বিপ্রেন্দ্রো যথা রাজা বভূব হ ॥ ৫
স রাজা সহিতস্তাভ্যামর্চ্চয়ামাস শঙ্করম্।
পুত্রার্থং শূলিনং শর্ব্বং দশ বর্ষাণ্যনন্যধীঃ ॥ ৬

স বিপ্রো বৈষ্ণবং তত্র পুত্রার্থে সমযোজয়ৎ।
অর্চ্চিতস্তেন রাজেন্দ্র শঙ্করো নীললোহিতঃ ॥ ৭
আত্মানং দর্শয়ামাস স্বপ্নে রাজানমব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত ॥ ৮
অথ রাজা জগন্নাথমুবাচেদং স্ময়ন্নিব।
পুত্রো মম ভবেতাং হি তথেত্যুক্ত্বা বৃষধ্বজঃ ॥ ৯
অন্তর্দ্ধানং গতঃ শম্ভুঃ প্রতিবুদ্ধস্ততো নৃপঃ।
সোঽপি মিত্রসহো বিদ্বান্ দেবং কেশবমব্যয়ম্ ॥ ১০
পঞ্চবর্ষং জগন্নাথমর্চ্চয়ামাস ভক্তিতঃ।
অর্চ্চিতস্তেন বিপ্রেণ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ১১
পুত্রমেকং দদৌ তস্মৈ স্বাত্মনা সদৃশং হরিঃ
তে ভার্য্যে গর্ভমাধত্তাং তেজসা শঙ্করস্য হ ॥ ১২

চতুরধিকশততম অধ্যায়

[রাজা ব্রহ্মদত্তের ভগবান্ শঙ্করের আরাধনায় হংস ও ডিম্ভক নামক দুই পুত্রপ্রাপ্তি এবং রাজসখ বিপ্রবর মিত্রসহের ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় জনার্দ্দননামক পুত্রলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! শাল্বদেশে ব্রহ্মদত্তনামে প্রসিদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজন্! তাঁহার হৃদয় পবিত্র ছিল এবং তিনি সকল জীবের প্রতিই দয়াপরায়ণ ছিলেন ॥ ১

তিনি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং মনোজয়ী ও ইন্দ্রিয়-দিগকে বশীভূতকারী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবিৎ ও বেদবিৎ ছিলেন এবং সদা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত সকলের জন্যই কল্যাণকারী ছিলেন ॥ ২

মহীপাল! নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার রূপ ও উদারতাদি গুণসম্পন্না দুই পত্নী ছিলেন। ইঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্না হইলেও ইঁহারা সন্তানহীনা ছিলেন ॥ ৩

যেরূপ স্বর্গে ইন্দ্র শচীর সহিত সানন্দে থাকেন, সেইরূপ রাজা ব্রহ্মদত্ত এই দুই পত্নীর সহিত সদা সানন্দে বাস করিতে ছিলেন। রাজার এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মিত্র ছিলেন। তাঁহার নাম মিত্রসহ। ইনি মহাযোগী এবং বেদ ও বেদান্তের অনুশীলনে তৎপর ছিলেন। এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠও রাজার ন্যায় সন্তানহীন ছিলেন ॥ ৪-৫

রাজা নিজের দুই পত্নীর সহিত অবস্থান করত পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃষধারী ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করেন ॥ ৬

রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ মিত্রসহ পুত্রের জন্য বৈষ্ণবযাগের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্তের দ্বারা পূজিত হইয়া নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর স্বপ্নে তাঁহাকে নিজের দিব্য রূপ দর্শন করাইলেন এবং বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারী নরেন্দ্র! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর ॥ ৭-৮

রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন যেন হাস্যসহকারে ভগবান্ বিশ্বনাথকে এই কথা বলিলেন—প্রভো! আমার দুই পুত্র হউক। তখন 'তথাস্তু' বলিয়া বৃষধ্বজ ভগবান্ শঙ্কর অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। তাহার পর রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥ ৯

বিদ্বান্ মিত্রসহও অবিনাশী জগদীশ্বর ভগবান্ কেশবকে পাঁচ বৎসর অতিশয় ভক্তি সহকারে আরাধনা করিলেন ॥ ১০

সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবাধিদেব জনার্দন শ্রীহরি তাঁহাকে নিজেরই সদৃশ এক পুত্র প্রদান করিলেন ॥ ১১

মহারাজ! রাজার সেই দুই পত্নী ভগবান্ শঙ্করের তেজে গর্ভাধারণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পত্নী বৈষ্ণব তেজকেই গর্ভরূপে ধারণ করিলেন ॥ ১২

বিপ্রভার্য্যা মহারাজ বৈষ্ণবং তেজ আদধৎ।
মহিষ্যৌ তে মহাবীর্য্যৌ পুত্রৌ শঙ্করনির্ম্মিতৌ ॥ ১৩
অসূয়েতাং মহীপাল ক্রমেণৈব নৃপস্য হ।
স তয়োশ্চ মহারাজ নামকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৪
চকার বিধিবৎ সর্ব্বা বিপ্রেভ্যোঽদাদ্বহূনম্।
স চ বিপ্রো বিনীতাত্মা পুত্রমেকং হি লব্ধবান্ ॥ ১৫
সাক্ষাদিব জগন্নাথং স্থিতং পুত্রাত্মনা নৃপ
জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং ব্রাহ্মণঃ স চকার হ ॥ ১৬

মহীপাল! রাজার সেই দুই মহিষী ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় প্রাপ্ত দুই মহাপরাক্রমশালী পুত্রকে ক্রমশঃ জন্মদান করিলেন ॥ ১৩॥

মহারাজ জনমেজয়! ব্রহ্মদত্ত সেই দুই পুত্রের নামকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু দান করিলেন ॥ ১৪॥

নৃপ! বিনীতচিত্ত ব্রাহ্মণ মিত্রসহও এক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। যেন সাক্ষাৎ জগন্নাথ শ্রীহরিই তাঁহার পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন ॥ ১৫॥

ব্রাহ্মণ মিত্রসহ সেই পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার

তৌ কুমারাবয়ং চৈব ত্রয়ঃ সবয়সোঽভবন্।
বেদানধীত্য তে সর্ব্বান্ শ্রুত্বা চান্বীক্ষিকীং তথা ॥ ১৭
ধনুর্ব্বেদে তথাস্ত্রে চ নিপুণাস্তেঽভবংস্তদা।
হংসো জ্যেষ্ঠো নৃপসুতো ডিম্ভকোঽনন্তরোঽভবৎ ॥ ১৮
স চ বিপ্রসুতো রাজন্ জনার্দ্দন ইতি স্মৃতঃ।
অন্যোন্যং মিত্রতাং যাতাঃ সর্ব্বে চৈব কুমারকাঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোৎপত্তৌ চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৬

সেই দুই রাজকুমার ও এই ব্রাহ্মণ-পুত্র তিনজনেই সমবয়স্ক ছিলেন। ইঁহারা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যার (বেদান্তাদির) অনুশীলন করিবার পর ধনুর্বেদ এবং সম্পূর্ণ অস্ত্রসমূহের জ্ঞানে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৭॥

জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নাম ছিল হংস এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিম্ভক নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজন্! ব্রাহ্মণ-পুত্রের নাম জনার্দন রাখা হইয়াছিল। এই সব কুমারই পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন ॥ ১৮-১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উৎপত্তিবিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হংস-ডিম্ভকয়োস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিঃ, সঙ্কর্ষণজনার্দনয়োরনয়োঃ কুমারয়োর্বিবাহঃ, কুমারত্রয়াণাং ধর্ম্মনিষ্ঠা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
হংসশ্চ ডিম্ভকশ্চৈব তপশ্চর্ত্তুং মহামতে।
মনশ্চক্রতুরাত্মানৌ শঙ্করস্য নৃপোত্তম ॥ ১
গত্বা তু হিমবৎপার্শ্বং তপশ্চক্রতুরঞ্জসা।
উদ্দিশ্য শঙ্করং শর্ব্বং নীলগ্রীবমুমাপতিম্ ॥ ২
বীর্য্যবন্তৌ চৈব নৌ স্যাতামিত্যাধায় তু মানসে।
একাগ্রৌ প্রযতৌ ভূত্বা বায্বম্বুপ্রাশিনৌ নৃপ ॥ ৩
নমস্তে দেবদেবেতি শঙ্করেতি দিবানিশম্।
হর শর্ব্ব শিবানন্দ নীলগ্রীব উমাপতে ॥ ৪

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[হংস ও ডিম্ভকের তপস্যা, বরপ্রাপ্তি, জনার্দনসহ এই দুই কুমারের বিবাহ এবং তিন কুমারের ধর্ম্মনিষ্ঠা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপোত্তম! রাজকুমার হংস ও ডিম্ভক ভগবান্ শঙ্করের নিজের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং পরম বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে তপস্যা করিতে মনস্থির করিলেন ॥ ১

নৃপ! হিমালয়ের পার্শ্বে যাইয়া বায়ু ও জল আহার করিতে করিতে ইঁহারা উভয়ে একাগ্র ও সংযতচিত্ত হইয়া মনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন যে, 'আমরা যেন দিব্য পরাক্রম ও অস্ত্র লাভ করি' এবং কল্যাণকারী কণ্ঠধারী নীলকণ্ঠ ভগবান্ উমাপতির প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সানন্দে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩

ইঁহারা দিবারাত্র দেবাধিদেব! শঙ্কর! হর! শর্ব্ব! শিবানন্দ! নীলগ্রীব! উমাপতে! বৃষধ্বজ! বিরূপাক্ষ! হর্য্যক্ষ! জগৎপতে! ভক্তপ্রিয়! গিরীশ! ঈশ! বাসুদেব!

বৃষধ্বজ বিরূপাক্ষ হর্য্যক্ষ জগতাম্পতে।
ভক্তপ্রিয় গিরীশেশ বাসুদেব শিবাচ্যুত ॥ ৫
সদ্যোজাত মহাদেব দেবদেব গুহাশয়।
ভূতভাবন দেবেশ প্রণবাত্মন্ সদাশিব ॥ ৬
ইত্যাদিনামভির্নিত্যং স্তুবন্তৌ শঙ্করং ভবম্
হৃদি কৃত্বা বিরূপাক্ষং তপস্তেপতুরঞ্জসা ॥ ৭
নির্ম্মমৌ নিরহঙ্কারৌ মৌনব্রতসমান্বিতৌ।
বর্ষাণীহ তদা রাজন্ পঞ্চ চক্রতুরোজসা ॥ ৮
ততঃ প্রীতোঽভবচ্ছর্ব্বস্তাভ্যাং সংযমনেন চ।
সদদৌ দর্শনং নৈজং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো হরঃ ॥ ৯
ত্রিযক্ষঃ শঙ্করঃ সর্ব্বঃ শূলপাণিরুমাপতিঃ।
অগ্রতঃ সংস্থিতং শর্ব্বং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্
তৌ দৃষ্ট্বা প্রীতমনসৌ নমশ্চক্রতুরঞ্জসা ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

বরং বরয় ভদ্রং বাং যথেচ্ছা বাং তথাস্তু বৈ।
তাবূচতুস্তদা রাজন্ প্রীতস্ত্বং ভগবন্ যদি ॥ ১১
দেবাসুরচমূমুখ্যৈর্যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-দানবৈঃ।
আবামজয্যৌ সর্ব্বাত্মন্নেষ নৌ প্রথমো বরঃ ॥ ১২
দ্বিতীয়ো নৌ বিরূপাক্ষ রৌদ্রাস্ত্রাণাঞ্চ সংগ্রহঃ।
মাহেশ্বরং তথা রৌদ্রমস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মহৎ ॥ ১৩
অভেদ্যং কবচং দিব্যমচ্ছেদ্যং চাপি কার্ম্মুকম্।
পরশুঞ্চ তথা শর্ব্ব সদা রক্ষার্থমেব চ ॥ ১৪
সহায়ৌ দ্বৌ মহাদেব ভূতৌ যুদ্ধে হি গচ্ছতাম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশ আহ ভৃঙ্গিরিটী হরঃ ॥ ১৫
কুণ্ডোদরং বিরূপাক্ষং সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতম্।
যুবামথ চ ভূতেশৌ সহায়ৌ সততং রণে ॥ ১৬
সংগ্রামং গচ্ছতাং ঘোরমেতয়োর্বলশালিনোঃ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবাঞ্ছর্ব্বস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৭
ততস্তৌ বীর্য্যসম্পন্নৌ হংসো ডিম্ভক এব চ।
কৃতাস্ত্রৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ চাপিনৌ বীর্য্যবত্তরৌ ॥ ১৮

শিব। অচ্যুত। সদ্যোজাত। মহাদেব। দেবদেব। অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়-গুহায় শয়নকারিন্! ভূতভাবন! দেবেশ্বর। ওঙ্কারস্বরূপ! সদাশিব! আপনাকে নমস্কার। ইত্যাদিরূপে ভগবানের নামসমূহের দ্বারা নিত্য-নিরন্তর কল্যাণকারী ভগবান্ ভবের স্তুতি করিতে করিতে সেই ভগবান্ বিরূপাক্ষ শিবকে হৃদয়ে ধারণ করত সুখে তপস্যায় রত রহিলেন। ৪-৭

রাজন্! ইঁহারা উভয়ে তখন মমতা ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন। ইঁহারা মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সময় পাঁচ বৎসর উৎসাহপূর্ব্বক তপস্যায় নিরত রহিলেন। এই দুই জনের তপস্যায় ও সংযমে ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইলেন। তিনি ইঁহাদের উভয়কে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইলেন। সেই সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ব্যাঘ্রচর্ম্মময় বস্ত্র শোভা পাইতেছিল। এই পাপহারী, ত্রিলোচন ও কল্যাণকারী উমাবল্লভ ভগবান্ শিব হস্তে ত্রিশূল লইয়া বিরাজমান ছিলেন। ৮-৯½

চন্দ্রার্দ্ধশেখর ভগবান্ শিবকে নিজেদের সম্মুখে উপস্থিত দর্শন করত ইঁহারা উভয়ে প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—রাজকুমারদ্বয়। তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হউক। তোমরা কোনও বর প্রার্থনা কর। তোমাদের যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ হউক। রাজন্ জনমেজয়। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে বলিলেন,—ভগবন্। যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আমরা যেন আপনার কৃপায় দেবতা ও অসুরগণের মুখ্য মুখ্য সেনাপতি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের পক্ষে অজেয় হইয়া যাই। সর্ব্বাত্মন্! ইহাই আমাদের উভয়ের প্রথম বর। ১১-১২

বিরূপাক্ষ! আমাদের দ্বিতীয় বর হইল—আমাদের নিকট যেন সমস্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের সংগ্রহ থাকে। মাহেশ্বরাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মশিরনামক অস্ত্র যেন আমরা লাভ করিতে পারি। ১৩

শর্ব্ব! অভেদ্য কবচ, দিব্য ও অচ্ছেদ্য ধনু এবং পরশু এই সব যুদ্ধসামগ্রী সর্ব্বদা আমাদের রক্ষার জন্য যেন আমাদের সুলভ হয়। ১৪

মহাদেব! যুদ্ধে আমাদের সহায়তার জন্য যেন আপনার দুই জন ভূত আমাদের সহিত গমন করেন। তখন দেবেশ্বর হর 'এবমস্তু' এরূপই হউক—এই কথা বলিয়া নিজের দুই পার্ষদ ভৃঙ্গি ও রিটিকে এবং কুণ্ডোদর ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত বিরূপাক্ষকে বলিলেন,—তোমরা দুই জন করিয়া দুই ভূতেশ্বর হও এবং তোমরা যুদ্ধের সময় সদা ঘোরতর সংগ্রামে এই দুই বলশালী বীরদ্বয়ের সহায়তার জন্য অবশ্যই গমন করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শর্ব্ব সেস্থানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১৫-১৭

তদনন্তর বল ও পরাক্রমসম্পন্ন হংস এবং ডিম্ভক সমস্ত

আমুক্তকবচৌ বীরাবজয্যৌ দেব-দানবৈঃ।
অত্যন্তভক্তৌ দেবেশে শঙ্করে নীললোহিতে ॥ ১৯
নিত্যোৎসবকরৌ দেবে ভস্মোদ্ধূলনশোভিনৌ।
কৃতত্রিপুণ্ড্রকৌ নিত্যং জটাযুক্তশিরোধরৌ ॥ ২০
রুদ্রাক্ষাপিতসর্ব্বাঙ্গৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাবৃতৌ।
নমঃ শিবায় শান্তায় মহাদেবায় ধীমতে ॥ ২১
ইত্যাদিভির্মহাদেবং স্তুবন্তৌ নামভিঃ শিবম্।
সাক্ষাদিব মহাদেবৌ রেজতুর্জলধারিণৌ ॥ ২২
ততঃ স্বভবনং গত্বা পিতুঃ পাদাবগৃহ্নতাম্।
পিতুশ্চ সখ্যুর্বলিনো মাতুশ্চ চরণৌ তদা ॥ ২৩
জনার্দ্দনোঽপি ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা নৃপ।
বিদ্যাপারং মহাবুদ্ধির্যুক্তেনাসাবুপেয়িবান্ ॥ ২৪
স চ বিষ্ণুং হৃষীকেশং পীতকৌশেয়বাসসম্।
ব্রহ্মতত্ত্বপরো নিত্যমুপাস্তে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫
হংসশ্চ ডিম্ভকশ্চৈব কৃতদারৌ বভূবতুঃ।
জনার্দ্দনোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতদারো বভূব হ ॥ ২৬
সর্ব্বে তে যজ্ঞনিরতাঃ পঞ্চযজ্ঞপরাস্তথা।
স্বদারনিরতাঃ সর্ব্বে গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ।
ধর্ম্ম এব পরং শ্রেয় ইতি তে মেনিরে নৃপ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

অস্ত্রবিদ্, অস্ত্রসঞ্চয়যুক্ত, ধনুর্দ্ধর এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া যাইলেন। ১৮

কবচবন্ধন করিয়া এই দুই বীর যখন যুদ্ধে উপস্থিত হইতেন, তখন সমস্ত দেবতা ও দানবগণের পক্ষেও ইঁহাদিগকে জয় করা অসম্ভব হইয়া যাইত। দেবেশ্বর নীললোহিত ভগবান্ শঙ্করে ইঁহাদের অত্যন্ত ভক্তি ছিল ॥১৯

ইঁহারা মহাদেবের উদ্দেশে নিত্য উৎসবের আয়োজন করিতেন, নিজেদের অঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া সুশোভিত হইতেন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতেন এবং সদা মস্তকে জটা ধারণ করিতেন ॥ ২০

সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেন, নিজেদের অঙ্গকে ব্যাঘ্র-চর্ম্মে আচ্ছাদিত করিতেন এবং 'পরম বুদ্ধিমান্ শান্তস্বরূপ মহাদেবকে নমস্কার' ইত্যাদি নামসমূহের দ্বারা মহাদেব শিবের স্তুতি করিতেন। এই ভাবে সেই দুই রাজকুমার হংস ও ডিম্ভক নিজেদের আর্দ্র (ভিজা) জটাসমূহে জল ধারণ করত সাক্ষাৎ গঙ্গাধর মহাদেবের দুই বিগ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২১-২২

তদনন্তর এই দুই বলবান্ বীর হংস ও ডিম্ভক নিজ গৃহে যাইয়া পিতার চরণদ্বয় ধারণ (করত প্রণাম) করিলেন, পিতার সখা মিত্রসহের পাদদ্বয় স্পর্শ (করত প্রণাম) করিলেন এবং মাতার চরণদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ॥ ২৩

নৃপ জনমেজয়। তখন বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাত্মা জনার্দনও দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যয়ন করত যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৪

তিনি নিজের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্তায় তৎপর থাকিয়া নিত্য নিরন্তর ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক, রেশমী পীতাম্বরধারী ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর হংস ও ডিম্ভক দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করিলেন এবং ধর্ম্মাত্মা জনার্দনও পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ২৬

ইঁহারা সকলে যজ্ঞরত, পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ এবং নিজেদেরই পত্নীতে অনুরক্ত থাকিয়া গুরুজনদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নৃপ জনমেজয়। তখন তাঁহারা ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, ধর্ম্মই পরম কল্যাণকারী ॥ ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হংস-ডিম্ভকয়োর্মৃগয়া।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ কদাচিত্তৌ বীরৌ মৃগয়ামাটতুঃ কিল
জনার্দ্দনেন সহিতৌ রথৈরশ্বৈর্গজৈরপি ॥ ১

বনং গত্বা তু তৌ বীরৌ সিংহব্যাঘ্রাংশ্চ জঘ্নতুঃ
শিতৈর্বাণৈর্মহারাজ বরাহানথ সর্ব্বশঃ ॥ ২

ব্যালানন্যান্মৃগান্ হিংস্রান্ শ্বভিশ্চ সহিতৌ নৃপ।
এষ আয়াতি বিপুলো বরাহো দীর্ঘলোচনঃ ॥ ৩

এনং বাণেন সঙ্ক্ষিপ্তং যাতি চায়ং মৃগাধিপঃ।
অয়মন্যোঽথ মহিষঃ শৃঙ্গপ্রোতসরীসৃপঃ ॥ ৪

এতে খলু মৃগাঃ সার্দ্ধং শাবৈর্বাধন্তি সর্ব্বশঃ।
এতদ্ ভ্রমতি সর্ব্বত্র ভীতং শশকুলং মহৎ ॥ ৫

শাবং স্তনং পিবৎ সাধু ন হন্তব্যমিদং শুভম্।
গ্রহীতব্যমিদং সর্ব্বং নিরুধা শ্বগণৈরিহ ॥ ৬

ইত্যাদিশব্দঃ শ্রুমহান্ মৃগয়াং কুর্ব্বতাং নৃপ
ক্ষত্রিয়াণাং নৃপশ্রেষ্ঠ ব্যাধানাঞ্চৈব ধাবতাম্ ॥ ৭

হত্বা মৃগান্ শ্রুবহুশো ব্যাঘ্রান্ সিংহান নৃপোত্তমৌ।
শ্রমঞ্চ জগ্মতুর্বীরৌ মধ্যং যাতে দিবাকরে ॥ ৮

অলং হি মৃগয়াস্মাকং শ্রমঃ সমুপজায়তে।
ইত্যুচতুর্মহারাজ পুষ্করং জগ্মতুঃ সরঃ ॥ ৯

সরঃসমীপমাগম্য মুনিসিদ্ধনিষেবিতম্।
বীজয়ামাকুতসানূপং শ্রমাত্তত্র সুখস্থিতৌ ॥ ১০

ততো জনাঃ সরঃসর্ব্বে বিগাহ্য শ্রমকর্ষিতাঃ।
বিসান্ প্রবালান্ পদ্মানাং ভক্ষয়ামাসুরার্ত্তবৎ ॥ ১১

জনার্দ্দনেন সহিতৌ হংসো ডিম্ভক এব চ।
সরঃ কঞ্চিৎ সমাশ্রিত্য শ্রমং সন্ত্যজ্য তিষ্ঠতঃ ॥ ১২

বিশ্রম্য সরসস্তীরে তদাসাতে সুখং নৃপৌ।
অশৃণ্বাতাং পরং ব্রহ্ম মুনিমুখ্যৈঃ সমীরিতম্ ॥ ১৩

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

হংস ও ডিম্ভকের মৃগয়া।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর কোনও এক সময়ে সেই দুই বীর হংস ও ডিম্ভক জনার্দ্দনকে সঙ্গে লইয়া রথ, হস্তী ও অশ্বগণের দ্বারা মৃগয়া করিবার জন্য গমন করিলেন। ১

মহারাজ! বনে যাইয়া এই দুই বীর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বধ করিতে লাগিলেন। ২

নৃপ জনমেজয়! সেই সময় দুই ভ্রাতা কুকুরদলের সহিত থাকিয়া সর্প ও অন্যান্য বহু হিংস্র পশুদিগকে বধ করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় মৃগয়া করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবমান ক্ষত্রিয় ও ব্যাধগণের এই মহাকোলাহল শব্দ চারিদিকে শুনা যাইল—এই দীর্ঘনয়ন বিশাল বরাহ আসিতেছে, এই সিংহ যাইতেছে, ইহাকে বাণের দ্বারা ছেদন কর। এই অন্য এক মহিষ যাইতেছে, ইহার শৃঙ্গে সর্প প্রোথিত আছে। এই সব মৃগগণ নিজেদের শাবকদের (বাচ্চাদের) সহিত বাধা অনুভব করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। এই বিশাল খরগোশদল ভয়ভীত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই এক ক্ষুদ্র শাবক স্তন পান করিতেছে, ইহাকে বধ করিও না, ইহা করিলে ভালই হইবে। এই সবকে কুকুরদলের দ্বারা ঘিরিয়া জীবিত অবস্থাতেই গ্রহণ কর। এই সব শব্দ তখন শুনা যাইতে লাগিল। ৩-৭

নৃপশ্রেষ্ঠ বীর হংস ও ডিম্ভক সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইলে পর অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরে বহুসংখ্যক হিংস্র পশু, ব্যাঘ্র ও সিংহ বধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ৮

মহারাজ! ইঁহারা দুই জনে বলিলেন,—এখন আমাদের মৃগয়া করা বন্ধ করিয়া দাও; কারণ, আমাদের মধ্যে ক্লান্তি আসিয়াছে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা পুষ্কর সরোবর অভিমুখে গমন করিলেন। ৯

সরোবরের তীরে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে সেস্থানে পরিশ্রমবশতঃ সুখে উপবেশন করিলেন। সেস্থান মুনি এবং সিদ্ধগণের দ্বারা সেবিত ছিল এবং সেই সঙ্কল প্রদেশে তখন মন্দ মন্দ বায়ু একভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেন বীজন করিতেছে। ১০

তদনন্তর পরিশ্রমে শ্রান্ত সকল মানুষই সেই সরোবরে স্নান করিয়া যেন ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রবাল (কাঁচি পাতা) ও পদ্মসমূহের বিস(মৃণাল)-সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ১১

জনার্দনের সহিত হংস এবং ডিম্ভকও সেই সরোবরের কোনও এক তীর আশ্রয় করত নিজেদের শ্রম পরিহার করিয়া উপবিষ্ট রহিলেন। ১২

সরোবরে তীরে বিশ্রাম গ্রহণ করত যখন সেই দুই নরপতি

মধ্যাহ্নিনং তথা সর্ব্বৈঃ সবনং সম্বরং নৃপৌ
ততঃ প্রীতৌ নৃপৌ ভূত্বা শ্রুত্বা বেদধ্বনিং তদা ॥ ১৪
ঐচ্ছেতাং তৌ তদা দ্রষ্টুং যজ্ঞং মুনিকৃতং তদা
স্থাপয়িত্বা ততঃ সেনাং সর্ব্বাং মৃগসমন্বিতাম্ ॥ ১৫
আদায় চ মহাচাপে শরান্ কতিচিদেব চ
জনার্দ্দনস্তদা বীরৌ হংসো ডিম্ভক এব চ ॥ ১৬

পদাতিনৌ মহারাজ ভগ্নতুঙ্গাশ্রমং কিল
মহর্ষেঃ কাশ্যপস্যাথ সত্রং বৈষ্ণবসংজ্ঞকম্।
যজতো মুনিভিঃ সার্দ্ধং জপহোমপরায়ণৈঃ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে মৃগসাবর্ণনে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

হংস ও ডিম্ভক সুখে বসিয়াছিলেন, তখন প্রধান প্রধান মুনিগণের দ্বারা উচ্চারিত উত্তম বেদবাণী শ্রবণ করিলেন ॥ ১৩

সেই দুই নরপতি মধ্য দিবসীয় সবনের সময় সকলের সহিত সম্বর বেদপাঠ শ্রবণ করিলেন। সেই সময় সেই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া এই দুই নরপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং মুনিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৪½

মহারাজ! তদনন্তর মৃগগণের সহিত সেই সব সৈন্যবাহিনীকে সেস্থানে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং দুইটি বড় বড় ধনু ও কিছু বাণ গ্রহণ করিয়া জনার্দনের সহিত সেই দুই বীর হংস ও ডিম্ভক পদব্রজেই সেই মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে যাইলেন, যিনি জপ ও হোমপরায়ণ মুনিগণের সহিত বৈষ্ণবনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ॥ ১৫-১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে মৃগসাবর্ণনবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সসৈন্য-হংস-ডিম্বকয়োঃ পুষ্করতীরে বিশ্রামঃ, মহর্ষি-কশ্যপস্য বৈষ্ণবযজ্ঞ-দর্শনম্, দুর্বাসঃপ্রভৃতি-যতীনাং সমীপং গত্বা তান্-প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

জনার্দ্দনশ্চ ধর্ম্মাত্মা হংসো ডিম্ভক এব চ।
সদঃ প্রবিশ্য সত্রস্য নমশ্চক্রুর্মুনীশ্বরান্ ॥ ১
তানাগতান্ মহাত্মানো মুনয়ঃ শিষ্যসংযুতাঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাসনাদীনি চক্রুঃ পূজাং প্রযত্নতঃ ॥ ২
তৌ নৃপৌ স চ বিপ্রেন্দ্রঃ সপর্য্যাং প্রতিগৃহ্য চ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মান আসতে সমুখং নৃপ ॥ ৩

তত্রো হংসো বভাষে তানমুনীন্ সংযতব্রতঃ নৃপ
পিতা হি নৌ মুনিশ্রেষ্ঠা যষ্টুমৈচ্ছৎ সসাধনম্ ॥ ৪
গন্তব্যং তত্র যুষ্মাভিঃ সত্রান্তে মুনিসত্তমাঃ।
রাজসূয়েন যজ্ঞেন কৃত্বা দিগ্বিজয়ং বয়ম্ ॥ ৫
যাজয়িষ্যামহে বিপ্রাঃ পিতরং ধার্ম্মিকং নৃপম্।
আয়ান্তু তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ সশিষ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৬

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

[সৈন্যসহ হংস ও ডিম্ভকের পুষ্করতীরে বিশ্রাম, মহর্ষি কাশ্যপের বৈষ্ণব-যজ্ঞদর্শন এবং দুর্বাসা প্রভৃতি যতিগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের প্রতি নিজের অশ্রদ্ধা প্রদর্শন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন, হংস ও ডিম্ভক সেই যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করত সেই সব মুনীশ্বরগণকে প্রণাম করিলেন ॥ ১

শিষ্যদিগের সহিত সেই মহাত্মা মুনিগণ অর্ঘ্য, পাদ্য এবং আসনাদি দিয়া সেস্থানে উপস্থিত সেই অতিথিদিগকে যত্ন পূর্ব্বক সংকার করিলেন ॥ ২

নৃপ জনমেজয়! সেই দুই নরপতি এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন এই তিন মহাত্মা মুনিগণের সেই সংকার গ্রহণ করত মনে মনে প্রসন্ন হইয়া সেস্থানে সুখে উপবেশন করিলেন ॥ ৩

রাজন্! তাহার পর বাক্‌সংযমী হংস সেই মুনিগণকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমাদের উভয়ের পিতা সাধনসহ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ৪

মুনিবরগণ! এই সত্রের (যজ্ঞের) শেষে আপনারা আমাদের পিতার সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইবেন। ব্রাহ্মণগণ! আমরা দিগ্‌বিজয় করিয়া আমাদের পিতা ধর্ম্মাত্মা নরপতিকে দিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইব। সেই যজ্ঞে শিষ্যগণ ও অগ্নিহোত্রাদির সামগ্রীসহ আপনারা সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত হইবেন ॥ ৫-৬

বয়মত্রৈব সহিতো দিশো জেষ্যামহে বয়ম্ ।
শক্তা বয়মিহৈবৈতৎ কর্তুং সৈনিকসঙ্ঘৈঃ ॥ ৭
আবয়োঃ পুরতঃ স্থাতুং ন শক্তা দেব-দানবাঃ ।
কৈলাসনিলয়াদ্দেবাদ্ বরং লব্ধাঃ স্ম যত্নতঃ ॥ ৮
অজয্যো শক্রসঙ্ঘানামস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব হংসো মদবলান্বিতঃ ॥ ৯

মুনয় উচুঃ ।

যদি স্যাৎ তত্র গচ্ছামো বয়ং শিষ্যৈর্নৃপোত্তম ।
আস্মহে বান্যথা রাজন্নিত্যূচুঃ কিল তাপসাঃ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো দেশান্মহারাজ গন্তুং নিশ্চিতমানসৌ ।
পুষ্করস্যোত্তরং তীরং দুর্বাসা যত্র তিষ্ঠতি ॥ ১১
যতয়ো নিয়তা ভূত্বা মন্ত্রব্রহ্মনিষেবিণঃ ।
ব্রহ্মসূত্রপদে সক্তাস্তদর্থালোকতৎপরাঃ ॥ ১২

আমরা দুই ভ্রাতা সদা এক সঙ্গেই অবস্থান করি এবং আমাদের সহিত জনার্দনও আছেন। আমরা তিনজনে আজই দিগ্‌বিজয় করিতে আরম্ভ করিব। এইস্থানেই নিজ সৈন্যসমুদায়ের সহিত আমরা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারি; কারণ, আমাদের সম্মুখে যুদ্ধে দানবগণ ও দেবতারাও অবস্থান করিতে পারেন না। আমরা কৈলাসবাসী মহাদেবের নিকট হইতে যত্নসহকারে বরলাভ করিয়াছি। আমরা-শক্রগণের দ্বারা অজেয় হইয়াছি এবং আমাদের নিকট নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহও রহিয়াছে। এই কথা বলিয়া বলের মদে উন্মত্ত হংস নীরব হইলেন ॥ ৭-৯

মুনিগণ বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! যদি আপনার যজ্ঞ হয়, তবে আমরা শিষ্যগণের সহিত উহাতে অবশ্যই যাইব। রাজন্! অন্যথা (যদি এই যজ্ঞ না হয় তবে) আমরা এস্থানে থাকিব। এইরূপ সেই তপস্বী মুনিগণ উত্তরদান করিলেন ॥ ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়া তাঁহারা উভয়ে পুষ্করের উত্তর তীরে গমন করিলেন, যেস্থানে দুর্বাসামুনি রহিয়াছেন ॥ ১১

সেস্থানে যতিগণ শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালন করিতে থাকিয়া মন্ত্রময় ব্রহ্ম (প্রণব) জপ ও তাঁহার অর্থ চিন্তা করিতে ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিয়া তাঁহাদের অর্থের (ব্রহ্মের) সাক্ষাৎকারের জন্য যত্নপরায়ণ ছিলেন ॥ ১২

নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ কৌপীনাচ্ছাদনব্রতাঃ
তমাত্মানং জগদ্‌যোনিং বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরং বিভুম্ ॥ ১৩
ব্রহ্মরূপং শুভং শান্তমক্ষরং সর্ব্বতোমুখম্ ।
বেদান্তমূর্ত্তিমব্যক্তমনন্তং শাশ্বতং শিবম্ ॥ ১৪
নিত্যযুক্তং বিরূপাক্ষং ভূতাধারমনাময়ম্ ।
ধ্যায়ন্তঃ সর্ব্বদা দেবং মনসা সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১৫
দুর্ব্বাসসা সদোপাস্তং বেদান্তৈকরসং গুরুম্ ।
তর্কনিশ্চিততত্ত্বার্থা জ্ঞাননির্ম্মলচেতসঃ ॥ ১৬
হংসাঃ পরমহংসাশ্চ শিষ্যা দুর্ব্বাসসঃ প্রভো ।
গত্বা তত্র মহাত্মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা তূর্দ্ধ্বরেতসম্ ॥ ১৭
দুর্ব্বাসসং মহাবুদ্ধিং বিচিন্বানং পরং পদম্ ।
ক্রুদ্ধো যদি স দুর্ব্বাসা দগ্ধুং লোকানিমান্ ক্ষমঃ ॥ ১৮
দেবা অপি চ যং দ্রষ্টুং ক্রুদ্ধং বৈ ন ক্ষমাঃ সদা ।
রোষমূর্ত্তিঃ সদা যস্তু রুদ্রাত্মা বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ১৯

ইহারা মমতা ও অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা কৌপীন ও আচ্ছাদন (চাদর) বস্ত্র ধারণ করিতেন। যিনি সকলের আত্মা, জগতের উৎপত্তির কারণ, সর্ব্বব্যাপী, সম্পূর্ণ বিশ্বের (চতুর্দশ ভুবনের) নিয়ন্তা, বিভু, ব্রহ্মস্বরূপ, শুভ, শান্ত, অক্ষর (অবিনাশী), সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট, বেদান্তস্বরূপ, অব্যক্ত, অনন্ত, সনাতন, কল্যাণময়, নিত্যযুক্ত, বিরূপাক্ষ (রুদ্রস্বরূপ), সমস্ত ভূতগণের আধার, অনাময়, সর্ব্বতোমুখ (সর্ব্বপ্রধান), দুর্ব্বাসার দ্বারা সদা উপাসনীয়, বেদান্তৈকরস এবং গুরুস্বরূপ, সেই পরমাত্মদেবকে এই যতিগণ নিজ মনের দ্বারা সর্বদাই চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ১৩-১৫½

প্রভাবশালী জনমেজয়। সেই হংস ও পরমহংস নামক সন্ন্যাসিগণ মুনিবর দুর্বাসার শিষ্য ছিলেন। ইহারা তর্কযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা পরমার্থের নিশ্চয় করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানের আলোকে ইহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৬½

সেই দুই মহাত্মা নরপতি হংস ও ভিন্তক সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী), পরমবুদ্ধিমান্ ও পরম পদের অনুসন্ধানে তৎপর দুর্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ১৭½

এই দুর্বাসা মুনি যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে এই সম্পূর্ণ লোকসকলকে তিনি দগ্ধ করিতে পারেন। ক্রুদ্ধাবস্থায় দেবগণও তাঁহাকে কখনও দর্শন করিবার সাহস করিতে পারেন না। ইনি সদা সাক্ষাৎ রোষমূর্ত্তি ছিলেন। ইঁহাকে বিশ্বরূপধারী রুদ্রাত্মা বলা হইয়া থাকে ॥ ১৮-১৯

রক্তকৌপীনবসনো হংসঃ পরম এব চ।
দৃষ্ট্বৈনঞ্চ তয়োরেবং বুদ্ধিরাসীন্মহামতে ॥ ২০
কো নামাসৌ মহাভূতঃ কাষায়ী বর্ণবিত্তমঃ।
কস্যায়মাশ্রমো নাম বিহায় চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২১
গৃহস্থ এব ধর্ম্মাত্মা গৃহস্থো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
গৃহস্থো ধর্ম্মরূপস্তু গৃহস্থো বর্ণ এব চ ॥ ২২
গৃহস্থশ্চ সদা মাতা প্রাণিনাং জীবনং সদা।
তং বিনাস্যেন রূপেণ বর্ত্ততে যোঽতিমূর্খবৎ ॥ ২৩
উন্মত্তোঽয়ং বিরূপোঽয়মথবা মূর্খ এব চ
ধ্যায়ন্নিব সদা চায়মাস্তে বঞ্চয়িতাপি বা ॥ ২৪
কিমেতে প্রাকৃতজ্ঞানা ধ্যায়ন্ত ইতি কিঞ্চন
বয়মেতান্ ত্বরারোহানাশ্রমান্তরকল্পকান্ ॥ ২৫
স্থাপয়িষ্যামহে সর্ব্বান্ মন্দবুদ্ধীনিমান্ গৃহে।
বলাদেব দ্বিজানেতান্মূঢ়বিজ্ঞানতৎপরান্ ॥ ২৬
অসদ্গ্রাহগৃহীতাংশ্চ বালিশান্ দুর্ম্মতীনিমান্।
এষাং শাস্তা চ কো মূঢ়ো ন বিপ্রো বয়মত্র হ ॥ ২৭
ধর্ম্ম্যে বর্ত্মনি সংস্থাপ্য পুনরাস্যাব নির্ভৃতৌ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ বীরৌ বিপ্রেণ সহিতৌ নৃপ ॥ ২৮
জনার্দ্দনেন রাজানৌ মোহাদ্ভাগ্যক্ষয়াদ্নৃপ।
সমীপং তস্য রাজেন্দ্র যতেঃ সংযতচেতসঃ ॥ ২৯
গত্বা চ প্রোচতুরুভৌ দুর্ব্বাসসমতীন্দ্রিয়ম্।
যতীংশ্চ নিয়তান্ ক্রুদ্ধৌ রাজানৌ রাজসত্তম ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

ইনি গেরুয়াবর্ণের কৌপীন বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং পরমহংসস্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। মহামতে! ইঁহাকে দর্শন করিয়া সেই দুই নরপতি হংস ও ডিম্ভকের মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল ॥ ২০

ইনি কোন্ মহাভূত? যিনি কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন বর্ণবিভাগবিদ্ বিদ্বান্‌গণের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে (কারণ, ইঁহার মধ্যে কোন বর্ণেরই চিহ্ন নাই,) এবং গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ইনি যে আশ্রমে রহিয়াছেন, সেই আশ্রমের নামই বা কি? ২১

গৃহস্থই ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই ধর্ম্মস্বরূপ এবং গৃহস্থই বর্ণময় অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যময় ॥ ২২

গৃহস্থ সদা সকল প্রাণিগণকে মাতার ন্যায় পালনকারী এবং সর্ব্বদা তাহাদের জীবন রক্ষাকারী। সেই গৃহস্থ আশ্রমকে ত্যাগ করিয়া যে অন্যরূপে ব্যবহার করে, সে অত্যন্ত মূর্খেরই সমান ॥ ২৩

ইনি উন্মত্ত (পাগল), বিচিত্ররূপধারী অথবা মূর্খই। ইনি যেন কোনও কিছু ধ্যান করিতে করিতে বসিয়া আছেন; কিন্তু ইঁহাকে এক বঞ্চক (প্রতারক) বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২৪

প্রাকৃত সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট এই মনুষ্যগণ যেন কোনও কিছু ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু ইঁহাদের পক্ষে উন্নতির পথে আরোহণ করা সর্ব্বথা কঠিনই হইবে। ইঁহারা অন্য কোনও আশ্রমের পরিকল্পনা করিতেছেন। আমরা এই সমস্ত মন্দমতি ও মূঢ় জ্ঞাননিষ্ঠ দ্বিজগণকে বলপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে স্থাপিত করিব ॥ ২৫-২৬

কারণ, এই মূর্খগণ দুরাগ্রহে গৃহীত ও ইঁহাদের বুদ্ধি অতিশয় দুর্ভাগিনী হইয়াছে। ইঁহাদের সকলকে উপদেশদানকারী এই কোন্ মূর্খ বসিয়া রহিয়াছে! এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়। আমরা যখন এস্থানে আসিয়াছি, তখন ইঁহাদের গুরুকেই ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিয়া তারপর সন্তুষ্টচিত্তে এস্থান হইতে গমন করিব ॥ ২৭½

নৃপ জনমেজয়! এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ জনার্দনের সহিত সেই দুই বীর রাজা হংস এবং ডিম্ভক মোহবশতঃ অথবা ভাগ্যক্ষয়বশতঃ সেই সংযতচিত্ত যতির নিকটে গমন করিলেন। রাজেন্দ্র! রাজশ্রেষ্ঠ! সেস্থানে গমন করত ক্রুদ্ধ সেই দুই রাজা ইন্দ্রিয়াতীত দুর্ব্বাসা ও নিয়ম-পরায়ণ যতিগণকে বলিলেন ॥ ২৮-৩০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে হংস এবং ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হংস-ডিম্ভকাভ্যাং সন্ন্যাসিনাং নিন্দা, জনার্দনেন সন্ন্যাসাশ্রমস্য প্রশংসা চ

হংস-ডিম্ভকাবূচতুঃ।

জ্ঞানলেশাদ্ বিহীনাত্মন্ কিং তে ব্যবসিতং দ্বিজ।
কস্চায়মাশ্রমো বিপ্র ভবতা যঃ সমাশ্রিতঃ ॥১
গৃহমেধং পরিত্যজ্য কিং ত্বয়া সাধিতং পদম্।
দম্ভ এব ভবান্ ব্যক্তং শঙ্কে নান্যত্র কারণম্ ॥ ২
লোকাংশ্চেমান্ সদা মূঢ় নাশয়িষ্যসি নির্ঘৃণঃ
এতান্ সর্ব্বান্ বিনেতাসি নরকে পাতয়িষ্যসি ॥ ৩
স্বয়ং নষ্টঃ পরান্ মূর্খ নাশয়িষ্যসি যত্নতঃ
অহো শাস্তা কথং নাস্তি তব মন্দমতের্দ্বিজ ॥ ৪
সর্ব্বথা ত্বদ্বিনেতা চ পাপো নান্যত্র সংশয়ঃ।
তস্মাদ্ মমাশ্রমং বিপ্র গৃহী ভব যতাত্মবান্ ॥ ৫
পঞ্চযজ্ঞান্ সদা বিপ্র কুরু যত্নপরো ভব।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[হংস ও ডিম্ভক কর্তৃক সন্ন্যাসিগণের নিন্দা এবং জনার্দন কর্তৃক সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশংসা।]

হংস ও ডিম্ভক বলিলেন,—দ্বিজ! তুমি ইহা কি নিশ্চয় করিয়াছ? তোমার অন্তঃকরণ ত' লেশমাত্র জ্ঞান হইতেও শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। বিপ্র! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছ, ইহা কোন্ আশ্রম? ১

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তুমি কোন্ অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধলাভ করিয়াছ? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি স্পষ্টই মূর্ত্তিমান্ দম্ভ; ইহা ব্যতীত এই ত্যাগের অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ২

মূঢ়! তুমি এই সব লোকসকলকে নাশ করাইবে এবং ইহাতেই সুখ বলিয়া মনে করিবে। তুমি ইহাদের সকলের শিক্ষক হইয়াছ, অতএব নিজের সহিত ইহাদিগকেও নরকে পাতিত করিবে ॥ ৩

মূর্খ ব্রাহ্মণ! তুমি ত' স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ এবং অন্য ব্যক্তিদিগকেও যত্নপূর্ব্বক নাশ করাইবে। অহো! মন্দবুদ্ধি তোমার ন্যায় দ্বিজকে কেহ শাসন করে নাই কেন? যে তোমাকে এই শিক্ষা দিয়াছে, সে-ও সর্ব্বথা পাপী; ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪-৫

বিপ্র! এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহী হও এবং মনকে সংযত রাখ। ব্রাহ্মণ! পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর এবং সেইজন্যই

ততঃ স্বর্গং পরং গত্বা স্বর্গে হি সুমহৎ সুখম্ ॥ ৬
এষ শ্রেয়ঃপথো বিপ্র জীবিতে চেৎ স্পৃহা তব।
ইত্যুক্তবন্তৌ ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা বিপ্রো জনার্দ্দনঃ ॥ ৭
উবাচ চ যতিং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাসৌ সুনীতবৎ।
মা ব্রূতামীদৃশং বাক্যং রাজানৌ মন্দতেজসৌ ॥ ৮
অশ্রাব্যমীদৃশং ঘোরং লোকয়োরুভয়োরপি।
কো বক্তুমীশো মন্দাত্মা যদি জীবেৎ সবান্ধবঃ ॥ ৯
সর্ব্বথা কাল এবায়ং যুবয়োর্মন্দচেতসোঃ।
সমাপ্ত আয়ুষঃ শেষো ব্রহ্মদণ্ডহতো যুবাম্ ॥ ১০
এতে হি যতয়ঃ শুদ্ধা জ্ঞানদীপিতচেতসঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ১১

নিরন্তর বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাও। তদনন্তর উত্তম স্বর্গলোকে যাইয়া সুখী হও; কারণ, স্বর্গলোকে মহাসুখ ভোগ হয়। বিপ্র! ইহাই কল্যাণের পথ; যদি তোমার যাইবার ইচ্ছা হয়, তবে উহাই কর ॥ ৩-৬

ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ জনার্দন এই দুই জনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যতি দুর্ব্বাসার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীতের ন্যায় তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজের মিত্রদ্বয়কে বলিলেন ॥ ৭

রাজদ্বয়! তোমাদের উভয়েরই বুদ্ধি ও তেজ মন্দ হইয়া গিয়াছে; এরূপ কথা বলিও না। এরূপ ঘোর অমঙ্গলকারী বাক্য ইহলোক ও পরলোকেও শুনিবার যোগ্য নহে; কারণ, কোনও মন্দবুদ্ধি মানব যদি সে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে এরূপ কথা বলিতে পারে? ৮-৯

এই মহাত্মা মন্দমতি দুই রাজা তোমাদের পক্ষে সর্ব্বথা কালরূপী। মনে হইতেছে তোমাদের শেষ আয়ুও আজ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তোমরা দুইজনে ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়াছ ॥ ১০

এই ইঁহারা সকলে শুদ্ধ হৃদয়বিশিষ্ট যতি (সন্ন্যাসী)। ইহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানে তেজে প্রকাশিত। ইঁহারা জ্ঞানরূপী অগ্নির দ্বারা নিজেদের সঞ্চিত সম্পূর্ণ কর্ম্মরাশিকে দগ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ইঁহারা এখন নিজেদের প্রাণকে প্রাণরূপী অগ্নিতেই হোম করিতেছেন ॥ ১১

ঋতে বামীদৃশং বাক্যং কঃ সমর্থো হ্যুদুক্তবন্ ।
সর্ব্বথা জ্ঞাতমস্মাভিঃ সমাপ্তমিহ জীবিতম্ ॥ ১২
চত্বার আশ্রমাঃ পূর্ব্বমৃষিভির্বিহিতা নৃপৌ ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ ॥ ১৩
তেষামগ্রশ্চতুর্থোঽয়মাশ্রমো ভিক্ষুকঃ স্মৃতঃ ।
আস্তে তস্মিন্ মহাবুদ্ধিঃ স হি পুণ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
নোপাসিতা ভবদ্ভ্যাঞ্চ বৃদ্ধাঃ সম্যগ্ বিনীতবৎ
জ্ঞানং নাপ্তং তপস্বিভ্যস্তথা চৈবং বদেত কঃ ॥ ১৫
অশ্রাব্যমীদৃশং ঘোরং ময়া প্রাণভৃতা নৃপ
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মন্ মিত্রদ্রান্তবতো নৃপ ॥ ১৬

জ্ঞানং যদাপ্তং ভবতা গুরুভ্য-
স্তদত্র দুঃখায় হি কেবলং নৃপ ।
জ্ঞানং হি ধর্ম্মপ্রভবং যথেষ্ট-
বলাদ্ধি পাপস্য বিধাতৃরূপম্ ॥ ১৭
যুবাং বিহায় যাস্যে বা পতেয়ং বা শিলাতলম্ ।
পিবেয়ং বা বিষং ঘোরং পতেয়ং বা মহোর্ম্মিষু ॥ ১৮
আত্মানং বাত্র সন্ত্যক্ষ্যে পশ্যতাং শৃণ্বতাং পুনঃ ।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপৈবং মা ব্রূতমিতি তৌ বদন্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

এরূপ মহাত্মগণের প্রতি তোমরা দুইজন ব্যতীত অন্য কোন্ মানুষ বারংবার এরূপ অনুচিত কথা বলিতে সমর্থ হইবে ? আমরা এখন সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের দুই জনের জীবন এস্থানেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ১২

নৃপদ্বয় ! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ পুরাকালেই চার আশ্রমের বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের নাম হইল,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ভিক্ষুক (সন্ন্যাসী) ॥ ১৩

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই চতুর্থ আশ্রম, যাহার নাম ভিক্ষুক বা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত আছে। এই আশ্রমে যাহার মহত্ত্বপূর্ণ বুদ্ধি আছে, তাঁহাকেই অধিক পুণ্যাত্মা বলা হইয়াছে ॥ ১৪

তোমরা দুইজনে বিনীত পুরুষের ন্যায় ভালভাবে কোনও বৃদ্ধ পুরুষের উপাসনা বা সেবা কর নাই এবং তপস্বী মুনিগণ হইতে জ্ঞানলাভ কর নাই, এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে ; অন্যথা সেইরূপ সৎসঙ্গ ও জ্ঞানপ্রাপ্ত কোন্ পুরুষ এরূপ কথা বলিতে পারে ? ১৫

নৃপ হংস ! আমি প্রাণ থাকিতে এরূপ ঘোর অনুচিত শব্দ শ্রবণ করিতে পারি না ; কিন্তু কি করি ? মহাত্মন্ ! তুমি আমার মিত্র, সেইজন্য কিছু করিতে ইচ্ছা হইতেছে না ॥ ১৬

নৃপ ! তুমি যে গুরুজনগণের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তাহা ত' কেবল এসংসারে দুঃখেরই জনক হইয়াছে। যে জ্ঞান ধর্ম্মাচরণ হইতে লাভ হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট ফলদান করে। বল অথবা হঠের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান ত' পাপেরই বিধায়ক হয় ॥ ১৭

আমি তোমাদের দুইজনকে ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যাইব, কিংবা উচ্চভূমি হইতে শিলাতলে পতিত হইব বা ঘোর বিষপান করিব অথবা মহাসাগরের তরঙ্গে লাফাইয়া পড়িব ॥১৮

অথবা তোমাদের সকলের দেখিতে শুনিতেই আত্মহত্যা করিব। এই কথা বলিয়া জনার্দন সেই দুই রাজাকে 'এরূপ কথা বলিও না, বলিও না' এই কথা বলিতে বলিতে এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস এবং ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[দুর্ব্বাসসো রোষঃ, হংসেন তস্য তিরস্কারঃ, দুর্ব্বাসসা ভ্রাতৃভ্যাং শাপদানম্, জনার্দনায় বরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ ক্রুদ্ধোঽথ দুর্ব্বাসা দহন্নিব তয়োরসূন্
একেনাক্ষ্ণাথ দুর্ব্বাসা রৌদ্রেণাগ্নিযুজা সদা ॥ ১
পশ্যংস্তৌ চ দুরাত্মানৌ রোষব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্নিব তদা লোকান্ ভস্মভূতানিমান্ নৃপ ॥ ২
ব্রাহ্মণং চক্ষুষা পশ্যন্ সৌম্যেনান্যেন কেবলম্।
উবাচ বচনং রাজন্ ধ্বংসত ধ্বংসতেতি চ ॥ ৩
ইতো গচ্ছত রাজানৌ কিং বিলম্বত মা চিরম্।
ন বাং বচনসম্ভূতং রোষং ধারয়িতুং ক্ষমে ॥ ৪
অন্যথা বো মহীপালান্ সর্ব্বান্ দগ্ধুমহং ক্ষমঃ।
কিমতঃ সাহসং বক্তুং কশ্চ শক্নোতি মৎপুরঃ ॥ ৫
দর্পং বাং লোকবিখ্যাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
ব্যপনেষ্যতি মন্দাত্মৌ কিং বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৬
ততঃ উত্থায় ধর্ম্মাত্মা গন্তুমৈচ্ছদ্ যতীশ্বরঃ।
ততো নিষেদ্ধুং হংসস্তং যততে স্ম যতীশ্বরম্ ॥ ৭
তস্য বাহুং সমাদায় হংসো নৃপবরোত্তম।
কৌপীনং চিচ্ছিদে ক্রূরঃ কৃতান্ত ইব সত্তম ॥ ৮
যতয়োঽন্যে পলায়ন্তি দিশো দশ বিচেতসঃ।
কষ্টং হেতি বদন্ বিপ্রো মিত্রভাবাজ্জনার্দ্দনঃ ॥ ৯
ন্যবারয়দ্ যথাশক্তি কিমিদং সাহসং ইতি।
দুর্ব্বাসাঃ সত্যধর্ম্মস্থ হন্তুমীশোঽপি তং ততঃ ॥ ১০
মন্দং মন্দমুবাচেদং হংসং ডিম্ভকমেব চ।
শাপেনাহং সমর্থোঽপি হন্তুং রাজকুলাধমৌ ॥ ১১
তথাপি ন করোম্যন্তং যতয়ো হ্যত্র তে বয়ম্।
যো হি দেবো জগন্নাথঃ কেশবো যাদবেশ্বরঃ ॥ ১২

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্ব্বাসার রোষ, হংস কর্ত্তৃক তাঁহাকে তিরস্কার, দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক দুই ভ্রাতাকে শাপদান এবং জনার্দনকে বরদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা সদা রৌদ্র অগ্নিযুক্ত এক নয়নের দ্বারা সেইভাবে দুই রাজকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন সেই দুইজনের প্রাণ দগ্ধ করিবেন। ১

নৃপ! ইঁহার ইন্দ্রিয়গণ তখন রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সেই সময় সেই দুই দুরাত্মা রাজকুমারের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন সম্পূর্ণ লোকসকলকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিবেন। ২

কিন্তু এই সঙ্গে তিনি সেই ব্রাহ্মণ জনার্দনের দিকে সৌম্যভাবযুক্ত দ্বিতীয় নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। রাজন্! এইরূপে দেখিতে দেখিতে তিনি সেই দুই রাজাকে বলিলেন,—অরে! নিজের স্বজনগণের নিকট পলাইয়া যাও। পলাইয়া যাও ॥ ৩

এস্থান হইতে যাও। কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র যাও। রাজন্বয়! তোমাদের দুইজনের কথায় যে রোষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে আমি নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। ৪

চলিয়া যাও, অন্যথা আমি তোমাদের ন্যায় সমস্ত ভূপালগণকে দগ্ধ করিতে সমর্থ। ইহা হইতে অধিক দুঃসাহসের কথা আর কি হইতে পারে? কোন্ ব্যক্তি আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিতে পারে? ৫

মন্দমতি রাজকুমারদ্বয়! এই সময় তোমাদের দুইজনকে কি বলিব? তোমাদের উভয়ের দর্পকে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী লোকবিখ্যাত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চূর্ণ করিয়া দিবেন ॥ ৬

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যতীশ্বর দুর্ব্বাসা সেস্থান হইতে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন হংস সেই যতিরাজকে নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। ৭

রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনমেজয় সজ্জনপ্রবর! কৃতান্তসদৃশ ক্রূর হংস দুর্ব্বাসার বাহু ধরিয়া তাহার কৌপীন ছিঁড়িয়া দিলেন ॥ ৮

ইহা দেখিয়া অন্য যতিগণ হতবুদ্ধি হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ জনার্দন মিত্রতাবশতঃ 'হায়! কষ্টের কথা' এরূপ বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি যথাশক্তি নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন এ কি দুঃসাহস করিতেছ? ৯

সত্যধর্ম্মপরায়ণ দুর্ব্বাসা তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেও সেই সময় তিনি ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

রাজবংশের অধম পুরুষদ্বয়! যদিও আমি শাপের দ্বারা তোমাদের দুইজনকে বিনাশ করিতে সমর্থ, তথাপি তোমাদিগকে বিনাশ করিব না; কারণ, আমরা এখন যতিধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছি ॥ ১১

যিনি সম্পূর্ণ জগতের স্বামী, যদুবংশের নায়ক ও হস্তে শঙ্খ,

শঙ্খচক্রগদাপাণির্গর্ব্বং বাং ব্যপনেষ্যতি
লোকে তস্মিন্ যদুশ্রেষ্ঠে রক্ষত্যেবং জগৎপতৌ ॥ ১৩
যুবয়োঃ সর্ব্বথা জীবঃ সজ্জীব ইতি মে মতিঃ।
জরাসন্ধোঽপি বাং বন্ধুঃ স চ বক্তুং ন চেচ্ছতি ॥ ১৪
ঈদৃশং লোকবিদ্বিষ্টং স হি ধর্ম্মপথে সদা
এতাবতা স বাং বন্ধুর্ন হি ভূয়ো ভবিষ্যতি ॥১৫
বিদ্বেষো হ্যস্তু বাং তস্য মাগধস্য মহীপতেঃ
শ্রুত্বেদং ঘোররূপং তু স হি বন্ধুঃ সহেত চেৎ ॥ ১৬
ধর্ম্মনাশো ভবেত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা
ইত্যুক্ত্বা গচ্ছ গচ্ছেতি হংসং প্রাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭

জনার্দ্দনমুবাচেদং দুর্ব্বাসা যতিসত্তমঃ।
স্বস্ত্যস্তু তব বিপেন্দ্র ভক্তিরস্তু জনার্দ্দনে ॥ ১৮
সংসৃজন্তিস্তব তস্যাস্তু শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ।
অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা সাধুরেব সদা ভবান্ ॥ ১৯
ন হি সাধোর্বিনাশোঽস্তি লোকয়োরুভয়োরপি।
গচ্ছ সর্ব্বং পিতুর্ব্রূহি জ্ঞাত্বা বৃত্তং যথাখিলম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে দুর্ব্বাসোভাষণে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

চক্র এবং গদা ধারণ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তোমাদের দুই জনের দর্প চূর্ণ করিবেন ॥ ১২॥

এই যদুশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন জগতে এইরূপ সংরক্ষণ কার্য্য করিতেছেন, তখন তোমাদের উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জীব সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ জীব, এইরূপই আমার অভিমত ; কারণ, (তাঁহার হস্তে নিহত হইলে পর তোমাদের উভয়ের সদ্গতি লাভ হইবে।) ॥ ১৩॥

তোমাদের দুইজনের সহায়ক বন্ধু জরাসন্ধও কখনও এরূপ বাক্য বলিতে ইচ্ছা করে না। সে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৪॥

তোমাদের এই অপরাধের জন্য জরাসন্ধ তখন পুনরায় তোমাদের বন্ধু থাকিবে না। সেই মগধদেশের ভূপতির সহিত তোমাদের বিদ্বেষ আরম্ভ হইবে ॥ ১৫॥

যদি তোমাদের এই ভয়ঙ্কর অপরাধের কথা শুনিয়াও সে বন্ধুভাবে ইহা নীরবে সহ্য করে, তবে তাহারও ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে অন্য কিছু বিচারের আবশ্যকতা নাই ॥ ১৬॥

এই কথা বলিয়া দুর্ব্বাসা পুনরায় হংসকে বারংবার বলিলেন —চলিয়া যাও, চলিয়া যাও। তদনন্তর যতিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা জনার্দনকে এই কথা বলিলেন—বিপ্রবর! তোমার কল্যাণ হউক। ভগবান্ জনার্দনে তোমার ভক্তি হউক। শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী সেই ভগবানের সহিত তোমার আজ, আগামী কাল অথবা পরশ্ব দিবসে সাক্ষাৎকার হইবে। তুমি সদা সাধুস্বভাব হইয়াই থাকিবে ॥ ১৭-১৯

সাধু পুরুষের উভয় লোকে কখনও বিনাশ হয় না। যাও, সমস্ত ঘটনা জানিয়া নিজের পিতাকে সব বল ॥ ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে দুর্বাসার ভাষণবিষয়ক নবাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীনাং মুনীনাং দ্বারকাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তৌ হংস-ডিম্ভকৌ ক্রুদ্ধৌ কালেন চোদিতৌ।
শিক্যং কমণ্ডলুং চৈব দ্বিদলং দারুমেব চ ॥ ১
দণ্ডান্ পাত্রবিশেষাংশ্চ ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ সর্ব্বশঃ।
তস্মিন্ দেশে মহারাজ ব্যাধৈর্মাংসান্যদীদহন্ ॥ ২
ভক্ষয়িত্বা ততো দেশাৎ স্বপুরীং তৌ প্রজগ্মতুঃ।
জনার্দ্দনশ্চ ধর্ম্মাত্মা স্নেহাদনুযযৌ তয়োঃ ॥ ৩
নষ্টাবিমাবিতি তদা স মেনে দুঃখিতঃ পরম্।
গতেষু তেষু সর্ব্বেষু দুর্ব্বাসা যতিসত্তমঃ ॥ ৪
পলায়নপরান্ সর্ব্বানিদং প্রাহ যতীশ্বরান্।
ইতো দেশাদ্ বিনির্গত্য পুষ্করাৎ পুণ্যসংযুতাৎ ॥৫
মন্দং মন্দং সমাশ্বস্য বিশ্রম্য চ ততস্ততঃ।
প্রবিশ্য দ্বারকাং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা চ তস্মৈ প্রভবে বক্ষ্যামো যতিসত্তমাঃ।
স হি রক্ষন্ জগদিদং ধর্ম্মবর্ত্মনি সংস্থিতঃ ॥ ৭
আদ্যো লোকগুরুর্বিষ্ণুর্যতাত্মা তত্ত্ববিৎপ্রিয়ঃ।
উদ্ধৃত্য কণ্টকান্ সর্ব্বাঞ্ছাস পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৮
স চ পাপাত্মহাঘোরান্ সর্ব্বান্ পাপকৃতান্ প্রভুঃ।
রক্ষেন্নঃ সকলান্ সর্ব্বান্ জ্ঞানেষু নিয়তাত্মনঃ ॥ ৯
ইদমদ্য ক্ষমং বিপ্রা যানমস্তু বিধীয়তাম্।
সাহসং যৎ কৃতং তাভ্যাং পাত্রভেদাদি সত্তমাঃ ॥ ১০
এতৎ সর্ব্বমশেষেণ দর্শয়াম জনার্দ্দনম্।
তথেতি তে প্রতিজ্ঞায় যতয়ো জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১১
ছিন্নং তাভ্যাং সমাদায় শিক্যং দারুময়ং তথা
দ্বিদলং কর্পটং চৈব কৌপীনমথ বল্কলম্ ॥ ১২
কমণ্ডলুং তথা রাজন্নর্দ্ধপ্রোতকপালকম্।
এতান্যন্যান্ সমাদায় দ্রষ্টুং কেশবমাযযুঃ ॥ ১৩

দশাধিক শততম অধ্যায়।

[দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারকাগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! তদনন্তর কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হংস ও ডিম্ভক সেই যতিগণের শিকা, কমণ্ডলু, দুইদলে যুক্ত কাষ্ঠময় ভোজনপাত্র, দণ্ড ও অন্যান্য নানাবিধ পাত্রসকলকে সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া সেই স্থানে ব্যাধগণের মাংসসমূহ পাক করাইলেন ॥ ১-২

সেই সব মাংস ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে সেই স্থানে নিজ নগরে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা জনার্দনও স্নেহবশতঃ ইঁহাদের উভয়ের অনুসরণ করিয়া চলিলেন ॥ ৩

তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইহাই মনে করিতে লাগিলেন, যে, ইহারা বিনষ্ট হইবে। তাঁহারা সকলে চলিয়া যাইলে পর যতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা সেস্থান হইতে পলায়নকারী সমস্ত যতিব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪½

যতিবরগণ! এই পুণ্যযুক্ত দেশ পুষ্কর হইতে নির্গত হইয়া ধীরে ধীরে আশ্বাস লাভ করত এবং স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করত আমরা শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব এবং সেই প্রভুকে নিজেদের সমস্ত কষ্টের কথা বলিব ॥ ৫-৬½

তিনি এই সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতে করিতে ধর্মপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই আদিপুরুষ, লোকগুরু, সর্ব্বব্যাপী, সংযতচিত্ত এবং তত্ত্বজ্ঞগণের প্রিয়। তিনি সমস্ত কণ্টকসমূহকে নির্মূল করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন করিতেছেন ॥ ৭-৮

সেই প্রভুই সমস্ত মহাভয়ঙ্কর, পাপ কর্ম্মকারী পাপীদিগকে উচ্ছেদ করিয়া আমাদিগ অদম্ভিত্বাদি জ্ঞানসাধনে নিয়তরূপে মনোনিবেশকারী আমাদের সকলকে রক্ষা করিবেন ॥ ৯

ব্রাহ্মণগণ! এই সময় ইহাই আমাদের যোগ্য কর্ম, অতএব এখন দ্বারকাপুরী যাত্রা কর। সাধুশ্রেষ্ঠগণ। হংস ও ডিম্ভক যে আমাদের পাত্র ভগ্ন করা প্রভৃতি দুঃসাহস করিয়াছে, এসমস্তই আমরা সেই ভগবান্ জনার্দনকে দেখাইব ॥ ১০½

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই সব জ্ঞানদর্শী সন্ন্যাসিগণ হংস ও ডিম্ভক কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন শিকা, কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিদল (দুই দলে যুক্ত ভোজন-পাত্র যাহা গোরুর কর্ণের আকৃতির ন্যায় নির্ম্মিত।) গেরুয়া বস্ত্র, কৌপীন, কম্বল এবং কমণ্ডলুর অর্দ্ধভাগ এই সব বস্তু এবং অন্যান্য খণ্ড বিখণ্ড বস্তু-সমূহ সঙ্গে লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিলেন ॥ ১১-১৩

পঞ্চ চৈব সহস্রাণি পুরস্কৃত্য মহামুনিম্
দুর্বাসসং তপোযোনিমীশ্বরস্যাত্মসম্ভবম্ ॥ ১৪
অহোরাত্রেণ তে সর্বে দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্।
যযুর্দান্তা মহাত্মানো লোমশাঃ কেশবর্জিতাঃ ১৫
প্রাতঃ প্রবিশ্য রাজেন্দ্র বাপিকায়াং যতীশ্বরাঃ
স্নাত্বোপস্পৃশ্য তে সর্বে যত্নেন মহতা তদা ॥ ১৬

ইঁহাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছিল। এই সব জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাগণ মস্তকের কেশসমূহকে মুণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট শরীরের রোমাবলির দ্বারা ইঁহারা সংযুক্ত ছিলেন। এই যতিগণ ভগবান্ শঙ্করের অংশ হইতে উৎপন্ন তপোযোনি মহামুনি দুর্বাসাকে অগ্রে করিয়া দিবারাত্র চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণপালিত দ্বারকাপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪-১৫

দৃষ্টমভ্যুদ্যতা বিষ্ণুং কণ্টকোদ্ধরণোৎপরম্।
একরূপং সমাস্থায় সুধর্ম্মায়ামবস্থিতম্ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে যতীনাং দ্বারকাগমনে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০

প্রাতঃকালে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করত এই যতিরাজগণ সেখানের এক পুষ্করিণীতে স্নান ও আচমন করিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন, যিনি একরূপ ধারণ করিয়া সুধর্ম্মাসভায় বিরাজমান থাকিয়া জগতের কণ্টকসকলকে নির্মূল করিবার জন্য তৎপর ছিলেন ॥ ১৬-১৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যতিগণের দ্বারকাগমনবিষয়ক দশধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য গোলক্রীড়া, সুধর্ম্মা-সভায়াং দুর্বাসআদীনাং মুনীনামাগমনম্, যাদবৈঃ শ্রীকৃষ্ণেন চ তেষাং সৎকারঃ শ্রীকৃষ্ণেন তেষামাগমনস্য কারণ জিজ্ঞাসা, দুর্বাসসা শ্রীভগবতঃ স্তুতিঃ, তস্য জিজ্ঞাসায়াঃ প্রতিবাদং কৃত্বা তস্য সমীপে স্বেষাং দুর্দশায়া বৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ পদ্মকিঞ্জল্কলোচনঃ।
শ্যামঃ পীতাম্বরঃ শ্রীমান্ প্রলম্বাম্বরভূষণঃ ॥ ১
কিরীটী শ্রীপতিঃ কৃষ্ণো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ
অব্যক্তঃ শাশ্বতো দেবঃ সকলো নিষ্কলঃ শিবঃ ॥ ২
ক্রীড়াবিহারোপগতঃ কদাচিদভবদ্ধরিঃ
কুমারৈরপরৈঃ সার্দ্ধং সাত্যকিপ্রমুখৈর্নৃপ ॥ ৩
গোলক্রীড়াং সুধর্ম্মায়া মধ্যে যাদবসত্তমঃ।
চকার প্রিয়কৃৎ কৃষ্ণো যুযুধানেন কেশবঃ ॥ ৪
মমায়ং প্রণমো গোলস্তব পশ্চাদ্ভবিষ্যতি।
ইতি ব্রুবংস্তদা বিষ্ণুঃ সাত্যকিং কমলেক্ষণঃ ॥ ৫
পার্শ্বস্থা যাদবাস্তস্য বসুদেবপুরোগমাঃ।
উদ্ধবপ্রমুখা রাজন্নাসেতুঃ ক্বচিদত্র বৈ ॥ ৬
অন্যব্যাপাররহিতো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
বিজহার যথা রামঃ সুগ্রীবেণ পুরা নৃপ ॥ ৭

একাদশাধিক শততম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের গোলক্রীড়া, সুধর্ম্মা সভায় দুর্বাসাদি মুনিগণের আগমন, যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাদের সৎকার, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা, দুর্বাসা কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি এবং তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের দুর্দশার বৃত্তান্তকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপ জনমেজয়! যিনি সকলের ঈশ্বর ও সর্বব্যাপী, যাঁহার নয়ন কমলদলের ন্যায় সুন্দর, যিনি শ্যামসুন্দর, পীতবস্ত্রধারী, শ্রীসম্পন্ন, লম্বমান দীর্ঘবস্ত্রে ও আভরণসমূহে বিভূষিত, কিরীটধারী ও লক্ষ্মীর অধিপতি, যাঁহার মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত কেশরাশি শোভা পাইতেছে, যিনি অব্যক্ত, সনাতনদেব, সম্পূর্ণ কলাসমূহে, কলাতীত এবং কলাময়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন এক সময়ে সাত্যকি প্রভৃতি অন্য কুমারগণের সহিত ক্রীড়াবিহারে রত ছিলেন ॥১-৩

সুধর্ম্মা সভার মধ্যভাগে বিরাজমান হইয়া সকলের প্রিয়কারী যাদবশ্রেষ্ঠ কেশব কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত গোলক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ৪

সেই সময় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন যে, এই প্রথম গোল আমার, তোমার গোল পরে হইবে ॥ ৫

তাঁহার পার্শ্বভাগে বসুদেব ও উদ্ধবাদি প্রধান প্রধান যাদবগণ যথোচিত স্থানে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৬

নৃপ জনমেজয়! যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র

মধ্যন্দিনে মহাবিষ্ণুঃ শৈনেয়েন সহাচ্যুতঃ।
বিক্রীড্য সুচিরং কৃষ্ণ উপারংসীৎ স যাদবঃ ॥ ৮
দ্বাঃস্থেন বারিতাঃ পূর্ব্বং দ্বার্য্যৈব চ সমাস্থিতাঃ।
ইদমন্তরমিত্যেব বিবিশুস্তাং সভাং নৃপ ॥ ৯
যতয়ো দীর্ঘতপসঃ পুরস্কৃত্য তপোধনম্।
দুর্ব্বাসসং সুমনসো দদৃশুর্যাদবেশ্বরম্ ॥ ১০
গোলক্রীড়াসমাসক্তং করসংস্থিতগোলকম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং বিষ্ণুং তং সাত্যকিং হরিম্ ॥ ১১
একেনাক্ষ্না হ্লাদয়ন্তং পরেণান্যেন গোলকম্
যতয়শ্চ মহারাজ প্রত্যদৃশ্যন্ত তৎপুরঃ ॥ ১২
বৃষ্ণিপঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সাত্যকির্বলভদ্রকঃ।
বসুদেবস্তথাক্রূর উগ্রসেনস্তথা নৃপ ॥ ১৩
অন্যে চ যাদবাঃ সর্ব্বে সম্ভ্রমং প্রতিপেদিরে।
ইদং কিমিদমিত্যেবং ব্যাশঙ্কমনসোঽভবন্ ॥ ১৪
পৃষ্ঠতোঽপ্যনুগচ্ছন্তি দিধক্ষন্তং জগত্রয়ম্।
অর্দ্ধকৌপীনবসনং স্মরন্তং কমপি দ্বিজম্ ॥ ১৫
অন্তস্তাপসমাবৃক্তং ছিন্নদণ্ডধরং যতিম্।
অন্তর্জ্বলন্তং রোষেণ হংসাসাদিতকল্মষম্ ॥ ১৬
নেত্রোত্থিতমহাবহ্নিং প্রেক্ষন্তং যাদবেশ্বরম্।
দুর্ব্বাসসং তে দদৃশুর্ভীতা যাদবসত্তমাঃ ॥ ১৭
কিং করিষ্যত্যসৌ ক্রুদ্ধঃ কিং বা বক্ষ্যতি নঃ প্রভুঃ।
ইতি প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে যাদবাঃ প্রতিপেদিরে ॥ ১৮
ইদমাসনমিত্যেবং কিঞ্চিদুচুশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
ততঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশঃ কিঞ্চিদুৎপ্লুত্য তৎপুরঃ ॥ ১৯
ইদমাসনমিত্যেবং স্বীয়তামিহ নির্বৃতঃ।
অহমদ্য স্থিতো বিপ্র কিঙ্করোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ২০

নিজের সখা সুগ্রীবের সহিত ক্রীড়া বিহার করিতেন, সেইরূপ যখন অন্য কোনও ব্যাপার (কার্য্য) থাকিত না, তখন ভূতাত্মা ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজের সুহৃদ্‌গণের সহিত ক্রীড়াবিহারে মনোরঞ্জন করিতেন ॥ ৭

সেই দিনে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত মহাবিষ্ণুস্বরূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া গোল ক্রীড়া করত যাদবগণের সহিত সেই ক্রীড়া হইতে বিরত হইলেন ॥ ৮

নরেন! যাঁহাদিগকে দ্বারপাল পূর্ব্বে ভিতরে আসিবার জন্য নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং দ্বারেই যাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত বসাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেই মুনিগণ 'ইহাই ভিতরে প্রবেশ করিবার উত্তম সময়' এই কথা মনে করিয়া সেই সময় তাঁহারা সভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৯

দীর্ঘকাল তপস্যাকারী সেই শুদ্ধচিত্ত যতিগণ তপোধন দুর্ব্বাসাকে অগ্রে করিয়া যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, যিনি পূর্ব্বে গোলক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন এবং সেই সময়েও যাঁহার হস্তে গোল বর্ত্তমান ছিল। এই প্রফুল্ল কমলদলতুল্য বিশালনয়ন শ্রীবিষ্ণু হরি এক নয়নে সাত্যকিকে আনন্দদান করিতেছিলেন এবং অন্য নয়নে গোলের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। মহারাজ! এই সময়ে সেই যতিগণ তাঁহার সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ১০-১২

বৃষ্ণিপালক কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, বলভদ্র, বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন ও অন্য সব যাদবেরা সেই যতিগণকে দেখিয়া সসম্ভ্রম হইয়া পড়িলেন এবং শঙ্কিতচিত্তে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—ইহা কি, ইহা কি? ১৩-১৪

সেই যাদবগণ অদ্ভুত প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন; কারণ, এই দুর্ব্বাসা তখন যেন ত্রিভুবনকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার কৌপীনের অর্দ্ধভাগ তখন অবশিষ্ট ছিল। তিনি যেন বারংবার কি স্মরণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার মনে অতিশয় সন্তাপ ছিল। তিনি ভগ্ন দণ্ড ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা হংস তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়াছেন, সেইজন্য তিনি রোষে মনে মনে জ্বলিতে ছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে মহাভয়ঙ্কর অগ্নি উত্থিত হইতেছিল। তিনি যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসী দুর্ব্বাসাকে সেই সব যাদবশ্রেষ্ঠগণ ভীতচিত্তে দর্শন করিলেন ॥ ১৫-১৭

তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—জানি না, ইনি কুপিত হইয়া কি করিবেন? আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই বা কি বলিবেন? এরূপ আলোচনা করিতে করিতে সেই সব যাদবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং কিছু মন্দ স্বরে বলিলেন—ভগবন্! আপনার জন্য এই আসন ॥ ১৮

এই সময় ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছু দ্রুত আসিয়া দুর্ব্বাসার অগ্রে আসিলেন এবং বলিলেন—বিপ্রবর! এই আসন, ইহার উপর সুখে উপবেশন করুন। আজ আমি আপনার সেবায় উপস্থিত আছি, আমি আপনার একজন কিঙ্কর ॥ ১৯-২০

ততঃ কিঞ্চিদিবাসীন আসনে যতিবিগ্রহঃ।
আসনে সংস্থিতে তস্মিন্ যতয়ো বীতমৎসরাঃ॥ ২১
আসনানি যথাযোগং ভেজিরে নির্বৃতাঃ কিল
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং চক্রে কৃষ্ণঃ কিরীটভৃৎ॥২২
আহ ভূয়ো হৃষীকেশো যতিং দুর্ব্বাসসং প্রভুম্।
কিমর্থং ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র অস্মিন্ প্রত্যাগমো হি বঃ॥২৩
দৃষ্টং বা শ্রুতং বা কিঞ্চিৎ কারণং চাস্তি বো মহৎ
সন্ন্যাসিনো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যূয়ং বিগতকল্মষাঃ॥ ২৪
নিস্পৃহাশ্চ সদা যূয়মস্মত্তো দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
প্রার্থ্যং নাম ন চৈবাস্তি স্পৃহা নৈবাস্তি বো যতঃ॥২৫
স্পৃহাপ্রেরিতকর্ম্মাণঃ ক্ষত্রিয়ান্ যান্তি সুব্রতাঃ।
নিরূপ্যমাণমস্মাভির্বিপ্র কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে॥ ২৬
ন জানে কারণং ব্রহ্মন্ যুষ্মদাগমনং প্রতি
এতাবত্তা চানুমেয়ং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি বৈ॥ ২৭
তদ্ ব্রূহি যদি বিদ্যেত বয়ং জ্ঞাস্যামহে বয়ম্।
ইত্যুক্তবতি দেবেশে চক্রপাণৌ জনার্দ্দনে॥ ২৮
তস্যাপি রাজন্ বিপ্রস্য ভূয়ঃ কোপো মহানভূৎ।
তস্মাদভ্যধিকঃ পূর্ব্বাৎ কোপঃ সঞ্জায়তে মহান্॥ ২৯
দিধক্ষন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ ভক্ষয়ন্নিব পশ্যতঃ
রোষরক্তেক্ষণঃ ক্রুদ্ধো হসন্নিব দহন্নিব॥ ৩
উবাচ বচনং বিষ্ণুং দুর্ব্বাসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ন জানে ইতি কস্মাত্ত্বং ব্রূষে নো যাদবেশ্বর॥ ৩১
জানামি ত্বাং মহাদেবং বঞ্চয়ন্নিব ভাষসে
পুরাতনাঃ বয়ং বিষ্ণো পূর্ব্ববৃত্তান্তবেদিনঃ॥ ৩২
যথাহি দেবদেবোঽসি মায়ামানুষদেহবান্
নিগূহসে প্রভুরতঃ কস্মাদ্ভো জগতীপতে॥ ৩৩

তখন সেই সন্ন্যাসরূপধারী দুর্ব্বাসা সেই আসনে কিছুক্ষণ উপবেশন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে পর মাৎসর্য্য-রহিত অন্যান্য সন্ন্যাসিগণও সন্তোষপূর্ব্বক যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন॥ ২১॥

কিরীটধারী শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্যাদি পূজার উপচারের দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার উত্তম আতিথ্য-সৎকার করিলেন। তারপর ভগবান্ হৃষীকেশ সেই প্রভাবশালী যতি দুর্ব্বাসাকে এই কথা বলিলেন॥ ২২॥

বিপ্রবর! বলুন, এই নগরে আপনি কি জন্য শুভাগমন করিয়াছেন? অথবা আপনাদের এস্থানে আগমনের কি বিশেষ কারণ দেখা দিয়াছে? ২৩॥

আপনারা দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্পাপ সন্ন্যাসী; বিপ্রবরগণ আপনারা আমাদের গৃহস্থগণের নিকট সদা নিস্পৃহ থাকেন॥ ২৪॥

আপনাদের পক্ষে কোনও প্রার্থনীয় বস্তুই নাই; কারণ, আপনাদের হৃদয়ে কোনও বস্তুর কামনাই হয় না। যাঁহারা কোনও স্পৃহায় প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করেন, সেই উত্তম ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের অভীষ্ট বস্তু প্রার্থনা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়-দিগের নিকটে গমন করেন॥ ২৫॥

বিপ্রবর! কিন্তু আমরা বহু পর্য্যালোচনা করিয়াও এরূপ কোনও কিছু দেখিতে পাইতেছি না, যাহার জন্য আপনাদিগকে এস্থান পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছে। ব্রহ্মন্! সুতরাং আপনাদের আসিবার কি কারণ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না॥ ২৬॥

আপনি যখন এই দ্বারকাপর্য্যন্ত শুভাগমন করিয়াছেন, তখন ইহাতে এই অনুমান অবশ্যই হইত যে, এবিষয়ে বিশেষ কোন কারণ আছে। যদি থাকে, তবে আপনি তাহা বলুন। আমি আপনার নিকট হইতে তাহা জানিতে পারিব॥ ২৭॥

রাজন্! দেবেশ্বর চক্রপাণি জনার্দ্দন এই কথা বলিলে পর সেই ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার কোপ আরও বর্দ্ধিত হইল॥২৮॥

পূর্ব্বে যে ক্রোধ ছিল, তাহা হইতেও অধিক ও মহান্ কোপ উৎপন্ন হইল। ইহাতে মনে হইল—তিনি যেন তিন লোককে দগ্ধ করিবেন এবং তাঁহাকে যাঁহারা দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তিনি যেন ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন॥ ২৯॥

ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া দুর্ব্বাসা চক্ষু রক্তবর্ণ করত যেন হাস্য করিতে করিতে ও দগ্ধ করিতে করিতে সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন॥ ৩০॥

যাদবেশ্বর! আপনি আমাদিগকে কেন এরূপ কথা বলিতেছেন যে, আপনার আগমনের কারণ আমি জানি না? আমি আপনাকে জানি। আপনি মহাদেব বিষ্ণু; তবে কেন আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে করিতে কথা বলিতেছেন? ৩১॥

বিষ্ণো! আমরা বহু প্রাচীন এবং পূর্ব্বকালের সব বৃত্তান্ত জানি, যদনুসারে আমরা বলিতেছি যে, আপনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং স্বীয় মায়ায় মানবশরীর ধারণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর! অতএব আপনি আমাদের প্রভু হইয়াও কেন আমাদিগের নিকট আপনি নিজেকে গোপন করিতেছেন? ৩২-৩৩

সোঽসি ব্রহ্মবিদাং মূর্ত্তিস্তবৈতৎ পরমং পদম্।
যদভ্যর্চ্চ্য পুরা ব্রহ্মা যচ্চ জ্ঞানা বয়ং পুরা ॥ ৩৪
যতো বিশ্বমিদং ভূতং তদেতৎ পরমং পদম্।
যচ্চ স্থূলং বিজানন্তি পুরা তত্ত্বেন চেতসা ॥ ৩৫
পুরাবিদোঽথ বিশ্বেশ তদেতৎ পরমং বপুঃ।
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে যত্তু যৎ স্মৃত্বা নির্বৃতা বয়ম্ ॥ ৩৬
প্রত্যক্ষমপি যদ্রূপং নৈব জানন্তি মানুষাঃ।
নহি মূঢ়ধিয়ো দেব ন বয়ং তাদৃশা হরে ॥ ৩৭
ন জানে ইতি যদ্ ব্রূষে কিমতঃ সাহসং বচঃ।
যে হি মূলং বিজানন্তি তেষাং তু প্রবিবেচনম্ ॥ ৩৮
কুর্ব্বতঃ কিং ফলং দেব তব কেশিনিষূদন
বেদান্তে প্রথিতং তেজস্তব চেদং বিচার্য্যতে ॥ ৩৯

আপনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের আত্মা। এই পরমপদ আপনারই স্বরূপ, পুরাকালে যাঁহার আরাধনা করিয়া ব্রহ্মা জ্ঞানবান্ হইয়াছেন এবং আমরাও যাঁহার উপাসনা করিয়া জ্ঞানী হইয়াছি ॥ ৩৪

যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উদ্‌ভূত হইয়াছে, তাহাই আপনার এই পরমপদ। বিশ্বেশ্বর! যাহাকে পুরাকালে পুরাণবিৎ পুরুষগণ তত্ত্বনিষ্ঠচিত্তে স্থূল (বিরাট) রূপে জানিয়াছিলেন, ইহাও আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ ॥ ৩৫

যাঁহাকে ভগবদর্থ কর্ম্মের দ্বারা (ভগবানকে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অথবা ভজন-সাধনের দ্বারা) প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাকে স্মরণ করিয়া বীতরাগ সন্ন্যাসী আমরাও পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যাই এবং প্রেমী ভক্তগণ যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, আপনার সেই সগুণ সাকার (সচ্চিদানন্দ) বিগ্রহকে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যগণ জানিতে পারে না। দেব! হরে! আমরা সেরূপ (অজ্ঞান) নহি (আমরা আপনাকে জানি ও চিনি)। অতএব আপনি আমাদের সম্মুখে এই যে কথা বলিলেন—'আমি আপনাদের আগমনের কারণ জানি না', ইহা হইতে অধিক সাহসপূর্ণ কথা আর কি হইতে পারে? ৩৬-৩৭½

দেব! কেশিনিষূদন! যাঁহারা মূল কারণ কি, তাহা জানেন, তাঁহাদের সম্মুখে এরূপ বিবেচনাহীন কথা (অথবা বাহিরে যুক্তিপূর্ণ কথা) বলিয়া আপনার কি ফললাভ হইবে? ৩৮½

বেদান্তশাস্ত্রেও (উপনিষদাদিতেও) আপনার এই বিখ্যাত

যে চ বিজ্ঞানতৃপ্তাস্তু যোগিনো বীতকল্মষাঃ।
পশ্যন্তি হৃৎসরোজেঽপি তদেবেদং বপুঃ প্রভো ॥ ৪০
বেদৈর্যদ্গীয়তে তেজো ব্রহ্মেতি প্রতিপাদ্য বৈ।
তদেবেদং বিজানেঽহং রূপমৈশ্বরমেব চ ॥ ৪১
বৈষ্ণবং পরমং তেজ ইতি বেদেষু পঠ্যতে।
অবগচ্ছামাহং বিষ্ণো তদেবেদং বপুস্তব ॥ ৪২
য ওমিত্যুচ্যতে শব্দো যস্য বাগিতি গীয়তে
সএবাসি প্রভো বিষ্ণো ন জানে ইতি মা বদ ॥ ৪৩
পরোক্ষং যদি কিঞ্চিৎ স্যাত্তব বক্তুং প্রযুজ্যতে।
ন জানে ইতি গোবিন্দ মা বাদীঃ সাহসং হরে ॥ ৪৪
বিশ্বং যদা প্রাদুরাসীদ্ যস্মিন্ লীনং ক্ষয়ে সতি।
ইদং তদৈশ্বরং তেজস্তবাগচ্ছামি কেশব ॥ ৪৫

তেজোময় স্বরূপের ব্রহ্ম প্রভৃতি নামসমূহে বিচার করা হয়। প্রভো! যাঁহারা বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত নিষ্পাপ যোগী, তাঁহারাও নিজেদের হৃদয়কমলে আপনার এই স্বরূপকেই দর্শন করেন ॥ ৩৯-৪০

বেদসমূহের দ্বারা ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদিত করিয়া যে তেজোময় পরমতত্ত্ব গান করা হয়, আপনার ঐশ্বর্য্যশালী রূপ তাহাই (সেই পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্ন), আমি এরূপই জানি ॥ ৪১

বিষ্ণো! বেদসমূহে (তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) ইত্যাদিরূপে বিষ্ণুর যে পরম তেজোময় তত্ত্বের প্রতিপাদন করা হয়, তাহা আপনার এই স্বরূপ—ইহাও আমি ভালভাবেই অবগত আছি ॥ ৪২

প্রভো! বিষ্ণো! যাঁহাকে 'ওম্' শব্দের দ্বারা উচ্চারণ করা হয়, তাঁহাই যাঁহার বাণীরূপে গীত হইয়া থাকে, সে-ই পরমাত্মা আপনি; অতএব আপনি এই কথা বলিবেন না যে, আমি আপনার আগমনের কারণ জানি না ॥ ৪৩

গোবিন্দ! হরে! যদি আপনার পক্ষে কোনও বস্তু পরোক্ষ হইত, তাহা হইলে আপনার এরূপ বলা উচিত হইতে পারিত; অতএব 'আমি জানি না' এই সাহসপূর্ণ বাক্য আপনি বলিবেন না ॥ ৪৪

কেশব! পুরাকালে এই বিশ্ব যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং সংহারকালে ইহা পুনরায় যাঁহার মধ্যে লীন হইয়া যাইবে, তাহাই আপনার এই ঈশ্বরীয় তেজোময় বিগ্রহ, তাহা আমি জানি ॥ ৪৫

কর্ত্তা ত্বং ভূতভব্যেশ প্রতিভাসি সদা হৃদি।
যদ্‌যদ্‌রূপং স্মরে নিত্যং তত্তদেবাসি মে হৃদি ॥ ৪৬
বায়ুরেব যদা বিষ্ণুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
তদা তদ্‌রূপমেবাসি হৃন্মধ্যে সংস্থিতো বিভো ॥ ৪৭
আকাশো বিষ্ণুরিত্যেব কদাচিৎ ধীয়তে মতিঃ।
তদা তদ্রূপমেবাসি হৃন্মধ্যে সংস্থিতো বিভো ॥ ৪৮
পৃথিবী বিষ্ণুরিত্যেতৎ কদাচিদ্ ধীয়তে মতিঃ।
তদা পার্থিবরূপস্ত্বং প্রতিভাসি সদা মম ॥ ৪৯
রসোঽয়ং দেব ইত্যেব কদাচিচ্চিন্ত্যতে ময়া।
তদা রসাত্মনা বিষ্ণো হৃন্মধ্যে সংস্থিতো বিভো ॥ ৫০
যদা ত্বাং তেজ ইত্যেবং স্মর্ত্তা স্যাং পুরুষোত্তম।
তদা তদ্‌রূপসম্পন্নঃ প্রতিভাসি সদা হৃদি ॥ ৫১
চন্দ্রমা হরিরিত্যেবং তদা চান্দ্রমসং বপুঃ
নিরীক্ষ্য চক্ষুষা দেব ততঃ প্রীতোঽস্মি কেশব ॥ ৫২

যদা সৌরং বপুরিতি স্মর্ত্তা স্যাং জগতীপতে।
তদা ভাবনাযোগাৎ সূর্য্য এব বিরাজসে ॥ ৫৩
তস্মাৎ সর্ব্বং ত্বমেবাসি নিশ্চিতা মতিরীদৃশী।
অতো ন জানেঽহমিতি বক্তুং নেশো জনার্দ্দন ॥ ৫৪
ইত্যর্থে সংস্থিতো বিষ্ণো পীড়াং নো নৈব চিন্ত্যসে।
অত্যন্তদুঃখিতা বিষ্ণো বয়ং ত্বামনুসংস্থিতাঃ ॥ ৫৫
ঈদৃশীয়মবস্থা নো নৈতাং স্মরসি কেশব।
এতৎ পুনর্ভাগ্যমতো নষ্টমিত্যেব চিন্তয়ে ॥ ৫৬
মন্দভাগ্যা বয়ং বিষ্ণো যতো নো ন স্মরেঃ প্রভো।
কৌচিৎ ক্ষত্রিয়দায়াদৌ গিরিশবরগর্ব্বিতৌ ॥ ৫৭
নাম্না হংস-ডিম্ভকৌ চ বাধেতে নো জনার্দ্দন।
গার্হস্থ্যং হি সদা শ্রেয়ো বদন্তীতি কেশব ॥ ৫৮
ইতস্ততশ্চ ধাবন্তৌ বদন্তৌ বহু কিঞ্চিষম্
অযুক্তং বহু ভাষন্তৌ ধর্ষয়ন্তৌ চ নঃ সদা ॥ ৫৯

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের নিয়ামক হরে! আপনি সকলের কর্ত্তা এবং সদা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইতেছেন। আমি যখন যে যে রূপকে স্মরণ করি, আপনি সদা সেই সেই রূপে আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকেন ॥ ৪৬

বিষ্ণো! যখন আমার বুদ্ধি এরূপ নিশ্চয় করে যে, বায়ুই বিষ্ণু, তখন বায়ুরূপেই আপনি আমার হৃদয়ে বিরাজমান হন ॥ ৪৭

প্রভো! যখন আমার বুদ্ধি কখনও এরূপ নিশ্চয়ে উপস্থিত হয় যে, আকাশই বিষ্ণু, তখন আপনি সেই রূপেই আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৪৮

যদি কোনও সময়ে আমার বুদ্ধি এই নিশ্চয় করে যে, পৃথিবীই বিষ্ণু, তখন আপনি সদা আমার নিকটে পার্থিব রূপেই প্রতীত হন ॥ ৪৯

প্রভো! বিষ্ণো! যদি কখনও আমি এই চিন্তা করি যে, এই রসই নারায়ণ দেব, তখন আপনি রসরূপেই আমার হৃদয়ে সর্ব্বোতোভাবে অবস্থান করেন ॥ ৫০

পুরুষোত্তম! যখন আমি আপনাকে 'তেজ' রূপে স্মরণ করি, তখন আপনি সদা সেই রূপসম্পন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হন ॥ ৫১

দেব! কেশব! যখন আমি এরূপ নিশ্চয় করি যে, চন্দ্রই শ্রীহরি, তখন আমি চন্দ্রের রূপেই আপনার স্বরূপ নয়নের দ্বারা দর্শন করিয়া প্রসন্ন হই ॥ ৫২

জগদীশ্বর! যখন আমি এই চিন্তা করি যে, এই সূর্য্যমণ্ডলই আপনার স্বরূপ, তখন আপনি আমার সেই ভাবনার যোগে সূর্য্যরূপ হইয়াই বিরাজমান হন ॥ ৫৩

অতএব সব কিছুই আপনি, আমার বুদ্ধি এরূপ নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে; সেইজন্য জনার্দ্দন! আপনি এই কথা বলিতে পারেন না যে, আমি আপনাদের আগমনের কারণ জানি না ॥ ৫৪

বিষ্ণু এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও আপনি আমাদের পীড়ার কথা কিছুই চিন্তা করিতেছেন না। সর্ব্বব্যাপী ভগবন্! আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৫৫

কেশব! আমাদের এরূপ দুর্দশা হইতেছে এবং আপনি তাহা স্মরণ করিতেছেন না। ইহাতে আমরা বারংবার এই চিন্তাই করিতেছি যে, আমাদের ভাগ্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রভো! বিষ্ণো! আমরা অত্যন্ত ভাগ্যহীন অথবা আমরা এরূপ মন্দভাগ্য যে); কারণ আপনি আমাদের স্মরণ করিতেছেন না ॥ ৫৬

জনার্দ্দন! কোনও দুই ক্ষত্রিয়কুমার, যাহারা ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দুইজনের নাম হইল—হংস ও ডিম্ভক। কেশব! তাহারা উভয়ে 'গৃহস্থ আশ্রমই সদা শ্রেয়স্কর' এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের সকলকে বাধিত করিতেছে ॥ ৫৭-৫৮

তাহারা এদিক্-ওদিক্ ধাবিত হইতে হইতে, বহুবিধ পাপপূর্ণ কথা বলিতে বলিতে এবং বহু অনুচিত ভাষণ দান করিতে করিতে সদা আমাদের তিরস্কার করিতেছে ॥ ৫৯

ইদমন্যৎ কৃতং দেব অসহ্যং পাপমুচ্যতে।
পশ্যেদং বহুধা দেব ভিন্নং ভিন্নং সহস্রশঃ ॥ ৬০
শিক্যঞ্চ দারবং পাত্রং দ্বিদলান্ বেণুকান্ বহূন্
ইদমপাপরং পশ্য তয়োঃ সাহসচেষ্টিতম্ ॥ ৬১
কৌপীনং বহুধা ছিন্নং তদস্মাকং মহদ্ধনম্।
কৃতং কপালমাত্রেণ কমণ্ডলু জগৎপ্রভো ॥ ৬২
ত্বং তু নো রক্ষসে নিত্যং ক্ষাত্রং বৈ ব্রতমাস্থিতঃ।
চিত্রং চিত্রমিদং দেব রক্ষস্যসি সদানিশম্ ॥ ৬৩
কিং করিষ্যামি মন্দাস্থা মন্দভাগ্যা বয়ং বিভো
কিন্নঃ শরণমস্তৈব তদ্ব্রূহি জগতাং পতে ॥ ৬৪
জীবন্তৌ তৌ যদি স্যাতাং নষ্টা লোকা ইমে ত্রয়ঃ
ন বিপ্রা ন চ রাজানো ন বৈশ্যা ন চ পাদজাঃ ॥ ৬৫

দেব! তাহারা উভয়ে অন্য এক যে অসহ্য অপরাধ করিয়াছে, তাহা বলিতেছি—দেখুন, এই যে আমাদের সহস্র সহস্র শিকা, কাষ্ঠনির্মিত পাত্র, দ্বিদল এবং বহু বেণু (বাঁশ)-নির্মিত সামগ্রী ছিল, সেই সমস্তই তাঁহারা ভিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে ॥ ৬০॥

সেই দুইজনের অন্য এক দুঃসাহসপূর্ণ চেষ্টা দেখুন—আমাদের যে কৌপীন ছিল, তাহাকেও ইহারা বহু স্থলে ছিঁড়িয়া দিয়াছে; এই কৌপীনই আমাদের পরম ধন ॥ ৬১॥

জগদীশ্বর! তাহারা আমাদের কমণ্ডলুও ভাঙ্গিয়া দিয়া কেবল কপালটিই (মুখভাগটিই) রাখিয়া দিয়াছে অথবা কেবল কপালাকারই করিয়া দিয়াছে। আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সদা এই সব রক্ষা করিতেছেন, তথাপি আমাদের এই দশা হইয়াছে। দেব! ইহা অতিশয় বিচিত্র ও অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন এবং সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আমাদের রক্ষা হইল না ॥ ৬২-৬৩

প্রভো! আমার বুদ্ধি মন্দ। আমি কি করিব? আমরা সকলেই মন্দভাগ্য। জগৎপতে! এই সময় আমরা কাঁহার শরণ গ্রহণ করিব, তাহা বলুন ॥ ৬৪

যদি এই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক জীবিত থাকে, তবে এই

অত্যন্তবলিনৌ মত্তৌ তীক্ষ্ণদণ্ডধরৌ নৃপ।
ন তয়োঃ পুরতঃ স্থাতুং শক্তা দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৬৬
ন চ ভীষ্মো ন বা রাজা বাহ্লীকো ভীমবিক্রমঃ।
যো হি বীরো জরাসন্ধঃ ক্ষত্রিয়াণাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৭
নৈব চ প্রায়শঃ স্থাতুং গিরীশবরদর্পিণোঃ।
তয়োঃ কৃষ্ণ হরে শক্তো নিত্যমপ্রতিসঙ্গিনোঃ ॥ ৬৮
তস্মাত্ত্বং জহি তৌ বীরৌ রক্ষ লোকানিমান্ প্রভো।
অন্যথা রক্ষসীত্যেবং ব্যর্থঃ শব্দোঽত্র জায়তে ॥ ৬৯
বহুনাত্র কিমুক্তেন রক্ষ রক্ষ জগত্রয়ম্।
ইত্যুক্ত্বা বিররামৈব দুর্ব্বাসাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে দুর্ব্বাসঃসমাগমে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

তিন লোক নষ্ট হইয়া যাইবে। না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য ও না শূদ্রগণ বিদ্যমান থাকিবে ॥৬৫

নরনাথ! তাহারা উভয়ে অত্যন্ত বলবান্, মদমত্ত ও কঠোর দণ্ডধারণকারী। ইহাদের উভয়ের সম্মুখে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও অবস্থান করিতে পারেন না ॥৬৬

না ভীষ্ম ও না ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাজা বাহ্লীক এই দুই জনের সম্মুখীন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ! হরে! ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ভয়ঙ্কর যে বীর জরাসন্ধ, সে-ও প্রায় ইহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নয়; কারণ, ভগবান্ শঙ্করের বরদানে ইহাদের গর্ব্ব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারা উভয়ে সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে থাকে। ইহাদের মধ্যে কখনও পার্থক্য বা বিরোধ হয় না ॥৬৭-৬৮

প্রভো! সেই হেতু আপনিই এই দুই বীরকে বধ করুন এবং এই লোকসকলকে রক্ষা করুন; অন্যথা 'আপনিই রক্ষা করেন' এই কথা ব্যর্থ হইয়া যাইবে ॥ ৬৯

এস্থানে বহু কথা বলিয়া কি হইবে? আপনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত দুর্ব্বাসা নীরব হইলেন ॥৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্ব্বাসার সমাগমবিষয়ক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবত শ্রীকৃষ্ণস্য হংস-ডিম্ভকৌ হন্তুং প্রতিজ্ঞা, ক্ষমাপ্রার্থনাং কুর্ব্বতো শ্রীকৃষ্ণেন সন্ন্যাসিভ্যো ভোজনদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যতের্বচনমাকর্ণ্য মন্দমুচ্ছ্বস্য কেশবঃ।
দুর্ব্বাসসং সমালোক্য বভাষে যাদবেশ্বরঃ॥ ১

ক্ষন্তব্যং ভবতা সর্ব্বং দোষ এষ মমৈব হি।
শৃণু বাক্যং মমৈতত্তু শ্রুত্বা শান্তিপরো ভব॥ ২

জেষ্যামি তৌ রণে বিপ্র হংসং ডিম্ভকমেব চ।
গিরীশো বা বরং দত্ত্বাচ্ছক্রো বা ধনদোঽপি বা॥ ৩

যমো বা বরুণো বাপি ব্রহ্মা বাথ চতুর্ম্মুখঃ।
সবলৌ সানুজৌ হত্বা পুনর্দ্দাস্যামি বো রতিম্॥৪

সত্যেনৈব শপামাস্ত্ব মা রোষবশগো ভব।
রক্ষাং বোঽহং করিষ্যামি হত্বা তৌ চ নৃপাধমৌ॥ ৫

জানামি তৌ দুরাত্মানৌ যুষ্মদ্দোষকরৌ হি তৌ।
শ্রুতঞ্চ পূর্ব্বমস্মাভিস্তীক্ষ্ণদণ্ডধরাবিতি॥ ৬

অত্যন্তবলিনৌ মত্তৌ গিরীশবরদর্পিতৌ।
নাল্পপ্রযত্নসংসাধ্যৌ জরাসন্ধহিতৈষিণৌ॥ ৭

প্রাণানপি তয়ো রাজা দাস্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
জরাসন্ধো ন ভূপালো বিনা তৌ জয়তে মহীম্॥ ৮

জয়ে তয়োর্বিপ্রবর্য্য তত্র শ্রেয়ো ভবেত্ততঃ।
যত্র যত্র তু তৌ গত্বা স্থিতাবিত্যনুশুশ্রুম॥ ৯

তত্র তত্র চ হন্তাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
গচ্ছধ্বং যতয়ঃ স্বৈরং নিজকার্য্যপরায়ণাঃ॥ ১০

অচিরেণৈব কালেন জেষ্যামি রণপুঙ্গবৌ।।
ততঃ প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা যাদবেশ্বরমাহ সঃ॥ ১১

স্বস্ত্যস্তু ভবতে কৃষ্ণ জগতাং স্বস্তি কুর্ব্বতে
কিন্নু নাম জগন্নাথ দুঃসাধ্যং তব কেশব॥ ১২

ত্রিলোকেশ ত্রিধামাসি সর্ব্বসংহারকারকঃ
দেবানামপি দেবেশ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ১৩

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হংস ও ডিম্ভককে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করত সেই সন্ন্যাসিগণকে ভোজনদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! যতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করত দুর্ব্বাসার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন॥ ১

ভগবন্! এখন যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার জন্য আপনি ক্ষমা করুন; বাস্তবে ইহা আমারই দোষ। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া শান্ত হউন॥ ২

বিপ্রবর! আমি হংস ও ডিম্ভককে যুদ্ধে পরাজিত করিব। এই দুই জনকে ভগবান্ শঙ্কর বরদান করুন কিংবা ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ অথবা চতুর্মুখ ব্রহ্মা বরদান করুন, আমি সৈন্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত এই দুই জনকে বধ করিয়া পুনরায় আপনাদিগকে প্রসন্নতা প্রদান করিব॥ ৩-৪

আজ আমি সত্যেরই শপথ লইয়া বলিতেছি যে, আপনি রোষের বশীভূত হইবেন না। আমি সেই দুই অধম নরপতিকে বধ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিব॥ ৫

আমি সেই দুই দুরাত্মাকে জানি, তাহারা দুই জনে আপনাদের অপরাধ করিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি যে, ইহারা উভয়েই কঠোর দণ্ডধারী, অত্যন্ত বলবান্ এবং মদমত্ত। ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া ইহাদের দর্প আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অল্প প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাদের দুইজনকে বশীভূত করা যাইবে না এবং ইহারা জরাসন্ধের হিতৈষী॥ ৬-৭

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, রাজা জরাসন্ধ এই দুই জনের জন্য নিজের প্রাণও দান করিবে; কারণ, এই দুই জন ব্যতীত রাজা জরাসন্ধ এই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিবে না॥৮

বিপ্রবর! এই দুই জনকে পরাজিত করিবার সময় ইহারা যেস্থানে জরাসন্ধের পক্ষ হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবে; তথাপি ইহারা উভয়ে যে যে স্থানে যাইয়া অবস্থান করিবে এবং তাহাদের কথা আমরা শুনিতে পাইব, সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি অল্পকালের মধ্যেই সেই দুই রণকুশল বীরকে বধ করিব॥ ৯-১০॥

তখন প্রীত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া দুর্ব্বাসা যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! জগতের কল্যাণকারী আপনার মঙ্গল হউক। জগন্নাথ! কেশব! এরূপ কি কার্য্য আছে, যাহা আপনার পক্ষে দুষ্কর॥ ১১-১২

ত্রিভুবনপতে! আপনি ত্রিধামা। আপনিই সকলের

বিষ্ণো দেব হরে কৃষ্ণ নমস্তে চক্রপাণয়ে।
নমঃ স্বভাবশুদ্ধায় শুদ্ধায় নিয়তায় চ ॥ ১৪
শব্দগোচর দেবেশ নমস্তে ভক্তবৎসল।
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ যন্ময়োক্তং ক্ষমস্ব তৎ ॥ ১৫
ত্বমেবাহ জগন্নাথ নাবয়োরন্তরং পৃথক্।
অতঃ ক্ষমস্ব ভগবন্ ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ক্ষন্তব্যং ভবতা বিপ্র ক্ষমাসারা বয়ং সদা।
সন্ন্যাসিনঃ ক্ষমাসারাঃ ক্ষমা তেষাং পরং বলম্ ॥ ১৭
ক্ষমা মোক্ষকরী নিত্যং তত্ত্বজ্ঞানমিব দ্বিজ।
ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা সত্যং ক্ষমা দানং ক্ষমা যশঃ ॥
ক্ষমা স্বর্গস্য সোপানমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ক্ষমাং পালয়ত স্বকাম্ ॥ ১৯
প্রত্যক্ষজ্ঞানসংযুক্তা যূয়ং সর্ব্বে যতীশ্বরাঃ।
য এতে যতয়ো বিপ্রাঃ পূজনীয়া ময়াদ্য বৈ ॥ ২০
ভোক্তব্যা যতয়ো বিপ্রা ভিক্ষুকাঃ সর্ব্ব এব হি।
তথেতি তে প্রতিজ্ঞায় ভোক্তুমৈচ্ছন্ হরের্গৃহে ॥ ২১
ততঃ স্বভবনং বিষ্ণুঃ প্রবিশ্য হরিরীশ্বরঃ।
চতুর্ব্বিধং তথাহারং কারয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২২
ভোজয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ যতীন্ যতিবরাচ্চিতঃ।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা চ দেবেশো দুকূলানি মৃদূনি সঃ ॥ ২৩
দদৌ তেভ্যস্তদা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেভ্যো জনমেজয়।
তে চ প্রীতা যথাযোগং যথাপূর্ব্বং ততো গতাঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে যতিভোজনে দ্বাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

সংহারকারী, দেবগণেরও দেবেশ্বর এবং সর্ব্বত্র আপনি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ॥ ১৩

বিষ্ণো! দেব! হরে! হস্তে চক্রধারণকারী কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বভাবতঃ শুদ্ধ, শুদ্ধস্বরূপ, শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসম্পন্ন এবং সর্ব্বব্যাপী ॥ ১৪

দেবেশ্বর! আপনিই বৈদিক শব্দসমূহের চরম তাৎপর্য্য। ভক্তবৎসল! আপনাকে আমার নমস্কার। আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ১৫

জগন্নাথ! আমি আপনারই স্বরূপ। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য নাই। ভগবন্! অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন; কারণ, সাধু পুরুষগণ ক্ষমাসার অর্থাৎ সাধু পুরুষগণের সারতত্ত্ব ক্ষমাই ॥ ১৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনারও ক্ষমা করা উচিত। আমরা সদা মহাপুরুষ আপনাদের ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করি। সন্ন্যাসিগণের সারতত্ত্ব ক্ষমাই; কারণ, ক্ষমাই তাঁহাদের উত্তম বল ॥ ১৭

ব্রহ্মন্! ক্ষমা তত্ত্ব জ্ঞানের ন্যায় সদা মোক্ষ প্রদান করে। সেইজন্য ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা দান ও ক্ষমা যশ। বেদজ্ঞ পুরুষগণ একপ মনে করেন যে, ক্ষমাই স্বর্গের সোপান (সিঁড়ি); অতএব আপনারা সর্ব্বপ্রকার যত্নের দ্বারা নিজেদের ক্ষমা-ধর্ম্ম পালন করুন ॥ ১৮-১৯

যতীশ্বরগণ! আপনারা সকলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সংযুক্ত। এস্থানে যে সব যতি উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আজ আমার পূজা করা কর্ত্তব্য। যতিধর্ম্মপরায়ণ এই সব ভিক্ষুকগণকে আজ আমার ভোজন করানও উচিত ॥২০॥

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে শ্রীভগবানের ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করত ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদনন্তর সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু শ্রীহরি স্বীয় ভবনে প্রবেশ করত বিধিপূর্ব্বক চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ ভোজন-সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া সেই সব যতিগণকে ভোজন করাইলেন। সেই সময় যতিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান করিলেন ॥ ২১-২২॥

জনমেজয়! দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কোমল বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেই সব সন্ন্যাসীদিগকে কৌপীনাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তাঁহারাও এই সব পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলেন। তাহার পর সেস্থান হইতে গমন করিলেন ॥ ২৩-২৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যতিগণের ভোজনবিষয়ক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[জনার্দনেন হংসায় প্রবোধদানম্, কিন্তু তৎকথামবমত হংসেন তং দূতং কৃত্বা দ্বারকায়াং প্রেষণঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দুর্ব্বাসাস্ত্বথ তত্রৈব নারদেন মহাত্মনা ।
চিন্তয়ন্ ব্রহ্মণস্তত্ত্বং বিজহার যথাসুখম্ ॥ ১

ভগবানপি গোবিন্দস্তয়োর্বাসমমন্যত ।
ততস্তৌ হংস-ডিম্ভকৌ তস্মিন্ কালে মহীপতে ॥ ২

ব্রহ্মদত্তং মহীপালং পিতরং বীর্য্যশালিনম্ ।
প্রবোচতামিদং বাক্যং সমস্তাজ্জনসংসদি ॥ ৩

রাজসূয়ং মহাযজ্ঞং পিতঃ কুরু সুযত্নতঃ ।
অস্মিন্ মাসি নৃপশ্রেষ্ঠ যতাবো যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪

আবাং তেঽনু মহারাজ দিশাং বিজয়তৎপরৌ ।
যতিষ্যাবো বলৈঃ সার্দ্ধং গজৈরশ্বৈ রথৈরপি ॥ ৫

সম্ভারা যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমানেতব্যা নৃপোত্তম ।
তথেতি স মহাবাহো ব্রহ্মদত্তোঽব্রবীত্তদা ॥ ৬

জনার্দ্দনস্তু বিপ্রেন্দ্রৌ দৃষ্ট্বা সাহসতৎপরৌ ।
অশক্যমিতি মন্যানো বয়স্যং হংসমব্রবীৎ ॥ ৭

শৃণু হংস বচো মহ্যং শ্রুত্বা নিশ্চিত্য বীর্য্যবান্ ।
আয়ুষ্মন্ সাহসং কর্ত্তুমুদ্যতোঽসি নৃপোত্তম ॥ ৮

স্থিতে ভীষ্মে জরাসন্ধে বাহ্লীকে চ নৃপোত্তমে
কিঞ্চ বীরেষু সর্ব্বেষু যাদবেষু নৃপোত্তম ॥ ৯

ভীষ্মো হি বলবান্ বৃদ্ধঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং যো জিগায় ভৃগূত্তমঃ ॥ ১০

তং যুদ্ধে জিতবান্ ভীষ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ।
জরাসন্ধস্য যদ্বীর্য্যং তদ্ভবান্ বেত্তি সংযুগে ॥ ১১

বৃষ্ণিবীরাস্তু তে সর্ব্বে কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
তত্র কৃষ্ণো হৃষীকেশো জিতশত্রুঃ কৃতী সদা ॥ ১২

জরাসন্ধেন সহিতঃ সদা যুদ্ধে জিতশ্রমঃ ।
প্রমুখে তস্য ন স্থাতুং শক্তো ত্রীবন্নৃপোত্তম ॥ ১৩

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

[জনার্দন কর্ত্তৃক হংসকে প্রবোধদান, কিন্তু তাঁহার কথা না মানিয়া হংস কর্ত্তৃক তাঁহাকে দূত করিয়া দ্বারকায় প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্বাসা মুনি সেস্থানেই মহাত্মা নারদের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১

ভগবান্ গোবিন্দও সেস্থানে তাঁহাদের দুইজনকে থাকিবার সম্মতি দিলেন। তদনন্তর দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক সেই সময় নিজেদের পরাক্রমশালী পিতা ব্রহ্মদত্তের নিকট গমন করিয়া সর্ব্বদিকে জনগণে পূর্ণ সভায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২-৩

পিতঃ! আপনি যত্নসহকারে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। নৃপশ্রেষ্ঠ! আমরা দুইজনে এই মাসে এই যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য যত্ন করিব। ৪

মহারাজ! আমরা দুই ভ্রাতা আপনার জন্য আজ দিগ্‌বিজয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া আমরা সমস্ত দিক্‌সমূহ জয় করিবার জন্য যত্ন করিব। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনার যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনা আবশ্যক। ৫;

মহাবাহু জনমেজয়! তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত 'তথাস্তু' বলিয়া ইঁহাদের উভয়ের কথা মানিয়া লইলেন। সেই দুই জনকে দুঃসাহসে তৎপর হইতে দেখিয়া এবং তাঁহাদের প্রয়াসকে অসম্ভব মনে করিয়া বিপ্রবর জনার্দন নিজের মিত্র হংসকে বলিলেন,—হংস! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া ভালভাবে বিচার করত কোনও নিশ্চয় স্থির করিবার পর তদনুসারে তুমি পরাক্রম পূর্ব্বক কার্য্য কর। ৬-৭;

আয়ুষ্মান্! নৃপশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, জরাসন্ধ, নৃপোত্তম বাহ্লীক এবং সমস্ত যাদব বীরগণ থাকিতে তুমি দুঃসাহসপূর্ণ কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। ৮-৯

ভীষ্ম বলবান্, বৃদ্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। ভৃগুকুলতিলক পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাকেও ভীষ্ম সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। ১০;

যুদ্ধে জরাসন্ধের যে পরাক্রম, তাহা তুমি ভালভাবেই জান। বৃষ্ণিবংশীয় সমস্ত বীরগণও অস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করেন। উঁহাদের মধ্যে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, শত্রুবিজয়ী এবং সদাই রণকুশল। ১১-১২

জরাসন্ধের সহিত সদা যুদ্ধ করিয়া তিনি পরিশ্রমকে জয়

বলভদ্রস্তথা মত্ত ক্রুদ্ধো যদি ভবেদ্ বলী।
লোকানিমান্ সমাহর্ত্তুং শক্নোতীতি মতির্মম ॥ ১৪

তথা চ সাত্যকির্বীরঃ শক্তো জেতুং রণে রিপূন্।
তথান্যে যাদবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণমাশ্রিত্য দংশিতাঃ ॥ ১৫

অস্মাভিশ্চ কৃতঃ পূর্ব্বং বিরোধো যতিভিঃ সহ।
দুর্ব্বাসা যতিভিঃ সার্দ্ধং গতো দ্রষ্টুং স কেশবম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রুতং নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাদ্ ভোক্তুমাগতাৎ।
তথা সতি যথা সিধ্যেত্তথা চিন্ত্যঞ্চ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৭

ততঃ পশ্চাদ্ বিধাস্যামো রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।

হংস উবাচ।

কো নাম ভীষ্মো মন্দাত্মা বৃদ্ধো হীনবলঃ সদা ॥১৮

আবয়োঃ পুরতঃ স্থাতুং শক্তঃ স কিল বৃদ্ধকঃ।
যাদবা ইতি চিত্রং নঃ শক্তাঃ স্থাতুং রণে দ্বিজ ॥ ১৯

কশ্চ কৃষ্ণঃ পুরঃ স্থাতুং বলদেবশ্চ মত্তকঃ।
শৈনেয়শ্চাপি বিপ্রেন্দ্র স্থাতুং ন ইতি চিন্তয় ॥ ২০

জরাসন্ধস্তু ধর্ম্মাত্মা বন্ধুরেব সদা মম।
গচ্ছ প্রিয় যদুশ্রেষ্ঠং ব্রূহি মদ্বচনাৎ ত্বরন্ ॥ ২১

দীয়তাং করসর্ব্বস্বং যজ্ঞার্থং সুন্দরং বহু
লবণানি বহূন্যত্ত গৃহ্য কেশব মা চিরম্ ॥ ২২

আগচ্ছ ত্বরিতং কৃষ্ণ ন তে কার্য্যং বিলম্বনম্।
ইতি ব্রূহি যদুশ্রেষ্ঠং যাহি ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ২৩

ন ব্রূয়াশ্চোত্তরং বিপ্র শপেয়ং ত্বাং প্রিয়োঽসি মে।
মিত্রভাবান্নিদং ব্রূহি পশ্যামি ত্বাং পুনঃ পুনঃ ॥২৪

ইতি সঙ্কোদিতো বিপ্রো নোত্তরং প্রত্যভাষত।
মিত্রভাবাত্তথা রাজন্ স্নেহাচ্চ জনমেজয় ॥ ২৫

জনার্দ্দনস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং গন্তুং সমুদ্যতঃ।
অদ্য শ্বো বা পরশ্বো বা গচ্ছামীতি যতেত সঃ ॥ ২৬

করিয়াছেন। কোনও শ্রেষ্ঠ নরপতিই তাঁহার সম্মুখে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করিতে সমর্থ হন না ॥ ১৩

বলবান্ বলভদ্র বলের মদে সদা উন্মত্ত। তিনি যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি একাকীই এই তিন লোককেই সংহার করিতে পারেন, ইহাই আমার ধারণা ॥ ১৪

এইরূপ বীর সাত্যকিও যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ। অন্য সব যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত সদা যুদ্ধের জন্য কবচ বন্ধন করিয়া অবস্থান করেন ॥ ১৫

আমরা পূর্ব্বে যতিগণের সহিত বিরোধ করিয়াছি। সেই সব যতিদিগের সহিত দুর্ব্বাসা মুনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছেন ॥ ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা আমি আমার গৃহে ভোজন করিবার জন্য আগত এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়াছি। এরূপ অবস্থায় যেভাবে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, সেই উপায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করা উচিত। ইহার পর আমরা রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১৭;

হংস বলিলেন,—মন্দ বুদ্ধি, বৃদ্ধ ও সদা বলহীন ভীষ্ম আবার বীর কোথায়? সেই বৃদ্ধ কি আমাদের দুই জনের সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? ১৮;

ব্রহ্মন্! যুদ্ধে যাদবগণ আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে, তোমার এই কথাও বিচিত্র। সেই কৃষ্ণ ও মত্ত বলভদ্র এরূপ কি বীর যে, তাঁহারা আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন? বিপ্রবর! তুমি ইহাও স্থির জানিও যে, সাত্যকিও আমাদের দুইজনের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে না ॥ ১৯-২০

ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ ত' সদা আমাদের হিতৈষী বন্ধুই। বিপ্রবর! তুমি যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন কর এবং আমার আদেশে সত্বর তাঁহাকে এই কথা বল ॥ ২১

কেশব! তুমি যজ্ঞের জন্য বহু সুন্দর সামগ্রী এবং করস্বরূপে নিজের সমস্ত ধন প্রদান কর; সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে লবণ সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র আগমন কর। শ্রীকৃষ্ণ! তুমি এই কার্য্যে কোনরূপেই বিলম্ব করিও না ॥ ২২;

ব্রহ্মন্! তুমি শীঘ্রগতিতে গমন কর এবং যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে এই আমার কথা বল। বিপ্র! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার এই কথার কোনও উত্তর দিও না। তুমি আমার প্রিয় মিত্র এবং মিত্রভাবেই যাইয়া আমার এই কথা শ্রীকৃষ্ণকে বল। আমি বারংবার তোমাকে লক্ষ্য করিতেছি ॥ ২৩-২৪

রাজন্! জনমেজয়! হংসের এই কথার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণ জনার্দন মিত্রভাব ও স্নেহবশতঃ তাহাকে কোনও উত্তর দিলেন না ॥ ২৫

ধর্ম্মাত্মা জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইবার জন্য সদাই উদ্যত ছিলেন। 'আজ, কাল বা পরশ্ব দিবসে আমি অবশ্যই যাইব' এই কথা বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

দেবং দ্রষ্টুং জগদ্‌যোনিং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
এক এব চ ধর্ম্মাত্মা হয়মারুহ্য সত্বরম্ ॥ ১৭
প্রাতরেব জগামাশু দ্রষ্টুং দ্বারবতীং দ্বিজঃ।
হরিং কৃষ্ণং হৃষীকেশং মনসা সংস্মরন্ দ্বিজ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩

ধর্ম্মাত্মা জনার্দন শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী জগৎকারণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য একাকীই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত প্রাতঃকালেই দ্বারকার দিকে সত্বর গমন করিলেন। তাঁহার গমনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল—ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীহরিকে দর্শন করা। ব্রাহ্মণ জনার্দন মনে মনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৭-১৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[জনার্দনস্য ভগবদ্দর্শনবিষয়কোদগ্রাভিলাষবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রায়াদ্ধরিং বিষ্ণুং ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
হয়েনৈকেন রাজেন্দ্র ত্বরিতং স যযৌ নৃপ ॥ ১
যথা নিদাঘসময়ে সূর্য্যাংশুপরিপীড়িতঃ।
পান্থো যাতি জলং দৃষ্ট্বা ত্বরিতং তৎপিপাসয়া ॥ ২
ধাবত্যেব তথা বিপ্রো হরিং দ্রষ্টুং জনার্দ্দনঃ।
গচ্ছন্ স চিন্তয়ামাস চোদয়ন্ হয়মুত্তমম্ ॥ ৩
হংস এব প্রিয়ো মহ্যং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতং মম।
তথাহি প্রেষিতস্তেন হরিং পশ্যাম্যহং প্রভুম্ ॥ ৪
অহমেব সদা ধন্যো মত্তো হ্যন্যাধিকো ন হি।
যতো দ্রক্ষ্যাম্যহং বিষ্ণুং বসন্তং দ্বারকাপুরে ॥ ৫
সা হি মে জননী ধন্যা হরিং দৃষ্ট্বা পুনর্গতম্।
কৃতার্থং সর্ব্বদা দেবী দ্রক্ষ্যত্যেষা মনস্বিনী ॥ ৬
মুখমুন্নিদ্রহেমাব্জ-কিঞ্জল্কসদৃশপ্রভম্
দ্রক্ষ্যামি দেবদেবস্য চক্রিণঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ৭
বপুর্দ্রক্ষ্যামহং বিষ্ণোর্নীলোৎপলদলচ্ছবি।
শঙ্খচক্রগদা-শার্ঙ্গ-বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৮
নেত্রে তে দেববেদস্য পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভে।
পশ্যামাহমদীনাত্মা নষ্টদুঃখোঽস্মি নির্বৃতঃ ॥ ৯

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

[জনার্দনের ভগবদ্দর্শনবিষয়ক উদগ্র অভিলাষ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! নরনাথ! তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জনার্দন এক অশ্বে আরোহণ করত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরির নিকটে গমন করিলেন ॥ ১

যেরূপ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণসমূহে পীড়িত হইয়া কোনও পথিক কোথাও দূরস্থিত জল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সত্বর তাহার নিকট গমন করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ধাবিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের উত্তম অশ্বকে সঞ্চালনা করিতে করিতে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩

প্রকৃতপক্ষে হংসই আমার প্রিয় মিত্র। সে আমার প্রিয় ও হিতই করিবে; কারণ, সে আমাকে দ্বারকায় পাঠাইয়াছে, যেস্থানে আমি ভগবান্ পাপহারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পাইব ॥ ৪

আমিই সদা ধন্য, আমা অপেক্ষা অধিক ধন্য আর কেহই নাই; কারণ, আমি দ্বারকাপুরীতে নিবাসকারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিব ॥ ৫

আমার সেই মাতাও ধন্যা, যে মনস্বিনীদেবী ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া চিরকালের জন্য কৃতার্থ হইয়া আগত নিজের পুত্র আমাকে পুনরায় দর্শন করিবেন ॥ ৬

আমি শার্ঙ্গধনুর্ধারী দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখ দর্শন করিব, যাহা বিকসিত সুবর্ণ কমলের কেসরের ন্যায় সদা প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৭

আমি শ্রীকৃষ্ণের নীলকমলদলতুল্য কান্তিমান্ সেই শ্যামসুন্দর শরীরকে দর্শন করিব, যাহা শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু ও বনমালায় বিভূষিত রহিয়াছে ॥ ৮

আমি দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের সেই দুই নয়ন দর্শন করিব, যাহা বিকসিত কমলসদৃশ কান্তিমান্। সেই সময় আমার

অপি দ্রক্ষ্যতি যোগাত্মা সৌম্যেনৈব স্বচক্ষুষা।
অপি বা মৎপ্রিয়ং ব্রূয়াৎ স্বস্তি চেতি চ বা বদেৎ ॥ ১০
দ্রক্ষ্যামি চক্রিণো বর্ম্ম ততস্ত্রৈলোক্যসন্নিভম্।
পাদাব্জং চক্রিণো দ্রষ্টুং ত্বরতোব চ মে মনঃ ॥ ১১
বক্ষঃস্থলং সদা বিষ্ণোঃ স্ফুরদ্ রত্নপ্রভাযুতম্।
পশ্যন্নিব চ গচ্ছামি স্মরংশ্চানিশমীশ্বরম্ ॥ ১২
পীতকৌষেয়বসনং লম্বহারবিভূষিতম্
ঈষন্মিতাধরং বিষ্ণুং পশ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
স্মরতশ্চ হরে রূপং রোমহর্ষোঽয়মীদৃশঃ
গচ্ছতশ্চ পুরো ভাতি শঙ্খচক্রগদাসিমান্ ॥ ১৪
যাতীব চ পুরো ভাতি মহাং দেবো জগদ্গুরুঃ।
এষোঽয়মিতি মে বক্তুং জিহ্বা প্রস্ফুরতীব তম্ ॥ ১৫
ইদং দুঃখতরং মন্যে করং দেহীতি মদ্বচঃ
ইদং তৎসাহসং মন্যে তদ্বচস্তস্য ভূপতেঃ ॥ ১৬
হংসস্য করদো বিষ্ণুস্তদাজ্ঞাপরিচারকঃ।
তস্য সর্ব্বং পুরো গত্বা বক্তাহং কিল নির্দ্দয়ঃ ॥ ১৭
মূঢ়ানামগ্রণীরস্মি নির্লজ্জশ্চ তথা বদন্।
করং দেহি হরে বিষ্ণো হংসস্য যদুপুঙ্গব ॥ ১৮
লবণানি বহূন্যাশু দাতব্যানি করাত্মনা।
ইতি বক্তুং ন মে যুক্তং পুরতস্তস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১৯
তথাপি মিত্রভাবাত্তু বক্তব্যং ঘোরমীদৃশম্।
কষ্টো হ্যয়ং মিত্রভাবো মনুষ্যাণাং কৃতাত্মনাম্ ॥ ২০
অথবা সর্ব্ববিদ্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
জানাত্যেব সদা ভাবং প্রাণিনাং শোভনে রতঃ ॥ ২১
তথা সতি ন মে দোষো মিত্রভাবো যতো হ্যয়ম্।
সর্ব্বথা রক্ষতাং বিষ্ণুর্গোরং বক্তুং যতস্য মে ॥ ২২

হৃদয়ের সমস্ত দৈন্য দূর হইয়া যাইবে, দুঃখ নষ্ট হইবে এবং আমি পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইব। ৯

যোগাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি নিজের সৌম্য দৃষ্টির দ্বারা আমাকে দেখিবেন, অথবা আমার প্রিয়কর কথা বলিবেন কিংবা 'তোমার কল্যাণ হউক' এইরূপ বাণী প্রয়োগ করিবেন? ১০

সেস্থানে যাইয়া আমি চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বিগ্রহ দর্শন করিব, যিনি তিন লোককে নিজের মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখায় ত্রিলোকীরই সমান। আমার মন চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ১১

আমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণির প্রভায় উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল যেন দর্শন করিতে করিতে এবং সেই পরমেশ্বরকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে যাইতেছি। ১২

যিনি রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, লম্বা বনমালায় বিভূষিত আছেন এবং যাঁহার অধর সুমধুর ঈষৎ হাসিতে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আজ বারংবার দর্শন করিব। ১৩

শ্রীহরির সেই রূপ স্মরণ হইতে থাকায় আমার এখন এরূপ রোমাঞ্চ হইতেছে। গমন করিবার সময় আমার সম্মুখে যেন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। ১৪

দেব জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। আমার জিহ্বা বারংবার তাঁহার কথা বলিবার জন্য উদ্যত হইতেছে যে, এই সেই ভগবান্। ১৫

আমি যে তাঁহার সম্মুখে এই কথা বলিবার জন্য যাইতেছি—'আমাকে কর দান করুন', নিজের এই কথাকে আমি অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়াই মনে করিতেছি এবং আমি ইহাকে রাজা হংসের অতিশয় দুঃসাহসপূর্ণ বাক্য বলিয়াও মনে করিতেছি। ১৬

ভগবান্ বিষ্ণু হংসকে কর দান করুন, তাঁহার আজ্ঞা পালন ও সেবা করুন, এইসব কথা আমাকে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিতে হইবে। নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত নির্দয়। ১৭

'হরে! বিষ্ণো! যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি হংসকে কর দান করুন' এরূপ কথা বলিয়া আমি মূর্খগণের মধ্যে অগ্রণী ও নির্লজ্জ প্রতিপন্ন হইব। ১৮

'আপনাকে করস্বরূপে বহু পরিমাণে লবণ দিতে হইবে' শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এরূপ কথা বলা আমার কদাপি উচিত হইবে না। ১৯

তথাপি মিত্রতাবশতঃ এরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য আমাকে বলিতে হইবে। পবিত্রাত্মা পুরুষগণের পক্ষে এই মিত্রতাও কষ্টপ্রদই হইয়া থাকে। ২০

অথবা ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ—সব কিছুই জানেন। তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিত ভাবকেও সদা জানেন এবং প্রাণিগণের কল্যাণে সদা নিরত আছেন। ২১

এরূপ অবস্থায় আমার কোনও দোষ নাই; কারণ, এই মিত্রতাই আমাকে এরূপ কার্য্য করাইতেছে। আমি যে ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। ২২

দ্রক্ষ্যামাহং জগন্নাথং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
কম্বুশ্রীবাধরং বিষ্ণুং শ্রীবৎসাচ্ছাদিতোরসম্ ॥ ২৩
স্ফুরৎপদ্মমহাবাহুং রত্নচ্ছায়াবিরাজিতম্।
দ্রক্ষ্যামি কেশবং বিষ্ণুং চক্রিণং যাদবেশ্বরম্ ॥ ২৪
অচিন্ত্যবিভবং দেবং ভূতভব্যভবৎপ্রভুম্।
আত্মেচ্ছয়া জগদ্ রক্ষং দ্রক্ষ্যামি জলশায়িনম্ ॥ ২৫
কৃতার্থঃ সর্ব্বথা চাহং ভবামি বিগতজ্বরঃ
অদ্য মে সফলং জন্ম সাক্ষাদ্ দৃষ্টবতো হরিম্ ॥ ২৬
অদ্য মে সফলা যজ্ঞাঃ সাক্ষাৎকৃতবতো হরিম্।
নেত্রে মে সফলে বিষ্ণুং পশ্যতশ্চ জগন্ময়ম্ ॥ ২৭
প্রীতিমানস্তু মে বিষ্ণুর্বক্তুর্ঘোরস্য কর্ম্মণঃ
উন্মিষন্নেত্রযুগ্মেন দ্রক্ষ্যামি সকলেশ্বরম্ ॥ ২৮
আমূলমসকৃদ্ বিষ্ণুং পশ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।
পিবামি নেত্রযুগ্মেন বপুঃ কৃষ্ণস্য কেবলম্ ॥ ২৯
ধারয়িষ্যাম্যহং পাংশুং তৎপাদপ্রভবং শিবম্।
ততঃ কৃতার্থতাং যাস্যে স্বর্গমার্গো হি তদ্ ব্রজঃ ॥ ৩০
মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং শ্রোষ্যামি চ হরেঃ স্বয়ম্।
পাদাব্জং চক্রিণো বিষ্ণোঃ পশ্যামি চ জগৎপতেঃ ॥ ৩১
পশ্যামি চ হরের্বক্ত্রং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্।
হরেরিদং জগদ্ রূপং পশ্যামীব চ সর্ব্বতঃ ॥ ৩১
প্রসীদতু সদা বিষ্ণুরযুক্তং বক্তুমিচ্ছতঃ।
আলোলকুণ্ডলযুতং হরিচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ৩৩
স্ফুরৎকেয়ূররত্নার্চ্চির্বাহুবয়বিরাজিতম্
সব্যে সোতমহাশঙ্খং রশ্মিজালবিরাজিতম্ ॥ ৩৪
প্রোদ্যদ্ভাস্করবর্ণাভং চক্রজ্বালাবিরাজিতম্।
প্রোজ্জ্বলৎকঙ্কণযুতং তপ্তজাম্বুনদাঙ্গদম্ ॥ ৩৫
পীতকৌষেয়বসনং বিস্তীর্ণোরস্কমচ্যুতম্
কদা দ্রক্ষ্যামি দেবেশমিদানীমথবাস্যদা ॥ ৩৬

যিনি সম্পূর্ণ জগতের স্বামী ও রক্ষক, যাঁহার মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি শোভা পাইতেছে, যিনি শঙ্খতুল্য গ্রীবা ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি দর্শন করিব ॥ ২৩

যাঁহার বিশাল বাহুদ্বয় পদ্মরাগ মণির আভরণসমূহে শোভা পাইতেছে এবং যিনি কৌস্তুভাদি রত্নসমূহের কান্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী চক্রধারী যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিব ॥ ২৪

যাঁহার বৈভব অচিন্ত্য, যিনি ভূত (অতীত), ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের স্বামী, যিনি নিজের ইচ্ছায় জগতের রক্ষায় তৎপর আছেন, সেই একার্ণবের জলে শয়নকারী শ্রীনারায়ণকে আমি দর্শন করিব ॥ ২৫

তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বথা কৃতার্থ হইয়া যাইব। আমার সমস্ত চিন্তা ও ব্যাধিসমূহ দূর হইয়া যাইবে। আজ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে পর আমার জন্ম সফল হইয়া যাইবে ॥ ২৬

আজ শ্রীহরিকে সাক্ষাৎকার করিলে পর আমার সমস্ত যজ্ঞই সফল হইবে। জগন্ময় শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলে পর আমার দুই চক্ষুও সফল হইবে ॥ ২৭

আমি ভয়ঙ্কর কর্ম্মের প্রস্তাবকারী। সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু আমার উপর যেন প্রসন্ন থাকেন। আমি কি আজ নিজের দুই উন্মুক্ত চক্ষুর দ্বারা একবার সেই জগদীশ্বরকে দর্শন করিতে পাইব? ২৮

আমি নিম্নভাগ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত বারংবার ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিব, আমি দুই নয়নে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরীরের রূপমাধুরী পান করিব ॥ ২৯

তদনন্তর তাঁহার চরণ হইতে উৎপন্ন কল্যাণকর ধূলিকে আমি নিজ মস্তকে ধারণ করিব। এরূপ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব; কারণ, তাঁহার চরণরজ স্বর্গের সোপান ॥ ৩০

আমি শ্রীহরির মেঘের গম্ভীর গর্জনতুল্য স্বর কর্ণে শ্রবণ করিব এবং চক্রধারী জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দ দর্শন করিব ॥ ৩১

আমি শ্রীহরির পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখ অবলোকন করিব। এই সম্পূর্ণ জগৎ শ্রীহরিরই রূপ, এইরূপেই আমি যেন এখন সর্ব্বদিকেই দর্শন করিতেছি ॥ ৩২

অনুচিত বাক্য বলিতে ইচ্ছুক সেবক আমার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা প্রসন্ন হউন। যাঁহার কর্ণদ্বয়ে আন্দোলিত কুণ্ডলদ্বয় দেদীপ্যমান আছে, যিনি হরিচন্দনে চর্চ্চিত, প্রদীপ্ত কেয়ূরদ্বয়ে স্থাপিত রত্নসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত দুই বাহুর দ্বারা যাঁহার বিশেষ শোভা হইতেছে, যাঁহার বাম হস্তে বিশাল পাঞ্চজন্য শঙ্খ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যিনি স্বীয় কিরণজালে প্রকাশিত হইতেছেন, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার স্বর্ণবর্ণ কান্তি শোভা পাইতেছে, যিনি সুদর্শনচক্রের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছেন, যাঁহার হস্তদ্বয়ে দেদীপ্যমান কঙ্কণ এবং তপ্ত সুবর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদ শোভা পাইতেছে, যিনি রেশমী পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া

সর্ব্বথা কৃতকৃত্যোঽহং যদ্ বপুর্দ্রষ্টুমুদ্যতঃ
নমো মহ্যং নমো মহ্যং যতো দ্রষ্টুমহং হরিম্ ॥ ৩৭
উদ্যতোঽস্মি জগন্নাথং বলভদ্রকৃতাস্পদম্ ।
দ্রক্ষ্যামাবশ্যমদ্যৈব শ্রিষ্ণুং বিষ্ণুং জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৩৮
শ্রীকৌস্তুভোদ্ভবরুচিঃ স্ফুরিতোরুবক্ষঃ
পীতাম্বরং মকরকুণ্ডলপঙ্কজাক্ষম্ ।
কৃষ্ণং কিরীটবরচক্রগদোর্দ্ধ্বহস্তং
তেজোময়ং মম হরের্বপুরস্তু ভূত্যৈ ॥৩৯
বেদোদধৌ বিশদশাস্ত্রমহাহিযোগে
নিষ্কাষিতশুদ্ধমতিমন্দরমথ্যমানে
উদ্যোতমানমমরৈরনিশং নিষেব্যং
নারায়ণাখ্যমমৃতং প্রপিবামি বাস্তু ॥ ৪০
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিরমেয়মনাদ্যনন্তং
স্থূলং সুসূক্ষ্মতরমেকমনেকমাদ্যম্ ।
জ্যোতিস্ত্রিলোকজনকং ত্রিদশৈকবন্দ্য-
মচ্যুতাখ্যমাস্তু সততং হৃদয়েঽচ্যুতাখ্যম্ ॥৪১
চিন্তয়ন্নিতি বিপ্রেন্দ্রো যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্ ।
মত্বা কৃতার্থমাত্মানং বাহয়ন্ হয়মুত্তমম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে বিপ্রস্য দ্বারবতীগমনে
চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

রহিয়াছেন এবং বক্ষঃস্থল বিশাল, সেই দেবেশ্বর অচ্যুতকে আমি এই সময় অথবা অন্য কোন সময়ে কখন দর্শন করিব ? ৩৫-৩৬

আমি সর্ব্বথা কৃতকৃত্য হইয়াছি ; কারণ, আজ আমি শ্রীহরির সাক্ষাৎ শরীরকে দর্শন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। যেহেতু আমি শ্রীহরিকে দর্শন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, (অথবা যাইতেছি) সেইহেতু আমাকে নমস্কার ! আমাকে নমস্কার ॥ ৩৭

শেষরূপ বলভদ্রের উপর শয়নকারী জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আজ আমি উদ্যত হইয়াছি। সেই বিজয়শীল সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্য আজই আমি দর্শন করিব ॥ ৩৮

যিনি কৌস্তুভমণির প্রভায় প্রকাশিত, যাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণি ও শ্রীবৎসের শোভায় প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যিনি পীত বস্ত্র ধারণ করেন, যিনি মকরাকার কুণ্ডল ও কমলতুল্য নেত্রে সুশোভিত, যাঁহার মস্তকে কিরীট ও উপরে উত্তোলিত হস্তে চক্র এবং গদা বিরাজমান আছে, শ্রীহরির এই শ্যামবর্ণময় তেজস্বী বিগ্রহ আমার কল্যাণকারী হউন ॥ ৩৯

বিশদ শাস্ত্ররূপী মহাসর্পের (বাসুকির) সংযোগে নিষ্কাষিত (প্রখর) শুদ্ধবুদ্ধিরূপী মন্দরাচলের দ্বারা মথিত হইতে থাকিলে বেদরূপী সমুদ্র হইতে যাঁহার উদ্ভব হইয়াছে এবং অমরগণ নিরন্তর যাঁহার সেবা করেন, সেই নারায়ণনামক অমৃতকে আজ আমি নয়নের দ্বারা বিশেষভাবে পান করিব ॥ ৪০

যিনি মুমুক্ষুগণের দ্বারা নিরন্তর ধ্যান করিবার যোগ্য, অপ্রমেয়, অনাদি, অনন্ত, স্থূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এক, অনেক, আদ্য, ত্রিভুবনের জনক এবং দেবগণের একমাত্র বন্দনীয়, সেই অচ্যুত-নামক তেজ সদা আমার দুই নয়নের সম্মুখে ও হৃদয়ে প্রকাশিত হউন ॥ ৪১

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রবর জনার্দন নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া সেই উত্তম অশ্বকে সঞ্চালনা করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ জনার্দনের দ্বারকাগমনবিষয়ক চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সুধর্ম্মা-সভাং গত্বা ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণমবলোক্য সন্তুষ্টেন জনার্দনেন তদাদেশেন শ্রীভগবতঃ স্তুতিপূর্ব্বকং হংস-ডিম্ভকয়োঃ সংবাদকথনম্, তদ্ আকর্ণ্য যাদবানামুপহাসশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স নিবেদিতসর্ব্বস্বো দ্বাঃস্থেন হি জনার্দ্দনঃ।
অথ প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা সুধর্ম্মাং বৈ দ্বিজোত্তমঃ॥ ১
অপশ্যদ্দেবদেবেশং সুধর্ম্মাকৃতিসংস্থিতম্।
বলভদ্রেণ সংযুক্তমধ্যাসিতমহাসনম্॥ ২
অগ্রতঃ স্থিতশৈনেয়ং পার্শ্বতঃ স্থিতনারদম্।
দুর্ব্বাসসা কৃতকথমুগ্রসেনপুরস্কৃতম্॥ ৩
গায়দ্‌গন্ধর্ব্বমুখ্যৈশ্চ নৃত্যদপ্সরসাং গণৈঃ
সেব্যমানং মহারাজ সূত-মাগধবন্দিভিঃ॥ ৪
উদ্গায়মানযশসং মাধবং মধুসূদনম্
উদ্গীয়মানং বিপ্রেন্দ্র সামভিঃ সামগৈর্হরিম্॥ ৫
দৃষ্ট্বা প্রীতমনা বিষ্ণুং প্রোদ্ভূতপুলকচ্ছবিঃ
নাম্না জনার্দ্দনোঽস্মীতি ননাম চরণৌ হরেঃ।
বলভদ্রং ততো দেবং ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ॥ ৬
দূতোঽস্মি দেবদেবেশ হংসস্য ডিম্ভকস্য চ।
ইতি ব্রুবাণং বিপেন্দ্রমিদমাহ স মাধবঃ॥ ৭
আস্যতেদং বিষ্টরং পূর্ব্বং পশ্চাদ্ ব্রূহি প্রয়োজনম্।
তথেতি চাব্রবীদ্ বিপ্রো মহদাসনমাস্থিতঃ॥ ৮
বাচা সম্পূজ্য বিপ্রেন্দ্রমপৃচ্ছৎ কুশলং হরিঃ।
ব্রহ্মদত্তস্য রাজেন্দ্র হংসস্য ডিম্ভকস্য চ॥ ৯
শ্রুতং চাপি তয়োর্বীর্য্যং প্রয়োজনমতো দ্বিজ।
অপি বা কুশলং বিপ্র পিতুস্তব জনার্দ্দন॥ ১০

জনার্দ্দন উবাচ।

কুশলং ব্রহ্মদত্তস্য পিতুশ্চ মম কেশব।
তয়োরেব জগন্নাথ হংসস্য ডিম্ভকস্য চ॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ।

কিমাহতুর্মহীপালৌ তৌ হংস-ডিম্ভকৌ নৃপৌ।
ব্রূহি সর্ব্বমশেষেণ নাত্র শঙ্কা দ্বিজোত্তম॥ ১২

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

[সুধর্মা-সভায় যাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট জনার্দনকর্ত্তৃক তাঁহার আদেশে শ্রীভগবানের স্তুতিপূর্ব্বক হংস ও ডিম্ভকের সংবাদ কথন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া যাদবগণের উপহাস।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা জনার্দন দ্বারপালের সহায়তায় সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করত উত্তম ধর্ম্মময় স্বরূপে বিরাজমান এবং বলভদ্রের সহিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন॥ ১-২

তাঁহার সম্মুখে সাত্যকি দণ্ডায়মান ছিলেন এবং পার্শ্বভাগে নারদ বিরাজমান ছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসামুনির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। রাজা উগ্রসেন তাঁহার সম্মুখে ছিলেন॥৩

মহারাজ! গান করিতে করিতে মুখ্য মুখ্য গন্ধর্ব্বগণ, নৃত্যপরায়ণা অপ্সরাগণ এবং সূত, মগধ ও বন্দীজনগণ যোগ্যতানুসারে তাঁহার সেবা করিতেছিলেন॥ ৪

সেস্থানে মাধব মধুসূদনের যশ উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইতেছিল এবং সামগানকারী ব্রাহ্মণগণও সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা শ্রীহরির গুণগান করিতেছিলেন॥ ৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া জনার্দনের মন প্রসন্ন হইয়া যাইল। তাঁহার প্রতি অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। 'আমার নাম জনার্দন' এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীহরির চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পর ব্রাহ্মণ জনার্দন ভগবান্ বলভদ্রকে মস্তক নত করিয়া বন্দনা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—দেবদেবেশ্বর! আমি হংস ও ডিম্ভকের দূত॥ ৬½

এই বাক্যভাষী বিপ্রবর জনার্দনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! প্রথমে আপনি এই আসনে উপবেশন করুন, তাহার পর নিজের আগমনের প্রয়োজন বলুন। তখন ব্রাহ্মণ 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন এবং তিনি এক উত্তম আসনে উপবিষ্ট হইলেন॥ ৭-৮

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের দ্বারা বিপ্রবর জনার্দনকে যাগত সৎকার করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত, হংস ও ডিম্ভকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৯

তিনি বলিলেন—বিপ্র জনার্দন! আমি হংস ও ডিম্ভকের পরাক্রম এবং প্রয়োজন পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তোমার পিতৃদেব কুশলে আছেন ত'? ১০

জনার্দন বলিলেন,—কেশব! রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমার পিতা কুশলে আছেন। জগন্নাথ! দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভকও কুশলে আছেন॥ ১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা হংস ও ডিম্ভক

বাচ্যং বাপ্যথবাবাচ্যং কর্ত্তব্যমথ চেতরৎ
শ্রুত্বা তস্য বিধাস্যামো যুক্তরূপং দ্বিজোত্তম ॥ ১৩
দূতোঽসি সর্ব্বথা বিপ্র ন বাচ্যাবাচ্যকল্পনা।
যৎকর্ম্মকারনির্দ্দিষ্টং তদ্ বাচ্যং দূতজন্মনা ॥ ১৪
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা বক্তব্যস্যেতরস্য চ।
অতো বদ যথা প্রোক্তং তাভ্যামিহ জনার্দ্দন ॥ ১৫
কেশবেনৈবমুক্তস্তু প্রোবাচ স জনার্দ্দনঃ।
অজ্ঞানন্নিব কিং ব্রূষে সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥ ১৬
ন চাস্তি তে পরোক্ষং তু জগদ্ বৃত্তান্তমচ্যুত।
সর্ব্বং হি মনসা পশ্যন্ কিং ত্বমাথ বদেতি মাম্ ॥ ১৭
বিদ্বন্তির্গীয়সে বিষ্ণো ত্বমেব জগতীপতে।
ইচ্ছয়া সর্ব্বমাপ্নোষি দৃষ্টাদৃষ্টবিবেচনম্ ॥ ১৮
ত্বমেবেদং জগৎ সর্ব্বং জগচ্চ ত্বয়ি তিষ্ঠতি।
ন ত্বয়া রহিতো হ্যেকঃ পদার্থঃ সচরাচরঃ ॥ ১৯

নাস্তি কিঞ্চিদবেদ্যং তে সর্ব্বগোঽসি জগৎপতে
ত্বমিন্দ্রঃ সর্ব্বভূতানাং রুদ্রঃ সংহারকর্ম্মকৃৎ ॥ ২০
রক্ষিতাসি সদা বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকস্য মাধব।
সংসারস্য ভবান্ স্রষ্টা কিং ত্বমাথ বদেতি মাম্ ॥ ২১
বিদ্বদ্ভির্গীয়সে নিত্যং জ্ঞানাত্মেতি চ মাধব
প্রাণং প্রাণবিদঃ প্রাহুস্ত্বামেব পুরুষোত্তম ॥ ২২
শব্দং শব্দবিদঃ প্রাহুস্ত্বামেব পুরুষোত্তম।
তথা সতি হৃষীকেশ কিং ত্বমাথ বদেতি মাম্ ॥ ২৩
তথাপি শৃণু দেবেশ চোদিতোঽস্মি যতস্ত্বয়া।
বদেত্যসকৃদেবৈতত্তস্মাদ্ বক্ষ্যামি মাধব ॥ ২৪
রাজসূয়েন যজ্ঞেন ব্রহ্মদত্তোঽদ্য যক্ষ্যতে।
তদর্থং প্রেষিতস্তাভ্যাং হংসেন ডিম্ভকেন চ ॥ ২৫
করার্থং যদুমুখ্যেভ্যস্তব চামন্ত্রণায় হি।
লবণং বহু দেয়ং তে যজ্ঞার্থং তস্য কেশব ॥ ২৬

কি সংবাদ দিয়াছে? আপনি সমস্ত কথাই সবিস্তরে বলুন। ইহার জন্য আপনি কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। ১২

বিপ্রবর! তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা বলিবার যোগ্য হউক বা না হউক, করিবার যোগ্য হউক বা না হউক, সেই সব পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া আমরা তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিব ।১৩

ব্রহ্মন্! আপনি দূত। আপনার পক্ষে বাচ্য এবং অবাচ্য-বিষয়ে বিচার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মকর্ত্তা যাহা কিছু বলিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, দূতের তৎসমস্তই সেইভাবে বলা উচিত ।১৪

জনার্দন! আপনার বাচ্য ও অবাচ্যবিষয়ে কোনও শঙ্কা করিবার কিছুই নাই। অতএব হংস ও ডিম্ভক যেরূপ বলিয়াছে, সেইরূপেই আপনি এস্থানে আমাকে বলুন ॥ ১৫

ভগবান্ কেশব এই কথা বলিলে পর জনার্দন বলিলেন, —ভগবন্! আপনি না জানার ন্যায় কথা বলিতেছেন কেন? আপনি ত' সব কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ॥ ১৬

অচ্যুত! জগতের কোন বৃত্তান্তই আপনার চক্ষুর অগোচরে নাই। আপনি নিজের মনে সব কিছু দেখিয়াও আমাকে কেন বলিতেছেন যে, তুমি বল ॥ ১৭

জগৎপতে! বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই বিষ্ণু বলেন। আপনি ইচ্ছা করিলেই দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুর পূর্ণ বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮

আপনিই এই সম্পূর্ণ জগৎ, আপনাতেই এই জগতের স্থিতি আছে। চর ও অচর পদার্থের মধ্যে এরূপ একটিও কিছু নাই, যাহা আপনার দ্বারা রহিত ॥ ১৯

জগদীশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, আপনার কিছুই অজ্ঞেয় নাই। আপনি সমস্ত ভূতগণের ইন্দ্র এবং আপনিই সংহার-কর্ম্মকারী রুদ্র ।২০

মাধব! সদা সম্পূর্ণ লোকের রক্ষাকারী বিষ্ণু আপনিই। আপনিই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। তবে আপনি কেন বলিতেছেন যে, তুমি বল ।২১

মাধব! বিদ্বান্ পুরুষগণ সদা আপনাকেই 'জ্ঞানাত্মা' বলিয়া থাকেন। পুরুষোত্তম! প্রাণবিদ্‌গণ আপনাকেই প্রাণ বলিয়া অভিহিত করেন ।২২

শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বৈয়াকরণগণ আপনাকেই শব্দ বলেন। হৃষীকেশ! এরূপ অবস্থায় আপনি কেন বলিতেছেন যে, তুমি আমাকে রাজার সংবাদ বল ।২৩

দেবেশ্বর মাধব! তথাপি শ্রবণ করুন। যেহেতু আপনি আমাকে বারংবার বলিবার জন্য প্রেরিত করিতেছেন, সেইজন্য আমি আপনাকে সব কথাই বলিব ॥ ২৪

ভগবন্! রাজা ব্রহ্মদত্ত এখন রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন। সেইজন্য হংস ও ডিম্ভক আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে ॥ ২৫

তাহারা মুখ্য মুখ্য যাদবগণের নিকট হইতে করগ্রহণের জন্য এবং আপনাকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে এস্থানে প্রেরণ

ইত্যর্থং প্রেষিতস্তাভ্যাং করং দেহি তদাজ্ঞয়া।
ইদং ত্বমপরং তাভ্যামুক্তং শৃণু জগৎপতে ॥ ২৭
লবণানি বহূন্যাশু প্রগৃহ্য ত্বরিতং ভবান্।
আগচ্ছতু তয়ো রাজ্ঞোঃ সেয়ং কেশব বাগ্ বিভো ॥২৮
ইত্যুক্তবতি বিপ্রেন্দ্রে দূতে তত্র তয়োর্নৃপ।
প্রহস্য সুচিরং কৃষ্ণো বভাষে দূতমীশ্বরঃ ॥ ২৯
শৃণু দূত বচো মহ্যং যুক্তমুক্তং দ্বিজোত্তম।
করং দদামি তাভ্যাং তু করদোঽস্মি যতো নৃপঃ ॥ ৩০
ধাষ্ট্যমেতত্তয়োর্বিপ্র মত্তো যস্ত করগ্রহঃ।
অহো ধাষ্ট্যমহো ধাষ্ট্যং তয়োঃ ক্ষত্রিয়বীজয়োঃ ॥ ৩১
ইদমশ্রুতপূর্ব্বং মে মত্তো যস্ত করগ্রহঃ।
ইত্যুক্ত্বা কেশবো দূতমিদমাহ স্ম যাদবান্ ॥ ৩২
হাস্যমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠা মত্তো যস্ত করগ্রহঃ।
যষ্টাসৌ রাজসূয়স্য ব্রহ্মদত্তো মহীপতিঃ ॥ ৩৩

তৌ তু যাজয়িতারৌ হি হংসো ডিম্ভক এব চ।
বোঢ়া কিল যদুশ্রেষ্ঠো লক্ষণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩৪
করদো বাসুদেবো হি জিতোঽস্মি যদুসত্তমাঃ।
হাস্যং হাস্যমিদং ভূয়ঃ শৃণুধ্বং যাদবা বচঃ ॥ ৩৫
ইত্যুক্তবতি দেবেশে বলভদ্রপুরোগমাঃ।
যাদবাঃ সর্ব্ব এবৈতে হাসায় সমবস্থিতাঃ ॥ ৩৬
করদঃ কৃষ্ণ ইত্যেবং ক্রবন্তঃ সর্ব্বসাত্বতাঃ।
হাসং মুমুচুরত্যর্থং তলং দত্ত্বা পরস্পরম্ ॥ ৩৭
তলশব্দো হাসশব্দো রোদসী পর্য্যপূরয়ৎ।
স চ বিপ্রো নৃপশ্রেষ্ঠ নিন্দয়ন্ মিত্রমাত্মনঃ ॥ ৩৮
অহো কষ্টমহো কষ্টং দৌত্যং যৎ কৃতবানহম্।
ইতি লজ্জাসমাবিষ্টস্তূষ্ণীমাসীদবাঙ্মুখঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বাসুদেববাক্যং নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

করিয়াছে। কেশব! আপনাকে তাঁহার যজ্ঞের জন্য প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৬

জগৎপতে! তাহারা উভয়ে এইজন্যই আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছে যে, আপনি তাহাদের আজ্ঞায় তাহাদিগকে কর দান করুন। তাহারা দুইজনে আরও যে কথা বলিয়াছে, তাহাও শ্রবণ করুন ॥ ২৭

আপনি সত্বর বহু পরিমাণ লবণ লইয়া আমার রাজ্যে আসুন। প্রভো! কেশব! ইহাই সেই দুই রাজার আপনার নিকট প্রেরিত সংবাদ ॥ ২৮

নৃপ জনমেজয়! সেই হংস ও ডিম্ভকের দূত বিপ্রবর জনার্দন যখন এই কথা বলিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া সেই দূতকে বলিলেন ॥২৯

দূত! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার এই যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ কর। আমি সেই দুই জনকে করদান করিব; কারণ, আমি তাহাদিগকে করদানকারী নরপতি ॥ ৩০

বিপ্রবর! আমার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার জন্য যে সঙ্কল্প, ইহা সেই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভকের পক্ষে অত্যন্ত ধৃষ্টতার কথা। অহো! ক্ষত্রিয়ের বীজ হইতে উৎপন্ন এই দুই জনের ইহা কিরূপ অদ্ভুত ধৃষ্টতা! অদ্ভুত ধৃষ্টতা ॥ ৩১

আমার নিকট হইতে কেহ কর গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ কথা কখা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। দূতকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ কেশব যাদবগণকে বলিলেন ॥ ৩২

যদুবীরগণ! আমার নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা কিরূপ উপহাসকর কথা। রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন এবং তাঁহার এই যজ্ঞ করাইবে তাঁহারই দুই পুত্র হংস ও ডিম্ভক। আর যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুরাত্মার নিকট লবণ বহন করিয়া লইয়া যাইবেন ॥ ৩৩-৩৪

যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণ! বাসুদেব আমাকে তাহারা করদাতা বলিয়াছে, যেন আমাকে তাহারা পরাজিত করিয়াছে। যাদবগণ! ইহা কিরূপ উপহাসের কথা। তোমরা ইহা পুনরায় শ্রবণ কর ॥ ৩৫

দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর বলভদ্রাদি সমস্ত যাদবগণ হংস-ডিম্ভকের এই কথাকে হাস্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩৬

'শ্রীকৃষ্ণ করদাতা' এরূপ বলিতে বলিতে সমস্ত যাদবগণ পরস্পর করতল বাদ্য করিয়া অথবা হস্ত ধারণ করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

করতল বাদ্যধ্বনি ও হাস্যের গম্ভীর ধ্বনি পৃথিবী এবং আকাশকেও পূর্ণ করিয়া দিল। নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ জনার্দন নিজের মিত্র হংসের নিন্দা করিতে করিতে মনে মনেই বলিতে লাগিলেন—অহো! আমি যে দূত কার্য্য করিয়াছি, তাহা অতিশয় কষ্টের কথা! কষ্টের কথা ॥ এই কথা বলিয়া লজ্জিত হইয়া তিনি মুখ অধোগামী করত নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥৩৮-৩৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সংবাদং গৃহীত্বা জনার্দনস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হাসং কুর্ব্বৎসু তেষ্বেবং কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
উবাচ বচনং দূতং গচ্ছ মদ্বচনাদ্ দ্বিজ ॥ ১
তাবিত্থং হংস-ডিম্ভকৌ ব্রূহি ত্বরিতবিক্রমঃ।
বাণৈর্দাস্যামি নিশিতৈঃ শার্ঙ্গমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২
অসিনা বাথ দাস্যামি নিশিতেন মহাত্মনোঃ।
শিরো বা ছেৎস্যতে চক্রং মৎকরপ্রহিতং বলিম্ ॥ ৩
যো বরং দত্তবান্ রুদ্রো যুবয়োর্ধার্ষ্ট্যকারণম্।
স এব রক্ষিতা বাং স্যাৎ তং জিত্বা বাং নিহন্ম্যহম্ ॥ ৪
দেশোঽয়ং সংবিধাতব্যো যত্র নঃ সঙ্গতির্ভবেৎ
তত্র গন্তা তথা চাস্মি সবলঃ সহবাহনঃ ॥ ৫
ভবন্তৌ নির্ভয়ৌ ভূত্বা গচ্ছেতাং সবলৌ নৃপৌ
পুষ্করে বা প্রয়াগে বা মথুরায়ামথাপি বা ॥ ৬
তত্রাহং সবলো যাতা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অথবা মিত্রভাবাচ্চ বক্তুমেবং ন তে ক্ষমম্ ॥ ৭
ন শক্যং যত্ত্বয়া বক্তুং তচ্চ বক্ষ্যতি সাত্যকিঃ।
ত্বয়া সহ ততো গত্বা সাক্ষিভূতো ভব দ্বিজ ॥ ৮
ইদঞ্চ জানে বিপ্রেন্দ্র স্নেহো মম সদা ত্বয়ি
তেন ত্বং বিজয়ী ভূত্বা সংসারে দুঃখসঙ্কুলে।
মৎকথাপরমো নিত্যং সদা ভব জনার্দ্দন ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া জনার্দনের প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন যাদবগণ এইরূপে উপহাস করিতেছিলেন, সেই সময় কেশিহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূতকে এই কথা বলিলেন ব্রহ্মন্! আপনি আমার সংবাদ লইয়া গমন করুন ॥ ১

শীঘ্র গতিতে যেস্থানে যাইয়া সেই হংস ও ডিম্ভককে এইরূপ বলিবেন—আমি শার্ঙ্গধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত ও শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাদের দুইজনকে কর দান করিব ॥ ২

অথবা সেই দুই মহাত্মা রাজাকে নিজের তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা কর প্রদান করিব। কিংবা আমার হস্ত কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্র তাহাদের মস্তক ছেদন করিবে এবং তাহাই করস্বরূপে সমর্পণ করিব ॥ ৩

ভগবান্ রুদ্র তোমাদের দুইজনকে যে বর দান করিয়াছেন, তাহাই তোমাদের উভয়ের ধৃষ্টতার কারণ হইয়াছে। যদি সেই রুদ্রদেবই তোমাদের দুইজনকে রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তোমাদের দুইজনকে বধ করিব ॥ ৪

তোমরা এরূপ কোনও স্থান নিশ্চিত কর, যেস্থানে আমাদের সমাগম হইবে। আমি সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত উপস্থিত হইব ॥ ৫

নৃপদ্বয়! তোমরা দুইজনে নির্ভয় হইয়া সৈন্যসহ সেস্থানে আসিবে। পুষ্করে বা প্রয়াগে কিংবা মথুরায় যেস্থানে তোমাদের ইচ্ছা হইবে, সেস্থানেই আমি সৈন্যসহ গমন করিব, ইহাতে কোনও অন্যথা বিচার করিবে না ॥ ৬

অথবা মিত্রতার জন্য আপনার এরূপ কথা উচিত হইবে না। আপনি যে কথা বলিতে পারিবেন না, তাহা আপনার সহিত যাইয়া এই সাত্যকিই বলিবে। ব্রহ্মন্! আপনি কেবল সাক্ষী হইয়াই থাকিবেন ॥ ৭-৮

বিপ্রেন্দ্র! আমি ইহাও জানি যে, আমার উপর আপনার সদা স্নেহ রহিয়াছে। জনার্দন! অতএব আপনি দুঃখসমূহে পরিপূর্ণ এই সংসারে বিজয়ী হইয়া সদা নিত্য-নিরন্তর আমার কথায় নিরত থাকুন অর্থাৎ সর্ব্বদা আমার লীলাকথা বর্ণনা ও চিন্তা করিতে থাকুন ॥ ৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানবিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সাত্যকিনা সহ জনার্দনস্য শাল্বনগরে গমনম্, হংসেন সহ মিলনম্, হংসস্য জনার্দনসমীপে কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে জিজ্ঞাসা চ ।]

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং কৃষ্ণঃ সাত্যকিং পুনরাহ সঃ
গত্বা শৈনেয় বিপ্রেণ ব্রূহি মদ্বচনাৎ তয়োঃ ॥ ১
যন্ময়োক্তমশেষেণ বদ গত্বা তয়োঃ পুরঃ ।
যথা নঃ সঙ্গতির্যুদ্ধে তথা বদ বলান্বিতা ॥ ২
ধনুরাদায় গচ্ছ ত্বং বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ।
একেনাশ্বেন গচ্ছ ত্বমসহায়ো যদূত্তম ॥ ৩
সাত্যকিস্তং তথেত্যুক্ত্বা হয়মারুহ্য শীঘ্রগম্ ।
গন্তুমৈচ্ছত্ততো রাজন্নসহায়ঃ স সাত্যকিঃ ॥ ৪
জনার্দ্দনং বিসৃজ্যাশু দূতং তং যাদবেশ্বরঃ
অহো ধার্ষ্ট্যমহো ধার্ষ্ট্যমিত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫
নমস্কৃত্য তদা দূতো মাধবং মাধবেশ্বরম্ ।
স যযৌ শাল্বনগরং শৈনেয়েন সমন্বিতঃ ॥ ৬
ততঃ প্রবিশ্য ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ
আসনং মহদাস্থায় বিসৃজ্য যাদবে পুনঃ ॥ ৭
আস্তে সুখং যদা বিপ্রঃ শৈনেয়েন সমন্বিতঃ ।
অথ তং হংস-ডিম্ভয়োর্দর্শয়ামাস সাত্যকিম্ ॥ ৮
দূতোঽয়ং সাত্যকিঃ প্রাপ্তঃ সখ্যো বাহুবয়ং হরেঃ
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হংসঃ প্রাহ বচস্তদা ॥ ৯
শ্রুতঃ সমাগমঃ পূর্ব্বমস্য দৃষ্টো ময়া হ্যসৌ ।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ শাস্ত্রে শস্ত্রে তথৈব চ ॥ ১০
নিপুণোঽয়ং সদা ধীর ইত্যেবমশৃণুম বয়ম্ ।
অথো দৃষ্টিপথং প্রাপ্তঃ প্রীতিং নৌ বিদধাত্যসৌ ॥ ১১
কুশলং বাসুদেবস্য বলভদ্রস্য বা পুনঃ ।
কুশলাঃ সাত্বতাঃ সর্ব্বে উগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ১২
তথেতি সাত্যকিঃ প্রাহ মন্দমুন্মুখিতাননঃ
ততো জনার্দ্দনঃ প্রাহ হংসো বাক্যবিশারদঃ ॥ ১৩

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকির সহিত জনার্দনের শাল্বনগরে গমন, হংসের সহিত মিলন এবং হংস কর্তৃক জনার্দনের নিকট কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলিলেন,—শিনিনন্দন! তুমি এই বিপ্রবর জনার্দনের সহিত যাইয়া আমার কথানুসারে সেই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভককে বল ॥ ১

আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎ সমস্তই তুমি তাহাদের সম্মুখে যাইয়া বল, যাহাতে আমাদের যুদ্ধস্থলে শীঘ্র সমাগম হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুমি বলপূর্ব্বকও কথা বলিতে পার ॥ ২

যদুকুলতিলক সাত্যকে! তুমি ধনু লইয়া যাও; হস্তে গোধা-চর্ম্মনির্ম্মিত হস্তত্রাণ (দস্তানা) বন্ধন কর, একমাত্র অশ্বের সহিত গমন কর, অন্য কোনও সহায়ককে সঙ্গে লইবে না ॥ ৩

সাত্যকি 'তাহাই হইবে' বলিয়া এক শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করত সেস্থান হইতে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। রাজন্! অন্য কাহাকেও সহায়ক রূপে সঙ্গে লইলেন না ॥ ৪

জনার্দ্দননামক সেই দূতকে সত্বর বিদায় দিয়া যাদবেশ্বর জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অহো! হংস ও ডিম্ভকের ধৃষ্টতা অদ্ভুত, ইহাদের ঔদ্ধত্য আশ্চর্য্যজনক ॥ ৫

সেই সময় মাধবেশ্বর মাধবকে নমস্কার করিয়া দূত জনার্দন সাত্যকির সহিত শাল্বনগরে গমন করিলেন ॥ ৬

ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ জনার্দন সেস্থানে রাজসভায় প্রবেশ করত সাত্যকিকে এক উত্তম আসন দিয়া যখন স্বয়ংও সেই আসনে সাত্যকির সহিত সুখে উপবেশন করিলেন, তখন সেই সাত্যকিকে তিনি হংস ও ডিম্ভকের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিলেন ॥ ৭-৮

সেই সময় তিনি বলিলেন,—রাজন্! এই সাত্যকি দূত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তের সমান (সব্য শব্দের অর্থ দক্ষিণ ও বাম উভয়ই হয়। সংস্কৃত শব্দার্থ-কৌস্তুভ দ্রষ্টব্য।) জনার্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হংস বলিলেন ॥ ৯

পূর্ব্বে ইঁহার সমাগমের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ আমি ইঁহাকে দর্শন করিলাম। আমরা শুনিয়াছি যে এই বীর সাত্যকি বেদ, ধনুর্বেদ, শাস্ত্রবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যায় সদা নিপুণ এবং বীর। এখন আমাদের দুই ভ্রাতার দৃষ্টিপথে আসিয়া ইনি আমাদের প্রীতিদান করিতেছেন ॥ ১০-১১

সাত্যকে! বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র কুশলে আছেন ত'? উগ্রসেনাদি সমস্ত যাদবগণের কুশল ত'? ১২

তখন সাত্যকি ধীরে ধীরে বলিলেন—হাঁ, সকলেই কুশলে

অপি দৃষ্টস্ত্বয়া চক্রী সিদ্ধং নঃ কার্য্যমীপ্সিতম্।
বদ সর্ব্বমশেষেণ মা বৃথা কালমত্যগাঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭

আছেন। এই সময় সাত্যকির মুখ রোধে যেন আকুল ছিল। তদনন্তর বাক্যালাপ করিতে বিশেষ নিপুণ হংস জনার্দনকে বলিলেন ॥ ১৩

ব্রহ্মন্! তুমি কি চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ? আমাদের অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ত'? সেস্থানের সমস্ত সমাচার পূর্ব্বরূপে বল, বৃথা সময় নষ্ট করিও না ॥ ১৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংসের বাক্যবিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হংসস্য সমীপে জনার্দনস্য শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিতোল্লাসপ্রকাশঃ, দ্বারকায়াং হংসস্য সংবাদস্য প্রতিক্রিয়াং বর্ণয়তা জনার্দনেন হংসায় রাজসূয়-যজ্ঞাকরণস্য পরামর্শদানম্, তেন রুষ্টেন হংসেন জনার্দনং তিরস্কৃত্য তৎস্থানাদ্ গন্তুং নির্দ্দেশঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য সংবাদং কথয়তা সাত্যকিনা হংসস্য তিরস্কারশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তবতি হংসে চ ধর্ম্মাত্মাথ জনার্দ্দনঃ।
উবাচ প্রহসন্ বীরঃ স্তবন্নারায়ণং তদা ॥ ১

জনার্দ্দন উবাচ

অদ্রাক্ষমদ্রাক্ষমহং জনার্দ্দনং
হস্তস্থশঙ্খং বরচক্রধারিণম্।
আতপ্তজাম্বূনদভূষিতাঙ্গদং
স্ফুরৎপ্রভাদ্যোতিতরত্নধারিণম্ ॥ ২

অদ্রাক্ষমেনং যতিভিঃ পুরাতনৈঃ
সংসেব্যমানং মুনিবৃন্দমুখ্যৈঃ।
সংস্তূয়মানং প্রভুভিঃ সমাগধৈঃ
স্মিতপ্রবালারুণপল্লবারুণম্ ॥ ৩

অদ্রাক্ষমেনং কবিভিঃ পুরাতনৈ-
র্বিবিচ্য বেদ্যং বিধিবৎ সভামবৈঃ।
প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতং শ্রিয়া
বিনিস্তহেমাম্বুরিরাজিতোদরম্ ॥ ৪

ভূয়োঽহমদ্রাক্ষমজং জগদ্গুরুং
প্রমোদয়ন্তং বচনেন যাদবান্।
নিরূপয়ন্তং বিধিবন্মুনীশ্বরৈঃ
প্রবৃত্তবেদার্থবিধিং পুরাতনৈঃ ॥ ৫

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[হংসের নিকট জনার্দনের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনজনিত উল্লাস প্রকাশ, দ্বারকায় হংসের সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়া হংসকে রাজসূয়-যজ্ঞ না করিতে পরামর্শদান, ইহাতে রুষ্ট হংস কর্ত্তৃক জনার্দনকে তিরস্কার করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার নির্দ্দেশ এবং সাত্যকি কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বলিতে বলিতে হংসকে তিরস্কার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হংস এই কথা বলিলে পর সতত নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবকারী ধর্ম্মাত্মা বীর জনার্দন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১

হাঁ, আমি সেই জনার্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি, যাঁহার এক হস্তে শঙ্খ শোভা পাইতেছে এবং যিনি চক্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গদ (বাহু ভূষণ) তপ্ত জাম্বূনদ-নামক সুবর্ণের দ্বারা ভূষিত আছে এবং দেদীপ্যমান (বলমলে) প্রভায় প্রকাশিত রত্ন (কৌস্তুভমণি) ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২

আমি এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি। ইঁহার সেবায় তখন পুরাতন যাদব-বীরগণ এবং মুখ্য মুখ্য মুনিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাগধগণের সহিত বহু রাজাও ইঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। মুক্তা ও নূতন পল্লবতুল্য ইঁহার অরুণ অধর তখন ঈষৎ হাস্যের আভায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৩

প্রাচীন বিদ্বান্ ঋষি-মুনিগণ দেবতাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া যাঁহার স্বরূপ বিধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া উহা জানিবার যোগ্য বলিয়া অভিহিত করেন, যিনি বিকসিত নীলকমলতুল্য শ্যামকান্তিতে সুশোভিত এবং যাঁহার উদর বিকসিত সুবর্ণময় কমলে উদ্দীপিত, সেই পদ্মনাভস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ৪

আমি বারংবার সেই অজন্মা জগদ্ গুরুকে দর্শন করিয়াছি, যিনি নিজের বাণীর দ্বারা যাদবগণকে আনন্দ দান করিতেছিলেন এবং প্রাচীন মুনীশ্বরদিগের সহিত প্রবৃত্তিমার্গ

অদ্রাক্ষমদ্রাক্ষমহং পুনঃ পুনঃ
সমস্তলোকৈকহিতৈষিণং হরিম্।
বসন্তমস্মিন্ জগতো হিতায়
জগন্ময়ং তান্ পরিভূয় শত্রূন্ ॥ ৬

ভূয়োঽপ্যপশ্যং সহ যাদবেশ্বরৈ-
র্বিক্রীড্যমানঞ্চ বিহারকালে।
রমন্তমীড ্যং রময়ন্তমীশ্বরান্
যদূত্তমান্ যাদবমুখ্যমীশ্বরম্ ॥ ৭

ভূয়োঽপ্যপশ্যং সরসীরুহেক্ষণং
সমেতয়া ভীষ্মতনূজয়া হরিম্
বসন্তমন্তোনিধিশায়িনং বিভুং
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তজনাস্পদং শিবম্ ॥ ৮

অদ্রাক্ষমদ্রাক্ষমহং মুনির্বৃতঃ
পিবন্ পিবংস্তস্য বপুঃ পুরাতনম্।
নেত্রেণ মীলদ্ বিবরেণ কেবলং
ধন্যোঽহস্মীতি তদা ব্যচিন্তয়ম্ ॥ ৯

অদ্রাক্ষমম্ভোজযুগং দধানং
প্রভুং বিভুং ভূতময়ং বিভাবনম্।
আদ্যং কবীনামমরুং বিভাবসুং
সংস্তুত্য সংস্তুত্য তমেব নির্বৃতঃ ॥ ১০

অদ্রাক্ষং জগতামীশং বক্ষোরাজিতকৌস্তুভম্।
বীজ্যমানং হরিং কৃষ্ণং চামরাণাং শতৈঃ সদা ॥ ১১

যুবাং বিদ্বেষযুক্তেন চেতসা যাদবেশ্বরম্
স্মরন্তং সর্ব্বদা বিষ্ণুং ক চৈবং ক চ বেত্তি কঃ ॥ ১২

ক চ দ্রক্ষ্যামি তৌ মন্দৌ কুতো বা মৎপুরোগতৌ।
ধ্যায়ন্তমিত্থং দেবেশং করে শঙ্খবহং সদা ॥ ১৩

হসন্তমেনমদ্রাক্ষং করদং হাস্যতৎপরম্।
বদন্তং নারদে বাচং দুর্ব্বাসসি যতীশ্বরে ॥ ১৪

ব্রহ্মসূত্রপদাং বাণীং দাপয়ন্তং মুনীশ্বরম্
দৃষ্টাহং তং হরিং দেবং পুনঃ পুনরচিন্তয়ম্ ॥ ১৫

সম্বন্ধী বেদার্থের বিধানকে বিধি অনুসারে নিরূপণ করিতেছিলেন ॥ ৫

আমি সমস্ত লোকসমূহের একমাত্র হিতৈষী সেই জগন্ময় শ্রীহরিকে বারংবার দর্শন করিয়াছি, যিনি জগতের হিতের জন্য ইহার সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া এই ভূলোকে নিবাস করিতেছেন ॥ ৬

যাদবকুলের প্রধানপুরুষ স্তবনীয় ঈশ্বরস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি, যিনি বিহারকালে যাদবেশ্বরগণের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং স্বয়ংও ক্রীড়া-সমূহে রত ছিলেন। ইনি তখন সামর্থ্যশালী যাদবশ্রেষ্ঠগণকেও সেই সব ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিতেছিলেন ॥ ৭

আমি পুনরায় সেই কমলনয়ন শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছি, যিনি পত্নী ভীষ্মনন্দিনী রুক্মিণীদেবীর সহিত দ্বারকায় বাস করিতেছেন, নারায়ণরূপে সমুদ্রের জলে শয়ন করেন এবং যিনি বৈভবশালী, ভক্তপ্রিয়, ভক্ত জনগণের আশ্রয় ও কল্যাণ-স্বরূপ ॥ ৮

আমি অত্যন্ত আনন্দমগ্ন হইয়া বারংবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি এবং অপলকনেত্রে তাঁহার পুরাতন শ্রীঅঙ্গের শোভা পান করিয়াছি। সেই সময় আমি নিজের বিষয়ে কেবল এই চিন্তা করিতেছিলাম যে, আমি ধন্য হইয়া গিয়াছি ॥ ৯

আমি দর্শন করিয়াছিলাম যে, সেই সর্ব্বসমর্থ, সর্ব্বব্যাপী, ভূতময় ও সকলের পালনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তে দুইটি কমল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমি সেই মাহাত্ম্য-শালী, প্রকাশমান, আদিপুরুষ ও মহান্ ঈশ্বরকে বারংবার স্মরণ করিয়া আনন্দমগ্ন হইতেছি ॥ ১০

যাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি প্রকাশিত হইতেছে এবং যাঁহাকে শত শত চামরের দ্বারা বীজন করা হইতেছিল, সেই জগদীশ্বর হরি শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ১১

এই যাদবেশ্বর বিষ্ণু বিদ্বেষযুক্ত চিত্তে সদা তোমাদের দুই জনকে স্মরণ করিতেছিলেন এবং জানিতে চাহিতেছিলেন যে, ইহারা দুই জনে কোথায় আছে? তাহারা কোথায় আছে, ইহা কে জানে? ১২

এই দুই মূর্খকে আমি কোথায় বা কবে দেখিতে পাইব? তাহারা কোন্ উপায়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে? হস্তে শঙ্খ ধারণ করত এই দেবেশ্বর নিরন্তর এই কথা চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ১৩

নিজেকে করদাতা শুনিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন এবং তোমাদের প্রতি উপহাস করিতে লাগিলেন—এই অবস্থায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। তিনি তখন দেবর্ষি নারদ ও যতীশ্বর দুর্ব্বাসার সহিত কথা বলিতেছিলেন ॥ ১৪

তিনি মুনীশ্বর দুর্ব্বাসাকে ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহে যুক্তা বেদান্ত-

অসাধ্যমিদমারব্ধং তাভ্যামিতি নৃপোত্তম।
নারব্ধব্যমিদং কার্য্যমিতঃ প্রভৃতি ভূমিপ ॥ ১৬
নিবৃত্তা সা কথা হংসাচিন্তয়দ্ গ্রহণং তব।
তদ্বৃত্তমখিলং সর্ব্বং বদিষ্যতি হি সাত্যকিঃ।
এতদ্ বচনমাকর্ণ্য হংসঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৭

হংস উবাচ

অরে ব্রাহ্মণদায়াদ কা নাম তব বাগিয়ম্।
আবয়োঃ পুরতো বক্তুং ত্রৈলোক্যং জেতুমিচ্ছতোঃ ॥ ১৮
মায়য়া ত্বাং ভ্রাময়তি কৃষ্ণো লীলাবিধানবিৎ
তং দৃষ্ট্বা ভ্রম এবৈষ তব সঞ্জায়তে মহান্ ॥ ১৯
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবনমালাবিভূষিতম্।
বৃষ্ণিবীরং সমাবেক্ষ্য সমুচ্ছ্রিতযশোধরম্ ॥ ২০
সূতমাগধসংস্তাবপ্রকটদ্বাহুবীর্য্যকম্
অত্যদ্ভুতযশোরাশিং বিক্রমাল্লোকমণ্ডনম্ ॥ ২১
চতুর্ভুজং বলাক্রান্তং বৃষ্ণিযাদবসম্মতম্।
অহোঽদ্য ভ্রম এবৈষ দর্শনাৎ তস্য চক্রিণঃ ॥ ২২
ইদানীঞ্চ মহারাজ ভ্রময়ত্যেব দুর্ম্মতিঃ।
ত্বামেব বিপ্র মন্দাত্মন্নিন্দ্রজালিকতা হি যা ॥ ২৩
চাপল্যমিদমেবৈতত্তব বিপ্র ভ্রমোদ্ভবম্।
অহো হি খলু সাদৃশ্যং বক্তব্যং ভবতা মম ॥ ২৪
অহমেব ত্বয়া বিপ্র মর্ষয়ে প্রোদিতং বচঃ।
সখিভাবাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্যথা কঃ সহেদিদম্ ॥ ২৫
গচ্ছ মন্দমতে বিপ্র যথেষ্টং সাম্প্রতং তব।
দ্বিজ গচ্ছ যথেষ্টং তং পৃথিবীঃ পৃথিবী তব ॥ ২৬
জিত্বা গোপালদায়াদং হত্বা যাদবকান্ বহূন্।
এষ নঃ প্রথমঃ কল্পো জেষ্যাম ইতি যাদবান্ ॥ ২৭

মন্ত্রী বাণী শিষ্যগণকে উপদেশ করিবার জন্য বা পড়াইবার জন্য অনুমতি দিতেছিলেন। সেই সময় আমি এই ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা করিতেছিলাম ॥ ১৫

আমার দুই মিত্র এই অসাধ্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। নৃপশ্রেষ্ঠ! ভূমিপাল! এখন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করা আর উচিত হইবে না ॥ ১৬

হংস! শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার কথা যখন সমাপ্ত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বন্দী করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এই সাত্যকি তোমাদের বলিবেন। জনার্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হংস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭

হংস বলিলেন,—অরে ব্রাহ্মণপুত্র! তোমার মুখ হইতে এই কি বাক্য নির্গত হইতেছে? তিন লোককে জয় করিতে ইচ্ছুক আমাদের উভয়ের সম্মুখে কি কথা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ? ১৮

লীলাবিধানবিৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তোমার মনে এই মহাভ্রমই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯

যিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ধনু ও বনমালায় বিভূষিত, যিনি সর্ব্বদিকে প্রসারিত যশকে ধারণ করেন, সূত ও মাগধগণের দ্বারা কৃত স্তুতিমাত্রেই যাঁহার বাহুবলের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি অত্যন্ত অদ্ভুত যশের রাশিস্বরূপ, যাঁর পরাক্রমে যিনি লোকসকলকে অলঙ্কৃত করেন, যিনি সৈন্যসমূহে পরিবৃত এবং বৃষ্ণি ও যাদবকুলের সম্মানিত পুরুষ, সেই বৃষ্ণিবীর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তুমি ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছ। অহো! সেই চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আজ তোমার মধ্যে ভ্রমই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২০-২২

মহারাজ! মন্দমতি বিপ্র! এই সময়েও সেই দুর্মতি কৃষ্ণ তোমাকে ভ্রান্ত করিতেছেন। তাঁহার যে এই ইন্দ্রজালিকতা, তাহা তোমারই উপর প্রভাব দেখাইতেছে ॥ ২৩

বিপ্র! ইহা তোমার ভ্রমজনিত চাপলাই প্রকাশিত হইতেছে। অহো! তোমার বলা উচিত ছিল যে, আমার তাঁহার সহিত সাদৃশ্য আছে (তাহা না বলিয়া তুমি আমার লঘুতা ব্যক্ত করিয়াছ) ॥ ২৪

ব্রহ্মন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক আমিই আছি, যে আমি মিত্রতাবশতঃ তোমার এই অনুচিত কথাকে সহ্য করিয়া লইলাম, অন্যথা অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহা সহ্য করিতে পারে? ২৫

মন্দমতি ব্রাহ্মণ! তোমার যেখানে ইচ্ছা, চলিয়া যাও; এই সারা পৃথিবী তোমার জন্য রহিয়াছে। দ্বিজ! তুমি পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন কর ॥ ২৬

আমি সেই গোপালপুত্রকে জয় করিয়া এবং বহুসংখ্যক যাদবগণকে সংহার করিয়া নিজের যজ্ঞ করিব। আমাদের এই প্রথম সঙ্কল্প যে, আমরা যাদবগণকে জয় করিব ॥ ২৭

গচ্ছ গচ্ছেতি বিপ্র ত্বং ধৃষ্টং পুরুষবাদিনম্
শক্রপক্ষস্তুতিপরঃ সহ যুক্ত্বা সদা ময়া ॥ ২৮
ন মে বিপ্রবধঃ কার্য্যঃ কষ্টাদপি হি সর্ব্বতঃ
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং ভূয়ো হংসঃ সাত্যকিমব্রবীৎ ॥ ২৯
ভো ভো যাদবদায়াদ কিমর্থং প্রাপ্তবানিহ।
কিমব্রবীন্নন্দসুতঃ কিং বাসৌ মেঽদিশৎ করম্ ॥ ৩০

সাত্যকিরুবাচ।

ইদং সত্যং বচো হংস শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ।
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈঃ শার্ঙ্গমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৩১
দাস্যামি করসর্ব্বস্বমসিনা নিশিতেন তে।
শিরশ্ছেৎস্যামি তে হংস করদানস্য সংগ্রহম্ ॥ ৩২
ধাষ্ট্যং হি তব মন্দাত্মন্ কিমতোঽপি নৃপাধম।
দেবদেবাজ্জগন্নাথাৎ করমিচ্ছতি যো নৃপঃ ॥ ৩৩
তস্যৈষ করসংক্ষেপো জিহ্বাচ্ছেদো নরাধম।
তস্য শার্ঙ্গবরং শ্রুত্বা শঙ্খস্য চ হরেঃ পুনঃ ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণ! যাও! যাও!! তুমি ধৃষ্ট ও কটুবাদী। সতত আমার সহিত থাকিয়াও শত্রুপক্ষের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছ। (সেইজন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম)॥ ২৮

সর্ব্বতোভাবে কষ্টপ্রাপ্ত হইলেও আমার পক্ষে ব্রাহ্মণকে বধ করা উচিত হইবে না। (সেইহেতু তোমাকে জীবিত রাখিয়া পরিত্যাগ করিলাম।) ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া হংস পুনরায় সাত্যকিকে বলিলেন॥ ২৯

অরে! অরে! যাদবকুমার! তুমি কিজন্য এস্থানে আসিয়াছ? সেই নন্দপুত্র তোমাকে কি বলিয়াছেন? অথবা তিনি আমার জন্য কি করদানের আদেশ দিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন? ৩০

সাত্যকি বলিলেন,—হংস! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের এই সত্য কথা তুমি শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি শার্ঙ্গ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত, শিলাশাণিত ও তীক্ষ্ণধারযুক্ত অগ্রবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা তোমার সমস্ত কর দান করিব। অথবা এই তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ করিব। ইহাই তোমার পক্ষে করদানের উত্তম সংগ্রহ হইবে॥ ৩১-৩২

মন্দমতি নৃপাধম! ইহা হইতে অধিক ধৃষ্টতা তোমার আর কি হইতে পারে? নরাধম! যে রাজা দেবাধিদেব জগন্নাথের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া দেওয়া উচিত, ইহাই তাহার করকে শেষ করিয়া দিবার উপায়॥ ৩৩;

কো নাম জীবিতং কাঙ্ক্ষেত্তিষ্ঠেদানীং ত্বমন্ত বৈ।
গিরীশবরদর্পেণ কো ব্রূয়াদীদৃশং বচঃ ॥ ৩৫
সহায়া বয়মেবৈতে বলভদ্রপুরোগমাঃ
প্রথমো বলভদ্রোঽসৌ দ্বিতীয়োঽহঞ্চ সাত্যকিঃ ॥ ৩৬
কৃতবর্ম্মা তৃতীয়স্তু চতুর্থো নিশঠো বলী।
পঞ্চমোঽথ চ বভ্রুস্তু ষষ্ঠশ্চৈবোৎকলঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭
সপ্তমঃ সারণো ধীমানস্ত্রশস্ত্রবিশারদঃ
অষ্টমস্ত্বথ সারঙ্গো নবমো বিপৃথুস্তথা ॥ ৩৮
দশমশ্চোদ্ধবো ধীমান্ বয়মেতে বলান্বিতাঃ।
ত এতে পুরতো গোপ্তুঃ শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ ॥ ৩৯
দেবদেবস্য যুদ্ধেষু তিষ্ঠন্ত্যেব দিবানিশম্
যৌ হি বীরৌ স্মৃতৌ তস্য নাসত্যসদৃশৌ বলে ॥ ৪০
তাবেব বাং ক্ষমৌ যুদ্ধে হন্তুং বলমদান্বিতৌ
যো গিরীশো গিরাং দেবো বরং দত্ত্বা স তিষ্ঠতি ॥ ৪১
যুবাং হি কিম্বলৌ যুদ্ধে তিষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
গৃহীত্বা শক্রভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ৪২

শ্রীহরির শার্ঙ্গধনুর টঙ্কার ধ্বনি ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিবার আশা করিতে পারে? তুমি এখন আমার সম্মুখে অবস্থান কর॥ ৩৫;

ভগবান্ শঙ্কর হইতে প্রাপ্ত বরের দর্পে কোন্ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ কথা বলিতে পারে, যেরূপ তুমি বলিয়াছ। বলভদ্রাদি এই আমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহায়ক॥ ৩৫;

প্রথম এই বলভদ্র, দ্বিতীয় আমি সাত্যকি, তৃতীয় কৃতবর্ম্মা, চতুর্থ বলবান্ নিশঠ, পঞ্চম বভ্রু, ষষ্ঠ উৎকল, সপ্তম অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ বুদ্ধিমান সারণ, অষ্টম সারঙ্গ, নবম বিপৃথু এবং দশমে বুদ্ধিমান উদ্ধব। এই সব সহায়ক আমরা সকলেই বলপরাক্রম-শালী॥ ৩৬-৩৮;

এই সব বীরগণ সমস্ত যুদ্ধেই নিজেদের রক্ষক শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেই অবস্থান করেন॥ ৩৯;

ইহার যে দুই বিখ্যাত পুত্র (প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব) আছেন, ইহারা বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সমান। কেবল ইহারা উভয়েই যুদ্ধে বলের মদে উন্মত্ত তোমাদের দুইজনকে বধ করিতে সমর্থ॥ ৪০;

যিনি বাক্যের দেব গিরীশ শিব, তিনি বরদান করিয়া পৃথক্ অবস্থান করিতেছেন। তোমরা দুইজনে কোন বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছ এবং ধনু ও বাণ ধারণ করত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ৪১-৪২

ঈদৃশেষ্বথ ভৃত্যেষু যুদ্ধং কুর্ব্বৎসু শত্রুভিঃ।
ত্রৈলোক্যং রক্ষতস্তস্মাৎ করমিচ্ছন্ ব্রজেত কঃ ॥৪৩
হনিষ্যত্যেব বাং যুদ্ধে ত্রৈলোক্যং যো হি রক্ষতি।
শরেণ নিশিতেনাজৌ শার্ঙ্গমুক্তেন কেবলম্ ॥ ৪৪
ক নঃ সংগ্রাম ইত্যেবং পুনরাহ জগৎপতিঃ
পুষ্করে পুণ্যদে নিত্যমুত গোবর্দ্ধনে গিরৌ ॥ ৪৫
মথুরায়াং প্রয়াগে বা দর্শয়ন্তো বলানি মে।
শঙ্খচক্রধরে দেবে জগৎপালনতৎপরে ॥ ৪৬

রাজসূয়ং মহাযজ্ঞং কর্ত্তুমিচ্ছতি কঃ স্বয়ম্।
বদন্ বা স্বস্তিমান্মর্ত্ত্যস্ত্বাং বিনা কো ব্রজেৎ সুখম্ ॥ ৪৭
ইদমিচ্ছসি চেন্মূঢ় হাস্যতাং যাসি ভূতলে।
ইত্যুক্ত্বা সাত্যকির্বীরো হসন্নিব ভুবি স্থিতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সাত্যকিবাক্যে অষ্টাদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

যাঁহার আমাদের ন্যায় সেবকগণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করে, ত্রিভুবনের রক্ষক সেই জগদীশ্বরের নিকট হইতে কর লইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে? ৪৩

যিনি তিন লোককেই রক্ষা করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল শার্ঙ্গ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে তোমাদের দুইজনকে বধ করিবেন ॥ ৪৪

সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমাদের এই সংগ্রাম কোথায় হইবে? সদাই পুণ্যদানকারী পুষ্করে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে, মথুরায় অথবা প্রয়াগে? যেস্থানে ইচ্ছা, আমাকে নিজের সমস্ত বল দেখাইবার জন্য উপস্থিত হও ॥ ৪৫

শঙ্খ ও চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন জগৎপালনে নিরত আছেন, সেই সময় তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন্ রাজা স্বয়ং রাজসূয়-নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে? অথবা তুমি ব্যতীত অন্য কোন্ মনুষ্য এরূপ কথা বলিয়া কুশলের সহিত সুখপূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আসিতে বাসনা করিবে? ৪৬-৪৭

মূঢ়! যদি তুমি এরূপ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই ভূতলে তুমি উপহাসের পাত্র হইবে। এই কথা বলিয়া বীর সাত্যকি হাস্য করিতে করিতে ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪৮

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সাত্যকির বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিং প্রতি হংস-ডিম্ভকয়ো রোষপূর্ণোক্তিঃ, সাত্যকিনাপি তাভ্যাং তদ্রূপেণৈবোত্তরং প্রদায় দ্বারকায়াঃ প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধৌ মহারাজ হংসো ডিম্ভক এব চ।
ইদং বৈ প্রোচতুর্বাক্যং রোষব্যাকুলিতেক্ষণৌ ॥ ১
দিধক্ষন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বান্ বীক্ষ্য নৃপোত্তমান্।
করেণ নিষ্পীড্য করং স্মরন্তৌ তদ্বচো মহৎ ॥ ২

ক নু ক বা নন্দসুতঃ ক বা রামো বলোৎকটঃ।
ইতি ব্রুবাণৌ সাক্ষেপৌ সাত্যকিং সত্যসঙ্গরম্ ॥ ৩
অরে যাদবদায়াদ কিং ব্রূষে নঃ পুরো গতঃ।
ইতো নির্গচ্ছ মন্দাত্মন্ দূতস্ত্বমসি সাম্প্রতম্ ॥ ৪

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[হংস ও ডিম্ভকের সাত্যকির প্রতি রোষপূর্ণ উক্তি এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে তদ্রূপই উত্তরদান করত দ্বারকায় প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সাত্যকির এই কথা শ্রবণ করত হংস ও ডিম্ভক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের চক্ষু রোষে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন সকল দিকে এইরূপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন সেই সব দিক্‌কে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং এক হস্তে অপর হস্তকে চাপ দিয়া ধরিয়া সাত্যকির সেই মহৎ বাক্যকে স্মরণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১-২

কোথায়? কোথায় সেই নন্দের পুত্র? এবং বলোন্নত বলরামই বা কোথায়? সত্যপ্রতিজ্ঞ সাত্যকিকে নিন্দা করিতে করিতে এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহারা বলিলেন ॥ ৩

অরে যাদবকুমার! আমাদের সম্মুখে আসিয়া তুমি একি

অন্যথা বধ্য এব ত্বং প্রলপন্ পরুষং বচঃ
সত্যং নির্লজ্জ এবাসি যদ্ ব্রূয়া ঈদৃশং বচঃ ॥ ৫
আবামিদং জগৎ সর্ব্বং শাসিতুং সংযতৌ নৃপৌ।
কো নাম মানুষে লোকে করদৌ নৈব জীবতি ॥ ৬
হত্বা গোপালকান্ সর্ব্বান্ বদ্ধ্বা যাদবকান্ বহূন্।
গৃহ্নীমঃ করসর্ব্বস্বং ততো গচ্ছ নরাধম ॥ ৭
অবধ্যো দূতভাং প্রাপ্তো বহ্ববদ্ধঃ প্রভাষসে।
ঈশ্বরৌ নৌ বরং দাতা শস্ত্রাণামপি চ প্রভুঃ ॥ ৮
রক্ষিতারৌ মহাভূতৌ সংগ্রামং গচ্ছতোশ্চ নৌ।
পিতরং যাজয়িষ্যাবো জিত্বা গোপালকং রণে ॥ ৯
এতে প্রোক্তা ভৃশং যুদ্ধে কাতরাঃ সর্ব্ব এব তে।
হত্বা তান্ সবলান্ যুদ্ধে পুনর্জেষ্যামি কেশবম্ ॥ ১০
সংহর্ত্তব্যা মহাসেনা প্রগৃহীতশরাসনা
গৃহীতপ্রাসমুষলা গৃহীতকবচা সদা ॥ ১১
আরূঢ়রথসাহস্রা গদাপরিঘসঙ্কুলা
সুপ্রভূতেন্ধনবতী প্রভূতবলসাধনা ॥ ১২
[প্রভূতবলসংযুক্তা সকুটীকা সতোমরা।
সচ্ছত্রা সধ্বজা চৈব সঘণ্টা সায়ুধাম্বরা ॥]
চাল্যতাং বাহিনী ঘোরা বলাধ্যক্ষাঃ সমন্ততঃ।
অবধ্য এব গচ্ছ ত্বং ন তে মরণতো ভয়ম্ ॥ ১৩
সংগ্রামঃ পুষ্করেঽস্মাকং শ্বঃ পরশ্বোঽপি বা নৃপ।
ততো জ্ঞাস্যামহে বীর্য্যং কেশবস্য বলস্য চ।
যে ত্বয়োক্তা নৃপাঃ সংখ্যে তেষামপি চ যদ্‌বলম্ ॥ ১৪

সাত্যকিরুবাচ

হংসাগচ্ছামি বাং হন্তুং শ্বঃ পরশ্বোঽপি বা নৃপ।
অস্ত্বেব হি ময়া বধ্যৌ ন চেদ্দূতৌ ভবাম্যহম্ ॥ ১৫
ন হি শ্বো বা পরশ্বো বা যুবাং কটুকভাষিণৌ।
দৌত্যে হি দুঃখমতুলং ভবতোব সদা নৃণাম্ ॥ ১৬

কথা বলিতেছে। মহাত্মন্! তুমি এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তুমি এখন দূত হইয়া আসিয়াছ, তাহা না হইলে এরূপ কঠোর বাক্যভাষী তুমি বধের যোগ্য হইতে ॥ ৪॥

সত্যই তুমি নির্লজ্জ, যেহেতু এরূপ প্রলাপ বাক্য বলিতেছ। আমরা দুই নরপতি এই সম্পূর্ণ জগৎকে শাসন করিবার জন্য বর্ত্তমানে উদ্যত হইয়াছি। মনুষ্যলোকে এরূপ কোন পুরুষ আছে, যে আমাদিগকে কর না দিয়া জীবিত থাকিতে পারে? ৫-৬

আমরা সমস্ত গোপালগণকে বধ করিয়া ও বহুসংখ্যক যাদবদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব কররূপে গ্রহণ করিব। অতএব নরাধম! তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ৭

তুমি বহু অসম্বদ্ধ বাক্য বলিতেছ, কিন্তু কি করা যায়; তুমি দূত হইয়া আসিয়াছ, সেইজন্য তুমি অবধ্য। ভগবান্ শঙ্কর আমাদের দুইজনকে বরদান করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে বহু অস্ত্রও দিয়াছেন। সংগ্রামে যাইবার সময় দুইজন মহাভূত সতত আমাদের রক্ষা করেন। আমরা সেই গোপাল শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া নিজের পিতাকে দিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ করাইব ॥ ৮-৯

তুমি যে সব সহায়কগণের নাম বলিয়াছ, তাহারা সকলে যুদ্ধে অত্যন্ত কাতর। আমি রণাঙ্গণে সেই সব সহায়কগণকে সৈন্যসহ বধ করিয়া পুনরায় কেশবকে পরাজিত করিব ॥ ১০

এই সময় ধনুর্বাণধারী বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তাহারা প্রাস, মুষল ও কবচাদিতে সুসম্পন্ন হইবে। উহাতে সহস্র রথ থাকিবে, যে সব রথে রথী বীরগণ আরূঢ় হইবে। এই সৈন্যবাহিনী গদা পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ইহাদের নিকট বহু ইন্ধন (কাষ্ঠ) থাকিবে এবং ইহারা প্রভূত বল ও সাধনে সম্পন্ন হইবে। এরূপ ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য পরিচালিত কর। সেনানায়কগণ চারিদিকে ইহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তুমি অবাধ্য হইয়াই চলিয়া যাও। তোমার এস্থানে মৃত্যু হইতে ভয় নাই ॥ ১১-১৩

নৃপ! আগামী কাল ও পরশ্ব দিবসে আমাদের এই যুদ্ধ পুষ্করে হইবে। সেই সময় আমরা জানিতে পারিব যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে কত বল আছে। তুমি যে সব নরপতিগণের নাম বলিয়াছ, তাহাদের যুদ্ধে কত বল আছে, তাহারও পরিচয় আমরা জানিতে পারিব ॥ ১৪

সাত্যকি বলিলেন,—রাজা হংস! আমি তোমাদের দুই জনকে বধ করিতে কাল বা পরশ্ব দিবসে আসিব। যদি আমি দূত না হইতাম, তাহা হইলে আজই তোমাদের দুইজনকে আমি বধ করিতাম ॥ ১৫

এরূপ কটু ভাষী তোমাদের দুইজনকে আমি কাল বা পরশ্ব দিবসে জীবিত পরিত্যাগ করিব না। মনুষ্যগণকে দূত করিলে পর তাহাদিগকে সদা অতুলনীয় দুঃখ বহন করিতে হয়। আমিও আজ সেই দুঃখই বহন করিতেছি ॥ ১৬

অন্যথাহং যুবাং হত্বা ততো যস্যামি নির্বৃতিম্
স্ববীর্য্যং বাহুদর্পঞ্চ দর্শয়ন্ বাং নৃপাধমৌ ॥ ১৭
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ শার্ঙ্গধন্বা কিরীটভৃৎ।
নীলকুঞ্চিতকেশাঢ্যো লম্ববাহুঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥ ১৮
স সর্ব্বলোকপ্রভবো বিশ্বরূপঃ সুরূপবান্।
দৈত্যদানবহন্তাসৌ যোগিধেয়ঃ পুরাতনঃ। ১৯
পদ্মপত্রবিশালাক্ষনয়নঃ শ্যামলঃ সিংহবিক্রমঃ।
সৃষ্টিস্থিতিলয়েষেকঃ কর্ত্তা ত্রিজগতো গুরুঃ ॥ ২০
শরেণ নিশিতেনাজৌ দর্পং বাং ব্যপনেষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য প্রযযৌ সাত্যকিঃ কিল ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সাত্যকিপ্রতিপ্রয়াণে একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

অন্যথা নৃপাধমদ্বয়! আমি নিজের পরাক্রম ও বাহুবলের দর্প দেখাইয়া তোমাদের দুইজনকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিতাম ॥ ১৭

যিনি নিজ হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধনু ধারণ করেন, যাঁহার মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছে, যিনি ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের কুঞ্চিত কেশরাশিতে সুশোভিত আছেন, যাঁহার বাহু দীর্ঘ, যিনি অনুপম শোভাসম্পন্ন, যিনি সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তির কারণ, সম্পূর্ণ বিশ্বই যাঁহার রূপ, যিনি পরম সুন্দর রূপে সুশোভিত, যোগিগণ যাঁহার ধ্যান করেন, যিনি দৈত্য ও দানবগণের বিনাশকারী পুরাতন পুরুষ, যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলদলতুল্য সুন্দর, যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, যিনি সিংহসদৃশ বল-পরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি, পালন ও সংহারের একমাত্র কর্ত্তা, সেই ত্রিভুবনের গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাদের দুইজনের দর্প চূর্ণ করিবেন। এই কথা বলিয়া সাত্যকি রথে আরোহণ করত প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৭-২১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সাত্যকির প্রত্যাগমনবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পুষ্করতীর্থং গত্বা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদবসৈন্যানাঞ্চ হংস-ডিম্ভকাভ্যাং প্রতীক্ষা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবিশ্য স পুরং বিষ্ণোঃ সাত্যকিঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
আচচক্ষেঽথ কৃষ্ণায় যথা বৃত্তং তয়োস্তথা ॥ ১
ততঃ প্রভাতে বিমলে কেশবঃ কেশিসূদনঃ।
বলাধ্যক্ষানুবাচেদং চক্রপাণির্গদাধরঃ ॥ ২
সন্নহ্যন্তাং বলং সর্ব্বং রথকুঞ্জরবাজিমৎ।
অনেকভেরীপণবং প্রাসাসিপরিঘাকুলম্ ॥ ৩
সধ্বজং সপতাকঞ্চ সালঙ্কারপরিচ্ছদম্।
তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বং চক্রুরধীনগাঃ ॥ ৪
আদায় সুদৃঢ়ং চাপং রথমারুহ্য দংশিতাঃ।
অগ্রতো জগ্মুরত্যর্থং সেনায়াঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৫

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবসৈন্যগণের পুষ্কর তীর্থে যাইয়া হংস ও ডিম্ভকের জন্য প্রতীক্ষা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শিনিবংশপ্রধান সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের পুরী দ্বারকায় প্রবেশ করত তাঁহাকে হংস ও ডিম্ভকের সমস্ত বৃত্তান্ত যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই সেইরূপে বলিলেন ॥ ১

তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাত কাল আসিলে পর হস্তে চক্র ও গদাধারী কেশিহন্তা কেশব সমস্ত সেনাপতিগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

রথ, হস্তী ও অশ্বগণে যুক্ত সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত কর। তাহাদের সহিত অনেক ভেরী ও পণবাদি বাদ্যসমূহও থাকিবে। প্রাস, খড়্গ ও পরিঘাদি অস্ত্রসমূহে এই সৈন্যবাহিনী পূর্ণ থাকিবে। ধ্বজ, পতাকা, অলঙ্কার এবং অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রীতে সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত হইবে ॥ ৩

তখন 'তাহাই হউক' এইকথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ সেই সেনাপতিগণ সব কিছুই তদনুসারে সজ্জিত করিলেন। এই সব পুরুষপ্রবর বীরগণ কবচ ধারণ করত রথে আরূঢ় হইয়া সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে তীব্র গতিতে যাইতে লাগিলেন ॥ ৪-৫

(বনমালী হলী রামো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ।
বভৌ সৈন্যাগ্রতো রাজন্ জগামেন্দুসমপ্রভঃ॥)
সাত্যকিশ্চ তথা রাজন্ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
বভৌ ক্রোধসমাযুক্তো জগামাগ্রে মহাবলঃ॥ ৬

অন্যে চ যাদবাঃ শূরাঃ প্রগৃহীতমহায়ুধাঃ
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বন্তো জগ্মুরত্যর্থমুত্তমাঃ॥ ৭

হরিস্তু রথমারুহ্য সংস্কৃতং দারুকেণ হ।
শার্ঙ্গং ভারসহং ঘোরং গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ॥ ৮

চক্রপাণিস্তদা শঙ্খী গদাশরবরাসিমান্।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ॥ ৯

পদ্মমালাবৃতোরস্কো নবজীমূতসন্নিভঃ।
যযৌ রথগতো বিপ্রৈঃ স্তূয়মানো মুদান্বিতৈঃ॥ ১০

সূতৈর্মাগধপুত্রৈশ্চ গীয়মানস্ততস্ততঃ।
আনীয় সেনাং সকলাং যযৌ কাষ্ঠামথোত্তরাম্॥ ১১

পাঞ্চজন্যং মুখে ন্যস্য সর্ব্বপ্রাণেন কেশবঃ।
দধ্মৌ মহারবং কুর্ব্বন্ শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধনম্॥ ১২

আধ্মাতস্তেন হরিণা স চক্রে শঙ্খরাট্ ধ্রুবম্।
রবঃ স রোদসী রাজন্ পূরয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ ১৩

তস্মিন্ শঙ্খে তথাধ্মাতে দধ্মুঃ শঙ্খান্ সহস্রশঃ।
ভের্য্যশ্চাপি সমাধ্মাতা মৃদঙ্গা বহবো নৃপ॥ ১৪

নেদুরত্যর্থমতুলং ঘর্ম্মান্তে জলদা যথা
অথাযযুর্মহারাজ পুষ্করং পুণ্যবর্দ্ধনম্॥ ১৫

সরসস্তস্য রাজেন্দ্র পুষ্করস্য নৃপোত্তমাঃ
প্রতীক্ষ্য হংস-ডিম্ভকৌ যুদ্ধায় সমবস্থিতাঃ॥ ১৬

নিবেশং কারয়ামাসুর্যাদবাঃ সর্ব্ব এব হি
স্বং স্বং যযুঃ সুখং রাজন্ প্রগৃহীতকুটীমঠম্॥ ১৭

ভগবানপি গোবিন্দঃ সরো দৃষ্ট্বা সুশোভনম্
উপস্পৃশ্য জলে তস্মিন্ প্রণতা যতিপুঙ্গবান্॥ ১৮

রাজন্! মহাবল সাত্যকিও ধনু ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন॥ ৬

অন্য শ্রেষ্ঠ ও সৌর্য্যশালী বীর যাদবগণও মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তীব্র গতিতে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুকের দ্বারা সুসজ্জিত রথে আরোহণ করত ভার সহ্য করিতে সমর্থ ও ভয়ঙ্কর শার্ঙ্গ ধনু এবং বাণ গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন॥ ৮

সেই সময় তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, বাণ ও উত্তম খড়্গ শোভা পাইতেছিল। তিনি হস্তে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা বন্ধন করিয়াছিলেন। পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধানকারী এই জনার্দন নূতন (নবোদিত) জলধর (মেঘ)-সদৃশ শ্যামকান্তিতে সুশোভিত ছিলেন। ইঁহার বক্ষঃস্থল পদ্মপুষ্পের মালো আচ্ছাদিত ছিল। তিনি রথে উপবেশন করিয়া আনন্দিত ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন॥ ৯-১০

যত্র তত্র সূত, মাগধ ও বন্দীগণ (বন্দনাকারী পুরুষগণ) তাঁহার গুণ গান করিতেছিলেন। তিনি সকল সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করিয়া উত্তর দিক্ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন॥ ১১

পাঞ্চজন্য শঙ্খকে নিজের মুখে রাখিয়া কেশব সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বাজাইতে লাগিলেন। এই শঙ্খের মহাশব্দ করিয়া তিনি শত্রুগণের ভয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন॥ ১২

রাজন্! শ্রীহরির দ্বারা বাদিত হইয়া সেই শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য মহানাদ করিতে লাগিল। তাহার এই শব্দ পৃথিবী ও আকাশে সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল॥ ১৩

নৃপ জনমেজয়! পাঞ্চজন্য শঙ্খ এইভাবে বাদিত হইলে পর অন্যান্য বীরগণও সহস্র সহস্র শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন। তখন বহুসংখ্যক ভেরী ও মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল॥ ১৪

মহারাজ! গ্রীষ্মশেষে বর্ষাকালে তীব্র গর্জনকারী মেঘের ন্যায় এই সব মৃদঙ্গাদি বাদ্যসমূহ অনুপম গম্ভীর স্বরে বাজিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবসৈন্যগণ পুণ্যবর্দ্ধক পুষ্করতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৫

রাজেন্দ্র! এই নৃপশ্রেষ্ঠ যাদব বীরগণ যুদ্ধের জন্য হংস ও ডিম্ভকের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সেই পুষ্কর সরোবরের তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৬

রাজন্! সমস্ত যাদবগণ সেস্থানে সেনানিবেশ (শিবির) নির্ম্মাণ করাইলেন। সমস্ত সৈন্যগণ নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট কুটীর ও মঠাদিতে সুখ পূর্ব্বক গমন করিলেন॥ ১৭

সেই সৌন্দর্য্যময় সরোবরকে দেখিয়া ভগবান্ গোবিন্দও তাহার জলে আচমন করিলেন এবং সেস্থানে স্থিত শ্রেষ্ঠ যতি-

তয়োরাগমনং লিপ্সুরাস্তে তীরে যথাসুখম্
শৃণ্বন্ বেদধ্বনিং বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণানাং সমন্ততঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে কৃষ্ণপুষ্করপ্রবেশে
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

গণকে নমস্কার করিয়া হংস ও ডিম্ভকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার তীরে সুখে উপবেশন করিলেন। ১৮-১৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে সর্ব্বদিকে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্করে প্রবেশবিষয়ক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হংস-ডিম্ভকয়োঃ সৈন্যানাং পুষ্করতীর্থে প্রবেশঃ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ তৌ হংস-ডিম্ভকৌ জগ্মতুঃ পুষ্করং প্রতি।
প্রগৃহীতমহাচাপৌ সরথৌ সধ্বজৌ নৃপ ॥ ১
পুরঃসরমহাভূতৌ সংহরন্তাবিবোল্বণৌ
প্রকুর্ব্বন্তৌ সিংহরবং ভস্মনা পরিলেপিতৌ ॥ ২
ত্রিপুণ্ড্রকললাটাস্থৌ রুদ্রাক্ষপরিশোভিতৌ।
অন্যৌ দ্বাবিব রুদ্রৌ তৌ লোকসংহারকারকৌ ॥ ৩
ততোঽনুজগ্মুঃ শতশঃ সৈন্যানি নৃপসত্তম।
অক্ষৌহিণ্যো দশৈবাসংস্তয়োরথ সমাগতাঃ ॥ ৪
বিচক্রস্তু মহারাজ দানবো নগসন্নিভঃ
তয়োরেব সখা পূর্ব্বমাসীচ্চ বলশালিনোঃ ॥ ৫
শক্রো যস্য পুরঃসরঃ স্থাতুং শক্তো ন বজ্রভৃৎ।
যো হি বীরো মহারাজ দেবদৈত্যসমাগমে ॥ ৬
দেবারিঘ্নংস্তথা রাজন্ দেবেন্দ্রমজয়ন্মহান্।
অকরোচ্চ পুরা যুদ্ধং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৭
যো হি দ্বারবতীং প্রাপ্য ববাধে যদুপুঙ্গবান্।
স তদানীং মহারাজ শ্রুত্বা যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ৮
অনেকশতসাহস্রৈর্দানবৈঃ পরিবার্যুধৈঃ
বৃতঃ সমভবদ্দৈত্যো বৃষ্ণিবংশান্নৃপোত্তম ॥ ৯
হংসস্য ডিম্ভকস্যাথ সাহায্যং কর্ত্তুমুদ্যতঃ
বিচক্রস্যাথ দৈত্যস্য হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১০

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[হংস ও ডিম্ভকের সৈন্যগণের পুষ্কর তীর্থে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর হংস এবং ডিম্ভকও বিশাল ধনু গ্রহণ করিয়া রথ ও ধ্বজ সহ পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন ॥ ১

তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে দুই মহাভূত যাইতে লাগিলেন। এই দুই মহাভূত এরূপ উগ্র ভয়ঙ্কর ছিলেন যে, তাঁহারা যেন সংহার করিবার জন্যই উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহারা নিজেদের সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিয়াছিলেন এবং তীব্রস্বরে সিংহধ্বনি করিতেছিলেন ॥ ২

ইঁহাদের ললাটের প্রান্তভাগে বিস্তৃত ত্রিপুণ্ড্রের রেখা শোভা পাইতেছিল। ইঁহারা উভয়ে রুদ্রাক্ষের মালায় সুশোভিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া এরূপই মনে হইতেছিল, যেন অন্য দুই রুদ্র সম্পূর্ণ লোকসমূহকে সংহার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইঁহাদের উভয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত সৈন্যবাহিনী যাইতে লাগিল। হংস ডিম্ভকের দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪

মহারাজ! এই দুই ভ্রাতার সহিত বিচক্রনামক পর্ব্বতাকার দানব বলশালী হংস ও ডিম্ভকের পূর্ব্ব হইতেই মিত্র ছিল ॥ ৫

বজ্রধারী ইন্দ্রও ইঁহার অগ্রে আসিয়া অবস্থান করিতে পারেন না। মহারাজ জনমেজয়! দেবতা ও দৈত্যগণের সংগ্রামে এই মহাবীর বিচক্র দেবগণকে অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে সেস্থানে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিল ॥ ৬;

পূর্ব্বে এই বিচক্র প্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং দ্বারকাপুরীতে আসিয়া শ্রেষ্ঠ যাদবগণকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছিল ॥ ৭;

মহারাজ নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেই সময় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া কয়েক লক্ষ পরিঘধারী দানবগণে পরিবৃত হইয়া এই দৈত্য বিচক্র বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত বিদ্বেষবশতঃ হংস ও ডিম্বককে সহায়তা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ॥ ৮-৯;

এই সময় রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব বিচক্রের অতিশয় মিত্র হইয়া

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

মা ভৈঃ

আমি সত্য করে বলছি যারা আমার নাম করে, তারা পাষাণকাষ্ঠের সদৃশ হলেও মরণকালে আমি তাদের অভীষ্ট দান করি। নাম কর্, অবিরাম নাম কর্ আমি সব ভার গ্রহণ করবো একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি।

আয় সংসারপীড়িত, সাধনভজনহীন,—আয় তাপিত তৃষিত ভোগসুখ ছুটে আয়—আয় রোগ-শোক-যন্ত্রণা-ব্যাকুল,—আয় রে বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী—আয় আয় পাপী-পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—আয় আয় রে মূর্খ জ্ঞানী, ধনবান্ নির্ধন—নে নে, আমার নাম নে, তোদের সব দুঃখ দূর হবে, তোরা আনন্দ সাগরে ডুবে যাবি।

শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতে
ছুটুক নামের ধ্বনি।
অস্থিতে অস্থিতে হউক অঙ্কিত
রামনাম মহাবাণী॥

Sravan 1384 B. S. : Regd. No. W B/NC-57 Mahabharata—110/111
Vadra 1384 B. S. :
Aryashastra
Sept.—Nove. 1977

যত পারিস্ বলে নে, যত পারিস শুনে নে। আমার চৈতন্যময় নাম শুনা, বলা ব্যর্থ হয় না। যত নাম, তত আনন্দ!

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥

"হে পার্থ, শ্রদ্ধা করে হোক, হেলা করে হোক, যারা আমার নাম করে, তাদের নাম আমার হৃদয়ে গ্রথিত থাকে।"

যেন তেন প্রকারেণ নামমাত্রস্য জল্পকাঃ।
শ্রমং বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ॥

যে কোনও প্রকারে কেবলমাত্র নাম জপ করলে, বিনা শ্রমে পরম আদরে পরম ধামে গমন করে।

ওরে প্রিয়তম! আমার নাম করবে—নির্ভয় হয়ে যা রে। মা ভৈঃ মা ভৈঃ মা ভৈঃ।

উৎসব অফিস
১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জয়গুরু সম্প্রদায়
শ্রীশ্রীরামানন্দ মঠ
দিগসুই, হুগলী।
১৬ই আশ্বিন, ১৩৪৭
শুক্লা প্রতিপদ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মা ভৈঃ

ওরে প্রিয়তম ! রোগে-শোকে অভাবে দিবানিশি জ্বলছিস ? কেবল কাঁদছিস ? না, আর কাঁদিস না। আমার নাম কর, তোর সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হবে—সংশয় করিস্ না ! ভক্তি শ্রদ্ধা থাক্, না থাক্ অবিরাম নাম করলে তুই কৃতার্থ হবি।

তন্নাস্তি কশ্মজং লোকে বাগজং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

"এমন কোন কর্ম্মজ, বাগ্‌জ বা মানস পাপ নাই, যা এ কলিযুগে আমার নামকীর্ত্তনের দ্বারা নষ্ট না হয়" নাম কর্ নাম কর্।

১৬শ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৮৪
১৬শ বর্ষ কার্ত্তিক. ১৩৮৪

চতুর্থ সংখ্যা বামপার্শ্বিকা যাত্রা
পঞ্চম সংখ্যা ঊত্থানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত—

হরিবংশঃ

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

প্রধান কার্য্যালয় ঃ—মহামিলন মঠ ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫১-৫১৭৯)
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি.রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩' এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

অতীব মিত্রতাং যাতো দদ্যাৎ প্রাণাংশ্চ সংযতি
রাক্ষসৈরপরৈঃ সার্দ্ধং শিলাশূলাসিপাণিভিঃ ॥ ১১
যযৌ তস্য সহায়ার্থং হিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি রাক্ষসাস্তস্য চাভবন্ ॥ ১২
অনুযাতা মহারাজ শিলাপরিঘবাহবঃ।
তয়োস্তত্র মহাসৈন্যং গচ্ছতোঃ কেশবং প্রতি ॥ ১৩
মিশ্রিতং দৈত্যসঙ্ঘৈশ্চ রাক্ষসৈশ্চ সমন্ততঃ।
অত্যদ্ভুতং মহারৌদ্রং ত্রৈলোক্যভয়দায়কম্ ॥ ১৪
দৈত্যেন সহিতৌ তৌ হি জগ্মতুঃ পুষ্করং প্রতি
তাবেতৌ হংস-ডিম্ভকৌ হন্তুং কেশবমঞ্জসা ॥ ১৫
ততঃ শ্রুত্বা জরাসন্ধো বিগ্রহং ষড়্ভিঃ সহ।
নাকরোন্নৃপসাহায্যং পাপং মে ভবিতেতি হ ॥ ১৬
গচ্ছতোঃ সমিতিং রাজন্ হংসস্য ডিম্ভকস্য চ।
অতিত্বরিতবিক্রান্তাস্তে যযুঃ পুষ্করং প্রতি ॥ ১৭

সিংহনাদং বিমুঞ্চন্তঃ কথয়ন্তঃ পরস্পরম্।
অহমেব নৃপা যুদ্ধং করোমি প্রথমং হরেঃ ॥ ১৮
ইত্যুক্তবন্নৃপা রাজন্নুতঃ কেশবং প্রতি।
সম্প্রাপ্তাস্তে নৃপশ্রেষ্ঠাঃ পুষ্করং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৯
মুনিজুষ্টং তপোবৃদ্ধৈর্ঋষিভিশ্চ নিষেবিতম্।
অত্যন্তভদ্রং লোকেষু পুষ্করং প্রথমং নৃপ ॥ ২০
পুষ্করং পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বাবেব জগতীপতে।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব কিল্বিষচ্ছেদিনৌ নৃপ ॥ ২১
পুষ্করং পুণ্ডরীকাক্ষো দ্বাবেব নৃপসত্তম।
সেব্যমানৌ মুনিশ্রেষ্ঠৈরমরৌর্ধৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ২২
দ্বাবেব হি নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপপ্রণাশকৌ
তাবুভৌ যত্র সহিতৌ তত্র তে সংস্থিতা নৃপাঃ ॥ ২৩
দৃষ্টবন্তৌ হরিং বিষ্ণুং বিষ্টরশ্রবসং পরম্
পুষ্করং পুণ্যনিলয়ং তীর্থং ব্রহ্মনিষেবিতম্ ॥ ২৪

সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে হিড়িম্ব তাহার জন্য প্রাণ দান করিতেও উদ্যত হইয়াছিল ॥ ১০॥

রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব শিলা, শূল ও খড়্গধারী অন্য রাক্ষসগণের সহিত বিচক্রের সহায়তার জন্য গমন করিল ॥ ১১॥

মহারাজ! নিজেদের হস্তে শিলা ও পরিঘ লইয়া অষ্টাশী হাজার রাক্ষস সেই হিড়িম্বের অনুগামী হইয়া সেস্থানে আসিল ॥ ১২॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য গমনকারী হংস ও ডিম্ভকের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেস্থানে সর্ব্বদিকে দৈত্যসমুদায় এবং রাক্ষসগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইল। এই অত্যন্ত অদ্ভুত ও মহাভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী তিন লোকেরই ভয়দায়ক ছিল ॥ ১৩-১৪

বিচক্রনামক দৈত্যের সহিত এই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে বধ করিবার জন্য পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর যাদবগণের সহিত হংস ও ডিম্ভকের যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করত জরাসন্ধ সেই দুই নরপতিকে সাহায্য করিলেন না। তিনি চিন্তা করিলেন যে, এরূপ করিলে আমার পাপ হইবে। (শাস্ত্রের অনুশাসন আছে যে, "পরাসক্তং পরেণ ন হন্তব্যং' অর্থাৎ অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত পুরুষকে অপর ব্যক্তির প্রহার করা বা বধ করা উচিত নয়। এই কারণে জরাসন্ধ হংসকে সাহায্য করিলেন না) ॥ ১৬

রাজন্! যুদ্ধে গমন করিবার সময় হংস ও ডিম্ভকের সহিত অতি সত্বর পরাক্রম প্রকাশকারী সেই নরপতিগণও পুষ্করে যাইলেন ॥ ১৭

তাঁহারা সকলে সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, নৃপগণ! প্রথমে আমিই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১৮

রাজন্! এইরূপ শত শত নরপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা বলিতে লাগিলেন। এইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেই শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ পুণ্যবর্দ্ধক পুষ্করতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯

নৃপ জনমেজয়! তপোবৃদ্ধ ঋষি ও মুনিগণ এই তীর্থের সেবা করেন। পুষ্করই প্রথম তীর্থ, যাহা তিন লোকে অত্যন্ত কল্যাণকারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ২০

ভূপাল! রাজা জনমেজয়! পুষ্করতীর্থ ও পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ইহারা উভয়েই এরূপ যে, ইহাদের দর্শন এবং স্পর্শন করিলেই ইহারা সমস্ত পাপসমূহের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন ॥ ২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! পুষ্কর ও পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ—ইহাদের উভয়কেই শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ও মহাত্মা দেবগণ সেবা করেন ॥ ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহারা উভয়েই সমস্ত পাপসমূহের নাশকারী। ইহারা উভয়ে যেস্থানে একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, সেস্থানে এই সব নরপতিগণ উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩

ইহারা সকলে সেস্থানে বিস্তৃত যশস্বী পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু হরিকে এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সেবিত পুণ্যস্থান পুষ্করতীর্থকে একসঙ্গে দর্শন করিলেন ॥ ২৪

তাভ্যাং কুরু নমস্কারং মনসা নৃপসত্তম
অহো নিঃশেষমভবত্তত্র ভূয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
সৈন্যং তত্র চ সম্প্রাপ্তং দৈত্যরক্ষঃসমাকুলম্।
অনেকভেরীপণবঝর্ঝরীডিণ্ডিমাকুলম্ ॥ ২৬
নানাপণবসংমিশ্রং রক্ষোনাদবিনাদিতম্।
প্রবিশ্য সরসস্তীরং পুষ্করস্য বিশাম্পতে।
দর্শয়ামাস দেবেশং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে যুদ্ধার্থং হংস-ডিম্ভকসৈন্যানাং
পুষ্করাগমনে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তুমিও নিজের মনে মনে পুষ্করতীর্থ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার কর। অহো! সেস্থানে দৈত্য ও রাক্ষসগণে পূর্ণ যে সব সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিঃশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৫॥

এই সব সৈন্যবাহিনী অনেক ভেরী, পণব, ঝর্ঝরী (ঝাঁঝ) ও ডিণ্ডিম (নাগড়া) প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ছিল। নানাপ্রকার বাদ্যের ধ্বনির সহিত মিশ্রিত রাক্ষসগণের সিংহ-ধ্বনিতে মুখরিত ছিল ॥ ২৬॥

প্রভুনাথ! এই সব সৈন্যগণ পুষ্কর সরোবরের তীরে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরস্পর দর্শন করাইল ॥ ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যুদ্ধের জন্য হংস এবং ডিম্ভকের সৈন্যগণের পুষ্করে আগমনবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষীয়াণাং সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সেনে সঙ্গতে রাজন্ সধ্বজে সপরিচ্ছদে।
মহাপরিঘসঙ্কীর্ণে গদাশক্তিসমাকুলে ॥ ১
ভেরীঝর্ঝরসম্পূর্ণে ডিণ্ডিমারাবসঙ্কুলে।
প্রগৃহীতমহাশস্ত্রশূলাসিবরকার্ম্মুকে ॥ ২
পরস্পরকৃতোৎসাহে চক্রাতে যুদ্ধমুত্তমম্।
তে শরাঃ কার্ম্মুকোৎসৃষ্টা নিভিন্দ্যুথ শরীরিণাম্ ॥ ৩
শরীরাণি মহারাজ জগ্মুর্দূরং সহস্রশঃ।
ভটবাহুবিনির্ম্মুক্তাঃ খড়্গা নির্ভিন্ন বক্ষসি ॥ ৪
স্ফুরন্তশ্চ তথা রাজন্ শিরাংস্যাহৃত্য খং যযুঃ।
পরিঘাশ্চ তথা রাজ্ঞাং বাহুভিঃ পরিচোদিতাঃ ॥ ৫
ভিন্নশশ্চক্রুরতুলং শরীরং নৃপরক্ষসাম্।
দৈত্যানাং কুর্ব্বতাং নাদমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ৬
দৈত্যা রক্ষাংসি রাজেন্দ্র রাজানশ্চ সমন্ততঃ।
অন্যোন্যং পরিঘৈর্জঘ্নুশ্চাপমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৭

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তারপর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ সেস্থানে পরস্পর মিলিত হইল। ইহারা ধ্বজ ও অন্যান্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত ছিল। উভয়পক্ষেই বড় বড় পরিঘ সজ্জিত ছিল এবং উভয় সৈন্যদলই গদা ও শক্তিসমূহে পূর্ণ ছিল ॥ ১

উভয় দলেই ভেরী ও ঝাঁঝের ধ্বনি হইতেছিল। উভয় পক্ষই নাগড়ার ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ মহাস্ত্র, শূল এবং শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ করিয়াছিল ॥ ২

মহারাজ! উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরকে জয় করিতে উৎসাহিত ছিল। তখন পরস্পর উগ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহাদের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ দেহধারিগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল ॥ ৩॥

রাজন্! যোদ্ধাগণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত খড়্গসকল শত্রুর বক্ষে আঘাত করিয়া যখন স্ফুরিত হইতেছিল, তখন তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই সব খড়্গ আকাশে গমন করিতে লাগিল ॥ ৪॥

ক্ষত্রিয়গণের বাহুসমূহের দ্বারা নিক্ষিপ্ত পরিঘসকল রাজা ও রাক্ষসগণের অনুপম শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ছেদন করিতে লাগিল এবং পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় গর্জনকারী দৈত্যদিগকেও ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল ॥ ৫-৬

রাজেন্দ্র! দৈত্য, রাক্ষস ও রাজারা সকলেই সর্ব্বদিকে পরস্পরকে পরিঘসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। অন্য মহাবল বীর যোদ্ধাগণ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সর্পাকার শিলা-শাণিত বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৭॥

শরৈশ্চ ভোগিভোগাভৈস্তীক্ষ্ণমন্যে মহাবলাঃ
রাক্ষসা দানবাশ্চান্যে মত্তমাতঙ্গবিক্রমাঃ ॥ ৮
অন্যোন্যং জঘ্নিরে রাজংশ্চাপমুক্তৈর্মহাশরৈঃ।
নাগা নাগৈর্মহারাজ হয়া অশ্বৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৯
রথা রথৈঃ সমাজগ্মুঃ সাদিনঃ সাদিভিস্তথা।
পট্টিশাসিশরত্রাতৈঃ কুন্তৈঃ সায়ককর্ষণৈঃ ॥ ১০
সশক্তি-পরিঘ-প্রাস-পরশ্বধসমাকুলৈঃ।
ভিন্দিপালৈর্মহারৌদ্রৈর্জঘ্নুরন্যোন্যমাহবে ॥ ১১
অন্যোন্যং জঘ্নিরে রাজংশ্চাপমুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ।
রাক্ষসা দানবা রাজন্ ক্ষত্রিয়াশ্চ সমন্ততঃ
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তঃ কুর্ব্বন্তো বিস্বরং রবম্ ॥ ১২
হতাঃ কেচিন্মহারাজ পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসিভিঃ।
কেচিন্মথিতমস্তিষ্কা গদাভির্বীর্য্যবত্তমাঃ ॥ ১৩
ভিন্নগ্রীবা মহারাজ পরিঘৈঃ পরিঘায়ুধৈঃ।
যমরাষ্ট্রং গতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বর্গং সমাযযুঃ ॥১৪

অপ্সরোভিঃ সমাসেচুঃ পশ্যন্তঃ স্বং কলেবরম্।
কেচিৎ স্বাংশ্চ পরাংশ্চৈব হত্বা ভ্রান্তা ইবাভবন ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ শঙ্খা ভের্যঃ সহস্রশঃ।
সস্বনুঃ সর্ব্বতঃ সৈন্যে মৃদঙ্গা বহবস্তথা ॥ ১৬
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে তাপং দধতি ঘোরবৎ।
ততঃ পিশাচা বিকৃতাঃ করালবিকটোদরাঃ ॥ ১৭
রাক্ষসাশ্চ মহাঘোরাঃ পিশিতং কেশশাদ্বলম্।
মুদিতা ভক্ষয়ামাসুঃ পিবন্তঃ শোণিতং বহু ॥ ১৮
সঞ্চিতানি শবান্যাসন্ কবন্ধাঃ খড়্গপাতিতাঃ।
বিভজ্য দেশং বহুশো যুদ্ধভূমৌ শবাশিনঃ ॥ ১৯
অথ শ্যেনা মৃগাশ্চৈব কঙ্কা গৃধ্রাস্তথাপরে।
তুণ্ডৈঃ শবান্ বিনিঘ্নন্ত্য ভক্ষয়ন্তি ততস্ততঃ ॥ ২০
সপ্তাশীতিসহস্রাণি হতা নাগা নৃপোত্তম।
ত্রিংশৎসহস্রমযুতং নিহতা হয়সত্তমাঃ ॥ ২১

রাজন্। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী রাক্ষস ও অন্য দানবগণ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত মহাবাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৮½

মহারাজ! সেস্থানে সর্ব্বদিকে হস্তিগণ হস্তীদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসকলের সহিত, রথসমূহ রথবৃন্দের সহিত এবং আরোহী যোদ্ধারা আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল ॥ ৯½

পট্টিশ, খড়্গ, বাণসমূহ ও সায়কসকলকেও ছেদন পূর্ব্বক পাতিতকারী কুন্ত, শক্তি, পরিঘ, প্রাস ও পরশ্বধসমূহসহ মহাভয়ঙ্কর ভিন্দিপালাদি অস্ত্রসকলের দ্বারা সমস্ত যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে আঘাত বা বধ করিতে লাগিল ॥১০-১১

রাজন্! এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে হইতে ও বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষস, দানব ও ক্ষত্রিয়গণ শিলা-শাণিত ও ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১২

মহারাজ! কেহ কেহ বড় বড় অসির দ্বারা নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। কত মহাপরাক্রমশালী বীরগণের মস্তক গদাসমূহের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৩

মহারাজ! পরিঘধারী কত যোদ্ধা নিজেদের পরিঘসমূহের দ্বারা শত্রুগণের গ্রীবা (গর্দান) বিদীর্ণ করিয়া দিল। এই সমর মৃত যোদ্ধাগণের মধ্যে কিছু যোদ্ধা যমরাজের রাজ্যে গমন করিল এবং অনেকে আবার স্বর্গলোকে যাইল ॥ ১৪

তাহারা নিজেদের মৃত দেহকে দেখিতে দেখিতে অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইল। কত যোদ্ধা নিজেদের যোদ্ধাগণকে এবং শত্রুর যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৫

রাজন্! এই সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র শঙ্খ ও ভেরীসমূহের ধ্বনি হইতে লাগিল। সৈন্যদের সর্ব্বদিকে বহু মৃদঙ্গও বাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৬

সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া যখন ভয়ঙ্কর তাপদান করিতে লাগিলেন, তখন বিশাল ও বিকরাল উদরবিশিষ্ট বিকৃতাকার পিশাচগণ এবং মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ আসিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বহু রক্ত পান করিতে ও কেশযুক্ত মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৭-১৮

সেস্থানে রাশি রাশি শবদেহ পতিত ছিল এবং খড়্গের দ্বারা পাতিত মস্তকহীন বহু কবন্ধ (ধড়) চারিদিকে পতিত ছিল। এই শবভক্ষণকারী পিশাচগণ যুদ্ধভূমিতে পরস্পর বহু দেশ বিভাগ করিয়া মৃতদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৯

তদনন্তর বহু বাজ পক্ষী, হিংস্র জন্তু, কঙ্ক, শকুনি ও অন্যান্য পক্ষীরা এদিক্ ওদিক্ হইতে আসিয়া নিজেদের চঞ্চুসমূহের দ্বারা শবসকলকে টানিয়া টানিয়া খাইতে লাগিল ॥ ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে সাতাশী হাজার হস্তী নিহত হইয়াছিল এবং ত্রিশ কোটি উত্তম অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ২১

হতং লক্ষং মহারাজ রথানাং রথিভিঃ সহ।
ত্রিংশৎকোট্যো হতাস্তত্র সাদিনঃ সাযুধা ভৃশম্ ॥ ২১
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে হতাঃ কেচন নির্গতাঃ।
কেচিচ্চ তৃষিতা রাজন্ বিবিশুঃ পুষ্করং সরঃ ॥ ২৩
কেচিদ্ভূমিং সমালিঙ্গ্য ভীতা ইত্যব্রুবন্ রণে।
মুক্তকেশাঃ পতন্তি স্ম রথান্ সন্ত্যজ্য কেচন ॥ ২৪

মহারাজ! রথী যোদ্ধাগণের সহিত এক লক্ষ রথ নষ্ট হইয়াছিল এবং ত্রিশ কোটি অস্ত্রধারী অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছিল ॥ ২২

রাজন্! সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইলে পর কত যোদ্ধা আহত হইয়া রণভূমি হইতে নির্গত হইল এবং কত যোদ্ধা পিপাসায় পীড়িত হইয়া পুষ্কর সরোবরে প্রবেশ করিল ॥ ২৩

কত সৈন্য ভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া অর্থাৎ উপুড় হইয়া

সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ কেচিৎ সাদিনঃ পুরতো হতাঃ।
অত্যদ্ভুতং মহাযুদ্ধমাসীৎ পুষ্করতীর্থকে।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধমাসীৎ পূর্ব্বং নৃপোত্তম ॥ ২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২

পতিত হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। কত যোদ্ধা উষ্ণীষ কেলে রথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৪

কত অস্ত্রারোহী যোদ্ধা দন্তের দ্বারা নিজেদের ওষ্ঠকে দংশন করত সম্মুখে নিহত হইল। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে পুষ্করতীর্থে অত্যন্ত অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। পুরাকালে যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, এই যুদ্ধও সেইরূপই ছিল ॥ ২৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সঙ্কুল (তুমুল) যুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-বিচক্রয়োর্ঘোরং যুদ্ধম্, বিচক্রবধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দ্বন্দ্বযুদ্ধমবর্ত্তত
বিচক্রং যোধয়ামাস শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ ॥ ১
বলভদ্রোঽথ হংসেন ডিম্ভকেন চ সাত্যকিঃ।
বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং হিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ ॥ ২
শেষাশ্চ শেষৈ রাজেন্দ্র চক্রুর্যুদ্ধমদীনগাঃ।
বাসুদেবস্ত্রিসপ্তভ্যা দৈত্যং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৩
শরৈর্নিশিতধারাগ্রৈর্বিস্ময়ং দর্শয়ন্ রণে
দানবো দেবদেবেশং দৃঢ়েন নিশিতেন চ ॥ ৪
শরেণাকর্ণমাকৃষ্য ধনুঃপ্রবরমীশ্বরম্।
জঘান স্তনমধ্যে চ পশ্যতস্তস্য শচীপতেঃ ॥ ৫
তেন বিদ্ধোঽথ ভগবান্ বক্ষোদেশে জনার্দ্দনঃ।
অবমচ্ছোণিতং বিষ্ণুরাদিকালে যথা প্রজাঃ ॥ ৬

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও বিচক্রের ঘোর যুদ্ধ এবং বিচক্রবধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ইহার মধ্যে সেস্থানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। শার্ঙ্গধন্বা গদাধর শ্রীকৃষ্ণ বিচক্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ১

বলভদ্র হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। নরখাদক হিড়িম্ব বসুদেব এবং উগ্রসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২

রাজেন্দ্র! কাহারও সম্মুখে যাহারা নিজেদের দীনতা প্রকাশ করে না, এরূপ অবশিষ্ট বীরগণ অবশিষ্ট যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সময় দৈত্য বিচক্রের বক্ষে তিয়াত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩

এই সব বাণের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট ছিল। তিনি যুদ্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিতে করিতে সেই দৈত্যের উপর এই বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিলেন। তখন সেই দানবও নিজের শ্রেষ্ঠ ধনুকে কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া একটি সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দেবদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগে শচীপতি ইন্দ্রের সাক্ষাতেই প্রহার করিল ॥ ৪-৫

বক্ষঃস্থলে ইহার বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ জনার্দন শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সৃষ্টির আদিকালে নিজের মুখ হইতে প্রজাবর্গকে প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেইরূপে রক্তবমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ততঃ ক্রুদ্ধো হৃষীকেশঃ ক্ষুরপ্রেণাহনদ্ ধ্বজম্
অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা সারথিঞ্চ শরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৭
ততো দধ্মৌ মহাশঙ্খং যথা তারাময়ে রণে।
রথাদুৎপ্লুত্য সহসা দানবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৮
গদাং গৃহ্য মহাঘোরাং দুঃসহাং বীর্যশালিনীম্
তয়া জঘান দৈতেন্দ্রঃ কিরীটে কেশবস্য হ ॥ ৯
ললাটে চ পুনর্বিষ্ণুং সিংহনাদং ব্যনীনদৎ।
ততঃ শিলাঞ্চ মহতীং প্রগৃহ্য দনুজঃ কিল ॥ ১০
ভ্রাময়িত্বা দশগুণং প্রাহরৎ কেশবোরসি
তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য হস্তেনাদায় কেশবঃ ॥ ১১
জঘান চ তয়া দৈত্যং স পপাতার্দিতঃ ক্ষিতৌ।
গতাসুরিব সঞ্জজ্ঞে শ্বসন্নিব পপাত হ ॥ ১২
প্রাপ্য সংজ্ঞাং ততো দৈত্যঃ ক্রোধাদ্দ্বিগুণমাবভৌ।
আদায় পরিঘং ঘোরমিদমাহ জনার্দনম্ ॥ ১৩

তদনন্তর ক্রুদ্ধ হৃষীকেশ এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা সেই দানবের ধ্বজ ছেদন করিলেন। তারপর তার চারটি অশ্বকে বধ করিয়া তিনটি বাণে সারথিকেও বিনাশ করিলেন। তাহার পর তারকাময় সংগ্রামের ন্যায় তিনি নিজের মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্যকে বাদিত করিলেন ॥ ৭½

তখন ক্রোধে মূর্চ্ছিত সেই দানব সহসা রথ হইতে লাফাইয়া এক শক্তিশালিনী, দুঃসহা ও মহাভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করত তাহার দ্বারা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কিরীটে আঘাত করিল, তারপর তাঁহার ললাটে আঘাত করিয়া এই দানব উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৮-৯½

ইহার পর সেই দানব এক বিশাল শিলাখণ্ড গ্রহণ করত তাহাকে দশবার ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে প্রহার করিল ॥ ১০½

সেই শিলাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বীয় হস্তে গ্রহণ করত ইহার দ্বারা দৈত্যকে আঘাত করিলেন। ইহার প্রহারে পীড়িত হইয়া সেই দৈত্য যেন প্রাণহীন হইয়া যাইল এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ১১-১২

তারপর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ইহাতে তাহার ক্রোধজনিত আভা দ্বিগুণ হইয়া যাইল। সে এক ভয়ঙ্কর পরিঘ লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিল ॥ ১৩

গোবিন্দ! এই পরিঘের দ্বারা তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া
অনেন তব গোবিন্দ দর্পজাতং নিহন্ম্যহম্।
বিক্রমজ্ঞস্তদা চাসি মম দেবাসুরে রণে ॥ ১৪
তাবেব বিপুলৌ বাহূ স এবাস্মি জনার্দন।
তথাপি যুধ্যসে বীর জ্ঞাত্বা ত্বং মামকং বলম্ ॥ ১৫
বারয়ৈনং মহাবাহো পরিঘং বাহুনিঃসৃতম্।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
চিক্ষেপ দৈত্যো লোকেশ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ১৬
তং গৃহ্য বাহুনা কৃষ্ণো হতোঽসীতি বদন্ হরিঃ।
খণ্ডশঃ কারয়ামাস খড়্গেন নিশিতেন হ ॥ ১৭
উৎপাট্য বৃক্ষং দৈত্যেশঃ শতশাখং মহাশিখম্।
তেন সম্পোথয়ামাস বিষ্টরশ্রবসং বিভুম্ ॥ ১৮
ছিত্ত্বা তং চাপি খড়্গেন তিলশশ্চ চকার হ
বিক্রীড্য সুচিরং বিষ্ণুস্তেন দৈত্যেন মাধবঃ ॥ ১৯
হন্তুমৈচ্ছত্তদা দৈত্যমাদায় নিশিতং শরম্।
আগ্নেয়াস্ত্রেণ সংযোজ্য জঘানৈনং মহান্ হরিঃ ॥ ২০

দিব। যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন তুমি আমার পরাক্রম জানিতে পারিয়াছিলে ॥ ১৪

জনার্দন! এই আমার সেই বাহু এবং সেই 'আমিই' এখন তোমার সম্মুখে রহিয়াছি। বীর! তুমি আমার বল জান, তথাপি আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। মহাবাহো! এখন তুমি আমার বাহু-নিক্ষিপ্ত এই পরিঘকে নিবারণ কর ॥ ১৫½

এই কথা বলিয়া সেই দৈত্য সমস্ত লোকসকলের সাক্ষাতেই শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণকারী দেবদেবেশ্বর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপর সেই পরিঘ নিক্ষেপ করিল ॥ ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পরিঘকে হস্তে ধরিয়া ফেলিয়া 'এখন তুমি নিহত হইবে' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি নিজের তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা সেই পরিঘকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৭

তখন সেই দৈত্যরাজ শত শাখাযুক্ত ও উচ্চ শিখাবিশিষ্ট এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তাহা বিপুল যশোভাগী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ১৮

মাধব শ্রীকৃষ্ণ নিজের তরবারির দ্বারা এই বৃক্ষটিকেও তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া দিলেন। এইভাবে সেই দৈত্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধক্রীড়া করিয়া ভগবান্ মহাবিষ্ণু সেই সময় তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং এক তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করিয়া উহাকে আগ্নেয়াস্ত্রে সংযুক্ত করত দৈত্যের উপর আঘাত করিলেন ॥ ১৯-২০

সন্দহ্য স শরৈ দৈত্যং সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
যথাপূর্ব্বং জগামাশু করং ভগবতঃ পুনঃ ॥ ২১

হতশিষ্টাস্ততো দৈত্যাঃ পলায়ন্তো দিশো দশ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে গচ্ছন্তো বৈ মহোদধিম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে কৃষ্ণস্যোৎকর্ষে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

এই বাণ সমস্ত লোকসকলের সাক্ষাতেই সেই দৈত্যকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সত্বর শ্রীভগবানের হস্তে চলিয়া আসিল ॥ ২১

তারপর হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ দশদিকে পলায়ন করিতে করিতে মহাসাগরে চলিয়া যাইল। তাহারা অদ্যাবধি আর ফিরিয়া আসে নাই ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ (জয়লাভ)-বিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হংসেন সহ বলভদ্রস্য যুদ্ধবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বলদেবস্তু ধর্ম্মাত্মা ধনুরাদায় সত্বরম্।
জঘান হংসং দশভির্বাণৈর্বাণভৃতাং বরঃ ॥ ১

তং প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈর্হংসঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
তানন্তরে হলী ছিত্ত্বা নারাচৈর্দশভিঃ পুনঃ ॥ ২

নারাচেনাশু বিব্যাধ ললাটে হংসমোজসা।
দৃঢ়ঃ পতন্ স নারাচস্তস্য সংজ্ঞাং সমাদদে।
রথোপস্থে চিরং স্থিত্বা তূণাদ্ বাণং সমাদদে ॥ ৩

লক্ষ্ত্বা হংসঃ স সংজ্ঞাং তু বিদ্ধা তেন যদূত্তমম্।
সিংহবদ্ ব্যনদদ্ধংসো দেবান্ বিস্মাপয়ন্ রণে ॥ ৪

ততঃ ক্রুদ্ধো হলী বিদ্ধস্তেন বাণেন মাধবঃ।
বমন্নোণিতমত্যুষ্ণং নিশ্বসংশ্চ রণাজিরে ॥ ৫

লোহিতাবিষ্টগাত্রস্তু কুঙ্কুমার্দ্র ইবাভবৎ।
নারাচৈঃ শতসাহস্রৈরর্দ্দয়ামাস মাধবঃ ॥ ৬

হংসং হংসগতিং বীরং নীলবাসা হলায়ুধঃ।
তে মুক্তা নিশিতা ঘোরা নারাচাশ্চ সুবাজিনঃ ॥ ৭

রথে ধ্বজে তথা চাপে চক্রে তূণীদ্বয়ে নৃপ
পতিতাঃ সর্ব্বতো রাজন্ ব্যথাং চৈব তথা দদুঃ ॥ ৮

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ হংসো বীর্য্যমদান্বিতঃ।
শরেণ হলিনং বিদ্ধা ধ্বজং চিচ্ছেদ কালবিৎ ॥ ৯

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[হংসের সহিত বলভদ্রের যুদ্ধ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বাণধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বলদেব অতি সত্বর ধনুগ্রহণ করত দশটি বাণে হংসকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১

হংসও প্রতিশোধের জন্য পাঁচটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু হলধর পুনরায় দশটি নারাচ নিক্ষেপ করিয়া মধ্যপথেই সেই বাণগুলিকে ছেদন করত দ্রুত অন্য একটি নারাচের দ্বারা হংসের ললাটে সবেগে আঘাত করিলেন ॥ ২

সেই নারাচ প্রচণ্ডবেগে পতিত হইয়া হংসের চৈতন্যকে লোপ করিয়া দিল। এই অবস্থায় হংস বহুক্ষণ রথের পশ্চাদ্ ভাগে অবস্থান করত আশ্বস্ত হইয়া নিজের তূণ হইতে একটি বাণ গ্রহণ করিলেন। উহার দ্বারা যদুশ্রেষ্ঠ বলরামকে আঘাত করিয়া রণস্থলে দেবগণকে বিস্মিত করিতে করিতে হংস সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪

তারপর তাঁহার বাণে আহত হইয়া মাধব হলধর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমরাঙ্গনে অত্যন্ত উষ্ণ রক্ত বমন করিতে করিতে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তাঁহার শরীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া কুঙ্কুমে আর্দ্র (ভিজা) হওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। তখন নীলবস্ত্রধারী মাধব হলধর হংসের ন্যায় গমনবিশিষ্ট হংসকে লক্ষ নারাচের দ্বারা পীড়িত করিলেন ॥ ৬;

রাজন্ জনমেজয়! তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সেই সব তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর নারাচ হংসের রথ, ধ্বজ, ধনু, চক্র ও তূণদ্বয়ে পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে (বা সর্ব্বদিক্ দিয়া) পীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৭-৮

মহারাজ! তখন বল-পরাক্রমে উন্মত্ত ও সমরজ্ঞ হংস ক্রুদ্ধিত হইয়া একটি বাণে হলধরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধ্বজ ছেদন

শরৈশ্চতুর্ভিরশ্বাংশ্চ সূতং প্রেতাধিপং দদৌ
ততঃ ক্রুদ্ধো হলী তস্মৈ গদাং গৃহ্য মহারণে ॥ ১০
আপপাত মহাবাহুর্হংসং শেষ ইব শ্বসন্
তয়া রথং ধ্বজং চক্রমশ্বান্ সূতং হলায়ুধঃ।
বভঞ্জ তিলশঃ সর্ব্বং ননাদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
ভূয়শ্চ গদয়া হংসং চিক্ষেপ চ বলী কিল।
সোঽপি হংসো গদাং গৃহ্য রথাত্তস্মাদবাপতৎ ॥ ১২
ততস্তৌ হংস-হলিনৌ যুযুধাতে মহারণে।
মহারথৌ মহাবাহূ লোকে প্রাপ্ততেজসৌ ॥ ১৩
অত্যদ্ভুতং সুবিক্রান্তৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
কৃতশ্রমৌ মহাযুদ্ধে সিংহবিক্রান্তগামিনৌ ॥ ১৪
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে শক্র-বৃত্রৌ পুরাম্বরে।
উভৌ সংসক্তসর্ব্বাঙ্গৌ শোণিতেন মহারণে ॥ ১৫

অত্যন্তখেদিনৌ যুদ্ধে পরস্পরবলেন হ।
ততশ্চ দক্ষিণং মার্গং বলভদ্রোঽন্বগচ্ছত ॥ ১৬
সব্যং তু হংসো রাজেন্দ্র ব্যগৃহ্নাৎ স্বয়মেব হি।
পৌরুষাক্রুতুর্যুদ্ধে গদাভ্যাং গজবিক্রমৌ ॥ ১৭
যথাপ্রাণং মহাবাহূ জঘ্নতুর্মারণায় তৌ।
অতিপ্রবৃদ্ধং সংগ্রামং দেবাসুররণোপমম্ ॥ ১৮
বিদধাতে মহারঙ্গে পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব বিস্ময়ং পরিজগ্মিরে ॥ ১৯
অহো খল্বীদৃশং যুদ্ধং দৃষ্টপূর্ব্বং ন চ শ্রুতম্।
ইত্যূচুর্বিস্ময়বশাদ্দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২০
পরস্পরকৃতোৎসাহৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্।
অথ হংসো মহারঙ্গে দক্ষিণং দক্ষিণোত্তমঃ ॥

করিলেন। তারপর চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া তাঁহার সারথিকেও এক বাণে যমরাজ-ভবনে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯½

তখন ক্রুদ্ধ মহাবাহু হলধর সেই মহাযুদ্ধে গদা গ্রহণ করত শ্বাস ত্যাগকারী শেষ নাগের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হংসের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০½

হলধর বলরাম সেই গদার দ্বারা হংসের রথ, ধ্বজ, চক্র, অশ্বগণ ও সারথি—সকলকেই তিল তিল করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন এবং পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

বলবান্ বীর বলভদ্র পুনরায় গদার দ্বারা হংসকে আঘাত করিলেন। ইহা দেখিয়া হংসও গদা গ্রহণ করত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ১২

তদনন্তর জগতে বিখ্যাত তেজস্বী মহাবাহু মহারথী হংস ও হলধর সেই মহাসমরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ইঁহারা উভয়ে মহাপরাক্রমশালী, পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক, মহাযুদ্ধে বিশেষ পরিশ্রমকারী ও হংসতুল্য বীর বিক্রমে গমনকারী ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে তখন অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৪

যেরূপ পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্র ও বৃত্রাসুর আকাশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই হংস ও বলভদ্র পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই মহাসমরে উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভিজিয়া গিয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৫

সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের বলে উভয়েরই অত্যন্ত খেদ হইতেছিল, তদনন্তর বলভদ্র দক্ষিণ মার্গ অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

রাজেন্দ্র! তখন হংস স্বয়ংই বাম মার্গ অবলম্বন করিলেন। হস্তিতুল্য পরাক্রমশালী এই দুই বীর যুদ্ধে পরস্পরকে গদার দ্বারা বিশেষভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

এই দুই মহাবাহু বীর সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করিয়া পরস্পরকে বধ করিবার জন্য পরস্পরের উপর প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাসমরাঙ্গণে সমস্ত দেবগণের সাক্ষাতে এই দুই বীর দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতিশয় প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮½

এই সময় সমস্ত দেবতা ও মুনিগণও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরগণ বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—অহো! এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই ও শ্রবণও করি নাই ॥ ১৯-২০

পরস্পরকে জয় করিবার উৎসাহ লইয়া এই দুই বীর উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর উদার পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হংস সেই মহাসমরে দক্ষিণ ভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং বলবান্ বলভদ্র বাম ভাগে অত্যন্ত তীব্র গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ব্যচরন্মার্গমত্যর্থং সর্ব্বাং তু বলবান্ বলঃ ॥ ১১
নিকৃত্তা জানুনী পূর্ব্বং চক্রতুর্গদয়া ভৃশম্।
রণে রণবিদাং শ্রেষ্ঠৌ পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে হংস-বলভদ্রযুদ্ধে
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

যুদ্ধবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও হংস দেবতাদিগের সাক্ষাতে প্রথমে এই দুই জানু মুড়িয়া রণাঙ্গনে পরস্পরকে গদার দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংস এবং বলভদ্রের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সাত্যকি-ডিম্ভকয়োর্যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যুদ্ধং চক্রতুরত্যর্থং ততো ডিম্ভক-সাত্যকী।
তাবুভৌ বলিনৌ বীরৌ বিখ্যাতৌ ক্ষত্রিয়েষু চ ॥ ১
কৃতশ্রমৌ মহাযুদ্ধে সততং বৃদ্ধসেবিনৌ
সাত্যকির্দশভির্বীরো ডিম্ভকং বেদপারগম্ ॥ ২
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈঃ স্তনে বক্ত্রে তথোরসি।
স তেন বিদ্ধো বলিনা ডিম্ভকঃ ক্ষত্রিয়োত্তমঃ ॥ ৩
নারাচৈঃ পঞ্চসাহস্রৈর্বিব্যাধ বৃষ্ণি গর্ব্বিতঃ।
তানন্তরে বৃষ্ণিবীরো নিষিধাস্নিনদন্ ক্রবন্ ॥ ৪
অথ ক্রুদ্ধো নৃপবরো বিদ্ধঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ।
পুনঃ শতসহস্রেণ প্রত্যবিধ্যত সাত্যকিম্ ॥ ৫

সাত্যকিস্তুথ বিক্রান্তো ধনুশ্চিচ্ছেদ তস্য তৎ
অর্দ্ধচন্দ্রেণ তীক্ষ্ণেন ডিম্ভকস্য স যাদবঃ ॥ ৬
আজঘ্নে ডিম্ভকো বীরশ্চাপমাদায় চাপরম্।
ক্ষুরপ্রেণাথ রৌদ্রেণ তৈলধৌতেন বিক্রমী ॥ ৭
স তেন বিদ্ধো বাণেন বমঞ্ছোণিতকং নৃপ।
অতীব শুশুভে রাজন্ বসন্তে কিংশুকো যথা ॥ ৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভূয়স্তু গৃহীতং যৎ পুনর্মহৎ
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় ডিম্ভকো যাদবেশ্বরম্ ॥ ৯
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
স ধনুঃ পুনরত্যুগ্রং চিচ্ছেদ বৃষ্ণি সাত্যকিঃ ॥ ১০

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকি ও ডিম্ভকের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ডিম্ভক ও সাত্যকি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই দুই বলবান্ বীর ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১

ইঁহারা উভয়ে সেই মহাযুদ্ধে অতিশয় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। দুই বীরই সদা বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবক ছিলেন। বীর সাত্যকি বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ডিম্ভকের স্তন, মুখ ও বক্ষে দশটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২-৩

সেই বলবান্ বীরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়োত্তম ও যুদ্ধে বলে গর্ব্বিত ডিম্ভক সাত্যকিকে পাঁচ হাজার তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু বৃষ্ণিবীর সাত্যকি সেই সব নারাচকে মধ্যপথেই গর্জন করিতে করিতে ও রবসহকারে হুঙ্কারমাত্রেই খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩-৪

তারপর সাত্যকি লৌদ্রগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ নৃপশ্রেষ্ঠ ডিম্ভক পুনরায় একলক্ষ বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ৫

তদনন্তর পর ক্রমশালী যাদববীর সাত্যকি একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ডিম্ভকের সেই ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥

তখন পরাক্রমশালী বীর ডিম্ভক অন্য ধনু গ্রহণ করত তৈলের দ্বারা পরিষ্কৃত এক ভয়ঙ্কর ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা সাত্যকিকে আঘাত করিলেন ॥ ৭

রাজন্! সেই বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে সাত্যকি বসন্তকালে বিকশিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন তিনি পুনরায় ডিম্ভকের সেই বিশাল ধনু ছেদন করিলেন, যাহাকে ডিম্ভক দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর ডিম্ভক পুনরায় অন্য ধনু গ্রহণ করত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে যাদবেশ্বর সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ত্বরান্বিত ডিম্ভকের সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধনুটিকেও তীক্ষ্ণ পক্ষযুক্ত একটি বাণের দ্বারা পুনরায় ছেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

শরেণ তীক্ষ্ণপুঙ্খেন ডিম্ভকস্য ত্বরান্বিতঃ
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় সত্বরং স নৃপোত্তমঃ ॥ ১১
ধনুষা তেন রাজেন্দ্র সাত্যকিং বিব্যধে পুনঃ
এবং ধনূংষি রাজেন্দ্র শতং পঞ্চ চ পঞ্চ চ ॥ ১২
ছিত্ত্বা ননাদ শৈনেয়ঃ সর্ব্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
ধনুষী তৌ পরিত্যজ্য বীরৌ ডিম্ভক-সাত্যকী ॥ ১৩
খড়্গৌ প্রগৃহ্য চাত্যুগ্রৌ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ।
তৌ হি খড়্গবিদাং শ্রেষ্ঠৌ বীরৌ ডিম্ভক-সাত্যকী ॥ ১৪
দৌঃশাসনির্মহাভাগ সৌমদত্তিস্তথৈব চ।
অভিমন্যুশ্চ বিক্রান্তো নকুলশ্চ তথৈব চ ॥ ১৫
এতে খড়্গবিদাং শ্রেষ্ঠাঃ কীর্ত্তিতা যুধি সত্তমাঃ।
এতেষ্বেতৌ নৃপশ্রেষ্ঠৌ ষট্সু বৈ নৃপসত্তম ॥ ১৬
তাবেতাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুর্যুদ্ধলালসৌ।
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধং প্রবিদ্ধং বাহুনিঃসৃতম ॥ ১৭
আকরং বিকরং ভিন্নং নির্ম্মর্য্যাদমমানুষম
সঙ্কোচিতং কুলচিতং সব্যজানু বিজানু চ ॥ ১৮
আহিকং চিত্রকং ক্ষিপ্তং কুসুম্বং লম্বনং ধৃতম্।
সর্ব্ববাহু বিনির্বাহ সব্যোত্তরমথোত্তরম ॥ ১৯
ত্রিবাহু তুঙ্গবাহুশ্চ সব্যোগ্রতমুদাসি চ।
পট্টিকং মৌষ্টিকং চৈব যৌধিকং প্রথিতং তথা ॥ ২০
ইতি প্রকারান্ দ্বাত্রিংশচ্চক্রতুঃ খড়্গযোধিনৌ।
পুনঃ পুনঃ প্রহরন্তৌ ন চ শ্রমমুপেয়তঃ ॥ ২১
পুষ্করস্থৌ মহারাজ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ৌ
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ২২
তুষ্টুবুস্তৌ মহারাজ জয়ে কৃতপরিশ্রমৌ।
অহো বীর্য্যমহো ধৈর্য্যমনয়োর্বাহুশালিনোঃ ॥ ২৩
এতাবেব রণে শক্তৌ খড়্গে ধনুষি পারগৌ
একঃ শিষ্যো গিরীশস্য দ্রোণস্যান্যো হি ধীমতঃ ॥ ২৪
অর্জ্জুনঃ সাত্যকিশ্চৈব বাসুদেবো জগৎপতিঃ।
ত্রয় এতে মহাবীরাঃ প্রথিতাঃ সঙ্গরে সদা ॥ ২৫
ডিম্ভকঃ শক্তিভৃচ্ছর্ব্বস্ত্রয় এতে মহারথাঃ।
প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্ব এবৈতে বীর্য্যেষু চ বলেষু ॥ ২৬

রাজেন্দ্র! তখন নৃপশ্রেষ্ঠ ডিম্ভক সত্বর অন্য ধনু লইয়া সেই ধনুর দ্বারা পুনরায় সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১১॥

রাজাধিরাজ জনমেজয়! এইভাবে সাত্যকি সমস্ত ক্ষত্রিয়-গণের সাক্ষাতে ডিম্ভকের এক শত দশটি ধনুকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥

তখন ডিম্ভক ও সাত্যকি দুই বীরই নিজ নিজ ধনু ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ করত পরস্পর যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। এই দুই বীর খড়্গ যুদ্ধবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥ ১৩-১৪

মহাভাগ দুঃশাসনপুত্র, সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা, পরাক্রমশালী অভিমন্যু ও নকুল, (এবং ডিম্ভক ও সাত্যকি)—যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতম এই ছয় বীর খড়্গযুদ্ধবিদ্‌গণের মধ্যে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ১৫॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই ছয় জনের মধ্যেও এই দুই শ্রেষ্ঠ নরপতি সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত হন। এই সেই দুই বীর যুদ্ধের লালসায় খড়্গের দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬॥

ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, বাহুনিঃসৃত, আকর, বিকর, ভিন্ন, নির্ম্মর্য্যাদ, অমানুষ, সঙ্কোচিত, কুলচিত, সব্যজানু, বিজানু, আহিক, চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুসুম্ব, লম্বন, ধৃত, সর্ব্ববাহু, দক্ষিণ, উত্তর, ত্রিবাহু, তুঙ্গবাহু, সর্ব্বোগ্রত, উদাসি, পট্টিক, মৌষ্টিক, যৌধিক ও প্রথিত—এই বত্রিশ প্রকার খড়্গ যুদ্ধের পদ্ধতি। খড়্গযুদ্ধে নিরত এই দুই বীরই সেই সময় খড়্গযুদ্ধের এই সব পদ্ধতিই দেখাইতে লাগিলেন। ইঁহারা বারংবার প্রহার করিয়াও পরিশ্রান্ত হইলেন না। মহারাজ! পুষ্করে থাকিয়া এই দুই বীর যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ১৭-২১॥

জনমেজয়! তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বিজয়ের জন্য পরিশ্রমকারী এই দুই বীরের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২২॥

অহো! বাহুবলে সুশোভিত এই দুই বীরের ধৈর্য্য ও পরাক্রম অদ্ভুত। ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধে সমর্থ, খড়্গবিদ্যা ও ধনুর্বেদে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন ॥২৩-২৪

অর্জ্জুন, সাত্যকি ও জগদীশ্বর ভগবান্ বাসুদেব—এই তিন জনই সদা যুদ্ধস্থলে 'মহাবীর' নামে বিখ্যাত ॥ ২৫

ডিম্ভক, কুমার কার্ত্তিক এবং ভগবান্ শিব—এই তিন জনে মুখ্য 'মহারথী'। ইঁহারা সকলে বলে ও বীর্য্যে বিখ্যাত ॥ ২৬

সেই দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, যক্ষ এবং মহানাগগণ যুদ্ধ দর্শন

ইতি তে দেব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা যক্ষা মহোরগাঃ
দিবি স্থিতাঃ সমং ক্রমুর্যুদ্ধদর্শনলালসাঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে সাত্যকি-ডিম্ভকযুদ্ধে
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

করিবার ইচ্ছায় আকাশে অবস্থান করত একসঙ্গে এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে সাত্যকি এবং ডিম্ভকের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[হিড়িম্বের সহ বসুদেবোগ্রসেনয়োর্যুদ্ধম্, বলভদ্রেণ হিড়িম্বস্য বধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বসুদেবোগ্রসেনৌ চ বৃদ্ধৌ যুদ্ধে সুনির্বৃতৌ।
জরাজরিতসর্ব্বাঙ্গৌ পলিতাঙ্গশিরোরুহৌ ॥ ১
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নৌ রাজমার্গবিশারদৌ।
যুযুধাতে মহারঙ্গে রাক্ষসেন দুরাত্মনা ॥ ২
শরৈরনেকসাহস্রৈর্দ্দয়ামাসতু রণে।
রাক্ষসেন্দ্রং দুরাত্মানং হিড়িম্বং পুরুষাদকম্ ॥ ৩
হিড়িম্বো রাক্ষসেন্দ্রস্তু ভক্ষয়ন্ সর্ব্বতো নরান্।
অভিপ্রবৃদ্ধো দুষ্টাত্মা লম্ববাহুর্মহাহনুঃ ॥ ৪
লম্বোদরো বিরূপাক্ষঃ পিঙ্গকেশো বিলোচনঃ
শ্যেননাসো মহারৌদ্র ঊর্দ্ধরোমা মহাভুজঃ ॥ ৫
পর্ব্বতাকারবর্ষ্মা চ দীর্ঘদংষ্ট্রঃ শিবাননঃ।
লম্বোদরো দীর্ঘদন্তো জগদ্‌গ্রাসপরন্তথা ॥ ৬
উত্তুঙ্গাংসো মহোরস্কো দীর্ঘগ্রীবো গজোপমঃ
ভক্ষয়ন্ মাংসপিটকং পিবন্ শোণিতসঞ্চয়ম্ ॥ ৭
গজান্নাগৈঃ সমাহত্য হয়ৈরশ্বান্ নৃপোত্তম।
রথান্ রথৈঃ সমাহত্য সাদিনঃ সাদিভিস্তথা ॥ ৮
মনুষ্যান্ স পুরো দৃষ্ট্বা নাস্যগ্রাসং চকার সঃ।
কাংশ্চিদ্ধত্বা মহারাজ বৃষ্ণিপালান্ সমন্ততঃ ॥ ৯
ভক্ষয়ামাস সহসা হিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ।
যান্ পশ্যন্ পুরতো রক্ষস্তান্ জঘান বিরূপধৃক্ ॥ ১০

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[হিড়িম্বের সহিত বসুদেব ও উগ্রসেনের যুদ্ধ এবং বলভদ্র কর্তৃক হিড়িম্ব বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বসুদেব ও উগ্রসেন বৃদ্ধ হইলেও যুদ্ধে পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শরীরে মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছিল এবং কেশসমূহ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ১

ইঁহারা উভয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্পন্ন ও রাজমার্গে (ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধে) নিপুণ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে সেই মহাসাগরে দুরাত্মা রাক্ষস হিড়িম্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

এই সময় বসুদেব ও উগ্রসেন অনেক সহস্র বাণের দ্বারা রণাঙ্গনে নরখাদক রাক্ষসরাজ দুরাত্মা হিড়িম্বকে পীড়িত করিলেন ॥ ৩ ॥

রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব সর্ব্বদিকে মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহার বাহুদ্বয় লম্বা ও হনু বিশাল ছিল। এই দুষ্টাত্মা রাক্ষসরাজের উদর লম্বা ও চক্ষু বিকরাল ছিল। ইহার মস্তকের কেশসমূহ পিঙ্গলবর্ণ ছিল। নাসিকা বাজপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় ছিল। বিশাল বাহুদ্বয়ের উভয় মহাভয়ঙ্কর রাক্ষসের রোমসকল ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত ছিল ॥ ৪-৫

ইহার শরীর পর্ব্বতাকার দেখাইতেছিল, দন্তগুলি দীর্ঘ ছিল এবং মুখ শিবার ন্যায় ছিল। লম্বা উদরযুক্ত ও বড় বড় দন্তবিশিষ্ট এই রাক্ষস জগৎকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত ছিল ॥ ৬

ইহার স্কন্ধ উচ্চ, বক্ষঃ বিশাল ও গ্রীবা দীর্ঘ ছিল। ইহাকে দেখিতে হাতীর ন্যায় মনে হইত। এই রাক্ষস পিটারীপূর্ণ মাংস ভক্ষণ করে এবং সঞ্চিত করিয়া রাখা কলস কলস রক্তপান করে ॥ ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই হিড়িম্ব হস্তিগণের দ্বারা হস্তীদিগকে, অশ্বগণের দ্বারা অশ্বদিগকে, রথসমূহের দ্বারা রথ সকলকে এবং আরোহী যোদ্ধাদিগকে আরোহী যোদ্ধাগণের দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিতে লাগিল ॥ ৮

এই রাক্ষস মনুষ্যগণকে নিজের সম্মুখে দেখিয়া তাহাদিগকে নাসিকার দ্বারা গ্রাস করিতে লাগিল। নাসিকার শ্বাসমার্গের দ্বারা ভিতরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ! নরভক্ষী হিড়িম্ব সর্ব্বদিকে আক্রমণ করত কিন্তু বৃষ্ণিপালক যোদ্ধাদিগকে

ভক্ষয়ন্নপরান্ বৃষ্ণীন্ যাদবান্ রাক্ষসেশ্বরঃ
চিক্ষেপ সহসা কাংশ্চিদ্দ্বিড়িম্বঃ পুরুষাদকঃ ॥ ১১
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ প্রাণভৃতো নৃপ।
ক্ষণেনৈকেন সর্ব্বাংস্তান্ ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১২
কেচিত্তীতা দিশঃ প্রাপুর্বৃষ্ণয়ো বীর্য্যশালিনঃ।
কেচিত্তু ভক্ষিতাস্তেন রক্ষসা বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩
কুম্ভকর্ণো যথা রাজন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্।
নিঃশেষং বৃষ্ণিসৈন্যং তু চকার পুরুষাদকঃ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধৌ বৃদ্ধৌ যাদবপুঙ্গবৌ।
ধনুর্গৃহ্য মহাঘোরং রাক্ষসস্য পুরঃ স্থিতৌ ॥ ১৫
যথা ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মৃগৌ বৃদ্ধতমাবিব
ব্যাদায়াস্যং মহারক্ষস্তৌ বৃদ্ধাবভ্যধাবত ॥ ১৬
চিখাদিষুর্বিরূপাক্ষঃ পাতালতলসন্নিভঃ।
ততো রক্ষঃ পর্য্যধাবৎ খাদৎ খাদৎ কলেবরম্ ॥ ১৭

বধ করিয়া সহসা ভাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। এই বিকরাল রূপধারী রাক্ষস যাহাদিগকে সম্মুখে দেখিল, তাহাদিগকেই বধ করিল ॥ ৯-১০

নরখাদক রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব বহু বৃষ্ণি ও যাদবগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তাহাদিগের মধ্যে অনেককে তুলিয়া সহসা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল ॥ ১১

নৃপ জনমেজয়! যেরূপ কুপিত হইয়া রুদ্রদেব অন্তকালে প্রাণিগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই রাক্ষস একই ক্ষণে সেই সকলকে ভক্ষণ করিল। ১২

পরাক্রমশালী কিছু বৃষ্ণিবংশী যোদ্ধারা ভীত হইয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশের বহু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেই রাক্ষসের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া যাইলেন ॥ ১৩

যেরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই নরভক্ষী নিশাচর বৃষ্ণিবংশের সৈন্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া দিল ॥ ১৪

ইহার মধ্যে বৃদ্ধ যাদবশ্রেষ্ঠ বসুদেব ও উগ্রসেন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করত এই রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ইহাতে মনে হইল—যেন ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখে দুইটি অত্যন্ত বৃদ্ধ মৃগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৫½

সেই সময় এই মহারাক্ষস মুখ ব্যাদান করিয়া সেই দুই বৃদ্ধকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। তখন ইহার চক্ষুদুইটি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজের ব্যাদিত মুখে পাতালতলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৬½

পূরয়ামাসতুর্বীরৌ শরৈর্মৃত্যুসমৌ নৃপ
হিড়িম্বস্য মহাঘোরং ব্যাদিতাস্যনিবাস্তকম্ ॥ ১৮
সর্ব্বাংস্তান্ বারয়ামাস দেবশত্রুবিরূপধৃক্।
ধাবতি স্ম ততো রক্ষো ব্যাদিতাস্যং ভয়ানকম্ ॥ ১৯
তয়োর্গৃহীত্বা ধনুষী বভঞ্জ যুধি সত্বরম্
বাহূ প্রাসার্য্য দুষ্টাত্মা রাক্ষসো বিকৃতাননঃ ॥ ২০
বসুদেবং মহীপালং রাজানং বৃদ্ধসেবিনম্।
গ্রহীতুং রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যততে নৃপসংসদি ॥ ২১

হিড়িম্ব উবাচ।

এষ বাং ভক্ষয়িষ্যামি বসুদেবং ত্বয়া সহ।
উগ্রসেন কিমর্থং ত্বং তিষ্ঠসে মৎপুরোগমঃ ॥ ২২
আগচ্ছ প্রবিশাস্যং মে গ্রাসভূতৌ তু বাং মম।
বিধিনা নির্ম্মিতো বৃদ্ধো বসুদেবো হরেঃ পিতা ॥ ২৩
বুভুক্ষিতঃ শ্রমার্ত্তশ্চ যুদ্ধে ত্বরিতবিক্রমঃ।
মমুখান্নৈব গচ্ছেত্তাং প্রবিশেতাং ত্বরান্বিতৌ ॥ ২৪

নৃপ! তদনন্তর মনুষ্যদেহকে খাইতে খাইতে এই রাক্ষস বসুদেব ও উগ্রসেনের দিকে সবেগে ধাবিত হইল। সেই সময় এই মহাশ্রেষ্ঠ বীর নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা মুখব্যাদনকারী যমের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর হিড়িম্বের ব্যাদিত মুখকে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৭-১৮

তখন সেই বিকরাল রূপধারী দেবদ্রোহী ভয়ানক রাক্ষস সেই সব বাণকে নিবারণ করিল এবং পুনরায় মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল ॥

তাঁহাদের উভয়ের ধনু কাড়িয়া লইয়া সত্বর ভাঙ্গিয়া দিল। বিকরাল মুখবিশিষ্ট দুষ্টাত্মা রাক্ষস এই সময় নিজের দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধসেবী ভূপাল রাজা বসুদেবকে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্ব সেই রাজসমাজেই ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ॥২০-২১

হিড়িম্ব বলিল,—উগ্রসেন! তুমি কিজন্য আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছ? আমি এখনই তোমার সহিত বসুদেবকে অর্থাৎ তোমাদের দুইজনকে ভক্ষণ করিব ॥ ২২

এস, আমার মুখে প্রবেশ কর। তোমরা দুইজনে আমার গ্রাসস্বরূপ হও। যাহাকে বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের পিতা করিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ বসুদেব ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছে, পরিশ্রমে কষ্ট পাইতেছে এবং ত্বরা সহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। এখন তোমরা দুইজনে আমার মুখ হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারিবে না; সত্বরই আমার মুখে প্রবেশ কর ॥ ২৩-২৪

যুবয়োঃ শোণিতং পীত্বা তৃপ্তিং যাস্যামি নির্বৃতঃ
খাদামি চ পুনর্মাংসং বৃদ্ধয়োর্যুবয়োঃ সুখম্ ॥ ২৫
ইতি ব্রুবংস্তথা ক্রুদ্ধো ব্যাদিতাস্যো মহাহনুঃ।
ধাবতি স্ম তদা ক্ষিপ্রং হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬
বসুদেবোগ্রসেনৌ চ ভীতৌ বিপ্রেক্ষ্য সর্ব্বতঃ।
দিশোঽভ্যভক্ততাং রাজন্নিঃশস্ত্রৌ বৃষ্ণিপুঙ্গবৌ ॥ ২৭
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা বলভদ্রঃ প্রতাপবান্।
দৃষ্ট্বা চ তৌ তথাভূতৌ বসুদেবোগ্রসেনকৌ ॥ ২৮
বাসুদেবে সমাদিশ্য হংসং যুধ্যস্তমীশ্বরে।
নির্গত্য চান্তরাত্তস্য রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৯
মা কৃথাঃ সাহসং রক্ষো মুঞ্চৈতৌ রাজসত্তমৌ।
স্থিতোঽস্মি যুধ্যতাং রক্ষো ময়া শত্রূন্ জিঘাংসতা ॥৩০
অহমেব হনিষ্যে ত্বাং কা চেয়ং তব ভীষিকা
ইতি ব্রুবাণং হলিনং তৌ বিসৃজ্য মহারণে ॥ ৩১
মহানয়মসৌ দুষ্টো ভক্ষয়ামোনমগ্রতঃ।
বিদার্য্য পূর্ব্ববদ্ বক্ত্রং বলভদ্রমুপাদ্রবৎ ॥৩২
বিসৃজ্য সশরং চাপং রাক্ষসস্য পুরঃ স্থিতঃ।
মুষ্টিং প্রগৃহ্য বলবান্ স্ফোটয়ন্ বাহুমুত্তমম্ ॥ ৩৩
হিড়িম্বস্ত্বথ দুষ্টাত্মা মুষ্টিং কৃত্বা ভয়ানকম্।
জঘান বক্ষো রামস্য ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৩৪
ক্রুদ্ধোঽথ বলভদ্রস্তু মুষ্টিনা তেন তাড়িতঃ
জঘান মুষ্টিনা তেন রাক্ষসেশমনিন্দিতঃ ॥ ৩৫
মুষ্টিযুদ্ধং সমভবন্নররাক্ষসবীরয়োঃ।
যুধ্যতোর্যুদ্ধরঙ্গেঽথ নররাক্ষসসিংহয়োঃ ॥ ৩৬
তয়োশ্চটচটাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ভয়ানকঃ।
অথ রাক্ষসরাজস্তু মুষ্টিনা রামমাহবে ॥ ৩৭
জঘান বক্ষোদেশে তু বজ্রেণেব পুরন্দরঃ
অথ রামো বলী সাক্ষান্মুষ্টিং সংবর্ত্ত্য যত্নতঃ ॥ ৩৮
হিড়িম্বং তাড়য়ামাস বক্ষস্যমরবিদ্বিষম্
তলাভ্যামথ রামস্তু বক্ত্রে হত্বা স রাক্ষসম্ ॥ ৩৯

তোমাদের দুইজনের রক্তপান করিয়া আমি তৃপ্ত হইয়া যাইব এবং সন্তোষলাভ করিব। ইহার পর বৃদ্ধ তোমাদের উভয়ের মাংস আমি সুখে ভক্ষণ করিব। ২৫

এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিশাল হনুযুক্ত রাক্ষসরাজ নিশাচর হিড়িম্ব সেই সময় মুখ বিস্তার করিয়া দ্রুত ধাবিত হইল। ২৬

রাজন্! তখন অস্ত্রহীন বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ বসুদেব ও উগ্রসেন ভীত হইয়া সর্ব্বদিকে দেখিয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ২৭

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী বলভদ্র বসুদেব ও উগ্রসেনকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া যুদ্ধরত হংসের ভার বলবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর সমর্পণ করত স্বয়ং সেই দুরাত্মা রাক্ষসের মধ্যভাগে আসিয়া এই কথা বলিলেন। ২৮-২৯

অরে রাক্ষস! এরূপ দুঃসাহস করিও না। এই দুই রাজশ্রেষ্ঠকে পরিত্যাগ কর। এই আমি অবস্থান করিতেছি। শত্রুদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত বলভদ্র আমার সহিত তুমি যুদ্ধ কর। কেবল আমিই তোমাকে বধ করিব। এ কি তোমার বিভীষিকা। ৩০½

এইরূপ বাক্যভাষী হলধরের কথা শুনিয়া হিড়িম্ব সেই মহা সমরে বসুদেব ও উগ্রসেনকে পরিত্যাগ করত চিন্তা করিল—এই পুরুষ মহাদুষ্ট; অতএব প্রথমে ইহাকে ভক্ষণ করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্ববৎ মুখ বিস্তার করত হিড়িম্ব বলভদ্রের দিকে ধাবিত হইল। ৩১-৩২

বলবান্ বলভদ্র বাণসহ ধনু ত্যাগ করত নিজের উত্তম বাহুর আস্ফোটন করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অগ্রে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৩

দুষ্টাত্মা হিড়িম্ব ও মুখ বিস্তারকারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলরামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ৩৪

সেই মুষ্টির আঘাত পাইয়া অনিন্দিত বলশালী বলভদ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর তিনিও রাক্ষসরাজকে মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন। ৩৫

তখন সেই দুই নর ও রাক্ষসবীরের মধ্যে মুষ্টি যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে যুদ্ধ করিতে করিতে নরসিংহ বলরাম ও রাক্ষসসিংহ হিড়িম্বের মুষ্টির ভয়ঙ্কর চটচটা শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৩৬½

তদনন্তর রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব সমরাঙ্গণে বলরামের বক্ষঃস্থলে মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিল; ইহাতে মনে হইল—দেবরাজ ইন্দ্র যেন কোনও পর্ব্বতে বজ্রের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৩৭½

ইহার পর সাক্ষাৎ বলবান্ বলরাম যত্ন সহকারে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেবদ্রোহী হিড়িম্বের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তাহার পর তিনি সেই রাক্ষসের মুখে দুইবার হস্ততল দ্বারা প্রহার করিলেন। ৩৮-৩৯

আহতস্তলঘাতেন হিড়িম্বো রাক্ষসেশ্বর: ।
জানুভ্যামপতদ্ ভূমৌ গতাসুর্বীররাক্ষস: ॥ ৪০
তত উৎপত্য রামস্তু দোর্ভ্যাং সংগৃহ্য রাক্ষসম্ ।
আদায় বহুবেগেন ভ্রাময়িত্বা পদাৎ পদম্ ॥ ৪১
ব্যাবিধ্যৎ সুচিরং রামো দর্শয়ন্নাত্মনো বলম্
উৎক্ষিপ্য রাক্ষসেন্দ্রং ত' সর্ব্বলোকস্য পশ্যত: ॥ ৪২
গব্যূতিমাত্রং চিক্ষেপ ততো দেশাদ্বলায়ুধ: ।
গতাসু রাক্ষসশ্রেষ্ঠস্ততো দেশান্নিরাক্রমৎ ॥ ৪৩
যে কেচিদ্ রাক্ষসাস্তত্র হতশেষা মহারণে ।
বলভ্রাত্তাস্ততো ভীতা জগ্মুশ্চৈব দিশো দশ ॥ ৪৪
অথাংশুমালী ভগবান্ দিনেশ:
সংহৃত্য তেজাংসি সহস্ররশ্মি: ।
অস্তং যযৌ চক্ষুরপি প্রজানা-
মীষত্তমশ্চাপি সমাবিবেশ ॥ ৪৫
তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽর্থ সমুদ্রতোয়ং
প্রজাপতৌ বিশ্বমুখে জগদ্‌গুরৌ
নক্ষত্রনাথ: সমুপাজগাম
সন্ধ্যাতমোঽপি ব্যনশন্নৃপোত্তম ॥ ৪৬
প্রভাতকালে নৃপ সত্তমো রণো
গোবর্দ্ধনে কিন্নরগীতনাদিতে ।
ইতি ব্রুবন্তো নৃপসত্তমাস্তদা
ব্যূপারমংস্তত্র রণোৎসবে নৃপ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে হিড়িম্বপরাভবে
ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১১৬

তাঁহার হস্তস্তলের আঘাতে আহত হইয়া বীর নিশাচর রাক্ষসরাজ হিড়িম্ব যেন প্রাণহীন হইয়া জানুদ্বয়ের দ্বারা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪০

তারপর বলরাম লাফাইয়া গিয়া সেই রাক্ষসকে দুই হস্তে ধারণ করত উপরে তুলিয়া পদে পদে সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। এইভাবে নিজের বল দেখাইতে দেখাইতে বলরাম বহুকাল ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে থাকিলেন। তারপর সকল লোকের সাক্ষাতে হলধর বলরাম সেই রাক্ষসরাজকে উৎক্ষেপণ করিয়া সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রাণহীন হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হিড়িম্ব সেই যুদ্ধস্থল হইতে নিঃসারিত হইল ॥ ৪১-৪৩ ●

সেই মহাসমরে অন্য যে সব রাক্ষস হতাবশিষ্ট ছিল, তাহারা বলরামের ভয়ে ভীত হইয়া সেস্থান হইতে দশদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৪৪

তদনন্তর সহস্র সহস্র কিরণে সুশোভিত দিনপতি অংশুমালী ভগবান্ সূর্য নিজের তেজ সংবৃত করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন এবং প্রজাগণের চক্ষুতে কিছু কিছু অন্ধকারের সমাবেশ হইল ॥ ৪৫

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সম্পূর্ণ বিশ্বের মুখস্বরূপ প্রজাপালক জগদ্‌গুরু সূর্যদেব সমুদ্রের জলে প্রবিষ্ট হইলে পর নক্ষত্রনাথ চন্দ্র উদিত হইলেন, ইহাতে সন্ধ্যাকালের অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৪৬

জনমেজয়! সেই সময় হংসের সৈন্যমধ্যে যে সব শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, তাঁহারা এই কথা বলিতে বলিতে সমরোৎসব হইতে সেস্থানে বিরত হইলেন যে, রাজন্! আগামী কাল প্রাতঃকালে কিন্নরগণের গীতমুখরিত গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে যদি যুদ্ধ হয়, তবে অভিনয় উত্তম হইবে। (এই কথা বলিয়া সেই সব নরপতি সেস্থান হইতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন।) ॥ ৪৭

● পাণ্ডব ভীমসেন একচক্রা নগরীতে যাইবার পূর্ব্বে যে হিড়িম্বনামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন, সেই রাক্ষস এই রাক্ষস হইতে ভিন্ন ছিল। সেই রাক্ষস হিড়িম্ব ইহার পূর্ব্বেই ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়াছিল! এস্থলে অন্য এক হিড়িম্ব-নামক রাক্ষস বলরামের দ্বারা বিনষ্ট হইল।

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্বকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হিড়িম্বের পরাভব-বিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতস্য সমীপে হংস-ডিম্ভকাভ্যাং সহ যাদবানাং যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণেন ভূতেশ্বরয়োঃ পরাজয়ঃ, শ্রীকৃষ্ণ-হংসয়োর্ঘোরং যুদ্ধঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

উভৌ তৌ হংস-ডিম্ভকৌ রাত্রাবেব মহাগিরিম্।
জগ্মতুঃ সহিতৌ রাজন্ গোবর্দ্ধনমথো নৃপ ॥ ১
অথ প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে চাভ্যুদিতে সতি
গোবর্দ্ধনং জগামাশু কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥ ২
শৈনেয়ো বলভদ্রশ্চ যাদবাঃ সারণাদয়ঃ
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ নাদিতং বহুধা গিরিম্ ॥ ৩
জগ্মতুঃ সহিতৌ রাজন্ গোবর্দ্ধনমথো গিরিম্।
গোধনৈরথ সৈন্যৈশ্চ নাদিতং বহুধা গিরিম্ ॥ ৪
তস্যোত্তরং নৃপশ্রেষ্ঠ পার্শ্বং সম্প্রাপ্য যাদবাঃ
নিকষা যমুনাং রাজংস্ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৫
বিব্যাধ হংস-ডিম্ভকৌ বসুদেবশ্চ সপ্তভিঃ।
সারণঃ পঞ্চবিংশত্যা দশভিঃ কঙ্ক এব চ ॥ ৬
হংসেন ডিম্ভকেনাথ যাদবৈশ্চ সমন্ততঃ।
উগ্রসেনস্ত্রিসপ্তত্যা শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৭
বিরাটস্ত্রিংশতা রাজন্ সাত্যকিশ্চাপি সপ্তভিঃ।
অশীত্যা বিপৃথু রাজন্নুদ্ধবো দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৮
প্রদ্যুম্নস্ত্রিংশতা রাজন্ সাম্বশ্চাপি চ সপ্তভিঃ।
অনাধৃষ্টিস্ত্বেকষষ্ট্যা শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৯
এবং তে সহিতা রাজংশ্চক্রুর্যুদ্ধমদীনবৎ
অত্যদ্ভুতং মহাঘোরং যাদবাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১০
চক্রুস্তাভ্যাং মহাযুদ্ধং বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
সর্ব্বানপি মহারাজ যাদবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ১১
তাবুভৌ হংস-ডিম্ভকৌ নৃপাংস্তান্ প্রত্যবিধ্যতাম্।
প্রত্যেকং দশভির্বিদ্ধ্বা বাণৈর্নিশিতনির্মলৈঃ ॥ ১২
জঘ্নতুশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্থ্যং যাদবেশ্বরান্।
ব্যথিতাঃ সর্ব্ব এবৈতে বমন্তঃ শোণিতং বহু ॥ ১৩

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে হংস ও ডিম্ভকের সহিত যাদবগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভূতেশ্বরদ্বয়ের পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও হংসের ঘোর যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নরনাথ! তদনন্তর সেই দুই ভ্রাতা হংস ও ডিম্ভক রাত্রিতে একসঙ্গে মহাগিরি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১

নির্ম্মল প্রভাতকাল আসিলে পর যখন সূর্য্যদেব উদিত হইলেন, তখন কেশিহন্তা ভগবান্ কেশবও অতি সত্বর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যাইলেন। ২

সাত্যকি, বলভদ্র ও সারণাদি যাদবগণও গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাদিগের নানাপ্রকার গীতে নিনাদিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৩

রাজন্! ইঁহারা সকলে একসঙ্গে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বত গোধন ও সেনাগণের নানাপ্রকার শব্দসমূহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজন্! যখন যাদবগণ সেই পর্ব্বতের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন যমুনার নিকট পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৫

বাসুদেব সাতটি বাণে হংস এবং ডিম্ভককে বিদ্ধ করিলেন। এই সময় সারণ পঁচিশটি ও কঙ্কন দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬

এইরূপ হংস ও ডিম্ভকের সহিত যাদবগণের সর্ব্বদিকে যুদ্ধ হইতে লাগিল। উগ্রসেন আনতপর্ব্বযুক্ত তিয়াত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৭

রাজন্ জনমেজয়! বিরাট্ ত্রিশটি, সাত্যকি সাতটি, বিপৃথু আশীটি এবং উদ্ধব দশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ৮

রাজন্! প্রদ্যুম্ন ত্রিশটি, সাম্ব সাতটি এবং অনাধৃষ্টি নতপূর্ব্বযুক্ত একষট্টিটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৯

রাজন্! এই সময় সেই সব যাদবগণ একসঙ্গে থাকিয়া উৎসাহসম্পন্ন পুরুষের ন্যায় অত্যন্ত অদ্ভুত ও মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০

মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে সমস্ত যাদবগণ হংস ও ডিম্ভকের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতা হংস এবং ডিম্ভকও সেই সব যাদব-নরপতিগণকে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১১

এই দুই ভ্রাতা শাণিত ও নির্ম্মল (চকচকে) দশটি করিয়া বাণের দ্বারা প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অন্য বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত যাদবেশ্বরদিগকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১২

রাজন্! এই সব বাণে ব্যথিত হইয়া তাঁহারা সকলেই বহু রক্ত বমন করিতে করিতে বসন্ত ঋতুতে বিকশিত পলাশ বৃক্ষসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৩

মাধবে কিংশুকা রাজন্ পুষ্পিতা ইব তে বভুঃ।
ভীতাশ্চ যাদবা রাজন্ পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ বসুদেবাত্মজো নৃপ
বাসুদেবো হলী যুদ্ধে প্রমুখে ধন্বিনো তয়োঃ ॥ ১৫
চক্রতুর্যুদ্ধমতুলং স্কন্দশক্রাবিবাম্বরে।
তয়োরেব সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা যক্ষা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬
বিমানস্থাশ্চ দদৃশুর্যুদ্ধং দেবাসুরোপমম্।
ততঃ প্রাদুরভূতাং তৌ দূতৌ ভূতেশ্বরৌ নৃপ ॥ ১৭
শূলিনা প্রেষিতৌ যুদ্ধে রক্ষার্থং বলিনোস্তয়োঃ।
হংসোঽথ বাসুদেবশ্চ যুদ্ধং চক্রতুরীশ্বরৌ ॥ ১৮
রামশ্চ ডিম্ভকশ্চৈব সংযুক্তৌ যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া
বিক্রান্তাঃ সর্ব্ব এবৈতে হ্যস্ত্রে শস্ত্রে তথা বলে ॥১৯
শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ স্থানং স্বে স্বে সর্ব্বে রথে স্থিতাঃ।
অথ কৃষ্ণো হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং মহারবম্ ॥ ২০
দধ্মৌ পদ্মপলাশাক্ষঃ সর্ব্বান্ বিস্মাপয়ন্নিব

রাজন্! সেই সময় যাদব-সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনমেজয়! ইহার মধ্যে বসুদেবের পুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও হলধর বলরাম হস্তে ধনু লইয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে সেই দুই ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া সেইভাবে অনুপম সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র ও কার্ত্তিক আকাশে অবস্থান করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৪-১৫॥

সেই সময় বিমানে উপবিষ্ট গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ ও মহর্ষিগণ দেবাসুর-সংগ্রামের সদৃশ সেই দুইজনের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ১৬॥

নৃপ জনমেজয়! তদনন্তর সেস্থানে যুদ্ধে সেই দুই বলবান্ বীর হংস ও ডিম্ভককে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই দুই ভূতেশ্বর দূত প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১৭॥

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও হংস—এই দুই সামর্থ্যশালী বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে বলরাম এবং ডিম্ভকও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় পরস্পর মিলিত হইলেন। ১৮॥

ইহারা সকলেই অস্ত্র, শস্ত্র ও বলে পরাক্রমশালী ছিলেন। ইহারা সকলে নিজ নিজ রথে অবস্থান করত পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ১৯॥

তদনন্তর ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলকে যেন বিস্মিত করিতে করিতে মহাশব্দকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন। ২০॥

অথ ভূতৌ মহাঘোরৌ লম্বোদরশরীরিণৌ ॥ ২১
দ্রুতমভ্যদ্রবতাং মহারাজ শূলমাদায় কেশবম্
শূলেন পোথয়াং রাজন্ চক্রতুর্যাদবেশ্বরম্ ॥২২
তাভ্যাং সমাহতো বিষ্ণুর্দেবগন্ধর্ব্বসন্নিধৌ।
ঈষৎস্মিতাধরো দেবঃ কিঞ্চিদুৎপ্লুত্য সত্বরম্ ॥ ২৩
রথাদ্ রথিবরশ্রেষ্ঠস্তৌ প্রগৃহ্য জনার্দনঃ।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণমলাতমিব কেশবঃ ॥ ২৪
কৈলাসঞ্চ সমুদ্দিশ্য প্রচিক্ষেপ ততো হরিঃ।
তাবুপেত্য গিরেঃ শৃঙ্গং কৈলাসস্য মহামতে ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম দেবস্য বিস্ময়ং জগ্মতুঃ পরম্।
হংসশ্চ দৃষ্ট্বা তৎ কর্ম্ম রোষতাম্রায়তেক্ষণঃ ॥ ২৬
উবাচ বচনং হংসঃ শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
কিমর্থং রাজসূয়স্য বিঘ্নং করসি কেশব ॥ ২৭
ব্রহ্মদত্তো মহীপালো যষ্টা তস্য মহাক্রতোঃ।
করং দিশ যথাযোগং যদি প্রাণান্ হি রক্ষসি ॥ ২৮

মহারাজ! অনন্তর এই সময়ে লম্বা উদরযুক্ত ও বিশাল দেহধারী সেই মহাভয়ঙ্কর ভূতদ্বয় শূল লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। ২১॥

রাজন্! সেই দুই ভূত যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গেই শূলের দ্বারা প্রহার করিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সমীপে সেই দুই ভূতের আঘাতে আহত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধরে ঈষৎ হাসি উদিত হইল। রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ জনার্দন কিছু লম্ফ প্রদান করত সত্বর রথ হইতে নামিলেন এবং সেই দুই ভূতেশ্বরকে ধরিয়া তাঁহাদিগকে অলাতচক্রের ন্যায় শতবার ঘুরাইবার পর সেই কেশব হরি কৈলাসপর্ব্বতের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ২২-২৪॥

মহামতে! সেই দুই ভূতেশ্বর কৈলাসপর্ব্বতের শিখর প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পরাক্রম অবলোকন করত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম্ম দেখিয়া হংসের দীর্ঘ নয়নদ্বয় রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত দেবগণকে শুনাইতে শুনাইতে এই কথা বলিলেন। ২৬॥

কেশব! আমাদের রাজসূয় যজ্ঞে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছ? মহারাজ ব্রহ্মদত্ত সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। যদি নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে তাহাকে যথাযোগ্য কর প্রদান কর। ২৭-২৮

অথবা ত্বং ক্ষণং তিষ্ঠ ততো জ্ঞাত্বা করং বহু
দদাসি ত্বং নন্দপুত্র ততো যষ্টা স মে গুরুঃ ॥ ২৯
ঈশ্বরোঽহং সদা রাজ্ঞাং দেবানামিব শূলভৃৎ
এষ তে বীর্যমতুলং নাশয়িষ্যামি সংযুগে ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা সশরং চাপং শালতালোপমং নৃপ
আকৃষ্য চ যথাপ্রাণং নারাচেন চ কেশবম্ ॥ ৩১
ললাটে চিক্ষিপে হংসো ললাম ইব সোঽভবৎ
উবাচ সাত্যকিং কৃষ্ণো রথং বাহয় মে প্রভো ॥ ৩২
দারুকং পৃষ্ঠবাহং তং কৃত্বা দেশং তমীশ্বরঃ।
অথ তেন সমাদিষ্টঃ সাত্যকির্বাহয়ন্ রথম্ ॥ ৩৩
মণ্ডলানি বহূন্যাজৌ দর্শয়ামাস সত্বরম
অথ বিদ্ধো দৃঢ়ং তেন শরেণ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
আগ্নেয়মস্ত্রং সংযোজ্য শরে কস্মিংশ্চিদব্যয়ঃ।
উবাচ হংসং রাজেন্দ্র সাত্যকিং প্রেরয়ন্ রণে ॥ ৩৫

অনেন ত্বাং দহে পাপ যদি শক্তোঽসি বারয়।
অলং তে বহ্ববন্ধেন ক্ষত্রিয়োঽসি সদা শঠ ॥ ৩৬
মত্তস্তেঽং করমিচ্ছেস্ত্বং দর্শয়াত্ম পরাক্রমম্।
যতয়ো বাধিতা হংস পুষ্করে সংস্থিতাস্ত্বয়া ॥ ৩৭
শাস্তা ত্বং খলু বিপ্রাণাং স্থিতে ময়ি নরাধম।
স্থিতে ময়ি জগন্নাথে হত্বা ক্ষত্রিয়কণ্টকান্ ॥ ৩৮
শাস্তাস্ম্যথো সতাং লোকে দুষ্টানাং ব্রহ্মবিদ্বিষাম্
শাপেন যতিমুখ্যানাং হত এব নৃপাধম ॥ ৩৯
মৃতায়ে ত্বাং নিবেদ্যাশু রক্ষিতা ব্রাহ্মণানহম্
ইতি ব্রুবংস্তদস্ত্রং তু মুমোচ যুধি কেশবঃ ॥ ৪০
তদস্ত্রং বারুণেনাথ হংসোঽপি প্রত্যষেধৎয়
বায়ব্যমথ গোবিন্দো মুমোচ যুধি হংসকে ॥ ৪১
তদস্ত্রং বারয়ামাস মাহেন্দ্রেণ নৃপোত্তমঃ।
অথ মাহেশ্বরং কৃষ্ণো মুমোচাত্যুগ্রমাহবে ॥ ৪২

নন্দপুত্র। অথবা তুমি ক্ষণকাল আমার সম্মুখে অবস্থান কর, তারপর আমার শ্রেষ্ঠতা জানিয়া স্বয়ংই বহু কর প্রদান করিবে; তাহার পর আমার পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন ॥ ২৯

যেরূপ দেবতাগণের ঈশ্বর শূলধারী মহাদেব, সেইরূপ সদা সমস্ত রাজাদের ঈশ্বর আমি। এই যুদ্ধে আমি তোমার অনুপম বলকে এখনই নষ্ট করিয়া দিব ॥ ৩০

নৃপ জনমেজয়! এই কথা বলিয়া হংস শাল ও তালবৃক্ষসদৃশ বিশাল ধনু এবং বাণ গ্রহণ করত তাহাকে বলানুসারে আকর্ষণ করিয়া একটি নারাচের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ললাটে নিক্ষেপ (বিদ্ধ) করিলেন। এই নারাচ তখন তাঁহার পক্ষে যেন মনোহর আভরণরূপে প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩১½

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে বলিলেন—প্রভাবশালী বীর! তুমি আমার রথ চালনা কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন সাত্যকিকে এইরূপ আদেশ করিলেন, তখন তিনি দারুককে পৃষ্ঠভাগে করিয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করত সেই রথকে চালাইতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৩

রাজেন্দ্র! সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ত্বরাসহকারে রথের বহু মণ্ডল (রথের যুদ্ধোপযোগী নানাবিধ গতি) দেখাইলেন। অন্যদিকে হংসের বাণে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অধিনাথী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনও এক বাণে আগ্নেয়াস্ত্রের আধান করত সাত্যকিকে রণভূমিতে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরিত করিতে করিতে হংসকে বলিলেন ॥ ৩৪-৩৫

পাপী, শঠ! আমি এই বাণে তোমাকে এখনই দগ্ধ করিব, যদি সামর্থ্য থাকে, তবে ইহাকে নিবারণ কর। এখন তোমার অসঙ্গত বহু কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? তুমি ক্ষত্রিয়, সদা নিজের কর্তব্য পালন কর ॥ ৩৬

যদি আমার নিকট হইতে কর লইতে ইচ্ছা কর, তবে আজ তুমি নিজের পরাক্রম দেখাও। হংস! তুমি পুষ্করে অবস্থিত যতিগণকে বহু কষ্ট দিয়াছ ॥ ৩৭

নরাধম! আমি এই সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বর। আমি থাকিতে তুমি ব্রাহ্মণগণকে শাসন করিতেছ। আমি তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়-রূপী কণ্টক-সকলকে বধ করিয়া সৎপুরুষদিগের লোকে ব্রহ্মদ্রোহী দুষ্টগণকে শাসন করিব ॥ ৩৮½

নরাধম! তুমি মুখ্য মুখ্য যতিগণের শাপেই হত হইয়া গিয়াছ। আজ আমি তোমাকে মৃত্যুর কবলে সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিব ॥ ৩৯½

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে হংসের উপর সেই আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন হংসও বারুণাস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪০½

ইহা দেখিয়া গোবিন্দ রণভূমিতে হংসের উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু নৃপশ্রেষ্ঠ হংস মাহেন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪১½

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে অত্যন্ত উগ্র মাহেশ্বরাস্ত্র প্রয়োগ

রৌদ্রেণ তস্ততো হংসো বারয়ামাস তৎক্ষণাৎ
গান্ধর্ব্বং রাক্ষসং চৈব পৈশাচমথ কেশবঃ ॥ ৪৩
ব্রহ্মাস্ত্রমথ কৌবেরমাসুরং যামমেব চ।
চত্বার্য্যেতানি হংসস্তু মুমোচ যুধি সত্বরম্ ॥ ৪৪
মারণার্থং তদস্ত্রাণাং চতুর্ণাং মাধবস্য হ।
অথ ব্রহ্মশিরো নাম ঘোরমস্ত্রং বিনাশকম্ ॥ ৪৫
মুমোচ হংসমুদ্দিশ্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
যোজয়ামাস তদ্ধংসে মহাঘোরপরাক্রমম্ ॥ ৪৬
অথ ভীতো মহারৌদ্রমস্ত্রং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তমঃ।

হংসোঽপি তেন রাজেন্দ্র বারয়ামাস তং শরম্ ॥ ৪৮
যমুনাপ উপস্পৃশ্য দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অস্ত্রং বৈষ্ণবমাদায় শরে স নিশিতে হরিঃ ॥ ৪৮
যোজয়ামাস ভূতাত্মা ভূতভাবনভাবনঃ।
যেন দেবা রণে হত্বা রাজ্যমাপুঃ পুরাসুরান্।
তদস্ত্রং যোজয়ামাস বধার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংস-ডিম্ভকোপাখ্যানে হংস-কেশবযুদ্ধে
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

করিলেন কিন্তু হংস রৌদ্রাস্ত্রের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই অস্ত্রকে নিবারিত করিলেন ॥ ৪২॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন (পূর্ব্বোক্ত মাহেশ্বরাস্ত্র লইয়া চারিটি অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন)। মাধবের এই চারিটি অস্ত্রকে নিবারণ করিবার জন্য হংস অতি দ্রুত যুদ্ধস্থলে ব্রহ্মাস্ত্র, কৌবেরাস্ত্র, আসুরাস্ত্র ও যাম্যাস্ত্র এই চারিটি অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৪৩-৪৪॥

তদনন্তর দেবাধিদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশিরনামক বিনাশকারী ভয়ানক অস্ত্র হংসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী এই অস্ত্র হংসের জন্যই প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫-৪৬॥

রাজেন্দ্র! এই মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রকে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ হংস ভীত হইয়া উঠিলেন, তারপর তিনিও ব্রহ্মশির অস্ত্রের দ্বারাই সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪৭

তদনন্তর সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি ও পালনকারী ভূতাত্মা দেবাধিদেব জনার্দন শ্রীহরি যমুনার জলে আচমন করিয়া এক তীক্ষ্ণ বাণে বৈষ্ণবাস্ত্রের যোজনা করিলেন ॥ ৪৮॥

পুরাকালে দেবগণ রণাঙ্গনে যে অস্ত্রের দ্বারা অসুরদিগকে বধ করিয়া নিজেদের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অস্ত্রকে রাজা হংসের বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংস এবং শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-বিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন হংসস্য বধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ ভীতো মহারৌদ্রমস্ত্রং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তম।
হংসো রাজা মহারাজ নিশ্চেষ্ট ইব সম্বভৌ ॥ ১
উৎপ্লুত্য স রথাত্তস্মাদ্ যমুনামভ্যধাবত
যত্র কৃষ্ণো হৃষীকেশঃ কালিয়াহিং মমর্দ্দ হ ॥ ২

মহাহ্রদং মহারৌদ্রং যাবৎ পাতালসংস্থিতম্।
তাবদ্দীর্ঘং মহানীলং কালাঞ্জননিভং হি যৎ ॥ ৩
যস্মিন্ হ্রদে মহাঘোরে পপাতাথ স হংসকঃ।
হংসে পততি তস্মিংস্তু মহান্ রাবো বভুব হ ॥ ৪

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হংসবধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রকে দেখিয়া রাজা হংস ভয়বশতঃ যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন ॥ ১

তিনি সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যমুনার দিকে ধাবিত হইলেন, যেখানে পূর্ব্বে হৃষীকেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন ॥ ২

এই মহাহ্রদ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল এবং পাতাল পর্য্যন্ত গভীর ছিল। ইহার বিস্তারও সেইরূপই ছিল। ইহা কাল কজ্জলরাশিতুল্য মহানীল (গাঢ় কাল) ছিল ॥ ৩

এই মহাভয়ঙ্কর কালিয়হ্রদে হংস লাফাইয়া পড়িলেন। তিনি

গিরীণাং পাত্যমানানাং সমুদ্র ইব বজ্রিণা
রথাদুৎপ্লুত্য কৃষ্ণোঽপি তস্যোপরি পপাত হ ॥ ৫
দেবদেবো জগন্নাথো জগদ্ বিস্মাপয়ন্নিব ।
প্রাহরত্তং মহাবাহুঃ পাদাভ্যামথ কেশবঃ ॥ ৬
পাদক্ষেপং নৃপস্তস্মাল্লব্ধ্বা হংসো নৃপোত্তম ।
মমার চ নৃপশ্রেষ্ঠ কেচিদেবং বদন্তি হি ৭
অদ্যে পাতালমায়াতো ভক্ষিতঃ পন্নগৈরিতি ।
অদ্যাপি নৈব রাজেন্দ্র দৃষ্ট ইত্যনুশুশ্রুম ॥৮
যথাপূর্ব্বং জগন্নাথো রথং সমুপজগ্মিবান্ ।
হতে তস্মিন্মহারাজ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
অকরোদ্ রাজসূয়ঞ্চ তব পূর্ব্বপিতামহঃ ।
যদি জীবেদসৌ হংসঃ কো নমস্যতি তং ক্রতুম্ ॥ ১০
স চ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বিত্তাং রুদ্রাল্লব্ধবরঃ প্রভো ।
ক্ষণাদেব মহারাজ বার্ত্তেয়ং গামগাদ্ধত ॥ ১১
হতো হংসো হতো হংসঃ কৃষ্ণেন রিপুমর্দ্দিনা
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো দেবলোকে দিবানিশম্ ॥ ১২
কৃষ্ণেন লোকনাথেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
যমুনায়া হ্রদে ঘোরে হংসো নিহত ইত্যপি ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
হংসডিম্ভকোপাখ্যানে হংসবধে অষ্টাবিংশ-
ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

পতিত হইলে পর সে স্থানে পতনজনিত প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইলে ইহাতে মনে হইল বজ্রধারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত পর্ব্বত-সকলের শব্দ হইল ॥ ৪?

তখন জগদীশ্বর দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণ জগৎকে বিস্মিত করিতে করিতে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সেই মহাহ্রদে হংসের উপর পতিত হইলেন ॥ ৫?

সেই সময় মহাবাহু কেশব তাঁহার উপর দুই পদের দ্বারা প্রহার করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রহার প্রাপ্ত হইয়া রাজা হংস নিহত হইলেন, এরূপ অনেকে বলেন ॥৬-৭

রাজেন্দ্র! অদ্য বহু লোক এই কথা বলেন যে,— হংস পাতালে চলিয়া যান এবং সর্পগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করে। তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসিতে কেহ দেখে নাই,—ইহাই আমরা শুনিয়াছি ॥ ৮

তদনন্তর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ রথে আসিলেন। মহারাজ! হংস নিহত হইলে পরই তোমার পূর্ব্বপিতামহ (প্রপিতামহ) ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যদি এই হংস জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কে সেই যজ্ঞকে প্রণাম করিত ॥ ৯-১০

প্রভো! এই হংস ভগবান্ রুদ্রের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বকালের জন্যই সর্বপ্রকার অস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শত্রুমর্দনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'হংসকে বধ করিয়াছেন, হংসকে বধ করিয়াছেন'—ইহা গন্ধর্বরাজগণ দেবলোকে দিবারাত্র গান করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

লোকনাথ (জগন্নাথ) প্রভাবশালী বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ভয়ঙ্কর হ্রদে হংসকে বধ করিয়াছেন—তাঁহার এইরূপ যশোগাথা সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল ॥ ১৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে হংস ও ডিম্ভকের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে হংসের বধ-বিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ডিম্ভকস্যাত্মহত্যা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা নিহতমভ্রাগ্রং ভ্রাতরং বীর্য্যশালিনম্
বলদেবং পরিত্যজ্য যুধ্যমানং মহারণে ॥ ১
ডিম্ভকো বীর্য্যসম্পন্নো যমুনামনুজগ্মিবান্
তমন্বধাবদ্ বেগেন বলভদ্রো হলায়ুধঃ ॥ ২
হংসো হি যত্র পতিতস্তত্রাসৌ নিপপাত হ
যমুনায়াং মহারাজ বিলোড্য জলসঞ্চয়ম্ ॥ ৩
অথ ক্রুদ্ধঃ স ডিম্ভকো ভ্রাময়িত্বা জলং বহু।
উন্মজ্জ্যোন্মজ্জ্য সহসা নিমজ্জ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪
ন দদর্শ তদা রাজন্ ভ্রাতরং বীর্য্যশালিনম্
উন্মজ্জ্যাথ মহাবাহুর্বাসুদেবং বিলোক্য চ ॥ ৫
উবাচ বচনং রাজন্ ডিম্ভকো বীর্য্যবত্তমঃ
অরে গোপকদায়াদ ক্বাসৌ হংস ইতি স্থিতঃ ॥ ৬
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা যমুনাং পৃচ্ছ রাজক।
ইত্যব্রবীৎ প্রসন্নাত্মা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা যমুনাং ভূয়ঃ প্রবিশ্য ডিম্ভকঃ কিল
বহুপ্রকারমুদ্বীক্ষ্য ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৮
বিললাপ ততো রাজা ডিম্ভকো ভ্রান্তমানসঃ।
ক্ব নু গচ্ছসি রাজেন্দ্র বিহায়ৈনমবান্ধবম্ ॥ ৯
কুতো ভ্রাতরিতো গচ্ছেঃ পরিত্যজ্যৈব মামিহ।
বিলপ্যৈবং নৃপশ্রেষ্ঠ ডিম্ভকো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ১০
আত্মত্যাগে মনঃ কুর্ব্বন্ যমুনায়া মহাহ্রদে।
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্য সহসা মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১১
হস্তেন জিহ্বামাকৃষ্য ভূয়ো ভূয়ো বিলপ্য চ
ততঃ সমূলামাকৃষ্য জিহ্বাং সাহসকৃৎ স্বয়ম্ ॥ ১২
মমারাম্ভর্জলে রাজন্ ডিম্ভকো নরকায় বৈ।
এবং তু নিহতে হংসে ডিম্ভকে বীর্য্যশালিনি ॥ ১৩

একোনত্রিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ডিম্ভকের আত্মহত্যা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের পরাক্রমশালী ভ্রাতা অভিমন্যু উগ্র হংস সেই মহাসমরে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া বলবান্ ডিম্ভক যুদ্ধ করিতে করিতে বলভদ্রকে সেস্থানে ত্যাগ করিয়া যমুনার তীরে আসিলেন। সেই সময় হলধর বলরাম সবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১-২

মহারাজ! হংস যেস্থানে যমুনায় লম্ফপ্রদান করিয়াছিলেন, সেস্থানে ডিম্ভকও লম্ফপ্রদান পূর্বক পতিত হইলেন। তিনি যমুনার জলরাশিকে তখন মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩

ক্রুদ্ধ ডিম্ভক সেই জলকে বহুভাবে ঘুরাইয়া সহসা তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন এবং উপরে উঠিয়া আসিলেন। রাজন্! এই ভাবে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করিতে থাকিয়াও তিনি নিজের পরাক্রমশালী ভ্রাতাকে সেস্থানে দেখিতে পাইলেন না ॥৪॥

রাজন্! তখন বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ডিম্ভক জলের উপরে উঠিয়া আসিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫॥

অরে গোপপুত্র! এই হংস কোথায়? ধর্ম্মাত্মা বাসুদেবও উত্তর দিলেন,—নীচ নরেশ। যমুনাকে ইহা জিজ্ঞাসা কর ॥ ৬॥

প্রতাপশালী বাসুদেব যখন প্রসন্নচিত্ত হইয়া এইরূপ বলিলেন, তখন ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় যমুনায় প্রবেশ করত নানাপ্রকারে নিজের ভ্রাতা হংসকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং রাজা ডিম্ভক বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৮॥

রাজেন্দ্র! এই বন্ধুহীন ডিম্ভককে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ? ভ্রাতঃ! আমাকে এস্থানেই ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছ? ৯॥

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভ্রাতৃবৎসল ডিম্ভক যমুনার মহাহ্রদে নিজের দেহ ত্যাগ করিতে মনস্থির করিলেন ॥ ১০॥

সহসা নিমজ্জিত হইয়া তিনি জল হইতে উঠিলেন এবং মরণের জন্য নিশ্চয় করিয়া বারংবার বিলাপ করত স্বয়ং দুঃসাহসকারী এই ডিম্ভক হস্তের দ্বারা জিহ্বাকে মূলসহ টানিয়া আনিয়া জলের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিলেন। রাজন্! তাঁহার এই দুর্মরণ নরকপ্রাপ্তিকারক ছিল ॥ ১১-১২॥

এইভাবে পরাক্রমশালী হংস ও ডিম্ভক নিহত হইলে পর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভৃত্যগণকে বিস্মিত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৩॥

আগমৎ পুণ্ডরীকাক্ষো ভূতান্ বিস্মাপয়ন্নিব
ততঃ প্রীতঃ প্রসন্নাত্মা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ১৪
গোবর্দ্ধনেঽথ বিশ্রম্য বলভদ্রসহায়বান্
কঞ্চিৎ কালং মহারাজ পূর্ব্বভুক্তমুবাস হ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
ভংসডিন্তুকমরণে একোনত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

মহারাজ! তারপর প্রীত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেব বলভদ্রের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর বিশ্রাম করত নিজের পূর্ব্বভুক্ত স্থানে কিছুকাল পর্য্যন্ত বাস করিলেন ॥ ১৪-১৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ভিন্তুকের মরণ- বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গোপ-গোপীভিঃ সহ যশোদায়া নন্দস্য চ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আগমনম্, শ্রীকৃষ্ণেন তথা বলরামেণ সহ মিলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যশোদা নন্দগোপশ্চ কৃষ্ণদর্শনলালসৌ
গোবর্দ্ধনগতং শ্রুত্বা বাসুদেবং সহাগ্রজম্ ॥ ১
নবনীতঞ্চ দধি চ পায়সং কৃসরং তথা
বন্যং পুষ্পং মহারাজ ময়ূরাঙ্গদমেব চ ॥ ২
বল্লবৈরপরৈঃ সার্দ্ধং গোপীভিশ্চ সমন্ততঃ।
জগ্মতুঃ সংসা প্রীতৌ গোবর্দ্ধনমথো নৃপ ॥ ৩
ক্বচিদ্বৃক্ষে তমাসক্তং কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণম্।
দদর্শতুর্মহাবাহুং বাসুদেবং সহাগ্রজম্ ॥ ৪
প্রণেমতুঃ সুসংহৃষ্টৌ তত্র দৃষ্ট্বা মহাবলৌ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবৌ পায়সানি মহান্তি চ ॥ ৫

(নন্দগোপং যশোদাঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রীতোঽভবদ্ধরিঃ
অবোচচ্চ ততো বাক্যং নন্দগোপং সবল্লবম্।
যশোদাং মাতরং পশ্চাদ্ বাসুদেবঃ পরন্তপঃ ॥]
তাত মাতর্ব্রজে গোষ্ঠে কুশলং বা স্বগোধনম্।
অপি গাবঃ ক্ষীরবত্যো বৎসা বৎসতরাঃ পিতঃ ॥ ৬
অপি বা সুশুভং ক্ষীরমপি গাবঃ সুশোভনাঃ।
অপি বা দারকা মাতর্বৎসপালাঃ পিবন্তি চ ॥ ৭
বহূনি চাপি দামানি কীলকা অপি বা বহু।
তৃণানি বহুরূপাণি কিং বা সন্তি পিতঃ সদা ॥ ৮
শকটানি সুগন্ধীনি কিং বা সন্তি পিতর্ব্রজম্।
অপি গোপ্যঃ পুত্রবত্যো দারকান্ কিমজীজনন্ ॥ ৯

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[গোপ-গোপীগণের সহিত যশোদা ও নন্দের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত মিলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! যশোদা ও নন্দগোপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন শ্রবণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা উভয়ে সহসা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং মাখন, দধি, পায়স, খিচুড়ী, বনজাত পুষ্প ও ময়ূরপক্ষের বলয় লইয়া সর্ব্বদিকে একত্রিত হইলেন এবং অন্য গোপ-গোপীগণের সহিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ১-৩

সেস্থানে তাঁহারা কৃষ্ণমৃগের নয়নসদৃশ নয়নশোভিত বসুদেব-নন্দন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত কোনও এক বৃক্ষের নিম্নে সেই বৃক্ষকে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন ॥ ৪

তাঁহাদিগকে দেখিয়া নন্দ ও যশোদা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তখন সেই দুই মহাবল দেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নন্দ এবং যশোদাকে প্রণাম করিলেন। তারপর যশোদা ও নন্দ পায়সাদি মহত্বপূর্ণ উপহার তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেখাইলেন ॥ ৫

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতঃ! মাতঃ! ব্রজে গোষ্ঠে নিজেদের সকল গোধন কুশলে আছে ত'? পিতঃ! সমস্ত গাভীগণ দুগ্ধ প্রদান করিতেছে ত'? ইহাদের বড় ও ছোট বৎসসকল সুখে আছে ত'? ৬

ব্রজের গাভীগণের দুগ্ধ শুভ্র ও মঙ্গলকারী হইতেছে ত'? আপনার নিকটে সুন্দর শোভাময়ী গাভীগণ আছে ত'? মাতঃ! ক্ষুদ্র শিশুগণ এবং বৎসপালক বালকেরা দুগ্ধপান করিতেছে ত'?৭

পিতঃ! আপনার নিকটে বহু রজ্জু, বহু খুঁটা এবং অনেক প্রকারের ঘাস সদা সংগৃহীত আছে ত'? ৮

পিতঃ! শকট (গাড়ী)-সকল সদা গোরসে সুগন্ধিত আছে ত'? গোপীরা কি পুত্রবতী হইয়াছে? তাহারা কি শিশুদিগকে জন্মদান করিয়াছে? ৯

মাতঃ! ব্রজে সর্ব্বদিকে অতুল বহু কলস রহিয়াছে ত'? পিতঃ! গাভীগণ প্রতিদিন অনুপম দুগ্ধ প্রদান করিতেছে ত'? ১০

ঘটাঃ কিং বহবো মাতর্নভিন্নাঃ সর্ব্বতো ব্রজে।
কিং গাবঃ ক্ষীরমতুলং স্রবন্ত্যহরহঃ পিতঃ ॥ ১০
হৈয়ঙ্গবীনং ক্ষীরাণি দধি বা কিমজীজনন্
গোধনং সর্ব্বমেবেদং নীরোগং প্রতিপদ্যতে ॥ ১১

নন্দ উবাচ

সর্ব্বমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠ নীরোগং বহুশঃ প্রভো।
কুশলং গোধনস্যৈব সর্ব্বকালেষু কেশব ॥ ১২
রক্ষণাত্তব দেবেশ সদা কুশলিনো বয়ম্।
সগোধনাঃ সবৎসাশ্চ নীরোগা ইব কেশব ॥ ১৩
একমেব সদা দুঃখং ন ত্বাং দ্রক্ষ্যামি কেশব।
যদেতৎ কেবলং দুঃখমিতি ধীঃ শীর্য্যতে সদা ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাদি বিলপান্তং গচ্ছেত্যাহ স কেশবঃ।
যশোদাং পুনরাহেদং মাতর্গচ্ছ গৃহং প্রতি ॥ ১৫
যে চ ত্বাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তে চ স্বর্গমবাপ্নুয়ুঃ
যে কেচিত্ত্বাং নমস্যন্তি তে মে প্রিয়তরাঃ সদা ॥ ১৬
মদ্ভক্তাঃ সর্ব্বদা সন্তু গচ্ছেত্যাহ চ তাং হরিঃ।
ইত্যুক্ত্বা পিতরৌ দেবো বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১৭
গাঢ়মালিঙ্গ্য তৌ প্রীতৌ প্রেষয়ামাস কেশবঃ।
যশোদা নন্দগোপশ্চ জগ্মতুঃ স্বগৃহং প্রতি ॥ ১৮
ততঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো যাদবৈঃ সহ বৃষ্ণিভিঃ।
গন্তুমৈচ্ছত্তদা বিষ্ণুঃ পুরীং দ্বারবতীং কিল ॥ ১৯
য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্ বাপি সমাহিতঃ
পুত্রবান্ ধনবাংশ্চৈব অন্তে মোক্ষঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
যশোদানন্দগোপবলভদ্রকৃষ্ণসমাগমো
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

নিজেদের গোধন দুগ্ধ, দধি ও মাখনের উৎপাদন বর্দ্ধিত করিতেছে ত'? নিজেদের এই সমস্ত গোধন নীরোগ রহিয়াছে ত'? ১১

নন্দ বলিলেন,—প্রভো! যদুশ্রেষ্ঠ! আমাদের এই সমস্ত গোধন প্রায়শঃ নীরোগই আছে। কেশব! এই গোধনের সর্ব্বকালেই কুশল রহিয়াছে ॥ ১২

দেবেশ্বর! তোমার সংরক্ষণে আমরা সর্ব্বদাই কুশলে আছি। কেশব! আমরা গোধন ও বৎসগণসহ সদা নীরোগ হইয়াই আছি ॥ ১৩

কেশব! আমার সদা একটিই দুঃখ আছে যে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। এই যে আমার কেবল এক দুঃখ, ইহারই দ্বারা সদা আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই ভাবে বিলাপকারী নন্দকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পিতঃ! রোদন করিবেন না, গৃহে যান। তারপর তিনি মাতা যশোদাকে বলিলেন,—মাতঃ! আপনিও গৃহে গমন করুন ॥ ১৫

যাহারা তোমার কীর্ত্তন করিবে, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে এবং যে ব্যক্তিগণ তোমাকে প্রণাম করিবে, তাহারা সকলে সদা সর্বদা আমার পরম প্রিয় ভক্ত হইবে। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি মাতা যশোদাকে বলিলেন,—আপনি গৃহে গমন করুন ॥ ১৬॥

মাতা পিতাকে এই কথা বলিয়া সনাতন ভগবান্ বাসুদেব প্রীতিপূর্ণ চিত্তে তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করত গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তখন যশোদা ও নন্দগোপ নিজ গৃহের দিকে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮

তদনন্তর ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক বিষ্ণুস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত দ্বারকায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৯

যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া সদা এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে পুত্রবান্ এবং ধনবান্ হন; আর অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে যশোদা, নন্দগোপ, বলভদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সমাগম (মিলন)-বিষয়ক ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বারকাং গচ্ছতঃ পুষ্করে ঋষিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য মিলনং, ঋষিভিস্তস্য স্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

গচ্ছন্নথ মহাবিষ্ণুঃ পুষ্করং প্রাপ যাদবৈঃ।
অপশ্যন্মুনিমুখ্যাংস্তু পুষ্করস্থান্নৃপোত্তম ॥ ১
তে সমেত্য মহাদেবমৃষয়ো বীতমৎসরাঃ
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং কৃত্বৈনং যাদবোত্তমম্ ॥ ২
প্রোচুর্বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুং ভূতভব্যভবৎপ্রভুম্।
অদ্ভুতমিদং বিষ্ণো তব বীর্য্যং জনার্দ্দন ॥ ৩
যেন তৌ নিহতৌ যুদ্ধে হংসো ডিম্ভক এব চ।
যো বিচক্রো দুরাধর্ষো দেবৈরপি সুদুঃসহঃ ॥ ৪
সঙ্গরে নিহতো দেব দুঃসাধ্য ইতি নো মতিঃ
ক্ষেমো নঃ সর্ব্বকার্য্যেষু ভবতাং তপ উত্তমম্ ॥ ৫
নিষ্কল্মষা ভবিষ্যামস্তব সংস্মরণাদ্ধরে
ত্বং হি সর্ব্বস্য দুঃখস্য হর্ত্তা হ্যাং ধ্যায়তাং সদা ॥ ৬
ত্বদনুস্মরণং জন্তোঃ সদা পুণ্যপ্রদং প্রভো।
ত্বং হি নঃ সততং ধাতা বিধাতা তপসো হরে ॥ ৭
ওমোঙ্কারো বষট্কারস্ত্বং যজ্ঞস্ত্বং পিতামহঃ।
ত্বং জ্যোতির্ব্রহ্মণো মূর্ত্তিস্ত্বং ব্রহ্মা রুদ্র এব চ ॥ ৮
প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানামন্তরাত্মেতি কথ্যতে।
উপাস্যঃ সর্ব্বভূতানাং যজ্ঞৈর্দ্দানৈর্জগৎপতে ॥ ৯
নমো বিশ্বস্রজে দেব নমস্তে বিশ্বমূর্ত্তয়ে।
পাহি লোকমিমং দেব হত্বা ব্রহ্মদ্বিষঃ সদা ॥ ১০
স তথেতি হরির্বিষ্ণুর্যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্।
অবসদ্ বৃষ্ণিভিঃ সার্দ্ধং স্তূয়মানঃ স মাগধৈঃ ॥ ১১
ইয়ঞ্চ দেবদেবস্য চেষ্টা হি জনমেজয়।
প্রোক্তা তে পৃচ্ছতে রাজন্ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি দ্বারকায়াং কৃষ্ণস্য প্রত্যাগমনে একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[দ্বারকায় গমন করিতে করিতে পুষ্করে ঋষিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেস্থান হইতে গমন করিতে করিতে মহাবিষ্ণুস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সহিত পুষ্করে উপস্থিত হইয়া পুষ্করস্থিত শ্রেষ্ঠ মুনিদিগকে দর্শন করিলেন ॥ ১

সেই মাৎসর্য্যরহিত ঋষিগণ এই যদুকুলতিলক মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যের স্বামী জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২॥

বিষ্ণো! জনার্দন! আপনার এই বল-পরাক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত, যাহার দ্বারা আপনি যুদ্ধে হংস ও ডিম্ভককে বধ করিয়াছেন ॥ ৩॥

দেব! যে দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ ছিল, সেই দুর্জ্জয় বীর বিচক্রকেও আপনি যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়াছেন। তাহাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য ছিল,—ইহাই আমাদের ধারণা ॥ ৪॥

এখন উত্তম তপ আচরণকারী আমাদের পক্ষে সকল কার্য্যেই ক্ষেমপ্রাপ্ত হওয়া সুলভ হইল। হরে! আমরা আপনার স্মরণে সর্ব্বদা নিষ্পাপ হইয়া যাইব ॥ ৫॥

হরে! আপনিই সর্ব্বদা আমাদের তপস্যার ধারণ-পোষণকারী। আপনিই ওঙ্কার, আপনিই বষট্কার, আপনিই যজ্ঞ এবং আপনিই পিতামহ ॥ ৭॥

আপনিই জ্যোতি, আপনিই ব্রহ্মের মূর্ত্তি, আপনিই ব্রহ্মা ও রুদ্র, আপনিই সমস্ত ভূতগণের প্রাণ এবং আপনিই অন্তরাত্মা বলিয়া কথিত হন। জগৎপতে! যজ্ঞ এবং দানসমূহের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের উপাসনার যোগ্য আপনিই ॥ ৮-৯

দেব! আপনি বিশ্বের স্রষ্টা, আপনাকে নমস্কার। সম্পূর্ণ বিশ্ব আপনার মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনি ব্রহ্মদ্রোহীদিগকে বধ করিয়া সদা এই বিশ্বকে পালন করুন ॥ ১০

তখন 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া বিষ্ণুস্বরূপ পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন এবং মাগধগণ কর্ত্তৃক কৃত নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১১

রাজা জনমেজয়! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর আমি দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা তোমাকে বলিলাম। তুমি পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ১২

যাঁহারা সদা আপনার ধ্যান করেন, তাঁহাদের সমস্ত দুঃখই আপনি হরণ করিয়া থাকেন। প্রভো! আপনার বারংবার চিন্তা প্রাণিমাত্রের পক্ষেই সদা পুণ্যপ্রদানকারী হয় ॥ ৬॥

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাগমনবিষয়ক একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাভারতস্য হরিবংশস্য চ শ্রবণস্য বিধেস্তথা ফলস্য কথনম্, বাচকস্য গুণবর্ণনম্, পর্ব্বণি পর্ব্বণি দানযোগ্য-বস্তুনিরূপণম্, একতো দশপর্য্যন্তেষু পারণানাং মহত্ত্ববর্ণনম্, হরিবংশস্য মাহাত্ম্যকথনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্ কেন বিধিনা শ্রোতব্যং ভারতং বুধৈঃ।
ফলং কিং কে চ দেবাশ্চ পূজ্যা বৈ পারণেষিহ ॥ ১
দেয়ং সমাপ্তে ভগবন্ কিঞ্চ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
বাচকঃ কীদৃশশ্চাত্র যষ্টব্যস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ বিধিমিমং ফলং যচ্ছন্তি ভারতাৎ।
শ্রুতাদ্ভবতি রাজেন্দ্র যদ্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ৩
দিবি দেবা মহীপাল ক্রীড়ার্থমবনিং গতাঃ।
কৃত্বা কার্য্যমিদঞ্চৈব ততশ্চ দিবমাগতাঃ ॥ ৪
হন্ত যত্তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ সম্ভবং বসুধাতলে ॥ ৫
অত্র রুদ্রাস্তথা সাধ্যা বিশ্বে দেবাশ্চ শাশ্বতাঃ
আদিত্যাশ্চাশ্বিনৌ দেবৌ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬
গুহ্যকাশ্চ সগন্ধর্ব্বা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
সিদ্ধা ধর্ম্মঃ স্বয়ম্ভূশ্চ মুনিঃ কাত্যায়নো বরঃ ॥ ৭
গিরয়ঃ সাগরা নদ্যস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
গ্রহাঃ সংবৎসরাশ্চৈব অয়নান্যৃতবস্তথা ॥ ৮
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব জগৎ সর্ব্বং সুরাসুরম্।
ভারতে ভরতশ্রেষ্ঠ একস্থমিহ দৃশ্যতে ॥ ৯
তেষাং শ্রুতিপ্রতিষ্ঠানাং নামকর্ম্মানুকীর্ত্তনাৎ।
কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১০
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
সংযতাত্মা শুচির্ভূত্বা পারং গত্বা চ ভারতে ॥ ১১
তেষাং শৃণু ত্বং শ্রাদ্ধানি শ্রুত্বা ভারত ভারতম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্ত্যা ভক্ত্যা চ ভরতর্ষভ ॥ ১২
মহাদানানি দেয়ানি রত্নানি বিবিধানি চ।
গাবঃ কাংস্যোপদোহাশ্চ কন্যাশ্চৈব স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৩

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[মহাভারত ও হরিবংশের শ্রবণের বিধি এবং ফলকথন, বাচকের গুণ বর্ণন, প্রত্যেক পর্ব্বে দানযোগ্য বস্তু নিরূপণ, এক হইতে দশ পারণার মহত্ত্ববর্ণন, মহাভারত ও হরিবংশের মাহাত্ম্যকথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! বিদ্বান্ পুরুষগণের মহাভারত শ্রবণ কোন্ বিধি অনুসারে করিতে হয়? ইহার ফল কি? ইহার সমাপ্তিতে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য? ১

ভগবন্! প্রত্যেক পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে পর কি দান করিতে হয়? কিরূপ বাচককে ব্রতী করিয়া পূজা করা আবশ্যক? এই সব আমাকে বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাভারত শ্রবণের এই বিধি শ্রবণ কর। রাজেন্দ্র! মহাভারত শ্রবণ করিলে কি ফললাভ হয়, যে বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

মহীপাল! স্বর্গের দেবগণ লীলা করিবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই কার্য্য করিয়া যেস্থান হইতে দেবলোকে চলিয়া আসিয়াছেন। ৪

জনমেজয়! আমি হর্ষকারে তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ভূতলে ঋষি ও দেবগণেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রুদ্র, সাধ্য, সনাতন বিশ্বেদেব, আদিত্য, দুই অশ্বিনীকুমার নামক দেব, লোকপাল, মহর্ষি, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, ধর্ম্ম, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, শ্রেষ্ঠ কাত্যায়ন মুনি, পর্ব্বত, সাগর, নদী, অপ্সরা, গ্রহ, সংবৎসর, অয়ন, ঋতু, স্থাবর-জঙ্গমরূপ সম্পূর্ণ জগৎ, দেবতা ও অসুরগণ—ইহারা এই মহাভারতে একত্রে অবস্থান করিয়াছেন দেখা যায়। ৬-৯

শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত ইহাদের সকলের নাম ও কর্ম্মসমূহের বারংবার কীর্ত্তন করিলে পর মানব ঘোর পাপ করিয়াও তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যায়। ১০

ভারত! মনুষ্য সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া এই ইতিহাস ক্রমশঃ যথাযথরূপে শ্রবণ করত মহাভারতের পারে যাইয়া ভারতযুদ্ধে কর্ম্মরত বীরগণের কিভাবে শ্রাদ্ধ করা উচিত, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাভারত শ্রবণ করিয়া যথাশক্তি ভক্তি সহকারে তাঁহাদের জন্য ব্রাহ্মণগণকে নানাপ্রকার রত্ন এবং মহাদানসকল দেওয়া উচিত। বহু গো, কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্র এবং বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা কন্যাদান করিতে হয়। ১১-১৩

সর্ব্বকামগুণোপেতা যানানি বিবিধানি চ।
ভাজনানি বিচিত্রাণি ভূমির্বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥ ১৪
বাহনানি চ দেয়ানি হয়া মত্তাশ্চ বারণাঃ।
শয়নং শিবিকাশ্চৈব স্যন্দনাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৫
যদ্ যদ্ গৃহে বরং কিঞ্চিদ্ যদ্ যদস্তি মহদ্ বসু।
তত্তদ্দেয়ং দ্বিজাতিভ্য আত্মা দারাশ্চ সূনবঃ ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া দত্তং ক্রমশস্তস্য পারগঃ।
শক্তিতঃ সুমনা হৃষ্টঃ শুশ্রূষুরবিকল্পনঃ ॥ ১৭
সত্যার্জ্জবরতো যত্তঃ শুচিঃ শৌচপরায়ণঃ।
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো যথা সিধ্যতি তচ্ছৃণু ॥ ১৮
শুচিঃ শীলান্বিতাচারঃ শুক্লবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সংস্কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ॥ ১৯
রূপবান্ সুভগো দান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দানমানগ্রহীতা চ কার্য্যো ভবতি বাচকঃ ॥ ২০
অবিলম্বমনায়ন্তমক্রতং ত্বোরমূজিতম্।
অসংসক্তাক্ষরপদং ন চ ভাবসমন্বিতম্ ॥ ২১
ত্রিষষ্টিবর্ণসংযুক্তমষ্টস্থানসমীরিতম্।
বাচয়েদ্ বাচকঃ স্বস্থঃ স্বাধীনঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২২

এই সব কন্যা কমনীয় গুণসম্পন্না হইবে। ইহা ব্যতীত নানাপ্রকার বাহন, বিচিত্র পাত্র, ভূমি, বস্ত্র ও সুবর্ণদান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪

বাহন, অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, শয্যা, শিবিকা ও সুসজ্জিত রথসকলও দান করিতে হয় ॥ ১৫

নিজ গৃহে যে যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে এবং যে যে মহাধন আছে, তাহা তাহাও ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত। নিজের স্ত্রী-পুত্র ও শরীরকেও তাঁহাদের সেবায় অর্পণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬

ক্রমশঃ মহাভারতসমাপ্তকারী পুরুষ শুদ্ধ হৃদয়ে হর্ষপূর্ব্বক মনে সেবাভাব রাখিয়া ধৈর্য্যসহকারে শ্রদ্ধার সহিত যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত বস্তুসমূহ দান করিবে ॥ ১৭

সত্য ও সরলতায় তৎপর, প্রযত্নশীল, পবিত্র, শৌচাচার-পরায়ণ, জিতক্রোধ ও শ্রদ্ধালু শ্রোতা যেভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৮

যিনি শুদ্ধ, সুশীল সদাচারী, শ্বেতবস্ত্রধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংস্কারসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধালু, অদোষদর্শী, রূপবান, সৌভাগ্যশালী, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমনকারী, সত্যবাদী, ইন্দ্রিয়বিজয়ী এবং দান-মানগ্রহণকারী, এরূপ বিদ্বান্ পুরুষকেই বাচক (পাঠক) করিতে হয় ॥ ১৯-২০

শুদ্ধ বাচক স্বাধীন ও একাগ্রচিত্ত হইয়া এইরূপে মহাভারতের কথা বলিবেন, যাহাতে বিলম্বে বা থামিয়া থামিয়া শব্দ নির্গত না হয় অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কথা বলিতে থাকিবেন, কণ্ঠের তালুর অক্ষরের উচ্চারণ করিবেন না, দ্রুত বলিবেন না, অস্পষ্ট রূপে শব্দের উচ্চারণ করিবেন না এবং এইরূপে বলিবেন, যাহাতে কোনও অক্ষর বা পদ বাদ পড়িয়া কিংবা ভঙ্গ হইয়া না যায়, মনে কোনও বিশেষ অভিপ্রায় (লোভাদি) রাখিয়া কথা বলিবেন না অর্থাৎ মহাভারত পাঠ করিবেন না। অষ্টস্থানে (১) উচ্চারিত তেষট্টিটি (২) বর্ণে যুক্ত মহাভারত এইভাবে পাঠ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক বর্ণের স্পষ্টই জ্ঞানলাভ হয় ॥ ২১-২২

(১) কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বামূল ও হৃদয়—বর্ণসমূহের উচ্চারণের এই অষ্টস্থান।

(২) পাণিনীয় শিক্ষায় তেষট্টিটি বর্ণের গণনা এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—একুশটি স্বর পঁচিশটি স্পর্শ, আটটি যাদি, চার যম, অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় (⊃ক), উপধ্মানীয় (⊃প) এবং দুঃস্পৃষ্ট—এই তেষট্টিটি (৬৩) বর্ণ। 'অ ই উ ঋ' এই চারিটি বর্ণ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই তিন প্রকার ভেদে বার, ঌকার কেবল হ্রস্বরূপেই গৃহীত হয়, অতএব এক—সর্ব্বসাকুল্যে তের। ইহা ব্যতীত 'এ ঐ ও ঔ' এই চারিটি স্বর দীর্ঘ ও প্লুত এই দুই প্রকার ভেদে আট ; তের ও আট সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বসাকুল্যে স্বরবর্ণ একুশ। 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ম' পর্য্যন্ত পাঁচটি পাঁচটি করিয়া পাঁচটি বর্গের পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। অতএব পূর্ব্বোক্ত একুশ স্বর ও পঁচিশ স্পর্শ বর্ণ মিলিয়া হইল ছেচল্লিশ (৪৬)। 'য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ' পর্য্যন্ত অর্থাৎ য' র ল ব শ ষ স হ' এই আটটি যাদি বর্ণ। পূর্ব্বোক্ত ছেচল্লিশ এবং এই আট মিলিয়া হইল চুয়ান্ন (৫৪)। প্রাতিশাখ্যের মতানুসারে চারিটি যম হয়। যথা—(পলিক্‌কৃন্নী' 'চখ্‌খ্‌নদুঃ' 'অগ্‌গ্‌গিঃ' 'ত্‌ত্বন্তি' এই চারিটি উদাহরণে প্রথম 'ক্ খ্ গ্ ঘ্' চারিটিবর্ণের পর তাহাদেরই সদৃশ যে অপর চারিটি 'ক্ খ্ গ্ ঘ্' বর্ণ আছে, ইহাদিগেরই 'যম' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই চার যম যোগ করিলে পর চুয়ান্ন+চার=আটান্ন (৫৮)। ইহা ব্যতীত অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় এবং দুঃস্পৃষ্ট বর্ণ (দুই স্বরের মধ্যভাগে স্থিত 'ল' কার) এই পাঁচ বর্ণ যোগ করিয়া আটান্ন+পাঁচ=তেষট্টি (৬৩)। এইভাবে তেষট্টিটি অক্ষর গণনা করা হয়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ২৩
ঈদৃশাদ্ বাচকাদ্ রাজন্ শ্রুত্বা ভারত ভারতম্।
নিয়মস্থঃ শুচিঃ শ্রোতা শৃণ্বন্ স ফলমশ্নুতে ॥ ২৪
পারণং প্রথমং প্রাপ্য দ্বিজান্ কামৈশ্চ তর্পয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমস্য যাগস্য ফলং বৈ লভতে নরঃ ॥ ২৫
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং বিমানং লভতে মহৎ।
প্রহৃষ্টঃ স তু দেবৈশ্চ দিবং যাতি সমাহিতঃ ॥ ২৬
দ্বিতীয়ং পারণং প্রাপ্য অতিরাত্রফলং লভেৎ।
সর্ব্বরত্নময়ং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ২৭
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধবিভূষিতঃ।
দিব্যাঙ্গদধরো নিত্যং দেবলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
তৃতীয়ং পারণং প্রাপ্য দ্বাদশাহফলং লভেৎ।
বসত্যমরসঙ্কাশো বর্ষাণ্যযুতশো দিবি ॥ ২৯
চতুর্থং বাজপেয়স্য পঞ্চমে দ্বিগুণং ফলম্।
উদিতাদিত্যসঙ্কাশং জলন্তমনলোপমম্ ॥ ৩০
বিমানং বিবুধৈঃ সার্দ্ধমারুহ্য দিবি গচ্ছতি।
বর্ষাযুতানি ভবনে শক্রস্য দিবি মোদতে ॥ ৩১
ষষ্ঠে দ্বিগুণমন্তীতি সপ্তমে ত্রিগুণং ফলম্।
কৈলাসশিখরাকারং বৈদূর্য্যমণিবেদিকম্ ॥ ৩২
পরিক্ষিপ্তঞ্চ বহুধা মণিবিদ্রুমভূষিতম্।
বিমানং সমধিষ্ঠায় কামগং সাপ্সরোগণম্ ॥ ৩৩
সর্ব্বাল্লোকান্ বিচরতে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
অষ্টমে রাজসূয়স্য পারণে লভতে ফলম্ ॥ ৩৪
চন্দ্রোদয়নিভং রম্যং বিমানমধিরোহতি।
চন্দ্ররশ্মিপ্রতীকাশৈর্হয়ৈর্যুক্তং মনোজবৈঃ ॥ ৩৫
সেব্যমানো বরস্ত্রীণাং চন্দ্রকান্ততরৈর্মুখৈঃ।
মেখলানাং নিনাদেন নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৬

বাচক প্রথমে অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (ইঁহাদের লীলার প্রধান সহায়িকা) দেবী দুর্গা, (ইঁহাদের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (ইঁহাদের লীলাসমূহের সঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্রের (ইতিহাস, পুরাণ ও মহাভারত) পাঠ আরম্ভ করিবেন ॥ ২৩

রাজন্! তৎপরন্তন! যে শ্রোতা শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালন করতে পবিত্র হইয়া এরূপ বাচকের নিকট হইতে মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি ইহার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

প্রথম বার নিয়মপূর্ব্বক হরিবংশান্ত মহাভারত শ্রবণ পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নানাবিধ বস্তু দিয়া তৃপ্ত করিবেন। এরূপ করিলে মানুষ অগ্নিষ্টোম যাগের ফল লাভ করেন ॥ ২৫

সেই মানুষ অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ বিমান প্রাপ্ত হন এবং তিনি হর্ষে উৎফুল্ল ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ২৬

দ্বিতীয় বার হরিবংশান্ত মহাভারত শ্রবণ করিলে পর শ্রোতা অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং সমস্ত রত্নসমূহে নির্ম্মিত দিব্য বিমানে আরোহণ করেন ॥ ২৭

সেখানে তিনি দিব্য মাল্য ও বস্ত্র ধারণ করত দিব্য গন্ধে বিভূষিত হইয়া দিব্য অঙ্গদাদি আভরণ ধারণ পূর্ব্বক সদা দেবলোকে সম্মানিত হন ॥ ২৮

তৃতীয় পারণ পূর্ণ করিয়া তিনি দ্বাদশাহ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি দেবগণের ন্যায় তেজস্বী রূপ ধারণ করত দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত দেবলোকে বাস করেন ॥ ২৯

চতুর্থ পারণ পূর্ণ করিয়া তিনি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং পঞ্চম বার পূর্ণ করিয়া তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হন। তিনি উদয়কালের সূর্য্যের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিমানে দেবগণের সহিত আরোহণ করত দেবলোকে গমন করেন। সেখানে ইন্দ্রভবনে দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত আনন্দ ভোগ করেন ॥ ৩০ ৩১

ষষ্ঠ বার পারণ পূর্ণ করিলে ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি কৈলাসশিখর-সদৃশ উজ্জ্বল ও বিশাল বৈদূর্য্যমণির বেদীতে বিভূষিত, বহুবিধ মণ্ডলাকার মার্গসমূহে যুক্ত, মণি ও মুক্তাসমূহে অলঙ্কৃত, অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ এবং ইচ্ছানুসারে গমনকারী বিমানে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোকসমূহে বিচরণ করেন ॥ ৩২-৩৩½

অষ্টম পারণ পূর্ণ করিয়া তিনি রাজসূয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। তিনি চন্দ্রোদয়তুল্য রমণীয় বিমানে আরোহণ করেন। এই বিমানে চন্দ্রকিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ যোজিত থাকে ॥ ৩৪-৩৫

তিনি দেব-সুন্দরীগণের চন্দ্র হইতেও অধিক কমনীয় মুখ-

অঙ্কে পরমনারীণাং সুখং সুপ্তো বিবুধ্যতে।
নবমং ক্রতুরাজস্য বাজিমেধস্য ভারত ॥ ৩৭
কাঞ্চনস্তম্ভনির্য্যূহং বৈদূর্য্যকৃতবেদিকম্।
জাম্বূনদময়ৈর্দিব্যৈর্গবাক্ষৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্ ॥ ৩৮
সেবিতং চামরৈঃসত্যৈর্গন্ধর্ব্বৈর্দিবিচারিভিঃ।
বিমানং সমধিষ্ঠায় শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ৩৯
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যচন্দনভূষিতঃ
মোদতে দৈবতৈঃ সার্দ্ধং দিবি দেব ইবাপরঃ ॥ ৪০
দশমং পারণং প্রাপ্য দ্বিজাতীনভিবন্দ্য চ
কিঙ্কিণীজালনির্ঘোষং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ॥ ৪১
রত্নবেদিকসঙ্কাশং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্।
হেমজালপরিক্ষিপ্তং প্রবালবলভীমুখম্ ॥ ৪২
গন্ধর্ব্বৈর্গীতকুশলৈরপ্সরোভিনিষেবিতম
বিমানং সুকৃতাবাসং সুখেনৈবোপপদ্যতে ॥ ৪৩
মুকুটেনার্কবর্ণেন জাম্বূনদবিভূষণঃ
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গো দিব্যমাল্যবিভূষিতঃ ॥ ৪৪
দিব্যালোকান্ প্রচরতি দিব্যৈর্ভোগৈঃ সমন্বিতঃ।
বিবুধানাং প্রসাদেন শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ৪৫
অথ বর্ষগণানেবং স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ততো গন্ধর্ব্বসহিতঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ ৪৬
পুরন্দরপুরে রম্যে শক্রেণ সহ মোদতে।
দিব্যযানবিমানেষু লোকেষু বিবিধেষু চ ॥ ৪৭
দিব্যনারীগণাকীর্ণো নিবসত্যমরো যথা।
ততঃ সূর্য্যস্য ভবনে চন্দ্রস্য ভবনে তথা ॥৪৮
শিবস্য ভবনে রাজন্ বিষ্ণোর্যাতি সলোকতাম্।
এবমেতন্মহারাজ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৯
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যমেবমাহ গুরুর্মম।
বাচকস্য তু দাতব্যং মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ॥ ৫০
হস্ত্যশ্বরথযানানি বাহনঞ্চ বিশেষতঃ
কটকে কুণ্ডলে চৈব ব্রহ্মসূত্রং তথাপরম্ ॥ ৫১

সমূহে, তাঁহাদের মেখলাসকলের ধ্বনিতে এবং নূপুরসমূহের ঝঙ্কারে সেবিত হইতে হইতে দিব্যাঙ্গনাগণের অঙ্কে সুখে নিদ্রা যান এবং জাগরিত হন ॥ ৩৬।

ভারত! নবম পারণ পূর্ণ করিয়া শ্রোতা যজ্ঞ-সমূহের মধ্যে রাজা অর্থাৎ প্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি স্বর্ণের স্তম্ভ ও নির্য্যূহসমূহে সুশোভিত, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বেদিতে অলঙ্কৃত সর্ব্বদিকে স্থিত সুবর্ণময় দিব্য গবাক্ষ (জানালা)-সমূহে আবৃত এবং স্বর্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত বিমানে উপবেশন করত নিজের উৎকৃষ্ট প্রভায় প্রকাশিত হন এবং দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করত দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া দ্বিতীয় দেবতার ন্যায় দেবলোকে দেবগণের সহিত আনন্দভোগ করেন ॥ ৩৭-৪০

দশম পারণ পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করত শ্রোতা পুণ্যাত্মাগণের অবাসস্থান দিব্য বিমান সুখের সহিত প্রাপ্ত হন। এই বিমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত জালরে সুসজ্জিত এবং এই সব ঘণ্টিকা হইতে সদা সুমধুর ধ্বনি হইতে থাকে। ধ্বজ ও পতাকা-সমূহ এই বিমানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ইহা রত্নময়ী বেদিকা দ্বারা উদ্ভাসিত আছে। ইহাতে বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত তোরণদ্বার রহিয়াছে। ইহা সর্ব্বদিকে স্বর্ণের জালে আবৃত আছে। ইহার বলভীসমূহের অগ্রভাগে মুক্তাসকল অলঙ্কৃত আছে। গীতাকুশল গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এই বিমানের সেবার জন্য সতত উপস্থিত আছেন ॥ ৪১-৪৩

সেই শ্রোতা পুরুষ নিজের মস্তকে সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান মুকুটে সুশোভিত হইয়া জাম্বূনদনামক স্বর্ণের আভরণসমূহ ধারণ করত সর্ব্বাঙ্গে দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও দিব্য লোকসকলে বিচরণ করেন ॥ ৪৪-৪৫

এইভাবে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আনন্দভোগ করেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বগণের সহিত রমণীয় পুরন্দরপুরী অমরাবতীতে থাকিয়া একুশ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের সহিত আনন্দভোগ করেন ॥ ৪৬॥

ইহার পর নানাপ্রকার পুণ্য লোকসমূহে দিব্যযান ও বিমান সমূহে দিব্য রমণীগণে পরিবৃত হইয়া সেস্থানে দেবতার ন্যায় নিবাস করেন ॥ ৪৭॥

রাজন্! তাহার পর তিনি ক্রমশঃ সূর্য্য ভবনে, চন্দ্রলোকে এবং ভগবান্ শিবের ধামে নিবাস করিয়া অন্তে ভগবান্ বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮॥

মহারাজ! এইরূপই ইহার ফল। এ বিষয়ে অন্য কিছু বিচার্য্য নাই। ইহাতে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমার গুরুদেব ব্যাসদেবের অভিমত ॥ ৪৯॥

বাচক যাহা মনে মনে অভিলাষ করিবেন, তাহাই তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হস্তী, অশ্ব, রথ ও শিবিকাদি বাহন দান করা উচিত ॥ ৫০॥

তাঁহাকে (বাচককে) কটক, কুণ্ডল, নূতন যজ্ঞোপবীত, বিচিত্র বস্ত্র ও বিশেষতঃ গন্ধাদি দান করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা

বস্ত্রং চৈব বিচিত্রঞ্চ গন্ধং চৈব বিশেষতঃ।
দেববৎ পূজয়েত্তং তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যানি দেয়ানি ভারতে।
বাচ্যমানেঽথ বিপ্রেভ্যো রাজন্ পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৫২
জাতিং দেশঞ্চ সত্যঞ্চ মাহাত্ম্যং ভরতর্ষভ।
ধর্ম্মবৃত্তিঞ্চ বিজ্ঞায় ক্ষত্রিয়াণাং নরাধিপ ॥ ৫৪
স্বস্তি বাচ্যং দ্বিজৈরাদৌ ততঃ কার্য্যং প্রবর্ত্তয়েৎ
সমাপ্তে পর্ব্বণি ততঃ স্বশক্ত্যা তর্পয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৫৫
আদৌ তু বাচকং চৈব বস্ত্রগন্ধসমন্বিতম্।
বিধিবদ্ভোজয়েদ্ রাজন্ মধুপায়সসংযুতম্ ॥ ৫৬
ততো মূলফলপ্রায়ং পায়সং মধুসর্পিষা।
আস্তিকে ভোজয়েদ্ রাজন্ দদ্যাচ্চৈব গুড়ৌদনম্ ॥ ৫৭
অপূপৈশ্চৈব পূপৈশ্চ মোদকৈশ্চ সমন্বিতম্।
সভাপর্ব্বণি রাজেন্দ্র হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৫৮
আরণ্যকে মূলফলৈস্তর্পয়েচ্চ দ্বিজোত্তমান্।
অরণীপর্ব্ব আসাদ্য জলকুম্ভান্ প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৯

তর্পণানি চ মুখ্যানি বন্যমূলফলানি চ।
সর্ব্বকামগুণোপেতং বিপ্রেভ্যোঽন্নং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬০
বিরাটপর্ব্বণি তথা বাসাংসি বিবিধানি চ।
উদ্যোগে ভরতশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামগুণান্বিতম্ ॥ ৬১
ভোজনং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ গন্ধমাল্যৈরলঙ্কৃতান্।
ভীষ্মপর্ব্বণি রাজেন্দ্র দত্ত্বা যানমনুত্তমম্।
ততঃ সর্ব্বগুণোপেতমন্নং দদ্যাৎ সুসংস্কৃতম্ ॥ ৬২
দ্রোণপর্ব্বণি বিপ্রেভ্যো ভোজনং পরমাদ্ভুতম্।
শরাংশ্চ দেয়া রাজেন্দ্র চাপাস্ত্রসিবরস্তথা ॥ ৬৩
কর্ণপর্ব্বণ্যপি তথা ভোজনং সার্ব্বকামিকম্।
বিপ্রেভ্যঃ সংস্কৃতং সম্যক্ দদ্যাৎ সংযতমানসঃ ॥ ৬৪
শল্যপর্ব্বণি রাজেন্দ্র মোদকৈঃ সগুড়ৌদনৈঃ
অপূপৈশ্চৈব সর্ব্বান্নং প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৫
গদাপর্ব্বণ্যপি তথা মুদ্গমিশ্রং প্রদাপয়েৎ
স্ত্রীপর্ব্বণি তথা রত্নৈস্তর্পয়েত্তু দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৬৬

করিতে হয়। এরূপ করিলে তিনি (শ্রোতা) ভগবান্ বিষ্ণুর লোকে গমন করেন ॥ ৫১-৫২

রাজন্! যখন মহাভারতের পারণ আরম্ভ হইবে, তখন প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে ব্রাহ্মণগণকে যে সব বস্তু দান করা কর্ত্তব্য, অতঃপর আমি তাহাই বলিব ॥ ৫৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! পর্ব্বের আরম্ভ কালে ব্রাহ্মণগণের জাতি, দেশ, সত্য, মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মবৃত্তি জানিয়া প্রথমে তাঁহাদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। তদনন্তর কার্য্য (কথাপ্রবণ) আরম্ভ করিবে। তারপর সেই পর্ব্বের সমাপ্তি হইলে পর নিজের শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবে ॥ ৫৪-৫৫

রাজন্! আদি পর্ব্বের অনুক্রমণিকাপর্ব্বে প্রথমে বাচককে বস্ত্র ও গন্ধাদির দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে মধুযুক্ত পায়স বিধি অনুসারে ভোজন করাইবে ॥ ৫৬

রাজন্! তদনন্তর আস্তীকপর্ব্বে প্রায় ফল-মূল ও মধু-ঘৃত-যুক্ত পায়স ভোজন করাইবে এবং গুড় ও চাউল দান করিবে ॥ ৫৭

রাজেন্দ্র! তারপর সভাপর্ব্বে পূপ (পিষ্টক), অপূপ (মালপোয়া) ও মোদক (লড্ডুক) সহ হবিষ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে ॥ ৫৮

আরণ্যক (বন) পর্ব্বে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বহু ফল-মূলের দ্বারা তৃপ্ত করিবে। অরণীপর্ব্বে উপস্থিত হইয়া জলপূর্ণ বহু কলস দান করিবে ॥ ৫৯

তৃপ্তির মুখ্য সাধন, বনজাত ফল-মূল ও মনোবাঞ্ছিত গুণ-সমূহে সম্পন্ন অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে ॥ ৬০

বিরাট পর্ব্বে নানাবিধ বস্ত্র দান করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ! উদ্যোগপর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ ও মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাদিগকে মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে সম্পন্ন অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ৬১½

রাজেন্দ্র! ভীষ্মপর্ব্বে অত্যুত্তম যান (শিবিকাদি) দান করিয়া উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া প্রস্তুত সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন দান করিবে ॥ ৬২

রাজেন্দ্র! দ্রোণপর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে পরম উত্তম ভোজন অর্পিত করিবে এবং তাঁহাদিগকে ধনু, বাণ ও উত্তম খড়্গ প্রদান করিবে ॥ ৬৩

কর্ণপর্ব্বেও মনকে সংযত রাখিয়া ব্রাহ্মণগণকে সকলের রুচি অনুকূল উত্তম সংস্কারযুক্ত ভোজন দান করিবে ॥ ৬৪

মহারাজ! শল্যপর্ব্বে মোদক, গুড় মিশ্রিত ওদন এবং পিষ্টকসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবে এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অন্নদান করিবে ॥ ৬৫

গদাপর্ব্বে মুদ্গ (মুগকলায়)-মিশ্রিত খিচুড়ী দান করিবে। স্ত্রীপর্ব্বে উত্তম ব্রাহ্মণগণকে রত্নসমূহের দ্বারা তৃপ্ত করিবে ॥ ৬৬

ঘৃতৌদনং পুরস্তাচ্চ ঐষীকে দাপয়েৎ পুনঃ।
ততঃ সর্ব্বগুণোপেতমন্নং দদ্যাৎ সুসংস্কৃতম্ ॥ ৬৭
শান্তিপর্ব্বণ্যপি গতে হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্
আশ্বমেধিকমাসাদ্য ভোজনং সার্ব্বকামিকম্ ॥ ৬৮
তথাশ্রমনিবাসে তু হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
মৌষলে সার্ব্বগুণিকং গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ॥ ৬৯
মহাপ্রস্থানিকে তদ্বৎ সর্ব্বকামগুণান্বিতম্।
স্বর্গপর্ব্বণ্যপি তথা হবিষ্যং ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ৭০
হরিবংশসমাপ্তৌ তু সহস্রং ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
গামেকাং নিষ্কসংযুক্তাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭১
তদর্দ্ধেনাপি দাতব্যা দরিদ্রেণাপি পার্থিব।
প্রতিপর্ব্বসমাপ্তৌ তু পুস্তকং বৈ বিচক্ষণঃ ॥ ৭২
সুবর্ণেন চ সংযুক্তং বাচকায় নিবেদয়েৎ
হরিবংশে পর্ব্বণি চ পায়সং তত্র ভোজয়েৎ ॥ ৭৩
শ্লোকং বা শ্লোকপাদং বা অক্ষরং বা নৃপাত্মজ।
শৃণুয়াদেকচিত্তস্তু স বিষ্ণুদয়িতো ভবেৎ ॥ ৭৪
ব্যাসং চৈব সপত্নীকং পূজয়েচ্চ যথাবিধি
লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং পূজিতং তচ্চ পূজয়েৎ ॥ ৭৫
বাচকং পূজয়েদ্ যস্তু ভূমিবস্ত্রসুধেনুভিঃ।
বিষ্ণুঃ সংপূজিতস্তেন স সাক্ষাদ্দেবকীসুতঃ ॥ ৭৬
পারণে পারণে রাজন্ যথাবদ্ধরতর্ষভ।
সমাপ্য সর্ব্বাঃ প্রযতঃ সংহিতাঃ শাস্ত্রকোবিদঃ ॥ ৭৭
শুভে দেশে নিবেশ্যাথ ক্ষৌমবস্ত্রাভিসংবৃতঃ
শুক্লাম্বরধরঃ শ্রীমান্ শুচির্ভূত্বা স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ৭৮
অর্চ্চয়েত্তু যথান্যায়ং গন্ধমাল্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্
সংহিতাপুস্তকান্ রাজন্ প্রযতঃ শিষ্টসম্মতঃ ॥ ৭৯
তদর্দ্ধং পাদশেষং বা বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতম্ ॥ ৮১
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ কামৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ।
হিরণ্যং গাঞ্চ বস্ত্রঞ্চ দক্ষিণামথ দাপয়েৎ ॥ ৮০
সর্ব্বত্র ত্রিপলং স্বর্ণং দাতব্যং প্রণতাত্মনা।
যদ্ যদেবাত্মনোঽভীষ্টং তত্তদ্দেয়ং দ্বিজাতয়ে ॥ ৮১

ঐষীক পর্ব্বে প্রথমে ঘৃতমিশ্রিত ভাত প্রদান করিবে। তাহার পর উত্তমরূপে সংস্কৃত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন দান করিবে ॥ ৬৭

শান্তিপর্ব্ব পূর্ণ হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে। তারপর আশ্বমেধিক পর্ব্বে উপস্থিত হইয়া সকলের রুচির অনুকূল ভোজন দান করিবে ॥ ৬৮

আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবে। মৌষলপর্ব্বে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্ন, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন দান করিবে ॥ ৬৯

সেই মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত গুণসমূহে সম্পন্ন অন্ন এবং স্বর্গারোহণ পর্ব্বে হবিষ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে ॥ ৭০

হরিবংশের সমাপ্তি হইলে পর এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে এবং স্বর্ণপদকযুক্ত একটি গো ব্রাহ্মণকে দান করিবে ॥ ৭১

পৃথ্বীনাথ! দরিদ্র মানুষের পক্ষে পূর্ণ না হইলেও অর্দ্ধেক দান করা কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ মনুষ্য প্রত্যেক পর্ব্বের সমাপ্তিতে বাচককে সুবর্ণযুক্ত পুস্তক অর্পণ করিবে ॥ ৭২

হরিবংশপর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে পায়স ভোজন করাইবে। রাজকুমার! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া হরিবংশের একটি শ্লোক, একটি চরণ অথবা একটি অক্ষরও শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত হইয়া যায় ॥ ৭৩-৭৪

কথাবাচক ব্যাসকে তাঁহার পত্নীর সহিত বিধি অনুসারে পূজা করিবে। ইহাতে ভগবান্ লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হইয়া যায়। তারপর পূর্ব্বে পূজিত ভগবান্ লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজা করিবে ॥ ৭৫

যে ব্যক্তি ভূমি, বস্ত্র ও উত্তম ধেনু দান করিয়া বাচকের পূজা করে, ইহার দ্বারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৬

রাজন্! ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্রিয়গণকে সংযমে রাখিয়া যথাযথভাবে সম্পূর্ণ মহাভারত সংহিতা (হরিবংশ সহ) শ্রবণ পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক পারণে বাচককে শুভস্থানে বসাইয়া রেশমী বস্ত্র অথবা শুভ শ্বেত বস্ত্র ধারণ করত শোভাসম্পন্ন, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া যথোচিত রীতিতে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ-মাল্যাদি সমর্পণ করত সেই বাচককে পূজা করিবে। রাজন্! সংযতচিত্ত ও শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত পুরুষ সংহিতা-পুস্তকসকলকেও পূজা করিবে ॥ ৭৭-৭৯

বাচককে উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ, পেয় রসাদি এবং নানা প্রকারের শুভ মনোবাঞ্ছিত বস্তুসমূহের সহিত সুবর্ণ, গো, বস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ৮০

সমস্ত পারণেই প্রণতভাবে তিন পল (তিন ভরী) সুবর্ণ দান করা কর্ত্তব্য। ইহা সম্ভব না হইলে সওয়া দুই পল অথবা দেড় পল অবশ্যই দিতে হয়। ধন থাকিতে বিত্তশাঠ্য (কৃপণতা) করিবে না ॥ ৮১

সর্ব্বথা তোষয়েদ্ভক্ত্যা বাচকং গুরুমাত্মনঃ
দেবতাঃ কীর্ত্তয়েৎ সর্ব্বা নর-নারায়ণৌ তথা ॥ ৮১
ততো গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ স্বলঙ্কৃতদ্বিজোত্তমান্ ।
তর্পয়েদ্ বিবিধৈঃ কামৈর্দানৈশ্চোচ্চাবচৈস্তথা ॥ ৮৩
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
প্রাপ্নুয়াচ্চ ক্রতুফলং তথা পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৮৪
বাচকো ভরতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তাক্ষরপদস্বরঃ ।
ভবিষ্যং শ্রাবয়েদ্ বিপ্রান্ ভারতং ভরতর্ষভ ॥ ৮৫
ভুক্তবৎসু দ্বিজেন্দ্রেষু যথাবৎ সম্প্রদাপয়েৎ ।
বাচকং ভরতশ্রেষ্ঠ ভোজয়িত্বা স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৮৬
বাচকে পরিতুষ্টে তু শুভা প্রীতিরনুত্তমা ।
ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৮৭
ততো হি ভরণং কার্য্যং দ্বিজানাং ভরতর্ষভ ।
সর্ব্বকামৈর্গবাদ্যায়ৈঃ সাধুভিশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৮৮
ইত্যেষ বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে দ্বিপদাং বর ।
শ্রদ্দধানেন বৈ ভাব্যং যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮৯
ভারতশ্রবণে রাজন্ পারণে চ নৃপোত্তম
সদা যত্নবতা ভাব্যং শ্রেয়স্ত্বং পরমিচ্ছতা ॥ ৯০
ভারতং শৃণুয়াদ্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ ॥ ৯১
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ ।
ভারতং সেব্যতে নিত্যং দেবৈর্ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥ ৯২
ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রাণামুত্তমং ভরতর্ষভ
ভারতাৎ প্রাপ্যতে মোক্ষস্তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৯৩
মহাভারতমাখ্যানং ক্ষিতিং গাঞ্চ সরস্বতীম্ ।
ব্রাহ্মণং কেশবং চাপি কীর্ত্তয়ন্নাবসীদতি ॥ ৯৪
বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৯৫
যত্র বিষ্ণুকথা দিব্যাঃ শ্রুতয়শ্চ সনাতনাঃ
তচ্ছ্রোতব্যং মনুষ্যেণ পরং পরমিচ্ছতা ॥ ৯৬

যে যে বস্তু নিজের অভীষ্ট, তৎ তৎ বস্তুই ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বাচক নিজের গুরু, অতএব তাঁহাকে ভক্তিভাবে সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করিবে। সেই সময় সমস্ত দেবগণ এবং নর-নারায়ণের কীর্ত্তন করিবে। ৮২

তদনন্তর গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার কমনীয় পদার্থ এবং অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দানসমূহ দিয়া তৃপ্ত করিবে। ৮৩

এইরূপ করিলে পর মানব অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ করে। প্রত্যেক পর্ব্বে এরূপ করিলে মানুষ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ৮৪

ভরতকুলতিলকজনমেজয়! বাচক সুস্পষ্ট অক্ষর, পদ ও স্বরের সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভবিষ্যপর্ব্ব এবং ভারত শ্রবণ করাইবেন। ৮৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে পর বাচককেও ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া যথোচিতরূপে দক্ষিণাদান করিবে। ৮৬

বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর সর্ব্বোত্তমা মঙ্গলময়ী প্রীতি লাভ হয়। অন্য ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে পর সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হন। ৮৭

ভরতবংশভূষণ! তাহার পর যথোচিতরূপে সর্ব্বপ্রকার উত্তম, মনোবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ দিয়া ক্রমশঃ সমস্ত দ্বিজগণকে ভরণ-পোষণ করা উচিত। ৮৮

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে তোমাকে মহাভারত ও হরিবংশশ্রবণ করিবার বিধি বলিলাম। তুমি ইহার উপর শ্রদ্ধাশীল হইও। ৮৯

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! যিনি নিজের পরম কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহার হরিবংশসহিত মহাভারত শ্রবণ ও পারণ পূর্ণ করিবার জন্য সদা যত্নশীল হওয়া উচিত। ৯০

প্রতিদিন মহাভারত শ্রবণ করিবে। প্রতিদিন ভারতের কীর্ত্তন করিবে। যাঁহার গৃহে মহাভারত গ্রন্থ আছে, তাঁহার 'জয়' হস্তগত বলিয়াই জানিবে। ৯১

ভারত পরম পুণ্যময় গ্রন্থ। ভারতে নানাবিধ কথা আছে। দেবতারাও ভারতের সেবা করেন, অতএব ভারতের অবশ্যই কীর্ত্তন করিবে। ৯২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত সমস্ত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতের অনুশীলনে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এই তত্ত্বকথা—যথার্থ কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৯৩

যে ব্যক্তি মহাভারত, ইতিহাস, পৃথিবী, গো, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করে, সেই ব্যক্তি কখনও কষ্টে পতিত হয় না। ৯৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদ, রামায়ণ ও পবিত্র মহাভারতের আদি, মধ্য এবং অন্তে সর্ব্বত্র শ্রীহরিরই গান করা হইয়াছে। ৯৫

যিনি ইহলোকে পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মানুষের যাঁহার মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দিব্য কথাসমূহ ও

এতৎ পবিত্রং পরমমেতদ্ধর্ম্মনিদর্শনম্
এতৎ সর্ব্বগুণোপেতং শ্রোতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৯৭
ক্রিয়তেঽসারসংসারে বাঞ্ছিতস্যৈব কারণম্ ।
হরিবংশস্য শ্রবণমিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৯৮
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতৈস্তথা
যৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভিস্তদ্ধরের্বংশপারণাৎ ॥ ৯৯
অজরমমরমেকং ধ্যেয়মাত্মস্থশূন্যং
সগুণমগুণমাদ্যং স্থূলমত্যন্তসূক্ষ্মম্

নিরুপমমুমেয়ং যোগিনাং জ্ঞানগম্যং
ত্রিভুবনগুরুমীশং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি বিষ্ণো ॥১০০
সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু ।
সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতা অর্থা ভবত্বস্য চ পারণৎ ॥ ১০১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি শ্রবণফলকথনে দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

সনাতন শ্রুতিসমূহ রহিয়াছে, সেই মহাভারত এবং হরিবংশ শ্রবণ করা উচিত ॥ ৯৬

ইহা পরম পবিত্র, ইহা ধর্ম্মের নিরূপণকারী শাস্ত্র এবং ইহা সমস্ত উত্তম গুণসমূহে যুক্ত ; অতএব নিজের কল্যাণকামী পুরুষের ইহা অবশ্যই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯৭

এই অসার সংসারে হরিবংশের শ্রবণ সমস্ত মনোরথের পূর্ত্তিকারক, সেইজন্য ইহা শ্রবণ করিতে হয়—এই কথা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিয়াছেন ॥ ৯৮

এক হাজার অশ্বমেধ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে মনুষ্যগণ যে ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহা হরিবংশের পারণ করিলেই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৯৯

বিষ্ণো ! আপনি অজর, অমর, এক (অদ্বিতীয়), ধ্যান করিবার যোগ্য, অনাদি, অনন্ত, সগুণ, নির্গুণ, সকলের আদিকারণ, স্থূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিরুপম অনুমানযোগ্য, যোগিগণের জ্ঞানগম্য, ত্রিভুবনের গুরু এবং ঈশ্বর, অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১০০

এই গ্রন্থের নিয়মপূর্ব্বক পঠন ও শ্রবণে সকল লোক দুর্গম সঙ্কটসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হউক, সকল লোক কল্যাণ দর্শন করুক এবং সকল লোকের মনোবাঞ্ছিত অর্থ সিদ্ধ হউক ॥ ১০১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে মহাভারত ও হরিবংশের শ্রবণের ফলকথনবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ত্রিপুর-বধস্য কথাবর্ণনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ

ব্রাহ্মণাদ্ বধমহং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
ত্রয়াণাং পুরসংজ্ঞানাং খেচরাণাং সমাসতঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু বিস্তরতঃ সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি নৈধনম্ ।
দৈত্যানাং বাহুবলিনাং সর্ব্বপ্রাণিবিরোধিনা ॥ ২
শঙ্করেণ বধং রাজন্ শূলৈস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ।
কৃতং পুরান্নরেন্দ্রাণাং সর্ব্বভূতবধৈষিণাম্ ॥ ৩
ত্রিপুরং পুরুষব্যাঘ্র বৃহদ্ধাতুসমীরিতম্ ।
বিক্রামতি নভোমধ্যে মেঘবৃন্দমিবোত্থিতম্ ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[ত্রিপুর-বধের কথাবর্ণন ।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! দৈত্যগণের আকাশে বিচরণকারী যে তিনটি পুর ছিল, তাহাদের ত্রিলোচন মহাদেব হইতে কিভাবে বধ হইয়াছিল ? এই প্রসঙ্গ আমি যথাযথ অথচ সংক্ষেপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি ॥ ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! যাহারা সমস্ত প্রাণিগণের বিরোধী ছিল, সেই বাহুবলশালী দৈত্যদিগের ভগবান্ শঙ্করের দ্বারা কিভাবে নিধন হইয়াছিল ? তুমি যে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা সবিস্তরে শ্রবণ কর। পুরাকালে সমস্ত প্রাণীদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই অসুরেন্দ্রগণের বধ ভগবান্ শিব নিজের সরলগামী তিনটি বাণের দ্বারা করিয়াছিলেন ॥ ২-৩

পুরুষগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী জনমেজয় ! সেই তিনটি পুর বৃহৎ (বহুমূল্য ও মহান্) ধাতুসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ত্রিপুর আকাশে উদিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিত ॥ ৪

প্রকারেণ প্রবৃদ্ধেন কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মণিভিশ্চ প্রকাশদ্ভিঃ সর্ব্বরত্নৈশ্চ তোরণৈঃ॥ ৫
বভাসে নভসো মধ্যে শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্।
গন্ধর্ব্বাণামিবোদগ্রং কর্ম্মণা সাধিতং পরম॥ ৬
বাজিনঃ পক্ষসংযুক্তা বহন্তি বলদর্পিতাঃ।
পুরং প্রভাকরশ্রেষ্ঠং মনোভিঃ কামরংহসৈঃ॥ ৭
ধাবন্তি হ্রেষমাণাস্তে বিক্রমৈঃ প্রাণসম্ভৃতৈঃ।
আহূয়ন্ত ইবাকাশং খুরৈঃ শ্যামদলপ্রভৈঃ॥ ৮
বায়ুবেগসমৈর্ব্বেগৈঃ কালয়ন্ত ইবাম্বরম্।
অসুরাঃ সমদৃশ্যন্ত চক্ষুর্ভির্বিদিতাত্মভিঃ॥ ৯
ঋষিভির্জ্বলনপ্রখ্যৈস্তপসা দগ্ধকিল্বিষৈঃ।
গীতবাদিত্রবহুলং গন্ধর্ব্বনগরোপমম্॥ ১০
চিত্রায়ুধসমাকীর্ণৈঃ প্রভপ্তকনকপ্রভৈঃ।
ভবনৈর্বহুভিশ্চৈব প্রাংশুভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ॥ ১১

সুবর্ণনির্ম্মিত উচ্চ বিশাল ও প্রকাশমান প্রাচীরের দ্বারা, উদ্দীপ্ত মণিসমূহের দ্বারা এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নমণ্ডিত তোরণদ্বার-সমূহের দ্বারা এই ত্রিপুর আকাশমণ্ডলে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তপস্যারূপী কর্ম্মের দ্বারা সাধিত এই ভয়ঙ্কর পুর (নগর) গন্ধর্ব্ব-গণের নগরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল॥ ৫-৬

বলদর্পিত ও পক্ষযুক্ত অশ্বগণ সূর্য্য হইতেও অধিক প্রকাশমান এই পুরকে ইচ্ছানুসারে বর্দ্ধিত মনের তুল্য বেগে বহন করিতেছিল॥ ৭

সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত বল-বিক্রমের দ্বারা যখন এই অশ্বগণ হ্রেষারব করিতে করিতে ধাবিত হইতেছিল, সেই সময় তাহাদের কৃষ্ণবর্ণের ক্ষুরসমূহের দ্বারা আকাশ যেন আহূত হইতেছিল॥ ৮

যাঁহারা তপস্যার দ্বারা নিজেদের সমস্ত পাপকে দগ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহারা অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সেই আত্মজ্ঞানী মহর্ষিগণই স্বীয় নেত্রসমূহের দ্বারা সেই অসুরদিগকে দেখিতে পাইতেন। ইহারা বায়ুসদৃশ বেগে সমুদয় আকাশকে যেন গ্রাস করিতে করিতে বেগে ধাবিত হইতেছিল॥ ৯॥

এই সব পুরে গীত ও বাদ্যের সমারোহ সর্ব্বদা ছিল। ইহারা গন্ধর্ব্বনগরতুল্য ছিল। বিচিত্র অস্ত্রসমূহে পূর্ণ, তপ্ত সুবর্ণ-সদৃশ কান্তিমান্ এবং বিবিধ অলঙ্কার-সমূহে অলঙ্কৃত বহু-সংখ্যক উচ্চ ভবন দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের ন্যায় সুশোভিত থাকিয়া মহাতেজস্বী ত্রিপুরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল॥ ১০-১১॥

দেবেন্দ্রভবনাকারৈঃ শুশুভে তন্মহাদ্যুতি।
প্রাসাদাগ্রৈঃ প্রবৃদ্ধৈশ্চ কৈলাসশিখরপ্রভৈঃ॥ ১২
শুশুভে দৈত্যনগরং বহুসূর্য্যমিবাম্বরম্।
বরাট্টালকসম্পন্নং তপ্তকাঞ্চনসপ্রভম্॥ ১৩
প্রদীপ্তমিব তেজস্বী বরাজাথ মহাপ্রভো।
ক্ষেড়িতোৎক্রুষ্টবহুলং সিংহনাদবিনাদিতম্॥ ১৪
বভৌ বস্তুজনাকীর্ণং বনং চৈত্ররথং যথা।
সমুচ্ছ্রিতপতাকং তদসিভিশ্চ বিরাজিতম্॥ ১৫
বরাজ ত্রিপুরং রাজন্মহাবিদ্যুদিবাম্বরে।
সূর্য্যানাভশ্চ দৈত্যেন্দ্রশ্চন্দ্রনাভশ্চ ভারত॥ ১৬
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা দানবা বলদর্পিতাঃ।
মমুহুশ্চ বভঞ্জুশ্চ মোহিতাঃ পরমেষ্ঠিনা॥ ১৭
পন্থানং দেবগমনং পিতৃযানঞ্চ ভারত।
তৈরেবমসুরাগ্রৈশ্চ প্রগৃহীতশরাসনৈঃ॥ ১৮

কৈলাসশিখর সদৃশ প্রভাসমন্বিত বড় বড় প্রাসাদ শিখর-সমূহের দ্বারা যুক্ত দৈত্যগণের সেই নগর বহু সূর্য্য প্রকাশিত আকাশের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল॥ ১২॥

মহারাজ! বড় বড় অট্টালিকার যুক্ত, তপ্ত সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ এবং তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া এই দৈত্যনগর অতিশয় শোভা পাইতেছিল॥ ১৩॥

সেস্থান গর্জ্জন ও কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। এই নগর বীরগণের সিংহনাদে নিনাদিত ছিল। মনোহর স্ত্রী-পুরুষগণে পূর্ণ থাকায় উহা চৈত্ররথনামক বনের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল॥ ১৪॥

রাজন্! উচ্চ উচ্চ পতাকাসমূহে সুশোভিত এবং চকচকে তরবারিসমূহে প্রকাশিত এই ত্রিপুরনামক নগর আকাশে বিশাল বিদ্যুতের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল॥ ১৫॥

ভারত! সেই নগরে দৈত্যরাজ সূর্য্যনাভ, চন্দ্রনাভ এবং অন্য মহাপরাক্রমশালী বলাভিমানী বহু দানব ছিলেন॥ ১৬॥

ভরতবংশধর জনমেজয়! ইহারা অভিমানে মোহিত হইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দেবযান ও পিতৃযান মার্গকে ছিন্ন-ভিন্ন এবং নষ্ট করিতে লাগিল॥ ১৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! ভরতবংশভূষণ! এইরূপ হস্তে ধনু লইয়া সেই শ্রেষ্ঠ অসুর ও দানবগণ যখন অগ্নিবলে যুক্ত দেবযান এবং পিতৃ-গণের বলে যুক্ত পিতৃযাননামক মহামার্গকে অপহরণ করিল,

দানবৈর্নরশার্দ্দূল দেবযানে মহাপথে
পিতৃবহ্নিবলোপেতে হৃতে ভরতসত্তম ॥ ১৯
ব্রহ্মাণমভ্যধাবন্ত সর্ব্বে সুরগণাস্তথা।
বিবর্ণবদনা দীনাশ্ছিন্নেব গতিকর্ম্মণি ॥ ২০
অক্রুবংশ্চ গতাঃ স্থিত্বা স্বরেণার্ত্তনিনাদিনা।
হন্যামহে শক্রগণৈর্ভাগোচ্ছেদেন ভাগদ ॥ ২১
তেষাং চৈব বধোপায়ং বদস্ব বদতাং বর
যং জ্ঞাত্বা বাহুবলিনো বাধেম সমরে পরান্ ॥ ২২
সান্ত্বয়িত্বা তু বরদো ব্রহ্মা প্রোবাচ দেবতাঃ।
শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শক্রপ্রতিকৃতিং পরাম্ ॥ ২৩
অবধ্যা দানবাঃ সর্ব্বে ঋতে শঙ্করমব্যয়ম্।
প্রতিগৃহ্য চ তদ্বাক্যং মনোভির্বাগ্ভিরেব চ ॥ ২৪
ভূমৌ প্রপেদিরে সর্ব্বে সহ রুদ্রৈশ্চ ভারত।
বিন্ধ্যপাদে চ মেরৌ চ মধ্যে চ পৃথিবীতলে ॥ ২৫
তপসোগ্রেণ যোগজ্ঞাঃ সর্ব্বে তে মুনয়োঽভবন।
কাশ্যপেয়ং হরং প্রাপ্য জপন্তো ব্রহ্মসংহিতাম্ ॥ ২৬
তেষাঞ্চ পরদারাণামভবদ্ বন্ধ্যতা জনে।
বিন্যস্তদর্ভনিচয়ে তাম্রং লোহঞ্চ ভূষণম্ ॥ ২৭
পরিধানানি চর্ম্মাণি মৃদূনি চ শুভানি চ।
স্বয়ং মৃতানাং কৃষ্ণানাং মৃগাণাং কুরুসত্তম ॥ ২৮
গৃহীতানি বিমুক্তানি দেহেভ্যো বনচারিণাম্
অন্তরিক্ষমথোপেত্য বিবিশুর্মায়য়া বৃতাঃ ॥ ২৯
হরালয়ং সুরাঃ সর্ব্বে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনঃ।
প্রণিপত্যাথ তে দীনা ভগবন্তং জগৎপতিম্ ॥ ৩০
সুব্যক্তেনাভিধানেন প্রভাষন্ত হরং ততঃ।
হবির্দত্তমবিজ্ঞানাত্ত্বয্যচ্ছদ্মেষু বহ্নিষু ॥ ৩১
বরদানং বৃথাস্মাসু ভগবান্ বিমুখে ত্বয়ি।
যথাদেশং যথাকালং ক্রিয়তাং ব্রহ্মণো বচঃ ॥ ৩২
যত্তক্তং দেবদেবেন খেচরাণাং সমীপতঃ।
এবং দেববচোভিশ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈভবাৎ ॥ ৩৩

তখন সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে ধাবিত হইয়া যাইলেন। সেই দুই মার্গ নষ্ট হওয়ায় গমন কর্ম্মের উচ্ছেদ হইলে পর সেই দেবগণ দীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদের মুখ বিবর্ণ (শোকাকুল) হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৮-২০

ইহারা ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তনাদযুক্ত স্বরে বলিলেন,—দেবগণকে যজ্ঞে ভাগপ্রদানকারী পিতামহ! শত্রুগণ আমাদের যজ্ঞভাগ উচ্ছেদ করিয়া দিয়া আমাদিগকে তাড়না করিতেছে ॥ ২১

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! সেই দৈত্যগণের বধের কোনও উপায় বলুন, যাহা জানিয়া বাহু-বলশালী দেবতা আমরা শত্রুদিগকে বাধাদান করিতে পারি ॥ ২২

তখন বরদাতা ব্রহ্মা সেই দেবগণকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা সকলে শত্রুগণের প্রতিশোধ লইবার উপায় শ্রবণ কর—এই সমস্ত দানবেরা অবিনাশী ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্যের পক্ষে অবধ্য ॥ ২৩½

ভরতনন্দন! ব্রহ্মার এই উপদেশবাক্যকে মন ও বাক্যের দ্বারা স্বীকার করত সমস্ত দেবগণ রুদ্রসকলের সহিত পৃথিবীতে আসিলেন ॥ ২৪½

ইহারা বিন্ধ্য ও মেরুপর্ব্বতের তলদেশে এবং ভূতলের মধ্যভাগে উগ্র তপস্যা করিতে করিতে সকলেই যোগজ্ঞ মুনি হইয়া যাইলেন এবং ব্রহ্মসংহিতা (প্রণব) জপ করিতে করিতে কশ্যপনন্দন হরের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২৫-২৬

তাঁহাদের জনসমুদায়ে পরস্ত্রীগণের বিষয়ে বন্ধ্যতা—নিষ্ফলতা অর্থাৎ মোহ উৎপন্ন করিতে অসামর্থ্য ছিল। ইহারা কুশের চাটাই পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করিতে লাগিলেন। তাম্র ও লৌহের আভরণ ধারণ করিতেন ॥ ২৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং মৃত বনচারী কৃষ্ণ মৃগগণের দেহসমূহ হইতে উন্মোচন করিয়া গৃহীত সুন্দর ও কোমল মৃগচর্ম্ম এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মসকলই ইহারা পরিধান করিতেন ॥ ২৮½

ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করত মায়ায় নিজেদের আবৃত করিয়া রাখিয়া সমস্ত দেবগণ আকাশমার্গ অবলম্বন করত ভগবান্ শঙ্করের ধামে প্রবেশ করিলেন এবং সেই ভগবান্ বিশ্বনাথ হরকে প্রণাম করিয়া স্পষ্ট শব্দে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৯-৩০½

ভগবন্! আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হওয়ায় যেরূপ ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নিতে অজ্ঞানভাবশতঃ প্রদত্ত আহুতি নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের প্রাপ্ত বরদান ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অতএব দেবাধিদেব ব্রহ্মা আকাশচারী দেবগণের নিকট যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাক্য আপনি দেশ ও কালানুসারে পালন করুন ॥ ৩১-৩২½

এইরূপ দেবগণের বাক্যে ও ভাবী কার্য্যের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রাদিগণের সহিত মহাদেব কবচ বন্ধন করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ৩৩½

সমনহ্যন্মহাদেবো দেবৈঃ সহ সবাসবৈঃ।
আদিত্যপথমাস্থায় সন্নদ্ধাঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ৩৪
সর্বে কাঞ্চনবর্ণাভা বভূবুর্দীপ্তা ইবাগ্নয়ঃ
রুদ্রেণ সহিতা রুদ্রা দহন্ত ইব তেজসা ॥ ৩৫
সন্নদ্ধাঃ কুশলাঃ সর্বে প্রাংশবঃ পর্বতা ইব।
বিশ্বে বিশ্বেন বপুষা বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩৬
সমনহ্যন্মহাত্মানো দানবান্তং বিধিৎসবঃ।
এতিঃ সহ ধনাধ্যক্ষৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ৩৭
ত্রিপুরং যোধয়ৎ ত্র্যক্ষঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অথ দৈত্যা ভিন্নদেহাঃ পুরাট্টালং গতা ইব ॥ ৩৮
ন্যপতন্ত বিদেহাস্তে বিশীর্ণা ইব পর্বতাঃ।
অভিবিদ্ধাঃ সুবিদ্ধাশ্চ রণমধ্যগতা নৃপ ॥ ৩৯
ন্যপতন্ দৈত্যসঙ্ঘাতা বজ্রেণেব হতা নগাঃ।
অসিভিশ্চ হতা দেবৈঃ শক্তিচক্রপরশ্বধৈঃ ॥ ৪০

ইঁহারা সকলেই কবচ ও অলঙ্কার ধারণ করত সুবর্ণের কান্তির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নি-সমূহের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪;

মহাদেবের সহিত কবচ বন্ধন করত যুদ্ধকুশল সমস্ত রুদ্রগণ নিজেদের তেজে যেন শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা যেন পর্ব্বততুল্য উচ্চ ছিলেন ॥ ৩৫;

দানবদিগকে অন্ত করিতে ইচ্ছুক এই সব মহাত্মাগণ বলবান্ ও ইচ্ছানুসারে রূপধারী ছিলেন। ইঁহারা নিজেদের বিশ্বময় শরীরে কবচ বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন ॥ ৩৬;

কুবেরসহ এই সব দেবগণের দ্বারা সর্বদিকে পরিবৃত হইয়া ত্রিলোচন মহাদেব বাণসহ ধনু গ্রহণ করত ত্রিপুর-বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭;

তদনন্তর যেরূপ নগরের অট্টালিকার উপরে আরূঢ় মনুষ্যগণ পতিত হয়, সেইরূপ এই ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ নিজেদের শরীর বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় দেহরহিত হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড পর্ব্বতসকলের ন্যায় সেই নগর হইতে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮;

নৃপ জনমেজয়! সমরাঙ্গণের মধ্যে স্থিত দৈত্যসমূদায় অত্যন্ত আহত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯;

দেবগণের অসি, শক্তি, চক্র, পরশ্বধ ও বাণসমূহে যুদ্ধস্থলে বহু দৈত্য নিহত হইল এবং সেই দৈত্যরাজদিগের মর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যাইল, তখন তাহারা পক্ষচ্ছিন্ন পর্ব্বতসমূহের সমান এক সঙ্গে পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ৪০-৪১

বাণৈশ্চ ভিন্নমর্ম্মাণো দৈত্যেন্দ্রা যুদ্ধগোচরে।
প্রপেতুঃ সহিতা উর্ব্ব্যাং ছিন্নপক্ষা ইবাচলাঃ ॥ ৪১
তত্র সংজ্ঞাং বিমুঞ্চন্তি দীপ্যমানেন তেজসা।
এবং তেঽন্যোন্যসম্বাধে ক্ষীয়ন্তে ক্ষয়কর্ম্মণা ॥ ৪২
নোপালভ্যন্ত চক্ষুর্ভ্যামপি দিব্যেন চক্ষুষা।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে সুরেন্দ্রাস্তে নিশামুখে।
ছিন্নভিন্নক্ষতমুখা নিপেতুর্বসুধাতলে ॥ ৪৩
অথ দৈত্যা জয়ং প্রাপ্তা নিশায়াং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিনেদুর্বিপুলৈর্নাদৈর্মেঘা ইব মহারবাঃ ॥ ৪৪
জয়প্রাপ্ত্যাসুরাশ্চৈব তেঽন্যোন্যমভিজঘ্নিরে।
ত্রাসিতাস্ত্রিদশাঃ সর্বে সংগ্রামজয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪৫
অস্মাভির্বলসম্পন্নৈঃ সহ প্রাসাসিতোমরৈঃ।
বিরেজুশ্চ জয়ং প্রাপ্তা উশনোঽধ্যবোধিতাঃ ॥ ৪৬
সমরে বলসম্পন্নাঃ সায়ুধা দৈত্যসত্তমাঃ।
সুরৈশ্চ সহিতাঃ সর্বে রণমাস্থায় শঙ্করঃ ॥ ৪৭

দেবতাদিগের পরিবর্দ্ধিত তেজে দগ্ধ হইয়া সেই দৈত্যগণ সেস্থানে নিজেদের চৈতন্য হারাইয়া ফেলিল। এইরূপে সেই দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পরকে বাধাদান করিতে করিতে যুদ্ধরূপী ক্ষয়-কর্ম্মে ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় দৈত্যেরা দুই চক্ষুতে এবং দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিলেও দেবগণকে প্রাপ্ত হইল না ॥ ৪২;

সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে পর প্রদোষকালে (সবল হইয়া দৈত্যগণ আক্রমণ করায় তাহাদের আক্রমণে) সেই দেবেশ্বর-গণের মুখ ছিন্ন-ভিন্ন ও ক্ষত হইয়া যাইল এবং তাঁহারা ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৩

রাত্রিকালে নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে জয়লাভ করত দৈত্যগণ মহাসিংহনাদ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জনকারী মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রচণ্ড রব করিতে লাগিল ॥ ৪৪

জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া সেই অসুরগণ পরস্পর বলিতে লাগিল—সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক সমস্ত দেবতাদিগকে বলবান্ দৈত্যগণ আমরা সংগঠিত হইয়া প্রাস, অসি ও তোমর-সমূহের দ্বারা সন্ত্রাসিত করিয়াছি ॥ ৪৫;

শুক্রাচার্য্যের হবিষ্যে উজ্জীবিত ও বলসম্পন্ন হইয়া বিজয়ী দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ সমরাঙ্গণে অস্ত্রসমূহের সহিত অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৬;

তখন দর্পিত সেই দৈত্যদিগকে স্বীয় তেজে যেন দগ্ধ করিতে

দর্পিতাগ্নিনদন দৈত্যান্ প্রদহন্নিব তেজসা।
যুগান্তকালে বিততে রশ্মিবানিব নির্দ্দহন্ ॥ ৪৮
সর্ব্বভূতানি ভূতাগ্র্যঃ প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
স রথো বাজিভিঃ শীঘ্রৈরুহ্যমানো মনোজবৈঃ ॥ ৪৯
বিবভৌ নভসো মধ্যং সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
বৃষভেণ ধ্বজাগ্রেণ গর্জ্জমানেন ভারত ॥ ৫০
ভাতি স্ম স রথো রাজন্ সেন্দ্রায়ুধ ইবাম্বুদঃ।
ততোঽম্বরগতাঃ সিদ্ধাস্তুষ্টুবুর্বৃষভধ্বজম্ ॥ ৫১
কর্ম্মভিঃ পূর্ব্বজং পূর্ব্বৈঃ শুচিভিস্ত্র্যম্বকং তদা।
ঋষয়শ্চ তপঃশান্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৫২
অমৃতপ্রাশিনশ্চৈব সুরসঙ্ঘাস্তথৈব চ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গন্ধর্ব্বেণ স্বরেণ বৈ ॥ ৫৩
প্রহৃষ্টবদনাঃ সৌম্যাঃ পৈত্র্যো স্থানান্তরে নৃপ।
চয়াট্টালকসম্পন্নে শতঘ্নীশতসঙ্কুলে ॥ ৫৪

তস্মিংস্তু দৈত্যনগরে সর্ব্বভূতভয়াবহে।
ততস্তু শরবর্ষাণি মুমুচুর্দৈত্যদানবাঃ ॥ ৫৫
সুরাণামরয়ো মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্রাণি সমন্ততঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ নিয়ন্তো ভল্লৈঃ শূলৈশ্চ ভারত ॥ ৫৬
তে চক্রিরে মহৎ কর্ম্ম দানবা যুদ্ধকোবিদাঃ।
গদাভিশ্চ গদাং ঘ্নন্তু র্ভল্লৈর্ভল্লাংশ্চ চিচ্ছিদুঃ ॥ ৫৭
অস্ত্রৈরস্ত্রাণ্যবাধন্ত মায়া মায়াভিরেব চ।
ততোঽপরে সমুদ্যম্য শরশক্তিপরশ্বধান্ ॥ ৫৮
অশনীংশ্চ মহাঘোরান্মুক্তান্ শতসহস্রশঃ।
অসিভির্মায়াবিহিতৈর্মৃত্যোর্বিষয়গোচরে ॥ ৫৯
তে বধ্যমানা বিবুধাঃ শরবর্ষৈরবস্থিতাঃ।
গন্ধর্ব্বনগরাকারঃ সোঽসীদৎ সহরো রথঃ ॥ ৬০
হন্যমানোঽসুরগণৈঃ প্রাসাসিশরতোমরৈঃ।
তৈশ্চ দৈত্যপ্রহরণৈর্গুরুভির্ভারসাহিভিঃ।
চিত্রৈশ্চ বহুভিঃ শস্ত্রৈরতিষ্ঠত শচীপতিঃ ॥ ৬১

করিতে ভগবান্ শঙ্কর সমস্ত দেবগণের সহিত রথে উপবেশন করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭॥

যেরূপ যুগান্তকাল আসিলে পর অংশুমালী সূর্য্য সমস্ত লোক-সকলকে দগ্ধ করিতে থাকেন এবং প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর ভূতনাথ ভগবান্ রুদ্র সম্পূর্ণ ভূতগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই ভগবান্ শঙ্কর স্বীয় তেজে দৈত্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮॥

মনের ন্যায় বেগগামী ও শীঘ্রগামী অশ্বগণের দ্বারা বাহিত হইতে হইতে সেই রথ আকাশের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘের সদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৪৯॥

ভরতনন্দন! রাজন্! ধ্বজের অগ্রভাগে গর্জ্জনরত বৃষভের দ্বারা উপলক্ষিত এই রথ ইন্দ্রধনুসহ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৫০॥

তদনন্তর আকাশের মধ্যভাগে স্থিত সিদ্ধগণ সকলের পূর্ব্বজ ত্রিলোচন ভগবান্ বৃষভধ্বজের পরম পবিত্র পূর্ব্বকর্ম্মসমূহের উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১॥

তপস্যার দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত সত্যব্রতপরায়ণ ঋষিগণ, অমৃত-ভোজী দেবসমূদায় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণও গান্ধর্ব্বস্বরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। নৃপ জনমেজয়! পিতৃ-সম্বন্ধী অন্য স্থানে স্থিত সৌম্য স্বভাববিশিষ্ট দেবগণের বদন প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৫২-৫৩॥

তদনন্তর প্রাচীর (বা মৃত্তিকার স্তূপ) ও অট্টালিকাসমূহে যুক্ত, শতঘ্নীতে (তোপে) ব্যাপ্ত এবং সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর সেই দৈত্যনগরের মধ্যভাগে স্থিত দেবশত্রু দৈত্য ও দানবগণ সর্ব্বদিকে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল ॥৫৪-৫৫॥

ভারত! সেই যুদ্ধকুশল দানবগণ শতঘ্নী, ভল্ল ও শূল-সমূহের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে মহাপরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫৬॥

ইহারা গদাসমূহের দ্বারা গদাসকলকে ভাঙ্গিয়া দিল, ভল্ল-সমূহের দ্বারা ভল্লসকলকে ছেদন করিল, অস্ত্রসকলের দ্বারা অস্ত্রসমূহকে বাধাদান করিল এবং মায়াসমূহের দ্বারা সমস্ত মায়াকে নষ্ট করিয়া দিল ॥ ৫৭॥

তদনন্তর অন্য দৈত্যগণ সহস্র সহস্র বাণ, শক্তি, পরশ্বধ ও মহাভয়ঙ্কর অশনিসমূহ উত্তোলিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৫৮॥

ইহাদের মায়ানির্ম্মিত খড়্গ ও বাণবর্ষণে আহত হইতে হইতে দেবগণ মৃত্যুর রাজ্যে (বা পথে) গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট রথও মহাদেবের সহিত অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইল ॥ ৫৯-৬০

সেই অসুরগণের প্রাস, অসি, বাণ ও তোমরসমূহের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এবং দৈত্যদিগের ভার সহ্য করিতে সমর্থ,

ততো মধ্যে দিব্যশব্দঃ প্রাদুরাসীন্মহীপতে।
ঋষীণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মহতামপি ভারত ॥ ৬১
স এষ শঙ্করস্যাগ্রে রথো ভূমিং প্রতিষ্ঠিতঃ।
অজেয়ো জয্যতাং প্রাপ্তঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৬২
তস্মিন্নিপতিতে রাজন্ রথানাং প্রবরে রথে।
নিপেতুঃ সর্ব্বভূতানি ভূতলে বসুধাধিপ ॥ ৬৩
বিচেলুঃ পর্ব্বতাগ্রাণি চেলুশ্চৈব মহাদ্রুমাঃ।
বিচুক্ষুভুঃ সমুদ্রাশ্চ ন রেজুশ্চ দিশো দশ ॥ ৬৫
বৃদ্ধাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তত্র জেপুশ্চ পরমং জপম্
যত্তদ্ ব্রহ্মময়ং তেজঃ সর্ব্বত্র বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৬৬
শান্ত্যর্থং সর্ব্বভূতানামিহ লোকে পরত্র চ।
সমাধায়াত্মনাত্মানং যোগপ্রাপ্তেন হেতুনা ॥ ৬৭
রথন্তরেণ সাম্নাথ ব্রহ্মভূতেন ভারত।
তেজসা জ্বলয়ন্ বিষ্ণোস্ত্র্যক্ষস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৬৮
সর্ব্বেষাং চৈব দেবানাং বলিনাং কামরূপিণাম্
ঋষীণাং তপসাঢ্যানাং বসতাং বিজনে বনে ॥ ৬৯
অথ বিষ্ণুর্মহাযোগী সর্ব্বতোদৃশ্য তত্ত্বতঃ।
বৃষরূপং সমাস্থায় প্রোজ্জহার রথোত্তমম্ ॥ ৭০
সমাক্রান্তং দেবগণৈঃ সমগ্রবলপৌরুষৈঃ।
বলবাংস্তোলয়িত্বা তু বিষাণাভ্যাং মহাবলঃ।
ননাদ প্রাণযোগেন মথ্যমান ইবার্ণবঃ ॥ ৭১
তৃতীয়ং বায়ুবিষয়ং সমাক্রম্য বিষাণবান্।
ননাদ বলবান্নাদং সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ৭২
ততো নাদেন বিত্রস্তা দৈতেয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
পুনস্তে কৃতসন্নাহা যুযুধুঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৭৩
সর্ব্বে বৈ বাহুবলিনঃ সমর্থবলপৌরুষাঃ
সুরসৈন্যং প্রমর্দ্দন্তঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥ ৭৪
অগ্নিং সন্ধায় ধনুষি শিতং বাণং সুপত্রিণম্।
ব্রহ্মাস্ত্রেণাভিসংযোজ্য ব্রহ্মদণ্ডং শিবোঽব্যয়ঃ।
মুমোচ দৈত্যনগরং ত্রিধাশব্দেন সংজ্ঞিতম্ ॥ ৭৫

ভারী, বিচিত্র ও বহু সংখ্যক অস্ত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া শচীপতি ইন্দ্র যত্র তত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ভূপতে! ভরতনন্দন! ইহার মধ্যে ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষিগণেরও দিব্য শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৬২

এই অগ্রে গমনকারী ভগবান্ শঙ্করের রথ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই রথ অজেয় হইয়াও সকল লোকের সাক্ষাতেই জয়ের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৬৩

বসুধাপালক রাজন্! রথসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শঙ্করের সেই রথ পৃথিবীতে পতিত হইতেই সমস্ত প্রাণীরাও ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬৪

পর্ব্বতশিখর-সমূহ বিচলিত হইল, বড় বড় বৃক্ষসকল আন্দোলিত হইতে লাগিল, সমস্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং দশ দিক্ অন্ধকারাবৃত (বা শ্রীহীন) হইয়া যাইল ॥ ৬৫

তখন সেস্থানে যে সব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা উত্তম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; যাহা সর্ব্বত্র বিজয়কামী পুরুষগণের পক্ষে ব্রহ্মময় তেজঃস্বরূপ, ইহলোক ও পরলোকেও সমস্ত প্রাণিগণের শান্তিপ্রদানকারী ॥ ৬৬½

ভারত! তদনন্তর সেই তেজঃস্বরূপ মহাযোগী বিষ্ণু সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেকে নিজেই মনকে একাগ্র করত যোগবলে বৃষরূপ ধর্ম্মের স্বরূপ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মভূত রথন্তর সামের দ্বারা মহাদেবের সেই উত্তম রথকে উপরে উত্থাপিত করিলেন। সেই সময় এই বিষ্ণুদেব নিজের, মহাত্মা ত্রিলোচন শিবের, ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী বলবান্ সমস্ত দেবতাগণের এবং নির্জন বনে বাসকারী তপোবলসম্পন্ন মহর্ষিদিগের তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিলেন ॥ ৬৭-৭০

সমগ্র বল-পৌরুষসম্পন্ন দেবগণ যাঁহার উপর আরূঢ় ছিলেন, সেই উত্তম রথকে নিজের দুই শৃঙ্গের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া সেই মহাবল শ্রীহরি মথ্যমান সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৭১

দুই শৃঙ্গযুক্ত বৃষভরূপধারী বলবান্ বিষ্ণু তৃতীয় বায়ুর (উদ্বহের) • স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ণিমায় সমুদ্রের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭২

তারপর সেই গর্জনে ভীত হইয়া মহাবল রণদুর্মদ দৈত্যগণ কবচ বন্ধন করত পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭৩

ইহারা সকলেই বাহুবলশালী ও সমর্থ বল-পৌরুষে সম্পন্ন ছিল। ইহারা ধনু গ্রহণ করিয়া দেবসৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে লাগিল ॥ ৭৪

তখন অবিনাশী শিব নিজের ধনুর উপর সুন্দর পক্ষযুক্ত ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী তীক্ষ্ণ বাণ রাখিয়া উহাকে ব্রহ্মাস্ত্রে সংযুক্ত

• মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের ৩২৮ অধ্যায়ে ৩৮শ্লোক হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই তৃতীয় বায়ুর বিস্তৃত পরিচয় উল্লিখিত আছে।

তং বাণং ত্রিবিধং বীর্য্যাৎ সন্ধায় মনসা প্রভুঃ
সত্যেন ব্রহ্মযোগেন তপসোগ্রেণ ভারত ॥ ৭৬
মুমোচ দৈত্যনগরে সর্ব্বপ্রাণহরাঞ্ছরান্।
দীপ্তান্ কনকবর্ণাভান্ সুবর্ণাংশ্চ সুনির্ম্মলান্ ॥৭৭
মুক্ত্বা বরশরান্ ঘোরান্ সবিষানিব পন্নগান্।
সুপ্রদীপ্তৈস্ত্রিভির্বাণৈর্বেগিভিস্তদ্ বিদারিতম্ ॥ ৭৮
শরঘাতপ্রদীপ্তানি বিন্ধ্যাগ্রাণীব ভারত।
গোপুরাণি পুরৈঃ সার্দ্ধং বাণীর্য্যন্ত নরাধিপ ॥ ৭৯
অগ্নিনা সম্প্রদীপ্তানি বহ্নিগর্ভাণি ভারত।
ধরণীং সম্প্রপদ্যন্ত পুরাণি বসুধাধিপ ॥ ৮০

তানি বৈদূর্য্যবর্ণানি শিখরাণি গিরেরিব।
শঙ্করেণ প্রদগ্ধানি ব্রহ্মাস্ত্রেণাপতন্নৃপ ॥ ৮১
হতে চ ত্রিপুরে দৈবৈর্বাচো হর্ষাৎ কিলেরিতাঃ।
সর্ব্বান্ জহীতি শক্রংস্ত্বং প্রবৃদ্ধান্ পুরুষোত্তম ॥ ৮২
বিষ্ণুরেব মহাযোগী যোগেন প্রময়ন্নিব।
স্তূয়তে ব্রহ্মসদৃশৈর্ঋষিভিঃ শঙ্করেণ চ
ব্রহ্মণা সহিতৈর্দেবৈঃ সম্পন্নবলপৌরুষৈঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি
ত্রিপুরবধে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

করিয়া সেই ব্রহ্মদণ্ডকে সেই ত্রিপুরনামক দৈত্যনগরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭৫

ভগবান্ শিব মনে মনেই সেই বাণকে সত্য, ব্রহ্মযোগ ও উগ্র তপস্যার দ্বারা বলপূর্ব্বক তিনরূপে সন্ধান করত সেই দৈত্যনগরের উপর এরূপ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহা সকলেরই প্রাণহরণকারী ছিল। এই বাণ প্রদীপ্ত, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিমান্, সুবর্ণময় ও অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল ॥ ৭৬-৭৭

বিষাক্ত সর্পগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও ভয়ঙ্কর বাণসমূহকে নিক্ষেপ করিয়া তিনটি প্রজ্বলিত ও বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা সেই দৈত্যনগরকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৭৮

ভরতনন্দন! নরনাথ! এই বাণসমূহের আঘাতে প্রজ্বলিত গোপুরসমূহ বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরসকলের ন্যায় সেই তিন পুরের সহিত ভস্ম হইয়া ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৭৯

ভারত! বসুধাপালক! অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নিগর্ভ সেই তিনটি পুর পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ৮০

নৃপ জনমেজয়! পর্ব্বতশিখরসমূহের সমান এই বৈদূর্য্যমণিবর্ণবিশিষ্ট ত্রিপুর ভগবান্ শঙ্করের ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইয়া পতিত হইল ॥ ৮১

ত্রিপুর নষ্ট হইলে পর দেবগণ অতিশয় হর্ষে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—পুরুষোত্তম! আপনিই সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করুন ॥ ৮২

এইরূপ সেই সমস্ত যোগবলসম্পন্ন ও ঈষৎ হাস্যময় মহাযোগী বিষ্ণুরই ব্রহ্মতুল্য ঋষিগণ, ভগবান্ শঙ্কর এবং বল-পৌরুষশালী দেবগণ ব্রহ্মার সহিত স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৮৩

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে ত্রিপুরবধবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[হরিবংশ-বর্ণিতানাং বৃত্তান্তানাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হরিবংশেঽত্র বৃত্তান্তাঃ প্রকীর্ত্যন্তে ক্রমোদিতাঃ।
তত্রাদাবাদি সর্গস্তু ভূতসর্গস্ততঃ পরঃ ॥ ১

পৃথোর্বৈণস্য চাখ্যানং মনূনাং কীর্ত্তনং তথা।
বৈবস্বতকুলোৎপত্তির্ধুন্ধুমারকথা তথা ॥ ২
গালবোৎপত্তিরিক্ষ্বাকুবংশস্যাপ্যনুকীর্ত্তনম্।
পিতৃকল্পস্তথোৎপত্তিঃ সোমস্য চ বুধস্য চ ॥ ৩

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[হরিবংশে বর্ণিত বৃত্তান্তসমূহের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই হরিবংশে ক্রমশঃ কথিত বৃত্তান্তসমূহ এস্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে। এই হরিবংশে আদিতে আদি সৃষ্টির কথা আছে, তাহার পর ভূতসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১

অতঃপর বেণের পুত্র পৃথুর উপাখ্যান আছে। তাহার পর মনুগণের বর্ণনা আছে, বৈবস্বত মনুর কুলের উৎপত্তি এবং ধুন্ধুমারের কথা আছে ॥ ২

তদনন্তর গালবের উৎপত্তি, ইক্ষ্বাকুবংশের বর্ণনা, পিতৃকল্প (শ্রাদ্ধ) ও সোম এবং বুধের উৎপত্তির প্রসঙ্গ আছে ॥ ৩

অমাবসোরন্বয়স্য কীর্ত্তনং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ।
চ্যুতিপ্রতিষ্ঠে শক্রস্য প্রসবঃ ক্ষত্রবৃদ্ধজঃ ॥ ৪
দিবোদাসপ্রতিষ্ঠা চ ত্রিশঙ্কোঃ ক্ষত্রিয়স্য চ ।
যযাতিচরিতং চৈব পুরুবংশস্য কীর্ত্তনম্ ॥ ৫
কীর্ত্তনং কৃষ্ণসম্ভূতেঃ স্যমন্তকমণেস্তথা ।
সংক্ষেপাৎ কীর্ত্তিতা বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবাস্ততঃ পরম্ ॥ ৬
তারকাময়যুদ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকস্য বর্ণনম্ ।
যোগনিদ্রাসমুত্থানং বিষ্ণোর্বাক্যঞ্চ বেধসঃ ॥ ৭
পৃথ্বীবাক্যঞ্চ দেবানামংশাবতরণং তথা ।
ততো নারদবাক্যঞ্চ স্বপ্নগর্ভবিধিস্তথা ॥ ৮
আর্য্যাস্তবঃ পুনঃ কৃষ্ণসমুৎপত্তিঃ প্রপঞ্চতঃ ।
গোব্রজে গমনং বিষ্ণোঃ শকটস্য নিবর্ত্তনম্ ॥ ৯
পূতনায়া বধো ভঙ্গো যমলার্জ্জুনয়োরপি ।
বৃকসন্দর্শনং চৈব বৃন্দাবননিবেশনম্ ॥ ১০
প্রাবৃষো বর্ণনং চাপি যমুনাহ্রদদর্শনম্ ।
কালিয়স্যাপি দমনং ধেনুকস্য চ ভঞ্জনম্ ॥ ১১
প্রলম্বনিধনঞ্চৈব শরদ্বর্ণনমেব চ ।
গিরিযজ্ঞপ্রবৃত্তিশ্চ গোবর্দ্ধনবিধারণম্ ॥ ১২
গোবিন্দস্যাভিষেকঞ্চ গোপীসংক্রীড়নং তথা ।
রিষ্টাসুরস্য নিধনমক্রূরপ্রেষণং তথা ॥ ১৩
অঙ্গকস্য চ বাক্যানি কেশিনো নিধনং তথা ।
অক্রূরাগমনং চৈব নাগলোকস্য দর্শনম্ ॥ ১৪
ধনুর্ভঙ্গস্য কথনং কংসবাক্যমতঃ পরম্ ।
কুবলয়াপীড়বধশ্চাণূরাস্ত্রবধস্তথা ॥ ১৫
কংসস্য নিধনং চাপি বিলাপঃ কংসযোষিতাম্ ।
উগ্রসেনাভিষেকশ্চ যাদবাশ্বাসনং তথা ॥ ১৬
প্রত্যাগতির্গুরুকুলাদথোক্তা রাম-কৃষ্ণয়োঃ ।
মথুরায়াশ্চোপরোধো জরাসন্ধনিবর্ত্তনম্ ॥ ১৭
বিকত্থনবাক্যং রামস্য দর্শনং ভাষণং তথা ।
গোমন্তারোহণং বাপি জরাসন্ধাগতিস্তথা ॥ ১৮
গোমন্তস্য গিরের্দাহঃ করবীরপুরে গতিঃ
শৃগালস্য বধস্তত্র মথুরাগমনং ততঃ ॥ ১৯

তারপর অমাবসুর বংশের বর্ণনা আছে, যাহা পঠন ও শ্রবণকারীর কীর্ত্তি বর্দ্ধন করে। ইহার পর ইন্দ্রের নিজের স্থান হইতে চ্যুতি ও পুনরায় তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রসঙ্গ আছে। তদনন্তর ক্ষত্রবৃদ্ধির সন্ততিগণের বর্ণনা আছে ॥ ৪

দিবোদাসের প্রতিষ্ঠা, রাজা ত্রিশঙ্কুর কথা, যযাতির চরিত্র এবং পুরুবংশের বর্ণনা আছে ॥ ৫

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে স্যমন্তক-মণির কথা আছে। তারপর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতারসকল কথিত হইয়াছে ॥ ৬

তদনন্তর তারকাময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ। ব্রহ্মলোক বর্ণন। ভগবান্ বিষ্ণুর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার কথা। ইহার পর ব্রহ্মা ও পৃথিবীর কথা এবং দেবগণের অংশাবতরণের কথা ॥ ৭½

তদনন্তর (দ্বিতীয় বিষ্ণুপর্ব্বে) কংসের প্রতি নারদের বাক্য, ভগবান্ বিষ্ণুর জলে শয়নকারী ষড়্গর্ভ নামক দৈত্যগণের জীব-সমূহ আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিদ্রাদেবীর হস্তে সমর্পণ, আর্য্যাদেবীর স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণাবতারের বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন, তাঁহার গোব্রজে গমন, শকটভঞ্জন, পূতনার বধ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, গোপগণকে বৃকপ্রদর্শন এবং গোব্রজের বৃন্দাবনে নিবাস—এই সবের ক্রমশঃ বর্ণনা ॥ ৮-১০

ইহার পর বর্ষাবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমুনার কালিয় হ্রদ দর্শন, কালিয়নাগ দমন, বলরাম কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ, শরদ্বর্ণন, গিরি যজ্ঞ আরম্ভ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, তাঁহার গোবিন্দ-পদে অভিষেক, গোপীগণের সহিত তাঁহার ক্রীড়া, ইহার দ্বারা অরিষ্টাসুর বধ এবং অক্রূরকে কংসের ব্রজে প্রেরণ—এই সব বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১১-১৩

কংসের প্রতি অন্ধকের বাক্যসকল, কেশীর নিধন, অক্রূরের ব্রজে আগমন, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহার যমুনার নাগলোক দর্শন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসের ধনুর্ভঙ্গের কথা, চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত কংসের কথোপকথন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুবলয়াপীড়, চাণূর ও অন্ধ্রদেশীয় মুষ্টিকের বধ, কংসের নিধন, কংসের স্ত্রীগণের বিলাপ, উগ্রসেনের অভিষেক এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যাদবগণকে আশ্বাসদানাদি বিষয়সমূহ বর্ণন ॥ ১৪-১৬

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের গুরুকুল হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন, জরাসন্ধের মথুরা অবরোধ ও পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন, বিকত্থন ভাষণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক পরশুরামকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত আলাপ, তাঁহাদের সকলের গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ, জরাসন্ধের আক্রমণ, ইহার দ্বারা গোমন্ত-পর্ব্বতে দাহ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের করবীরপুরে গমন, শ্রীকৃষ্ণ

যমুনাকর্ষণং চৈব মথুরাপক্রমস্তথা।
উপায়েন বধঃ কালযবনস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০

নির্ম্মাণং দ্বারবত্যাস্তু রুক্মিণীহরণং তথা।
বিবাহশ্চৈব রুক্মিণ্যা রুক্মিণো নিধনং তথা ॥ ১১

বলদেবাহ্নিকং পুণ্যং বলমাহাত্ম্যমেব চ।
নরকস্য বধঃ পারিজাতস্য হরণং তথা ॥ ১২

দ্বারবত্যা বিশেষেণ পুনর্নির্ম্মাণকীর্ত্তনম্।
দ্বারকায়াং প্রবেশশ্চ সভায়াশ্চ প্রবেশনম ॥ ১৩

নারদস্য চ বাক্যানি বৃষ্ণিবংশানুকীর্ত্তনম্।
ষট্‌পুরস্য বধাখ্যানং অন্ধকস্য নিবর্হণম্ ॥ ১৪

সমুদ্রযাত্রা কৃষ্ণস্য জলক্রীড়াকুতূহলম্।
তথা ভৈমপ্রবীরাণাং মধুপানপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ১৫

ততশ্ছালিক্যগান্ধর্ব্বসমুদাহরণং হরেঃ।
ভানোশ্চ দুহিতুর্ভানুমত্যা হরণকীর্ত্তনম্ ॥ ১৬

শম্বরস্য বধশ্চৈব ধন্যোপাখ্যানমেব চ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং বাণযুদ্ধং প্রপঞ্চিতম্ ॥ ২৭

ভবিষ্যং পুষ্করং চৈব প্রপঞ্চেনৈব কীর্ত্তিতম্।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং বহুবিস্তরম্ ॥ ২৮

কৈলাসযাত্রা কৃষ্ণস্য পৌণ্ড্রকস্য বধস্ততঃ।
হংসস্য ডিম্ভকস্যৈব বধশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৯

পুরত্রয়স্য সংহার ইতি বৃত্তান্তসংগ্রহঃ।
কথিতো নৃপশার্দ্দূল সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৩০

বৃত্তান্তং শৃণুয়াদ্ যস্তু সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
স যাতি বৈষ্ণবং ধাম লব্ধকামঃ কুরূদ্বহ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ভক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি বৃত্তান্তসংগ্রহে চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

কর্ত্তৃক শৃগাল বধ এবং দুই ভ্রাতার মথুরায় আগমনাদি প্রসঙ্গ বর্ণন ॥ ১৭-১৯

ইহার পর বলরামের দ্বারা যমুনার আকর্ষণ, যাদবগণের মথুরা হইতে অপসরণ এবং কৌশলের সহিত কালযবনের বিনাশ —এই সব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০

তদনন্তর দ্বারকানির্ম্মাণ, রুক্মিণীহরণ, রুক্মিণী দেবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মীর বধ, বৈষ্ণবপর্ব্বের ৬২ অধ্যায়ে বলরামের মাহাত্ম্য এবং ১০১ অধ্যায়ে বলরাম কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নকে আহ্নিক স্তোত্রের উপদেশ বর্ণন ॥ ২১

নরকাসুর বধ, পারিজাতের হরণ, দ্বারকাপুরীকে বিশেষভাবে নির্ম্মাণ, দ্বারকায় প্রবেশ, সভায় প্রবেশ, নারদের বাক্য এবং বৃষ্ণিবংশের পরম্পরা বর্ণন ॥ ২২-২৩

ইহার পর ষট্‌পুরবধের কথা, অন্ধকাসুর সংহার, শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রযাত্রা, জলক্রীড়া-কৌতূহলবর্ণন, ভীমবংশের বীরগণের মধুপানে প্রবৃত্তি, শ্রীহরির ইচ্ছায় ভালিকা-গান্ধর্ব্বের ভূতলে আনয়ন, ভানুপুত্রী ভানুমতীর হরণের কথা, শম্বরাসুর-বধ, ধন্যোপাখ্যান, বাসুদেব-মাহাত্ম্য এবং বাণাসুরের যুদ্ধাদি বিষয়-সমূহের সবিস্তরে বর্ণন রহিয়াছে ॥ ২৪-২৭

(তৃতীয় ভবিষ্যপর্ব্বে) রাজবংশ ও ভাবী কলিযুগের বর্ণন সবিস্তরে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব বর্ণন, তাহার পর বরাহ, নরসিংহ ও বামন অবতারের কথা অধিক বিস্তারের সহিত বর্ণন ॥ ২৮

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা, পৌণ্ড্রক-বধ এবং হংস ও ডিম্ভকের বধ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহার পর মহাদেবের দ্বারা ত্রিপুর-সংহারের কথা বর্ণিত আছে। এইভাবে হরিবংশের বৃত্তান্তসমূহ এস্থানে সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহা সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৩০

কুরুশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সকল মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করিয়া থাকেন। এই বৃত্তান্ত ধন, যশ ও আয়ুপ্রাপ্তিকারক এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রদানকারী ॥ ৩১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বে বৃত্তান্তসংগ্রহবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হরিবংশ-শ্রবণস্য দক্ষিণা-ফল-মাহাত্ম্যানাং বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ

হরিবংশে পুরাণে তু শ্রূয়তে মুনিসত্তম।
কিং ফলং কিঞ্চ দেয়ং বৈ তদ্ ব্রূহি ত্বং মমাগ্রতঃ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হরিবংশে পুরাণে তু শ্রূয়তে চ ভরতোত্তম
কায়িকং বাচিকং চৈব মনসা সমুপার্জ্জিতম্॥ ২
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ॥ ৩
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা হরিবংশসমুদ্ভবম্॥ ৪
শৃণ্বন্তি শ্রদ্ধয়া যুক্তা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
জম্বুদ্বীপং সমাশ্রিত্য শ্রোতারো দুর্লভাঃ কলৌ॥ ৫
ভবিষ্যন্তি নরা রাজন্ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামাভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ॥ ৬
দক্ষিণা যত্র দেয়া বৈ নিষ্কত্রয়সুবর্ণকম্।
বাচকায় যথাশক্ত্যা যথোক্তং ফলমিচ্ছতা॥ ৭
স্বর্ণশৃঙ্গীঞ্চ কপিলাং সবৎসাং বস্ত্রসংযুতাম্
বাচকায় প্রদদ্যাদ্ বৈ আত্মনঃ শ্রেয়কাঙ্ক্ষয়া॥ ৮
অলঙ্কারং প্রদদ্যাচ্চ পাণ্যোর্বৈ ভরতর্ষভ।
কর্ণস্যাভরণং দদ্যাদ্ যানঞ্চ সবিশেষতঃ॥ ৯
ভূমিদানং সমাদদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় নরাধিপ।
ভূমিদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ১০
শৃণোতি শ্রাবয়েদ্ বাপি হরিবংশং তু যো নরঃ।
সর্ব্বথা পাপনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ॥ ১১
পিতৃনুদ্ধরতে সর্ব্বানেকাদশসমুদ্ভবান্
আত্মানং সন্ততং চৈব স্ত্রিয়শ্চ ভরতর্ষভ॥ ১২

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[হরিবংশ শ্রবণের দক্ষিণা, ফল ও মাহাত্ম্যের বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনিবরোত্তম! এখন আপনি আমার সম্মুখে এই কথা বলুন যে, হরিবংশ শ্রবণ করিলে পর কি ফল হয়? এবং সেই সময় কি দান করা উচিত? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতোত্তম! হরিবংশপুরাণ শ্রবণ করিলে পর দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা উপার্জিত সমস্ত পাপ সেইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২॥

অষ্টাদশ পুরাণসমূহের শ্রবণে যে ফললাভ হয়, বিষ্ণুভক্ত মানুষ সেই ফল কেবল হরিবংশ শ্রবণ করিয়াই প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৩॥

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে হরিবংশোক্ত শ্লোকের অর্দ্ধভাগ (দুই পাদ) বা শ্লোকের এক পাদও (চার পাদে এক শ্লোক হয়) শ্রবণ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করিয়া থাকেন॥ ৪॥

রাজন্! কলিযুগে জম্বুদ্বীপকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত মনুষ্যগণের মধ্যে এই হরিবংশের শ্রোতা দুর্লভ হইয়া যাইবে, এই সত্য কথা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। পুত্রলাভ করিতে অভিলাষিণী স্ত্রীগণের অবশ্যই ভগবান্ বিষ্ণুর সুযশপূর্ণ এই হরিবংশপুরাণ শ্রবণ করা উচিত॥ ৫-৬

যিনি শাস্ত্রোক্ত ফললাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই শ্রোতার কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি নিজের শক্তি অনুসারে বাচককে হরিবংশ শ্রবণের দক্ষিণারূপে তিন নিষ্ক (ষোল মাস ওজনে এক নিষ্ক হয়।) সুবর্ণ প্রদান করিবেন॥ ৭

নিজের কল্যাণ লাভের বাসনায় শ্রোতা যাচককে বস্ত্র ও বৎসসহ স্বর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত (গাভীর দুই শৃঙ্গে স্বর্ণমোড়া) একটি কপিলা গাভী দান করিবেন॥ ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি দুই হস্তের জন্য অলঙ্কারও (বলয়; অঙ্গুরী প্রভৃতি) এবং কর্ণদ্বয়ের আভরণও (কুণ্ডলাদিও) দান করিবেন। বিশেষতঃ শিবিকাদি যান অবশ্যই প্রদান করিবেন॥ ৯

নরনাথ! ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভূমিদানও করা উচিত; কারণ, ভূমিদানের সমান অন্য কোনও দান নাই এবং হইবেও না॥ ১০

যে মানুষ হরিবংশ শ্রবণ করেন কিংবা শ্রবণ করান, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপমুক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করেন॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজের একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সমস্ত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করেন এবং সেই সঙ্গে নিজেকে, নিজের পুত্র-কন্যাদিগকে ও স্ত্রীকেও উদ্ধার করেন॥ ১২

দশাংশশ্চাত্র হোমো বৈ কার্য্যঃ শ্রোত্রা নরাধিপ
ইদং ময়া তবাগ্রে চ সর্ব্বং প্রোক্তং নরর্ষভ ॥ ১৩
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি অধনো ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
নরমেধাশ্বমেধাভ্যাং যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং পুরাণশ্রবণাদ্ধরেঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মহা ভ্রূণহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ
সকৃৎ পুরাণশ্রবণাৎ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৬

ইদং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং মহ-
চ্ছ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যমপারমদ্ভুতম্।
শৃণন্ পঠন্নাশু সমাপ্নুয়াৎ ফলং
যচ্চাপি লোকেষু সুদুর্লভং মহৎ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বণি শ্রবণফলকথনে
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

হরিবংশঃ সম্পূর্ণঃ ॥

নরনাথ! নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এই হরিবংশ-শ্রবণের পর শ্রোতার ইহার শ্লোক সংখ্যার দশাংশ হোম করা কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার সম্মুখে সব কিছুই বর্ণন করিলাম ॥ ১৩

যাঁহার স্মরণমাত্রেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, পুত্রহীন পুত্র লাভ করে এবং নির্ধন ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

নরমেধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা মনুষ্যগণ যে ফল লাভ করে, সেই ফলই শ্রীহরির এই হরিবংশ-পুরাণশ্রবণে অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫

ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নী গমন —এই সব মহাপাতকযুক্ত মানুষও পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে একবার শ্রবণ করিলেই পবিত্র হইয়া যাইবেন। এবিষয়ে কোনরূপ অন্যথা হইবে না (অথবা এবিষয়ে অন্যথা বিচার করা উচিত নয়) ॥ ১৬

এই আমি তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপার, অদ্ভুত ও মহৎ (সর্ব্বোত্তম) মাহাত্ম্য বলিলাম। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে ও পাঠ করে, সেই ব্যক্তি ইহলোকে যে পরম দুর্লভ এবং মহৎ ফল আছে, তাহাও সত্বরই লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭

ব্যাসদেববিরচিত এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত সংহিতার অন্তর্গত শ্রীমহাভারতে খিলভাগ হরিবংশে ভবিষ্যপর্ব্বে শ্রবণফলকথন-বিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ভবিষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক---শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিত
হরিবংশের ভবিষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।
হরিবংশ সম্পূর্ণ।

শ্রীহরিবংশমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[হরিবংশ-শ্রবণস্য মাহাত্ম্যম্, নার্য্যাঃ পঞ্চ-দোষকথনম্, হরিবংশ-শ্রবণেন তেষাং সর্ব্বেষামেব নিবৃত্তিঃ, পাঠকানামুত্তম-মধ্যমাদিভেদবর্ণনম্, গোব্রতস্য বিধিকথনঞ্চ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১

জয়তি পরাশরসুনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥ ২

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

ত্বয়া মে ভগবান্ প্রোক্তো ভারতশ্রবণে বিধিঃ
শ্রবণে হরিবংশস্য বিশেষাদ্ বদ মে বিধিম্ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং হরিবংশং জগুর্বপুঃ
শব্দব্রহ্মময়ং বিদ্ধি হরিবংশং সনাতনম্ ॥ ৬

শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
হরিবংশপুরাণে তু শ্রুতে বৈ রাজসত্তম ॥ ৭

কায়িকং বাচিকং পাপং মনসা সমুপার্জিতম্।
তৎ সর্বং নাশমায়াতি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥ ৮

অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯

স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাশ্চৈব বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়ুঃ।
জম্বুদ্বীপং সমাশ্রিত্য শ্রোতারো দুর্লভাঃ কলৌ ॥ ১০

ভবিষ্যন্তি নরা রাজন্ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
স্ত্রীভিশ্চ পুত্রকামাভিঃ শ্রোতব্যং বৈষ্ণবং যশঃ ॥ ১১

শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত হরিবংশমাহাত্ম্য।

প্রথম অধ্যায়।

[হরিবংশ-শ্রবণের মাহাত্ম্য, নারীর পঞ্চ দোষ কথন ও হরিবংশ-শ্রবণে সেই সবের নিবৃত্তি, পাঠকের উত্তম-মধ্যমাদি-ভেদবর্ণন এবং গোব্রতের বিধি।]

অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলা-সহায়িকা) দেবী দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসমূহের সঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র (পুরাণাদি) পাঠ করিতে হয়। ১

সত্যবতীর হৃদয়কে আনন্দিতকারী পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের জয় হউক, যাঁহার মুখারবিন্দনিঃসৃত বাঙ্ময় অমৃত সারা জগৎ পান করিতেছে। ২

আমি অজ্ঞানরূপী তিমিররোগে অন্ধ (জ্ঞানদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত) হইয়া গিয়াছিলাম, এই অবস্থায় যিনি জ্ঞানরূপী অঞ্জনের শলাকার দ্বারা আমার বুদ্ধিরূপী চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া (খুলিয়া) দিয়াছেন—উহাতে জ্ঞানের প্রকাশ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। ৩

যাঁহার দ্বারা অখণ্ড মণ্ডলাকার এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত আছে, সেই পরমাত্মার পদকে(স্বরূপকে) যিনি সাক্ষাৎকার করাইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। ৪

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে মহাভারত শ্রবণের বিধি বলিয়াছেন। হরিবংশ—শ্রবণের যে বিধি, এখন আপনি আমাকে তাহাই বিশেষভাবে বলুন। ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ঋষি-মুনিগণ হরিবংশকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বপু (স্বরূপ) বলিয়াছেন। তুমি ইহা জানিও যে, হরিবংশ সনাতন শব্দব্রহ্মময়। এই শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত (পরিশীলিত বুদ্ধিসম্পন্ন) পুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৬-৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিলে পর দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত পাপ সেইরূপে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর অন্ধকার নষ্ট হয়। ৭-৮

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফল বিষ্ণুভক্ত মানুষ কেবল হরিবংশ শ্রবণ করিলেই লাভ করেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯

স্ত্রী ও পুরুষগণ ইহা শ্রবণ করিলে ভগবান্ বিষ্ণুর ধামে গমন করে। রাজন্! কলিযুগে জম্বুদ্বীপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত লোকসকলের মধ্যে ইহার শ্রোতা দুর্লভ হইয়া যাইবে, এই কথা আমি তোমাকে সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি। ১০½

লাভ করিতে অভিলাষিণী স্ত্রীগণের ভগবান্ বিষ্ণুর এই যশ

বালঘাতী চ পুরুষো মৃতবৎসঃ প্রজায়তে।
শ্রবণং হরিবংশস্য কর্তব্যঞ্চ যথাবিধি ॥ ১২
গুরুচন্দ্রাগ্নিসূর্য্যাণাং সম্মুখে মেহতে চ যঃ।
বীজমুৎসৃজ্যতে তেন ত্যক্তরেতা নরো ভবেৎ ॥ ১৩
যোষিৎপুষ্পফলানাঞ্চ বালানাং ঘাতিনী তথা।
ফলানাং কর্তনকরী মাতাপিতৃবিয়োগিনী ॥ ১৪
স্রাবিণী পরগর্ভাণাং তৎ তৎ প্রায়োপজোষিণী।
ঈদৃগ্বিধা ভবিষ্যন্তি পঞ্চদোষযুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫
অপুষ্পা মৃতবৎসাশ্চ কাকবন্ধ্যাস্তথৈব চ।
কন্যাপ্রজাস্তথা স্রাবযুক্তাঃ স্বপাতকৈঃ ॥ ১৬
তাসাং দোষাপহারার্থং হরিবংশোঽভিগর্জতি।
মদীয়শ্রবণাৎ সদ্যো দোষা নশ্যন্তি সত্বরম্ ॥ ১৭
নরঃ সুবর্ণং সর্পিশ্চ পদদানৈঃ সমন্বিতম্
দশাবৃত্তীঃ শৃণোত্যেবং বীজসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮

দশাবৃত্তীরপুষ্পার্থং মৃতবৎসা তু সপ্ত বৈ
পঞ্চাবৃত্তীঃ স্রবদ্‌গর্ভা কাকবন্ধ্যা ত্রয়ং তথা ॥ ১৯
কন্যাপ্রসূস্ত্বেকাবৃত্তিং শ্রুত্বা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ।
জীবিতাবধিকং শ্রাব্যং সর্বদোষোপশান্তয়ে ॥ ২০
ভবিষ্যং জন্ম সম্প্রাপ্য ন ভবেৎ তাদৃশী পুনঃ।
উত্তমং সার্থপাঠঞ্চ মধ্যমঞ্চ নিরর্থকম্ ॥ ২১
বিনার্থং শুদ্ধপাঠশ্চেদুত্তমেন সমো ভবেৎ।
নবাহমুত্তমং প্রোক্তমেকবিংশাহং মধ্যমম্ ॥ ২২
নিকৃষ্টমেকত্রিংশাহং সুখসাধ্যং সমাচরেৎ।
বহুভির্দিবসৈ রাজন্ সাধ্যানাং সাধনং কলৌ ॥ ২৩
তেন পারায়ণং সাধ্যং প্রোক্তং নারায়ণাত্মনা।
নবাহো গর্জতি কলৌ চৈকবিংশাহিকস্তথা ॥ ২৪
একত্রিংশাহিকো যজ্ঞো বন্ধ্যাদোষবিনাশকঃ।
গোব্রতং তু স্ত্রিয়া কার্য্যং পারণং পুরুষেণ চ ॥ ২৫

শ্রবণ করা উচিত। বালকহত্যাকারী পুরুষের পুত্র হয় আর মরিয়া যায়। তাহার পক্ষে এই হরিবংশ বিধি অনুসারে শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ১১-১২

যে গুরু, চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করে অথবা বীর্য্য ত্যাগ করে, সেই মানুষ পরজন্মে বীর্যহীন (নপুংসক) হইয়া যায় ॥ ১৩

যে স্ত্রী পুষ্প ও ফলসমূহ নষ্ট করে, বালকগণকে হত্যা করে, যে ফলসমূহ কাটিয়া থাকে এবং বালকদিগকে মাতা-পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করে, যে অন্য স্ত্রীর গর্ভস্রাব করায় এবং প্রায়শঃ এই সব স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক করে, এইরূপ সমস্ত স্ত্রীগণ নিজেদের পাপের জন্য পাঁচ প্রকার দোষে যুক্ত হয়—১। অপুষ্পা (রজোদর্শন-রহিত), ২। মৃতবৎসা (যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া যায়), কাকবন্ধ্যা (যাহার মাত্র একটি সন্তান হইয়া জীবিত থাকে, অন্য সন্তান হয় না), ৪। কন্যপ্রজা (কেবল কন্যারই জন্মদান করে) এবং ৫। স্রাবযুক্তা (যাহার গর্ভই স্রাব হইয়া যায়) ॥ ১৪-১৬

সেই সব স্ত্রীগণের দোষসমূহের নিবারণের জন্য হরিবংশ গর্জন করিতে থাকেন। তিনি বলেন—আমার শ্রবণে সমস্ত দোষ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭

যে মানুষ সুবর্ণদান, ঘৃতদান ও পদদানের সহিত হরিবংশ দশ বার শ্রবণ করে, তাহার বীর্য্য সফল হয় ॥ ১৮

অপুষ্পা—রজোদর্শনহীনা নারীর পক্ষে হরিবংশ দশ বার শুনিবার বিধান আছে। যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সাত বার হরিবংশ শুনিতে হয়। যাহার গর্ভ স্রাব হইয়া যায়, সে পাঁচ বার এবং যে কাকবন্ধ্যা (একটি মাত্র সন্তানের জননী), সে তিন বার হরিবংশের কথা শ্রবণ করিবে ॥ ১৯

কেবল কন্যারই জন্মদানকারিণী স্ত্রী একবার হরিবংশ শ্রবণ করিয়া পুত্র লাভ করিতে পারিবে। সমস্ত দোষসমূহের শান্তির জন্য সারা জীবন হরিবংশ শ্রবণ করিবে, যাহাতে ভাবী জন্মে পুনরায় এই সব দোষে যুক্ত হইতে না হয় ॥ ২০½

হরিবংশের পাঠ উত্তম ও মধ্যম ভেদে দুই প্রকার। যদি অর্থের সহিত ইহার পাঠ বা শ্রবণ করা হয়, তবে তাহা উত্তম যদি অর্থের সহিত পাঠ বা শ্রবণ করা না হয়, তাহা হইলে উহা মধ্যম বলিয়া জানিবে ॥ ২১

অর্থ বিনাই যদি শুদ্ধ পাঠ করা হয়, তবে তাহা উত্তমেরই সমান হইয়া থাকে। (আবার দিনের সংখ্যা ভেদে ইহার পাঠের উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকার ভেদ আছে।) যথা—নয় দিনে ইহার পাঠ শেষ করা যায়, তবে তাহা উত্তম বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ একুশ দিনের পাঠ মধ্যম এবং একত্রিশ দিনের পাঠ নিকৃষ্ট (অধম) বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহাতে সহজ সাধ্য হয়, সেই সেইভাবে পাঠ করিবে ॥ ২২½

রাজন্! কলিযুগে বহু দিনের প্রযত্নে সাধ্য ফলসমূহের সিদ্ধি হয়, সেই হেতু নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব হরিবংশের এই পারায়ণ সাধ্যরূপ বলিয়াছেন ॥ ২৩½

কলিযুগে নবাহ-পারায়ণ এবং বিংশাহপারায়ণ শ্রোতার

শ্রবণারম্ভণে রাজন্ যথাবৎ কথয়ামি তে
অবসায়ান্তপর্যন্তং কার্যং মাসব্রতং শুভম্ ॥ ২৬
চতুর্থ্যাং প্রাতরুত্থায় স্ত্রিয়া দৃষ্টেন চেতসা।
গোব্রতং নিয়তং কার্যং নিরাহারং নিরূদকম্ ॥ ২৭
সূর্যাস্তকালপর্যন্তং যাবদ্‌গ্রামাগমো ভবেৎ।
আগতাঞ্চ সবৎসাং হি পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২৮

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য গর্জন করিতেছে। একত্রিশ দিনে পূর্ণকারক হরিবংশপরায়ণ—যজ্ঞ নারীর বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশ করে ॥ ২৪½

রাজন্! যদি হরিবংশ-কথাশ্রবণ আরম্ভ করা স্থির হয়। তাহা হইলে স্ত্রীর ও পুরুষের প্রথমে গো-ব্রত পালন করিতে হইবে, তারপর ব্রতের শেষে তাহার পারণও করিতে হইবে। ইহার বিধি আমি তোমাকে যথাযথ ভাবে বলিতেছি ॥ ২৫½

ইহার আরম্ভ করিয়া অন্ততঃপক্ষে এক মাস পর্যন্ত এই শুভ ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। স্ত্রীর করণীয় হইল যে, সে মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া চতুর্থী তিথির প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়মপূর্বক গোব্রত আরম্ভ করিবে। প্রাতঃকাল হইতে সূর্যাস্ত

যবসং পুষ্কলং দত্ত্বা যবান্নং কুরুতে স্বয়ম্।
এবং মাসে চতুর্থ্যাং সা শুক্লায়াং ব্রতমাচরেৎ ॥ ২৯
স্ত্রীব্রতং কথিতং রাজন্ পুরুষস্য তথৈব চ।
এবং মাসব্রতং কৃত্বা সুপুত্রং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পর্যন্ত যতক্ষণ না গাভী চরিবার জন্য গিয়া ফিরিয়া আসিবে, ততক্ষণ অন্ন ও জল গ্রহণ করিবে না ॥ ২১-২৭½

যখন গাভী দ্বারে আসিবে, তখন বৎসসহ তাহাকে বিধি অনুসারে পূজা করত প্রচুর পরিমাণে ঘাস-ভূষি প্রদান করিয়া স্বয়ংও যবান্ন গ্রহণ করিবে ॥ ২৮-

এইভাবে কোনও মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে স্ত্রী এই ব্রত আরম্ভ করিবে এবং এক মাস আচরণ করিবে। এইভাবে স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে এই ব্রত কথিত হইয়াছে। ইহার এইরূপে একমাস পর্যন্ত আচরণ করিয়া মানুষ নিশ্চয়ই উত্তম পুত্র লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৯-৩০

শ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গত হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদির বিধিকথননামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[হরিবংশ-শ্রবণস্য বিধেঃ ফলস্য চ বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি নবাহশ্রবণে বিধিম্।
সহায়ৈর্বহুভিশ্চৈব প্রায়ঃ সাধ্যো বিধিস্ত্বয়ম্ ॥ ১
দৈবজ্ঞং তু সমাহূয় মুহূর্তং পৃচ্ছ্য যত্নতঃ।
বিবাহে যাদৃশং বিত্তং তাদৃশং পরিকল্প্য চ ॥ ২

নভস্যশ্চাশ্বিনোর্জৌ চ মার্গশীর্ষঃ শুচির্নভঃ
এতে মাসাঃ কথারম্ভে শ্রোতৃণাং কামসূচকাঃ ॥ ৩
সহায়াশ্চ ত এবাত্র কর্তব্যাঃ সেতুমাশ্চ যে
দেশে দেশে তথা সেয়ং বার্তা প্রোচ্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৪
ভবিষ্যতি কথা চাত্র আগন্তব্যং কুটুম্বিভিঃ।
দেশে দেশে বিরক্তা যে বৈষ্ণবাঃ কীর্তনোৎসুকাঃ ॥ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[হরিবংশ-শ্রবণের বিধি ও ফলকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এখন আমি তোমাকে হরিবংশের নবাহ-শ্রবণের বিধি বলিব। এই বিধি প্রায় বহু সহায়কগণের সহায়তায় সাধ্য হইয়া থাকে ॥ ১

প্রথমে যত্নপূর্বক কোন দৈবজ্ঞকে (জ্যোতির্বিদ্ পুরুষকে) আহ্বান করিয়া আনিয়া মুহূর্ত জিজ্ঞাসা করিবে এবং বিবাহের জন্য যত ধন ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়, তত ধনই ব্যয়ের ব্যবস্থা ইহার জন্যও করিতে হইবে ॥ ২

ভাদ্রপদ (ভাদ্রমাস), আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস) ও শ্রাবণ—এই ছয় মাস কথা আরম্ভবিষয়ে শ্রোতাগণের পক্ষে অভীষ্ট সিদ্ধির সূচক অর্থাৎ এই ছয় মাস হরিবংশের কথা আরম্ভে প্রশস্ত ॥ ৩

এই কার্যে সেই সব ব্যক্তিগণকে সহায়করূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহারা এ বিষয়ে সতত উদ্যোগী। তারপর যত্ন-সহকারে দেশ-দেশান্তরে (বিভিন্ন স্থানে) এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিবে যে, এ স্থানে অমুক দিন হইতে হরিবংশের কথা আরম্ভ হইবে, অতএব আপনারা সকলে সপরিবারে উপস্থিত হইবেন ॥ ৪½

দেশে বিভিন্ন স্থানে হরিকীর্তনে উৎসুক ও বিরক্ত (বিষয়-বিরাগী) যে সব বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের নিকট অবশ্যই নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। সেই পত্র লিখিবার বিধি

তেষ্বেব পত্রং প্রেষ্যঞ্চ তল্লেখনমিতীরিতম্
সভ্যাং সমাজো ভবিতা নবরাত্রং সুদুর্লভঃ ॥ ৬
আগন্তুকানাং সর্বেষাং বাসস্থানানি কল্পয়েৎ।
তীর্থে বাপি বনে বাপি গৃহে বা শ্রবণং শুভম্ ॥ ৭
বিশালা বসুধা যত্র কর্তব্যং তৎ কথাস্থলম্।
শোধনং মার্জনং ভূমের্লেপনং ধাতুমণ্ডনম্ ॥ ৮
গৃহোপস্করমুদ্ধৃত্য গৃহকোণে নিবেশয়েৎ।
কর্তব্যো মণ্ডপঃ প্রোচ্চৈঃ কদলীস্তম্ভমণ্ডিতঃ ॥ ৯
ফলপুষ্পদলৈর্বিধগ্বিতানেন বিরাজিতঃ।
চতুর্দিক্ষু ধ্বজারোপস্তোরণেন বিরাজিতঃ ॥ ১০
ঊর্ধ্বং সপ্তৈব লোকাশ্চ সপ্তাধঃ পরিকল্পয়েৎ।
তেষু বিপ্রা বিরক্তাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রবোধ্য বৈ ॥ ১১
পূর্বং তেষামাসনানি কর্তব্যানি যথোত্তরম্।
বক্তুশ্চাপি তথা দিব্যমাসনং পরিকল্পয়েৎ ॥ ১২
উদঙ্মুখো ভবেদ্ বক্তা শ্রোতা বৈ প্রাঙ্মুখস্তথা
প্রাঙ্মুখোঽথ ভবেদ্ বক্তা শ্রোতা চোদঙ্মুখস্তথা ॥ ১৩
বিরক্তো বৈষ্ণবো বিপ্রো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ।
দৃষ্টান্তকুশলো ধীরো বক্তা কার্যো দয়ান্বিতঃ ॥ ১৪
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞৈর্গুরুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
নৃণাং কৃতোপদেশানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্হি জায়তে ॥ ১৫
অথান্যজনসামান্যৈর্গুরুভির্নীতিকোবিদৈঃ।
নৃণাং কৃতোপদেশানাং সিদ্ধির্ভবতি কীদৃশী ॥ ১৬
অনেকধর্মবিভ্রান্তাঃ স্ত্রৈণাঃ পাখণ্ডবাদিনঃ।
ধর্মশাস্ত্রকথোচ্চারে ত্যাজ্যাস্তে যদি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
বক্তুঃ পার্শ্বে সহায়ার্থমন্যঃ স্থাপ্যস্তথাবিধঃ
পণ্ডিতঃ সংশয়চ্ছেত্তা লোকবোধনতৎপরঃ ॥ ১৮

এইরূপ কথিত আছে—মহানুভবগণ! এস্থানে অমুক দিন হইতে নয় দিন পর্যন্ত সৎপুরুষগণের সমাগম (সৎসঙ্গের সুবর্ণ সুযোগ) হইবে, যাহা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্লভ (অতএব আপনারা হরিবংশ কথামৃত পান করিবার জন্য অবশ্যই উপস্থিত হইয়া আমাদের কৃপা করুন)। ৫-৬

যে সব ব্যক্তি আসিবেন, তাঁহাদের সকলের বাসের জন্য নানা বাসস্থান নির্মাণ করিবে। কথার শ্রবণ কোনও তীর্থে, বনে অথবা নিজের গৃহেও উত্তম বলিয়া কথিত আছে। ৭

যেস্থান বিশাল, সেস্থানেই কথা-স্থল স্থির করা কর্তব্য। সেস্থানের ভূমিকে শোধন, মার্জন ও গোময় লেপন করিয়া নানাবর্ণের ধাতুসমূহে উহাকে অলঙ্কৃত করিবে। ৮

গৃহের সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া লইয়া গৃহের এক কোণে রাখিয়া দিবে। কথার জন্য এক উচ্চ মণ্ডপ নির্মাণ করিবে এবং তাহাকে কদলীস্তম্ভ দিয়া সুসজ্জিত করিবে। ৯

ইহার চারিদিক্ ফল, পল্লব ও বিতানের (চাঁদোয়ার) দ্বারা সাজাইবে। চারিদিকে ধ্বজারোপণ করিবে এবং এই মণ্ডপের একটি তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়া উহার দ্বারা মণ্ডপের শোভাবর্ধন করিবে। ১০

এই মণ্ডপে কিছু উচ্চস্থানে সাতটি লোক (বসিবার স্থান) প্রস্তুত করিবে এবং সেই সব লোকে বিরক্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ও তাঁহাদের বুঝাইয়া উপবেশন করাইবে। এইরূপ তাহার নিম্নভাগেও সাতটি লোক কল্পনা করিবে (এবং সেই সব স্থানে সাধারণ জনতাকে বসাইবে)। ১১

প্রথমে সেই বিরক্ত ব্রাহ্মণগণের জন্য উত্তম উত্তম আসন-সমূহ স্থাপিত করিবে। বক্তার জন্যও দিব্য আসনের ব্যবস্থা করিবে। ১২

যদি বক্তার মুখ উত্তর দিকে হয়, তবে শ্রোতা পূর্বমুখ হইয়া বসিবে। আর যদি বক্তার মুখ পূর্বদিকে হয়, তাহা হইলে শ্রোতা উত্তর মুখে বসিবে। ১৩

যে ব্রাহ্মণ বিরক্ত, বিষ্ণুভক্ত, বেদশাস্ত্রপারদর্শী, নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থের ভাব হৃদয়ঙ্গম করাইতে নিপুণ, ধীর ও দয়ালু, তাঁহাকেই বক্তারূপে বরণ করিতে হয়। ১৪

কারণ, যে সব মানুষ বেদ-বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদী গুরুগণের দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি সুলভ হয়। ১৫

যে গুরুগণ অন্য সাধারণ মনুষ্যদিগেরই সমান নীতিকুশল, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের কিরূপ সিদ্ধিলাভ হইবে? ১৬

যাহারা নানা ধর্মের মত মতান্তরে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীলম্পট এবং পাষণ্ডগণের ন্যায় কথা বলে, এরূপ মনুষ্যগণ যদি পণ্ডিতও হয়, তবে তাহাদিগকে ধর্মশাস্ত্রের কথা বলিবার জন্য বক্তারূপে বরণ না করিয়া বরং বর্জন করিবে। ১৭

মূল বক্তার পার্শ্বে তাঁহার সহায়তার জন্য তাঁহার ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য আর এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে স্থাপিত করিবে, যিনি সংশয় নিবারণ করিতে সমর্থ এবং লোকসকলকে বুঝাইতে যাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। ১৮

বক্ত্রা ক্ষৌরং প্রকর্তব্যং দিনাদর্বাগ্ ব্রতাপ্তয়ে
বক্তুঃ শ্রোতুশ্চন্দ্রশুদ্ধৌ দম্পত্যোঃ শুভতারকে ॥ ১৯
অরুণোদয়ে বিনির্বর্ত্য শৌচং স্নানং সমাচরেৎ।
নিত্যং সংক্ষেপতঃ কৃত্বা সন্ধ্যাদ্যং প্রয়তস্ততঃ ॥ ২০
মুক্ষালিতপাণিপাদঃ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
গোময়োপলিপ্তদেশে সর্বতোভদ্রকল্পনম্ ॥ ২১
স্বীয়শক্ত্যনুসারেণ পূজনং সর্বমাচরেৎ।
কথাবিঘ্নবিনাশায় গণনাথং প্রপূজয়েৎ ॥ ২২
সলক্ষ্মীপুত্রসহিতং গোপালং স্থাপয়েৎ ততঃ।
নির্বিঘ্নেনৈব সিদ্ধ্যর্থং দেবপূজনপূর্বকম্ ॥ ২৩

অদ্যেহেত্যাদিদেশকালৌ স্মৃত্বা অমুকগোত্রস্যামুক-প্রবরস্যামুকশর্মণঃ সপত্নীকস্য মম জন্মনি জন্মনি সঞ্চিতমহা-পাতকপটলনাশপূর্বকং তেন পাপসঞ্চয়েন কৃতসন্তানবাধ-কতাবিনাশপূর্বকমিহ জন্মনি সন্তানোৎপত্তিহেতবে তস্য সন্তানস্য শরদাং শতমায়ুষো বৃদ্ধ্যর্থমাত্মনশ্চ সকলসুখাপ্তি-হেতবে ইহ শরীরশুদ্ধ্যর্থং পরত্র চেন্দ্রাদিলোকাতিক্রমণ-পূর্বকশ্রীমদ্বিষ্ণুভক্ত্যুদ্রেকজনিতকল্পাবধিতল্লোকগমনতত্র বাসপূর্বকতৎস্বরূপাবাপ্তিহেতবে আবাং দম্পতী শ্রীমদ্ধরিবংশ-পুরাণশ্রবণং কর্তৃকতয়া করিষ্যাবহে। অন্যতরকর্তৃত্বে করিষ্যে ইত্যেব সংকল্পঃ (১)

ইতি কৃত্বা তু সঙ্কল্পং বক্তারং বৃণুয়াত্ততঃ (১)
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২৪
সুবর্ণমুদ্রিকাং গৃহ্য কুণ্ডলে চ বিশেষতঃ
ধৌতবস্ত্রং সোত্তরীয়ং চোষ্ণীষেণ সমন্বিতম্ ॥ ২৫
সুবর্ণষোড়শপলং পুষ্পতাম্বূলসংযুতম্।
পূগীফলং চাক্ষতান্ বৈ গৃহীত্বা শুদ্ধমানসঃ ॥ ২৬

সঙ্কল্পঃ—অদ্যেহেত্যাদি অমুকগোত্রমমুকশর্মাণং ব্রাহ্মণ-মেভিশ্চন্দনতাম্বূলসুবর্ণবস্ত্র নিভির্হরিবংশশ্রবণে বাচকত্বে-নাবাং দম্পতী ত্বাং বৃণীবহে (১)

বৃতোঽস্মীতি তেনোক্তে (২)

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি ইত্যাদিনা বক্তুর্দক্ষিণকরমূলে রক্ষাবন্ধনং কার্য্যম্ ব্রাহ্মণেন শ্রোতৃণাং রক্ষাবন্ধনং কার্য্যম্। (৪)

বক্তার উচিত হইল—তিনি কথা আরম্ভের একদিন পূর্বে ক্ষৌর কর্ম করিবেন, যাহাতে ব্রত পূর্ণভাবে নির্বাহ হইতে পারে। যখন বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই চন্দ্র শুদ্ধি থাকিবে এবং শ্রবণকারী দম্পতির (স্বামী-স্ত্রীর) গ্রহ ও তারা অনুকূল হইবে, তখনই কথা আরম্ভ করা কর্তব্য। ১৯

শ্রোতা অরুণোদয়কালে শৌচাদি (মল-মূত্রত্যাগ ও মুখ-প্রক্ষালনাদি) কর্ম সারিয়া স্নান করিবে। প্রতিদিন মনকে সংযত রাখিয়া সংক্ষেপে নিত্য কর্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করত হস্ত-পদ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে। তারপর গোময়ের দ্বারা লিপ্ত স্থানে সর্বতোভদ্র-মণ্ডল রচনা করত নিজের শক্তি অনুসারে সমস্ত পূজার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ২০-২২

তাহার পর লক্ষ্মী (রুক্মিণী) এবং পুত্র (প্রদ্যুম্নাদি) সহ গোপাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিবে। নির্বিঘ্নে কথার সিদ্ধির জন্যই দেবপূজনপূর্বক পত্নী ও পুত্রসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। ২৩

ইহার পর নিম্নলিখিত ভাবে সঙ্কল্প করিবে—আজ এইস্থানে ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান দেশ-কাল স্মরণ করত যজমান এই কথা বলিবে—অমুক গোত্র, অমুক প্রবর, অমুকনাম ও জাতিবিশিষ্ট সপত্নীক যজমান আমার জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত মহাপাতক-সমূহ নাশপূর্বক সেই পাপসঞ্চয়ের ফলে উৎপন্ন সন্তান বাধা নিবারণ করত এই জন্মে সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশ্যে এবং সেই সন্তানের আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া এক শত বৎসর হউক—এই অভিলাষে এবং নিজেরও সমস্ত সুখপ্রাপ্তি হউক—এই কামনায় ইহলোকে শরীরের শুদ্ধির জন্য ও পরলোকে ইন্দ্রাদি লোকসমূহ অতিক্রম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তির উদ্রেকে সুলভ বিষ্ণুলোকে গমন এবং সেস্থানে এক কল্প পর্যন্ত নিবাস পূর্বক তাঁহার—ভগবৎ-স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য আমরা দুই দম্পতী যজ্ঞকর্ত্তারূপে হরিবংশ পুরাণ শ্রবণ করিব। যদি পতি ও পত্নীর মধ্যে একজনই কথা-শ্রবণের কর্তা হয়, তবে একবচন 'করিষ্যে' বলিয়াই সঙ্কল্প করিতে হইবে। (১)

এইরূপ সঙ্কল্প করিবার পর বেদশাস্ত্রাধ্যয়নকারী বক্তাকে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিবে। ২৪

স্বর্ণের অঙ্গুরী, বিশেষতঃ দুইটি সুবর্ণময় কুণ্ডল, ধৌত বস্ত্র (ধুতি), চাদর, উষ্ণীষ (পাগড়ী), ষোল পল সুবর্ণ, পুষ্প, পান, সুপারী এবং অক্ষত (আতপচাল) গ্রহণ করত শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিম্নলিখিতভাবে সঙ্কল্প করত বক্তাকে বরণ করিবে। ২৫-২৬

বরণের সঙ্কল্প—আজ এস্থানে ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান দেশ-কাল উল্লেখপূর্বক যজমান বলিবে—আমরা দুই দম্পতী

চন্দনাদ্যুপচারৈস্তু বস্ত্রপুষ্পাক্ষতৈস্তথা।
হেমালঙ্করণৈঃ পূগৈঃ ফলৈর্ঋতুসমুদ্ভবৈঃ ॥ ২৭
পুরাণপূজনং প্রোক্তং বিধিনা ষোড়শেন তু।
পূজয়িত্বা দ্বিজ শ্রেষ্ঠান্ শ্রবণং ফলদং স্মৃতম্ ॥ ২৮
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শ্রোতব্যং বিধিপূর্বকম্।
অথ ব্যাসং নমস্কুর্যুর্মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ২৯
নমস্তে ভগবন্ ব্যাস সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানমূর্তে সত্যবতীসুত ॥ ৩০
ইতি ব্যাসং নমস্কৃত্বা শুভদেশে কুশাসনে
উপবিশ্য প্রতিদিনমুল্লসৎ প্রীতমানসঃ ॥ ৩১
বালো যুবাথ বৃদ্ধো বা দরিদ্রো দুর্বলোঽপি বা।
পুরাণজ্ঞঃ সদা বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ সুকৃতার্থিভিঃ ॥ ৩২
নীচবুদ্ধিং ন কুর্বীত পুরাণজ্ঞে কদাচন।
যস্য বক্ত্রোদ্গতা বাণী কামধেনুঃ শরীরিণাম্ ॥ ৩৩
গুরবঃ সন্তি লোকস্য জন্মতো গুণতশ্চ যে।
তেষামপি চ সর্বেষাং পুরাণজ্ঞঃ পরো গুরুঃ ॥ ৩৪
ভবকোটিসহস্রেষু ভূত্বা ভূত্বা চ সীদতে।
যো দদাতি পুণ্যবৃত্তিং কোঽন্যস্তস্মাৎ পরো গুরুঃ ॥ ৩৫
পুরাণজ্ঞঃ শুচির্দান্তঃ শান্তোঽপি জিতমৎসরঃ।
সাধুঃ কারুণ্যবান্ বাগ্মী বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ৩৬
ব্যাসাসনসমারূঢো যদা পৌরাণিকো দ্বিজঃ।
আ সমাপ্তেঃ প্রসঙ্গস্য নমস্কুর্য্যান্ন কস্যচিৎ ॥ ৩৭
যে ধূর্তা যে চ দুর্বৃত্তা যে চান্যে বিজিগীষবঃ।
তেষাং কুটিলবৃত্তীনামগ্রে নৈব বদেৎ কথাম্ ॥ ৩৮
ন দুর্জনসমাকীর্ণে ন শূদ্রস্থাপদাবৃতে।
দেশে নাপূতসদনে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ৩৯

অমুকগোত্র, অমুকদেবশর্ম্ম' ব্রাহ্মণকে চন্দন, তাম্বুল, সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি উপকরণসমূহের দ্বারা হরিবংশ শুনাইবার জন্য বাচক (ব্যাস)-রূপে বরণ করিলাম। (২ তারপর বাচক ব্রাহ্মণ 'আমি বৃত হইলাম' এই কথা বলিলে পর—(৩) যজমান 'ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্। দক্ষিণা শ্রদ্ধা-মাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।' অর্থাৎ সাধক ব্রতের দ্বারা দীক্ষা প্রাপ্ত হন, দীক্ষার দ্বারা দক্ষিণা ও দক্ষিণার দ্বারা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন এবং সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সত্যকে লাভ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রের দ্বারা বক্তার দক্ষিণ হস্তের মূলভাগে রক্ষা বন্ধন করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণের শ্রোতাদিগের হস্তে রক্ষা বন্ধন করা উচিত। (৪)

তারপর চন্দনাদি উপচারসমূহের দ্বারা এবং বস্ত্র, পুষ্প, অক্ষত, স্বর্ণময় অলঙ্কারসমূহ, সুপারী ও ঋতুকালে উৎপন্ন নানাবিধ ফলসমূহের দ্বারা ষোড়শোপচার বিধি অনুসারে হরিবংশ পুরাণের পূজা করা আবশ্যক কথিত হইয়াছে ॥ ২৭½

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া হরিবংশ শ্রবণ করা অভীষ্ট ফলদায়ক বলিয়া উল্লিখিত আছে, সেইজন্য সর্বপ্রকার যত্নসহকারে বিধি অনুসারে ইহার (হরিবংশের) শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ২৮½

তদনন্তর সমস্ত শ্রোতাগণ ব্যাসদেবকে নমস্কার করিবে। সেই সময় যজমান এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—সমস্ত শাস্ত্রসমূহের অর্থবিৎ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ, সত্যবতীনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব! আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯-৩০

এইভাবে ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া সুন্দর পবিত্র স্থানে কুশাসনে বসিয়া প্রতিদিন উল্লাসপূর্ণ প্রসন্নচিত্তে কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৩১

পুরাণজ্ঞ পুরুষ বালক হউন বা যুবক হউন, বৃদ্ধ হউন বা দরিদ্র ও দুর্বল হউন, পুণ্যকামী মনুষ্যগণের তিনি সদাই বন্দনীয় ও পূজনীয় ॥ ৩২

যাঁহার মুখ হইতে নির্গত বাণী দেহধারীদিগের পক্ষে কামধেনুস্বরূপ, সেই পুরাণবিৎ বিদ্বানের প্রতি কখনও নীচবুদ্ধি করিবে না ॥ ৩৩

জগতের মনুষ্যগণের যাঁহারা জন্ম হইতে ও গুণ হইতে (গুণসমূহের শিক্ষা দেওয়ায়) গুরু আছেন, পুরাণবিৎ বিদ্বান্ পুরুষ তাঁহাদের সকলেরও পরম গুরু ॥ ৩৪

কোটি সহস্র জন্মসমূহে বারংবার উৎপন্ন হইয়া কষ্ট ভোগ-কারী জীবকে যিনি পুরাণ-কথা শুনাইয়া পুণ্যবৃত্তি প্রদান করেন, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু অন্য আর কে আছেন? ৩৫

যিনি পুরাণবিৎ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, মাৎসর্য্য-রহিত, সাধু (সরলস্বভাব) ও দয়ালু, সেই বিদ্বান্ বক্তা পুরাণসকলের পুণ্যকথা বলিবেন ॥ ৩৬

পুরাণজ্ঞ দ্বিজ যখন ব্যাসাসনে আরূঢ় হইবেন, তখন হইতে তিনি কথাপ্রসঙ্গের সমাপ্তি পর্য্যন্ত অন্য কাহাকেও প্রণাম করিবেন না ॥ ৩৭

যাহারা ধূর্ত, যাহারা দুরাচার এবং অন্য যাহারা তর্কে পরাজিত করিবার ইচ্ছায় আসিবে, সেই সব কুটিলস্বভাব মনুষ্যগণের সম্মুখে কখনও কথা বলিবে না ॥ ৩৮

দুর্জনগণে পরিপূর্ণ স্থানে, শূদ্র ও হিংস্র জন্তুগণে আবৃত

সদ্‌গ্রামে সুজনাকীর্ণে শুক্ষেত্রে দেবতালয়ে
পুণ্যে নদনদীতীরে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ৪০
ঈদৃশাদ্ বাচকাদ্ রাজন্ শ্রুত্বা ফলমবাপ্নুয়াৎ।
ঐহিকামুষ্মিকং শর্ম পুণ্যং পুত্রাদিসিদ্ধিদম্ ॥ ৪১
মহাপাপাদিশমনং পুরাণং হরিবংশকম্।

যোজ্যং পুত্রাদিসিদ্ধ্যর্থং হরিবংশং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪২
শৃণুয়াৎ সর্বভাবেন পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

স্থানে এবং না অপবিত্র গৃহে বিদ্বান্ পুরুষ কখনও পুরাণের পুণ্য কথা বলিবেন ॥ ৩৯

সজ্জনগণে পূর্ণ উত্তম গ্রামে, উত্তম ক্ষেত্রে, দেবমন্দিরে এবং নদ-নদীর পবিত্র তীরে বিদ্বান্ বক্তা পুণ্যকথা বলিবেন ॥ ৪০

রাজন্! এরূপ বাচকের নিকট হইতে কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। হরিবংশ পুরাণ ইহলোক এবং পরলোকেও কল্যাণকারী, পুণ্যদায়ক, পুত্রাদি অভীষ্ট বস্তু-সমূহের সিদ্ধিদাতা এবং মহাপাপাদির ক্ষয়কারী ॥ ৪১½

জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণের পুত্রাদির সিদ্ধির জন্য হরিবংশের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পুণ্যদায়ক ও পাপনাশক পুরাণ পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবে ॥ ৪২-৪৩

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যান্তর্গত শ্রবণাদি-বিধিকথন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[হরিবংশ-শ্রবণস্য বিধেঃ ফলস্য চ কথনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জপাদ্ধি শ্রবণং প্রোক্তং হরিবংশস্য সূরিভিঃ।
পিতৄন্ সন্তর্প্য শুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ১
শুমণ্ডপঞ্চ কর্তব্যং তত্র স্থাপ্যো হরিস্তথা।
কৃষ্ণমুদ্দিশ্য মন্ত্রেণ চরেৎ পূজাবিধিং ক্রমাৎ ॥ ২
প্রদক্ষিণানমস্কারান্ পূজান্তে স্তুতিমাচরেৎ।
'সংসারসাগরে মগ্নং দীনং মাং করুণানিধে ॥ ৩
কর্মগ্রাহগৃহীতোঽহং মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
ততঃ শ্রীহরিবংশস্য পূজা কার্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৪

বিধিনা ষোড়শেনৈব ধূপদীপসমন্বিতা
ততস্তু শ্রীফলং ধৃত্বা নমস্কারং সমাচরেৎ ॥ ৫
স্তুতিঃ প্রসন্নচিত্তেন কর্তব্যা কেবলং তদা
স্বীকৃতোঽসি ময়া নাথ পুত্রার্থং ভবসাগরে ॥ ৬
মনোরথো মদীয়োঽয়ং সফলঃ সর্বথা ত্বয়া
নির্বিঘ্নেনৈব কর্তব্যো দাসোঽহং তব কেশব ॥ ৭
এবং দীনবচঃ প্রোক্ত্বা বক্তারং চাথ পূজয়েৎ।
সন্তুষ্য বস্ত্রভূষাভিঃ পূজান্তে তঞ্চ সংস্তবেৎ ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

[হরিবংশ-শ্রবণের বিধি ও ফলকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বিদ্বান্ পুরুষগণ জপ হইতে হরিবংশ শ্রবণের ফল অধিক বলিয়াছেন। প্রথমে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে ॥ ১

উত্তম মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে এবং সেস্থানে শ্রীহরিকে স্থাপিত করিবে। তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রের দ্বারা ক্রমশঃ পূজাবিধি সম্পন্ন করিবে ॥ ২

পূজার শেষে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া এইরূপ স্তুতি করিবে—করুণানিধে! আমি এই সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। কর্মরূপী গ্রাহ আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আপনি দীন আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৩½

তদনন্তর ধূপ, দীপাদি সামগ্রীসমূহে ষোড়শোপচার বিধি অনুসারে যত্নপূর্বক শ্রীহরিবংশের পূজা করিবে ॥ ৪½

তদনন্তর পুস্তকের অগ্রে শ্রীফল (নারিকেল) রাখিয়া নমস্কার করিবে এবং সেই সময় প্রসন্নচিত্তে অনন্যভাব সহকারে এইরূপ স্তুতি করিবে ॥ ৫½

নাথ! আমি এই ভবসাগরে পুত্রের প্রাপ্তির জন্য আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি। কেশব! আমার এই মনোরথ আপনি নির্বিঘ্নে সর্বপ্রকারে সফল করুন। আমি আপনার দাস ॥ ৬-৭

এইরূপ দীন বাক্য বলিয়া বক্তাকে বস্ত্র ও আভরণাদির দ্বারা পূজা করিবে এবং পূজা শেষে তাঁহার এইভাবে স্তুতি করিবে ॥ ৮

ব্যাসরূপ প্রবোধজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
এতৎকথাপ্রকাশেন মদজ্ঞানং বিনাশয় ॥ ৯
তদগ্রে নিয়মঃ পশ্চাৎ কর্তব্যঃ শ্রেয়সে মুদা
নবরাত্রং যথাশক্ত্যা ধারণীয়ঃ স এব হি ॥ ১০
বরণং পঞ্চবিপ্রাণাং কথাভঙ্গনিবৃত্তয়ে
কর্তব্যং তৈর্হরের্জাপ্যং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ১১
সন্তানগোপালমন্ত্রো মহারুদ্রস্তথা পরম্।
পূজনং পার্থিবস্যৈব গণনাথমনোর্জপঃ ॥ ১২
ব্রহ্মণান্ বৈষ্ণবাংশ্চান্যাংস্তথা কীর্তনকারিণঃ।
নত্বা সম্পূজ্য দত্তাজ্ঞঃ স্বয়মাসনমাবিশেৎ ॥ ১৩
লোকবিত্তধনাগারসর্বচিন্তা ব্যুদস্য চ
কথাচিত্তঃ শুদ্ধমতিঃ স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ১৪
দম্পতী শুদ্ধমনসৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৌ
শ্রোতব্যৌ সর্বধর্মাণাং মাতেব হিতকারিণী ॥ ১৫
শ্রদ্ধয়ৈব নৃণাং সিদ্ধির্জায়তে লোকয়োর্দ্বয়োঃ
শ্রদ্ধয়া ভজতঃ পুংসঃ শিলাপি ফলদায়িনী ॥ ১৬
মূর্খোঽপি পূজিতো ভক্ত্যা গুরুর্ভবতি জ্ঞানদঃ।
শ্রদ্ধয়া ভজতো মন্ত্রস্তৃসদ্ যোঽপি ফলপ্রদঃ ॥ ১৭
শ্রদ্ধয়া পূজিতো দেবো নীচস্যাপি বরপ্রদঃ।
অশ্রদ্ধয়া কৃতা পূজা দানং যজ্ঞস্তপো ব্রতম্ ॥ ১৮
সর্বং নিষ্ফলতাং যাতি পুষ্পং বন্ধূতরোরিব।
সর্বত্র সংশয়াবিষ্টঃ শ্রদ্ধাহীনোঽতিচঞ্চলঃ ॥ ১৯
পরমার্থাৎ পরিভ্রষ্টঃ সংসৃতের্ন হি মুচ্যতে।
মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ ॥ ২০
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী
অতো ভাবময়ং বিশ্বং পুণ্যপাপঞ্চ ভাবতঃ ॥ ২১
তে উভে ভাবহীনস্য ন ভবেতাং কদাচন
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ শ্রদ্ধাভক্তী সমাশ্রয়েৎ ॥ ২২
আ সূর্য্যোদয়মারভ্য সার্ধং ত্রিপ্রহরার্ধকম্।
বাচনীয়া কথা সম্যগ্ ধীরকণ্ঠং সুধীমতা ॥ ২৩

ব্যাসস্বরূপ মহানুভাব। আপনি শাস্ত্র বুঝাইতে বিশেষ নিপুণ এবং সর্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। এই হরিবংশের কথা প্রকাশিত করিয়া আপনি আমার অজ্ঞানকে নাশ করুন ॥ ৯

তাহার পর বক্তার অগ্রে নিজের কল্যাণের জন্য প্রসন্নতা-পূর্বক নিয়ম গ্রহণ করিবে এবং যথাশক্তি নয় দিন পর্য্যন্ত সেই নিয়ম পালন করিয়া যাইবে। কথায় যাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য অন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে এবং সেই সব ব্রাহ্মণগণ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) জপ, সন্তানগোপাল-মন্ত্র (শেষে প্রদত্ত হইয়াছে।), মহারুদ্র মন্ত্র জপ, পার্থিবপূজন ও গণেশ মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ১০-১২

ইহার পর সেস্থানে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে, বৈষ্ণবগণকে এবং কীর্তনকারী অন্য মনুষ্যগণকেও নমস্কার করিয়া তাঁহাদের পূজা করিবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞা লইয়া স্বয়ং শ্রোতার আসনে বসিবে ॥ ১৩

যে ব্যক্তি লোক, সম্পত্তি, ধন ও গৃহাদির সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধিতে কেবল কথাতেই মন সংযুক্ত করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তি উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ১৪

কথা শ্রবণকারী পতি-পত্নী শুদ্ধ-হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত কথা শ্রবণ করিবে। সমস্ত ধর্মে শ্রদ্ধাই মাতার ন্যায় হিত-কারিণী ॥ ১৫

শ্রদ্ধার দ্বারাই মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোকে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাসহকারে আরাধনাকারী মানুষের শিলাও অভীষ্ট ফলপ্রদান করে ॥ ১৬

মূর্খও যদি ভক্তিভাবে পূজিত হন, তবে তিনিও জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া যান। অল্প মন্ত্রেরও যদি শ্রদ্ধাসহকারে সেবা (জপ) করা হয়, তাহা হইলে উহাও ফলদায়ক হইয়া থাকে ॥ ১৭

যদি দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করা হয়, তবে তিনি নীচ পুরুষকেও বর দান করেন। অশ্রদ্ধার সহিত কৃত পূজা, দান, যজ্ঞ, তপ ও ব্রত—এই সমস্তই বন্ধুবৃক্ষের (এক বৃক্ষের শাখার সহিত অন্য বৃক্ষের মূল সংযোগ করিয়া দিয়া উৎপাদিত বৃক্ষ) পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮

যে সর্বত্র সংশয়যুক্ত, শ্রদ্ধাহীন ও অত্যন্ত চঞ্চল, সে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ১৯

মন্ত্র, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, দৈবজ্ঞ (জ্যোতিষী), ঔষধ ও গুরুর বিষয়ে যাহার যেরূপ ভাবনা থাকে, সে সেইভাবেই সিদ্ধিলাভ করে ॥ ২০

এই সমস্ত বিশ্ব ভাবময়। পুণ্য ও পাপও ভাব হইতেই হইয়া থাকে। যে ভাবহীন, তাহার এই উভয় পাপ ও পুণ্য কখনও হয় না। রাজন্ অতএব সম্পূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য ॥ ২১-২২

বুদ্ধিমান্ বক্তার কর্তব্য হইল—তিনি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত ধীর-কণ্ঠে (মধ্যম-স্বরে) উত্তম-রূপে কথা বলিবেন ॥ ২৩

কথাবিরামঃ কর্তব্যো মধ্যাহ্নে ঘটিকাদ্বয়ম্
তৎ কথামনু কার্য্যং বৈ কীর্তনং বৈষ্ণবৈস্তদা ॥১৪
এবং শ্রুত্বা বিধানেন সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধিকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

মধ্যাহ্নকালে দুই ঘণ্টা কথা বন্ধ রাখিবেন। কথা বন্ধ হইলে পর বিষ্ণুভক্ত পুরুষগণ তাহার মধ্যে কিছুকাল কীর্তন করিবেন।

এইভাবে বিধি অনুসারে কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ নিজের সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৪-১৫

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যের অন্তর্গত শ্রবণাদি নামমাহাত্ম্যম্ তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[নবাহ-ব্রতধারিভিঃ শ্রোতৃভিঃ পালনীয়-নিয়মানাং কথনম্, তৈস্ত্যাজ্যবস্তূনাং বর্ণনম্, ন্যায়বিরুদ্ধ-কথাশ্রবণ-কারিণাং দুর্গতিকথনম্, কথামধ্যে বিঘ্নং কুর্ব্বন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিদ্ নার্য্যা নরকযাতনাভোগস্তথা রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্তিঃ, শ্রোতৃণাং চতুর্দ্দশভেদবর্ণনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

নবাহব্রতিনাং পুংসাং নিয়মান্ শৃণু সত্তম
এককালাশনশ্চৈব অধঃশায়ী ভবেন্নরঃ ॥১
স্তাতব্যং ব্রহ্মচর্য্যেণ যাবদ্ গ্রন্থঃ সমাপ্যতে
হরিবংশে তথা রাজন্ পায়সং চরুভোজনম্ ॥ ২
পারণে পারণে যাতং যথাবদ্ ভরতর্ষভ
মলমূত্রজয়ার্থং হি লঘ্বাহারঃ সুখাবহঃ ॥ ৩
হবিষ্যান্নেন কর্তব্যমেকবারং কথার্থিনা
উপোষ্য নবরাত্রং বা শক্তিশ্চেচ্ছৃণুয়াৎ তদা ॥৪
ঘৃতপানং পয়ঃপানং কৃত্বা বা শৃণুয়াৎ সুখম্।
ফলাহারেণ বা শ্রাব্যমেকভুক্তেন বা পুনঃ ॥ ৫
সুখসাধ্যং ভবেদ্ যত্তু কর্তব্যং শ্রবণায় তৎ।
ভোজনং তু বরং মন্যে কথাশ্রবণকারকম্ ॥ ৬
নোপবাসো বরঃ প্রোক্তো কথাবিঘ্নকরো যদি।
শৃণুয়াদ্ যঃ শুচিস্তিষ্ঠন্নেকচিত্ততয়া সদা ॥ ৭
প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা পুত্রদারসমন্বিতঃ
পুরাণশ্রবণং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণপূজনপূর্বকম্ ॥ ৮
পুষ্পধূপফলৈঃ সম্যঙ্ নৈবেদ্যৈঃ শ্রদ্ধয়োদ্ধৃতৈঃ।
গুরোঃ শুশ্রূষণং তেন কর্তব্যং ফলকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৯

চতুর্থ অধ্যায়

[নবাহ-ব্রতধারী শ্রোতাগণের পালনীয় নিয়মকথন ও তাহাদের দ্বারা ত্যাজ্য বস্তুসমূহের বর্ণন, ন্যায়-বিরুদ্ধ কথাশ্রবণ-কারীদিগের দুর্গতিকথন, কথামধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় এক নারীর নরক-যাতনা ভোগ ও রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্তি এবং শ্রোতাদিগের চৌদ্দ প্রকার ভেদ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সজ্জনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনমেজয়! নবাহ কথা-শ্রবণের ব্রতধারী মনুষ্যগণের পালনীয় নিয়মসমূহ শ্রবণ কর। এই ব্রতধারী মানুষ এক সময়ে ভোজন করিবে এবং নিম্নে ভূমিতে শয়ন করিবে ॥ ১

যতকাল গ্রন্থ সমাপ্ত না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইবে। রাজন্! ভারতশ্রেষ্ঠ! হরিবংশের প্রত্যেক পারণে যথাযথভাবে পায়স অথবা চরু ভোজন করিতে হয় ॥ ২

কথার সময় মল-মূত্রের বেগকে জয় করিবার জন্য লঘু আহার করা সুখদায়ক হয়, সেইজন্য কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মানুষের একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করা উচিত। যদি শক্তি থাকে, তবে নয় রাত্রি উপবাস করিয়া কথা শ্রবণ করিবে অথবা কেবল ঘৃত কিংবা দুগ্ধ পান করিয়া সংযতপূর্বক কথা শ্রবণ করিবে। যদি এই বিধি পালন করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে ফলাহার বা এক সময়ে একবার ভোজন করিয়া কথা শ্রবণ করিতে হয় ॥ ৩-৫

ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে, যাহার দ্বারা যে নিয়ম সুখে নির্ব্বাহিত হইবে, সে সেই সমস্তই কথাশ্রবণের জন্য গ্রহণ করিবে। আমি ত' উপবাস অপেক্ষা ভোজন করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, যদি তাহা কথাশ্রবণের পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে ॥ ৬

যদি উপবাস কথার বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে উহা উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই। যে মানুষ এই কথা শ্রবণ করিবে, সে সদা পবিত্র থাকিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবার জন্য উপবেশন করিয়া থাকিবে ॥ ৭

শ্রোতা স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত প্রাতঃস্নানাদি কর্ম্ম করিয়া প্রথমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত এই পুরাণ শ্রবণ করিবে ॥ ৮

অভীষ্ট ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক শ্রোতা শ্রদ্ধাসহকারে

শ্রুত্বা যথেচ্ছয়া শৌচং কার্য্যং পুণ্যেন বর্ত্মনা
সায়ংকালে গুরুশ্রেষ্ঠং তোষয়িত্বা সবান্ধবঃ ॥ ১০
স্বপরিগ্রহসঙ্গেন সুখং স্বপিতি বৈ তদা।
নিয়মাদি প্রকর্তব্যং পাপানাং বিনিবর্তনে ॥ ১১
যথাসুখং ব্যবহরেন্নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণঃ।
শুচিঃ শুদ্ধমনাস্তিষ্ঠন্ পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্ ॥ ১২
কথাসমাপ্তৌ মুক্তিঞ্চ কুর্য্যান্নিত্যং কথাব্রতী।
দ্বিদলং মধু তৈলঞ্চ গরিষ্ঠান্নং তথৈব চ ॥ ১৩
ভাবদুষ্টং পর্য্যুষিতং জহ্যান্নিত্যং কথাব্রতী।
বৃন্তাকঞ্চ কলিঙ্গঞ্চ দগ্ধমন্নং মসূরিকাম্ ॥ ১৪
নিষ্পাবানামিষাণ্যঞ্চ বর্জয়েচ্ছ কথাব্রতী।
পলাণ্ডুং লশুনং বিড্ভূং মূলকং গৃঞ্জনং তথা ॥ ১৫
নালিকামূলকুষ্মাণ্ডং নৈবাদ্যাচ্চ কথাব্রতী।
কামং ক্রোধং মদং মানং মৎসরং লোভমেব চ ॥ ১৬
দম্ভং মোহং তথা দ্বেষং দূরয়েচ্চ কথাব্রতী
বেদবৈষ্ণববিপ্রাণাং গুরুগোব্রতিনাং তথা ॥ ১৭
স্ত্রীরাজমহতাং নিন্দাং বর্জয়েচ্ছ কথাব্রতী
রজস্বলান্ত্যজম্লেচ্ছপতিতব্রাত্যকৈঃ সহ ॥১৮
দ্বিজদ্বিড্বেদবাহ্যৈশ্চ ন বদেচ্চ কথাব্রতী।
সত্যং শৌচং দয়া মৌনমার্জবং বিনয়ং তথা ॥ ১৯
উদারং মানসং তদ্বৎ কুর্য্যাদেব কথাব্রতী।
শ্রদ্ধাভক্তিসমাযুক্তা নান্যকার্য্যেষু লালসাঃ ॥২০
বাগ্যতাঃ শুচয়োঽব্যগ্রাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ।
অভক্ত্যা যে কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি মনুজাধমাঃ ॥ ২১
তেষাং পুণ্যফলং নাস্তি দুঃখং স্যাজ্জন্মজন্মনি।
পুরাণং যে তু সম্পূজ্য তাম্বূলাদ্যৈরুপায়নৈঃ ॥ ২২
শৃণ্বন্তি চ কথাং ভক্ত্যা দরিদ্রাঃ স্যুর্ন পাপিনঃ।
কথায়াং কীর্তমানায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্যতো নরাঃ ॥ ২৩

সমর্পিত পুষ্প, ধূপ, ফল ও নৈবেদ্যসমূহের দ্বারা যথাযথভাবে শ্রীগুরুর সেবা করিবে। ৯

কথা শ্রবণ করিবার পর নিজের ইচ্ছানুসারে সায়ংকালে পবিত্র পথ দিয়া গিয়া শৌচসম্বন্ধীয় কার্য্য নিষ্পাদন করিবে। তারপর বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সেবায় উপস্থিত হইয়া গুরুশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে (কথাবাচককে) সন্তুষ্ট করত নিজের স্ত্রীর সহিত গৃহে যাইয়া পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় (ব্রতপালনোপযোগী কম্বলাদির শয্যায়) সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে। পাপসমূহের নিবারণের জন্য শৌচ-দন্তধাবনাদি নিয়মসমূহ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি যমসমূহ দৃঢ়তাসহকারে পালন করিবে। নিত্য-নিরন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) চিন্তায় রত থাকিয়া শ্রোতা সুখের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মসমূহ পালন করিবে। ১০-১১½

কথা-শ্রবণের ব্রতগ্রহণকারী মানুষ পবিত্র ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কথা শ্রবণ করিবে এবং প্রতিদিন কথা সমাপ্ত হইলে পর পাত্তার (কদলী পত্র বা পদ্মপত্র) উপরেই হবিষ্যাদি ভোজন করিবে ॥১২½

কথা-শ্রবণকালে দ্বিদল (ডাল), মধু, তৈল, গরিষ্ঠ অন্ন (বহুমূল্য ভণ্ডুলোৎপন্ন পর্য্যাপ্ত অন্ন), ভাবদূষিত পদার্থ এবং বাসী অন্ন কথাব্রতী প্রত্যহ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩½

বেগুন, কলিঙ্গ (সিরস), দগ্ধ অন্ন, মসুর, নিষ্পাব (সিমুইজাদি) এবং মাংসাদি কথাব্রতী মানুষ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৪½

পিঁয়াজ, লশুন, হিঙ্গ, গাজর, নালিকা, মূল (মৃত্তিকার ভিতরে উৎপন্ন কন্দ, আলু প্রভৃতি) ও কুমড়া—এই সব বস্তু কথাব্রতী কদাপি ভক্ষণ করিবে না ॥ ১৫½

কথাব্রতী পুরুষ কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মৎসর, লোভ, দম্ভ, মোহ এবং দ্বেষকে নিজের মন হইতে দূর করিয়া দিবে ॥ ১৬½

কথাব্রতী বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গুরু, গোসেবক, স্ত্রী, রাজা ও মহাপুরুষগণের নিন্দা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৭½

কথাব্রতী রজস্বলা স্ত্রী, অন্ত্যজ (চণ্ডালাদি), ম্লেচ্ছ, পতিত, গায়ত্রীহীন দ্বিজ, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও বেদবিরোধী পুরুষগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবে না ॥ ১৮½

কথাব্রতী সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সরলতা ও বিনয় পালন করিবে এবং নিজের মনকে অবশ্যই সেইরূপ উদার করিয়া রাখিবে ॥ ১৯½

যে শ্রোতাগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিমান্, অন্য কোনও কার্য্যের লালসা না রাখিয়া পবিত্র, বাক্‌সংযমী ও শান্তভাবে কথা শ্রবণ করে, তাহারা পুণ্যভাগী হয় ॥ ২০½

যে সব অধম মানুষ অভক্তি সহকারে এই পুণ্য কথা শ্রবণ করে, তাহারা কখনও পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয় না এবং জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করে ॥ ২১½

যাহারা তাম্বূলাদি উপহারসমূহের দ্বারা পুরাণের পূজা করিয়া ভক্তিভাবে এই কথা শ্রবণ করে, তাহারা দরিদ্র ও পাপভাগী হয় না ॥ ২২½

যে মনুষ্যগণ কথা পাঠের সময় উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে, তাহাদের স্ত্রী ও সম্পৎসমূহ ভোগের মধ্যেই নষ্ট হইয়া

ভোগান্তরে প্রণশ্যন্তি তেষাং দারাশ্চ সম্পদঃ।
সোষ্ণীষমস্তকা যে চ কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্ ॥ ২৪
তে বলাকাঃ প্রজায়ন্তে পাপিনো মনুজাধমাঃ
তাম্বূলং ভক্ষয়ন্তো যে কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্ ॥ ২৫
বিষ্ঠাং খাদয়ন্ত্যোতায়রকে যমকিঙ্করাঃ।
নার্য্যা রজস্বলায়াশ্চ যোনিতুল্যং মুখং ভবেৎ ॥ ২৬
যে চ তুঙ্গাসনারূঢাঃ কথাং শৃণ্বন্তি দাম্ভিকাঃ।
অক্ষয্যান্ নরকান্ ভুক্ত্বা তে ভবন্ত্যেব বায়সাঃ ॥ ২৭
যে চ বীরাসনারূঢা যে চ শয্যাসনস্থিতাঃ।
শৃণ্বন্তি তৎকথাং তে বৈ ভবন্ত্যর্জুনপাদপাঃ ॥ ২৮
অসম্প্রণম্য শৃণ্বন্তো বিষবৃক্ষা ভবন্তি তে।
তথা শয়ানাঃ শৃণ্বন্তো ভবন্ত্যজগরা নরাঃ ॥ ২৯
যঃ শৃণোতি কথাং বক্ত্রঃ সমানাসনমাস্থিতঃ।
গুরুতল্পসমং পাপং সম্প্রাপ্য নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩০
যে নিন্দন্তি পুরাণাজ্ঞান্ কথাং বা পাপহারিণীম্।
তে বৈ জন্মশতং মর্ত্যাঃ শুনকাঃ সম্ভবন্তি চ ॥ ৩১
কথায়াং বর্তমানায়াং যে বদন্তি চ্যুকুত্তরম্
তে গর্দভাঃ প্রজায়ন্তে কুকলাসাস্ততঃ পরম্ ॥ ৩২
কদাচিদপি যে পুণ্যাং ন শৃণ্বন্তি কথাং নরাঃ।
তে ভুক্ত্বা নরকান্ ঘোরান্ ভবন্তি বনশূকরাঃ ॥ ৩৩
কথায়াং কীর্ত্যমানায়াং বিঘ্নং কুর্বন্তি যে শঠাঃ।
কোট্যব্দান্ নরকান্ ভুক্ত্বা ভবন্তি গ্রামশূকরাঃ ॥ ৩৪
মধ্যে বার্তাং ন কুর্বীত চেৎ কুর্য্যান্নিরয়ং ব্রজেৎ।
কথায়াং শ্রূয়মাণায়াং ন কুর্য্যাচ্ছিশুলালনম্ ॥ ৩৫
নর্মবাদান্ বদেন্নৈব স্ত্রিয়া সম্ভাষণং তথা
ন কর্তব্যং প্রযত্নেন কথাবিচ্ছেদকারণম্ ॥ ৩৬
বিচ্ছেদেন কথায়াস্তু ব্রহ্মহত্যাসমং ভবেৎ।
প্রাপ্নোতি নৃপশার্দূল কথাবিচ্ছেদকঃ পুমান্ ॥ ৩৭
ন কুর্য্যাৎ তু কথামধ্যে ত্বন্যবার্তাং প্রযত্নতঃ।
নারী বা পুরুষো বাপি কুর্য্যান্নিরয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮

যায় (এই সব ভাগ্যবানের পূর্বরূপে উপভোগ করিতে পারে না।) ॥ ২৩॥

যে সব নরাধম পাপী মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া এই পাবন কথা শ্রবণ করে, তাহারা পর জন্মে বলাকা (বক) হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৪॥

যে সব মানুষ পান খাইতে খাইতে পুরাণের পাবন কথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে যমদূতগণ নরকে পাতিত করিয়া নিজেদেরই বিষ্ঠা ভোজন করায়। তাহাদের মুখ রজস্বলা নারীর যোনির সমান হইয়া যায় ॥ ২৫-২৬

যে সব দাম্ভিক মানুষ উচ্চ আসনে বসিয়া কথা শ্রবণ করে, তাহারা অক্ষয় নরকসকল ভোগ করিয়া শেষে কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৭

যাহারা বীরাসনে আরূঢ় হইয়া এবং যাহারা শয্যারূপ আসনে বসিয়া সেই পুরাণ-কথা শ্রবণ করে, তাহারা অর্জুন বৃক্ষ হয় ॥ ২৮

যাহারা প্রণাম না করিয়াই কথা শ্রবণ করে, তাহারা বিষবৃক্ষ হয়। যাহারা শয়ন করিয়া কথা শ্রবণ করে, সেই সব মানুষ অজগর সর্প হয় ॥ ২৯

যে বক্তা সমান আসনে বসিয়া কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি গুরুপত্নীগমন-তুল্য পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করে ॥ ৩০

যাহারা পুরাণবিৎ পুরুষগণের নিন্দা করে কিংবা পাপহারিণী পুরাণ-কথার নিন্দা করে, সেই সব মানুষ শত জন্ম পর্যন্ত কুকুর হয় ॥ ৩১

যাহারা কথা চলিবার সময় দূষিত উত্তর প্রত্যুত্তর করে, তাহারা প্রথমে গর্দভ হয়, তাহারপর গিরগিটির যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩২

যাহারা কখনও পুরাণের পুণ্যময়ী কথা শ্রবণ করে না, তাহারা ভয়ঙ্কর নানাবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বনশূকর হয় ॥ ৩৩

যে শঠগণ কথা-কীর্ত্তনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহারা কোটি বর্ষ পর্যন্ত নরক ভোগ করিয়া গ্রাম-শূকর হয় ॥ ৩৪

কথা শুনিবার সময় মধ্যভাগে কখনও বার্তা বলিবে না। যদি কেহ কথাবার্তা বলে, তবে সে নরকে গমন করে। কথা-শ্রবণের সময় শিশুদিগকে লালন (স্নেহপূর্ণ আদর) করিবে না ॥ ৩৫

কথা বলিবার সময় হাস্য-পরিহাসপূর্ণ বাক্য বলিবে না। স্ত্রীর সহিতও বার্তালাপ করিবে না। এই সব নিয়ম যত্নসহকারে পালন করিবে ; ইহারা কথার বিচ্ছেদ- (বিঘ্ন)কারী ॥ ৩৬

নৃপশ্রেষ্ঠ ! কথার বিচ্ছেদ করিলে পর সেই কথাবিচ্ছেদক মানুষ ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৩৭

স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, কথার মধ্যে অন্য কথা বলিবে না এবং এ বিষয়ে সদা যত্নশীল হইয়া থাকিবে। যদি কেহ অন্য কথা বলে, তবে সে নরকে পতিত হয় ॥ ৩৮

ইতিহাসং বদাম্যত্র শৃণুষ্বৈকং হি মানদ।
যং শ্রুত্বা ন বদেদ্ বার্তাং কথামধ্যে কদাচন ॥ ৩৯
জনস্থানে পুরা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ
ধর্মশাস্ত্রেঽতিনিপুণঃ সদাচারপরায়ণঃ ॥ ৪০
গঙ্গাস্নানং বিধায়াদৌ কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকং তথা।
কৃত্বা দেবার্চনং চৈব শ্রবণে তৎপরোঽভবৎ ॥ ৪১
তস্য ভার্য্যাতিদুষ্টা চ কর্কশা কলহপ্রিয়া।
অসত্যালাপনিপুণা পরদ্বেষপরায়ণা ॥ ৪২
হৃত্বা চক্রে ধনস্যাপি সংগ্রহং পাপনিশ্চয়া।
দধি দুগ্ধং সমানীয় শর্করা গুড়মেব চ ॥ ৪৩
ঘৃতঞ্চ নবনীতঞ্চ স্বয়মানীয় সর্বদা।
একান্তে ভক্ষণং চক্রে ভর্তুর্যন্নং প্রশুষ্ককম্ ॥ ৪৪
দুরাগ্রহা দুষ্টমনাঃ পতিনিন্দাপরায়ণা।
বহুপাপপ্রকর্ত্রী চ পরবেশ্মোপবেশিনী ॥ ৪৫
সুভাষণং বদেন্নৈব দ্বিষঃ ক্ষেমবিধায়িনী
পঙ্‌ক্তিভেদং প্রকুর্বাণা সদা নিষ্ঠুরভাষিণী ॥ ৪৬
অতিথিষু সদা বৈরকারিণী ধর্মনাশিনী।
সজ্জনোঽপি গুণী সৌম্যস্তস্যা ভর্তা সুপূজিতঃ ॥ ৪৭
যদা ভর্তা পুরাণস্য শ্রবণায় হি সংস্থিতঃ।
প্রত্যহং তত্র গত্বা তু তস্য নিন্দাং চকার হ ॥ ৪৮
সন্ন্যাসিবৎ কথং ত্বত্র শ্রবণে ব্যাসবৎ কৃতঃ।
সমুৎপন্ননিরুদ্যোগ কিং কর্তব্যং ময়া বদ ॥ ৪৯
শিশবো মাং পীড়য়ন্তি ভক্ষণায় দিনে দিনে।
কিং তেষাঞ্চ প্রকর্তব্যং ভক্ষণার্থং ময়া বদ ॥ ৫০
নাস্ত্যেবান্নং গৃহে কিঞ্চিদ্ বস্ত্রং বাপ্যথবা ধনম্।
কিং ময়া চ প্রকর্তব্যং কুত্র গন্তব্যমেব চ ॥ ৫১
কথং বিলিখিতং দিষ্টং ধাত্রা পাপেন মে পুরা।
মূর্খশ্চালস্যসংযুক্তো দরিদ্রো নিষ্ঠুরস্তথা ॥ ৫২
স্নেহহীনঃ কুটুম্বে চ কথায়াঃ শ্রবণে রতঃ।
এতাদৃশঃ পতির্মহ্যং ধাত্রা দত্তো দুরাত্মনা ॥ ৫৩

মানদ! এ বিষয়ে আমি এক ইতিহাস বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিয়া কোনও মানুষ কখনও কথার মধ্যে অন্য বার্তালাপ করিবে না! ॥ ৩৯

পুরাকালের ঘটনা, জনস্থানে কোনও ব্রাহ্মণ বাস করিতেছিলেন, তিনি বেদশাস্ত্রের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রেও অতিশয় নিপুণ ছিলেন এবং সদাচারপরায়ণ ছিলেন ॥ ৪০

তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দেবপূজা করিবার পর কথাশ্রবণে নিরত হইতেন ॥ ৪১

তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দুষ্টা ও কর্কশা ছিল। সদা কলহ করিতে তাহার ভাল লাগিত। সে মিথ্যাকথা বলিতে নিপুণ ছিল এবং অপরের প্রতি সদা দ্বেষ করিত ॥ ৪২

সে পাপপূর্ণ নিশ্চয় করত চুরি করিয়া করিয়া ধন সংগ্রহ করিত। সে নিজেই দধি, দুগ্ধ, চিনি, গুড়, ঘৃত ও মাখনাদি আনিয়া একান্তে উপবেশন করত ভক্ষণ করিত। সে পতিকে কেবল রুক্ষ-শুষ্ক অন্ন প্রদান করিত ॥ ৪৩-৪৪

তাহার স্বভাব দুরাগ্রহী ছিল এবং এবং মন দুষ্টতায় পূর্ণ ছিল। সে নিজের পতির নিন্দা করিত, বহুবিধ পাপকর্ম করিত এবং প্রায়শই অপরের গৃহে বসিয়া থাকিত ॥ ৪৫

সে কখনই ভাল কথা বলিত না। যে পতির দ্বেষ করে, সে তাহারই ভাল করিয়া থাকে। ভোজনের সময় পঙ্‌ক্তি ভেদ করিত অর্থাৎ একজনকে একরূপ অন্নাদি পরিবেশ করিত, আবার সেই পঙ্‌ক্তিতেই অন্যকে আর একরূপ অন্নাদি পরিবেশন করিত। সে সদা নিষ্ঠুর কথাবার্তা বলিত ॥ ৪৬

অতিথিগণের উপর সদা শত্রুতা করিত এবং সে ধর্মনাশিনী ছিল। কিন্তু ইহার পতি সজ্জন, গুণবান্, সৌম্য ও সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন ॥ ৪৭

যখন ইহার ভর্তা প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ করিবার জন্য উপবিষ্ট হইতেন, তখন সেস্থানে যাইয়া সে তাঁহার নিন্দা করিত ॥ ৪৮

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবন-নির্বাহের জন্য উদ্যোগ-হীন অলস। এস্থানে সন্ন্যাসীর সমান কথা শুনিবার জন্য কেন বসিয়া রহিয়াছ? তুমি ত' এস্থানে ব্যাসতুল্য হইয়া গিয়াছ, এখন বল, আমি কি করিব? ॥ ৪৯

শিশুগণ প্রতিদিন ভোজনের জন্য আমাকেই কষ্ট দিতেছে; বল, আমি তাহাদের খাওয়াইবার জন্য কি উপায় করিব? ॥ ৫০

আমার গৃহে কিছুই অন্ন নাই, বস্ত্র নাই এবং ধনও নাই। আমি কি করিব? কোথায় যাইব? ॥ ৫১

জানি না পাপী বিধাতা পূর্বকালে আমার ভাগ্য কিরূপ লিখিয়া দিয়াছে? দুরাত্মা ব্রহ্মা আমাকে এক এরূপ পতি দিয়াছে, যে মূর্খ, আলস্যপরায়ণ, দরিদ্র ও নিষ্ঠুর। ইহার নিজের কুটুম্বের উপর কোন স্নেহই নাই, কেবল কথাশ্রবণেই নিরত আছে ॥ ৫২-৫৩

পৃথিব্যাং দুর্ভগৈকাহং দরিদ্রগৃহমাগতা।
উদরাপূর্তিমাত্রং হি নান্নং মে ভক্ষিতং কদা ॥ ৫৪
সৌভাগ্যাস্তাঃ স্ত্রিয়ো লোকে যাসামুদ্যোগশালিনঃ।
পতয়ো ধনধান্যাদিসমৃদ্ধিপরিশোভিতাঃ ॥ ৫৫
তে বৈ স্ত্রীণাং বাক্যকরাঃ শিশুপালনতৎপরাঃ
নিত্যং গৃহেষু তিষ্ঠন্তি স্ত্রীণাং সন্তোষকারকাঃ ॥ ৫৬
সদন্নভক্ষণাৎ পুষ্টা ভার্যাজ্ঞাপরিপালকাঃ
ব্যবসায়ঞ্চ ভার্য্যাণাং কুর্বন্তি বুদ্ধিশালিনঃ ॥ ৫৭
অয়ং মূর্খশ্চ জড়ধীরুপেক্ষাং কুরুতে গৃহে।
অদ্য তৈলং গৃহে নাস্তি চেন্ধনং লবণং তথা ॥ ৫৮
শাকশ্চ মম নাস্ত্যেব ধান্যলেশো ন মদ্‌গৃহে।
কিং ময়া তু প্রকর্তব্যং পতিরেতাদৃশো মম ॥ ৫৯
কথায়াং শ্রূয়মাণায়াং পত্যা সন্মার্গমূর্তিনা।
ধান্যাদৌ বিদ্যমানেঽপি মিথ্যাভাষণতৎপরা ॥ ৬০
কথাবিঘ্নং চকারাসৌ কর্কশা সা দিনে দিনে

এই পৃথিবীতে একমাত্র আমিই এরূপ অভাগিনী, যে এই দরিদ্রের গৃহে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া আমি কোনও দিন উদর পূর্ণ করিয়া অন্নভোজন করিতে পাই নাই ॥ ৫৪

সংসারে সেই সব স্ত্রীই সৌভাগ্যশালিনী, যাহাদের পতিগণ উদ্যোগশীল এবং ধন-ধান্যাদি সমৃদ্ধিতে সুশোভিত ॥ ৫৫

তাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের বাক্য পালন করে, শিশুদিগকে লালন-পালন করে, সদা গৃহে থাকে এবং স্ত্রীগণকে সন্তুষ্ট রাখে ॥ ৫৬

তাহারা উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া পুষ্ট হয়। পত্নীর আজ্ঞা পালন করে, বুদ্ধিমান্ এবং পত্নীগণের যেরূপ নিশ্চয়, সেইরূপই করে ॥ ৫৭

কিন্তু আমার এই পতি মূর্খ ও জড়বুদ্ধি এবং সে গৃহের প্রতি উপেক্ষা করিয়া চলে। আজ আমার গৃহে তৈল নাই এবং কাষ্ঠ ও লবণও নাই ॥ ৫৮

শাকও আমার গৃহে নাই এবং ধান্যের (তণ্ডুলাদির) লেশমাত্রও নাই। আমি কি করিব? আমার পতিই যে এইরূপ ॥ ৫৯

সন্মার্গের মূর্তিস্বরূপ পতির কথাশ্রবণ করিবার সময় এই স্ত্রী গৃহে ধান্যাদি থাকিতেও সেস্থানে আসিয়া এইরূপ মিথ্যা-ভাষণ করিতে লাগিল ॥ ৬০

এই কর্কশা স্ত্রী প্রতিদিন এইভাবে কথার বিঘ্ন করিত। এই

ততঃ কালেন মরণং প্রাপ্তা সা দুষ্টমানসা ॥ ৬১
যমদূতৈস্তু বদ্ধা সা নীতা চ যমমন্দিরে
ততো যমাজ্ঞয়া তৈস্তু নরকে পতিতা চিরম্ ॥ ৬২
পশ্চাৎ সা রাক্ষসী জাতা ভৈরবে জলবর্জিতে।
অরণ্যে ক্ষুত্তৃষাযুক্তা পূর্বপাপপ্রভাবতঃ ॥ ৬৩
তস্মাদ্ বিঘ্নং ন কর্তব্যং ভার্য্যায়া পুরুষেণ বা।
শ্রীহরেঃ সৎকথায়াস্তু তব সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৬৪
মীনালিনো মহিষহংসবকস্বভাবা
মার্জারকাকবৃককঙ্কজলৌকতুল্যাঃ
সচ্ছিদ্রকুম্ভজলসিক্তশিলোপমাশ্চ
তে শ্রাবকাশ্চ সুচতুর্দশধা ভবন্তি ॥ ৬৫
দরিদ্রশ্চ ক্ষয়ী রোগী নির্ভাগ্যঃ পাপকর্মবান্।
অনপত্যো মোক্ষকামঃ শৃণুয়াৎ স কথামিমাম্ ॥ ৬৬
অপুষ্পা কাকবন্ধ্যা চ বন্ধ্যা যা চ মৃতার্ভকা
স্রবদ্‌গর্ভা চ যা নারী তয়া শ্রাব্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৬৭

দুষ্টচিত্তা স্ত্রী সময় আসিলে পর মৃত্যুবরণ করিল ॥ ৬১

তখন যমরাজের দূতগণ সেস্থানে আসিল এবং তাহাকে বাঁধিয়া যমরাজের গৃহে লইয়া গেল। তথায় যমরাজের আদেশে তাহাকে চিরকালের জন্য নরকে পাতিত করিল ॥ ৬২

নরক হইতে মুক্তিলাভের পর সে পূর্বকৃত পাপের প্রভাবে জলহীন এক ভয়ঙ্কর বনে রাক্ষসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইতে লাগিল ॥ ৬৩

অতএব স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, কাহারও শ্রীহরির উত্তম কথায় বিঘ্নসৃষ্টি করা উচিত নয়। এই তোমাকে আমি সত্য কথা বলিলাম ॥ ৬৪

কথা শ্রবণকারীর ভেদ হইল চৌদ্দ প্রকার,—মীন, ভ্রমর, মহিষ, হংস, বক, মার্জার, কাক, বৃক, কঙ্ক, জলৌক (জোঁক), ছিদ্রযুক্ত ঘট, জল, সিক্ত ও শিলা। ইহাদের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া শ্রোতারা এই সব নামেই অভিহিত হয় ॥ ৬৫

দরিদ্র, ক্ষয়-রোগী, অন্য কোনও রোগগ্রস্ত, ভাগ্যহীন, পাপকর্মকারী, সন্তানহীন ও মুমুক্ষু পুরুষ—এই হরিবংশের কথা অবশ্যই শ্রবণ করিবে ॥ ৬৬

যে স্ত্রীর মাসিক ধর্ম (রজোদর্শন) বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহার একটি মাত্র সন্তান হইয়া আর সন্তানের সম্ভাবনা থাকে না, যাহার সন্তান হয়ই নাই, যাহার সন্তান জন্মিয়া মরিয়া যায় এবং যাহার গর্ভ পতিত হইয়া যায়, এরূপ স্ত্রীগণের অতিশয় যত্ন-সহকারে এই হরিবংশের কথা শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ৬৭

সুপুত্রং লভতে রাজন্ ব্যাসস্য বচনং যথা।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি কথাং শ্রুত্বা হরেরিমাম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিবিধি-কথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

রাজন্! নারী এই হরিবংশের কথা শ্রবণ করিয়া উত্তম পুত্র লাভ করে,—এরূপই ব্যাসদেবের বাক্য। শ্রীহরির এই কথা শ্রবণ করিয়া মানুষ সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যের অন্তর্গত কথা-শ্রবণাদির বিধিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[হরিবংশস্য নবাহ-পারায়ণস্যোদ্‌যাপনম্, তত্র কর্ত্তব্যতয়া দানস্য, পুস্তকপূজায়াঃ বাচক-পূজাদীনাং বিধানম্, মাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং কৃত্বা ব্রতবিধিমুদ্‌যাপনমথাচরেৎ।
জন্মাষ্টমীব্রতমিব কর্ত্তব্যং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১
অকিঞ্চনেষু ভক্তেষু প্রায়ো নোদ্‌যাপনগ্রহঃ।
শ্রবণেনৈব পূতাস্তে নিষ্কামা বৈষ্ণবা যতঃ ॥ ২
এবং নবাহযজ্ঞেঽস্মিন্ সমাপ্তে শ্রোতৃভিস্তদা
পুস্তকস্য চ বক্তুশ্চ পূজা কার্য্যাতিভক্তিতঃ ॥ ৩
প্রসাদতুলসীমালা শ্রোতৃভ্যশ্চাথ দীয়তাম্।
মৃদঙ্গতালললিতং কীর্ত্তনং কীর্ত্যতাং ততঃ ॥ ৪
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ শঙ্খশব্দশ্চ গীয়তাম্
বিপ্রেভ্যো যাচকেভ্যশ্চ বিত্তমন্নঞ্চ দীয়তাম্ ॥ ৫
শ্রবণান্তে হরের্মূর্ত্তিঃ সশ্রীকস্য প্রদীয়তাম্।
সুবর্ণস্য কৃতা সম্যগ্‌লক্ষ্মাঙ্কা পলমা-তঃ ॥ ৬
সমাপ্তৌ বিধিবদ্ বস্ত্রং ক্ষৌমং দদ্যাচ্চ বাচকে।
বিশেষোঽয়ং সমুদ্দিষ্টো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৭
সমাপ্য সর্বং প্রযতঃ সংহিতাশাস্ত্রকোবিদঃ।
শুভে দিনে নিবেশ্যাথ ক্ষৌমবস্ত্রাভিসংবৃতঃ ॥ ৮
শুক্লাম্বরধরস্তত্র শুচির্ভূত্বা স্বলংকৃতঃ
অর্চয়েৎ তু যথান্যায়ং গন্ধমাল্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯
সংহিতাপুস্তকং তত্র প্রণতঃ সুসমাহিতঃ।
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পূপৈশ্চ কৌতুকৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ১০
হিরণ্যমন্নদ্ দ্রব্যঞ্চ দক্ষিণার্থং তত্র দাপয়েৎ।
যে শ্রাবয়ন্তি মনুজান্ পুণ্যাং পৌরাণিকীং কথাম্ ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায়।

[হরিবংশের নবাহ-পারায়ণের উদ্‌যাপন, উহাতে কর্ত্তব্যরূপে দান, পুস্তকপূজা ও বাচক-পূজাদির বিধান এবং মাহাত্ম্যকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপ ব্রতের বিধি পূর্ণ করিয়া তাহার উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান করিবে। উত্তম ফল-কামনাকারী পুরুষগণের জন্মাষ্টমী ব্রতের সমান ইহার উদ্‌যাপন করা কর্ত্তব্য ॥ ১

যাঁহারা অকিঞ্চন ভক্ত, তাঁহাদের প্রায়শঃ ইহার উদ্‌যাপনের আগ্রহ থাকে না। তাঁহারা কথা শ্রবণমাত্রেই শুদ্ধ হইয়া যান; তাঁহারা নিষ্কাম বৈষ্ণব ॥ ২

এইরূপ নবাহ-যজ্ঞ পূর্ণ হইলে পর শ্রোতারা ভক্তিসহকারে পুস্তক ও কথা-বাচকের পূজা করিবে। যজমানও সেই সময় শ্রোতৃগণকে প্রসাদ ও তুলসীমালা প্রদান করিবেন ॥ ৩

তাহার পর মৃদঙ্গ বাজাইয়া সমধুর তালের সহিত কীর্ত্তন করিবে; জয়-শব্দ ও নমস্কার-শব্দের সহিত শঙ্খ ধ্বনি করিবে। তারপর ব্রাহ্মণ ও যাচকগণকে ধন এবং অন্ন দান করিবে ॥ ৪-৫

কথা-শ্রবণের শেষে এক পল সুবর্ণে নির্ম্মিত লক্ষ্মীর সহিত শ্রীবৎসচিহ্নে অঙ্কিত ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি বাচককে প্রদান করিবে ॥ ৬

কথা সমাপ্ত হইলে পর বাচককে বিধি অনুসারে রেশমী বস্ত্রও প্রদান করিবে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই বিশেষ কথাই বলিয়া-ছেন ॥ ৭

সংহিতাশাস্ত্রে বিদ্বান্ বাচক পবিত্রভাবে সম্পূর্ণ হরিবংশ সমাপ্ত করিয়া শুভ দিনে পুস্তককে সিংহাসনে স্থাপিত করত রেশমী বস্ত্রাবৃত শুক্লবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পবিত্র ও বিভূষিত হইয়া গন্ধ-মাল্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপচারসমূহের দ্বারা সংহিতাপুস্তকের যথাযথভাবে পূজা করিবেন। সেই সময় চিত্তকে শুদ্ধ ও একাগ্র করিয়া রাখিবে। ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পিষ্টকাদি নৈবেদ্যসমূহ এবং নানাপ্রকার শুভ কৌতুকসমূহের দ্বারা সেই পূজা-কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন ॥ ৮-১০

যজমান এই সময় সুবর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে। যাহারা নিজেদের গৃহাদিতে আয়োজন করিয়া লোক

কল্পকোটিশতং সাগ্রং যান্তি তে ব্রহ্মণঃ পদে।
আসনার্থং প্রযচ্ছন্তি পুরাণজ্ঞস্য যে নরাঃ ॥ ১১
কম্বলাজিনবাসাংসি মঞ্চাফলকমেব চ
স্বর্গলোকং সমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ১৩
স্থিত্বা ব্রহ্মাদিলোকেষু পদং যান্তি নিরাময়ম্।
পুরাণস্য প্রযচ্ছন্তি যে সূত্রবসনং নবম্ ॥ ১৪
ভোগিনো জ্ঞানসম্পন্নাস্তে ভবন্তি ভবে ভবে।
যে মহাপাতকৈর্যুক্তা উপপাতকিনশ্চ যে ॥ ১৫
পুরাণশ্রবণাদেব তে যান্তি পরমং পদম্।
হরিবংশং লিখিত্বা যো বাচকায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১৬
যৎ ফলং ভূমিদানস্য তৎ ফলং লভতে হি সঃ
রাজসূয়েন তেনেষ্টমশ্বমেধেন বৈ নৃপ ॥ ১৭
দত্তানি সর্বদানানি হরিবংশে শ্রুতেঽখিলে
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যা যজ্ঞাশ্চৈব যুগে যুগে ॥ ১৮
শ্রবণং হরিবংশস্য কলৌ যজ্ঞফলপ্রদম্।
শ্রদ্ধাবানাস্তিকো দান্তো হরিবংশং যদারভেৎ ॥ ১৯
পাতকানি প্রকম্পন্তে প্রত্যূহানি জ্বলন্তি চ।
সমারভ্য নরেৎ পারং হরিবংশং য আদিতঃ ॥ ২০
স্পর্শনাদ্ দর্শনাৎ তস্য বিষ্ণুর্দৃষ্টো ভবেন্নৃপ।
জন্মত্রয়স্য নিকষঃ পাতকস্য ক্ষয়ো ধ্রুবম্ ॥ ২১
ফলাপ্তিশ্চ সমাপ্তৌ চ হরিবংশস্য বুধ্যতে।
শ্রোতুর্ভারত বিজ্ঞেয়ং পূর্বং সুকৃতিলক্ষণম্ ॥ ২২
যেন সঞ্জায়তে বুদ্ধির্হরিবংশাবধারণে।
সর্বাণি চ পুরাণানি বেদাশ্চ স্মৃতয়স্তথা ॥ ২৩
হরিবংশেন বদ্ধার্থা ব্যাসেন চ মহর্ষিণা।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং নিন্দকেভ্যঃ কথঞ্চন ॥ ২৪
পাপিভ্যশ্চ মহারাজ শ্রাবয়েন্নৈব বাচকঃ।
শ্রুত্বা তুষ্টেন মনসা বাচকং পরিপূজয়েৎ ॥ ২৫
দান্তং যশস্বিনং কান্তং শুচিং স্পষ্টাক্ষরক্রবম্।
ত্রিশুক্লমাচারপরমক্রোধনমবাদিনম্ ॥ ১৬

সকলকে পুণ্যময়ী পুরাণের কথা শ্রবণ করান, তাঁহারা শত-কোটি কল্পকাল হইতেও অধিক-কাল পর্যন্ত ব্রহ্মধামে বাস করেন ॥ ১১॥

যে মানবগণ পুরাণবিৎ বাচকের আসনের জন্য কম্বল, মৃগচর্ম, বস্ত্র, শয্যা ও চৌকী প্রভৃতি প্রদান করে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন করত মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ উপভোগ করিয়া ব্রহ্মাদির লোক-সমূহে বাস করত পরে নিরাময় পদে (বৈকুণ্ঠ-ধামে) গমন করে ॥ ১২-১৩॥

যাহারা পুরাণের বেষ্টনের জন্য নূতন সূতী বস্ত্র প্রদান করে, তাহারা জন্মে জন্মে ভোগ ও জ্ঞানসম্পন্ন হয় ॥ ১৪॥

যাহারা মহাপাতকসমূহ ও উপপাতকসমূহে যুক্ত, তাহারাও এই পুরাণের শ্রবণ-মাত্রেই পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি হরিবংশ স্বহস্তে লিখিয়া তাহা বাচককে প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ভূমিদানের যে ফল, সেই ফল প্রাপ্ত হয় ॥১৬॥

নৃপ জনমেজয়! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হরিবংশ শ্রবণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ করা হইয়া গিয়াছে এবং সর্বপ্রকার দানও তাহার করা হইয়াছে ॥ ১৭॥

রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহ প্রত্যেক যুগে কেবল নিজে-দেরই ফল দান করে, কিন্তু হরিবংশের শ্রবণ কলিযুগে সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রদান করে ॥ ১৮॥

শ্রদ্ধালু, আস্তিক ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যখন হরিবংশ আরম্ভ করে, তখন সমস্ত পাপ কাঁপিতে থাকে এবং বিঘ্নসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া যায় ॥ ১৯॥

নৃপ জনমেজয়! যে ব্যক্তি হরিবংশের কথার আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে, তাহার দর্শন এবং স্পর্শে ভগবান্ বিষ্ণুরই দর্শন ও স্পর্শ হইয়া যায় ॥ ২০॥

হরিবংশের সমাপ্তি হইলে পর শ্রোতার তিন জন্মের পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়া যায় এবং অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তিরও বোধ হয়, ইহাই তাহার সফলতার কষ্টিপাথর ॥ ২১॥

ভরতবংশধর! ইহা শ্রোতার পূর্ব পুণ্যের লক্ষণ বলিয়া জানিবে, যাহার দ্বারা তাহার মনে হরিবংশ শ্রবণ করিবার বিচার উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২॥

মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণ, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের ভাব হরিবংশের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ॥ ২৩॥

মহারাজ! বাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসকলের নিন্দুক-গণকে এবং পাপীদিগকে কোনরূপেই হরিবংশের কথা শ্রবণ করাইবেন না ॥ ২৪॥

হরিবংশের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতা সন্তুষ্টচিত্তে জিতেন্দ্রিয়, যশস্বী, কান্তিমান্, পবিত্র, অক্ষরসমূহের স্পষ্ট উচ্চারণকারী এবং জন্ম, বিদ্যা ও সংস্কার—এই তিনেই শুদ্ধ, সদাচারপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং বাদ-বিবাদরহিত বাচককে সর্বতোভাবে পূজা করিবে ॥ ২৫-২৬

গ্রামং দদ্যাৎ সুবসিতং কুণ্ডলোষ্ণীষমালিকাম্
পাদুকোপানহৌ ছত্রং সবিতানং মসূরিকাম্ ॥ ২৭
এবং কৃত্বা তু বিধিবদ্ বাচকায় প্রদাপয়েৎ।
যানং বার্ষং হয়-গজৌ ক্ষৌমং মণিময়াসনম্ ॥২৮
পঞ্চ ভাণ্ডানি তাম্রস্য তাম্রসৈবাম্বুভাজনম্।
সকুটুম্বঞ্চ সস্ত্রীকং বাচকং পরয়া মুদা ॥ ২৯
বিভূষণৈরলঙ্কৃত্য পরিধাপ্য সুবাসসী।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ধ্যায়ন্ নমস্কুর্বীত ভাবতঃ ॥ ৩০
বাচকে পরিতুষ্টে তু তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্তব্যং হরিবংশফলেপ্সুভিঃ ॥ ৩১
প্রদেয়া গৌঃ শুভা চৈকা সবৎসা হেমপূরিতা।
পলেন চ পলার্ধেন তদর্ধং বাথ বা পুনঃ ॥ ৩২
তুষ্টে তু বাচকে রাজংস্তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৩৩
তুষ্টেষু সর্বদেবেষু কার্যং তু সফলং ভবেৎ।
হরিবংশে সমাপ্তে তু বাচকে পরিপূজিতে ॥ ৩৪
ঋণত্রয়েণ মুক্তাঃ স্যুস্তে নরা জনমেজয়
মোদন্তে পিতরস্তেষাং লোকান্ প্রাপ্যাক্ষয়ান্ নৃপ ॥৩৫
হরিবংশস্য প্রারম্ভে সমাপ্তৌ চৈব তৈঃ সহ
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিপাপ্মা জায়তে নরঃ ॥ ৩৬
এবং কৃতে বিধানে তু প্রজাং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
ধনমারোগ্যমায়ুষ্যং সৌভাগ্যং গুণগৌরবম্ ॥ ৩৭
প্রাপ্নোতি মনুজঃ সম্যঙ্নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদিকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

তাঁহাকে উত্তম জনবসতিপূর্ণ গ্রাম দান করিবে, কুণ্ডল, পাগড়ী ও মালা সমর্পণ করিবে, কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম), চর্ম্মপাদুকা (জুতা), ছত্র, বিতান (চাঁদোয়া) এবং মসূরিকা (মশারী)—এই সব বস্তু একত্রে করিয়া বিধি অনুসারে বাচককে প্রদান করিবে। এই সঙ্গে বৃষবাহিত যান (গরুর গাড়ী), অশ্ব, হস্তী, রেশমী বস্ত্র, মণিময় আসন, ও ত্রপুনির্ম্মিত জলপাত্রও প্রদান করিবে ॥ ২৭-২৮॥

পত্নী ও কুটুম্বসহ বাচককে অতিশয় আনন্দের সহিত আভূষণ-সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাদিগকে দুইটি সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিবে ॥ ২৯-৩০

বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে; অতএব হরিবংশের যথোক্ত ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের ধনব্যয়বিষয়ে কার্পণ্য করা উচিত নয় ॥ ৩১

এক পল, অর্দ্ধ পল বা চতুর্থাংশ পল সুবর্ণের সহিত সবৎসা একটি সুন্দর গাভীও বাচককে প্রদান করা কর্তব্য ॥ ৩২

রাজন্! যে কোনও উপায়ে একাগ্রচিত্তে বাচককে সন্তুষ্ট করিবে; কারণ, বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে যজমানের কার্য্য সফল হইয়া যায় ॥ ৩৩॥

জনমেজয়! হরিবংশ সমাপ্ত হইলে ও বাচক সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইলে পর মনুষ্যগণ ত্রিবিধ ঋণ (দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ) হইতে মুক্ত হইয়া যায়। নৃপ! তাহাদের পিতৃগণ অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া সেস্থানে আনন্দভোগ করেন ॥ ৩৪-৩৫

হরিবংশ আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিলে পর মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং নিজের সেই পিতৃগণের সহিত সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করে ॥ ৩৬

এইরূপ বিধি-বিধান পালন করিলে পর মানুষ উত্তম সন্তান প্রাপ্ত হয় এবং ধন, আরোগ্য, আয়ু, সৌভাগ্য ও গুণজনিত গৌরব সর্ব্বতোভাবে লাভ করে;—ইহাতে অন্যথা বিচার করা উচিত নয় ॥ ৩৭-৩৮

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণাদির বিধিকথননামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

। হরিবংশারম্ভাবষয়ে উত্তম-মাস-তিথি-নক্ষত্রাদীনাং নির্দেশঃ, ব্যাসপূজায়াঃ, কথাসমাপনাৎ পরং দেয়-দক্ষিণা-দানাদীনাঞ্চোল্লেখস্তথা শ্রবণস্য মাহাত্ম্যম্ ।

জনমেজয় উবাচ।

প্রারম্ভস্তু কথং কার্য্যঃ কথং পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ
কথং বিসর্জয়েদ্ ব্যাসং কথং সম্যক্ ফলং লভেৎ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতৎ সর্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মুনিসত্তম
শৃণু রাজন্ যথাবদ্ধ্যা সন্ততিং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২

বৈশাখে মাঘ উর্জে চ অন্যস্মিন্ শুভমাসকে।
শুক্লপক্ষে তিথৌ পূর্ণানন্দাভদ্রাজয়াসু চ ॥ ৩

বারে গুরৌ তথা শুক্রে চন্দ্রে চন্দ্রাত্মজে তথা।
নক্ষত্রে শ্রবণে হস্তে পুষ্যে মূলে পুনর্বসৌ ॥ ৪

বাসবে ত্বশ্বিনাংশৌ চ পৌষ্ণে চ হয়তারকে।
সৌভাগ্যাদিষু যোগেষু করণে বিষ্টিবর্জিতে ॥ ৫

শ্রোতুশ্চাথাপি বক্তুশ্চ চন্দ্রে চ বলশালিনি
পূর্বাহ্নে চাপি মধ্যাহ্নে প্রারম্ভঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৬

আদৌ লম্বোদরঃ পূজ্যঃ কলসস্তু ততঃ পরম্।
শ্রীখণ্ডাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমামোদলেপনৈঃ ॥ ৭

পঙ্কজৈশ্চম্পকৈরন্যৈর্জাতীপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
তুলসীবিল্বধাত্রীণাং পত্রৈরন্যৈর্নবাঙ্কুরৈঃ ॥ ৮

ধূপৈর্দীপৈশ্চ বিবিধৈর্নারিকেলফলাদিভিঃ
তাম্বূলৈর্মুখবাসৈশ্চাখণ্ডিতৈঃ শুক্লতণ্ডুলৈঃ ॥ ৯

চামরৈর্ব্যজনৈশ্চৈব ঘণ্টাবাদ্যাদিভিস্তথা।
প্রত্যহং পূজয়েদ্ দেবং যাবদ্ গ্রন্থঃ সমাপ্যতে ॥ ১০

লগ্নাদিদোষরহিতে বারে চ শুভসংজ্ঞকে।
সমর্পয়েৎ পুরাণং তু ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১১

প্রারম্ভে চ যথা পূজা তথা কার্য্যা বিসর্জনে।
চন্দনাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমৈর্গন্ধকাদিভিঃ ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[হরিবংশ আরম্ভ করিবার বিষয়ে উত্তম মাস, তিথি ও নক্ষত্রাদির নির্দেশ, দেবপূজা, ব্যাসপূজা এবং কথা-সমাপ্তির পর দেয় দক্ষিণা ও দানাদির উল্লেখ এবং শ্রবণের মাহাত্ম্য।]

জনমেজয় বলিলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ! হরিবংশের আরম্ভ কিভাবে করিতে হয়? ইহার পূজার বিধান কিরূপ কথিত আছে? ব্যাসদেবের বিসর্জন কিভাবে করণীয়? এবং কি প্রকারে উত্তম ফল লাভ করা সম্ভব? এই সব আপনি সবিস্তরে বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যেভাবে কথা শ্রবণ করিলে পর বন্ধ্যা স্ত্রী নিশ্চয়ই সন্তান লাভ করিয়া থাকে, সেই বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর—বৈশাখ, মাঘ, কার্তিক কিংবা অন্য কোনও শুভ মাসে, শুক্ল পক্ষে, পূর্ণা (৫, ১০, ১৫), নন্দা (১, ৬, ১১), ভদ্রা (২, ৭, ১২) এবং জয়া (৩, ৮, ১৩) তিথিতে, বৃহস্পতি, শুক্র, সোম ও বুধবারে, শ্রবণ, হস্ত, পুষ্য, মূল, পুনর্বসু, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্রে, সৌভাগ্যাদি শুভ যোগসমূহে এবং বিষ্টিরহিত করণসমূহে, বক্তা ও শ্রোতার চন্দ্র যখন বলিষ্ঠ হইবে, সেই সময় পূর্বাহ্ণ অথবা মধ্যাহ্নকালে বিদ্বান্ পুরুষ হরিবংশের কথা আরম্ভ করিবেন। ২-৬

প্রথমে গণেশের পূজা করা কর্তব্য। তাহার পর কলসের (ঘটের) পূজা করিতে হয়। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, গন্ধ, অনুলেপন, পদ্ম, চম্পা, সুগন্ধিত জাতিপুষ্প (চামেলী), তুলসী দল, বিল্বপত্র, আমলকীপত্র, দূর্বাদির নূতন অঙ্কুর, ধূপ, দীপ, নারিকেলাদি বিবিধ ফলের নৈবেদ্য, মুখ বাসিতকারী তাম্বুল, অখণ্ড শ্বেত তণ্ডুল, চামর, ব্যজন এবং ঘণ্টাবাদ্যাদি উপকরণ-সমূহের দ্বারা শ্রোতা প্রতিদিন ততকাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া যাইবে, যতকাল না হরিবংশ গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। ৭-১০

লগ্নাদি দোষরহিত • শুভ দিনে হরিবংশ পুরাণ বক্তার হস্তে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর প্রারম্ভিক পূজা আরম্ভ করিবে। ১১

কথার আরম্ভে যেরূপ পূজা করা হয়, সেইরূপ পূজা বিসর্জনেও করিতে হয়। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও গন্ধাদির দ্বারা পূজা করিবে। ১২

• সূর্য্য, পূর্ণচন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি ও রাহুগ্রহ ক্রমশঃ নিজের আশ্রিত নক্ষত্রে অগ্রে এবং পশ্চাতে ১১, ২২, ৩, ৭, ৬, ৮ ও নবমে দৈনিক নক্ষত্রকে লগ্নায় (পাদস্পর্শে) দূষিত করে, সেইজন্য ইহাকে লগ্নাদোষ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সূর্য্য নিজের অগ্রে ও পূর্ণচন্দ্র পশ্চাতে, এইরূপ মঙ্গল অগ্রে ও বুধ পশ্চাতে, গুরু অগ্রে ও শুক্র পশ্চাতে, শনি অগ্রে ও রাহু পশ্চাতে স্থিত নক্ষত্রসকলকে দূষিত করে।

গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ রাজন্ কার্য্যো মহোৎসবঃ।
ততঃ পুরাণপূজায়াং যথা দানং তথা শৃণু ॥ ১৩
অষ্টাদশশতং দানং পুরাণায় সমর্পয়েৎ।
অভাবে দ্বাদশশতং পূজা বৈ জনমেজয় ॥ ১৪
তদভাবেঽপি রাজেন্দ্র ষট্‌শতং পরিকীর্ত্তিতম্।
উত্তমং মধ্যমং দানমধমঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫
সপত্নীকং ততো ব্যাসং দুকূলৈরংশুকৈর্নবৈঃ।
পূজয়েৎ সর্বভাবেন স সম্যক্ ফলমশ্নুতে ॥ ১৬
পরিধেয়ানি দেয়ানি কুণ্ডলানি শুভানি চ
মুকুটাদ্যৈরলঙ্কৃত্য কেয়ূরাঙ্গদভূষণৈঃ ॥ ১৭
গাবস্তু কপিলা দেয়াঃ সবৎসা গর্ভসংযুতাঃ।
যানমশ্বাদিকং রাজন্ দাসীদাসান্ সমর্পয়েৎ ॥ ১৮
আসনং পুরুষব্যাঘ্র ধূপ-দীপাদি ভাজনম্।
শয্যা তূলাদিকং সর্বং সোপধানং সলড্‌ডুকম্ ॥ ১৯
স্থালী পীঠাদিকং রাজন্জলপাত্রং তথৈব চ।
অন্নঞ্চ বহু দাতব্যং লবণং ঘৃতমেজয় ॥ ২০
ঘৃততৈলাদিকং রাজন্ যাবদ্ বর্ষং সমাপ্যতে।
এতৎ সর্বং দ্বিজেন্দ্রায় ব্যাসাসনগতায় চ ॥ ২১
মনোঽভীষ্টং বরং লব্ধ্বা ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণাম্।
পারণান্তে তু রাজেন্দ্র দ্বিজেন্দ্রং রুদ্রজাপিনম্ ॥ ২২
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য মুদ্রিকাভিস্তথৈব চ।
নবীনং কম্বলং শুভ্রং তাম্রপাত্রং তথৈব চ ॥২৩
দ্বিজং দ্বিজং সমুদ্দিশ্য দাতব্যা দক্ষিণা বহু।
ততোঽভিষেকসংযুক্তং গুরুং চৈব পুরোধসম্ ॥২৪
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
ততোঽন্যান্ ব্রাহ্মণান্ সর্বান্ দক্ষিণাভিঃ সমর্চয়েৎ ॥২৫
হবনঞ্চ তথা রাজন্ কর্তব্যং কর্মশান্তয়ে।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াদ্ দশাংশেনৈব বা পুনঃ ॥ ২৬
পায়সং মধু সর্পিশ্চ তিলাজ্যাদিকসংযুতম্।
অথবা হবনং কুর্য্যাদ্ গায়ত্র্যা সুসমাহিতঃ ॥২৭

রাজন্! তারপর গীতবাদ্য ও নৃত্যের দ্বারা মহোৎসব পালন করিবে। তদনন্তর পুরাণ-পূজায় যেরূপ দান করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৩

জনমেজয়! পুরাণের জন্য আঠার শত রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণা সমর্পণ করিবে। তাহার অভাবে বার শত রৌপ্য মুদ্রা দিয়া পূজা করিবে। রাজেন্দ্র! তাহাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ন্যূনপক্ষে ছয় শত রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণা দেয় বলিয়া কথিত আছে। ইহা ক্রমশঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর দান বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪-১৫

তাহার পর নূতন বস্ত্রসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পত্নীসহ ব্যাসদেবের পূজা করিবে। এরূপ করিলে যজমান সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬

বাচককে কেয়ূর ও অঙ্গদাদি ভূষণসমূহে এবং মুকুটাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার পরিধানযোগ্য সুন্দর কুণ্ডলও প্রদান করিবে ॥ ১৭

বৎস-সহ ও গর্ভবতী কপিলা গাভীসকল দান করিতে হয়। রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যজমান বাচককে অশ্বাদি বাহন ও বহু দাস-দাসীও সমর্পণ করিবে। আসন, ধূপ, দীপাদি বস্তুসমূহ, পাত্র, শয্যা, তূলাদি, উপধান (বালিশ), লড্‌ডুক, স্থালী, পীঠাদি, জলপাত্র, বহুবিধ অন্ন, লবণ, ঘৃত, তৈলাদি-সামগ্রীও এক বৎসর পর্য্যন্ত বার-সাপেক্ষরূপে বাচককে প্রদান করিবে। এই সমস্ত বস্তুই ব্যাসাসনে বিরাজমান বক্তাকে উপহাররূপে সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ১৮-২১

তারপর বাচকের নিকট হইতে মনোবাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইয়া যজমান তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। রাজেন্দ্র! পারণ পূর্ণ হইলে পর রুদ্রমন্ত্র জপকারী দ্বিজরাজকে বস্ত্রাদি ও মুদ্রিকাসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে নূতন কম্বল এবং সুন্দর তাম্রপাত্র প্রদান করিবে ॥ ২২-২৩

প্রত্যেক দ্বিজের উদ্দেশ্যে বহু দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর অভিষেকযুক্ত গুরু ও পুরোহিতকে বস্ত্রাদিতে বিভূষিত করিয়া দক্ষিণাসমূহে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২৪;

তারপর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও বহু দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদের অর্চনা করিবে। রাজন্! কর্ম্মের শান্তির জন্য হোমও করিতে হইবে। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের দ্বারা পায়স, মধু, ঘৃত, তিল ও অন্নাদিযুক্ত হবনসামগ্রী আহুতিদান করিবে, অথবা গ্রন্থে যত শ্লোক আছে, তাহার দশমাংশের (দশভাগের একভাগের) দ্বারা হোম করিবে ॥ ২৫-২৬;

অথবা একাগ্রচিত্ত হইয়া গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে; কারণ, তত্ত্বতঃ এই উৎকৃষ্ট পুরাণই হইল গায়ত্রী-মন্ত্রস্বরূপ ॥ ২৭;

যদি হোম করাইবার শক্তি না থাকে, তবে বিদ্বান্ পুরুষ

তন্ময়ত্বাৎ পুরাণস্য পরমস্যাস্য তত্ত্বতঃ
হোমাশক্তৌ বুধো হোমং দদ্যাৎ তৎফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৮
নানাচ্ছিদ্রনিরোধার্থং ন্যূনতাধিকতাথয়োঃ।
দোষয়োঃ প্রশমার্থঞ্চ পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ২৯
তেন স্যাৎ সফলং সর্বং নান্ত্যস্মাদধিকং যতঃ।
ভোজয়েন্মিথুনান্যেব চতুর্বিংশতিমাদরাৎ ॥ ৩০
ততো গন্ধৈশ্চ মাল্যৈশ্চ স্বলঙ্কৃত্য দ্বিজোত্তমান্।
তোষয়েদ্ দক্ষিণাহেমৈর্বাস্ত্রৈ রত্নাদিভিস্তথা ॥ ৩১
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু যথাবৎ সময়া চ তান্।
বাচকং ভরতশ্রেষ্ঠ ভোজয়িত্বা স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ৩২
সপত্নীকঞ্চ সন্তোষ্য বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
ব্রাহ্মণেষু প্রসন্নেষু প্রসন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥ ৩৩
বাচকে পরিতুষ্টে তু শুভা প্রীতিরনুত্তমা।
দদ্যাৎ সুবর্ণং ধেনুঞ্চ ব্রতপূর্ণত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪
শক্তৌ পলত্রয়মিতং স্বর্ণসিংহং বিধায় চ।
তত্রাস্য পুস্তকং স্থাপ্য লিখিতং ললিতাক্ষরম্ ॥ ৩৫
সম্পূজ্যাবাহনাদ্যৈশ্চ উপচারৈঃ সদক্ষিণৈঃ
বস্ত্রভূষণগন্ধাদ্যৈঃ পূজিতায় মহাত্মনে ॥ ৩
আচার্য্যায় সুধীর্দদ্যা মুক্তঃ স্যাদ্ ভববন্ধনৈঃ
এবং কৃতে বিধানে চ সর্বপাপনিবারণে ॥ ৩৭
ফলদং স্যাৎ পুরাণং তু সর্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
অনেন বিধিনা রাজন্ যঃ পুরাণং সমাপয়েৎ ॥ ৩৮
তস্য স্ত্রী লভতে গর্ভং মাসেনৈকেন ভারত
অনেন বিধিনা রাজন্ ব্যাসং যস্তু সমর্চয়েৎ ॥ ৩৯
পূজয়েৎ দানমানাভ্যাং তস্য স্ত্রী গর্ভিণী ভবেৎ।
ঘৃতময়ী বিবিধং প্রোক্তং ভক্তিপূজাদিকং পুনঃ ॥ ৪০
তৎ কৃত্বা লভতে নারী পুত্রং ভাস্করতেজসম্।
তথা বন্ধ্যা লভেদ্ গর্ভং ব্যাসস্য বচনং যথা ॥ ৪১
বিপ্রস্বত্বাপহারী চ সোঽনপত্যঃ প্রজায়তে
তেন কায়বিশুদ্ধ্যর্থং মহারুদ্রজপাদিকম্ ॥ ৪২

তাহার ফল লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে কিছু সুবর্ণ দান করিবে। কর্মে যে সব নানাবিধ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে বা বিধি-পালনে যে ন্যূনতা অথবা অধিকতা হইয়াছে, সেই সব দোষের শান্তির জন্য বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিবে ॥ ২৮-২৯

ইহার দ্বারা সমস্ত কর্মই সফল হইয়া যায়; কারণ, ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সাধন নাই। হোমের পর চব্বিশ জন সপত্নীক ব্রাহ্মণকে (পত্নীসহ ব্রাহ্মণগণকে) সমাদরের সহিত ভোজন করাইবে ॥ ৩০

তাহার পর সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ ও মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া সুবর্ণময়ী দক্ষিণা, বাস্ত্র ও রত্নাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে ভোজন করিলে পর তাঁহাদের নিকটে সপত্নীক বাচককেও সর্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন করাইবে এবং বস্ত্র ও আভরণসমূহের দ্বারা সন্তুষ্ট করত প্রণাম করিবে। ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইলে পর যজমানের উপর সমস্ত দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া যান ॥ ৩২-৩৩

বাচক সন্তুষ্ট হইলে পর শ্রোতার শুভ ও সর্বোত্তম প্রীতিলাভ হয়। ব্রতের পূর্তির জন্য যজমান দুগ্ধবতী গাভী ও সুবর্ণ দান করিবে ॥ ৩৪

যদি শক্তি থাকে, তবে তিনপল স্বর্ণের দ্বারা এক সিংহাসন নির্মাণ করাইয়া তাহার উপর সুন্দর অক্ষরসমূহে লিখিত হরিবংশ পুস্তক রাখিয়া আহ্বানাদি দক্ষিণাসহ উপচারসমূহের দ্বারা তাঁহার পূজা করত বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধাদির দ্বারা পূজিত মহাত্মা আচার্যকে সেই পুস্তক প্রদান করিবে। এইভাবে দান করিয়া উত্তম বুদ্ধিযুক্ত বিদ্বান্ শ্রোতা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৩৫-৩৬

নবাহ-যজ্ঞের এই বিধান সমস্ত পাপসমূহ নিবারণ করে। ইহার এইভাবে যথাযথরূপে পালন করিলে পর হরিবংশ পুরাণ মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন এবং সমস্ত কামনা ও পুরুষার্থ-সমূহের সাধক হন ॥ ৩৭

রাজন্! ভরতবংশধর জনমেজয়! যে ব্যক্তি এই বিধি অনুসারে এই পুরাণ সমাপ্ত করে, তাহার পত্নী এক মাসের মধ্যে গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৮

রাজন্! যে ব্যক্তি এই বিধি অনুসারে ব্যাসদেবের পূজা করে এবং দান-মানের দ্বারা তাঁহার সংকার করে, তাহার স্ত্রী অবশ্যই গর্ভবতী হয় ॥ ৩৯

আমি যে নানাপ্রকারের ভজন-পূজনাদি বলিলাম, তাহা করিয়া নারী ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে সূর্যতুল্য তেজস্বী পুত্রলাভ করে এবং বন্ধ্যা নারীও অবশ্যই গর্ভ ধারণ করে ॥ ৪০-৪১

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের রত্ন অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি সন্তানহীন হইয়া যায়। তাহার শরীরের শুদ্ধির জন্য মহারুদ্র মন্ত্রজপাদির বিধান আছে ॥ ৪২

অথ পারীক্ষিতো রাজা শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা
ভারতঃ সত্যযুক্তেন চৈকাগ্রমনসা তথা ॥ ৪৩
শ্রুত্বান্তে নিশ্চয়ং কৃত্বা দম্ভশাঠ্যবিবর্জিতঃ
শ্রুত্বেমং হরিবংশং বৈ ব্যাসং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৪৪
দানঞ্চ বহুলং কৃত্বা ব্যাসাশীর্গৃহ্য ভারত।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা রমতে রমণীযুতঃ ॥ ৪৫
প্রাগ্জন্মজনিতে পাপে ক্ষীণে বৈ জনমেজয়।
ঋতাবাদ্যে তু সংধত্তে গর্ভং তস্য কুলাঙ্গনা ॥ ৪৬
দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা চতুর্থে মাসি বৈ পুনঃ।
পঞ্চমে বাপি ষষ্ঠে বা সপ্তমে অষ্টমেঽপি বা ॥ ৪৭
নবমে দশমে মাসি দোহদং নিশ্চয়ং ভবেৎ।
ব্যাসেনোক্তমিদং পুণ্যং বন্ধ্যাগর্ভস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৮
পিতৃন্ দুদ্ধরতে সর্বান্ দশ পূর্বান্ দশাপরান্।
হরিবংশং নরঃ শ্রুত্বা সেতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৪৯

ইদং ময়া তবাগ্রে চ সর্বং প্রোক্তং নরর্ষভ
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫০
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি হ্যধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।
নরমেধাশ্বমেধাভ্যাং যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ৫১
তৎ ফলং লভ্যতে সর্বং পুরাণশ্রবণাদ্ধরেঃ
ব্রহ্মহা ভ্রূণহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
সকৃৎ পুরাণশ্রবণাৎ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ৫২
ইদং ময়া তে পরিকীর্তিতং মহ-
চ্ছ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যমপারমদ্ভুতম্।
শৃণন্ পঠন্নাপ্ত সমাপ্নুয়াৎ ফলং
যচ্চাপি লোকেষু সুদুর্লভং মহৎ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণবিধৌ দানবিধান-কথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

(সূত বলিলেন,—শৌনক!) তদনন্তর ভরতবংশীয় রাজা জনমেজয় ভক্তিভাবে ও সত্যযুক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ একাগ্রচিত্তে হরিবংশের কথা শ্রবণ করিয়া শেষে দৃঢ় নিশ্চয় করত দম্ভ ও শঠতা (কার্পণ্য) ত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে ব্যাসের (বক্তার) পূজা করিলেন। তারপর বহু পরিমাণ দান করিয়া ব্যাসের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত প্রসন্নবদন হইয়া নিজের পত্নীর সহিত সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩-৪৫

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—) জনমেজয়! হরিবংশের কথা শ্রবণে পূর্ব্বজন্মের পাপ নষ্ট হইয়া যাইলে পর যজমানের কুলবতী স্ত্রী প্রথম ঋতুতেই গর্ভ ধারণ করে ॥ ৪৬

অথবা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম মাসে তাহার নিশ্চয় গর্ভ লাভ হইবে। বন্ধ্যার গর্ভ-ধারণের এই পবিত্র লক্ষণ স্বয়ং ব্যাসদেব বলিয়াছেন ॥ ৪৭-৪৮

ইতিহাসসহ এই পুরাতন হরিবংশ শ্রবণ করিয়া মানুষ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণকে এবং দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অধস্তন সন্তানগণকে উদ্ধার করে ॥ ৪৯

নরশ্রেষ্ঠ! এই সব মাহাত্ম্য আমি তোমার সম্মুখে বলিলাম, যাহার শ্রবণমাত্রেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৫০

ইহার দ্বারা পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র ও ধনহীন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হয়। নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা মনুষ্যগণের যে ফল লাভ হয়, সেই সম্পূর্ণ ফল শ্রীহরির হরিবংশ-পুরাণ শ্রবণ করিলেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১½

ব্রহ্মহত্যাকারী, গর্ভঘাতী, গোহত্যাকারী, সুরাপায়ী ও গুরুপত্নীগামী মানুষও একবার মাত্র এই পুরাণ শ্রবণ করিলে পবিত্র হইয়া যায়; ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৫২

জনমেজয়! এই আমি তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অপার, অদ্ভুত ও মহান্ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। ইহার শ্রবণ ও পাঠকারী মানুষ তিন লোকে যাহা অত্যন্ত দুর্লভ, সেই মহৎ ফলও সত্বর লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৩

শ্রীপদ্মপুরাণে হরিবংশমাহাত্ম্যে শ্রবণের বিধিপ্রসঙ্গে দান-বিধি-কথননামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিত

হরিবংশ-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

(সবিধি হরিবংশমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ॥

সন্তানগোপালমন্ত্র-বিধিঃ (১)

শ্রীগণেশায় নমঃ। এখন সন্তানগোপাল মন্ত্রের অনুষ্ঠানের বিধি প্রদর্শিত হইতেছে। নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিয়া বিনিয়োগ করিতে হয়—

অস্য শ্রীসন্তানগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, ক্লীং বীজম্‌, নমঃ শক্তিঃ, পুত্রার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গন্যাস—

'দেবকীসুত গোবিন্দ' হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনী অঙ্গুলীর দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে।)। 'বাসুদেব জগৎপতে' শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মস্তক স্পর্শ করিবে।) 'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ' শিখায়ৈ বষট্ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। 'ত্বামহং শরণং গতঃ' কবচায় হুম্‌ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা বাম বাহু এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে।) 'ওঁ নমঃ' অস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তকে মস্তকের উপর বাম ভাগ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ ভাগে লইয়া আসিবে এবং তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের তলে বাদ্য করিবে)।

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যান করিবে যথা—

বৈকুণ্ঠাদাগতং কৃষ্ণং রথস্থং করুণানিধিম্‌।
কিরীটি-সারথিং পুত্রমানয়ন্তং পরাৎপরম্‌ ॥ ১
আদায় তং জলস্থঞ্চ গুরবে বৈদিকায় চ।
অর্পয়ন্তং মহাভাগং ধ্যায়েৎ পুত্রার্থমচ্যুতম্‌ ॥ ২

ব্যাখ্যা—পার্থসারথি অচ্যুত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ করুণার সাগর। তিনি জলে নিমগ্ন গুরুপুত্রকে লইয়া আসিতেছেন। তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে এখনই উপস্থিত হইয়াছেন এবং রথে বিরাজমান আছেন। তিনি নিজের বৈদিক গুরু সান্দীপনি মুনিকে তাঁহার পুত্রকে অর্পণ করিতেছেন—সাধক পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এইরূপে মহাভাগ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবেন।]

মূল মন্ত্র—

"ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লৌং দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে। দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ"—এই সম্পূর্ণ মন্ত্র। ইহা তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে।

মন্ত্রের ভাবার্থ যথা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যশালী, শক্তিশালী, কামনাপূরক, সৌম্যস্বরূপ, দেবকীনন্দন! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন।

সন্তানগোপালমন্ত্রবিধিঃ (২)

বিনিয়োগ—

অস্য শ্রীসন্তানগোপালমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, ক্লীং বীজম্‌, নমঃ শক্তিঃ, পুত্রার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গন্যাস—

ক্লৌং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, শ্রীং কবচায় হুম্‌, ওঁ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান—

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরান সূতিকাগৃহে।
অঙ্কে শয়ানং দেবক্যাঃ কৃষ্ণং বন্দে বিমুক্তয়ে॥

ব্যাখ্যা—যিনি সূতিকাগৃহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া মাতা দেবকীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে আমি (সন্তান ও মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বন্দনা করিতেছি।

মূলমন্ত্র—

'ওঁ নমো ভগবতে জগদাত্মসুতায় নমঃ' (সম্পূর্ণ জগৎ যাঁহার নিজের সন্তান, সেই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।)

এই মন্ত্রও তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে।

সনৎকুমারপ্রোক্ত সন্তানগোপাল মন্ত্র (৩)।

বিনিয়োগ—

ওঁ অস্য শ্রীসন্তানগোপালমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণো দেবতা, ক্লৌং বীজম্‌, নমঃ শক্তিঃ, পুত্রার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গন্যাস—

এই মন্ত্রের অঙ্গন্যাস দ্বিতীয়-মন্ত্রে প্রদর্শিত অঙ্গন্যাসের ন্যায় হইবে। অথবা নিম্নলিখিত ভাবে অঙ্গন্যাস করিবে—

'দেবকীসুত গোবিন্দ' হৃদয়ায় নমঃ, 'বাসুদেব জগৎপতে' শিরসে স্বাহা, 'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ' শিখায়ৈ বষট্, 'ত্বামহং শরণং গতঃ' কবচায় হুম্‌, 'দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে। দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ'। অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান—

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারয়ন্তং জনার্দনম্।
অন্তে শয়ানং দেবক্যাঃ সূতিকামন্দিরে শুভে॥
এবং রূপং সদা কৃষ্ণং সুতার্থং ভাবয়েৎ সুধীঃ॥

উত্তম বুদ্ধিযুক্ত সাধক পুত্রপ্রাপ্তির জন্য সদা এরূপ রূপবিশিষ্ট জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবেন, যিনি মঙ্গলময় সূতিকাগৃহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া দেবকীর অঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

মন্ত্র—

ওঁ দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ॥

এই মন্ত্রও তিন লক্ষ জপ করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পূজাদির বিধান যেরূপ সনৎকুমার বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—বৈষ্ণবপীঠে দেবগণের আবাহন করিয়া তাঁহাদের পূজা করিবে। পীঠের প্রথম আবৃত্তিতে (আবরণে) ছয় কোণের মধ্যে আগ্নেয়-কোণে 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' নৈর্ঋত-কোণে 'ওঁ শিরসে স্বাহা' বায়ব্য-কোণে 'ওঁ শিখায়ৈ বষট্' ঈশান কোণে 'ওঁ কবচায় হুম্' অগ্রভাগে 'ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' এবং পূর্ব্বাদি চারদিকে 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ হৃদয়াদি অঙ্গ-সমূহের পূজা করিবে। দ্বিতীয় আবরণে—পীঠের পূর্ব্বাদি অষ্ট দিক্‌সমূহে ক্রমশঃ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশানের পূজা করিবে। পীঠের তৃতীয় আবরণে এই সব দিকেই (পূর্ব্বাদি ক্রমে) বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও শূলের পূজা করিবে।

শুক্লপক্ষের দশমী তিথির অর্দ্ধরাত্রির সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। পূজার জন্য বস্তিক রচনা করিয়া তাহার উপর ঘৃতপূর্ণ সরা বা কোশা স্থাপিত করিবে। তারপর উহাতে তুলার বাতি রাখিয়া উত্তম দীপ প্রজ্বলিত করিবে। তদনন্তর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া উহাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। তারপর দুইটি জলপূর্ণ ঘট বিধি অনুসারে স্থাপিত করিয়া বিশেষ উপচারসমূহে (ষোড়শোপচারে) করিবে। অনন্তর এই দুই ঘটে ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান করত পুনরায় যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। তারপর সেই দুই ঘট স্পর্শ করিয়া অনন্যভাবে এক হাজার আট অথবা এক শত আটবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র,—

ওঁ দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ॥

জপ করিবে। ইহার পর দ্বাদশী তিথিতে গোবিন্দের বিধি অনুসারে পূজা করিয়া অগ্রহায়ণমাসোৎপন্ন তণ্ডুলের দ্বারা দিষ্ট পায়স, গব্যঘৃত ও গুড়যুক্ত পকান্নের ভোগ অর্পণ করিবে। এই সবের সহিত সাময়িক ফলসমূহের নৈবেদ্যও প্রদান করিবে। ইহার অতিরিক্ত ডাল, অন্ন, স্বাদিষ্ট সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জন, কপিলা গাভীর দুগ্ধের দধি ও ঘৃতও প্রদান করিবে। এই সমস্ত ভোজ্য পদার্থ স্বর্ণের পাত্রে রাখিয়া ইহাদের পাত্রযুত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে সেই সব নিবেদন করিবে। এই সঙ্গে শীতল ও কর্পূরাদি সুবাসিত জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া উহা শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিবে।

ইহার পর নিজের আর্থিক সামর্থ্যানুসারে শুদ্ধ বুদ্ধিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া নিজের সমস্ত কামনাপূর্ত্তির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তারপর সংস্কারযুক্ত অগ্নিতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আহ্বান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। অনন্তর ১০৮ বার বা ১৮ বার হবিষ্য (ঘৃতাপ্লুত পায়স) আহুতি দিয়া শেষ হবিষ্য একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার পর ঘৃতের ৮০০ শত আহুতি দিবে। হুতশেষ ঘৃত পূর্ব্বে স্থাপিত দুইটি ঘটে ঢালিয়া ইহাদের ঘৃতমিশ্রিত জলের দ্বারা দম্পতীকে (যজমান ও যজমান-পত্নীকে) অভিষিক্ত করিবে। তদনন্তর জলময় শ্রীহরির ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই ঘটদ্বয়ের জলের দ্বারা দম্পতীকে অভিষিক্ত করত এক শত আটবার পূর্ব্বোক্ত 'ওঁ দেবকীসুত গোবিন্দ'...এই মন্ত্র জপ করিবার পর পূর্ব্ব-রক্ষিত হবিষ্য যজমান-পত্নীর হস্তে দিবে।

তারপর যজমানপত্নী সেই হবিষ্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে এক সুখপ্রদ আসনে পূর্ব্বমুখে বসিবে এবং সেই হবিষ্য ভক্ষণ করিবে। ভক্ষণ করিবার সময় এই ভাবনা করিবে যে, এই হবিষ্যের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমার উদরে আসিয়া বিরাজমান হইয়াছেন। তারপর যখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে ভোজন সমাপন করিবেন, তখন যজমান পান ও মোদকাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিবেন। তারপর যজমান শ্রীবিষ্ণুর চিন্তা করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণগণের চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবে। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ যজমান-দম্পতীকে এই কথা বলিবেন যে, তোমাদের অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধ হউক। তখন সেই নিষ্পাপ দম্পতী এই ভাবনা করিবে যে, আমাদের মনোরথ সফল হইয়া গিয়াছে। তারপর অত্যন্ত প্রসন্নমনে নিজেরাও ভোজন করিবে।

যে ব্রাহ্মণ এইভাবে ধনব্যয়ে কার্পণ্য না করিয়া শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এইরূপে পূজাদি করিবেন, তিনি সত্বর তেজস্বী ও দীর্ঘায়ু পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার পুত্রও বংশপরম্পরাপ্রবর্ত্তক, বিষ্ণুভক্ত ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হয়।

যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ দরিদ্র হওয়ায় এরূপ করিতে পারিবেন না,

তিনি যদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র বিধি অনুসারে জপ এবং তর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনিও পুত্রলাভ করিবেন।

মন্ত্রসারোক্ত সন্তানকর যন্ত্র

প্রথমে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার কর্ণিকায় 'ক্লীং' এই কামবীজ লিখিবে। তারপর সেই স্থানেই যজমান পতি-পত্নীর—নাম ও তাহাদের কামনা লিখিবে। যথা—"অমুকস্য ধর্ম্মপত্ন্যাঃ অমুকদেব্যাঃ পুত্রং কুরু কুরু"। তারপর অষ্টদলের নিম্নভাগসমূহে দুইটি দুইটি করিয়া অকারাদি ষোড়শ স্বর অঙ্কিত করিবে এবং ইহাদের উপরিভাগে সন্তানগোপাল-মন্ত্রের চারিটি করিয়া অক্ষর লিখিবে। অনন্তর দুই দলের বাহ্যভাগে একটি গোলাকার রেখা টানিয়া উহাকে ককারাদি বর্ণসমূহে আবেষ্টিত করিবে। তারপর এই বৃত্তের বহির্ভাগে চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবে। কোনও পাত্রে মাখম রাখিয়া তাহার উপর এই যন্ত্র অঙ্কিত করিবে অথবা সূক্ষ্ম বর্ণাদির পাত্রের উপর এই যন্ত্র লিখিবে। যন্ত্রের দ্বারা অঙ্কিত মাখমকে নারী ভক্ষণ করিবে এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্রে অঙ্কিত যন্ত্রকে নারী ধারণ করিবে। ইহাতে সেই নারী পুত্র জন্মদান করিয়া থাকে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে কথিত বাক্যানুসারে এই সন্তান-গোপাল-মন্ত্রের অনুষ্ঠান বিধি এস্থলে প্রদত্ত হইল।

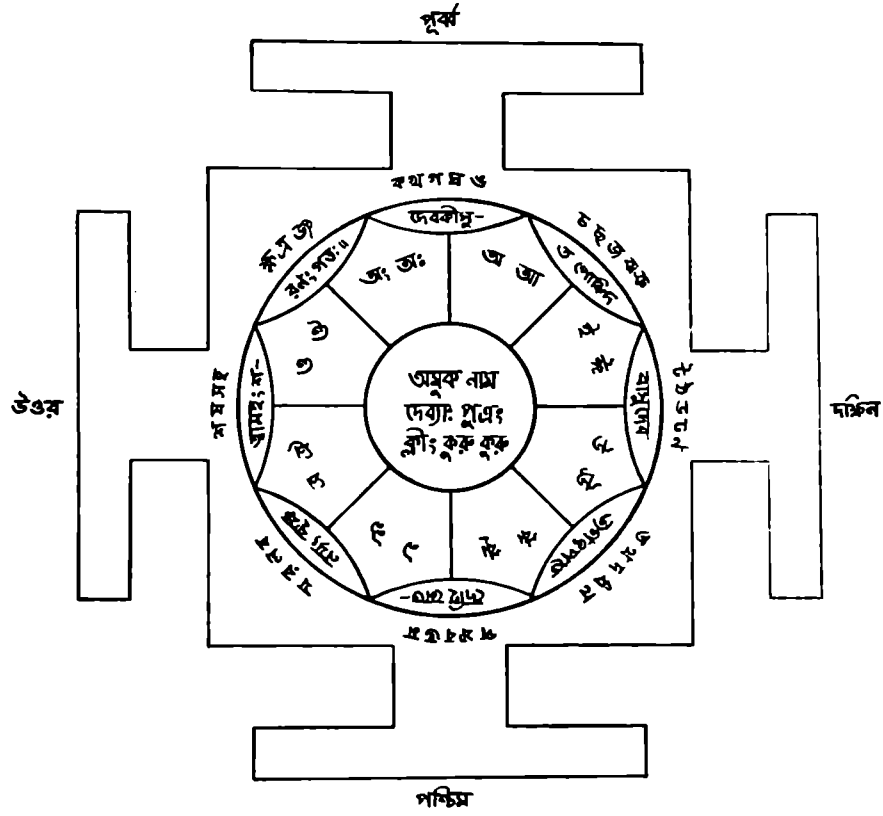

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

সন্তানগোপাল-স্তোত্রম।

শ্রীশং কমলপত্রাক্ষং দেবকীনন্দনং হরিম্।
সুতসম্প্রাপ্তয়ে কৃষ্ণং নমামি মধুসূদনম্ ॥ ১

নমাম্যহং বাসুদেবং সুতসম্প্রাপ্তয়ে হরিম্
যশোদাঙ্কগতং বালং গোপালং নন্দনন্দনম্ ॥ ২

অস্মাকং পুত্রলাভায় গোবিন্দং মুনিবন্দিতম্
নমাম্যহং বাসুদেবং দেবকীনন্দনং সদা ॥ ৩

গোপালং ডিম্ভকং বন্দে কমলাপতিমচ্যুতম্।
পুত্রসম্প্রাপ্তয়ে কৃষ্ণং নমামি যদুপুঙ্গবম্ ॥ ৪

পুত্রকামেষ্টিফলদং কঞ্জাক্ষং কমলাপতিম্।
দেবকীনন্দনং বন্দে সুতসম্প্রাপ্তয়ে মম ॥ ৫

পদ্মাপতে পদ্মনেত্র পদ্মনাভ জনার্দন
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৬

যশোদাঙ্কগতং বালং গোবিন্দং মুনিবন্দিতম্।
অস্মাকং পুত্রলাভায় নমামি শ্রীশমচ্যুতম্ ॥ ৭

শ্রীপতে দেবদেবেশ দীনার্তিহরণাচ্যুত।
গোবিন্দ মে সুতং দেহি নমামি ত্বাং জনার্দন ॥ ৮

ভক্তকামদ গোবিন্দ ভক্তং রক্ষ শুভপ্রদ
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ॥ ৯

রুক্মিণীনাথ সর্বেশ দেহি মে তনয়ং সদা।
ভক্তকল্পদ্রুপদ্মাক্ষ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১০

দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১১

বাসুদেব জগদ্বন্দ্য শ্রীপতে পুরুষোত্তম।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১২

কঞ্জাক্ষ কমলানাথ পরকারুণিকোত্তম।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩

আমি পুত্র প্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীপতি, পদ্মপত্রতুল্য আয়ত নয়ন-শোভিত, সর্ব্বপাপহারী, মধুসূদন ও দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ১

আমি পুত্রলাভের জন্য সেই বাসুদেব শ্রীহরিকে প্রণাম করি, যিনি যশোদা মাতার ক্রোড়ে বালগোপালরূপে বিরাজমান আছেন ও নন্দকে আনন্দ দান করিতেছেন। ২

আমাদের পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে আমি মুনিগণবন্দিত এবং বসুদেব ও দেবকীদেবীর নন্দন গোবিন্দকে সতত প্রণাম করি। ৩

আমি পুত্রপ্রাপ্তির কামনায় সেই যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি, যিনি সাক্ষাৎ কমলাপতি অচ্যুত (বিষ্ণু) হইয়াও গোপবালকরূপে গোগণকে রক্ষা করিতেছেন। ৪

আমার পুত্র লাভ হউক, ইহার জন্য আমি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের ফলদাতা কমললোচন লক্ষ্মীপতি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা (অবনত মস্তকে প্রণাম) করি। ৫

পদ্মাপতে (পদ্মা—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি)! কমলনয়ন! পদ্মনাভ (যাঁহার নাভি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান পদ্ম প্রকটিত হইয়াছিল, সেই একার্ণব-জলশায়ী ভগবান্ নারায়ণ)! জনার্দন (জনান্ অর্দয়তি পীড়য়তি—এই অর্থে গ্রহরূপে যিনি জনগণকে নানাভাবে পীড়িত করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, সেই কালচক্রের অধিপতি শ্রীবিষ্ণু)! বাসুদেব! শ্রীশ (শ্রী—ধন-ধান্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, তাঁহার ঈশ পতি)! জগৎপতে! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৬

আমাদের পুত্রলাভের জন্য আমি যশোদাদেবীর ক্রোড়ে বালরূপে বিরাজমান, নিজ মহিমা হইতে অবিচ্যুত, মুনিগণ-বন্দিত ও লক্ষ্মীপতি গোবিন্দকে প্রণাম করি। ৭

শ্রীপতে! দেবদেবেশ্বর! দীন-দুঃখিদিগের পীড়ানাশকারী অচ্যুত! গোবিন্দ! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। হে জনার্দন! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৮

ভক্তগণের কামনাপূর্ণকারী গোবিন্দ! আপনি ভক্ত আমাকে রক্ষা করুন। শুভদায়ক! রুক্মিণীবল্লভ! প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৯

রুক্মিণীনাথ! সর্ব্বেশ্বর! আমাকে সর্ব্বকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন। ভক্তগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম। ১০

দেবকীপুত্র! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! পুরুষোত্তম! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ১১

বিশ্ববন্দ্য বাসুদেব! শ্রীপতে! পুরুষোত্তম! শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ১২

কমলনয়ন! কমলাকান্ত! অপরের উপর দয়াকারী-দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে পুত্রদান করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ১৩

লক্ষ্মীপতে পদ্মনাভ মুকুন্দ মুনিবন্দিত
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৪
কার্য্যকারণরূপায় বাসুদেবায় তে সদা।
নমামি পুত্রলাভার্থং সুখদায় বুধায় তে ॥ ১৫
রাজীবনেত্র শ্রীরাম রাবণারে হরে কবে।
তুভ্যং নমামি দেবেশ তনয়ং দেহি মে হরে ॥ ১৬
অস্মাকং পুত্রলাভায় ভজামি ত্বাং জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব রমাপতে ॥ ১৭
শ্রীমানিনীমানচোর গোপীবস্ত্রাপহারক।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ১৮
অস্মাকং পুত্রসম্প্রাপ্তিং কুরুষ্ব যদুনন্দন।
রমাপতে বাসুদেব মুকুন্দ মুনিবন্দিত ॥ ১৯
বাসুদেব সুতং দেহি তনয়ং দেহি মাধব
পুত্রং মে দেহি শ্রীকৃষ্ণ বৎসং দেহি মহাপ্রভো ॥ ২০
ডিম্ভকং দেহি শ্রীকৃষ্ণ আত্মজং দেহি রাঘব।
ভক্তমন্দার মে দেহি তনয়ং নন্দনন্দন ॥ ২১
নন্দনং দেহি মে কৃষ্ণ বাসুদেব জগৎপতে।
কমলানাথ গোবিন্দ মুকুন্দ মুনিবন্দিত ॥ ২২
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
সুতং দেহি শ্রিয়ং দেহি শ্রিয়ং পুত্রং প্রদেহি মে ॥ ২৩
যশোদাস্তন্যপানজ্ঞং পিবন্তং যদুনন্দনম্।
বন্দেঽহং পুত্রলাভার্থং কপিলাক্ষং হরিং সদা ॥২৪
নন্দনন্দন দেবেশ নন্দনং দেহি মে প্রভো।
রমাপতে বাসুদেব শ্রিয়ং পুত্রং জগৎপতে ॥ ২৫
পুত্রং শ্রিয়ং শ্রিয়ং পুত্রং পুত্রং মে দেহি মাধব।
অস্মাকং দীনবাক্যস্য অবধারয় শ্রীপতে ॥ ২৬

লক্ষ্মীপতে! পদ্মনাভ! মুনিবন্দিত মুকুন্দ (মুক্তিদাতা)! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্রদান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ১৪

আপনি কার্য্য ও কারণস্বরূপ, সুখদায়ক এবং সর্ব্বজ্ঞ বাসুদেব। আমি পুত্রলাভের জন্য সর্ব্বদা আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৫

রাজীবনেত্র (কমলনয়ন)! রাবণারে (রাবণশত্রু)! শ্রীরাম! হরে! কবে (বিঘ্ন)! দেবেশ্বর! বিষ্ণো! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৬

জগৎপতে! আমি আমাদের পুত্রলাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি। রমাপতে! লক্ষ্মীপতে)! বাসুদেব! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ১৭

মানিনী শ্রীরাধার মানহরণকারী ও গোপীগণের বস্ত্র হরণকারী, জগৎপতি, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৮

যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী, রমাপতি, মুনিবন্দিত ও মুকুন্দ বাসুদেব! আপনি আমাদের পুত্রলাভ করান ॥ ১৯

বাসুদেব! আমাকে পুত্র দান করুন। মাধব! আমাকে তনয় (সন্তান) দান করুন। শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। মহাপ্রভো! আমাকে বৎস (পুত্র) দান করুন। (একই শ্লোকে সুত, তনয়, পুত্র ও বৎস—এই চারিভাবে পুত্রের প্রার্থনা থাকায় ইহা বুঝাইতেছে যে, আমার স্ত্রীর গর্ভপ্রসূত, বংশবিস্তারকারী ও 'পুং' নামক নরক হইতে উদ্ধারকারী এক প্রিয় শিশু পুত্র দান করুন) ॥ ২০

(আরও স্পষ্ট করিয়া প্রার্থনা—) শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে ডিম্ভক (আমার স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র) প্রদান করুন। রঘুনন্দন! আমাকে আত্মজ (আমার বীর্য্যজাত ঔরস পুত্র) দান করুন ॥২১

বাসুদেব! জগৎপতে! কমলানাথ! গোবিন্দ! মুনিবন্দিত! মুকুন্দ! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে আনন্দদায়ক পুত্র প্রদান করুন ॥ ২২

প্রভো! যদি আপনি আমাকে পুত্রদান না করেন, তাহা হইলে আমার আর অন্য কেহ শরণদাতা নাই; আপনিই আমার শরণদাতা। আপনি আমাকে পুত্র দান করুন, ধনসম্পদ দান করুন। আপনি আমাকে পুত্র ও ধন উভয়ই প্রদান করুন ॥ ২৩

যশোদাদেবীর স্তনজাত দুগ্ধ পানের রসজ্ঞ ও তাঁহার স্তনপানকারী, কপিলনয়নশোভিত ও যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুত্র লাভের জন্য বন্দনা করি ॥ ২৪

দেবেশ্বর! নন্দ-নন্দন! প্রভো! আমাকে আনন্দদাতা পুত্র দান করুন। রমাপতে! বাসুদেব! জগন্নাথ! আমাকে ধন ও পুত্র উভয়ই দান করুন ॥ ২৫

মাধব! পুত্র ও ধন এবং ধন ও পুত্র প্রদান করুন। আমাকে পুত্র দান করুন। শ্রীপতে! আমার এই দীনতাপূর্ণ বাক্য আপনি গ্রহণ করুন ॥ ২৬

গোপালডিম্ভ গোবিন্দ বাসুদেব রমাপতে।
অস্মাকং ডিম্ভকং দেহি শ্রিয়ং দেহি জগৎপতে ॥ ২৭
মদ্বাঞ্ছিতফলং দেহি দেবকীনন্দনাচ্যুত।
মম পুত্রার্থিতং ধনং কুরুষ যদুনন্দন ॥ ২৮
যাচেঽহং ত্বাং শ্রিয়ং পুত্রং দেহি মে পুত্রসম্পদম্।
ভক্তচিন্তামণে রাম কল্পবৃক্ষ মহাপ্রভো ॥ ২৯
আত্মজং নন্দনং পুত্রং কুমারং ডিম্ভকং সুতম্।
অর্ভকং তনয়ং দেহি সদা মে রঘুনন্দন ॥ ৩০
বন্দে সন্তানগোপালং মাধবং ভক্তকামদম্।
অস্মাকং পুত্রসংপ্রাপ্ত্যৈ সদা গোবিন্দমচ্যুতম্ ॥৩১
ওঙ্কারযুক্তং গোপালং শ্রীযুক্তং যদুনন্দনম্।
ক্লীংযুক্তং দেবকীপুত্রং নমামি যদুনায়কম্ ॥ ৩২
বাসুদেব মুকুন্দেশ গোবিন্দ মাধবাচ্যুত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রমানাথ মহাপ্রভো ॥ ৩৩
রাজীবনেত্র গোবিন্দ কপিলাক্ষ হরে প্রভো।
সমস্তকাম্যবরদ দেহি মে তনয়ং সদা ॥ ৩৪
অক্তপদ্মনিভং পদ্মবৃন্দরূপ জগৎপতে।
দেহি মে বরসৎপুত্রং রমানায়ক মাধব ॥ ৩৫
নন্দপাল ধরাপাল গোবিন্দ যদুনন্দন।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ॥৩৬
দাসমন্দার গোবিন্দ মুকুন্দ মাধবাচ্যুত।
গোপাল পুণ্ডরীকাক্ষ দেহি মে তনয়ং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৭
যদুনায়ক পদ্মেশ নন্দগোপবধূসুত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ শ্রীধর প্রাণনায়ক ॥ ৩৮
অস্মাকং বাঞ্ছিতং দেহি দেহি পুত্রং রমাপতে।
ভগবন্ কৃষ্ণ সর্বেশ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৩৯
রমাহৃদয়সম্ভার সত্যভামামনঃপ্রিয়।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ॥ ৪০
চন্দ্রসূর্য্যাক্ষ গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব।
অস্মাকং ভাগ্যসৎপুত্রং দেহি দেব জগৎপতে ॥ ৪১

গোপকুমার গোবিন্দ! রমাপতে। বাসুদেব। জগন্নাথ। আমাকে পুত্রদান করুন, ধন দান করুন ॥ ২৭

দেবকীনন্দন! অচ্যুত। আমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল (পুত্র) প্রদান করুন। যদুনন্দন! আমার পুত্রবিষয়ক প্রার্থনা সফল ও ধন্য করুন ॥ ২৮

ভক্তগণের চিন্তামণিস্বরূপ রাম! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহাপ্রভো! আমি আপনার নিকট হইতে ধন ও পুত্র প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে পুত্র এবং ধনসম্পদ প্রদান করুন ॥ ২৯

রঘুনন্দন! আপনি আমাকে সর্ব্বকালের জন্য আনন্দদায়ক আত্মজ, পুত্র, কুমার, ডিম্ভক (বালক), সুত, অর্ভক (বাচ্চা—শিশু) এবং তনয় (পুত্র) প্রদান করুন ॥ ৩০

আমাদের পুত্রপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সন্তানপ্রদ গোপাল, মাধব, ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণকারী অচ্যুত গোবিন্দকে সদা বন্দনা করি ॥ ৩১

ওঙ্কারযুক্ত গোপাল, শ্রীযুক্ত যদুনন্দন এবং ক্লীংযুক্ত দেবকী-পুত্র যদুনাথকে আমি প্রণাম করি ('ওঁ শ্রীং ক্লীং' এই তিন বীজযুক্ত। দেবকীসুত গোবিন্দ ইত্যাদি মন্ত্র আমি আশ্রয় করিলাম।) ॥ ৩২

বাসুদেব! মুকুন্দ! ঈশ্বর! গোবিন্দ! মাধব! অচ্যুত! শ্রীকৃষ্ণ! রমানাথ! মহাপ্রভো! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৩৩

রাজীবনয়ন (কমলনয়ন)! গোবিন্দ! কপিলনেত্র-শোভিত হরে! প্রভো! সমস্ত কমনীয় মনোরথসমূহের সিদ্ধির জন্য বরদাতা শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে সর্ব্বকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন ॥ ৩৪

নীলকমলসমূহসদৃশ শ্যামসুন্দর-রূপধারী জগৎপতে! রমা-নায়ক! মাধব! আমাকে জলজাত পদ্মতুল্য মনোহর ও শ্রেষ্ঠ সৎপুত্র প্রদান করুন ॥ ৩৫

নন্দপাল (অজগর ও বরুণের দূতগণ হইতে নন্দগোপকে রক্ষাকারী)! ধরণীপালক! যদুনন্দন! গোবিন্দ! প্রভো! রুক্মিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৩৬

নিজের সেবকগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ গোবিন্দ! মুকুন্দ! মাধব! অচ্যুত! গোপাল! পুণ্ডরী-কাক্ষ (কমললোচন)! আমাকে সন্তান ও সম্পদ প্রদান করুন ॥ ৩৭

যদুনায়ক! লক্ষ্মীপতে! যশোদানন্দন! শ্রীধর! প্রাণবল্লভ! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৩৮

রমাপতে! ভগবন্! সর্ব্বেশ্বর! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করুন। আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৩৯

রমাকে (লক্ষ্মীকে) নিজ হৃদয়ে ধারণকারী, সত্যভামার মানসপ্রিয় ও রুক্মিণীবল্লভ। প্রভো! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৪০

চন্দ্র ও সূর্য্যরূপী নয়নশোভিত গোবিন্দ! কমলনয়ন

কারুণ্যরূপ পদ্মাক্ষ পদ্মনাভসমর্চিত
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ দেবকীনন্দনন্দন ॥ ৪১
দেবকীসুত শ্রীনাথ বাসুদেব জগৎপতে
সমস্তকামফলদ দেহি মে তনয়ং সদা ॥ ৪২
ভক্তমন্দার গম্ভীর শঙ্করাচ্যুত মাধব।
দেহি মে তনয়ং গোপবালবৎসল শ্রীপতে ॥ ৪৪
শ্রীপতে বাসুদেবেশ দেবকীপ্রিয়নন্দন।
ভক্তমন্দার মে দেহি তনয়ং জগতাং প্রভো ॥ ৪৫
জগন্নাথ রমানাথ ভূমিনাথ দয়ানিধে।
বাসুদেবেশ সর্বেশ দেহি মে তনয়ং প্রভো ॥ ৪৬
শ্রীনাথ কমলপত্রাক্ষ বাসুদেব জগৎপতে
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৭
দাসমন্দার গোবিন্দ ভক্তচিন্তামণে প্রভো।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৮
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ রমানাথ মহাপ্রভো
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৯
শ্রীনাথ কমলপত্রাক্ষ গোবিন্দ মধুসূদন
মৎপুত্রফলসিদ্ধ্যর্থং ভজামি ত্বাং জনার্দন ॥ ৫০
তস্যাঃ পিবন্তং জননীমুখাম্বুজং
বিলোক্য মন্দস্মিতমুজ্জলাঙ্গম্
স্পৃশন্তমন্যস্তনমঙ্গুলীভি-
র্বন্দে যশোদাঙ্কগতং মুকুন্দম্ ॥ ৫১
যাচেঽহং পুত্রসন্তানং ভবন্তং পদ্মলোচন।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৫২
অস্মাকং পুত্রসম্পত্তেশ্চিন্তয়ামি জগৎপতে।
শীঘ্রং মে দেহি দাতব্যং ভবতা মুনিবন্দিত ॥ ৫৩
বাসুদেব জগন্নাথ শ্রীপতে পুরুষোত্তম
কুরু মাং পুত্রদন্তঞ্চ কৃষ্ণ দেবেন্দ্রপূজিত ॥ ৫৪

মাধব। দেব। জগৎপতে। আমাদিগকে ভাগ্যশালী শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রদান করুন ॥ ৪১

করুণার মূর্ত্তিবিগ্রহ। কমললোচন। পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা সম্মানিত দেবকীনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৪২

দেবকীপুত্র। শ্রীনাথ। বাসুদেব! জগৎপতে। সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে চিরকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন ॥ ৪৩

ভক্তগণের কল্পতরুস্বরূপ, গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, কল্যাণকারী অচ্যুত! মাধব! গোপবালকগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ শ্রীপতে! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৪৪

শ্রীপতে! বসুদেবনন্দন! ঈশ্বর! দেবকীর প্রিয় পুত্র! ভক্তগণের জন্য কল্পবৃক্ষস্বরূপ। জগৎপ্রভো শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৪৫

জগন্নাথ। রমানাথ। ভূনাথ। দয়াসাগর! বাসুদেব! ঈশ্বর! সর্ব্বেশ্বর! প্রভো! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৪৬

শ্রীনাথ! কমলপত্রতুল্য আয়ত নয়নশোভিত বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৪৭

নিজের দাসগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। গোবিন্দ! ভক্তদিগের ইচ্ছাপূরণের জন্য চিন্তামণিস্বরূপ প্রভো। শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, আপনি আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৪৮

গোবিন্দ! পুণ্ডরীকাক্ষ! রমানাথ! মহাপ্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৪৯

শ্রীনাথ! কমলদললোচন! গোবিন্দ! মধুসূদন! জনার্দন! আমি নিজের পুত্ররূপ ফলসিদ্ধির জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি ॥ ৫০

যিনি মাতা যশোদাদেবীর বদনারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন্দ হাস্যসহকারে তাঁহার একটি স্তনের দুগ্ধ পান করিতেছিলেন এবং অন্য স্তনকে নিজের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল ও যিনি মাতা যশোদাদেবীর ক্রোড়ে বিরাজমান ছিলেন, সেই বালক মুকুন্দকে আমি বন্দনা করি ॥৫১

পদ্মলোচন! আমি আপনার নিকটে পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করিতেছি। হে কৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৫২

জগৎপতে! আমাদের পুত্রপ্রাপ্তি হউক, এই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার চিন্তা করিতেছি। আপনি আমাকে শীঘ্র পুত্র প্রদান করুন। মুনিবন্দিত শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে অবশ্যই আমার প্রার্থিত বস্তু পুত্র প্রদান করা উচিত ॥ ৫৩

বাসুদেব! জগন্নাথ! শ্রীপতে! পুরুষোত্তম! দেবেন্দ্র-পূজিত শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৫৪

কুরু মাং পুত্রদত্তঞ্চ যশোদাপ্রিয়নন্দন।
মদ্বঞ্চ পুত্রসন্তানং দাতব্যং ভবতা হরে ॥ ৫৫
বাসুদেব জগন্নাথ গোবিন্দ দেবকীসুত
দেহি মে তনয়ং রাম কৌসল্যাপ্রিয়নন্দন ॥ ৫৬
পদ্মপত্রাক্ষ গোবিন্দ বিষ্ণো বামন মাধব।
দেহি মে তনয়ং সীতাপ্রাণনায়ক রাঘব ॥ ৫৭
কঞ্জাক্ষ কৃষ্ণ দেবেন্দ্রমণ্ডিত মুনিবন্দিত।
লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম দেহি মে তনয়ং সদা ॥ ৫৮
দেহি মে তনয়ং রাম দশরথপ্রিয়নন্দন।
সীতানায়ক কঞ্জাক্ষ মুচুকুন্দবরপ্রদ ॥ ৫৯
বিভীষণস্য যা লঙ্কা প্রদত্তা ভবতা পুরা।
অস্মাকং তৎপ্রকারেণ তনয়ং দেহি মাধব ॥ ৬০
ভবদীয়পদাম্ভোজে চিন্তয়ামি নিরন্তরম্
দেহি মে তনয়ং সীতাপ্রাণবল্লভ রাঘব ॥ ৬১
রাম মৎকাম্যবরদ পুত্রোৎপত্তিফলপ্রদ।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ কমলাসনবন্দিত ॥ ৬২

রাম রাঘব সীতেশ লক্ষ্মণাগ্রজ দেহি মে
ভাগ্যবৎপুত্রসন্তানং দশরথাত্মজ শ্রীপতে ॥ ৬৩
দেবকীগর্ভসম্ভূত যশোদাপ্রিয়নন্দন।
দেহি মে তনয়ং রাম কৃষ্ণ গোপাল মাধব ॥ ৬৪
কৃষ্ণ মাধব গোবিন্দ বামনাচ্যুত শঙ্কর।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৬৫
গোপবাল মহাধন্য গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৬৬
দিশতু দিশতু পুত্রং দেবকীনন্দনোঽয়ং
দিশতু দিশতু শীঘ্রং ভাগ্যবৎপুত্রলাভম্।
দিশতু দিশতু শ্রীশো রাঘবো রামচন্দ্রো
দিশতু দিশতু পুত্রং বংশবিস্তারহেতোঃ ॥ ৬৩
দীয়তাং বাসুদেবেন তনয়ো মৎপ্রিয়ঃ সুতঃ।
কুমারো নন্দনঃ সীতানায়কেন সদা মম ॥ ৬৮
রাম রাঘব গোবিন্দ দেবকীসুত মাধব।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৬৯

যশোদার প্রিয় নন্দন! আমাকে পুত্র দান করুন। হরে! আমাকে অবশ্যই আপনার পুত্ররূপ সন্তান দান করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৫

বাসুদেব! জগন্নাথ! গোবিন্দ! দেবকীসুত! কৌশল্যার প্রিয় পুত্র রাম! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৫৬

কমললোচন! গোবিন্দ! বিষ্ণো! বামন! মাধব! সীতার প্রাণবল্লভ রঘুনন্দন! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৫৭

দেবরাজ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত ও পূজিত কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ! লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুনিবন্দিত শ্রীরাম! আমাকে চিরকালের জন্য পুত্র প্রদান করুন ॥ ৫৮

দশরথের প্রিয় নন্দন! সীতাপতে শ্রীরাম! মুচুকুন্দকে বরদানকারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৫৯

মাধব! আপনি পুরাকালে যেভাবে বিভীষণকে যে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদিগকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৬০

সীতাদেবীর প্রাণবল্লভ রঘুনন্দন শ্রীরাম! আমি নিরন্তর আপনার চরণারবিন্দদ্বয় চিন্তা করিতেছি, আপনি আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৬১

আমাকে মনোবাঞ্ছিত বর ও পুত্রোৎপত্তিরূপ ফলদাতা শ্রীরাম! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বন্দিত লক্ষ্মীপতে! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৬২

সীতাপতে! রঘুনন্দন রাম! লক্ষ্মণ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দশরথনন্দন লক্ষ্মীপতে! আপনি আমাকে ভাগ্যশালী পুত্র-সন্তান দান করুন ॥ ৬৩

দেবকীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন যশোদার প্রিয় নন্দন! গোপাল শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাম! মাধব! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৬৪

মাধব! গোবিন্দ! বামন! অচ্যুত! কল্যাণকারী শ্রীপতে! গোপবালকগণের নেতা শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৬৫

গোপকুমার! সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন্য! গোবিন্দ! অচ্যুত! মাধব! বাসুদেব! জগৎপতে শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৬৬

এই ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পুত্র দান করুন, পুত্র দান করুন। ইনি সত্বর আমাকে সৌভাগ্যশালী পুত্র লাভ করান, পুত্র লাভ করান। সীতাপতি রঘুকুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে পুত্র দান করুন। ইনি আমার বংশবিস্তারের জন্য পুত্র প্রদান করুন, পুত্র প্রদান করুন ॥ ৬৭

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরাম চিরকালের জন্য আমাকে আনন্দদায়ক কুমারোপম প্রিয় পুত্র প্রদান করুন ॥ ৬৮

রাঘব! গোবিন্দ! দেবকীপুত্র! মাধব! শ্রীপতে! গোপবালকনায়ক শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন ॥ ৬৯

বংশবিস্তারকং পুত্রং দেহি মে মধুসূদন
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭০
মমাভীষ্টসুতং দেহি কংসারে মাধবাচ্যুত
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭১
চন্দ্রার্ককল্পপর্য্যন্তং তনয়ং দেহি মাধব
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭২
বিদ্যাবন্তং বুদ্ধিমন্তং শ্রীমন্তং তনয়ং সদা ।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ দেবকীনন্দন প্রভো ॥ ৭৩
নমামি ত্বাং পদ্মনেত্র সুতলাভায় কামদম্ ।
মুকুন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোবিন্দং মধুসূদনম্ ॥ ৭৪
ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ সর্বকামফলপ্রদ
দেহি মে তনয়ং স্বামিংস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৫
স্বামিংস্ত্বং ভগবন্ রাম কৃষ্ণ মাধব কামদ
দেহি মে তনয়ং নিত্যং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৬
তনয়ং দেহি গোবিন্দ কঞ্জাক্ষ কমলাপতে ।
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৭
পদ্মাপতে পদ্মনেত্র প্রদ্যুম্নজনক প্রভো ।
সুতং দেহি সুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৮
শঙ্খচক্রগদাখঙ্গশার্ঙ্গপাণে রমাপতে
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৯
নারায়ণ রমানাথ রাজীবপত্রলোচন
সুতং মে দেহি দেবেশ পদ্মপদ্মানুবন্দিত ॥ ৮০
রাম রাঘব গোবিন্দ দেবকীবরনন্দন
রুক্মিণীনাথ সর্বেশ নারদাদিমুরার্চিত ॥ ৮১
দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে ।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৮২
মুনিবন্দিত গোবিন্দ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো ।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৩
গোপিকার্জিতপঙ্কেজমরন্দাসক্তমানস
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৪

মধুসূদন! আমাকে বংশবিস্তারকারী পুত্র দান করুন। পুত্র দান করুন। পুত্র দান করুন!! পুত্র দান করুন!!! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৭০

কংসারে! মাধব! অচ্যুত! আমাকে মনোবাঞ্ছিত পুত্র প্রদান করুন! পুত্র প্রদান করুন!! পুত্র প্রদান করুন!!! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৭১

মাধব! যতকাল চন্দ্র, সূর্য্য ও কল্পের স্থিতি থাকিবে, ততকালের জন্য আপনি আমাকে পুত্রপরম্পরা দান করুন! আমাকে পুত্র দান করুন!! আমাকে পুত্র দান করুন!!! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৭২

প্রভো! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে চিরকালের জন্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও ধনসম্পন্ন পুত্র প্রদান করুন ॥ ৭৩

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ! আমি পুত্রলাভের জন্য কামনাসমূহের দাতা, পুণ্ডরীকাক্ষ, মুকুন্দ (মুক্তিদাতা), গোবিন্দ মধুসূদন আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৭৪

সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলসমূহের দাতা গোবিন্দ! স্বামিন্! ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৭৫

স্বামিন্! ভগবন্! রাম! কৃষ্ণ! কামনাসমূহের দাতা মাধব! আমাকে সদা পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৭৬

গোবিন্দ! কমলনয়ন! কমলাপতে! আমাকে পুত্র দান করুন। আমাকে পুত্র দান করুন!! আমাকে পুত্র দান করুন!!! আমি আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৭৭

লক্ষ্মীপতে! কমললোচন! প্রদ্যুম্নের জন্মদাতা প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন! পুত্র প্রদান করুন!! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৭৮

হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও শার্ঙ্গধনু ধারণকারী রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৭৯

নারায়ণ! রমানাথ! কমলদললোচন! দেবেশ্বর! পদ্মালয়া লক্ষ্মীকর্তৃক বন্দিত শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৮০

রাম! রাঘব! গোবিন্দ! দেবকীর শ্রেষ্ঠ পুত্র! রুক্মিণীনাথ! সর্বেশ্বর! নারদাদি মহর্ষিগণ ও দেবগণের দ্বারা পূজিত দেবকীনন্দন গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকান্ত! গোপবালকনায়ক! আমাকে পুত্র প্রদান করুন ॥ ৮১-৮২

মুনিবন্দিত গোবিন্দ! রুক্মিণীবল্লভ! প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৮৩

গোপীগণের দ্বারা আনিয়া সমর্পিত কমলসমূহের মকরন্দে আসক্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণ-গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৮৪

রমাহৃদয়পঙ্কেজলোল মাধব কামদ
মমাভীষ্টসুতং দেহি ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৫

বাসুদেব রমানাথ দাসানাং মঙ্গলপ্রদ।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৬

কল্যাণপ্রদ গোবিন্দ মুরারে মুনিবন্দিত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৭

পুত্রপ্রদ মুকুন্দেশ রুক্মিণীবল্লভ প্রভো
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৮

পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৯

দয়ানিধে বাসুদেব মুকুন্দ মুনিবন্দিত।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৯০

পুত্রসম্পৎপ্রদাতারং গোবিন্দং দেবপূজিতম্
বন্দামহে সদা কৃষ্ণং পুত্রলাভপ্রদায়িনম্ ॥ ৯১

কারুণ্যনিধয়ে গোপীবল্লভায় মুরারয়ে।
নমস্তে পুত্রলাভায় দেহি মে তনয়ং বিভো ॥ ৯২

নমস্তস্মৈ রমেশায় রুক্মিণীবল্লভায় তে।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৯৩

নমস্তে বাসুদেবায় নিত্যশ্রীকামুকায় চ।
পুত্রদায় চ সর্পেন্দ্রশায়িনে রঙ্গশায়িনে ॥ ৯৪

রঙ্গশায়িন্ রমানাথ মঙ্গলপ্রদ মাধব।
দেহি মে তনয়ং শ্রীশ গোপবালকনায়ক ॥ ৯৫

দাসস্য মে সুতং দেহি দীনমন্দার রাঘব।
সুতং দেহি সুতং দেহি পুত্রং দেহি রমাপতে ॥ ৯৬

যশোদাতনয়াভীষ্টপুত্রদানরতঃ সদা।
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৯৭

মদিষ্টদেব গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দন
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৯৮

লক্ষ্মীর হৃদয়-কমলের ভৃঙ্গ লোলুপ মাধব! সমস্ত কামনা-সমূহের প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে মনোবাঞ্ছিত পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৮৫

নিজের সেবকগণের মঙ্গলদায়ক রমানাথ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৮৬

কল্যাণপ্রদ গোবিন্দ! মুনিবন্দিত মুরশত্রু শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। ৮৭

পুত্রদাতা মুকুন্দ! ঈশ্বর! রুক্মিণীবল্লভ প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৮৮

পুণ্ডরীকাক্ষ! গোবিন্দ! বাসুদেব! জগৎপতে! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন; আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৮৯

দয়াসাগর! বাসুদেব! মুনিবন্দিত মুকুন্দ! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র প্রদান করুন, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৯০

পুত্র ও সম্পদদাতা, পুত্রলাভদায়ক, দেবপূজিত গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সদা বন্দনা করি। ৯১

প্রভো! আপনি করুণাসাগর, গোপীগণের প্রাণবল্লভ এবং মুরনামক দৈত্যের শত্রু, পুত্রপ্রাপ্তির জন্য আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৯২

লক্ষ্মীর স্বামী ও রুক্মিণীর প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। গোপবালকগণের নায়ক শ্রীকান্ত! আমাকে পুত্র প্রদান করুন। ৯৩

সদা শ্রী (লক্ষ্মী)-দেবীকে কামনাকারী বাসুদেব আপনাকে নমস্কার। আপনি পুত্রদায়ক, নাগরাজ শেষরূপ শয্যায় শয়নকারী এবং শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শয়নকারী, আপনাকে নমস্কার। ৯৪

রঙ্গশায়ী রমানাথ! মঙ্গলদায়ক মাধব! গোপবালক-নায়ক শ্রীপতে! আমাকে পুত্র দান করুন। ৯৫

দীনগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ রঘুবংশভূষণ শ্রীরাম! দাস আমাকে আপনি পুত্র প্রদান করুন। রমাপতে! পুত্র দান করুন! পুত্র দান করুন!! পুত্র দান করুন!!! ৯৬

সদা মনোবাঞ্ছিত পুত্র দান করিতে তৎপর যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে আপনি পুত্র প্রদান করুন। ৯৭

আমার ইষ্টদেব গোবিন্দ! বাসুদেব! জনার্দন! শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে পুত্র দান করুন, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। ৯৮

নীতিমান্ ধনবান্ পুত্রো বিদ্বাংশ্চ প্রজায়তে।
ভগবংস্ত্বৎকৃপায়াশ্চ বাসুদেবেন্দ্রপূজিত ॥ ৯৯
যঃ পঠেৎ পুত্রশতকং সোঽপি সৎপুত্রবান্ ভবেৎ।
শ্রীবাসুদেবকথিতং স্তোত্ররত্নং সুখায় চ ॥ ১০০
জপকালে পঠেন্নিত্যং পুত্রলাভঃ ধনং শ্রিয়ম্।
ঐশ্বর্য্যং রাজসম্মানং সদ্যো যাতি ন সংশয়ঃ ॥১০১
ইতি সন্তানগোপালস্তোত্রম্ ॥

ভগবন্! ইন্দ্রপূজিত বাসুদেব! আপনার কৃপায় নীতিজ্ঞ, ধনবান্ ও বিদ্বান্ পুত্র উৎপন্ন হয় ॥৯৯

যে ব্যক্তি শ্রীবাসুদেব-কথিত পুত্রশতক স্তোত্র পাঠ করেন, তিনিও সৎপুত্রবান্ হন। এই স্তোত্ররত্ন সুখও প্রদান করেন। ১০০

যিনি প্রতিদিন জপের সময় এই স্তোত্র-রত্ন পাঠ করেন, তিনি সদাই পুত্রলাভ করিয়া থাকেন এবং ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০১

সন্তান-গোপালস্তোত্র সম্পূর্ণ।

শ্রী শ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত সন্তানগোপালস্তোত্রের বঙ্গানুবাদ-সমাপ্ত।

—০—

শ্রীবিষ্ণুশতনাম-স্তোত্রম্।

নারদ উবাচ।
ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্।
জনার্দ্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীবৎসং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১
বারাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকান্তকম্।
অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ণুমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ২
নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্ত্তিভাজনম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৩
বেত্তারং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেশং যজ্ঞবাহকম্।
চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্ ॥ ৪
বৈকুণ্ঠং দুষ্টদমনং ভূগর্ভং পীতবাসসম্।
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্ত্তিং নন্দকেশ্বরম্ ॥ ৫
রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম্।
শ্রীপতিং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলাম্বুধম্ ॥ ৬
দমোদরং দামোপেতং কেশবং কেশিসূদনম্।
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুমানন্দং বসুদেবজম্ ॥ ৭
হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নির্গুণং গুণশাশ্বতম্ ॥ ৮
হিরণ্যাতনুসঙ্কাশং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুণ্ডলং কমলেক্ষণম্ ॥ ৯
জ্যোতীরূপমরূপঞ্চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপস্থং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১০
জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্।
যোগীশং যোগনিষ্ণাতং যোগিনং যোগরূপিণম্ ॥ ১১
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং বন্দে ভূতময়ং প্রভুম্।
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহৃৎ ॥ ১২
ব্যাসেন কথিতং পূর্ব্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স ভবেদ্ বৈষ্ণবো নরঃ ॥ ১৩
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
চান্দ্রায়ণসহস্রাণি কন্যাদানশতানি চ ॥ ১৪
গবাং লক্ষসহস্রাণি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ।
অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৫
ইতি শ্রীবিষ্ণুশতনাম-স্তোত্রম্।

নারদ বলিলেন,—১। ওঁ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) বাসুদেব, ২। হৃষীকেশ, ৩। বামন, ৪। জলশায়ী, ৫। জনার্দ্দন, ৬। হরি, ৭। কৃষ্ণ, ৮। শ্রীবৎস, ৯। গরুড়ধ্বজ, ১০। বারাহ, ১১। পুণ্ডরীকাক্ষ, ১২। নৃসিংহ, ১৩। নরকান্তক, ১৪। অব্যক্ত, ১৫। শাশ্বত, ১৬। বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী), ১৭। অনন্ত, ১৮। অজ, ১৯। অব্যয়, ২০। নারায়ণ, ২১। গদাধ্যক্ষ, ২২। গোবিন্দ, ২৩। কীর্ত্তিভাজন, ২৪। গোবর্দ্ধনোদ্ধর, ২৫। দেব (দ্যুতিমান্), ২৬। ভূধর, ২৭। ভুবনেশ্বর, ২৮। বেত্তা (জ্ঞানী), ২৯। যজ্ঞপুরুষ, ৩০। যজ্ঞেশ, ৩১। যজ্ঞবাহক, ৩২। চক্রপাণি, ৩৩। গদাপাণি, ৩৪। শঙ্খপাণি, ৩৫। নরোত্তম, ৩৬। বৈকুণ্ঠ, ৩৭। দুষ্টদমন, ৩৮। ভূগর্ভ, ৩৯। পীতবাসা, ৪০। ত্রিবিক্রম, ৪১। ত্রিকালজ, ৪২। ত্রিমূর্ত্তি, ৪৩। নন্দকেশ্বর, ৪৪। রাম (পরশুরাম), ৪৫। রাম (রামচন্দ্র), ৪৬। হয়গ্রীব, ৪৭। ভীম, ৪৮। রৌদ্র, ৪৯। ভবোদ্ভব, ৫০। শ্রীপতি, ৫১। শ্রীধর, ৫২। শ্রীশ, ৫৩। মঙ্গল, ৫৪। মঙ্গলাম্বুধ, ৫৫। দামোদর, ৫৬। দমোপেত, ৫৭। কেশব, ৫৮। কেশিসূদন, ৫৯। বরেণ্য, ৬০। বরদ, ৬১। বিষ্ণু (সর্ব্বত্র বিরাজমান), ৬২। আনন্দ, ৬৩। বসুদেবজ, ৬৪। হিরণ্যরেতা, ৬৫। দীপ্ত, ৬৬। পুরাণ, ৬৭। পুরুষোত্তম ৬৮। সকল, ৬৯। নিষ্কল, ৭০। শুদ্ধ, ৭১। নির্গুণ,

৭২। গুণশাশ্বত, ৭৩। হিরণ্যগর্ভ, ৭৪। সূর্য্যামৃতসমপ্রভ ৭৫। মেঘশ্যাম, ৭৬। চতুর্বাহু, ৭৭। কুণ্ডল, ৭৮। কমলেক্ষণ, ৭৯। জ্যোতীরূপ, ৮০। অরূপ, ৮১। স্বরূপ, ৮২। রূপসংস্থিত, ৮৩। সর্ব্বজ্ঞ, ৮৪। সর্ব্বরূপস্থ, ৮৫। সর্ব্বেশ, ৮৬। সর্ব্বতোমুখ, ৮৭। জ্ঞান, ৮৮। কূটস্থ, ৮৯। অচল, ৯০। জ্ঞানদ, ৯১। পরম, ৯২। প্রভু (প্রভাবশালী), ৯৩। যোগীশ, ৯৪। যোগনিষ্ঠাত, ৯৫। যোগী, ৯৬। যোগরূপী, ৯৭। ঈশ্বর, ৯৮। সর্ব্বভূতেশ্বর, ৯৯। ভূতময় এবং ১০০। প্রভু (সর্ব্বসমর্থ)-কে আমি বন্দনা করি। ১-১১।

ভগবান্ বিষ্ণুর এই দিব্য শত নাম নিশ্চয়ই পাপসমূহ নাশ করেন। ব্যাসদেব সর্ব্বপ্রথম ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহার পাঠে সমস্ত পাপসমূহ নাশ হইয়া যায়। ১২।

যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহা পাঠ করিবেন, সেই মানুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিবেন। ১৩।

ইহার পাঠে সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রত, শত কন্যাদানজনিত পুণ্য এবং সহস্র লক্ষ গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া মানুষ মুক্তিভাগী হইবেন। সেই মানব দশ হাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের পুণ্য ফল প্রাপ্ত হন। ১৪-১৫

শ্রীবিষ্ণুশতনাম স্তোত্র সম্পূর্ণ

—০—

॥ বন্ধ্যানাং পুত্রোৎপত্ত্যর্থং সন্তানগোপালমন্ত্রবিধিঃ ॥

অথ বন্ধ্যানাং পুত্রোৎপত্ত্যর্থং সন্তানগোপালবিধানম্। মন্ত্রসারে —আদৌ শরীরশুদ্ধ্যর্থং দ্বাদশাক্ষ-বড়ক্ষ-ত্র্যক্ষ-সার্দ্ধত্র্যক্ষাদীনি যথাশক্ত্যনুসারেণ প্রায়শ্চিত্তানি দদ্যাৎ—

"প্রায়ঃ পাপং বিজানীয়াচ্ছিত্তং তস্য বিশোধনম্।
কৃত্বা শুদ্ধিং তু দেহস্য ততঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥" ইতি নিয়মাৎ।

অর্দ্ধাদিপ্রায়শ্চিত্তলক্ষণং তু মহার্ণবাদ্যুক্তম্,—"ত্রিংশদ্দিত্তু তথা গোভির্ধং তু মুনিভিঃ স্মৃতম্" ইত্যাদিনা দ্রষ্টব্যম্। উক্ত বিধানেন প্রায়শ্চিত্তে কৃতে বন্ধ্যাত্বনিরাসার্থং মহার্ণবোক্তং সুবর্ণ-ধেনুদানং তথা ষোড়শপূর্ণসৌভাগ্যদ্রব্যং বস্ত্রালঙ্কার-সহিত-যজ্ঞোপবীতদানঞ্চ বিধেয়ম্। উক্তঞ্চ—

"বন্ধ্যাত্বস্য নিরাসার্থং ধেনুং দদ্যাচ্চ হেমজাম্।
তথা যজ্ঞোপবীতং তু দদ্যাদ্ধেমময়ং শুভম্॥
ষোড়শানি চ পূর্ণানি ফলমুক্তানি দাপয়েৎ॥
এবং কৃতে বিধানেন বন্ধ্যাত্বাৎ প্রতিমুচ্যতে।
সৎপুত্রং লভতে নূনমেতৎ কর্ম্ম প্রযোজয়েৎ"।
—ইতি নিয়মাৎ।

অথ প্রয়োগঃ—আচার্য্যাত্মজেন দেয়মিতি নিয়মাৎ। তস্মাদাদৌ আচার্য্যবরণং কার্য্যম্ "সর্ব্বমাচার্য্যঃ প্রতিজানীতে" ইতি নিয়মাৎ। তত্র ধেনুমানমাহ সূর্য্যার্ণবে—

"ধেনুঃ নিষ্কচতুষ্কস্য তদর্দ্ধং স্যাত্তদর্দ্ধকম্।
তদর্দ্ধস্য চ বা তত্র চতুর্থাংশেন বৎসকম্॥"

ইতি হেমাদ্রিবচনানুসারেণ বিদ্যাৎ। এবং যজ্ঞোপবীতমপি দেয়ম্। সোমো ধেনুমিতি মন্ত্রেণ হোমাচরণং কুর্য্যাৎ। তদ্-বিশেষবিধানং মহার্ণবাদৌ দ্রষ্টব্যম্। এবং পূর্ব্বোক্তমাদৌ নির্ব্বর্ত্ত্য প্রায়শ্চিত্তোত্তরং পূর্ব্বাণি দশস্থানানি কৃত্বা তৎপ্রোক্তানি গোদানানি দত্ত্বা পঞ্চগব্যং প্রাশ্য শুদ্ধিনে উপোষণং কার্য্যম্। অনন্তশ্চেত্তদ্বিদ্যাত্মঃ ভুঞ্জীত। ততঃ সুদিনে চন্দ্র-তারানুকূলে পুরুষনক্ষত্রে সন্তানগোপালবিধানং কার্য্যম্।

অথ বিধানম্—পুরশ্চরণস্য লক্ষসংখ্যানিয়মঃ, তত্রাপি কলৌ চতুর্গুণং কার্য্যং তদুক্তম্— "কলৌ চতুর্গুণঃ প্রোক্তঃ পুরশ্চরণকে বিধিঃ"। ইতি বচনাৎ। তত্রাদৌ ঋত্বিগ্বরণং তত্র মূলমন্ত্র-জপার্থমষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়াৎ, চতুরো বা। তত্র সর্ব্বকর্ম্মাধিকারার্থং শান্তং তদ্বিধিজ্ঞমাচার্য্যং বৃণুয়াৎ। ততঃ তদনুজ্ঞেন চতুর্বিধ-বন্ধ্যাত্বদোষপরিহারার্থং চ লক্ষসংখ্যক-পার্থিবশিবলিঙ্গ-পূজনম্, শতচণ্ডীপাঠম্, মন্যুসূক্তজপম্, নবগ্রহজপম্, রুদ্রাধ্যায়-জপম্, হরিবংশশ্রবণঞ্চ কুর্য্যাৎ। তত্র ঋত্বিগ্ভিঃ স্বশক্ত্যনুসারেণ জপং কুর্য্যুরেবং মন্যুসূক্তজপং লক্ষসংখ্যকং তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা কুর্য্যাৎ। নিত্যং তদ্দশভির্মন্ত্রিত-দশঘটৈঃ জলপূর্ণৈঃ দম্পতী স্নাপয়েতাম্।

'দেবকীসুত গোবিন্দ' অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, 'বাসুদেব জগৎপতে' তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, 'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ' মধ্যমাভ্যাং নমঃ, 'ত্বামহং শরণং গতঃ' অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্লীং দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে' কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ,'দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ' করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং হৃদয়াদিন্যাসঃ। এবং ন্যাসং বিধায় মূলেন ত্রিব্যাপকং কুর্য্যাৎ। অথ ধ্যানম্—

"শান্তং সস্মুখসন্নিষণ্ণমমলং রক্তাম্বুজে বালকং
মাণিক্যোজ্জ্বলমালভূষণলসৎসর্ব্বাঙ্গরোচির্দ্যুতিম্।
প্রেম্নালিঙ্গ্য মুহুর্মুহুঃ সুখবশাৎ সন্তাবিতং স্বাত্মনা
ধ্যায়েৎ পুত্রতয়া পুরাণপুরুষং পুত্রাভিলাষী পুমান্॥"

এবং ধ্যাত্বা যথোক্তজপং কুর্য্যাৎ। জপান্তে দশাংশহোমং কুর্য্যাৎ। তর্পণং ব্রাহ্মণভোজনঞ্চ সম্পাদ্য দানান্তং কৃত্বা কৃতং পূজয়িত্বা পুনর্মণ্ডলদেবতানি সম্পূজ্য (তত্র যোনিকুণ্ডং মুখ্যম্) এবং কুণ্ডমণ্ডপাদি নির্ব্বর্ত্ত্য গণেশাদি-লোকপালাদি-বাস্তু-যোগিনী-নবগ্রহ-মাতৃকাণাং স্থাপনং মূলদেবতাস্থাপনং কৃত্বা ততস্তত্রৈঃ তত্তৎ স্থানেষু সম্পূজ্য কুণ্ডসংস্কারং কৃত্বা অগ্নিং

প্রতিষ্ঠাপ্য দশাংশেন হুত্বা তর্পণং ব্রাহ্মণ-ভোজনং মার্জনং মণ্ডল-দেবতাস্থাপনং লোকপালানাং নবগ্রহাদিমণ্ডলচতুষ্টয়দেবতানাঞ্চ যথাশক্ত্যা হেমপ্রতিমাঃ কৃত্বা মূলদেবতাপ্রতিমাঞ্চ নিষ্কাষ্টকেন বা নিষ্কত্রয়েণ সম্পাদ্য অন্ন্যুত্তারণং কৃত্বা অধিবাসনাদি-বিসর্জনান্তং পূজয়িত্বা আচার্য্যায় নিবেদ্য দক্ষিণাং দদ্যাৎ।

শক্তশ্চেৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ কর্ত্তব্যঃ। পদ্মোপরি নিবিষ্টো বালকরূপেণ সুবর্ণনিষ্কাষ্টকস্য সুবর্ণাদিনির্ম্মিতকলসে দেবতানাং প্রতিকলসং স্থাপয়িত্বা একাদশকলসান্তদুপরি আচ্ছাদনপাত্রণি-বস্ত্রকলসসংযুতানি সংস্থাপ্য কলসপূজাবিধানং কৃত্বা মহী দ্যৌরিতি প্রার্থ্য তণ্ডুলাদি ধান্যরাশিং কৃত্বা কলসং সংস্থাপ্য আকলসেষিতি ইমং মে গঙ্গে ইত্যাদিনা উদকং পূরয়িত্বা তন্মধ্যে পঞ্চনদেত্যাদি তীর্থোদকং দত্ত্বা পঞ্চরত্নানি নিক্ষিপ্য পঞ্চামৃতং পঞ্চপল্লবং পঞ্চপল্লবান্ পঞ্চত্বচঃ সপ্তমৃত্তিকা ফলানি হিরণ্যঞ্চ তত্তন্মন্ত্রৈণি-ধারাচ্ছাদ্যাসনং দত্ত্বা ভূমৌ স্থাপয়েৎ।

তাসাং প্রতিমানামন্ন্যুত্তারণং বিধায় প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ তত্তন্মন্ত্রায় পৃথক্ পৃথক্ প্রাণান্ সংস্থাপ্য ইষ্টদেবৈঃ সহ স্নানং কারয়িত্বা ততঃ পুরুষসূক্তাদিনাম্না বাহনাদ্যুপচারৈঃ সম্পূজ্য—

"আগচ্ছ দেব ভগবান্ শ্রীগোপাল নমোঽস্তু তে।
মম সন্তানসিদ্ধ্যর্থং সান্নিধ্যং কুরু সর্ব্বদা।"

—এবমাবাহনাদি ষোড়শোপচারৈঃ সম্পূজ্য তিল-সর্পিঃ-ফল-পুষ্পনৈবেদ্যান্তং বিধায় এবং নিয়মো গ্রহ্তব্যঃ। তিল-ঘৃত-পায়সেন হুত্বা দেবস্য শয়নার্থমাস্তোলকং চামরং ছত্রমাদর্শং পাদুকান্তং ষোড়শোপচারান্তপূজ্যং বিধায় পূর্ণাহুতিং কৃত্বা তর্পণ-মার্জনাদি বিধায় ক্ষেত্রঃসম্পাদনং সম্পাদ্য আচার্য্যাদি ঋত্বিগ্ভ্যো বস্ত্রা-লঙ্কারাদিনা সন্তোষ্য আচার্য্যায় মূর্ত্তিদানং কৃত্বা জাপকেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা দানপত্রে ব্রাহ্মণায় দক্ষিণা দেয়া—

দেবতানাং ব্রতৈর্যুক্তং সন্তুষ্টহৃদয়ান্বিতম্।
বেদাধ্যয়নসংযুক্তং সপত্নীকং সপুত্রকম্।
সুগন্ধ-বস্ত্র-মাল্যাদ্যৈঃ কুণ্ডলৈরঙ্গুলীয়কৈঃ।
তস্মিন্ সন্তানগোপালদানং ভক্ত্যা সমাচরেৎ॥

অথ দানমন্ত্রঃ—

করুণাকর দেবেশ নবনীতাশন প্রিয়।
দেহি মে পুত্রসন্তানং কুলবৃদ্ধিকরং মম॥

—ইতি দত্ত্বা সুবর্ণদক্ষিণাং দদ্যাৎ। আচার্য্যায় ধেনুং গোমিথুনং দত্ত্বা সন্তোষ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশিষো গৃহীত্বা যথাসুখং বিহরেৎ। এবং কৃতে পুত্রবান্ ভবতি, গোপালঃ স্বয়মেব অবতরিষ্যতি।

অথ মন্ত্রচন্দ্রিকাবচনম্। হোমস্তু ভীবপুত্রবৃদ্ধস্য সমিদ্ভির্বা ফলৈঃ কার্য্যঃ। তদভাবে তিলসর্পিষা পায়সেন বা কার্য্যঃ। অত্র পার্থিবপূজনং তু একোত্তরবৃদ্ধিলক্ষং পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যং তদভাবে লক্ষাদি বিধানৈঃ সহৈকতন্ত্রেণ কার্য্যম্। তদুক্তং লিঙ্গার্চনবিধানে একোত্তরবিধানে তু পৃথক্ পৃথক্ পূজনঞ্চ কার্য্যম্, লক্ষলিঙ্গপ্রকারে তু সহৈকতন্ত্রেণ কারয়েৎ। লিঙ্গ-বিধানে হোমে তু দশাংশনিয়মো নাস্তি, কিন্তু যৎসংখ্যকানি লিঙ্গানি পূজয়েৎ, তাবদেব তু হোময়েৎ। তদুক্তং মন্ত্রমাহাত্ম্যে—"যৎসংখ্যাকে যজেল্লিঙ্গং তৎসংখ্যং হোমমাচরেৎ॥" ইতি লিঙ্গার্চনদীপিকোক্তং কুর্য্যাৎ।

আচার্য্যাদিবরণপ্রকারঃ—দেশ-কালৌ সংকীর্ত্ত্য অমুক-গোত্রোৎপন্নোঽহমমুকশর্ম্মাহমাচার্য্যত্বেন ত্বামহং বৃণে। তত আচার্য্যঃ—অমুকগোত্রোৎপন্নোঽহম্ অমুকশর্ম্মাহং বৃতোঽস্মি, করিষ্যামীতি প্রতিবচনম্। ত বাসোঽলঙ্কারাদিভিঃ পূজয়েৎ। এবমৃত্বিজোঽপি পূজয়েৎ।

অথ জপবিধিঃ—ব্রাহ্মণো মমাস্য প্রাণানায়ম্য দেশ-কালৌ সংকীর্ত্ত্য অমুকগোত্রস্য অমুকশর্ম্মণো যজমানস্য ধর্ম্মপত্ন্যাং চিরজীবত্ত-সন্তানপ্রাপ্ত্যর্থং লক্ষাদিসংখ্যান্তর্গতযথোক্তসংখ্যাংপ্রারভ্যেতৎ-সংখ্যাপর্য্যন্তং সন্তানগোপালমন্ত্রস্য জপমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য আসনে উপবিশ্য ভূতশুদ্ধিং ভূতশুদ্ধিং প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র-মাতৃকা-বহির্মাতৃকান্যাসাংশ্চ কৃত্বা তদুপরি ষড়ঙ্গানি কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ ক্লাং হৃদি, ওঁ ক্লীং শিরসি, ওঁ ক্লূং শিখায়ৈ, ওঁ ক্লৈং কবচম্, ওঁ ক্লৌং নেত্রম্, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রম্। এবং করন্যাসাদি বিধায় ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ইতি দিগ্বন্ধং কৃত্বা মূলমন্ত্রন্যাসঞ্চ কুর্য্যাৎ। যথা ক্লীং দেবকীসুতসন্তানগোপালস্যাঙ্গুষ্ঠ-ধ্যানম্—

শঙ্খ-চক্রবরং দেবং শ্যামবর্ণং চতুর্ভুজম্।
সর্ব্বাভরণসন্দীপ্তং পীতবাসঃসমন্বিতম্।
ময়ূরপিচ্ছসংযুক্তং বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতম্।
সমপর্য্যন্ত বিপ্রার্থ নষ্টানাথীয় বালকান্॥
করুণামৃতসম্পূর্ণং চেষ্টৈকনিলয়ং দ্বিজম্।

চতুর্ভুজমিত্যনেন পদাদ্বুজে সূচিতে। বামাদ্যার্দ্ধয়োরান্তে ভবাদ্যক্ষয়োরন্তে ইত্যাদ্যুধধ্যানম্॥

শ্রীভিস্তু—স্বান্তে সম্বুধসন্নিবিষ্টমমলে রক্তাম্বুজে বালকং
মানিক্যোজ্জ্বলবালভূষণগণং সন্তপ্ত হেমদ্যুতিম্।
প্রেয়ালিঙ্গ্য মুহুর্মুহুঃ সুবদনং সংলালিতং স্বাঙ্গনা
পুত্রত্বেন বিভাবয়েদ্ধরিপুং পুত্রার্থিনী কামিনী॥

ইতি ধ্যাত্বা পূজাদি বিধায় মন্ত্রো জপ্যঃ।

ইতি সন্তানগোপাল-মন্ত্রানুষ্ঠানবিধানপদ্ধতিঃ। ওঁ তৎসৎ।

॥ সূচীপত্র ॥

॥ হরিবংশ-পর্ব ॥

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
১	মঙ্গলাচরণ, সৌনক-উগ্রশ্রবার সংবাদ, বৃষ্ণি-বংশীয়গণের বিস্তৃত চরিত্র শ্রবণ করিতে জনমেজয়ের প্রার্থনা এবং আদিসৃষ্টির বর্ণন।	১
২	স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশ এবং দক্ষপ্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন।	৫
৩	দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টির বিস্তার, দক্ষের ষাট কন্যা এবং তাঁহাদের সন্ততিগণের বর্ণন।	৯
৪	পৃথুর উপাখ্যান, রাজ্যবিস্তরণ এবং দিক্‌পালগণের প্রতিষ্ঠা।	১৯
৫	পৃথুর উপাখ্যান—অত্যাচার করিয়া বেণের বিনাশ এবং পৃথুর জন্ম ও চরিত্রবর্ণন।	২১
৬	পৃথুর উপাখ্যান—পৃথুর পৃথ্বী হইয়া পৃথ্বীর নানাবিধ দুগ্ধদান, বহুবিধ পাত্র ও দোগ্ধাগণের বর্ণন।	২৫
৭	মন্বন্তর, মনু, দেবতা ও ঋষিগণের সংক্ষেপে বর্ণন।	২৯
৮	চারিযুগ, মন্বন্তরসকল এবং ব্রহ্মার দিন ও বর্ষের মানকথন।	৩৫
৯	বৈবস্বত—মনু, যম, যমী (যমুনা), অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শনৈশ্চরের উৎপত্তি বর্ণন।	৩৮
১০	বৈবস্বতমনুর বংশজগণের বর্ণন ও পুরূরবার উৎপত্তি।	৪২
১১	ধুন্ধুমারের বৃত্তান্তবর্ণন।	৫৫
১২	ধুন্ধুমারের বংশবর্ণন ও গান্ধর্বের উৎপত্তি কথন।	৪৯
১৩	ত্রিশঙ্কুর চরিত্র বর্ণন এবং তাঁহার বংশে হরিশ্চন্দ্রাদির উৎপত্তি কথন।	৫১
১৪	সগরের উৎপত্তি ও চরিত্র কথন এবং সগরপুত্রগণের উদ্যোগে সমুদ্রের 'সাগর' নাম লাভ।	৫৩
১৫	সূর্য্যবংশের বর্ণন।	৫৫
১৬	শ্রাদ্ধকল্প—জনমেজয় কর্তৃক পিতৃযজ্ঞপদ্ধতিনির্ণায়ক প্রশ্ন এবং শন্তনু কর্তৃক নিজের শ্রাদ্ধে স্বয়ং হস্ত বর্জন করিয়া ভীষ্মের নিকট হইতে পিণ্ড প্রার্থনা।	৫৮
১৭	পিতৃকল্প—ভীষ্ম মার্কণ্ডেয়ের সংবাদ এবং মার্কণ্ডেয়ের সহিত সনৎকুমারের আলাপ।	৬১
১৮	পিতৃতত্ত্ব—মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমারসংবাদে পিতৃগণের গণ, লোক, শক্তি ও কন্যাসকলের বর্ণন এবং পিতৃগণের প্রভাবদর্শনের জন্য মার্কণ্ডেয়ের দিব্যদৃষ্টিলাভ কথন।	৬৪
১৯	পিতৃকল্প—ভরদ্বাজের পুত্রগণের বৃত্তান্তকথন, যোগভ্রষ্ট পুরুষগণের গতি, যোগসিদ্ধির অধিকারী পুরুষগণের লক্ষণ এবং মার্কণ্ডেয়-সনৎকুমারের সংবাদের সমাপ্তি।	৭০
২০	পিতৃকল্প—ব্রহ্মদত্ত ও উগ্রায়ুধের বংশকথন এবং পূজনীয়া পক্ষিণী কর্তৃক শুক্রনীতি বর্ণন।	৭২
২১	পিতৃকল্প—মার্কণ্ডেয়কর্তৃক শ্রাদ্ধের মহিমা বর্ণন এবং শ্রাদ্ধের ফলে কৌশিক (বিশ্বমিত্র)-পুত্রগণের উত্তম জন্মপ্রাপ্তি।	৮১
২২	পিতৃকল্প-শুচিবাক্‌পক্ষি কর্তৃক স্বতন্ত্রাদি তিন পক্ষীকে শাপদান এবং সুমনা পক্ষীর দ্বারা কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের সকলকে শাপ হইতে মোচন।	৮৪
২৩	কাম্পিল্য নগরে হংসসকলের ব্রহ্মদত্তাদিরূপে উদ্ভব এবং স্ব-পিতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া চারি হংসের মুক্তি লাভ।	৮৫
২৪	ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে বিরাজের উৎপত্তি, ব্রহ্মদত্তের প্রতি রাণী সপ্রভির কঠোর বাক্য কথন, কোনও ব্রাহ্মণ কর্তৃক কথিত শ্লোকসমূহ হইতে ব্রহ্মদত্ত, পাঞ্চালা ও কণ্ডরীকের স্ব-স্ব-পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞানলাভ এবং তপস্যা করিয়া ব্রহ্মদত্তাদির মুক্তিপ্রাপ্তি।	৮৮
২৫	চন্দ্রের উৎপত্তি, রাজসূয় যজ্ঞ, দেবাসুর-সংগ্রাম ও বুধের উদ্ভব কথন।	৯১
২৬	মহারাজ পুরূরবার চরিত্র ও বংশবর্ণন এবং ত্রেতাগ্নিকে রচনা করিয়া পুরূরবার গন্ধর্বলোকে গমন	৯৪
২৭	পুরূরবার দ্বিতীয় পুত্র অমাবসুর বংশ বর্ণন এবং বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের উৎপত্তিকথন।	৯৮
২৮	রাজা রম্ভি ও তৎপুত্রগণের চরিত্র বর্ণন, স্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট ইন্দ্রের পুনরায় সে স্থানে প্রতিষ্ঠা।	১০২
২৯	অনেনার বংশকথন, ধন্বন্তরি কর্তৃক কাশিরাজ ধন্বের গৃহে পুত্ররূপে অবতরণ, দিবোদাসের রাজত্বকালে ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় গণেশ্বর নিকুম্ভের বারাণসীকে জনশূন্য করিবার প্রযত্ন, সেস্থানে শিব-পার্ব্বতীর নিবাস; বারাণসীতে দিবোদাসের অধিকার এবং অলর্কের প্রশংসা।	১০৫

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
৩০	নহুষ ও যযাতির বংশ বর্ণন এবং যযাতির চরিত্র কথন।	১১১
৩১	পুরুর বংশ-পরম্পরা বর্ণনা।	১১৪
৩২	পুরুবংশের অন্তর্গত ঋচেয়ু বংশের পরম্পরা কথন—তাঁহার মধ্যে অজমীঢ় বংশ, পাঞ্চাল, সোমবংশ ও কৌরববংশের এবং দুর্বসু, দ্রুহ্য ও অনুর সন্ততিগণের বর্ণন।	১১৮
৩৩	যদুবংশ বর্ণন, কার্ত্তবীর্য্যের উৎপত্তি ও চরিত্র কথন, পঞ্চ যযাতি-পুত্রের বংশকীর্ত্তন ও তাহার শ্রবণ-মহিমানিরূপণ।	১২৪
৩৪	বৃষ্ণিবংশবর্ণন, অক্রূর, বসুদেব, কুন্তী, সাত্যকি, উদ্ধব, চারুদেষ্ণ এবং একলব্যাদির পরিচয়।	১২৯
৩৫	শ্রীকৃষ্ণের অবতারগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনী ও কুটুম্বগণের বর্ণন এবং কালযবনের উৎপত্তিকথন।	১৩২
৩৬	ক্রোষ্টুর বংশ বর্ণন।	১৩৪
৩৭	বভ্রুর বংশ বর্ণন।	১৩৬
৩৮	ভজমানের বংশ বর্ণন ও স্যমন্তকমণির কথা।	১৩৮
৩৯	স্যমন্তক-মণির জন্য প্রসেন, সত্রাজিৎ ও শতধন্বার বিনাশ। বলরাম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে গদাবিদ্যা শিক্ষাদান, অক্রূর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মণিপ্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুনরায় অক্রূরকে সেই মণি প্রত্যর্পণ।	১৪২
৪০	জনমেজয় কর্ত্তৃক ভগবানের বরাহ, নৃসিংহ পরশুরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারসকলের রহস্য-বিষয়ক জিজ্ঞাসা।	১৪৬
৪১	ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও কল্কি অবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।	১৫২
৪২	ভগবান্ বিষ্ণুর ঈশ্বরত্ব বর্ণন ও অদ্ভুত তারকাময় সংগ্রাম-কথন।	১৬৫
৪৩	দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দৈত্য-সৈন্যদের বর্ণন।	১৬৮
৪৪	আশ্চর্য্যতারকাময় সংগ্রামে দেব-সৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি।	১৭০
৪৫	দেবাসুর-সংগ্রাম এবং ঔর্ব্বনামক অগ্নির উৎপত্তি বর্ণন।	১৭৫
৪৬	ইন্দ্র কর্ত্তৃক চন্দ্রের স্তুতি, চন্দ্র ও বরুণের দ্বারা দৈত্যসৈন্যগণের সংহার, ময়দানবের মায়া প্রয়োগ, দৈত্যসৈন্যদের সহিত পবন ও অগ্নিদেবের সংগ্রাম এবং কালনেমির যুদ্ধে আগমন—এই সব বর্ণন।	১৭৯
৪৭	কালনেমির যুদ্ধ ও প্রভাব বর্ণন।	১৮৪
৪৮	কালনেমি ও ভগবান্ বিষ্ণুর সংবাদ, শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক কালনেমির বধ এবং দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান।	১৮৮
৪৯	ব্রহ্মলোকে ভগবান বিষ্ণুর সমাদর।	১৯৪
৫০	নারায়ণাশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর শয়ন ও উত্থান এবং পার্শ্বে সমাগত ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা।	১৯৬
৫১	ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট জগতের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে পৃথিবীর ভার-লাঘবের জন্য মন্ত্রণা করিতে অনুরোধ।	২০০
৫২	ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতাগণের মেরু পর্ব্বতের দিব্যসভায় উপস্থিতি ও সেস্থানে পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য ভগবানের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা।	২০২
৫৩	ব্রহ্মার আজ্ঞায় দেবাংশসকলের অবতরণ।	২০৬
৫৪	ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্য, ভূলোকের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন করিয়া অবতার-গ্রহণের জন্য ভগবান্‌কে প্রেরণা দান।	২১২
৫৫	ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নারদবাক্যের উত্তর দান, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুকে তাঁহার অবতার গ্রহণের যোগ্যস্থান এবং পিতা-মাতা প্রভৃতির পরিচয় প্রদান।	২১৮

॥ সূচীপত্র ॥

॥ বিষ্ণুপর্ব ॥

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
১	মথুরায় আসিয়া নারদ কর্তৃক কংসকে ভাবী ভয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং নিজের সেবকগণের নিকট কংসের আত্মশ্লাঘা।	২২৩
২	কংস কর্তৃক দেবকীর গর্ভবিনাশের চেষ্টা, ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক পাতাললোকে স্থিত 'যত্ন্ গর্ভ' নামক দৈত্যগণের জীবন আকর্ষণ করিয়া সেই সব নিদ্রা-দেবীর হস্তে সমর্পণ ও দেবকীর গর্ভে ক্রমশঃ স্থাপিত করিতে আদেশ দান করিয়া অন্ত কর্তব্য কথন এবং কার্য্য সাধনের পর বন্দিতা সেই দেবীর মহিমা উল্লেখ।	২২৫
৩	আর্য্যার স্তুতি।	২৩০
৪	কংস কর্তৃক দেবকীর নবজাত শিশুগণকে হত্যা, যোগমায়া দ্বারা সপ্তম গর্ভের সঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও নন্দভবনে প্রবেশ, কংস কর্তৃক নন্দকন্যাকে বধ করিবার চেষ্টা, তাহাকে দিব্য রূপে দেবীর দর্শন দান, দেবকীর নিকটে কংসের ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেবকী কর্তৃক তাহাকে ক্ষমা।	২৩৩
৫	বসুদেব কর্তৃক নন্দকে ব্রজে প্রত্যাবর্তনের সম্মতি-দান এবং গোব্রজের শোভা দর্শন করিতে করিতে সেস্থানে নন্দের প্রত্যাগমন।	২৩৮
৬	শকটভঞ্জন ও পূতনাবধ বর্ণন।	২৪১
৭	ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের হামাগুড়ি খেলা এবং শ্রীকৃষ্ণের উলূখলে বদ্ধ থাকিয়া যমলার্জুন-ভঞ্জন লীলা।	২৪৪
৮	শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বাললীলা, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজকে অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা এবং নিজের দেহ হইতে বহু বৃক উৎপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্রজের ভয়োৎপাদন।	২৪৭
৯	বৃকগণের উৎপাতে ব্রজবাসীদিগের সে স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন।	২৫০
১০	বর্ষা ঋতুর বর্ণন।	২৫৩
১১	শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, ভাণ্ডীর বট, যমুনা ও কালিয়-দহ বর্ণন এবং কালিয় নাগকে দমন করিতে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত।	২৫৬
১২	শ্রীকৃষ্ণের কালিয় নাগদমন, কালিয়ের সস্ত্রীক প্রস্থান এবং গোপগণের শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনুভব।	২৬২
১৩	বলরাম কর্তৃক ধেনুকাসুর বধ এবং ভয়রহিত তালবনে গো ও গোপগণের বিচরণ।	২৬৬
১৪	বলরাম কর্তৃক প্রলম্বাসুর বধ।	২৬৮
১৫	ইন্দ্রোৎসব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা এবং এক বৃদ্ধ গোপ কর্তৃক তাহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।	২৭০
১৬	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গিরিযজ্ঞ ও গোপূজনের প্রস্তাব করিতে করিতে শরৎ ঋতুর বর্ণন।	২৭৪
১৭	গোপগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করত গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দিব্যরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ কর্তৃক তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিবার পর তাঁহাদিগকে বরদান।	২৭৮
১৮	ইন্দ্র কর্তৃক সাংবর্তকমেঘমণ্ডলের দ্বারা জলবর্ষণ করাইয়া গো ও গোপগণকে কষ্ট প্রদান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারণ এবং তাহার নিম্নে গো ও গোপগণের ব্রজবাসীদিগের গমন।	২৮১
১৯	দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন, গোবিন্দপদে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, শ্রীকৃষ্ণকে ভবিষ্যতে কর্তব্য কার্য্য বলিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ইহাতে সম্মতি দান।	২৮৭
২০	শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র দেখিয়া বিস্মিত গোপগণের তাঁহার প্রতি প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের উত্তরদান এবং তাঁহার রাসলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণন।	২৯৫
২১	অরিষ্টাসুর-বধবর্ণন।	২৯৮
২২	কংসের আশঙ্কা, রাত্রিকালে সমস্ত যাদবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর প্রভাব বর্ণন, বসুদেবের কঠোর নিন্দা এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে আনয়ন করিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে যাইবার আজ্ঞাদান।	৩০০
২৩	কংসকে অন্ধক কর্তৃক ওজস্বিনী ভাষায় উত্তর দান।	৩০৮
২৪	কেশীর অত্যাচার এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাকে বধ।	৩১৩
২৫	ব্রজে আসিয়া অক্রূর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার বিষয়ে বহু প্রকারের কথা চিন্তন।	৩১৮
২৬	অক্রূর কর্তৃক গোপগণের নিকট কংসের আদেশ-কথন এবং বসুদেব-দেবকীর করুণাজনক অবস্থার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় যাইবার জন্য প্রেরণাদান, পথিমধ্যে যমুনার জলে অক্রূরের আশ্চর্য্যময় নাগলোক, ভগবান্ অনন্ত ও তাঁহার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন।	৩২১

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
২৭	শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরানগরীতে প্রবেশ। তাঁহাদের দ্বারা রজকের বধ, মালাকারকে বরদান, কুব্জার প্রতি কৃপা এবং কংসের ধনুর্ভঞ্জন।	৩২৭
২৮	কংসের চিন্তা, তাহার রঙ্গশালা দর্শন, উহাকে সুসজ্জিত করিবার জন্য আদেশ দান, চাণূর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় ও মহামাত্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞাদান, মহামাত্রের নিকট ক্রমিলের দ্বারা নিজের উৎপত্তির কথাবর্ণন—তাহার মাতার সুষামুন পর্ব্বতে ক্রমিলের সহিত সমাগম এবং তাহাদের উভয়ের পরস্পরকে বরদান ও শাপপ্রদান।	৩৩১
২৯	নাগরিকগণে পরিপূর্ণ রঙ্গশালায় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ-সমূহের শোভাবর্ণন, কংস মল্লগণের আগমন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের রঙ্গদ্বারে পদার্পণ, কুবলয়াপীড়, মহামাত্র ও হাতীর পাদরক্ষকগণের বধসম্পাদন এবং দুই ভ্রাতার রঙ্গস্থলে প্রবেশ।	৩৪১
৩০	রঙ্গশালায় মল্লযুদ্ধবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিচার, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক চাণূর ও মুষ্টিকাদির বধ, কংসকে বিনাশ এবং পিতা-মাতার চরণে প্রণাম করত দুই ভ্রাতার তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ।	৩৫৫
৩১	কংসের স্ত্রীগণের ও মাতার বিলাপ বর্ণন।	৩৬৩
৩২	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসবধের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে তাহার ঔচিত্য সমর্থন, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কংসের অন্ত্যেষ্টি সংস্কার করিবার জন্য তাঁহার প্রতি উগ্রসেনের অনুরোধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উগ্রসেনকে প্রবোধ দান পূর্ব্বক রাজ্যে তাঁহার অভিষেককরণ এবং সমস্ত যাদবগণের সহিত যাইয়া কংস প্রভৃতির অন্ত্যেষ্টি সংকার-সম্পাদন।	৩৫৮
৩৩	গুরু সান্দীপনি মুনির নিকটে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাধ্যয়ন এবং গুরুদক্ষিণারূপে গুরুর মৃত পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রদান করত মথুরা-পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।	৩৬৩
৩৪	বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরাপুরী অবরোধ।	৩৬৬
৩৫	জরাসন্ধের সৈন্যগণের বর্ণনা, তাহার দ্বারা চারিদিক্ দিয়া মথুরাপুরী আক্রমণ ও যাদবগণের সহিত জরাসন্ধের সৈন্যদের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পরাক্রমে জরাসন্ধসৈন্যদের পলায়ন, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পলায়মান সৈন্যদিগকে উৎসাহদান এবং উভয় পক্ষের বীরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ কথন।	৩৬৮
৩৬	বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত জরাসন্ধের সৈন্যদের যুদ্ধ বর্ণন, বলরাম ও জরাসন্ধের গদাযুদ্ধকথন এবং পরাজিত হইয়া জরাসন্ধের পলায়ন।	৩৭৭
৩৭	জরাসন্ধের পুনরাক্রমণে শঙ্কিত যাদবগণের সভায় বিকল্পর ভাষণ, রাজা হর্য্যশ্বের চরিত্র এবং তাহা হইতে যদু ও যাদবগণের উৎপত্তি বর্ণন।	৩৮০
৩৮	বিকল্প কর্ত্তৃক যদুর সন্ততিগণের বর্ণন এবং মথুরা-পুরীকে জরাসন্ধের আক্রমণ সহ্য করিবার পক্ষে অসমর্থ বলিয়া নিরূপণ।	৩৮৩
৩৯	পুরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ভারতের দিকে প্রস্থান, পরশু-রামের সহিত সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাদের দুইজনকে গোমন্ত পর্ব্বতে যাইবার জন্য পরশুরামের পরামর্শ দান।	৩৯১
৪০	শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও পরশুরামের গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ, গোমন্তের শোভা বর্ণন এবং যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহ দান করিয়া পরশুরামের প্রস্থান।	৩৯৭
৪১	বলরামের নিকট বারুণী, কান্তি ও শ্রী (শোভা)—এই দেবাঙ্গনাগণের আগমন, গরুড় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণব মুকুটপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের বলরামের সহিত আলোচনা এবং জরাসন্ধের সৈন্যসকল দর্শন করিয়া নিজেকে নিজেরই মানসিক উদ্ধার প্রকাশ।	৪০১
৪২	জরাসন্ধের সৈন্যগণের বর্ণন, তাঁহার সৈন্যদের পর্ব্বতদাহ এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক রাজসৈন্যমধ্যে আগমন।	৪০৬
৪৩	শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জরাসন্ধ এবং তাঁহার সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধ, রাজা দরদের মৃত্যু, পরাজিত হইয়া জরাসন্ধের পলায়ন এবং চেদিরাজ দমঘোষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের করবীরপুরে গমন।	৪১৩
৪৪	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শৃগালের বিনাশ ও তাঁহার পুত্রকে করবীরপুরের রাজ্যে অভিষেক।	৪২৫

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
৪৫	বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাগমন এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনা।	৪২৫
৪৬	বলরামের ব্রজযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা যমুনার আকর্ষণ।	৪২৭
৪৭	শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণের সহিত রুক্মিণীর স্বয়ংবরের সভায় কুণ্ডিনপুরে গমন এবং রাজা কৈশিক কর্তৃক তাঁহার সমাদর।	৪৩২
৪৮	শ্রীকৃষ্ণের আগমনে চিন্তিত রাজাদের সভায় জরাসন্ধ ও শূনীথের ভাষণ দান।	৪৩৫
৪৯	দন্তবক্র ও শাল্বের ভাষণ শ্রবণ করিয়া ভীষ্মক কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিশ্চয়।	৪৩৯
৫০	দ্রুহ্য ও কৈশিক কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ রাজ্য সমর্পণ, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে সকল নরপতি কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজেন্দ্রপদে অভিষেক এবং ভগবান্ কর্তৃক সকলকে আশ্বাস-দান।	৪৫৫
৫১	শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকের সংবাদ, ভীষ্মক কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন।	৪৫২
৫২	শাল্বের বাক্যানুসারে জরাসন্ধাদি নরপতিগণ কর্তৃক শাল্বকেই দূতরূপে কালযবনের নিকট প্রেরণ।	৪৫৭
৫৩	কালযবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণন, দূতরূপে রাজা শাল্বের তাঁহার নিকট গমন এবং জরাসন্ধের সংবাদকথন।	৪৬১
৫৪	রাজাদের অনুরোধ স্বীকার করত শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য কালযবনের মথুরাগমন।	৪৬৬
৫৫	শ্রীকৃষ্ণের নিবাসযোগ্য ভূমি দর্শনের জন্য গরুড়ের গমন, মথুরায় রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্বাগত সংকার, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজা উগ্রসেন ও মথুরাবাসিগণের সমাদর এবং গরুড়ের প্রত্যাবর্তন ও কুশস্থলীর বিষয়ে নিবেদন।	৪৬৭
৫৬	শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণের দ্বারকাপুরী গমন।	৪৭৭
৫৭	কালযবন বধবর্ণন।	৪৮০
৫৮	বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, নিধিপতি শঙ্খ ও সুধর্মাসভা আনয়ন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুব্যবস্থা পূর্বক সেস্থানে যাদবগণকে সংস্থাপন এবং রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ।	৪৮৫
৫৯	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে অপহরণ এবং জরাসন্ধ-শিশুপালাদির সহিত যাদবগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	৪৯২
৬০	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মীর পরাজয় এবং রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ও তাঁহাদের সন্তানগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	৪৯৮
৬১	রুক্মীর পুত্রী ভভাঙ্গী কর্তৃক স্বয়ংবরে প্রদ্যুম্নকে বরণ, প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধের রুক্মিপৌত্রী রুক্ম-বতীর সহিত বিবাহ এবং বলরাম কর্তৃক রুক্মিবধ।	৫০১
৬২	বলরামের মাহাত্ম্যকথন এবং তাঁহার দ্বারা হস্তিনা-পুরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার অদ্ভুত প্রযত্ন বর্ণন।	৫০৬
৬৩	নরকাসুরের পরিচয়, দ্বারকায় ইন্দ্রের আগমন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরকাসুরবধের জন্য অনুরোধ,সত্যভামাসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে গমন এবং তাঁহার দ্বারা মুর, নিশুম্ভ, হয়গ্রীব, বিরূপাক্ষ, পঞ্চনাদ ও অন্যান্য অসুরগণ এবং নরকাসুর বধ।	৫০৮
৬৪	শ্রীকৃষ্ণের নরকাসুরের ভবনে প্রবেশ পূর্বক তাঁহার ধন-বৈভব ও ষোল হাজার কুমারীকে দ্বারকায় প্রেরণ এবং স্বয়ং দেবলোকে যাইয়া অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করত সেস্থান হইতে পারিজাত লইয়া প্রত্যাবর্তন।	৫১৮
৬৫	রৈবতক-পর্ব্বতে রুক্মিণীর ব্রতোদ্‌যাপন মহোৎসব, পারিজাত পুষ্প দান করত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীর সম্মান, নারদের দ্বারা রুক্মিণীর সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং সত্যভামার কোপভবনে প্রবেশ।	৫২৩
৬৬	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সত্যভামাকে প্রবোধদান এবং সত্যভামা কর্তৃক মানসিক খেদ প্রকাশ পূর্বক তপস্যা করিতে অনুমতিদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা।	৫২৮
৬৭	শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় সত্যভামা কর্তৃক নিজের রোষ ও খেদের কারণ বর্ণন, তাঁহার জন্য পারিজাততরু আনয়নের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার সন্তোষবিধান, শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার দ্বারা নারদের সংকার এবং নারদ কর্তৃক পারিজাতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যবর্ণন।	৫৩২
৬৮	শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাতনামক বৃক্ষ দান করিতে নারদের দ্বারা ইন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ এবং প্রদান না করিলে তাঁহাকে গদাপ্রহারের কথা নিবেদন।	৫৩৯

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
৬৯	স্বর্গে মহাদেবের পরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীতাদি উৎসব, নারদ কর্তৃক ইন্দ্রের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতের প্রার্থনাবিষয়ক সংবাদ কথন এবং বহু কারণ বলিয়া ইন্দ্রের পারিজাত না দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ।	৫৪২
৭০	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গদাগ্রহারের তিরস্কার (ধমক) শ্রবণ করিয়া কুপিত ইন্দ্রের দ্বারা নারদের নিকট তাঁহার আচরণের তীব্র সমালোচনা এবং যুদ্ধে পারিজাত না দিবার নিশ্চয় করা।	৫৪৮
৭১	নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রতিপাদন শ্রবণ করিয়াও ইন্দ্রের তাঁহাকে পারিজাত প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ।	৫৫২
৭২	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদের নিকট অমরাবতী আক্রমণ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রের সন্নিকটে সংবাদ প্রেরণ, ইন্দ্র ও বৃহস্পতির কথোপকথন, বৃহস্পতির কল্পসমীপে যুদ্ধবিষয়ক সংবাদ বর্ণন ও যুদ্ধশান্তির জন্য কল্প দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি।	৫৫৭
৭৩	ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের, জয়ন্ত-প্রদ্যুম্নের, প্রবর-সাত্যকির এবং ঐরাবত-গরুড়ের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ।	৫৬৩
৭৪	রাত্রিতে যুদ্ধ স্থগিত পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পারিযাত্র পর্ব্বতের প্রতি বর প্রদান, গঙ্গা স্মরণ করত বিল্ব ও গাঙ্গজলোপরি মহাদেবের আবাহন পূর্ব্বক বিল্বোদ্ভেশ্বরের পূজা ও স্তুতি এবং মহাদেব কর্তৃক তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করত দৈত্যগণের বধের আদেশদান ও পারিযাত্র পর্ব্বতে ভগবানের নিবাস এবং তাঁহার প্রতিমাপূজন মহিমা কথন।	৫৭১
৭৫	ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধ, উৎপাতসমূহের উদ্ভব, ব্রহ্মার আজ্ঞায় কল্প ও অদিতিদেবীর উভয়ের মধ্যে আসিয়া যুদ্ধনিবারণ, সকলের স্বর্গে গমন, অদিতির আজ্ঞায় শচীর দ্বারা উপহার প্রদান, পারিজাতসহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, পারিজাত দেখিয়া দ্বারকাবাসিগণের আনন্দপ্রকাশ এবং পুণ্যক-ব্রতে সত্যভামার দান গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদকে স্মরণ।	৫৭৬
৭৬	পুণ্যক-ব্রতে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামা কর্তৃক নারদকে প্রদান, নিষ্ক্রয় গ্রহণ করত শ্রীকৃষ্ণকে নারদের মুক্তিদান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সকল সুহৃদ্গণকে পারিজাত দেখাইয়া পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ।	৫৮১
৭৭	পুণ্যক-ব্রতবিধি বর্ণনের উপক্রম।	৫৮৩
৭৮	সতী স্ত্রীগণের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে করিতে উমা কর্তৃক পুণ্যক ব্রতবিধির উপদেশ।	৫৮৬
৭৯	পুণ্যক-ব্রতসম্বন্ধী নিয়ম ও দানসমূহ বর্ণন এবং পুত্রাদি লাভের হেতু অনুষ্ঠেয় অন্যান্য ব্রত ও দানসমূহের বিধান কথন।	৫৮৮
৮০	নানাবিধ ব্রতসমূহের বিধান কথন।	৫৯৪
৮১	উমাদেবী কর্তৃক ব্রতকথনের উপসংহার, নারদ কর্তৃক দেবীগণচরিত্রে ব্রতসমূহের বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণপত্নীদিগের ব্রতানুষ্ঠান ও দান কথন।	৫৯৭
৮২	ষট্পুরবাসী অসুরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মার ও ভগবান্ শিবের বর দান।	৬০১
৮৩	ব্রহ্মদত্তের যজ্ঞে বসুদেব-দেবকীর আগমন, দৈত্যগণের দ্বারা ব্রহ্মদত্তের কন্যাদিগকে অপহরণ, প্রদ্যুম্ন কর্তৃক তাহাদের রক্ষা, নারদের কথায় দৈত্যদের সহিত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের মিলন এবং শ্রীকৃষ্ণের ষট্পুরে আগমন।	৬০৩
৮৪	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাদব-সৈন্যগণকে যুদ্ধের জন্য নিযুক্তি, দানবদলের নিষ্ক্রমণ, নিকুম্ভ কর্তৃক কিছু যাদববীরকে গুহায় বন্দীকরণ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা দানবসৈন্যদের সংহার, প্রদ্যুম্ন কর্তৃক রাক্ষসদিগকে গুহায় বন্দীকরণ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা দানবসৈন্যদের সংহার, প্রদ্যুম্ন কর্তৃক রাক্ষসৈন্যদিগকে গুহায় অবরোধ এবং ব্রহ্মদত্তকে সান্ত্বনাদান।	৬০৮
৮৫	জয়ন্তের দ্বারা পরাজিত হইয়া নিকুম্ভের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জ্জুনকে নিকুম্ভের চরিত্রকথন, আকাশবাণীর প্রেরণায় সুদর্শন চক্রের দ্বারা নিকুম্ভের বধ এবং ব্রহ্মদত্তকে ষট্পুর দান করত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।	৬১৩
৮৬	অন্ধকাসুরের উৎপত্তি ও অনাচার বর্ণন, তাহার বধের জন্য ঋষিগণের বিচার, মন্দার পুষ্প ধারণ করিয়া নারদের অন্ধকাসুরের ভবনে গমন এবং তাহার নিকট মন্দারবনের মহত্ত্ব কথন।	৬১৯
৮৭	মহাদেব কর্তৃক মন্দারাচলগত অন্ধকাসুরকে বধ।	৬২৩
৮৮	পিণ্ডারক তীর্থের অন্তর্গত সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণের জল-বিহার বর্ণনা।	৬২৬
৮৯	বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণের জলক্রীড়া ও গানাদির বর্ণন।	৬৩২

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা।
৯০	নিকুম্ভ কর্ত্তৃক ভানুমতীর অপহরণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাহার যুদ্ধ, গোকর্ণ তীর্থে উহার পতন, ভানুমতীকে লইয়া প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় আগমন, পুনরায় নিকুম্ভের সহিত যুদ্ধ, তাহার অদ্ভুত মায়ার বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিকুম্ভের বিনাশ।	৬৪৩
৯১	বজ্রনাভের তপস্যা ও বর প্রাপ্তি, তাঁহার ত্রিভুবন জয়ের জন্য উদ্যোগ, ইন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তালাপ, ভদ্রনামক নটকে মুনিগণের বরদান, ইন্দ্র কর্ত্তৃক আবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া হংসগণকে বজ্রনাভপুরে প্রেরণ।	৬৪৯
৯২	হংসগণের বজ্রপুরে নিবাস, হংসী কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রভাবতীর অনুরাগ আনয়ন, হংসীর প্রতি প্রদ্যুম্নকে লাভ করাইবার জন্য প্রভাবতীর অনুরোধ, হংসী ও বজ্রনাভের আলাপ, হংসগণের মুখ হইতে সব সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নটবেশে প্রদ্যুম্নাদি দানবগণকে বজ্রপুরে প্রেরণ।	৬৫৩
৯৩	নটবেশধারী দানবগণের সুপুর ও বজ্রপুরে সফল অভিনয় করিয়া যাদবদিগকে সন্তুষ্ট করত উপহার লাভ এবং প্রদ্যুম্নের প্রভাবতীর গৃহে প্রবেশ।	৬৫৮
৯৪	প্রদ্যুম্ন ও প্রভাবতীর গান্ধর্ব্ববিবাহ ও সমাগম, তারপর গদ ও চন্দ্রবতীর এবং সাম্ব ও গুণবতীর গান্ধর্ব্ববিবাহ।	৬৬২
৯৫	প্রভাবতীর নিকট বর্ষা বর্ণনা করিতে করিতে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিজের কুলের পরিচয় দান।	৬৬৬
৯৬	কশ্যপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ত্রিলোক বিজয়ের জন্য বজ্রনাভের প্রস্থান, শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের নিকট সংবাদ প্রেরণ, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক তরবারি প্রদান পূর্ব্বক পতিদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহাদের সহায়তাকরণ এবং প্রদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম বর্ণন।	৬৭১
৯৭	প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বজ্রনাভবধ এবং প্রদ্যুম্নাদির পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক।	৬৭৭
৯৮	ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক পুনরায় নবরূপে নির্ম্মিতা দ্বারকা-পুরী বর্ণন।	৬৮০
৯৯	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং মণি পর্ব্বত ও পারিজাত বৃক্ষকে যথোচিত স্থানে স্থাপন।	৬৮৬
১০০	শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য সভায় আহ্বান।	৬৮৮
১০১	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যাদবগণের সৎকার এবং নারদ কর্ত্তৃক যাদবগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণন।	৬৯০
১০২	নারদ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম-সমূহের বর্ণন।	৬৯৫
১০৩	শ্রীকৃষ্ণের সন্তানগণের বর্ণন এবং বৃষ্ণিবংশের উপসংহার।	৬৯৯
১০৪	প্রদ্যুম্নের জন্মকথন, শম্বরাসুর কর্ত্তৃক সূতিকা গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে অপহরণ, প্রদ্যুম্ন-মায়াবতী সংবাদ এবং প্রদ্যুম্নের শম্বরাসুরের পুত্রপুত্রের সহিত যুদ্ধ বর্ণন।	৭০১
১০৫	প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বরাসুরের সৈন্য ও মন্ত্রিগণের সংহার।	৭০৬
১০৬	শম্বরাসুর ও প্রদ্যুম্নের মায়াময় যুদ্ধ, শম্বরের চিন্তা, দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় নারদ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের পূর্ব্বস্বরূপ কথন এবং তাঁহাকে আবশ্যক কর্ত্তব্যের উপদেশ দান।	৭১২
১০৭	প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বরাসুর বধ।	৭১৭
১০৮	মায়াবতী সহ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় আগমন এবং রুক্মিণীদেবীর ভবনে প্রবেশ।	৭১৯
১০৯	বলদেব কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নকে আহ্নিকস্তোত্রের উপদেশ-দান।	৭২২
১১০	সাম্বের উৎপত্তি ও অস্ত্রশিক্ষা বর্ণন এবং দ্বারকায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে নারদ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধুতা প্রতিপাদন।	৭২৯
১১১	শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, ব্রাহ্মণ-বালককে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া অর্জ্জুনের গমন।	৭৩৫
১১২	ব্রাহ্মণবালক রক্ষিত না হওয়ায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে তিরস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণ সহ তাঁহার উত্তর-দিকে গমন।	৭৩৭
১১৩	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণপুত্রকে আনয়ন।	৭৩৯
১১৪	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় প্রদান।	৭৪২
১১৫	সংক্ষেপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বর্ণন।	৭৫৪
১১৬	ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক বাণাসুরকে নিজের ও দেবী পার্ব্বতীর পুত্ররূপে স্বীকার, তাঁহার নিকট হইতে	

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	যুদ্ধের জন্য বাণাসুরের বর প্রার্থনা ও বর লাভ এবং ইহাতে বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের চিন্তা।	৭৪৬
১১৭	শিব-পার্ব্বতীর ক্রীড়াবিহার, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক উষাকে পতিলাভের বরদান এবং উষার বিরহ-ব্যথা বর্ণন।	৭৫৩
১১৮	উষার স্বপ্নে প্রিয়তমের সহিত সমাগম, ইহাতে উষার চিন্তা, সখীগণের তাঁহাকে প্রবোধদান, কুম্ভাণ্ডকুমারীর কথায় উষাকর্ত্তৃক চিত্রলেখাকে আনাইয়া তাহার নিকট নিজের কষ্টের কথা জ্ঞাপন, চিত্রলেখা কর্ত্তৃক চিত্রে অঙ্কিত অনিরুদ্ধকে উষার নিজের প্রিয়তমরূপে খ্যাপন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য চিত্রলেখার দ্বারকায় গমন।	৭৫৮
১১৯	চিত্রলেখা ও নারদের সংবাদ, নারদের নিকট হইতে তামসী বিদ্যাগ্রহণ করত চিত্রলেখার অনিরুদ্ধকে লইয়া শোণিতপুরে গমন, উষা ও অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব্ব বিবাহ, অনিরুদ্ধের বাণাসুরের সৈন্যগণ ও বাণাসুরের সহিত যুদ্ধ, নাগপাশের দ্বারা অনিরুদ্ধের বন্ধন এবং নারদের দ্বারকাগমন।	৭৬৬
১২০	অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক আর্য্যাদেবীর স্তুতি এবং প্রসন্না-দেবীর তাঁহাকে বন্ধনের কষ্ট হইতে মুক্তিদান।	৭৮১
১২১	অনিরুদ্ধের অপহরণে অন্তঃপুরে শোক, শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের চিন্তা, গুপ্তচরগণের নিযুক্তি ও তাহাদের বিফলতা, নারদের আগমন, অনিরুদ্ধের সংবাদ কথন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গরুড়ের আহ্বান ও স্তুতি, গরুড়কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং শোণিতপুরে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।	৭৮৫
১২২	শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও প্রদ্যুম্নের শোণিতপুরে প্রস্থান, গরুড়কর্ত্তৃক আহবনীয় অগ্নিকে প্রশমন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অগ্নিগণের পরাজয়, বাণাসুরের সৈন্যদের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির যুদ্ধ, ত্রিশিরাজ্বরের আক্রমণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যুদ্ধ।	৭৯৬
১২৩	শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাজিত জ্বরের তাঁহার শরণ গ্রহণ, তাঁহার নিকট হইতে জ্বরের বরলাভ এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রণভূমি হইতে জ্বরের প্রস্থান।	৮০৩
১২৪	বাণাসুরের সৈন্যের পলায়ন, যুদ্ধের জন্য গণের সহিত ভগবান্ শঙ্করের আগমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রের যুদ্ধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বাণাসুরের পদার্পণ।	৮০৬
১২৫	শ্রীকৃষ্ণের জৃম্ভণাস্ত্রে ভগবান্ শঙ্করের জৃম্ভণের বশীভূত হওয়া, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবকে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার একতার স্মৃতি আনয়ন এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা হরিহরের স্তোত্র বর্ণন।	৮১১
১২৬	শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধে কার্ত্তিকেয়ের পরাজয়, কৌটবী দেবী কর্ত্তৃক কার্ত্তিকেয়কে রক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বাণাসুরের সহস্র বাহু ছেদন এবং মহাদেব কর্ত্তৃক বাণাসুরকে 'মহাকাল' হইবার বরদান।	৮১৬
১২৭	অনিরুদ্ধকে নাগপাশ হইতে মুক্তিদান, তাঁহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাদির বন্দনা, নারদের বাক্যে অনিরুদ্ধের বিবাহ, উষার গমন, সকলের দ্বারকায় প্রস্থান, পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বরুণদেবের পরাজয়, বরুণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও পূজা, শ্রীকৃষ্ণের আগমনে দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দেবগণের বন্দনা, ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা এবং দেবতা ও ঋষিগণের স্ব-স্ব-স্থানে গমন।	৮২৮
১১৮	দ্বারকায় উৎসবপালন, উষার অন্তঃপুরে প্রবেশ ও সৎকার, শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুপর্ব্বের মহিমা কথন ও বিষ্ণুপর্ব্বের উপসংহার।	৮৩৮

ভবিষ্যপর্ব্ব।

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
১	রাজা জনমেজয়ের সন্তানগণের নাম ও পাণ্ডববংশ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা।	৮৪৩
২	রাজা জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞ করার জন্য বিচার, ব্যাসদেবের আগমন ও রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার, তৎপরে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন—রাজসূয়-যজ্ঞের ফল দুঃখকর, আপনি পাণ্ডবগণের পিতামহ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, তথাপি পাণ্ডবগণকে রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কালের প্রাবল্য প্রতিপাদন।	৮৪৫
৩	ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কলিযুগের স্থিতি বর্ণন।	৮৪৯
৪	কলিযুগ বর্ণন।	৮৫২
৫	ব্যাসাদির গমন, জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে ইন্দ্রের বিঘ্ন সৃষ্টি, জনমেজয় কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে অভিশাপদান, ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাসন এবং নিজ পত্নীকে ভর্ৎসনা ও বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক জনমেজয়কে প্রবোধ দান।	৮৫৭
৬	সন্তুষ্ট হইয়া জনমেজয়ের রাজ্যশাসন এবং এই গ্রন্থের পাঠ ও শ্রবণের মহিমা কথন।	৮৬০
৭	পুষ্কর প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন ও বৈশম্পায়নের এবং ভগবান্ নারায়ণের মহিমা প্রতিপাদন।	৮৬২
৮	সত্যযুগাদির পরিমাণ বর্ণন।	৮৬৪
৯	প্রলয়ের পর একার্ণব জলে ভগবান্ নারায়ণের শয়ন।	৮৬৬
১০	একার্ণবে ভগবান্ ও মার্কণ্ডেয়ের সংবাদ বর্ণন।	৮৬৮
১১	পরমাত্মা কর্ত্তৃক ভূতগণের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মাকে প্রকটিত করিবার জন্য তাঁহার নাভি হইতে এক মহান্ পদ্মের প্রাদুর্ভাব।	৮৭৪
১২	নারায়ণের নাভিকমলের দলসমূহে সমস্ত লোক-সকলের কল্পনা।	৮৭৬
১৩	ব্রহ্মার সহিত মধু ও কৈটভের সংলাপ এবং ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক তাহাদের বিনাশ।	৮৭৭
১৪	ব্রহ্মার তিন পুত্রের পরমপদ প্রাপ্তি, তাঁহার দ্বারা মৈথুন সৃষ্টির বিস্তার এবং দক্ষকন্যাগণের সন্ততিবর্ণন।	৮৮০
১৫	জনমেজয় কর্ত্তৃক মহাভারতবর্ণিত চরিত্রের প্রশংসা।	৮৮৫
১৬	সৃষ্টিবিষয়ক বর্ণনপ্রসঙ্গে জ্ঞান ও যোগের বিচার।	৮৮৬
১৭	মৈনাক পর্ব্বতের স্থিতি, মেরুপৃষ্ঠের উপর পরমাত্মা হইতে ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব, মেরুপর্ব্বতের বিশালতা, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্টি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার স্বরূপ বর্ণন, গঙ্গার প্রাদুর্ভাব, সোমের উৎপত্তি, ধর্ম্মের পাদ, যোগ-সাধনা, ঐশ্বর্য্য হইতে হানি, বেদসমূহের আবির্ভাব, যজ্ঞপুরুষের বর্ণন, যোগিদের মহিমা, চিত্তের উপলব্ধিতে কারণ-মোক্ষসম্বন্ধী কর্ম্ম করিবার বিধান এবং কর্ম্মফল ত্যাগে মুক্তি।	৮২০
১৮	যোগের উপসর্গ (বিঘ্ন) কথন, যোগীর বিষ্ণুরূপে স্থিতি, কর্ম্মলয়ে মুক্তি, সকাম কর্ম্মিগণের ধূম্রমার্গে গতি ও পুনরাবৃত্তি, জ্ঞানী এবং যোগীর তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মযুগ বর্ণন।	৮২৮
১৯	যোগীর স্থিতি এবং তাঁহার সমক্ষে আগমনযোগ্য বিঘ্নরূপ ঐশ্বর্য্যসমূহ বর্ণন।	৮৯৯
২০	ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগধারণা পূর্ব্বক কৃত মানসিক সৃষ্টির বর্ণন।	৯০৪
২১	ক্ষত্রযুগের প্রসঙ্গে জ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের বর্ণন, প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক প্রাণিগণের ও চার বর্ণের সৃষ্টি এবং তাঁহার নিজ পুত্রগণকে ধাত্রীর অন্ত জানিবার জন্য আদেশদান।	৯০৬
২২	দক্ষের স্বীয় অর্দ্ধ অঙ্গ হইতে স্ত্রীরূপ হইয়া বহু কন্যার উৎপাদন এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম, কশ্যপ ও সোমকে প্রদান, দক্ষকন্যাদিগের সন্তানগণের বর্ণন তাঁহাদের দেবলোকে উৎপন্ন হইবার যোগ্যতা-কথন।	৯০৮
২৩	ব্রহ্মার মহাযজ্ঞবর্ণন।	৯১০
২৪	চার আশ্রমে স্থিত ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলের পুণ্য-প্রদেশে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ।	৯১৪
২৫	নারদ প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণগণ ও ব্রহ্মার সৎকার, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কশ্যপকে যজ্ঞ করিবার আদেশ দান, দেব-দানবযুদ্ধ এবং ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধুর পরাজয়।	৯১৬
২৬	মধু ও বিষ্ণুর ঘোর যুদ্ধ, দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি, হয়গ্রীবরূপধারী বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধুর বধ এবং পৃথিবীর মেদিনী নামপ্রাপ্তি।	৯১৭
২৭	মধুর পতনে সমস্ত প্রাণিগণের হর্ষ, সেস্থানে সমবেত পর্ব্বতসকল ও বসন্ত ঋতুর বর্ণন, মধুবাহিনী নদীর উৎপত্তি এবং গৌরীসিদ্ধার মাহাত্ম্য কথন।	৯২২

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
২৮	পুষ্করে শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির তপস্যা এবং তাহার প্রভাব বর্ণন।	১২৬
২৯	তপস্যার প্রভাবে দেবগণের উৎকর্ষ বর্ণন।	১৩৪
৩০	পৃথুর রাজ্যাভিষেক, দেবতা ও দৈত্যগণ কর্তৃক মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড করিয়া তাহার দ্বারা সমুদ্র-মন্থন, সমুদ্র হইতে অন্য রত্নসমূহের সহিত অমৃতের উদ্ভব এবং রাহুর শিরশ্ছেদ বর্ণন।	১৩৬
৩১	বলির যজ্ঞে বামনদেব কর্তৃক ত্রিলোকের রাজ্য-গ্রহণ এবং সমন্ত্রান্তরে দেবগণ কর্তৃক বলির রাজ্যা-ভিষেক।	১৩৮
৩২	দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসবর্ণন।	১৪০
৩৩	বারাহাবতারের উপক্রম।	১৪৫
৩৪	ভগবান্ যজ্ঞবরাহ কর্তৃক পৃথিবীকে উদ্ধার।	১৪৯
৩৫	ভগবান্ বারাহ কর্তৃক বিভিন্ন দিকে পর্ব্বত ও নদী-সকলের সৃষ্টি।	১৫৩
৩৬	জগতের সৃষ্টি বর্ণন।	১৫৭
৩৭	ব্রহ্মা কর্তৃক বিভিন্ন বর্গের অধিপতিগণের নিযুক্তি।	১৬১
৩৮	দেবাসুরসংগ্রামবর্ণন এবং হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের স্তম্ভন।	১৬৪
৩৯	ভগবান্ বারাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ।	১৬৭
৪০	দেবতাগণের নিজেদের প্রভুত্ব প্রাপ্তি, সমস্ত লোক-সমূহের আধিপত্যে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, সৎ-অসৎ পুরুষগণের যথোচিত গতির আদেশ দান করিয়া শ্রীভগবানের অন্তর্ধান এবং দেবেন্দ্র কর্তৃক পর্ব্বতসকলের পক্ষচ্ছেদন।	১৬৯
৪১	হিরণ্যকশিপুর তপস্যা, বরপ্রাপ্তি ও অত্যাচার, দেবগণকে ব্রহ্মার আশ্বাসদান, নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর হিরণ্যকশিপুর সভায় গমন এবং তাহার সভার বর্ণন।	১৭১
৪২	ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দৈত্যগণ কর্তৃক সেবিত হিরণ্যকশিপুকে নিরীক্ষণ।	১৭৭
৪৩	নরসিংহবিগ্রহে প্রহ্লাদ কর্তৃক সম্পূর্ণ ত্রিলোকের দর্শন।	১৭৮
৪৪	দৈত্যগণ ও হিরণ্যকশিপু কর্তৃক ভগবান্ নরসিংহের উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ।	১৮০
৪৫	দৈত্যগণের দ্বারা কৃত অস্ত্রপ্রহার ও প্রযুক্তমায়ার নিষ্ফলতা বর্ণন।	১৮২

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
৪৬	দৈত্যগণের বিনাশসূচক মহোৎপাতসমূহের বর্ণন, গদা লইয়া হিরণ্যকশিপুর ধাবন এবং তাঁহার পাদভারে পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী ও দেশসকলের কম্পন।	১৮৫
৪৭	দেবগণের অনুরোধে ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্য-কশিপুবধ এবং দেবগণ ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাঁহার স্তুতি।	১৯০
৪৮	বামনাবতারের উপক্রম, বলির অভিষেক এবং ত্রৈলোক্যবিজয়ের জন্য বলির প্রতি দৈত্যগণের অনুরোধ।	১৯৩
৪৯	দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৈত্যদিগের উদ্যোগ।	১৯৬
৫০	পুলোমা, হয়গ্রীব, প্রহ্লাদ ও শম্বরাসুরের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।	১০০০
৫১	অনুহ্লাদ, বিরোচন, কুজম্ভ, অসিলোমা, বৃত্র, এক-চক্র, বৃত্রভ্রাতা, রাহু, বিপ্রচিত্তি, কেশী, বৃষপর্ব্বা ও বলির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর।	১০০২
৫২	ইন্দ্রাদি দেবগণের ও লোকপালগণের যুদ্ধের জন্য আয়োজন ও প্রস্থান।	১০১১
৫৩	দেবগণ ও অসুরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীষণ উৎপাত-সমূহের বর্ণন এবং যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা ও সনকাদি যোগেশ্বরগণের আগমন।	১০১৮
৫৪	দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধকে যজ্ঞরূপে বর্ণন, উভয় সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং সাবিত্রী ও ধ্রুবের পরাজয়।	১০২২
৫৫	নমুচির দ্বারা ধরনামক বসুর, ময়াসুরের দ্বারা ত্বষ্টার, বাসুদেবের দ্বারা পুলোমার, হয়গ্রীবের দ্বারা পূষার, শম্বরাসুরের দ্বারা ভৃগুর এবং চন্দ্র-দেবের দ্বারা সমস্ত দৈত্যসৈন্যদের পরাজয়।	১০২৮
৫৬	দেবতা ও দানবগণের ঘোর সংগ্রামে বিষ্বক্সেনের সহিত বিরোচনের এবং অংশদেবতার সহিত কুজম্ভের যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রদর্শন।	১০৪০
৫৭	দেবাসুর-সংগ্রামে কুজম্ভ, অসিলোমা ও বৃত্রাসুরের উৎকর্ষবর্ণন এবং হরি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরাজয়কথন।	১০৪৫
৫৮	রণাজি ও একচক্রের, মৃগব্যাধ ও বলাসুরের, অজৈকপাদ ও রাহুর এবং সুধূম্রাক্ষ ও কেশী দৈত্যের যুদ্ধবর্ণন।	১০৫১

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
৫৯	বৃষপর্ব্বা ও নিদ্রুহনামক বিশ্বেদেবের এবং প্রহ্লাদ ও কালের ঘোর যুদ্ধবর্ণন।	১০৫৮
৬০	কুবের ও অনুহ্রাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধবর্ণন।	১০৬৬
৬১	বিপ্রচিত্তির সহিত বরুণের যুদ্ধ ও পরাজয়।	১০৭২
৬২	অগ্নিদেবের দ্বারা দৈত্যগণের পরাজয় এবং বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অগ্নিদেবের স্তুতি।	১০৭৫
৬৩	রাজা বলির প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য এবং দেবসৈন্যগণের উপর বলির আক্রমণ।	১০৭৯
৬৪	বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং ইন্দ্রের রণভূমি হইতে পলায়ন।	১০৮০
৬৫	বিজয়ী বলির নিকট রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির আগমনবর্ণন।	১০৮৩
৬৬	অদিতি ও কশ্যপের সহিত দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন।	১০৮৫
৬৭	ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ ও অদিতিদেবীর সহিত দেবগণের ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গমন ও তপস্যা আরম্ভ।	১০৮৮
৬৮	কশ্যপ কর্ত্তৃক পরম পুরুষ পরমাত্মার স্তব।	১০৯০
৬৯	কশ্যপ, অদিতি ও দেবগণকে ভগবান্ বিষ্ণুর বরদান এবং অদিতি দেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভাব।	১০৯৩
৭০	ঋষি ও বিবিধ দেবগণের বামনদেবকে নমস্কার, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের নৃত্য-গীত, শ্রীভগবানের বৈশিষ্ট্য বর্ণন, দেবগণের নিকট হইতে তাঁহাদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করিয়া বৃহস্পতির সহিত শ্রীভগবানের বলির যজ্ঞে গমন, সেখানে নিজের বাক্-পটুতায় সকলের বিস্ময়োৎপাদন এবং রাজা বলি কর্ত্তৃক তাঁহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা।	১০২৫
৭১	বামনদেব কর্ত্তৃক বলির যজ্ঞের প্রশংসা, বলি কর্ত্তৃক প্রার্থনা করিতে প্রেরিত হইয়া বামনদেবের তিন পদ ভূমি প্রার্থনা, শুক্রাচার্য্য ও প্রহ্লাদের বলিকে দান-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা, বলি কর্ত্তৃক দানের সমর্থন এবং দান প্রাপ্ত হইয়াই বামনের বিরাড্ রূপ ধারণ।	১১০০
৭২	বিরাড্রূপধারী বামনদেবের উপর আক্রমণকারী দৈত্যগণের নাম, রূপ ও অস্ত্রসমূহের পরিচয়, ভগবান্ কর্ত্তৃক তিনপদের দ্বারা তিনলোক মাপ করত রাজাবিভাজন, বলিকে পাতালের রাজ্য প্রদান করিয়া মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেস্থানে প্রেরণ, জীবিকার ব্যবস্থাকরণ, নারদ কর্ত্তৃক বলিকে মোক্ষবিষয়ক স্তোত্রের উপদেশ দান, তাহার প্রভাবে বলির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ এবং স্তোত্রের মহিমা বর্ণন।	১১০৫
৭৩	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীদেবীর পুত্র প্রার্থনা এবং তাঁহাকে আশ্বাস দান করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৈলাসগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ।	১১১৩
৭৪	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যাদবসভায় নিজের কৈলাসযাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে করিতে নগররক্ষার জন্য যাদবগণকে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দান।	১১১৭
৭৫	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নগর রক্ষাবিষয়ে সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত আলোচনা এবং বলরামাদি যাদবগণের উপর নগররক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া কৈলাসযাত্রার প্রস্তুতি।	১১১৯
৭৬	গরুড়ে আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের বদরিকাশ্রমে গমন এবং পথে দেব-মুনিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্তুতি।	১১২২
৭৭	দেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বদরিকাশ্রমে ঋষিবৃন্দের দ্বারা আতিথ্যসৎকার।	১১২৫
৭৮	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমাধি, মহান্ কোলাহল ও তাঁহার নিকট পলায়মান মৃগাদির আগমন।	১১২৭
৭৯	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দুই পিশাচের আগমন।	১১২৯
৮০	ঘণ্টাকর্ণ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরকে পরিচয় দান এবং ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং সমাধিলাভ।	১১৩১
৮১	পিশাচ কর্ত্তৃক সমাধি অবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার।	১১৩৮
৮২	ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি।	১১৪০
৮৩	ঘণ্টাকর্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপহার সমর্পণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহাকে বরদান এবং মৃত কোনও এক ব্রাহ্মণের জীবন দান।	১১৪৫
৮৪	কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেস্থানে বার বৎসর-সাধ্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ।	১১৪৭
৮৫	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে ইন্দ্রাদি দেবগণের ও উমাসহ ভগবান্ শঙ্করের আগমন।	১১৫০

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা
৮৬	পিশাচ, মুনি ও অপ্সরাগণের সহিত উমাদেবী ভগবান্ শঙ্করের শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন।	১১৫২
৮৭	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহাদেবের স্তুতি।	১১৫৩
৮৮	ভগবান্ শিব কর্তৃক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।	১১৫৬
৮৯	ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক ঋষিগণকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশ দান।	১১৬১
৯০	ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের কৈলাস পর্ব্বত হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।	১১৬৩
৯১	পৌণ্ড্রক কর্তৃক রাজগণের সভায় নিজেকে শঙ্খ-চক্রাদিতে যুক্ত বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন।	১১৬৬
৯২	পৌণ্ড্রকের নিকট নারদের আগমন এবং তাঁহার সহিত নারদের বার্ত্তালাপ।	১১৬৮
৯৩	শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারদের গমন এবং পৌণ্ড্রকের দ্বারকাপুরী আক্রমণ।	১১৭০
৯৪	যাদব-বীরগণের দ্বারা পৌণ্ড্রকের সৈন্যদিগকে এবং একলব্য কর্তৃক যাদবসৈন্যগণকে সংহার।	১১৭২
৯৫	পৌণ্ড্রক কর্তৃক পূর্ব্বদ্বারের প্রাচীর বিদীর্ণ করিবার উদ্যোগ, সাত্যকি প্রভৃতি যাদববীরগণের উহা রক্ষার জন্য গমন, সাত্যকি কর্তৃক শারব্যাস্ত্রের দ্বারা পৌণ্ড্রকের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া পৌণ্ড্রককে যুদ্ধের জন্য আহ্বান এবং পৌণ্ড্রকের গর্ব্বোক্তি।	১১৭৪
৯৬	পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণনা।	১১৭৭
৯৭	সাত্যকি ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ।	১১৮০
৯৮	বলভদ্র ও একলব্যের যুদ্ধ এবং বলভদ্র কর্তৃক নিষাদগণকে সংহার।	১১৮২
৯৯	বলভদ্র ও একলব্যের এবং পৌণ্ড্রক ও সাত্যকির যুদ্ধবর্ণনা।	১১৮৪
১০০	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন এবং পৌণ্ড্রকের সহিত তাঁহার কথোপকথন।	১১৮৫
১০১	শ্রীকৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রকের যুদ্ধ এবং পৌণ্ড্রক বধ।	১১৮৯
১০২	একলব্যের রাজধানী গমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাদবগণের নিকট নিজের যাত্রার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত কথন এবং অন্তঃপুরে রুক্মিণী ও সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষ দান।	১১৯১
১০৩	হংস ও ডিম্ভকের বিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন।	১১৯৩
১০৪	রাজা ব্রহ্মদত্তের ভগবান্ শঙ্করের আরাধনায় হংস ও ডিম্ভক নামক দুই পুত্রপ্রাপ্তি এবং রাজসখ বিপ্রবর মিত্রসহের ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় জনার্দন নামক পুত্রলাভ।	১১৯৪
১০৫	হংস ও ডিম্ভকের তপস্যা, বরপ্রাপ্তি, জনার্দন সহ এই দুই কুমারের বিবাহ এবং তিন কুমারের ধর্ম্মনিষ্ঠা।	১১৯৫
১০৬	হংস ও ডিম্ভকের মৃগয়া।	১১৯৮
১০৭	সৈন্যসহ হংস ও ডিম্ভকের পুষ্করতীরে বিশ্রাম, মহর্ষি কাশ্যপের বৈষ্ণব যজ্ঞদর্শন এবং দুর্ব্বাসা প্রভৃতি যতিগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের প্রতি নিজের অশ্রদ্ধা প্রদর্শন।	১১৯৯
১০৮	হংস ও ডিম্ভক কর্তৃক সন্ন্যাসিগণের নিন্দা এবং জনার্দন কর্তৃক সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশংসা।	১২০২
১০৯	দুর্ব্বাসার রোষ, হংস কর্তৃক তাঁহাকে তিরস্কার, দুর্ব্বাসা কর্তৃক দুই ভ্রাতাকে শাপদান এবং জনার্দনকে বরদান।	১২০৪
১১০	দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারকা গমন।	১২০৬
১১১	শ্রীকৃষ্ণের দ্যূতক্রীড়া, সুধর্ম্মা সভায় দুর্ব্বাসাদি মুনিগণের আগমন, যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাদের সৎকার, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা, দুর্ব্বাসা কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতি এবং তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট নিজেদের দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত-কথন।	১২০৭
১১২	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হংস ও ডিম্ভককে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করত সেই সন্ন্যাসি-গণকে ভোজনদান।	১২১৩
১১৩	জনার্দন কর্তৃক হংসকে প্রবোধদান, কিন্তু তাঁহার কথা না মানিয়া হংস কর্তৃক তাঁহাকে দূত করিয়া দ্বারকায় প্রেরণ।	১২১৫
১১৪	জনার্দনের ভগবদ্দর্শন বিষয়ক উদগ্র অভিলাষ বর্ণন।	১২১৭
১১৫	সুধর্ম্মা সভায় যাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট জনার্দন কর্তৃক তাঁহার আদেশে শ্রীভগবানের স্তুতি পূর্ব্বক হংস ও ডিম্ভকের সংবাদ কথন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া যাদবগণের উপহাস।	১২২১
১১৬	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া জনার্দনের প্রত্যাবর্ত্তন।	১২২৪

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা।
১১৭	সাত্যকির সহিত জনার্দনের শাল্বনগরে গমন, হংসের সহিত মিলন এবং হংস কর্তৃক জনার্দনের নিকট কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে জিজ্ঞাসা।	১২২৫
১১৮	হংসের নিকট জনার্দনের শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত উল্লাসপ্রকাশ, দ্বারকায় হংসের সংবাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিয়া হংসকে রাজসূয়-যজ্ঞ না করিতে পরামর্শদান, ইহাতে রুষ্ট হংস কর্তৃক জনার্দনকে তিরস্কার করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার নির্দেশ এবং সাত্যকি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বলিতে বলিতে হংসকে তিরস্কার।	১২২৬
১১৯	হংস ও ডিম্ভকের সাত্যকির প্রতি রোষপূর্ণ উক্তি এবং সাত্যকিকর্তৃক তাঁহাদিগকে তদ্রূপই উত্তরদান করত দ্বারকায় প্রস্থান।	১২৩০
১২০	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবসৈন্যগণের পুষ্করতীর্থে যাইয়া হংস ও ডিম্ভকের জন্য প্রতীক্ষা।	১২৩২
১২১	হংস ও ডিম্ভকের সৈন্যগণের পুষ্করতীর্থে প্রবেশ।	১২৩৪
১২২	উভয়পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ।	১২৩৬
১২৩	শ্রীকৃষ্ণ ও বিচক্রের ঘোর যুদ্ধ এবং বিচক্রবধ।	১২৩৮
১২৪	হংসের সহিত বলভদ্রের যুদ্ধবর্ণন।	১২৪০
১২৫	সাত্যকি ও ডিম্ভকের যুদ্ধ।	১২৪২
১২৬	হিড়িম্বের সহিত বসুদেব ও উগ্রসেনের যুদ্ধ, এবং বলভদ্র কর্তৃক হিড়িম্ব বধ।	১২৫৪
অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ।	পৃষ্ঠা।
১২৭	গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে হংস ও ডিম্ভকের সহিত যাদবগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ডিম্ভেশ্বরদ্বয়ের পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও হংসের ঘোর যুদ্ধ।	১২৫৮
১২৮	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক হংসবধ।	১২৫১
১২৯	ডিম্ভকের আত্মহত্যা।	১২৫৩
১৩০	গোপ-গোপীগণের সহিত যশোদা ও নন্দের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত মিলন।	১২৫৪
১৩১	দ্বারকায় গমন করিতে করিতে পুষ্করে ঋষিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন এবং ঋষিগণ কর্তৃক তাঁহার স্তব।	১২৫৬
১৩২	মহাভারত ও হরিবংশের শ্রবণের বিধি এবং ফলকথন, বাচকের গুণ বর্ণন, প্রত্যেক পর্ব্বে দানযোগ্য বস্তু নিরূপণ, এক হইতে দশ পারণার মহত্ত্ববর্ণন, মহাভারত ও হরিবংশের মহাত্ম্যকথন।	১২৫৭
১৩৩	ত্রিপুর-বধের কথাবর্ণন।	১২৬৪
১৩৪	হরিবংশে বর্ণিত বৃত্তান্তসমূহের বর্ণন।	১২৭০
১৩৫	হরিবংশশ্রবণের দক্ষিণা, ফল ও মাহাত্ম্যের বর্ণন।	১২৭৩

পদ্মপুরাণোক্ত হরিবংশমাহাত্ম্য

১।	হরিবংশশ্রবণের মাহাত্ম্য, নারীর পক্ষে দোষ কথন ও হরিবংশ-শ্রবণে সেই সবের নিবৃত্তি, পাঠকের উত্তমমধ্যমাদি-ভেদবর্ণন এবং গোত্রত্বের বিধি।	১২৭৫
২।	হরিবংশ-শ্রবণের বিধি ও ফলকথন।	১২৭৭
৩।	হরিবংশ-শ্রবণের বিধি ও ফলকথন।	১২৮১
৪।	নবাহ-ব্রতধারী শ্রোতাগণের পালনীয় নিয়মকথন ও তাহাদের দ্বারা ত্যাজ্য বস্তুসমূহের বর্ণন, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথাশ্রবণকারীদিগের দুর্গতিকথন, কথামধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় এক নারীর নরক-যাতনা ভোগ ও রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্তি এবং শ্রোতাদিগের চৌদ্দ প্রকার ভেদ বর্ণন।	১২৮৩
৫।	হরিবংশের নবাহ-পারায়ণের উদ্‌যাপন, উহাতে কর্ত্তব্যরূপে দান, পুস্তকপূজা ও বাচক-পূজাদির বিধান এবং মাহাত্ম্যকথন।	১২৮৮
৬।	হরিবংশ আরম্ভ করিবার বিষয়ে উত্তম মাস, তিথি ও নক্ষত্রাদির নির্দ্দেশ, দেবপূজা, ব্যাসপূজা, এবং কথা-সমাপ্তির পর দেয় দক্ষিণা ও দানাদির উল্লেখ এবং শ্রবণের মাহাত্ম্য।	১২৯১
৭।	সন্তান গোপাল মন্ত্র-বিধিঃ	১২৯৫

উঠ্‌তে-বস্‌তে, খেতে-শুতে, সুখে-দুঃখে, অভাবে-স্বাচ্ছল্যে, হেলায়-শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে-অভক্তিতে, সজনে-বিজনে, স্বপনে-জাগরণে আমার নাম কর্। আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি—তোর সব ভার গ্রহণ করলাম, কোন কিছুর জন্য ভাব্‌তে হবে না। আমার প্রেমালাভে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি, নামময় হবি, তোর অতীত সপ্তপুরুষ, ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে

তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন॥

(আদিপুরাণ)

"হে অর্জ্জুন, সেই হেতু দৃঢ় চিত্তে নামভজনা কর। নামযুক্ত আমার প্রিয়, তুমি নামযুক্ত হও।"

ওরে! কলিযুগে নামরূপে আমি এসেছি। নাম কর্, নাম কর্। মা ভৈঃ—মা ভৈঃ—মা ভৈঃ।

উৎসব অফিস	সাধন সমিতি	শ্রীশ্রীরামানন্দ মঠ
১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,	দিগ্‌সুই	চিতারমার পাড়া
কলিকাতা	হুগলী	

জয়গুরু সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীরামাশ্রম ডুমুরদহ,
খামারগাছি। ৫ই আশ্বিন, শুক্লা প্রতিপদ ১৩৪৮

Aswin 1384 B. S. :
Kartic 1384 B. S. :

Regd. No. W B/NC-57

Aryashastra

Mahabharata—112/113
Nove.—Jan. 1977-78

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

ওরে ভক্ত। তোর কোন ভয় নাই, তুই কেবল নাম কর। আমি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, সর্ব্ববিপদ্‌হন্তা, আমি তোকে সর্ব্বদা রক্ষা করছি। ওরে! "আমি তোমার" বলে যে আমার শরণগ্রহণ করে, তাকে অভয়দান করা আমার ব্রত। ভেঙ্গে পড়ুক আকাশ ধরণীতলে, জ্বলে উঠুক্ প্রলয়-অনল, সমকালে কোটীবজ্রপাত হোক্, ভয়ঙ্কর মহাঝঞ্ঝাবাতে কেঁপে উঠুক্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, উথলে উঠুক সপ্ত সমুদ্র, তথাপি তথাপি রে প্রিয়তম ভীত হোস্‌না আমি তোকে বুকে করে রক্ষা করছি—একথা ভুলিস্ না। আমি আছি তোর ওরে আমি আছি ওরে।" মা ভৈঃ।

জয়গুরু

CALCUTTA

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ. ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

ওরে তাপিত তৃষিত ক্ষুধিত শ্রান্ত ক্লান্ত আপনহারা সন্তান সংসার-স্বপ্ন দেখে আর হাহাকার করিস্ না। সংসার-স্বপ্ন রে স্বপ্ন, সত্য কেবল একমাত্র আমি। আমার নাম কর্, নামানন্দ-সাগরে ডুবে তুই নামময় হয়ে যা।

ওরে! আমি ভিন্ন জগৎ-শব্দের নামান্তর নাই। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয়, আমাতে আমিই আছি।

নাম কর্তে কর্তে চোখের জলে চোখ ধুয়ে ফেলে একবার দেখ্ জগৎ আনন্দময় হয়ে গেছে।

ব্রহ্মাণ্ডানি বিনশ্যন্তি দেবা ইন্দ্রাদয়স্তথা।
কল্যাণভক্তিযুক্তশ্চ মদ্ভক্তো ন প্রনশ্যতি॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

১৬শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ ষষ্ঠ সংখ্যা— ছাদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীতম

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনীকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ. ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪··· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক,- আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৭

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সম্ক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৭ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

প্রথমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

। সূতসমীপে শৌনকমুনেঃ প্রশ্নঃ ।

ওঁ হ্রীঁ সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি।
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ! ধন্যোঽসি পুরুষর্ষভ
যদধীত্যাখ্যয়া সম্যক্ পুরাণসংহিতাঃ শুভাঃ ॥ ২
অষ্টাদশ পুরাণানি কৃষ্ণেন মুনিনানঘ।
কথিতানি সুদিব্যানি পঠিতানি ত্বয়ানঘ ॥ ৩
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি সরহস্যানি মানদ।
ত্বয়া জ্ঞাতানি সর্ব্বাণি ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ৪
অস্মাকং পুণ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং ক্ষেত্রমুত্তমম্
দিব্যং বিশ্বসনং পুণ্যং কলিদোষবিবর্জ্জিতম্ ॥৫
সমাজোঽয়ং মুনীনাং হি শ্রোতুকামোঽস্তি পুণ্যদাম্।
পুরাণসংহিতাং সূত ব্রূহি ত্বং নঃ সমাহিতঃ। ৬
দীর্ঘায়ুর্ভব সর্ব্বজ্ঞ তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
কথয়াদ্য মহাভাগ পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৭
শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুতাঃ সূত নরা স্বাদবিচক্ষণাঃ।
ন শৃণ্বন্তি পুরাণানি বঞ্চিতা বিধিনা হি তে ॥ ৮
যথা জিহ্বেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ ষড়্রসৈঃ সম্প্রপদ্যতে।
তথা শ্রোত্রেন্দ্রিয়াহ্লাদো বচোভিঃ সুধিয়াং সূতঃ ॥৯
অশ্রোত্রাঃ ফণিনঃ কানং মৃগন্তি হি নভো গুণৈঃ।
সকর্ণা যে ন শৃণ্বন্তি তেঽপ্যকর্ণাঃ কথং ন চ ॥ ১০
অতঃ সর্ব্বে দ্বিজাঃ সৌম্য শ্রোতুকামাঃ সমাহিতাঃ।
বর্ত্তন্তে নৈমিষারণ্যে ক্ষেত্রে কলিভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১১
যেন কেনাপ্যুপায়েন কালাতিবাহনং সুতম্।
ব্যসনৈরিহ মূর্খাণাং বুধানাং শাস্ত্রচিন্তনৈঃ ॥ ১২
শাস্ত্রাণাপি বিচিত্রাণি জল্পবাদযুতানি চ।
ত্রিবিধানি পুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
বিতণ্ডাচ্ছলযুক্তানি হেতুমন্তি বৃহন্তি চ ॥ ১৩

প্রথম অধ্যায়।

[সূতের নিকট শৌনকমুনির প্রশ্ন।]

ওঁ ও হ্রীঁ বীজমন্ত্রযুক্তা সকলের চৈতন্যস্বরূপা আদ্যা সেই বিদ্যাকে স্মরণ করি, যে বিদ্যা আমাদের বুদ্ধির বৃদ্ধিসাধন করিতে সমর্থা ॥ ১

শৌনক বলিলেন—হে মহাভাগ সূত! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সূত! তুমি ধন্য, যেহেতু তুমি শুভ পুরাণ ও সংহিতাসমূহ সম্যগ্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছ ॥ ২

পুণ্যবান্ মহামুনি ব্যাস কর্ত্তৃক অষ্টাদশ পুরাণ কথিত হইয়াছিল এবং অনঘ! সেই সুদিব্য পুরাণগুলি তোমা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে ॥ ৩

হে মানদ! রহস্যের সহিত পঞ্চ-লক্ষণযুক্ত* সেই সকল পুরাণগুলি সত্যবতীসুত ব্যাসদেবের নিকট হইতে তুমি জ্ঞাত হইয়াছ ॥ ৪

আমাদের পুণ্যফলে তুমি কলিদোষ-বিবর্জ্জিত, পুণ্যপ্রদ দিব্য ও বিশ্বসননামক (১) উত্তম ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়াছ ॥ ৫

হে সূত, এই মুনিগণের সমাজ অতি পুণ্যদ পুরাণ-সংহিতা সমাহিতচিত্ত তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করে। তুমি তাহা বল ॥ ৬

হে মহাভাগ! তুমি দীর্ঘায়ুঃ, পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন এবং ত্রিতাপশূন্য। অতএব আজ ব্রহ্ম-(বেদ) সদৃশ পবিত্র অথবা ব্রহ্মপ্রতিপাদক দেবীভাগবত পুরাণের কথা বল ॥ ৭

হে সূত, যে সমস্ত মানব শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুক্ত ও স্বাদবিচক্ষণ হইয়া পুরাণ শ্রবণ করে না, তাহারা বিধি কর্ত্তৃক বঞ্চিত ॥ ৮

যেরূপ ছয়টি রসের দ্বারা জিহ্বেন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি হইয়া থাকে সেইরূপ বাক্যের দ্বারা কর্ণেন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি হয়, ইহা সুধীগণের মত ॥ ৯

কর্ণহীন সর্পগণ আকাশের গুণের দ্বারা অর্থাৎ মধুর বংশীধ্বনি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়, কিন্তু কর্ণযুক্ত যাহারা শোনে না, তাহারা কেন কর্ণহীন বলিয়া গণ্য হইবে না ॥ ১০

সৌম্য! এইজন্য কলির ভয়ে বিব্রত সমস্ত ব্রাহ্মণগণ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১১

এই পৃথিবীতে মূর্খগণ যে কোন উপায়ের দ্বারা এমন কি ব্যসনের দ্বারা যুক্ত হইয়া কাল অতিবাহিত করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচিন্তার দ্বারাই কাল অতিবাহিত করেন ॥ ১২

জল্পবাদযুক্ত বিচিত্র শাস্ত্র, ত্রিবিধ পুরাণ শাস্ত্র এবং অনেকবিধ, বৃহৎ, হেতুমদ্, বিতণ্ডা-ছলযুক্ত শাস্ত্র আছে ॥ ১৩

---

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

(১) মুনিবিশ্রামদেশো যত্তত্ত্ব বিশ্বসনং স্মৃতম্।

সাত্ত্বিকং তত্র বেদান্তং মীমাংসা রাজসস্মৃতম্।
তামসং ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ হেতুবাদাভিযন্ত্রিতম্ ॥ ১৪
তথৈব চ পুরাণানি ত্রিগুণানি কথানকৈঃ।
কথিতানি ত্বয়া সৌম্য পঞ্চলক্ষণবন্তি চ ॥ ১৫
তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্।
কথিতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১৬
উদ্দেশমাত্রেণ তদা কীর্ত্তিতং পরমাদ্ভুতম্।
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষূণাং কামদং ধর্মদং তথা ॥ ১৭
বিস্তরেণ তথাখ্যাহি পুরাণোত্তমমাদরাৎ।
শ্রোতুকামা দ্বিজাঃ সর্বে দিব্যং ভাগবতং শুভম্ ॥ ১৮
ত্বং তু জানাসি ধর্মজ্ঞ পৌরাণীং সংহিতাং কিল।
কৃষ্ণোক্তাং গুরুভক্তত্বাৎ সম্যক্ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ১৯
শ্রুতান্যন্যানি সর্ব্বজ্ঞ ত্বমুখাদ্ব্যাসসূতানি চ।
নৈব তৃপ্তিং ব্রজামোঽদ্য সুধাপানেঽমরা যথা ॥ ২০
ধিক্ সুধাং পিবতাং সূত মুক্তির্নৈব কদাচন।
পিবন্ ভাগবতং সদ্যো নরো মৃত্যোস্তু সঙ্কটাৎ ॥ ২১
সুধাপাননিমিত্তং যৎ কৃতা যজ্ঞাঃ সহস্রশঃ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামঃ সূত সর্ব্বাত্মনা বয়ম্ ॥ ২২
মখানাং হি ফলং স্বর্গঃ স্বর্গাৎ প্রচ্যবনং পুনঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমণঞ্চ নিরন্তরম্ ॥ ২৩
বিনা জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞ নৈব মুক্তিঃ কদাচন।
ভ্রমতাং কালচক্রেঽত্র নরাণাং ত্রিগুণাত্মকে ॥ ২৪
অতঃ সর্ব্বরসোপেতং পুণ্যং ভাগবতং বদ।
পাবনং মুক্তিদং গুহ্যং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শৌনকপ্রশ্নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

সেই শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্ত সাত্ত্বিক শাস্ত্ররূপে, মীমাংসা রাজস শাস্ত্ররূপে এবং হেতুবাদের দ্বারা যুক্ত ন্যায়শাস্ত্র তামস শাস্ত্র-রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১৪

হে সৌম্য, সেইরূপ পঞ্চ লক্ষণযুক্ত পুরাণ নানাবিধ কথার পরিপূর্ণ বলিয়া ত্রিগুণযুক্ত বলিয়া তুমি বলিয়াছ ॥ ১৫

সেই পুরাণগুলির মধ্যে সর্বলক্ষণসংযুক্ত ভাগবত শাস্ত্রকে পঞ্চম বেদরূপে তোমা কর্তৃক পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬

মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদ, ধর্ম ও কামদ সেই পরমাদ্ভুত ভাগবত উদ্দেশমাত্রেই তোমা কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছিল ॥ ১৭

বর্তমানে অতি বিস্তৃতভাবে আদর সহকারে সেই শ্রেষ্ঠ শুভ দিব্য ভাগবত পুরাণ তুমি বল। সমস্ত ব্রাহ্মণগণ শুনিবার জন্য উৎসুক আছেন ॥ ১৮

হে ধর্মজ্ঞ! সম্যক্ সত্ত্বগুণের আশ্রয় তুমি গুরুভক্তির জন্য ব্যাসোক্ত পুরাণ সংহিতা বিস্তৃতভাবে জান ॥ ১৯

হে সর্বজ্ঞ, যেরূপ সুধাপানে দেবগণ কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না সেইরূপ তোমার মুখনিঃসৃত অন্যান্য অনেক কিছু শ্রবণ করিয়া আজ আমরা তৃপ্তিলাভ করিতেছি না ॥ ২০

হে সূত! সুধাপানকারীগণকে ধিক্, তাহাদের কখনও মুক্তি হয় না। ভাগবত-কথারস-পানকারী মানুষ সদ্য সঙ্কট হইতে মুক্ত হয় ॥ ২১

হে সূত! সুধাপানের জন্য আমরা সহস্র যজ্ঞ করিয়াও সর্বপ্রকারে শান্তিলাভ করি নাই ॥ ২২

যজ্ঞের ফল স্বর্গ, স্বর্গ হইতে পুনরায় পতিত হইতে হয় এবং এই সংসারচক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয় ॥ ২৩

হে সর্বজ্ঞ! জ্ঞান ব্যতীত এই ত্রিগুণাত্মক কালচক্রে ভ্রমণকারী নরগণের কখনও মুক্তি হয় না ॥ ২৪

অতএব সর্বরসযুক্ত পুণ্য ভাগবতের কথা আমাদিগকে বল। যাহা পবিত্র, মুক্তিপ্রদ, গোপনীয় এবং মুমুক্ষুগণের অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২৫

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে শৌনকপ্রশ্ননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

[শ্রীদেবীভাগবতস্য অধ্যায়-শ্লোকসংখ্যানাং কথনম্]

শ্রীসূত উবাচ।

ধন্যোঽহমতিভাগ্যোঽহং পাবিতোঽহং মহাত্মভিঃ।
যৎ পৃষ্টং সুমহৎ পুণ্যং পুরাণং বেদবিশ্রুতম্ ॥ ১

তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশ্রুত্যর্থসম্মতম্।
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণামাগমানামনুত্তমম্ ॥ ২

নত্বা তৎপদপঙ্কজং সুললিতং মুক্তিপ্রদং যোগিনাং
ব্রহ্মাদ্যৈরপি সেবিতং স্তুতিপরৈর্ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈঃ সদা।
বক্ষ্যাম্যদ্য সবিস্তরং বহুরসং শ্রীমৎ পুরাণোত্তমং
ভক্ত্যা সর্ব্বরসালয়ং ভগবতী-নাম্না প্রসিদ্ধং দ্বিজাঃ ॥ ৩

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতি-পথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চ মুনিভির্ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা
প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥৪

সৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্

দ্বিতীয় অধ্যায়

[শ্রীদেবীভাগবতের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা কথন]

সূত বলিলেন—আমি ধন্য, অত্যন্ত ভাগ্যবান্, মহাত্মাগণ কর্তৃক পবিত্র; যেহেতু তাঁহারা বেদবিশ্রুত সুমহৎ পুণ্য পুরাণ-সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। ১

সেইজন্য আমি সমস্ত শ্রুতিসম্মত সকল শাস্ত্র ও তন্ত্রের উত্তম রহস্য বলিব। ২

হে দ্বিজগণ! যোগিগণের মুক্তিপ্রদ, ব্রহ্মাদির দেবগণেরও সেবিত এবং স্তুতিপরায়ণ শ্রেষ্ঠ মুনিগণের ধ্যানের যোগ্য সেই সুললিত পদপঙ্কজে প্রণাম করিয়া বহুরসযুক্ত সমস্ত রসের আলয় ভগবতীনামক প্রসিদ্ধ পুরাণ অদ্য সবিস্তরে ভক্তির সহিত বলিতেছি। ৩

যিনি বেদে বিদ্যারূপে অভিহিতা শ্রেষ্ঠা আদ্যা শক্তি, সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধন-ছেদনে দক্ষা, সমস্ত বিষয়ে সংস্থিতা, দুর্জ্ঞেয়া হইয়াও আদ্যন্ত মুনিগণের ধ্যানাশ্রয়প্রাপ্তা, সেই ভগবতী এস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আমার বুদ্ধি প্রদান করুন। ৪

সৎ ও অসৎ-স্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যিনি নিজের ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিপালন করিতেছেন, সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ৫

ব্রহ্মা সৃজত্যখিলমেতদিতি প্রসিদ্ধং
পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিদ্ভিঃ।
বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম
তৈরুক্তমেব সৃজতে ন হি স স্বতন্ত্রঃ ॥ ৬

বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতীতি কালে
তন্নাভিপদ্মমুকুলে খলু তস্য জন্ম।
আধারতাং কিল গতোঽত্র সহস্রমৌলিঃ
সম্বোধ্যতাং স ভগবান্ হি কথং মুরারিঃ ॥ ৭

একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব
পাত্রং বিনা ন হি রসস্থিতিরস্তি কিঞ্চিৎ।
যা সর্ব্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা
তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোঽস্মি ॥ ৮

যোগনিদ্রামীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বাম্বুজে স্থিতঃ।
অজস্তুষ্টাব যাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৯

এবং যিনি কল্পান্তকালে সকলকে সংহার করিয়া একাই বিদ্যমান থাকেন, সেই বিশ্বজননীকে আমি মনে মনে স্মরণ করিতেছি। ৫

"ব্রহ্মা এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন" এইরূপ প্রসিদ্ধি পৌরাণিক ও বেদবিদ্‌গণের দ্বারা কথিত হইয়াছে। "বিষ্ণুর নাভিপদ্মে তাঁহার জন্ম" এইরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তিনি সৃজন করেন না। ৬

যখন বিষ্ণু অনন্তনাগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। অতএব সহস্রফণা-বিশিষ্ট অনন্ত যাঁহার আধারতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ মুরারি কিরূপে কাহার দ্বারা জন্মিয়াছিলেন? ৭

একাকার সমুদ্রের জল রসের একটি রূপ, কোন পাত্র ব্যতিরেকে সেই রসের স্থিতি হয় না। যিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিস্বরূপা সর্বভূতের জননী, তাঁহার আমি শরণাপন্ন হইতেছি। ৮

পদ্মমধ্যে স্থিত ব্রহ্মা যোগনিদ্রানিমীলিতচক্ষু বিষ্ণুকে দেখিয়া যে দেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি। ৯

তাং ধ্যাত্বা সগুণাং মায়াং মুক্তিদাং নির্গুণাং তথা।
বক্ষ্যে পুরাণমখিলং শৃণুত্ত মুনয়স্ত্বিহ ॥ ১০
পুরাণমুত্তমং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকাস্তত্র তু সংস্কৃতাঃ ॥ ১১
স্কন্ধা দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেন বিহিতাঃ শুভাঃ
ত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়া অষ্টাদশযুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২
বিংশতিঃ প্রথমে তত্র দ্বিতীয়ে দ্বাদশৈব তু
ত্রিংশচ্চৈব তৃতীয়ে তু চতুর্থে পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৩
পঞ্চত্রিংশত্তথাধ্যায়াঃ পঞ্চমে পরিকীর্ত্তিতাঃ
একত্রিংশত্তথা ষষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ সপ্তমে ॥ ১৪
অষ্টমে তত্ত্বসংখ্যাশ্চ পঞ্চাশন্নবমে তথা।
ত্রয়োদশ তু সম্প্রোক্তা দশমে মুনিনা কিল ॥ ১৫
তথা চৈকাদশস্কন্ধে চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ।
চতুর্দ্দশৈব চাধ্যায়া দ্বাদশে মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬
এবং সংখ্যা সমাখ্যাতা পুরাণেঽস্মিন্মহাত্মনা।
অষ্টাদশসহস্রীয়া সংখ্যা চ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৭
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১৮
নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা
যোগগম্যাখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংহিতা ॥ ১৯
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০
তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ।
সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২১
হরিব্রহ্মহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা।
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতিসর্গঃ স্মৃতো হি সঃ ॥ ২২
সোমসূর্য্যোদ্ভবানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্ত্তনম্।
হিরণ্যকশিপ্বাদীনাং বংশাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩
স্বায়ম্ভুবমুখানাঞ্চ মনূনাং পরিবর্ণনম্
কালসংখ্যা তথা তেষাং তত্তন্মন্বন্তরাণি চ ॥ ২৪
তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং স্মৃতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি ভবন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৫
সপাদলক্ষঞ্চ তথা ভারতং মুনিনা কৃতম্।
ইতিহাস ইতি প্রোক্তং পঞ্চমং বেদসম্মতম্ ॥ ২৬

সেই সগুণা এবং নির্গুণা মুক্তিদা মহামায়ার ধ্যান করিয়া সমস্ত পুরাণ বলিব। হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ১০

শ্রীমদ্ভাগবতনামক পুণ্য পুরাণ শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত, তাহাতে আঠার হাজার সংস্কৃত শ্লোক আছে ॥ ১১

তাহা বাদশটি স্কন্ধ, তিন শত অধ্যায়, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকযুক্ত হইয়া ব্যাস কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে ॥ ১২

প্রথম স্কন্ধে বিংশতি ২০ অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ ১২ অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশ ৩০ অধ্যায়, চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চ বিংশতি ২৫ অধ্যায়, পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ ৩৫ অধ্যায়, ষষ্ঠ স্কন্ধে একত্রিংশ ৩১ অধ্যায়, সপ্তম স্কন্ধে চত্বারিংশ ৪০ অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধে অষ্টাবিংশতি ২৮ অধ্যায়, নবম স্কন্ধে পঞ্চাশৎ ৫০ অধ্যায়, দশম স্কন্ধে ত্রয়োদশ ১৩ অধ্যায়, একাদশ স্কন্ধে চতুর্বিংশতি ২৪ অধ্যায়, এবং দ্বাদশ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ ১৪ অধ্যায় আছে। ১৩-১৬

মহাত্মা ব্যাসকর্ত্তৃক এই পুরাণে এইরূপ সংখ্যা কথিত হইয়াছে। যাহা অষ্টাদশ সহস্র সংখ্যা রূপে কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৭

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত পঞ্চ লক্ষণযুক্ত আখ্যানকে পুরাণ নামে অভিহিত করা হয় ॥ ১৮

যে শিবা সদা নিত্যা, ব্যাপিকা, বিকৃতা, যোগগম্যা, সমস্ত বিষয়ের আধারভূতা, তুরীয়া এবং যিনি সম্যক্ হিতধারিনী ॥ ১৯

তাঁহার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শক্তি মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই তিন প্রকার স্ত্রীরূপে বিকৃত ॥ ২০

শাস্ত্রবিশারদগণ কর্ত্তৃক সেই তিন শক্তির সৃষ্টির নিমিত্ত যে বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাকে দেহাঙ্গীকার লক্ষণাত্মক সর্গ বলে ॥ ২১

তারপর সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহাকে প্রতিসর্গ বলে ॥ ২২

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের রাজাগণের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বংশকীর্ত্তনকে বংশরূপে অভিহিত করা হয় ॥ ২৩

স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ মনুর পরিবর্ত্তন এবং তাঁহাদের কালের সংখ্যাকে মন্বন্তররূপে অভিহিত করা হয় ॥ ২৪

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের বংশপরম্পরার কাহিনীকে বংশানুচরিত রূপে অভিহিত করা হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পুরাণ এই রূপেই পঞ্চ-লক্ষণযুক্ত হইয়াছে ॥ ২৫

ব্যাসমুনি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্লোকযুক্ত যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, পঞ্চম বেদরূপে ও ইতিহাসরূপে তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে ॥ ২৬

শৌনক উবাচ।

কানি তানি পুরাণানি ব্রূহি সূত সবিস্তরম্।
কতি সংখ্যানি সর্ব্বজ্ঞ শ্রোতুকামা বয়ং দ্বিহ ॥ ১৭
কলিকালবিভীতাঃ স্মো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
ব্রহ্মণাত্র সমাদিষ্টাশ্চক্রং দত্ত্বা মনোময়ম্ ॥ ২৮
কথিতং তেন নঃ সর্ব্বান্ গচ্ছন্তেতস্য পৃষ্ঠতঃ।
নেমিঃ সংশীর্য্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯
কলেস্তত্র প্রবেশো ন কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি।
তাবত্তিষ্ঠন্ত তত্রৈব যাবৎ সত্যযুগং পুনঃ ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গৃহীত্বা তৎকথানকম্।
চালয়ন্নির্গতস্তূর্ণং সর্ব্বদেশদিদৃক্ষয়া ॥ ৩১
প্রেত্যাত্র চালয়ংশ্চক্রং নেমিঃ শীর্ণোঽত্র পশ্যতঃ।
তেনেদং নৈমিষং প্রোক্তং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ॥ ৩২
কলিপ্রবেশো নৈবাত্র তস্মাৎ স্থানং কৃতং ময়া
মুনিভিঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ কলিভীতৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৩
পশুহীনাঃ কৃতা যজ্ঞাঃ পুরোডাশাদিভিঃ কিল
কালাতিবাহনং কার্য্যং যাবৎ সত্যযুগাগমঃ ॥ ৩৪

ভাগ্যযোগেন সম্প্রাপ্তঃ সূত ত্বং চাত্র সর্ব্বথা।
কথয়াদ্য পুরাণং হি পাবনং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৩৫
সূত শুশ্রূষবঃ সর্ব্বে বক্তা ত্বং মতিমানথ।
নির্ব্ব্যাপারা বয়ং নূনমেকচিত্তাস্তথৈব চ ॥ ৩৬
ত্বং সূত ভব দীর্ঘায়ুস্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
কথয়াদ্য পুরাণং হি পুণ্যং ভাগবতং শিবম্ ॥ ৩৭
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং বর্ণনং বিধিপূর্ব্বকম্।
বিদ্যানাং প্রাপ্য ত্বয়া মোক্ষঃ কথিতো মুনিনা কিল ॥ ৩৮
দ্বৈপায়নেন মুনিনা কথিতং যচ্চ পাবনম্।
ন তৃপ্যামো বয়ং সূত কথাং শ্রুত্বা মনোরমাম্ ॥ ৩৯
সকলগুণগণানামেকপাত্রং পবিত্র-
মখিলভুবনসাগর্নাটবদ্ যদ্বিচিত্রম্।
নিখিলমলগণানাং নাশকৃৎ কমকন্দং
প্রকটয় ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্ ॥৪০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমস্কন্ধে গ্রন্থসংখ্যা-
বিষয়ো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

শৌনক বলিলেন—হে সূত! এই পৃথিবীতে কি কি পুরাণ আছে এবং তাহার সংখ্যা কত? ইহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বিস্তৃতভাবে বল ॥ ২৭

নৈমিষারণ্যবাসী আমরা কলিকাল-ভীত হইয়া মনোময় চক্র দান করিয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এস্থানে সমাদিষ্ট হইয়াছি ॥ ২৮

তিনি আমাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, তোমরা ইহার পৃষ্ঠদেশে গমন কর। যেস্থানে চক্র শীর্ণ হইয়া যাইবে, সেই দেশ অতি পবিত্র বলিয়া জানিবে ॥ ২৯

সেস্থানে কলির প্রবেশ কখনও সম্ভবপর হইবে না। যতদিন সত্যযুগ না আসে, ততদিন তোমরা সেইস্থানে অবস্থান করিবে ॥ ৩০

তাঁহার কথা শুনিয়া এবং তাহা গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেশ দেখিবার ইচ্ছায় আমরা চক্রচালনা করিয়া সত্বর বাহির হইয়াছি ॥ ৩১

চক্রচালনা পূর্ব্বক এখানে উপস্থিত হইয়া নেমিশীর্ণ হইল ইহা দেখিলাম। সেইজন্য আমরা পরমপবিত্র নৈমিষারণ্যরূপে এই স্থানকে জানিলাম ॥ ৩২

এস্থানে কলির প্রবেশই হয় না, সেইহেতু আমি এই স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি। এখানে কলিভীত মহাত্মা সিদ্ধসঙ্ঘ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক পুরোডাশ-প্রভৃতির দ্বারা পশুহীন যজ্ঞ হইয়াছিল, এইস্থানে আমরা কালক্ষেপ করিব, যে পর্য্যন্ত সত্যযুগ না আসে ॥ ৩৩-৩৪

হে সূত, ভাগ্যবশতঃ তোমাকে আমরা এস্থানে পাইয়াছি। সুতরাং ব্রহ্ম (বেদ)-সদৃশ পবিত্র পুরাণ তুমি আজ আমাদের বল ॥ ৩৫

হে সূত, আমরা সকলেই পুরাণ শুনিবার জন্য ইচ্ছুক, আমাদের অন্য কোন কার্য্য ও চিন্তা নাই। আর তুমিও বুদ্ধিমান্ বক্তা ॥ ৩৬

হে সূত! তুমি তাপত্রয়-বিবর্জ্জিত ও দীর্ঘায়ু হও এবং মঙ্গল ও পুণ্যদায়ক ভাগবত পুরাণ আজ তুমি বল ॥ ৩৭

যেস্থানে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ-কামের বর্ণনা করিয়া বিদ্যালাভ পূর্ব্বক তুমি মোক্ষের কথা বলিয়াছিলে। তোমার মনোরম বাক্য শুনিয়া দ্বৈপায়ন মুনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা আমরা তৃপ্ত হইতেছি না ॥ ৩৮-৩৯

সকল গুণগণের একটিমাত্র পাত্র, পবিত্র সমস্ত ভুবনের সাগর, নাটকের ন্যায় বিচিত্র, সমস্ত মলনাশক এবং কামপ্রদ ভগবতীর নামযুক্ত পুরাণ তুমি প্রকাশ কর ॥ ৪০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমস্কন্ধে গ্রন্থসংখ্যাবর্ণননামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[সমাসেন পুরাণোপপুরাণানাং নাম-শ্লোকসংখ্যাবর্ণনম্।]

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি পুরাণানি মুনীশ্বরাঃ।
যথা শ্রুতানি তত্ত্বেন ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥১

মদ্বয়ং ভদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্।
অনাপলিংগকূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২

চতুর্দ্দশসহস্রঞ্চ মৎস্যমাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা গ্রহসহস্রন্তু মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৩

চতুর্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ।
ভবিষ্যং পরিসংখ্যাতং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৪

অষ্টাদশসহস্রং বৈ পুণ্যং ভাগবতং কিল।
তথা চাযুতসংখ্যাকং পুরাণব্রহ্মসংজ্ঞকম্ ॥ ৫

দ্বাদশৈব সহস্রাণি ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ শতাধিকম্
তথাষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥ ৬

অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্শতানি চ
চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাতং সহস্রাণি তু শৌনক ॥ ৭

ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবং পরমাদ্ভুতম্
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮

ষোড়শৈব সহস্রাণি পুরাণকাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদং পরমং মতম্ ॥ ৯

পঞ্চপঞ্চাশৎসাহস্রং পদ্মাখ্যং বিপুলং মতম্
একাদশসহস্রাণি লিঙ্গাখ্যং চাতিবিস্তৃতম্ ॥ ১০

একোনবিংশৎসাহস্রং গারুড়ং হরিভাষিতম্।
সপ্তদশসহস্রঞ্চ পুরাণং কূর্ম্মভাষিতম্ ॥ ১১

একাশীতিসহস্রাণি স্কন্দাখ্যং পরমাদ্ভুতম্।
পুরাণাখ্যা চ সংখ্যা চ বিস্তরেণ ময়ানঘাঃ ॥ ১২

তথৈবোপপুরাণানি শৃণুধ্বং ঋষিসত্তমাঃ
সনৎকুমারং প্রথমং নারসিংহং ততঃ পরম্ ॥ ১৩

নারদীয়ং শিবঞ্চৈব দৌর্ব্বাসসমনুত্তমম্
কাপিলং মানবং চৈব তথা চৌশনসং স্মৃতম্ ॥ ১৪

বারুণং কালিকাখ্যঞ্চ সাম্বং নন্দীকৃতং শুভম্
সৌরং পারাশরপ্রোক্তমাদিত্যং চাতিবিস্তরম্ ॥ ১৫

মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠঞ্চ সবিস্তরম্।
এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাত্মভিঃ ॥ ১৬

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

[সংক্ষেপে সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের নাম এবং শ্লোকসংখ্যাবর্ণন।]

সূত বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! আমি সত্যবতী সুত-ব্যাসের নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছি সেইভাবে পুরাণ বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। ১

দুইটি ম-যুক্ত, দুইটি ভ-যুক্ত তিনটি ব্র-যুক্ত, চারটি ব-যুক্ত এবং অ, না, প, লিং, গ, কূ, স্ক, এই অক্ষরযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ আছে।০ ২

আদ্য মৎস্য পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৪ হাজার, অদ্ভুত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৯ হাজার কথিত হইয়াছে। ৩

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ভবিষ্য পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৪ হাজার পাঁচ শত বলিয়াছেন। ৪

পুণ্য ভাগবতের শ্লোক সংখ্যা ১৮ হাজার এবং ব্রহ্ম পুরাণের ১০ হাজার নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ১২ হাজার এক শত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ১৮ হাজার শ্লোক সংখ্যা বলা হইয়াছে। ৬

বামনপুরাণের ১০ হাজার এবং বায়ুপুরাণের ২৪ হাজার ৬ শত শ্লোক আছে। ৭

বিষ্ণু পুরাণে ২৩ হাজার এবং বরাহ পুরাণে ২৪ হাজার শ্লোক আছে। ৮

অগ্নিপুরাণে ১৬ হাজার এবং নারদপুরাণে ২৫ হাজার শ্লোক আছে। পদ্মপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৫৫ হাজার এবং লিঙ্গপুরাণের ১১ হাজার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৯-১০

হরিভাষিত গারুড় পুরাণে ১৯ হাজার এবং কূর্ম্ম পুরাণে ১৭ হাজার শ্লোক আছে। ১১

পরমাদ্ভুত স্কন্দপুরাণে ৮১ হাজার শ্লোক আছে। পুরাণ-গুলির নাম ও শ্লোক সংখ্যা আমি বিস্তৃত ভাবে বলিলাম। ১২

শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! অতঃপর উপপুরাণের কথা শুনুন। প্রথম সনৎকুমারীয় নারসিংহ পুরাণ। ১৩

দুর্ব্বাসাপ্রোক্ত নারদ ও শিবপুরাণ, উশনাপ্রোক্ত কপিল ও মানব পুরাণ। ১৪

নন্দীকৃত বারুণ, কালিকা ও সাম্বপুরাণ, পরাশর-প্রোক্ত সৌর ও আদিত্য পুরাণ। ১৫

মাহেশ্বর, ভাগবত ও বাশিষ্ঠ পুরাণ—এইগুলি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক কথিত উপপুরাণ। ১৬

• মদ্বয়—মৎস্যপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভদ্বয়—ভবিষ্যপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ, ব্রত্রয়—ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, বচতুষ্টয়—বামন, বায়ু, বিষ্ণু ও বরাহপুরাণ, অ—অগ্নি-পুরাণ, না—নারদপুরাণ, প—পদ্মপুরাণ, লিং—লিঙ্গপুরাণ, গ—গরুড়পুরাণ, কূ—কূর্ম্মপুরাণ, স্ক—স্কন্দপুরাণ।

অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমতুলং চক্রে তত্ত্বপবৃংহিতম্ ॥ ১৭
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে।
প্রাদুঃকরোতি ধর্ম্মার্থী পুরাণানি যথাবিধি ॥ ১৮
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া ॥ ১৯
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে ॥ ২০
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ন বেদশ্রবণং মতম্
তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কৃতানি চ ॥ ২১
মন্বন্তরে সপ্তমেঽস্মিন্ শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২২
ব্যাসঃ সত্যবতীসূনুর্হরের্ধর্ম্মবিত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎ সম্প্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৩
অতীতাস্তু তথা ব্যাসাঃ সপ্তবিংশতিরেব চ।
পুরাণসংহিতাস্তৈস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে ॥ ২৪

ঋষয় ঊচুঃ

ব্রূহি সূত মহাভাগ ব্যাসাঃ পূর্ব্বযুগোদ্ভবাঃ
বক্তারস্তু পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে ॥ ২৫

সূত উবাচ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যাসঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
প্রজাপতিদ্বিতীয়ে তু দ্বাপরে ব্যাসকার্য্যকৃৎ ॥ ২৬
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে তু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তথাপরে ॥ ২৭
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্তু নবমে ত্রিধামা দশমে তথা ॥ ২৮
একাদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃ পরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরিক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে ॥ ২৯
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতী অষ্টাদশে তথা ॥ ৩০
অত্রিরেকোনবিংশেঽথ গৌতমস্তু ততঃ পরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেঽথ হর্য্যাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১
বেণো বাজশ্রবাশ্চৈব সোমোঽমুষ্যায়ণস্তথা।
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্তু ততঃ পরম্ ॥ ৩২
ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়া শ্রুতা ॥ ৩৩
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎ প্রোক্তং পুরাণঞ্চ ময়া শ্রুতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনম্ ॥ ৩৪

সত্যবতীসুত ব্যাসদেব এই অষ্টাদশ পুরাণ করিয়া সেই পুরাণগুলির সারভূত অতুলনীয় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন ॥ ১৭

সকল মন্বন্তরে এবং প্রতি দ্বাপরযুগে ধর্ম্মার্থিগণ যথাবিধি এই পুরাণগুলির আবির্ভাব দেখিতে পান ॥ ১৮

প্রতি দ্বাপরযুগে বিষ্ণু ব্যাসরূপে সমাজের মঙ্গলের জন্য একমাত্র বেদকে বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৯

এই কলিতে ব্রাহ্মণগণকে অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি জানিয়া প্রতি যুগে পুণ্যদায়িকা পুরাণসংহিতা তিনি রচনা করেন ॥ ২০

ব্রাহ্মণগণের আত্মীয় স্ত্রী-শূদ্রগণের বেদশ্রবণ উচিত নয় বলিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য পুরাণগুলি রচনা করিয়াছিলেন ॥ ২১

হে মুনিগণ! বৈবস্বতনামক এই সপ্তম মন্বন্তরে এবং দ্বাপর যুগের অষ্টাবিংশতি সময়ে আমার গুরু সত্যবতীসুত ব্যাস হইয়াছেন। দ্বাপর যুগ উনত্রিংশ বার প্রাপ্ত হইলে দ্রৌণি ব্যাস হইবেন ॥ ২২-২৩

এইরূপে সপ্তবিংশতি ব্যাস অতীত হইয়াছেন এবং প্রতি যুগে পুরাণ-সংহিতার কথা বলিয়াছেন ॥ ২৪

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত, পূর্বযুগোদ্ভব ব্যাসগণের কথা বল। যাঁহারা প্রতি দ্বাপর যুগে পুরাণের বক্তা ছিলেন ॥ ২৫

সূত বলিলেন, প্রথম দ্বাপরে স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্যাসরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি, তৃতীয়ে উশনা, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে যম, সপ্তমে মঘবা, অষ্টমে বশিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে ধর্ম্ম, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণি, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে ব্রতী, ঊনবিংশে অত্রি এবং বিংশতি দ্বাপরে হর্য্যাত্মা ব্যাসরূপে পুরাণাদি বলিয়াছিলেন ॥ ২৬-৩১

তারপর বেণ, রাজশ্রবাঃ, সোম, তৃণবিন্দু, ভার্গব, শক্তি, জাতুকর্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি পূর্বে অষ্টাবিংশতি ব্যাসের যেরূপ নাম শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম ॥ ৩২-৩৩

আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট হইতে সমস্ত দুঃখনাশক কাম ও মোক্ষদানকারী, বেদার্থানুমত, সমস্ত তত্ত্বের রসস্বরূপ,

কামদং মোক্ষদঞ্চৈব বেদার্থপরিবৃংহিতম্।
সর্ব্বাগমরসারামং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ৩৫
ব্যাসেন কৃত্বাভিশুভং পুরাণং
শুকায় পুত্রায় মহাত্মনে বৈ।
বৈরাগ্যযুক্তায় চ পঠিতং বৈ
বিজ্ঞায় চৈবারুণিসম্ভবায় ॥ ৩৬
শ্রুতং ময়া তত্র তথা গৃহীতং
যথার্থবদ্ ব্যাসমুখান্মুনীন্দ্রাঃ
পুরাণগুহ্যং সকলং সমেতং
গুরোঃ প্রসাদাৎ করুণানিধেশ্চ ॥ ৩৭
সূতেন পৃষ্টঃ সকলং জগাদ
দ্বৈপায়নস্তত্র পুরাণগুহ্যম্।
অযোনিজেনাদ্ভুতবুদ্ধিনা বৈ
শ্রুতং ময়া তত্র মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৮
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতাব্ধি পফলাস্বাদাদরঃ সন্ততমাঃ
সংসারার্ণবদুর্বিগাহসলিলং সন্তর্তুকামঃ শুকঃ।
নানাখ্যানরসালয়ং শ্রুতিপুটৈঃ প্রেম্নাশৃণোদদ্ভুতং
তচ্ছ্রুত্বা ন বিমুচ্যতে কলিভয়াদেবম্বিধঃ কঃ ক্ষিতৌ ॥৩৯
পাপীয়ানপি বেদধর্ম্মরহিতঃ স্বাচারহীনাশয়ো
ব্যাজেনাপি শৃণোতি যঃ পরমিদং শ্রীমৎপুরাণোত্তমম্।
ভুক্ত্বা ভোগকলাপমত্র বিপুলং দেহাবসানেঽচলং
যোগিপ্রাপ্যমবাপ্নুযাদ্ভগবতীনামাঙ্কিতং সুন্দরম্ ॥৪০
যা নির্গুণা হরিহরাদিভিরপ্যলভ্যা
বিদ্যা সতাং প্রিয়তমাথ সমাধিগম্যা
সা তস্য চিত্তকুহরে প্রকরোতি ভাবং
য. সংশৃণোতি সততন্তু সতীপুরাণম্ ॥ ৪১
সম্প্রাপ্য মানুষভবং সকলাঙ্গযুক্তঃ
পোতং ভবার্ণবজলোত্তরণায় কামম্।
সম্প্রাপ্য বাচকমহো ন শৃণোতি মূঢ়ঃ
সো বঞ্চিতোঽত্র বিধিনা সুখদং পুরাণম্ ॥৪২
যঃ প্রাপ্য কর্ণযুগলং পটুমানুষত্বে
রাগী শৃণোতি সততঞ্চ পরাপবাদান্
সর্ব্বার্থদং রসনিধিং বিমলং পুরাণং
নষ্টঃ কুতো ন শৃণুতে ভুবি মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে সসংখ্যকপুরাণপ্রশংসাপ্রতি দ্বাপরযুগীয়ব্যাসবিষয়কস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

মুমুক্ষুগণের অত্যন্ত প্রিয় পুণ্যপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শুনিয়াছি ॥ ৩৫-৩৬

ব্যাসদেব এই শুভ পুরাণ রচনা করিয়া অরণিসম্ভব বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞ মহাত্মা নিজ পুত্র শুকদেবকে পড়াইয়াছিলেন ॥ ৩৬

হে মুনিগণ! আমি করুণাসাগর গুরু ব্যাসদেবের নিকট হইতে অত্যন্ত গোপ্য সমস্ত পুরাণ যথার্থ ভাবে শুনিয়াছি ও গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩৭

সূত কর্তৃক পৃষ্ট দ্বৈপায়ন অত্যন্ত গোপনীয় সকল পুরাণ বলিয়াছিলেন। সেই শুকদেব অযোনিজ এবং অদ্ভুতবুদ্ধি, সেইজন্য মহাপ্রভাবযুক্ত পুরাণগুলি শুনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮

শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃত আস্বাদে আগ্রহী সজ্জন সংসার-সমুদ্রের দুর্বিগাহ্য সলিল-সন্তরণে উদ্যুক্ত শুকদেব বহু আখ্যানে রসপূর্ণ ভাগবত কর্ণপুটে অত্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এমন কে আছে তাহা শুনিয়া কলি-ভয় হইতে বিমুক্ত হয় না ॥ ৩৯

বেদধর্ম্মরহিত আচারহীন পাপিগণ কোন প্রকার ছলনা করিয়াও যদি এই উত্তম পুরাণ শ্রবণ করে, তবে এখানে বিপুল ভোগ করিয়া দেহান্তে অচল-যোনি হইয়া ভগবতী নামাঙ্কিত কত সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০

হরিহরের অলভ্য সমাধিগম্য নির্গুণ সজ্জনগণের অত্যন্ত প্রিয় যে বিদ্যা আছে সেই বিদ্যা, যে এই ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার কর্ণে নানা প্রকার সদ্ভাব প্রদান করে ॥৪১

সকল অঙ্গযুক্ত মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে ব্যক্তি বাচকরূপ নৌকা পাইয়াও সুখদ ভাগবত শ্রবণ করে না, সে এই পৃথিবীতে বিধি কর্তৃক বঞ্চিত ॥ ৪২

যে বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি মানুষত্বপটু কর্ণযুগল প্রাপ্ত হইয়া সতত পরনিন্দা শ্রবণ করে অথচ রসনিধি সর্ব্বার্থদ পুরাণ শ্রবণ করে না, এই পৃথিবীতে তাহার ন্যায় মন্দবুদ্ধি ও দুষ্ট কে আছে ॥ ৪৩

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধের সংখ্যার সহিত পুরাণপ্রশংসা ও প্রতি দ্বাপরযুগে আবির্ভূত ব্যাসবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[ঋষীণাং সূতসমীপে শুকদেবস্য জন্মবিষয়কঃ প্রশ্নঃ কলবিঙ্ক-পক্ষিদম্পত্যোঃ শাবকং প্রতি সুতবাৎসল্যং দৃষ্ট্বা ব্যাসদেবস্য পুত্রাভিলাষঃ, নারদসমীপে পুত্রপ্রাপ্তিবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, নারদেন দেবীমাহাত্ম্যস্য কথনঞ্চ ।]

ঋষয় ঊচুঃ ।

সৌম্য ব্যাসস্য ভার্য্যায়াং কস্যাং জাতঃ সুতঃ শুকঃ ।
কথং বা কীদৃশো যেন পঠিতেয়ং সুসংহিতা ॥ ১
অযোনিজস্ত্বয়া প্রোক্তস্তথা চারণিজঃ শুকঃ
সন্দেহোঽস্তি মহাংস্তত্র কথয়াদ্য মহামতে ॥ ২
গর্ভযোগী শ্রুতঃ পূর্ব্বং শুকো নাম মহাতপাঃ
কথঞ্চ পঠিতং তেন পুরাণং বহুবিস্তরম্ ॥ ৩

সূত উবাচ ।

পুরা সরস্বতীতীরে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ
আশ্রমে কলবিঙ্কৌ তু দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৪
জাতমাত্রং শিশুং নীড়ে মুক্তমণ্ডান্মনোহরম্ ।
ত ম্রাস্যং শুভসর্ব্বাঙ্গং পিচ্ছাঙ্কুরবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫
তৌ তু ভক্ষ্যার্থমত্যন্তং রতৌ শ্রমপরায়ণৌ
শিশোশ্চঞ্চুপুটে ভক্ষ্যং ক্ষিপন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬
অঙ্গেনাঙ্গানি বালস্য ঘর্ষয়ন্তৌ মুদান্বিতৌ ।
চুম্বন্তৌ চ মুখং প্রেম্না কলবিঙ্কৌ শিশোঃ শুভম্ ॥ ৭
বীক্ষ্য প্রেমাদ্ভুতং তত্র বালে চটকয়োস্তদা ।
ব্যাসশ্চিন্তাতুরঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ৮
তিরশ্চামপি যৎ প্রেম পুত্রে সমভিলক্ষ্যতে ।
কিং চিত্রং যন্মনুষ্যাণাং সেবাফলনভীপ্সতাম্ ॥ ৯
কিমেতৌ চটকৌ চাস্য বিবাহং সুখসাধনম্ ।
বিরচ্য সুখিনৌ স্যাতাং দৃষ্ট্বা বক্ত্রা মুখং শুভম্ ॥ ১০
অথবা বার্দ্ধকং প্রাপ্তে পরিচর্য্যাং করিষ্যতি ।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিঙ্কয়োঃ ॥ ১১
অর্জ্জয়িত্বাথবা দ্রব্যং পিতরৌ তর্পয়িষ্যতি ।
অথবা প্রেতকার্য্যাণি করিষ্যতি যথাবিধি ॥ ১২
অথবা কিং গয়াশ্রাদ্ধং গত্বা সংবিতরিষ্যতি ।
নীলোৎসর্গঞ্চ বিধিবৎ প্রকরিষ্যতি বালকঃ ॥ ১৩
সংসারেঽত্রসমাখ্যাতং সুখানামুত্তমং সুখম্ ।
পুত্রগাত্রপরিষঙ্গো লালনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৪
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।
পুত্রাদন্যত্তরন্নাস্তি পরলোকস্য সাধনম্ ॥ ১৫

চতুর্থ অধ্যায়।

[সূতের নিকট ঋষিগণের শুকদেবের জন্মবিষয়ক প্রশ্ন, চটকপক্ষী-দম্পতীর শিশুর প্রতি পুত্রবাৎসল্য দেখিয়া ব্যাসদেবের পুত্রাভিলাষ, নারদসমীপে পুত্রবিষয়ক প্রশ্ন এবং নারদ কর্ত্তৃক দেবীমাহাত্ম্য কথন।]

ঋষিগণ কহিলেন, হে সৌম্য! ব্যাসের কোন ভার্য্যার গর্ভে কিরূপে পুত্র শুকদেব জাত হইয়াছিলেন? যাঁহাকে ব্যাসদেব সংস্তু সংহিতা পাঠ করাইয়াছিলেন ॥ ১

তুমি শুকদেবকে অযোনিজ এবং কখনও বা অরণিজ বলিয়াছ, এবিষয়ে আমার ভীষণ সন্দেহ হইয়াছে, অতএব হে মহামতি তুমি এবিষয়ে কিছু বল ॥ ২

আমরা পূর্বে শুনিয়াছি মহাতপা শুকদেব গর্ভযোগী, সুতরাং কেনই বা ব্যাসদেব তাঁহাকে বিস্তৃত পুরাণ পাঠ করাইবেন ॥ ৩

সূত কহিলেন—পুরাকালে সরস্বতীতীরে সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব একটি আশ্রমে দুইটি পক্ষী (চটকনামক পক্ষিদম্পতী) দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ৪

সেই পক্ষী দুইটি ডিম্ব হইতে মুক্ত পক্ষহীন ভাস্বরবর্ণ অতি-মনোহর পক্ষিশাবকের পালনে তৎপর রহিয়াছে এবং অত্যন্ত শ্রম করিয়া ভোজন দ্রব্য সংগ্রহ করত সেই শিশুর চঞ্চুপুটে বারবার দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে হর্ষান্বিত হইয়া পক্ষিশাবকের অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছে, কখনও বা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া আনন্দও হইতেছে ॥ ৫-৭

ব্যাসদেব সেই পক্ষী দুইটির শিশুর প্রতি এইরূপ স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮

পশুপক্ষিগণেরও যখন পুত্রের প্রতি এইরূপ স্নেহ দেখা যাইতেছে, তখন সেবাফল কামনাকারী মনুষ্যাদির যে পুত্র-স্নেহ থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ৯

এই পক্ষিদম্পতী কি এই শিশুর সুখকর বিবাহ সম্পাদন করত পুত্রবধূর মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিবে? ১০

অথবা এই পুত্র পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য অতি ধর্ম্মপরায়ণ এই পক্ষি-দম্পতীর বৃদ্ধাবস্থায় সেবা করিবে? ১১

অথবা নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পরলোকগত পিতা-মাতার তর্পণ করিবে এবং যথাবিধি প্রেতকার্য্যসমূহ করিবে? ১২

অথবা গয়ায় গিয়া গয়াশ্রাদ্ধ করিবে কিংবা বিধিবৎ বৃষোৎ-সর্গাদি কার্য্য করিবে? ১৩

এই সংসারে পুত্রের আলিঙ্গন বিশেষতঃ পুত্রের পালন সমস্ত সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪

অপুত্রের সদ্গতির এবং স্বর্গের আশা নাই। পুত্র-ভিন্ন পরলোকের অন্য কোন সাধন দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৫

মন্বাদিভিশ্চ মুনিভির্ধর্মশাস্ত্রেষু ভাষিতম্
পুত্রবান্ স্বর্গমাপ্নোতি নাপুত্রস্তু কথঞ্চন ॥ ১৬
দৃশ্যতেঽত্র সমক্ষং তন্নানুমানেন সাধ্যতে।
পুত্রবানুচ্যতে পাপাদাপ্তবাক্যঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১৭
আতুরো মৃত্যুকালেঽপি ভূমিশয্যাগতো নরঃ।
করোতি মনসা চিন্তাং দুঃখিতঃ পুত্রবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
ধনং মে বিপুলং গেহে পাত্রাণি বিবিধানি চ।
মন্দিরং সুন্দরং চৈতৎ কোঽস্য স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ১৯
মৃত্যুকালে মনস্তস্য দুঃখেন ভ্রমতে যতঃ।
অতোঽস্য দুর্গতির্নূনং ভ্রান্তচিত্তস্য সর্ব্বথা ॥ ২০
এবং বহুবিধাং চিন্তাং কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নিঃশ্বস্য বহুধা শোকাৎ বিমনাঃ সম্বভূব হ ॥ ২১
বিচার্য্য মনসাত্যর্থং কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্।
জগাম চ তপস্তপ্তুং মেরুপর্ব্বতসন্নিধৌ ॥ ২২
মনসা চিন্তয়ামাস কিং দেবং সমুপাশ্রয়ে।
বরপ্রদাননিপুণং বাঞ্ছিতার্থপ্রদং তথা ॥ ২৩
বিষ্ণুং রুদ্রং সুরেন্দ্রং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ পাবকং বরুণং তথা ॥ ২৪
এবং চিন্তয়তস্তস্য নারদো মুনিসত্তমঃ।
যদৃচ্ছয়া সমায়াতো বীণাপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ২৫
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
কৃত্বার্ঘ্যমাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিম্ ॥ ২৬
শ্রুত্বাথ কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ।
চিন্তাতুরোঽসি কস্মাৎ ত্বং দ্বৈপায়ন বদস্ব মে ॥ ২৭

ব্যাস উবাচ

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি ন সুখং মানসে ততঃ।
তদর্থং দুঃখিতশ্চাহং চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮
তপসা তোষয়াম্যদ্য কং দেবং বাঞ্ছিতার্থদম্।
ইতি চিন্তাতুরোঽস্মাদ্য ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২৯
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহর্ষে ত্বং কথয়াশু কৃপানিধে।
কং দেবং শরণং যামি যো মে পুত্রং প্রদাস্যতি ॥ ৩০

সূত উবাচ।

ইতি ব্যাসেন পৃষ্টস্তু নারদো বেদবিন্মুনিঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ ॥ ৩১

মনুপ্রভৃতি মুনিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—পুত্রবান্ ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করে। অপুত্রক ব্যক্তিগণ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৬

এই কথা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে, ইহা অনুমানের দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না। পুত্রবান্ ব্যক্তি পাপ হইতে বিমুক্ত হয়—এ বিষয়ে আপ্তবাক্য মুনিগণের বাক্যও রহিয়াছে ॥ ১৭

অপুত্রক ব্যক্তি মৃত্যুকালে মরণার্ত্ত পীড়িত ও ভূমিতে শায়িত হইয়াও দুঃখিত মনে পুত্রহীনতার কথা চিন্তা করিতে থাকে ॥ ১৮

আমার বিপুল ধন-সম্পদ বিবিধ পাত্র, সুন্দর মন্দির আমার মরণের পর ইহার কর্ত্তা কে হইবে ? ১৯

যেহেতু তাহার মন মৃত্যুকালে এইরূপ নানাপ্রকার দুঃখে ভ্রমণ করে, সেইহেতু ভ্রান্তচিত্ত সেই অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পরে অশেষ দুর্গতি হয় ॥ ২০

মনে মনে এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া ব্যাসদেব উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করত বিমনা হইলেন ॥ ২১

এইরূপ মনে মনে নানারূপ বিচার করত মনস্থির করিয়া মেরুপর্ব্বতের সন্নিকটে তপস্যা করিতে তিনি গমন করিলেন ॥ ২২

তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন, আমি বাঞ্ছিতার্থপ্রদানকারী এবং বর প্রদানে নিপুণ বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্ম, সূর্য্য, গণেশ, কার্ত্তিক, অগ্নি ও বরুণের মধ্যে কোন দেবের উপাসনা করিব ? ২৩-২৪

তিনি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন তখন যদৃচ্ছায় গমনকারী বীণাহস্ত নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৫

তাঁহাকে দেখিয়া সত্যবতী-সুত ব্যাসদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া অর্ঘ্য এবং আসন প্রদান করিয়া মুনিকে কুশল প্রশ্ন করিলেন ॥ ২৬

কুশল-প্রশ্ন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বৈপায়ন ! তুমি কেন অত্যন্ত চিন্তিত আছ, তাহা আমাকে বল ॥ ২৭

অপুত্রকগণের কোন সদ্গতি হয় না এই কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই, সেইজন্য আমি দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই চিন্তা করিতেছি। বিশেষতঃ আমি কোন্ দেবতার তপস্যা করিলে তিনি আমার বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিতে পারিবেন এই বিষয়ে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি। সেইজন্য এখন আপনার শরণ লইলাম, হে মহর্ষি ! হে কৃপানিধি ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সত্বর বলুন কোন্ দেবের শরণাপন্ন হইব, যিনি আমাকে পুত্র প্রদান করিবেন ? ২৮-৩০

সূত কহিলেন—বেদবিদ্ নারদমুনি ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে ব্যাসদেবকে বলিলেন ॥ ৩১

নারদ উবাচ।

পারাশর্য্য মহাভাগ য ত্বং পৃচ্ছসি মামিহ
তমেবার্থং পুরা পৃষ্টঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ ॥ ৩১
ধ্যানস্থঞ্চ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিস্ময়ং গতঃ।
পপ্রচ্ছ তত দেবেশং শ্রীনাথং জগতঃ পতিম্ ॥ ৩২
কৌস্তুভোদ্ভাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
পীতাম্বরং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৩৪
কারণং সর্বলোকানাং দেবদেবং জগদ্গুরুম্
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহৎ তপঃ ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎ প্রভো।
তপশ্চরসি কস্মাৎ ত্বং কিং ধ্যায়সি জনার্দ্দন ॥ ৩৬
বিস্ময়োঽয়ং মমাত্যর্থং ত্বং সর্বজগতাং প্রভুঃ।
ধ্যানযুক্তোঽসি দেবেশ কিঞ্চ চিত্রমতঃ পরম্ ॥ ৩৭
ত্বন্নাভিকমলাজ্জাতঃ কর্ত্তাহমখিলস্য হ।
ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তাত্র তং দেবং ব্রূহি মাপতে ॥৩৮
জানাম্যহং জগন্নাথ ! ত্বমাদিঃ সর্বকারণম্
কর্ত্তা পালয়িতা হর্ত্তা সমর্থঃ সর্বকার্য্যকৃৎ ॥ ৩৯
ইচ্ছয়া তে মহারাজ ! সৃজাম্যহমিদং জগৎ।
হরঃ সংহরতে কালে সোঽপি তে বচনে সদা ॥ ৪০
সূর্য্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুর্বাতি শুভাশুভঃ।
অগ্নিস্তপতি পর্জ্জন্যো বর্ষতীশ ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৪১
ত্বন্তু ধ্যায়সি কং দেবং সংশয়োঽয়ং মহাত্মম।
ত্বত্তঃ পরং ন পশ্যামি দৈবং বৈ ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২
কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য ভক্তোঽস্মি তব সুব্রত।
মহত্তাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥৪৩
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিরাহ প্রজাপতিম্
শৃণুষ্বৈকমনা ব্রহ্মংস্ত্বাং ব্রবীমি মনোগতম্ ॥ ৪৪
যদ্যপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ স্থিতিসৃষ্টান্তকারণম্।
তে জানন্তি জনাঃ সর্বে সদেবাসুরমানুষাঃ ॥ ৪৫
স্রষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ।
কৃতাঃ শক্নোতি সন্তর্কঃ ত্রিয়তে বেদপারগৈঃ ॥ ৪৬

নারদ বলিলেন—হে মহাভাগ পরাশরতনয়! তুমি এস্থানে আমাকে যাহা প্রশ্ন করিলে পূর্বে আমার পিতা স্বয়ং নারায়ণকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩২

একদা বিষ্ণুকে ধ্যানস্থ দেখিয়া আমার পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যিনি জগদ্রক্ষক, লক্ষ্মীর পতি, কৌস্তুভ মণির দ্বারা উদ্ভাসিত দেহ, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, পীতাম্বর, চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, সকল লোকের কারণ, জগতের গুরু, দেবদেব জগন্নাথ, তিনি কেন কঠোর তপস্যায় রত আছেন? ৩৩-৩৫

ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবদেব জগন্নাথ। আপনি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ত্তা, আপনি কেন তপস্যা করিতেছেন এবং কি ধ্যান করিতেছেন? ৩৬

এবিষয়ে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি; যেহেতু আপনি সমস্ত জগতের প্রভু হইয়াও তপস্যায় নিযুক্ত ধ্যানযুক্ত হইয়া আছেন। ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্য্যের কি আছে। ৩৭

তোমার নাভিকমল হইতে জাত হইয়া আমি নিখিল জগতের কর্ত্তা, আপনা হইতে অধিক কোন্ দেবতা আছেন, হে লক্ষ্মীপতে! ইহা আমাকে বলুন ॥ ৩৮

হে জগন্নাথ! আমি জানি, আপনি আদি ও সকলের কারণ, আপনি জগতের কর্ত্তা, পালক এবং সংহারক এবং সমস্ত কার্য্য করিতে সক্ষম ॥ ৩৯

হে দেব! আপনার ইচ্ছায় আমি জগৎ সৃষ্টি করি। আপনার কথাতেই রুদ্র যথাকালে জগতের সংহার করেন ॥ ৪০

আপনার আজ্ঞায় সূর্য্য আকাশে ভ্রমণ করেন। শুভ ও অশুভরূপে পবন প্রবহমান থাকেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হন এবং মেঘ বর্ষণ করে ॥ ৪১

অতএব আপনি কোন্ দেবের ধ্যান করিতেছেন, ইহা আমার সংশয়। আপনা অপেক্ষা জগতে কাহ কেও শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি না। হে সুব্রত! আমি আপনার ভক্ত, অতএব কৃপা করিয়া ইহা আপনি আমাকে বলুন, কারণ মহৎ লোকের কিছুই গোপনীয় থাকে না, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৪২-৪৩

বিষ্ণু ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে প্রজাপতি। তুমি একচিত্তে শ্রবণ কর। আমার মনোগত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪৪

দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সকলেই যদিও তোমাকে, আমাকে এবং শঙ্করকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ বলিয়া জানে ॥৪৫

তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি পালনকর্ত্তা এবং শঙ্কর সংহারকর্ত্তা-রূপে অভিহিত হইলেও বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা শাস্ত্র কর্তৃক বিহিত এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৪৬

জগৎসজ্জননে শক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী।
সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭
ত্বয়া বিরহিতস্ত্বং ন তৎকর্ম্মকরণে প্রভুঃ।
নাহং পালয়িতুং শক্ত সংহর্ত্তুং নাপি শঙ্করঃ ॥ ৪৮
তদধীনা বয়ং সর্ব্বে বর্ত্তামঃ সততং বিভো।
প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চ দৃষ্টান্তঃ শৃণু সুব্রত ॥ ৪৯
শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে পরতন্ত্রো ন সংশয়ঃ।
তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশং গতঃ ॥ ৫০
তপশ্চরামি সততং তদধীনোঽস্মাহং সদা।
কদাচিৎ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিহরামি যথাসুখম্ ॥ ৫১
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং সংগ্রামং প্রকরোম্যহম্।
দারুণং দেহদমনং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৫২
প্রত্যক্ষং তব ধর্ম্মজ্ঞ তস্মিন্নেকার্ণবে পুরা।
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতম্ ॥ ৫৩
তৌ কর্ণমলজৌ দৃষ্টৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
দেব দেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৫৪
তদা ত্বয়া ন কিং জ্ঞাতং কারণস্য পরাৎ পরম্।
শক্তিরূপং মহাভাগ কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫
যদিচ্ছঃপুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহাহবে।
কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৫৬
ন কস্যাপি প্রিয়ো লোকে তির্য্যগ্‌যোনিষু সম্ভবঃ।
নাতঃ স্বেচ্ছাং বামবরাহাদিষু যোনিষু ॥ ৫৭
বিহায় লক্ষ্ম্যা সহ সংবিহারং
কো যাতি মৎস্যাদিষু হীনযোনিষু।
শয্যাঞ্চ মুক্ত্বা গরুড়াসনস্থঃ
করোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥ ৫৮
পুরা পুরত্তেঽজ শিরো মদীয়ং
গতং বহুর্জ্জ্যাস্বনতাৎ ক চাপি।
ত্বয়া তদা বাজিশিরো গৃহীত্বা
সংযোজিতং শিল্পিবরেণ ভূয়ঃ ॥ ৫৯
হয়াননোঽহং পরিকীর্ত্তিতশ্চ
প্রত্যক্ষমেতত্তব লোককর্ত্তঃ।
বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধ্যে
কথং ভবেদাত্মপরো যদি স্যাম্ ॥ ৬০

জগৎ সৃষ্টিতে তোমাতে রাজসী শক্তি, পালনে আমাতে সাত্ত্বিকী শক্তি এবং সংহারে রুদ্রে তামসী শক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৪৭

সেই শক্তি-বিরহিত হইয়া তুমি, আমি ও রুদ্র জগতের সৃজনে, পালনে এবং সংহারে সমর্থ নহি ॥ ৪৮

অতএব আমরা সেই শক্তির অধীন হইয়া সকলে বর্ত্তমান আছি এবং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৯

আমি শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া প্রলয়কালে অনন্তনাগের শয্যায় শয়ন করি এবং কালবর্শবশে সেই শক্তির অধীন হইয়া সৃষ্টিকালে উত্থিত হই ॥ ৫০

তাঁহারই অধীন হইয়া কখনও তপস্যা করি, কখনও সুখে লক্ষ্মীর সহিত বিহার করি। কখনও দানবগণের সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শরীর-ক্লেশজনক যুদ্ধ করি ॥ ৫১-৫২

হে ধর্ম্মজ্ঞ। তুমি ত' দেখিয়াছ, সেই একার্ণবে পূর্বে পঞ্চ সহস্র বৎসর আমি বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম ॥ ৫৩

কর্ণমল হইতে জাত দুষ্ট মদগর্ব্বিত সেই মধু ও কৈটভনামক দানবদ্বয়কে দেবীর প্রসাদেই নিহত করিয়াছিলাম ॥ ৫৪

তখন তুমি শক্তিকেই কি শ্রেষ্ঠ কারণরূপে জানিতে পার নাই, কেনই বা বার বার আমাকে ইহা প্রশ্ন করিতেছ ? ৫৫

যাঁহার ইচ্ছায় আমি পুরুষ হইয়া মহার্ণবে বিচরণ করি আবার তাঁহার ইচ্ছায় আমি যুগে যুগে কচ্ছপ-বরাহ-বামনরূপে অবতীর্ণ হই ॥ ৫৬

এই সংসারে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ কাহারও অভিপ্রেত নহে, অতএব আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বরাহাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করি নাই ॥ ৫৭

কোন্ স্বাধীন ব্যক্তি লক্ষ্মীর সহিত বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্যাদি হীন যোনিতে ইচ্ছা করিয়া জন্মগ্রহণ করে ? আবার শয্যাত্যাগ করিয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া প্রবল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ? ৫৮

পূর্ব্বে তোমার সম্মুখেই ধনুর জ্যা-স্খলনবশতঃ আমার মস্তক শরীর হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তুমি একটি অশ্বমস্তক লইয়া শিল্পকর্ম্মার দ্বারা শরীরে যোজিত করিয়াছিলে। সেই সময় হইতে আমি হয়াননরূপে কীর্ত্তিত হইতেছি। হে লোককর্ত্তা, ইহা তোমার সম্মুখে ঘটিয়াছিল। যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তবে সংসারে কেন আমার এইরূপ বিড়ম্বনা হইত ? ৫৯-৬০

তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মি শক্ত্যধীনোঽস্মি সর্ব্বথা।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভবে ॥ ৬১

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্তু সন্নিধৌ।
তেন চাপ্যহমুক্তোঽস্মি তথৈব মুনিপুঙ্গব ॥ ৬২
তস্মাৎ ত্বমপি কল্যাণপুরুষার্থপ্রসিদ্ধয়ে
অসংশয়ং হৃদম্ভোজে ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৬৩

অতএব হে কমলযোনি, সেইজন্য আমি কখনও স্বাধীন নহি, সর্ব্বদাই শক্তির অধীন। সেই শক্তিকে আমি নিরন্তর ধ্যান করিতেছি। ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না ॥ ৬১

নারদ বলিলেন—সেই বিষ্ণু পদ্মযোনির সম্মুখে এইরূপ বিবরণ বলিয়াছিলেন এবং আমিও ব্রহ্মার নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়াছি ॥ ৬২

অতএব তুমিও কল্যাণ ও পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য হৃদয়কমলে নিঃসংশয়ে দেবীপদাম্বুজের ভজনা কর ॥ ৬৩

সর্ব্বং দাস্যতি সা দেবী যদ্ যদিষ্টং ভবেৎ তব।

সূত উবাচ

নারদেনৈবমুক্তস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
দেবীপাদাম্বুজনিষ্ঠাতস্তপসে প্রযযৌ গিরৌ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকজন্মপ্রসঙ্গেন দেব্যাঃ সর্ব্বোত্তমস্তবকীর্ত্তনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

তোমার যাহা যাহা অভিলষিত, সেই দেবী নিঃসংশয়ে তোমাকে তৎসমস্তই দান করিবেন ॥ ৬৩

সূত বলিলেন,—নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া সত্যবতী-তনয় ব্যাসদেব দেবীর পাদপদ্মে একাগ্রচিত্ত হইয়া তপস্যার জন্য মেরু-পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৬৫

শ্রীদেবীভাগবতে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতার প্রথমস্কন্ধে শুকদেবের জন্মপ্রসঙ্গে দেবীর সর্ব্বোত্তমস্তব কীর্ত্তননামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীহরি-হয়গ্রীবচরিতবর্ণনং, বেদস্তুতিশ্চ।]

ঋষয় ঊচুঃ।

সূতাস্মাকং মনঃ কামং মগ্নং সংশয়সাগরে।
যথোক্তং মহদাশ্চর্য্যং জগদ্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১
যন্মূর্দ্ধ্নো মাধবস্যাপি গতো দেহাৎ পুনঃ পরম্।
হয়গ্রীবস্ততো জাতঃ সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ ॥ ২
বেদোঽপি স্তৌতি যং দেবং দেবাঃ সর্ব্বে যদাশ্রয়াঃ
আদিদেবো জগন্নাথঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ৩
তস্যাপি বদনং ছিন্নং দৈবযোগাৎ কথং তদা।
তৎ সর্ব্বং কথয়াশু ত্বং বিস্তরেণ মহামতে ॥ ৪

সূত উবাচ

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে সাবধানাঃ সমন্ততঃ।
চরিতং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পরমতেজসঃ ॥ ৫
কদাচিদ্দুদারুণং যুদ্ধং কৃত্বা দেবঃ সনাতনঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি পরিশ্রান্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬
সমে দেশে শুভে স্থানে কৃত্বা পদ্মাসনং বিভুঃ।
অবলম্ব্য ধনুঃ সজ্যং কণ্ঠদেশে ধরাস্থিতম্ ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায়।

[শ্রীহরি ও হয়গ্রীবের চরিত্র বর্ণন এবং বেদস্তুতি।]

ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত। বিশ্বের বিস্ময়জনক মহদাশ্চর্য্য তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদের মন সংশয়-সাগরে অতিশয় মগ্ন হইয়াছে ॥ ১

যেহেতু সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দনের দেহ হইতে মস্তক চ্যুত হইয়াছিল তারপর মাধব হয়গ্রীব হইয়াছিলেন ॥ ২

বেদও যাঁহার স্তুতি করেন, সমস্ত দেবগণ যাঁহার আশ্রয়ে থাকেন, তিনি সকল কারণের কারণ এবং জগতের প্রভু আদিদেব ॥ ৩

দৈবযোগে তাঁহারও মুখ কিরূপে ছিন্ন হইল, হে মহামতে। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে আমাদিগকে সত্বর বল ॥ ৪

সূত বলিলেন—হে মুনিগণ। আপনারা সকলে পরম তেজস্বী দেবদেব বিষ্ণুর চরিত্র সংযত চিত্তে বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করুন ॥ ৫

কোনও সময়ে সনাতন দেব জনার্দ্দন দশ বর্ষ সহস্র দারুণযুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬

অনন্তর রমাপতি কোনও এক শুভ সমতল প্রদেশে পদ্মাসন

দত্ত্বা ভারং ধনুষ্কোট্যাং নিদ্রামাপ রমাপতিঃ।
শ্রান্তত্বাদ্দৈববোগাচ্চ জাতস্তত্রাভিনিদ্রিতঃ ॥ ৮

তদা কালেন কিয়তা দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
ব্রহ্মেশসহিতাঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ ॥ ৯

গতাঃ সর্ব্বেঽথ বৈকুণ্ঠং দ্রষ্টুং দেবং জনার্দ্দনম্।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং মখানামধিপং প্রভুম্ ॥ ১০

অদৃষ্ট্বা তং তদা তত্র জ্ঞানদৃষ্ট্যা বিলোক্য তে।
যত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্জগ্মুস্তত্র তদা সুরাঃ ॥ ১১

দদৃশুস্তে তদেশানং যোগনিদ্রাবসং গতম্।
বিচেতনং বিভুং বিষ্ণুং তত্রাসাদ্য সুরাঃ ॥ ১২

স্থিতেষু সর্ব্বদেবেষু নিদ্রাসুপ্তে জগৎপতৌ।
চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩

তানুবাচ ততঃ শক্রঃ কিং কর্ত্তব্যং সুরোত্তমাঃ
নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যশ্চিন্ত্যন্তাং সুরোত্তমাঃ ॥ ১৪

তমুবাচ তদা শম্ভুর্নিদ্রাভঙ্গেঽস্তি দূষণম্।
কার্য্যশ্চৈব প্রকর্ত্তব্যো যজ্ঞস্য সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫

উৎপাদিতা তদা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তয়া ভক্ষয়িতুং তত্র ধনুষোঽগ্রং ধরাস্থিতম্ ॥ ১৬

ভক্ষিতেঽগ্রে তদা নিম্নং গমিষ্যতি শরাসনম্।
তদা নিদ্রাবিমুক্তোঽসৌ দেবদেবো ভবিষ্যতি ॥ ১৭

দেবকার্য্যং তদা সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
স বভ্রোঃ সন্দিদেশাথ দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১৮

তমুবাচ তদা বভ্রী দেবদেবস্য মাপতেঃ।
নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যো দেবস্য জগতাং গুরোঃ ॥ ১৯

নিদ্রাভঙ্গঃ কথাচ্ছেদো দম্পত্যোঃ প্রীতিভেদনম্
শিশুমাতৃবিভেদশ্চ ব্রহ্মহত্যাসমং স্মৃতম্ ॥ ২০

তৎ কথং দেবদেবস্য করোমি সুখনাশনম্
কিং ফলং ভক্ষণাদ্দেব যেন পাপং করোম্যহম্ ॥ ২১

সর্ব্বস্বার্থবশো লোকঃ কুরুতে পাতকং কিল।
তস্মাদহং করিষ্যামি স্বার্থমেব প্রভক্ষণম্ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ।

তব ভাগং করিষ্যামো মখমধ্যে যথা শৃণু।
তেন ত্বং কুরু কার্য্যং নো বিষ্ণুং বোধয় মা চিরম্

করিয়া ধরাস্থিত ধনু কণ্ঠদেশে অবলম্বন পূর্ব্বক ধনুষ্কোটিতে দেহভার রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন। শ্রান্তবশতঃ দৈবযোগে তিনি গভীর নিদ্রা অভিভূত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ৮

কিছুদিনের পর দেবগণ ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ॥ ৯

তাঁহারা সকলে বৈকুণ্ঠে দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য যজ্ঞেশ্বর প্রভু জনার্দ্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন ॥ ১০

সেস্থানে বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা বিষ্ণু যেস্থানে আছেন দেখিতে পাইয়া সেস্থানে সকলে গমন করিলেন ॥ ১১

তাঁহারা সকলে দেখিলেন, বিষ্ণু যোগনিদ্রায় বিচেতন অবস্থায় আছেন, তখন তাঁহারা সেইস্থানে অবস্থান করিলেন ॥ ১২

সমস্ত দেবগণ অবস্থান করিলে এবং জগৎপতি নিদ্রায় সুপ্ত থাকায় ব্রহ্মা রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তখন ইন্দ্র দেবতাগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! এখন কি কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারে ইঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা যাইবে, ইহা আপনারা চিন্তা করুন ॥ ১৪

তখন শঙ্কর ইন্দ্রকে বলিলেন, যজ্ঞের কার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে দোষ আছে ॥ ১৫

তখন পিতামহ ধরাস্থিত ধনুর অগ্রভাগ ভক্ষণ করাইবার জন্য বভ্রুনামক একপ্রকার কীট সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬

ধনুর অগ্রভাগ ভক্ষণ করিলে শরাসন নিম্নদিকে গমন করিবে, তখন দেবদেব বিষ্ণু নিদ্রাবিমুক্ত হইবেন ॥ ১৭

তখন নিঃসংশয়ে সমস্ত দেবকার্য্য হইবে। সেই সময় ব্রহ্মা বভ্রুকে ধনুর গুণ ভক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন ॥ ১৮

তখন সেই বভ্রু ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিল, জগতের গুরু দেবদেব শ্রীপতির কিরূপে আমি নিদ্রাভঙ্গ করিব? ১৯

নিদ্রাভঙ্গ, কোন বিশেষ কথার ছেদ ঘটানো, দম্পতীর প্রীতিভেদ, শিশুর ও মাতার বিভেদ ঘটানো ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ ॥ ২০

তবে কেনই বা আমি দেবদেব বিষ্ণুর সুখ নাশ করিব? এই ভক্ষণে আমি কি ফল পাইব, যাহা দ্বারা এইরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২১

সকলেই স্বার্থে বশীভূত হইয়া পাপ কার্য্য করে, অতএব আমিও ইহা ভক্ষণ করিব, যদি আমার কিছু ইহাতে স্বার্থ থাকে ॥ ২২

ব্রহ্মা বলিলেন—যজ্ঞের মধ্যে তোমার যেরূপ ভাগ প্রদান করিব, তাহা শ্রবণ কর; সেইজন্য তুমি আমাদের কার্য্য কর, বিষ্ণুকে অচিরে জাগরিত কর ॥ ২৩

হোমকর্ম্মণি পার্শ্বে চ হবির্দানাৎ পতিষ্যতি
তং তে ভাগং বিজানীহি কুরু কার্য্যং ত্বরান্বিতা ॥ ২৭

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা বজ্রী ধনুষোঽগ্রং ত্বরান্বিতা।
চখাদ সংস্থিতং ভূমৌ বিমুক্তা জ্যা তদাভবৎ ॥২৫
প্রত্যঞ্চায়াং বিমুক্তায়াং মুক্তা কোটিস্তথোত্তরা।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরস্তেন ত্রস্তাঃ সুরাস্তদা ॥ ২৬
ব্রহ্মাণ্ডং ক্ষুভিতং সর্ব্বং বসুধা কম্পিতা তদা।
সমুদ্রাশ্চ সমুদ্বিগ্নাস্তেষুশ্চ জলজন্তবঃ ॥ ২৭
ববুর্বাতাস্তথা চোগ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে
উল্কাপাতা মহোৎপাতা বভূবুর্দুঃখশংসিনঃ ॥ ২৮
দিশো ঘোরতরাশ্চাসন্ সূর্য্যোঽপ্যস্তং গতোঽভবৎ।
চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে কিং ভবিষ্যতি দুর্দ্দিনে ॥ ২৯
এবং চিন্তয়তাং তেষাং মূর্দ্ধা বিষ্ণোঃ সকুণ্ডলঃ।
গতঃ সমুকুটঃ ক্বাপি দেবদেবস্য তাপসাঃ ॥ ৩০
অন্ধকারে তদা ঘোরে শান্তে ব্রহ্ম-হরৌ তদা।
শিরোহীনং শরীরন্তু দদৃশাতে বিলক্ষণম্ ॥ ৩১

হোমকার্য্যে হবি দানের পর পার্শ্বে যাহা পড়িবে, তাহাই তোমার ভাগ বলিয়া জানিবে। অতএব তুমি ত্বরান্বিত হইয়া কার্য্য কর ॥ ২৪

সূত বলিলেন—ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে বজ্রী ত্বরান্বিত হইয়া ধনুর অগ্রভাগ ভক্ষণ করিল। তখন জ্যা-বিমুক্ত হইয়া ধনু ভূমিতে পতিত হইল ২৫

ধনুর নিম্নভাগ মুক্ত হওয়ার পর উপরিভাগও বিমুক্ত হইল, তখন এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। তাহাতে তখন দেবগণ সন্ত্রস্ত হইলেন ॥ ২৬

ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুভিত হইল, পৃথিবী কম্পিত হইল, সমুদ্র উদ্‌বেলিত হইল এবং জলজন্তুগণ ত্রস্ত হইল ॥ ২৭

প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, পর্বত কম্পিত হইল, উল্কাপাত হইতে লাগিল, দুঃখদায়ী মহোৎপাতসমূহ দেখা যাইল ॥ ২৮

দিক্‌সকল ঘোর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সূর্য্য অস্তগমন করিলেন, সমস্ত দেবগণ এই দুর্দ্দিনে কি হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

হে মুনিগণ! দেবগণ যখন এইভাবে চিন্তিত আছেন, তখন দেবদেব বিষ্ণুর মুকুট ও কুণ্ডল-সহিত মস্তক ধনুর আঘাতে কোথায় নিঃক্ষিপ্ত হইল ॥ ৩০

ঘোর অন্ধকার প্রশমিত হইলে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বিষ্ণুর

দৃষ্ট্বা কবন্ধং বিষ্ণোস্তে বিস্মিতাঃ সুরসত্তমাঃ।
চিন্তাসাগরমগ্নাশ্চ রুরুদুঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ৩২
হা নাথ কিং প্রভো জাতমত্যদ্ভুতমমানুষম্।
বৈশসং সর্ব্বদেবানাং দেবদেব সনাতন ॥ ৩৩
মায়েয়ং কস্য দেবস্য যয়া তেঽদ্য শিরো হৃতম্।
অচ্ছেদ্যস্ত্বমভেদ্যোঽসি অপ্রদাহ্যোঽসি সর্ব্বদা ॥ ৩৪
এবং গতে ত্বয়ি বিভো মরিষ্যন্তি চ দেবতাঃ।
কীদৃশস্ত্বয়ি নঃ স্নেহঃ স্বার্থে নৈব রুরামহে ॥ ৩৫
নায়ং বিঘ্নঃ কৃতো দৈত্যৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ।
দেবৈরেব কৃতঃ কস্য দূষণঞ্চ রমাপতে ॥ ৩৬
পরাধীনাঃ সুরাঃ সর্ব্বে কিং কুর্ম্মঃ ক্ব ব্রজাম চ।
শরণং নৈব দেবেশ সুরাণাং মূঢ়চেতসাম্ ॥ ৩৭
ন চৈষা সাত্ত্বিকী মায়া রাজসী ন চ তামসী।
যয়া ছিন্নং শিরস্তেঽদ্য মায়েশস্য জগদ্‌গুরোঃ ॥ ৩৮
ক্রন্দমানাংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান্ শিবপুরোগমান্।
বৃহস্পতিস্তদোবাচ শময়ন্ বেদবিত্তমঃ ॥ ৩৯

মস্তকবিহীন শরীর দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১

দেবগণও বিষ্ণুর কবন্ধ দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন ও চিন্তাসাগরে মগ্ন এবং শোকার্দিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ৩২

হে নাথ হে প্রভু! হে দেবদেব! হে সনাতন! দেবগণের অতি অদ্ভুত ভীষণ কি দুঃখ উপস্থিত হইল ॥ ৩৩

ইহা আজ কোন দেবতার মায়া, যাঁহার দ্বারা তোমার মস্তক অপহৃত হইয়াছে; যেহেতু তুমি ছেদনের অযোগ্য, ভেদের অযোগ্য এবং দাহের অযোগ্য ॥ ৩৪

তুমি এইরূপ হইলে সমস্ত দেবতারা মরিবে, অতএব তোমাতে আমাদের স্নেহ কীরূপ তাহা বিবেচ্য; যেহেতু আমরা স্বার্থের জন্য কাঁদিতেছি ॥ ৩৫

দৈত্য-যক্ষ-রাক্ষসগণ এই বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই, সুতরাং কাহাকে দোষ দিব? হে রমাপতে! স্বয়ং দেবগণ এই বিঘ্ন ঘটাইয়াছে ॥ ৩৬

সমস্ত দেবগণ পরাধীন, আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, আজ মূঢ়বুদ্ধি সুরগণের কোথাও আশ্রয়ের স্থান নাই ॥ ৩৭

ইহা সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী মায়া নহে, যাহার দ্বারা মায়াপতি জগৎপ্রভুর মস্তক অদ্য ছিন্ন হইল ॥ ৩৮

শিবপ্রমুখ সমস্ত দেবগণকে ক্রন্দনরত দেখিয়া শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞান-সম্পন্ন বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে তখন সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

রুদিতেন মহাভাগাঃ ক্রন্দিতেন তথাপি কিম্
উপায়শ্চাত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুদ্ধিগোচরঃ ॥ ৪০
দৈবং পুরুষকারশ্চ দেবেশ সদৃশাবুভৌ।
উপায়শ্চ বিধাতব্যো দৈবাৎ ফলতি সর্ব্বথা ॥ ৪১

ইন্দ্র উবাচ।

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্
বিষ্ণোরপি শিরশ্ছিন্নং সুরাণাঞ্চৈব পশ্যতাম্ ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কালেনোপার্জিতঞ্চ যৎ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি দৈবং কোঽতিক্রমেৎ পুনঃ ॥৪৩
দেহবান্ সুখ দুঃখানাং ভোক্তা নৈবাত্র সংশয়ঃ।
যথা কালবশাৎ কৃত্তং শিরো মে শম্ভুনা পুরা ॥ ৪৪
তথৈব লিঙ্গপাতশ্চ মহাদেবস্য শাপতঃ।
তথৈবাস্য হরের্মূর্দ্ধা পতিতো লবণাম্ভসি ॥ ৪৫
সহস্রভগসম্প্রাপ্তিস্তথৈব শচীপতেঃ।
স্বর্গাদ্ ভ্রংশস্তথা বাসঃ কমলে মানসে সরে ॥ ৪৬
এতে দুঃখস্য ভোক্তারঃ কেন দুঃখং ন ভুজ্যতে।
সংসারেঽস্মিন্ মহাভাগাস্তস্মাচ্ছোকং ত্যজন্তু বৈ ॥ ৪৭
চিন্তয়ন্তু মহামায়াং বিদ্যাং দেবীং সনাতনীম্।
সা বিধাস্যতে নঃ কার্য্যং নির্গুণা প্রকৃতিঃ পরা ৪৮
ব্রহ্মবিদ্যাং জগদ্ধাত্রীং সর্ব্বেষাং জননীং তথা।
যয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪৯

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা বৈ সুরান্ বেধা নিগমানাদিদেশ হ
দেহযুক্তান্ স্থিতানগ্রে সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ।

স্তবন্তু পরমাং দেবীং ব্রহ্মবিদ্যাং সনাতনীম্।
গূঢ়াঙ্গীঞ্চ মহামায়াং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনীম্ ॥ ৫১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাঃ।
তুষ্টুবুর্জ্ঞানগম্যাং তাং মহামায়াং জগৎস্থিতাম্ ॥ ৫২

বেদা উচুঃ।

নমো দেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে
নির্গুণে সর্ব্বভূতেশি মাতঃ শঙ্করকামদে ॥ ৫৩

হে দেবভাগণ! তোমাদের রোদনের দ্বারা ও করুণ-ক্রন্দনের দ্বারা কি হইবে? এখন ইহার বুদ্ধিঅনুসারে উপায় বাহির করিতে হইবে। ৪০

হে দেবেন্দ্র! দৈব ও পুরুষকার ইহারা উভয়েই সমান, সুতরাং পুরুষকারের দ্বারা উপায়* চিন্তা করিলে পর দৈব সর্ব্বথা ফলদান করে। ৪১

ইন্দ্র বলিলেন,—অনর্থক পুরুষকারকে ধিক্, আমি দৈবকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। যেহেতু সমস্ত সুরগণের সমক্ষে বিষ্ণুরও মস্তক ছিন্ন হইল। ৪২

ব্রহ্মা বলিলেন,—কাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভ বা অশুভ যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। দৈবকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। ৪৩

দেহীমাত্রই সুখ-দুঃখের ভোগী হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু কালবশে শঙ্কর আমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। ৪৪

সেইরূপ শাপপ্রভাবে মহাদেবেরও লিঙ্গপাত হইয়াছিল, অদ্য যেরূপ হরির মস্তক লবণ-সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ৪৫

এক সময়ে ইন্দ্রেরও সহস্র যোনি সম্প্রাপ্তিরূপ দুঃখ, স্বর্গভ্রংশ এবং মানস সরোবরে পদ্মে বাস-রূপ দুঃখ সংঘটিত হইয়াছিল। ৪৬

সুতরাং ইঁহারা সকলেই যখন দুঃখভোগ করিয়াছেন, তখন কোন ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে না? অতএব তোমাদের সকলের শোক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৪৭

তোমরা সকলে সনাতনী বিদ্যাদেবী মহামায়াকে চিন্তা কর। সেই নির্গুণা পরা প্রকৃতি আমাদের কার্য্যের বিধান করিবেন। ৪৮

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা, জগদ্ধাত্রী, সকলের জননী, যিনি সচরাচর তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে চিন্তা কর। ৪৯

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মা সুরগণকে এইরূপ বলিয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত শরীর ধারণ করিয়া সম্মুখে স্থিত বেদগণকে আদেশ করিলেন। ৫০

ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা সনাতনী গূঢ়দেহা সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনী পরমা দেবী মহামায়ার স্তব কর। ৫১

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেদসমূহ ব্রহ্মার বচন শ্রবণ করিয়া জ্ঞানগম্যা জগৎস্থিতা মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। ৫২

বেদগণ বলিলেন,—হে মহামায়ে, হে শিবে! তুমি বিশ্বের উৎপত্তিকারিণী, তুমি নির্গুণা, সমস্ত প্রাণিগণের কর্ত্রী এবং শঙ্করের কামদা। মাতঃ! তোমাকে নমস্কার। ৫৩

---

* 'উপায়শ্চিন্তয়েত্তীমানপায়মপি চিন্তয়েৎ।'
দৈব—ভাগ্য, পুরুষকার—উদ্যম।
"উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ"।

ত্বং ভূমিঃ সর্ব্বভূতানাং প্রাণঃ প্রাণবতাং তথা।
ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমা শান্তিঃ শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥৫৪
তমুদ্গীথেঽর্দ্ধমাত্রাসি গায়ত্রী ব্যাহৃতিস্তথা।
জয়া চ বিজয়া ধাত্রী লজ্জা কীর্ত্তিঃ স্পৃহা দয়া॥ ৫৫
ত্বাং সংস্তুমোঽস্ব ভুবনত্রয়সংবিধানদক্ষাং
দয়ার্দ্রসমুক্তাং জননীং জনানাম্।
বিদ্যাং শিবাং সকললোকহিতাং বরেণ্যাং
বাগ্বীজবাসনিপুণাং ভবনাশকর্ত্রীম্॥ ৫৬
ব্রহ্মা হরঃ শৌরি-সহস্রনেত্র-
বাগ্-বহ্নি সূর্য্যা ভুবনাধিনাথাঃ।
তে ত্বৎকৃতাঃ সন্তি ততো ন মুখ্যা
মাতা যতস্ত্বং স্থির-জঙ্গমানাম্॥৫৭
সকলভুবনমেতৎ কর্ত্তুকামা যদা ত্বং
সৃজসি জননি দেবান্ বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্।
স্থিতিলয়জননং তৈঃ কারয়ন্যেকরূপা
ন খলু তব কথঞ্চিদ্দেবি সংসারলেশঃ॥ ৫৮

ন তে রূপং বেত্তুং সকলভুবনে কোঽপি নিপুণো-
ন নাম্নাং সংখ্যাং তে কথিতুমিহ যোগ্যাঽস্তি পুরুষঃ।
যদল্পঃ কৌলালং কলয়িতুমশক্তঃ স তু নরঃ
কথং পারাবারাকলনচতুরঃ স্যাদ্যুতমতিঃ॥ ৫৯
ন দেবানাং মধ্যে ভগবতি তবানন্তবিভবং
বিজানাত্যেকোঽপি ত্বমিহ ভুবনৈকাসি জননী।
কথং মিথ্যা বিশ্বং সকলমপি চৈকা রচয়সি
প্রমাণং ত্বেতস্মিন্নিগমবচনং দেবি বিহিতম্॥ ৬০
নিরীহৈবাসি ত্বং নিখিলজগতাং কারণমহো
চরিত্রন্তে চিত্রং ভগবতি মনো নো ব্যথয়তি।
কথঙ্কারং বাচ্যঃ সকলনিগমাগোচরগুণ-
প্রভাবঃ ত্বং যস্মাৎ স্বয়মপি ন জানাসি পরমম্॥৬১
ন কিং জানাসি ত্বং জননি মধুজিন্মৌলিপতনং
শিবে কিং বা জ্ঞাত্বা বিবিদিষসি শক্তিং মধুজিতঃ।
হরেঃ কিং বা মাতর্দ্ধরিততনুতিরেষা বলবতী
ভবত্যাঃ পাদাব্জে ভজননিপুণে কান্তি ত্বরিতম্॥ ৬২

ত্বমি সমস্ত প্রাণিগণের আধার এবং প্রাণ, তুমি বুদ্ধি, শ্রী, কান্তি, ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি ও স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছ॥ ৫৪

তুমি প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা এবং গায়ত্রী ও ব্যাহৃতি, তুমি জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, স্পৃহা ও দয়ারূপে বিদ্যমানা॥ ৫৫

হে মাতঃ! আমরা আপনার স্তব করিতেছি, যেহেতু তুমি ভুবনত্রয়ের উৎপত্তিবিষয়ে দক্ষা, অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তা, সমস্ত জীবের মাতৃরূপা, তুমি মঙ্গলময়ী, ব্রহ্মবিদ্যারূপা, সকল লোকহিতকরী এবং বরেণ্যা এবং বীজমন্ত্রে বাসনিপুণা ও জন্ম-যন্ত্রণা নাশকারিণী॥ ৫৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য সরস্বতী প্রভৃতি ভুবনের অধিপতিসকল তোমার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা মুখ্য নহেন; যেহেতু তুমি স্থাবর-জঙ্গমসমূহের জননী॥ ৫৭

হে জননি, যখন তুমি সমস্ত ভুবনের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা কর, তখন প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের সাধন করাইয়া থাক। তুমি কিন্তু তখনও একরূপেই বিরাজিতা থাক, এই সংসারে তোমার কোন-প্রকার আসক্তি থাকে না॥ ৫৮

এই ত্রিভুবনে কেহই তোমার রূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে। তোমার নামের সংখ্যা বলিবার মতও যোগ্য পুরুষ নাই। যে অল্পবুদ্ধি মানবগণ ক্ষুদ্রজলাশয় উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা কিরূপে সমুদ্রলঙ্ঘনে সফল হইবে?॥ ৫৯

দেবগণের মধ্যে একজনও তোমার অনন্ত বিভব জানিতে সক্ষম নহেন। তুমিই এই বিশ্বে অদ্বিতীয়া জননী। তুমি একা হইয়া কিরূপে মিথ্যা এই সমস্ত জগৎ রচনা করিয়াছ, এবিষয়ে বেদবাক্যসমূহই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে॥ ৬০

তুমি নিশ্চেষ্ট হইয়াও সমগ্র জগতের কারণরূপে বিদ্যমানা, সুতরাং তোমার এই বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া আমার মনে ব্যথা-বোধ হইতেছে, সমস্ত বেদের অগোচর তোমার যে গুণসমূহ যাহা তুমি নিজেও ঠিক ভাবে জান না, আমরা সেই গুণের প্রভাব কি ভাবে বর্ণনা করিব?॥ ৬১

হে শিবে, তুমি কি মধুকৈটভজয়ী বিষ্ণুর মস্তক পতনবিষয়ে কিছুই জান না? অথবা তাহা জানিয়াও তুমি কি বিষ্ণুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছ? অথবা বিষ্ণুর কি বলবান্ দুষ্কৃতিসমূহ বিদ্যমান ছিল? কিন্তু তোমার পাদপদ্ম ভজনকারীর দুষ্কৃতি কোথা হইতে আসিবে?॥ ৬২

উপেক্ষা কিঞ্চেয়ং তব সুরসমূহেঽতিবিষমা
হরেমূর্দ্ধ্নো নাশো মতমিহ মহাশ্চর্য্যজনকম্ ।
মহদ্দুঃখং মাতস্ত্বয়সি জননচ্ছেদকুশলা
ন জানীমো মৌলেবিঘটনবিলম্বঃ কথমভূৎ ॥ ৬৩

জ্ঞাত্বা দোষং সকলসুরতাপাদিতং দেবি চিত্তে
কিংবা বিষ্ণাবমরজনিতং দুষ্কৃতং পতিতং তে ।
বিষ্ণোর্বা কিং সমরজনিতঃ কোঽপি গর্ব্বোঽতিবেগা-
চ্ছেত্তুং মাতস্তব বিলসিতং নৈব বিদ্মোঽত্র ভাবম্ ॥৬৪

কিংবা দৈত্যৈঃ সমরবিজিতৈস্তীর্থদেশে সুরম্যে
ঘোরং তপ্ত্বা ভগবতি বরং লব্ধবদ্ভির্ভবত্যাঃ ।
অন্তর্ধানং গমিতমধুনা বিষ্ণুশীর্ষং ভবানি
দ্রষ্টুং কিংবা বিগতশিরসং বাসুদেবং বিনোদঃ ॥ ৬৫

সিন্ধোঃ পুত্র্যাঃ রোষিতা কিং ত্বমাদ্যে
কস্মাদেনাং প্রেক্ষসে নাথহীনাম্
ক্ষন্তব্যস্তে স্বাংশজাতাপরাধো
ব্যুত্থাপ্যৈনং মোদিতং মাং কুরুষ্ব ॥ ৬৬

এতে সুরাস্ত্বাং সততং নমন্তি
কার্য্যেষু মুখ্যাঃ প্রথিতপ্রভাবাঃ ।
শোকার্ণবাত্তারয় দেবি দেবান্
উত্থাপ্য দেবং সকলাধিনাথম্ ॥ ৬৭

মূর্দ্ধা গতঃ কাস্য হরের্ন বিদ্মো
নান্যোঽস্ত্যুপায়ঃ খলু জীবনেঽস্য
যথা মৃধা জীবনকর্ম্মদক্ষা
তথা জগজ্জীবিতদাসি দেবি ॥ ৬৮

সূত উবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী গুণাতীতা মহেশ্বরী ।
প্রসন্না পরমা মায়া বেদৈঃ সাঙ্গৈশ্চ সামগৈঃ ॥ ৬৯

তানুবাচ তদা বাণী চাকাশস্থাশরীরিণী ।
দেবান্ প্রতি সুখৈঃ শব্দৈর্জনানন্দকরী শুভা ॥ ৭০

মা কুরুধ্বং সুরাশ্চিন্তাং স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তু চামরাঃ ।
স্তুতাহং নিগমৈঃ কামং সন্তুষ্টাস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৭১

হে মাতঃ ! সমস্ত দেবতাবৃন্দের প্রতি তোমার এই নিদারুণ উপেক্ষা কেন ? বিষ্ণুর মস্তক নাশ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয় । হে মাতঃ ! আমরা অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইয়াছি, আর তুমি দুঃখনাশে অত্যন্ত দক্ষা, তবে কিজন্য তুমি বিষ্ণুর মস্তক সংযোজনে বিলম্ব করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না ॥ ৬৩

তুমি দেবগণের সমস্ত দোষ জানিয়া তাহাদের দুঃখ দেওয়ার জন্য কি এরূপ করিতেছ, অথবা দেবগণের সমস্ত দুষ্কৃতি কি বিষ্ণুর উপর অর্পণ করিলে, অথবা বিষ্ণুর সমরজনিত কিছু গর্ব্ব দেখিয়া তাহার বিনাশের জন্য এইরূপ চেষ্টা করিতেছ ? সুতরাং তোমার ভাব আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥৬৪

অথবা রণে পরাজিত দৈত্যগণ কোন সুরম্য তীর্থদেশে তপস্যা করিয়া তোমার নিকট বরলাভ করিয়াছে, যাহাতে বিষ্ণুর মস্তক অন্তর্হিত হইয়াছে । অথবা বিষ্ণুকে মস্তকহীন দেখিবার জন্য তোমার আমোদ হইতেছে ॥ ৬৫

হে জননি, তুমি কি লক্ষ্মীর প্রতি রুষ্টা হইয়াছ, কি অপরাধে তাঁহাকে বিধবা দেখিবে ? লক্ষ্মী আপনার অংশ-সম্ভূতা, অতএব তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর, অতএব অধুনা বিষ্ণুকে জীবিত করিয়া লক্ষ্মীকে আনন্দিতা কর ॥ ৬৬

হে দেবি ! তোমার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত, তদীয় প্রভাবে প্রথিতযশস্ক দেবতারা তোমাকে নিরন্তর প্রণতি জানাইতেছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক সকল জীবের প্রভু বিষ্ণুকে উত্থাপিত করত দেবতাদের শোক-সাগর হইতে উত্তীর্ণ কর ॥৬৭

হে মাতঃ ! এই ভগবান্ হরির মস্তক কোথায় পতিত হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই জানি না, অধিকন্তু ইঁহার জীবন দানের বিষয়ে তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই । দেবতাদিগের জীবন দানে অমৃত যথা সক্ষম, তদ্রূপ তুমিও এই জগৎজনের একমাত্র জীবনদাত্রী ॥ ৬৮

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! এইরূপে সাঙ্গবেদসমূহ সামগান পূর্ব্বক স্তব করিলে গুণাতীতা পরমা মায়াময়ী মহেশ্বরী প্রসন্না হইলেন ॥ ৬৯

অতঃপর আকাশ হইতে সকল জনের আনন্দদায়িনী, মঙ্গলময়ী শ্রুতিসুখকরী অশরীরিণী বাণী দেবতাদের প্রতি উচ্চারিত হইল ॥ ৭০

হে অমরগণ ! তোমরা স্বস্তি লাভ কর, চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, বেদোক্তস্তবে আমি সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭১

যঃ পুমান্ মানুষে লোকে স্তোত্যেতাং মামকীং স্তুতিম্ ।
পঠিষ্যতি সদা ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১
শৃণোতি বা স্তোত্রমিদং মদীয়ং
ভক্ত্যা ত্রিকালং সততং নরো যঃ
বিমুক্তদুঃখঃ স ভবেৎ সুখী চ
বেদোক্তমেতন্ননু বেদতুল্যম্ ॥ ৭২
শৃণ্বন্তু কারণঞ্চাদ্য যদগতং বদনং হরেঃ ।
অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেঽত্র ভবিষ্যতি ॥ ৭৪
উদধেস্তনয়ায়াঃ বিষ্ণুঃ সংস্থিতামন্তিকে প্রিয়াম্ ।
জহাস বদনং বীক্ষ্য তস্যাস্তত্র মনোরমম্ ॥ ৭৫
তয়া জ্ঞাতং হরির্নূনং কথং মাং হসতি প্রভুঃ ।
বিরূপং হরিণা দৃষ্টং মুখং মে কেন হেতুনা ॥ ৭৬
বিনাপি কারণেনাদ্য কথং হাস্যস্য সম্ভবঃ ।
সপত্নীব কৃতা তেন মন্যেঽহস্যা বরবর্ণিনী ॥ ৭৭
ততঃ কোপযুতা জাতা মহালক্ষ্মীস্তমোগুণা ।
তামসী তু তদা শক্তিস্তস্যা দেহে সমাবিশৎ ॥ ৭৮

কেনচিৎ কালযোগেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।
প্রবিষ্টা তামসী শক্তিস্তস্যা দেহেঽতিদারুণা ॥ ৭৯
তামস্যাবিষ্টদেহা সা চুকোপাতিশয়ং তদা ।
শনকৈঃ সমুবাচেদমিদং পততু তে শিরঃ ॥ ৮০
স্ত্রীস্বভাবাচ্চ ভাবিত্বাৎ কালযোগাদ্ বিনির্গতঃ ।
অবিচার্য্য তদা দত্তঃ শাপঃ স্বসুখনাশনঃ ॥ ৮১
সপত্নীসম্ভবং দুঃখং বৈধব্যাদধিকং স্ত্রিতি ।
বিচিন্ত্য মনসেত্যুক্তং তামসীশক্তিযোগতঃ ॥ ৮২
অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা
অশৌচং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ৮৩
সশীর্ষং বাসুদেবং তং করোম্যদ্য যথা পুরা ।
শিরোঽস্য শাপযোগেন নিমগ্নং লবণাম্বুধৌ ॥ ৮৪
অন্যচ্চ কারণং কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে সুরসত্তমাঃ ।
ভবতাঞ্চ মহৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫
পুরা দৈত্যো মহাবাহুর্হয়গ্রীবোঽতিবিশ্রুতঃ ।
তপশ্চক্রে সরস্বত্যাস্তীরে পরমদারুণম্ ॥ ৮৬

মনুষ্যলোকে যে পুরুষ এই স্তুতিঃ দ্বারা আমার স্তব করিবে এবং ভক্তি সহকারে সদা এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে ॥৭২

যে মনুষ্য নিয়ত ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তি সহকারে আমার এই স্তব শ্রবণ করিবে, সে সর্বদুঃখ মুক্ত হইয়া সুখ লাভ করিবে ; যেহেতু এই স্তব বেদ কর্তৃক উক্ত, সেই হেতু ইহা বেদতুল্য ॥ ৭৩

হে দেবগণ ! কারণ বিনা জগতে কোন কার্য্য হয় না, অতএব শ্রবণ কর কি কারণে শ্রীহরির মস্তক ছিন্ন হইয়াছে ॥ ৭৪

একদা বিষ্ণু নিজপ্রিয়া সমুদ্রতনয়া নিকটবর্ত্তিনী লক্ষ্মীদেবীর সুবিমল মুখকান্তি অবলোকন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ৭৫

লক্ষ্মীদেবী ইহা বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন, শ্রীহরি আমার প্রতি বিরূপ হইয়া কেন মদীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া হাস্য করিলেন ॥ ৭৬

বিনা কারণে এইরূপ হাস্যের সম্ভব নহে, আমার মনে হয়, কোন চারুদর্শিনী রমণীকে মদীয় সপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭৭

অনন্তর মহালক্ষ্মী এইরূপে কুপিতা হওয়ায় তমোগুণযুতা হইলেন, তখন তামসী শক্তি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৭৮

কালের গতিবশতঃ এবং দেবকার্য্য সিদ্ধিহেতু, অতি ক্রূরা তামসীশক্তি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল ॥ ৭৯

সেই মহালক্ষ্মীর দেহে ভয়ঙ্করী তামসীশক্তি প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি সাতিশয় কুপিতা হইয়া বলিলেন, তুমি যে মুখে আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়াছ, সেই মস্তক তোমার খসিয়া পড়ুক ॥ ৮০

স্ত্রীলোকের স্বভাবচাপল্যহেতু এবং কালের প্রভাববশতঃ কোন বিচার না করিয়া লক্ষ্মী নিজ সুখধ্বংসকর এইরূপ নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৮১

তামসী শক্তির প্রভাবে মনে এতাদৃশ চিন্তা করিলেন যে, সপত্নীজন্য দুঃখ নারীর পক্ষে বৈধব্য দুঃখাপেক্ষা অধিক দুঃখদায়ক, সেইহেতু ঈদৃশ নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৮২

বস্তুতঃ মিথ্যা, সাহস, কপটতা, মূর্খত্ব, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা—এইগুলি স্ত্রীলোকদিগের সহজাত দোষ ॥ ৮৩

হে দেবগণ ! শাপপ্রভাবে লবণসমুদ্রে নিমগ্ন বাসুদেবের মস্তক পূর্ব্বের ন্যায় আমি তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিব ॥ ৮৪

ইহাতে অন্য কিছু কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমাদিগের কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাতে কোনও সংশয় নাই ॥৮৫

পুরাকালে হয়গ্রীব নামে এক বিখ্যাত মহাবাহু দৈত্য সরস্বতী নদীর তীরে সুদারুণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ৮৬

জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মম।
নিরাহারো জিতাত্মা চ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৭

ধ্যায়ন্মাং তামসীং শক্তিং সর্ব্বভূষণভূষিতাম্।
এবং বর্ষসহস্রঞ্চ তপশ্চক্রেঽতিদারুণম্ ॥ ৮৮

তদাহং তামসং রূপং কৃত্বা তত্র সমাগতা।
দর্শনে পুরতস্তস্য ধ্যাতঃ তেন যাদৃশম্ ॥ ৮৯

সিংহোপরিস্থিতা তত্র তমবোচং দয়ান্বিতা।
বরং ব্রূহি মহাভাগ দদামি তব সুব্রত ॥ ৯০

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা দানবঃ প্রেমপূরিতঃ।
প্রদক্ষিণং প্রণামঞ্চ চকার ত্বরিতস্তদা ॥ ৯১

দৃষ্ট্বা রূপং মদীয়ং স প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়নস্তুষ্টাব স চ মাং তদা ॥ ৯২

হয়গ্রীব উবাচ

নমো দেব্যৈ মহামায়ে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
ভক্তানুগ্রহচতুরে কামদে মোক্ষদে শিবে ॥ ৯৩

ধরাম্বুতেজঃপবনখপঞ্চানাঞ্চ কারণম্।
ত্বং গন্ধরসরূপাণাং কারণং স্পর্শশব্দয়োঃ ॥ ৯৪

ঘ্রাণঞ্চ রসনা চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রমিন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চান্যানি ত্বত্তঃ সর্ব্বং মহেশ্বরি ॥ ৯৫

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিন্তেঽভীষ্টং বরং ব্রূহি বাঞ্ছিতং যদ্দদামি তৎ।
পরিতুষ্টাস্মি ভক্ত্যা তে তপসা চানুতেন চ ॥ ৯৬

হয়গ্রীব উবাচ।

যথা মে মরণং মাতর্ন ভবেৎ তত্তথা কুরু।
ভবেয়মমরো যোগী তথাজ্ঞেয়ঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৯৭

দেব্যুবাচ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
মর্য্যাদা চেদৃশী লোকে ভবেচ্চ কথমন্যথা ॥ ৯৮

এবং ত্বং নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণে রাক্ষসোত্তম।
বরং বরয় চেষ্টং তে বিচার্য্য মনসা কিল ॥ ৯৯

সেই দৈত্য সকল প্রকার ভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবাসী হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করত মায়াবীজাত্মক একাক্ষর মন্ত্র (হ্রীঁ)-জপরূপ কঠোর তপস্যায় রত হয়।০ ॥ ৮৭

সেই হয়গ্রীব দৈত্য সর্বভূষণসমন্বিতা আমার তামসী শক্তির ধ্যান করিতে করিতে সহস্রবর্ষ যাবৎ নিদারুণ তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৮৮

সেই দৈত্য যাদৃশী আমার তামসী মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিল, সেই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমি তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলাম ॥ ৮৯

তাহার তাদৃশ কঠিন তপশ্চর্য্যা দর্শনে দয়ান্বিতা হইয়া সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা আমি তাহাকে বলিলাম,—হে মহাভাগ সুব্রত। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা দান করিব ॥ ৯০

সেই দানব এইরূপ দেবীর বাক্য শ্রবণে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ত্বরান্বিত হইয়া দেবীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিল ॥ ৯১

আমার তাদৃশ নিরুপম রূপসন্দর্শনে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে আমার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৯২

হয়গ্রীব বলিল—হে মহামায়ে। তুমি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্রী, ভক্তজনের প্রতি করুণা দানে করুণা, বাসনা-পূরয়িত্রী ও মোক্ষদাত্রী, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৯৩

পৃথিবী, জল, তেজ, পবন এবং আকাশ এই পঞ্চমহাভূত এবং ইহাদের গুণস্বরূপ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই সমূহের তুমিই কারণভূতা ॥ ৯৪

এই শব্দাদি বিষয়সমূহের গ্রহণকারী নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তথা হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্-পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ তোমা হইতে উৎপন্ন ॥ ৯৫

শ্রীদেবী কহিলেন—(হয়গ্রীবের এইরূপ স্তুতি-বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টা দেবী বলিলেন), হে হয়গ্রীব। তোমার এই ভক্তিপূর্ণ অদ্ভুত তপস্যা দর্শনে আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, তোমার অভিলষিত কাম্য বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব ॥ ৯৬

হয়গ্রীব বলিল—হে মাতঃ। যাহাতে আমার মৃত্যু না হয় এবং দেবতা ও অসুরদিগের দ্বারা আমি যেন কখনও পরাজিত না হই, যোগের অষ্ট সিদ্ধি যেন আমার করায়ত্ত হয়, ঈদৃশ অমর বর আমায় প্রদান করুন ॥ ৯৭

শ্রীদেবী কহিলেন—জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া থাকে এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম লাভ ইহাও ধ্রুব, এই সংসারে এই নিয়মই নিত্য বিদ্যমান, ইহার অন্যথা কিরূপ হইবে ? ৯৮

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। এই মরণবিষয়ে নিতান্ত অবহিত হইয়া মনে চিন্তা পূর্ব্বক বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূরণ করিব ॥ ৯৯

• 'হ্রীঁ' মিত্যেকাক্ষরা দেবী ত্রাক্ষরা চৈব সা স্মৃতা।
দেবী প্রণবরূপা যা তত্ত্ববিদ্ভির্নিরূপিতা ॥

হয়গ্রীব উবাচ।

হয়গ্রীবাচ্চ মে মৃত্যুর্নান্যস্মাজ্জগদম্বিকে।
ইতি মে বাঞ্ছিতং কামং পূরয়স্ব মনোগতম্ ॥ ১০০

দেব্যুবাচ।

গৃহং গচ্ছ মহাভাগ কুরু রাজ্যং যথাসুখম্।
হয়গ্রীবাদৃতে মৃত্যুর্ন তে নূনং ভবিষ্যতি ॥ ১০১
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা অন্তর্ধানং গতা তদা
মুদং পরমিকাং প্রাপ্য সোঽপি স্বভবনং গতঃ ॥ ১০২
স পীড়য়তি দুষ্টাত্মা মুনীন্ দেবাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
ন কোঽপি বিদ্যতে তস্য হন্তাস্য ভুবনত্রয়ে ॥ ১০৩
তস্মাচ্ছীর্ষং হয়স্যাস্য সমুদ্ধৃত্য মনোহরম্।
দেহেঽত্র বিশিরে বিষ্ণোস্ত্বষ্টা সংযোজয়িষ্যতি ॥ ১০৪
হয়গ্রীবোঽথ ভগবান্ হনিষ্যতি তমাসুরম্।
পাপিষ্ঠং দানবং ক্রূরং দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১০৫

সূত উবাচ।

এবং সুরাংস্তদাভাষ্য শর্ব্বাণী বিররাম হ।
দেবাস্তদাতিসন্তুষ্টাস্তমূচুর্দেবশিল্পিনম্ ॥ ১০৬

দেবা উচুঃ।

কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ বিষ্ণোঃ শীর্ষাভিযোজনম্
দানবপ্রবরং দৈত্যং হয়গ্রীবো হনিষ্যতি ॥ ১০৭

সূত উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ত্বষ্টা চাতিত্বরান্বিতঃ।
বাজিশীর্ষং চকর্ত্তাশু খড়্গেন সুরসন্নিধৌ ॥ ১০৮
বিষ্ণোঃ শরীরে তেনাশু যোজিতং বাজিমস্তকম্।
হয়গ্রীবো হরির্জাতো মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ১০৯
কিয়তা তেন কালেন দানবো মদদর্পিতঃ।
নিহতস্তরসা সংখ্যে দেবানাং রিপুরোজসা ॥ ১১০
য ইদং শুভমাখ্যানং শৃণুয়ুর্ভুবি মানবাঃ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তাস্তে ভবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১১
মহামায়াচরিত্রঞ্চ পবিত্রং পাপনাশনম্
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বসম্পত্তিকারকম্ ॥ ১১২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে হয়গ্রীবাবতারকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

হয়গ্রীব বলিল—হে জগন্মাতঃ! হয়গ্রীব (অশ্ব মস্তক) ছাড়া অন্য কোন প্রাণী হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছিত বর; আমার এই কামনা কৃপা পূর্ব্বক পূরণ করুন ॥ ১০০

দেবী বলিলেন—হে মহাভাগ! তুমি গমন করত যথাসুখে রাজ্য পালন কর, হয়গ্রীব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী হইতে তোমার মৃত্যু হইবে না, ইহা নিশ্চিত জানিবে ॥ ১০১

দেবী জগদম্বিকা হয়গ্রীবকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, সেই দৈত্যও পরম আনন্দিতচিত্তে স্বভবনে প্রস্থান করিল ॥ ১০২

সেই দুরাত্মা দৈত্য এইরূপ বর লাভ করিয়া সমস্ত মুনি ও দেবতাদের নিপীড়ন করিতেছে, সম্প্রতি তাহাকে বধ করিবার উপযুক্ত শক্তিমান্ ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই ॥ ১০৩

সেইহেতু ত্বষ্টা এই অশ্বের মনোহর মস্তক গ্রহণ করিয়া মস্তকহীন বিষ্ণুর শরীরে তাহা যোজন করুক ॥ ১০৪

তাহা হইলে এই হয়শীর্ষ প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু নিষ্ঠুর পাপাচারী দৈত্যকে অমরগণের কল্যাণার্থে সংহার করিবেন ॥ ১০৫

সূত কহিলেন—হে ঋষিগণ! সেই সর্ব্বাণী এইরূপ বাক্য-সমূহ দেবতাদের বলিয়া বিরত হইলেন, দেবতারা দেবীর এই অমৃতময় বাক্যে পরম প্রীত হইয়া দেবশিল্পী ত্বষ্টাকে বলিলেন ॥ ১০৬

দেবতারা কহিলেন হে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মন্! দেবতাদের হিতের নিমিত্ত তুমি বিষ্ণুর শরীরে মস্তক সংযোজন কর, তিনি দানব-শ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবকে নিহত করিবেন ॥ ১০৭

সূত কহিলেন—এইরূপ দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরশিল্পী ত্বষ্টা তৎক্ষণাৎ দেবগণের সম্মুখে ক্ষিপ্রহস্তে খড়্গাঘাতে অশ্বের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ১০৮

ত্বষ্টা অতি সত্বর বিষ্ণুর শরীরে অশ্বমুণ্ড সংযোগ করিলেন, মহামায়ার প্রসাদে শ্রীহরি হয়গ্রীব হইয়া উঠিলেন ॥ ১০৯

সেই বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণানন্তর কিয়ৎকাল পরে দেবরিপু মদদর্পিত সেই দানবকে স্বীয় অসীম বীর্য্যপ্রভাবে অবিলম্বে যুদ্ধে নিহত করিলেন ॥ ১১০

এই শুভ আখ্যান পৃথিবীস্থিত যে মানবেরা শ্রবণ করিবে, তাহারা সর্ব্বদুঃখ-রহিত হইয়া অবস্থান করিবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১১১

মহামায়ার এই পাপনাশকারী ও পবিত্র চরিত্র কথা যে পাঠ করিবে অথবা শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ব সম্পত্তির অধিকারী হইবে ॥ ১১২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে হয়গ্রীবাবতারকথন নামে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[মধু-কৈটভয়োরুৎপত্তিকথনম্, তয়োরদ্ভুতবরলাভঃ, যুদ্ধ-প্রার্থনা চ ।]

ঋষয় ঊচুঃ ।

সৌম্য যচ্চ ত্বয়া প্রোক্তং শৌরের্যুদ্ধং মহার্ণবে ।
মধু-কৈটভয়োঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১
কস্মাত্তৌ দানবৌ জাতৌ তস্মিন্নেকার্ণবে জলে ।
মহাবীর্য্যৌ দুরাধর্ষৌ দেবৈরপি সুদুর্জ্জয়ৌ ॥ ২
কথং তাবসুরৌ জাতৌ কথঞ্চ হরিণা হতৌ ।
তদাচক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩
শ্রোতুকামা বয়ং সর্বে ত্বং বক্তা চ বহুশ্রুতঃ ।
দৈবাচ্চাত্রৈব সঞ্জাতঃ সংযোগশ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৪
মূর্খেণ সহ সংযোগঃ বিবাদপি সুদুর্জ্জরঃ
বিজ্ঞেন সহ সংযোগঃ সুধারসসমঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
জীবন্তি পশবঃ সর্বে খাদন্তি মেহয়ন্তি চ ।
জানন্তি বিষয়াকারং বাধায়সুখমদ্ভুতম্ ॥ ৬
ন তেষাং সদসজ্জ্ঞান বিবেকো ন চ মোক্ষদঃ ।
পশুভিস্তে সমা জ্ঞেয়া যেষাং ন শ্রবণাদরঃ ॥ ৭
মৃগাদ্যাঃ পশবঃ কেচিজ্জানন্তি শ্রাবণং সুখম্ ।
অশ্রোত্রাঃ ফণিনশ্চৈব মুমূর্ছনাদপানতঃ ॥ ৮
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং বৈ শুভে শ্রবণদর্শনে
শ্রবণাদ্ বস্তুবিজ্ঞানং দর্শনাচ্চিত্তরঞ্জনম্ ॥ ৯
শ্রবণং ত্রিবিধং প্রোক্তং সাত্ত্বিকং রাজসন্তথা ।
তামসঞ্চ মহাভাগাঃ শৃণ্বোক্তং নিশ্চয়ান্বিতম্ ॥ ১০
সাত্ত্বিকং বেদশাস্ত্রাদি সাহিত্যঞ্চৈব রাজসম্ ।
তামসং যুদ্ধবার্ত্তা চ পরদোষপ্রকাশনম্ ॥ ১১
সাত্ত্বিকং ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবদ্ভিশ্চ পণ্ডিতৈঃ
উত্তমং মধ্যমঞ্চৈব তথৈবাধমমিত্যুত ॥ ১২
উত্তমং মোক্ষফলদং স্বর্গদং মধ্যমন্তথা
অধমং ভোগদং প্রোক্তং নির্ণীয় বিদিতং বুধৈঃ ॥ ১৩
সাহিত্যঞ্চৈব ত্রিবিধং স্বীয়ায়াঞ্চোত্তমং স্মৃতম্ ।
মধ্যমং বারযোষায়াং পরোঢ়ায়াং তথাধমম্ ॥ ১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

[মধু-কৈটভের উৎপত্তি কথন, তাহাদের অদ্ভুত বরলাভ এবং যুদ্ধ প্রার্থনা ।]

ঋষিগণ কহিলেন—হে সৌম্য ! মহাসমুদ্রে মধু ও কৈটভের সহিত নারায়ণের পঞ্চ সহস্র বৎসর যাবৎ যে সংগ্রামের কথা আপনি বলিলেন, তাহাতে আমাদের জিজ্ঞাসা হইতেছে ? ১

সেই একমাত্র জলমগ্না পৃথিবীতে কি করিয়া মহাশক্তিশালী, দুর্দ্ধর্ষ, দেবতাদিগেরও অজেয় দানবযুগল জন্ম লাভ করিল ? ২

কেনই বা সেই অসুরদ্বয় জন্মগ্রহণ করিল, কেনই বা নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল ? হে মহাজ্ঞানবান্ ! সেই পরম আশ্চর্য্য চরিত্র কথা বর্ণনা করুন । ৩

আমরা এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আপনি বহুজ্ঞানী বক্তা, দৈবানুগ্রহবশতঃ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন । ৪

মূর্খের সহিত মিলিত হওয়া বিষ হইতেও অধিক কষ্ট প্রদানকারী ; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত সম্মিলিত হওয়া অমৃত-ধারা-সদৃশ সুখদায়ক হইয়া থাকে । ৫

সমস্ত প্রাণীরাই খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করে । তাহারাও অদ্ভুত বিষয়ানন্দ-সুখ উপভোগ করে । ৬

তাহাদের মধ্যে সৎ এবং অসৎ এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, এবং মোক্ষপ্রদ বিবেক তাহাদের থাকে না । এতাদৃশ ব্যক্তিগণ পশুর সমান, যাহাদের কোন প্রকার সৎশাস্ত্র শ্রবণে ইচ্ছা না থাকে । ৭

মৃগ প্রভৃতি কতিপয় পশু শ্রবণ করিয়া সুখলাভ করিয়া থাকে । সর্পসকল কর্ণহীন হইলেও মধুরবাদ্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হয় । ৮

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) ও দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষু) শ্রেষ্ঠ হইতেছে ; কারণ, শ্রবণের দ্বারা বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা যায় এবং দর্শনের দ্বারা বস্তু-সৌন্দর্য্যে চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে । ৯

মুণ্ডিতেরা ত্রিবিধ শ্রবণের কথা নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক । ১০

বেদশাস্ত্রাদিশ্রবণ সাত্ত্বিক, সাহিত্যবিষয় শ্রবণ রাজসিক, পরদোষ কীর্ত্তনাদিরূপ যুদ্ধবার্ত্তা হইতেছে তামসিক শ্রবণ । ১১

জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা সাত্ত্বিক শ্রবণকেও ত্রিবিধ বলিয়াছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম । ১২

মোক্ষফলদায়ক হইতেছে উত্তম, স্বর্গফলপ্রদ মধ্যম, পার্থিব ভোগপ্রদ হইতেছে অধম, এইরূপ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন । ১৩

সাহিত্যও ত্রিবিধ, স্বকীয়া রমণীতে উত্তম, বারবনিতা, মধ্যম, পরপরিণীতায় অধম বলিয়া জানিবে । ১৪

তামসং ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ শাস্ত্রদর্শিভিঃ
আততায়িনি যুদ্ধং যত্তদুত্তমমুদাহৃতম্ ॥ ১৫
মধ্যমঞ্চাপি বিদ্বেষাৎ পাণ্ডবানাং যথারিভিঃ।
অধমং নির্নিমিত্তং তু বিবাদে কলহে তথা ॥ ১৬
তদত্র শ্রবণং মুখ্যং পুরাণস্য মহামতে।
বৃদ্ধিপ্রবর্দ্ধনং পুণ্যং ততঃ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৭
তদাখ্যাহি মহাবুদ্ধে কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
শ্রুতাং দ্বৈপায়নাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বার্থস্য প্রসাধিনীম্ ॥ ১৮

সূত উবাচ।

সূয়ং ধন্যা মহাভাগা ধন্যোঽহং পৃথিবীতলে।
যেষাং শ্রবণবুদ্ধিশ্চ মনাপি কথনে কিল ॥ ১৯
পুরা চৈকার্ণবে জাতে বিলীনে ভুবনত্রয়ে
শেষপর্য্যঙ্কসুপ্তে চ দেবদেবে জনার্দ্দনে ॥ ২০
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ
মহাবলৌ চ তৌ দৈত্যৌ বিবৃদ্ধৌ সাগরে জলে ॥ ২১
ক্রীড়মানৌ স্থিতৌ তত্র বিচরন্তৌ বিতস্ততঃ।
তাবেকদা মহাকায়ৌ ক্রীড়াসক্তৌ মহার্ণবে ॥ ২২
চিন্তামবাপতুশ্চিত্তে ভ্রাতরাবিব সংস্থিতৌ।
নাকারণং ভবেদ্ কার্য্যং সর্ব্বত্রৈষা পরম্পরা ২৩
আধেয়স্তু বিনাধারং ন তিষ্ঠতি কথঞ্চন।
আধারাধেয়ভাবস্তু ভাতি ন চিত্তগোচরঃ ॥ ২৪
ক তিষ্ঠতি জলঞ্চেদং সুখরূপং সুবিস্তরম্।
কেন সৃষ্টং কথং জাতং মন্নাবাবাং জলে স্থিতৌ ॥ ২৫
আবাং বা কথমুৎপন্নৌ কেন বোৎপাদিতাবুভৌ।
পিতরৌ কেতি বিজ্ঞানং নাস্তি কাম তথাবয়োঃ ॥ ২৬

সূত উবাচ

এবং কাময়মানৌ তৌ জগ্মতুর্ন বিনিশ্চয়ম্।
উবাচ কৈটভস্তত্র মধুং পার্শ্বে স্থিতং জলে ॥ ২৭

কৈটভ উবাচ।

মধো নাবত্র সলিলে স্থাতুং শক্তির্মহাবলা।
বর্ত্ততে ভ্রাতরচলা কারণং সা হি মে মতা ॥২৮
তয়া ততমিদং তোয়ং তদাধারঞ্চ তিষ্ঠতি।
সা এব পরমা দেবী কারণঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ২৯

শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরা তামস ত্রিবিধ বর্ণনা করিয়াছেন, আততায়ীর সহিত যুদ্ধকে উত্তম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৫

হিংসাবশতঃ যে যুদ্ধ তাহাকে মধ্যম বলা হইয়াছে। যথা দুর্য্যোধনাদি শত্রুর সহিত পাণ্ডবদিগের সংগ্রাম। নিমিত্তহীন কলহ ও বিবাদকে অধম বলা হয় ॥ ১৬

মহামতে! এখানে বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধিকরী পুণ্যজনক ও পাপধ্বংসী পুরাণ শ্রবণ মুখ্য শ্রবণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৭

অতএব মহামতে! শুভপ্রদ পুরাণ কথা আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন। সর্ব্বার্থপ্রদায়িনী যাহা আপনি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন হইতে শ্রবণ করিয়াছেন ॥ ১৮

সূত কহিলেন—মহাশয়গণ! এই পৃথিবীতে আপনারা ধন্য এবং আমি ধন্য, যেহেতু আপনাদের শ্রবণকথা আমাকে তত্ত্ববৃদ্ধি-প্রদ পরম পুণ্যজনক পুরাণ কথা বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে ॥ ১৯

পুরাকালে ত্রিভুবন জলমগ্ন অবস্থায় অবলুপ্ত হইলে, দেবদেব নারায়ণ শেষশয্যায় শয়ান থাকাকালীন ॥ ২০

শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত মহাবলশালী মধু এবং কৈটভ-নামক দুই দৈত্য সাগরের জলে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ২১

ইতস্ততঃ বিচরণকারী ক্রীড়াসক্ত, বিশালকায়, সেই দৈত্য-যুগল মহাসমুদ্রে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২২

দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপে অবস্থানসময়ে মনে মনে চিন্তা করিল কারণ না থাকিলে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহাই পরম্পরা-গত ধর্ম্ম ॥ ২৩

আধার না থাকিলে কোন আধেয় বস্তু অবস্থান করিতে পারে না। আধারাধেয় ভাবের সম্বন্ধ আমাদের কোন বুদ্ধি-গোচর হইতেছে না ॥ ২৪

এই জলরাশি কোথায় অবস্থান করিতেছে, সুখপ্রদ সুবিশাল এই মহাসমুদ্র কি নিমিত্ত কাহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা দুইজন কেন বা জলময় হইয়া অবস্থান করিতেছি? ২৫

আমরা বা কাহা কর্ত্তৃক কেন সৃষ্ট হইলাম, আমাদের পিতা কে? তাহা আমরা অবগত হইতে পারিতেছি না ॥ ২৬

সূত কহিলেন,—এইরূপে তাহারা চিন্তা করিয়া যখন কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না, তখন কৈটভ পার্শ্ববর্ত্তী জলে অবস্থিত মধুকে এইরূপ বলিল ॥ ২৭

হে ভ্রাতঃ মধু, এই অনন্ত জলরাশিতে আমরা নিমজ্জিত না হইয়া যে মহাশক্তিবলে অবস্থান করিতেছি, আমার মতে সেই অচলা শক্তিই এই জগৎ চরাচরের হেতুভূতা ॥ ২৮

সেইহেতু এই শক্তির দ্বারা এই জলরাশি ব্যাপ্ত ও তাহার আধার হইয়া ইনি রহিয়াছেন। সেই পরমা দেবীই আমাদেরও উৎপত্তির কারণ ॥ ২৯

এবং বিবুধ্যমানৌ তৌ চিন্তাবিষ্টৌ যদাসুরৌ।
তদাকাশে শ্রুতং তাভ্যাং বাগ্‌বীজং সুমনোহরম্ ৩০
গৃহীতঞ্চ ততস্তাভ্যাং তস্যাভ্যাসো দৃঢ়ঃ কৃতঃ।
তদা সৌদামনী দৃষ্টা তাভ্যাং খে চোত্থিতা শুভা ॥ ৩১
তাভ্যাং বিচারিতং তত্র মন্ত্রোঽয়ং নাত্র সংশয়ঃ
তথা ধ্যানমিদং দৃষ্টং গগনে সগুণং কিল ॥ ৩২
নিরাহারৌ জিতাক্ষৌ তৌ সমনস্কৌ সমাহিতৌ
বভূবতুর্বিচিন্ত্যৈবং জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ৩৩
এবং বর্ষসহস্রন্তু তাভ্যাং তপ্তং মহত্তপঃ।
প্রসন্না পরমা শক্তির্জাতা সা পরমা তয়োঃ ॥ ৩৪
খিন্নৌ তৌ দানবৌ দৃষ্টা তপসে কৃতনিশ্চয়ৌ
তয়োরনুগ্রহার্থায় বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫
বরং বাং বাঞ্ছিতং দৈত্যৌ ব্রূতাং পরমসম্মতম্।
দদামি পরিতুষ্টাস্মি যুবয়োস্তপসা কিল ॥ ৩৬

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তু তাং বাণীং দানবাবূচতুস্তদা
স্বেচ্ছয়া মরণং দেবি বরং নৌ দেহি সুব্রতে ॥ ৩৭

বাগুবাচ

বাঞ্ছিতং মরণং দৈত্যৌ ভবেতাং মৎপ্রসাদতঃ।
অজেয়ৌ দেবদৈত্যৈশ্চ ভ্রাতরৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮

সূত উবাচ।

ইতি দত্তবরৌ দেব্যা দানবৌ মদদর্পিতৌ।
চক্রতুঃ সাগরে ক্রীড়াং যাদোগণসমন্বিতৌ ॥ ৩৯
কালেন কিয়তা বিপ্রা দানবাভ্যাং যদৃচ্ছয়া
দৃষ্টঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মা পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা তু মুদিতাবাস্তাং যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
তমূচতুস্তদা তত্র যুদ্ধং নৌ দেহি সুব্রত ॥ ৪১
নোচেৎ পদ্মং পরিত্যজ্য যথেষ্টং গচ্ছ মা চিরম্।
যদি ত্বং নির্ব্বলশ্চাসি ক যোগ্যং শুভমাসনম্ ॥ ৪২
বীরভোগ্যমিদং স্থানং কাতরোঽসি ত্যজাশু বৈ।
তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ প্রজাপতিঃ ॥ ৪৩
দৃষ্ট্বা চ বলিনৌ বীরৌ কিং করোমীতি তাপসঃ।
চিন্তাবিষ্টস্তদা তস্থৌ চিন্তয়ন্ মনসা তদা ॥ ৪৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্ট দশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে মধুকৈটভযুদ্ধাদ্‌যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

এইরূপে মহাশক্তিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করত যখন অসুরদ্বয় চিন্তান্বিত হইল, তখন আকাশ হইতে সুমনোহর বাগ্‌বীজ (ঐং) শ্রবণ করিল ॥ ৩০

তাহারা সেই বাগ্‌বীজ গ্রহণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহা অভ্যাস করিতে লাগিল, তখন আকাশে শুভ লক্ষণযুক্তা বিদ্যুৎ-শক্তি দেখিতে পাইল। ৩১

তাহারা বিচার করিল—ইহা নিশ্চয়ই মন্ত্র, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সেই সময় তাহারা আকাশে তেজোময়ী পাশাঙ্কুশাদিহস্তা সগুণভাবে ধ্যান দেখিতে পাইল ॥ ৩২

নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে সমাহিত অবস্থায় চিন্তাপূর্ব্বক জপধ্যানপরায়ণ হইল ॥ ৩৩

এইরূপে তাহারা সহস্র বর্ষ যাবৎ সুমহত্তপস্যা করিতে লাগিল, তখন সেই পরমাশক্তি তাহাদের তপস্যায় পরমা প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৩৪

তপস্যায় দৃঢ়সংকল্প ও অবসন্ন দানবদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদানের নিমিত্ত এইরূপ অশরীরিণী বাক্ বলিলেন ॥৩৫

দৈত্যদ্বয়! তোমাদের তপস্যায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি, তোমাদের একান্ত অভিলষিত বাঞ্ছিত বর প্রদান করিব, প্রার্থনা কর ॥ ৩৬

সূত বলিলেন—এইরূপ সেই আকাশস্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবেরা বলিল,—হে সুব্রতে দেবি! আমাদের দুইজনকে স্বেচ্ছা মরণ বর প্রদান করুন ॥ ৩৭

বাক্ বলিলেন—আমার প্রসাদে তোমাদের বাঞ্ছিত মৃত্যু হইবে, দেবতা এবং দৈত্যাদিগের তোমরা অজেয় হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৮

সূত বলিলেন—এইরূপে বর লাভ করিয়া মদদর্পিত দানব-দ্বয় জলজন্তুদিগের সহিত সমুদ্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণগণ! কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে পর দানবেরা স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে পদ্মাসনস্থিত স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল ॥ ৪০

মহাবলী ও যুদ্ধাভিলাষী দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—হে সুব্রত! আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করুন ॥ ৪১

না হইলে পদ্মাসন পরিত্যাগ করিয়া যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করুন। যদি আপনি দুর্ব্বল হন, তাহা হইলে আপনি এই সুন্দর আসনে বসিবার যোগ্য নন ॥৪২

বীরভোগ্য এই স্থান, যদি আপনি কাতর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পবিত্রাসন পরিত্যাগ করুন, তাহাদের এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ৪৩

বলশালী বীরদের দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি তপস্বী, ইহাদের সম্বন্ধে কি করিব—এইরূপ ভাবিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে মধু-কৈটভের যুদ্ধোদ্‌যোগনামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মকৃতা বিষ্ণুস্তুতিঃ, দেবীস্তুতিস্তথা বিষ্ণোঃ প্রবোধশ্চ।]

সূত উবাচ।

তৌ বীক্ষ্য বলিনৌ ব্রহ্মা তদোপায়ানচিন্তয়ৎ।
সামদানভিদাদীংশ্চ যুদ্ধান্তান্ সর্ব্বতন্ত্রবিৎ ॥ ১
ন জানেঽহং বলং নূনমেতয়োর্বা যথাতথম্।
অজ্ঞাতে তু বলে কামং নৈব যুদ্ধং প্রশস্যতে ॥ ২
স্তুতিং করোমি চেদস্য দুষ্টয়োর্মদমত্তয়োঃ
প্রকাশিতং ভবেন্নূনং নির্ব্বলত্বং ময়া স্বয়ম্ ॥ ৩
বধিষ্যতি তদেকোঽপি নির্ব্বলত্বে প্রকাশিতে।
দানং নৈবাদ্য যোগ্যং বা ভেদঃ কার্য্যো ময়া কথম্ ॥ ৪
বিষ্ণুং প্রবোধয়াম্যদ্য শেষে সুপ্তং জনার্দ্দনম্।
চতুর্ভুজং মহাবীর্য্যং দুঃখহা স ভবিষ্যতি ॥ ৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পদ্মনালগতোঽব্জজঃ।
জগাম শরণং বিষ্ণুং মনসা দুঃখনাশকম্ ॥ ৬
তুষ্টাব বোধনার্থং তং শুভৈঃ সম্বোধনৈর্হরিম্।
নারায়ণং জগন্নাথং নিস্পন্দং যোগনিদ্রয়া ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

দীননাথ হরে বিষ্ণো বামনোত্তিষ্ঠ মাধব।
ভক্তার্ত্তিহৃদ্ধৃষীকেশ সর্ব্ববাস জগৎপতে ॥ ৮
অন্তর্য্যামিন্মমেয়াত্মন্ বাসুদেব জগৎপতে।
দুষ্টারিনাশনৈকাগ্রচিত্ত চক্র-গদাধর ॥ ৯
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বলোকেশ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেশ দুঃখনাশন পাহি মাম্ ॥ ১০
বিশ্বম্ভর বিশালাক্ষ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
জগদ্‌যোনে নিরাকার সর্গস্থিত্যন্তকারক ॥ ১১
ইমৌ দৈত্যৌ মহারাজ হন্তুকামৌ মদোদ্ধতৌ।
ন জানাস্যখিলাধার কথং মাং সঙ্কটে গতম্ ॥ ১২
উপেক্ষসেঽখিলদুঃখার্ত্তং যদি মাং শরণং গতম্।
পালকত্বং মহাবিষ্ণো নিরাধারং ভবেত্ততঃ ॥ ১৩

সপ্তম অধ্যায়।

[ব্রহ্মাকৃত বিষ্ণুস্তুতি, দেবীস্তুতি এবং বিষ্ণুর জাগরণ।]

সূত কহিলেন—মুনিগণ! শ্রবণ করুন, সর্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা সেই বলশালী দৈত্যদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের নিরন্ত মানসে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি উপায়সমূহ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১

ইহারা যথার্থতঃ কিরূপ বলশালী আমি তাহা সম্যক্ অবগত নহি, যাহার বীর্য্যবত্তা সম্বন্ধে জানা নাই, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করা প্রশস্ত নহে ॥ ২

যদি আমি এই দুরাত্মা মদমত্ত দৈত্যদের স্তুতি করি, তাহা হইলে আমার দ্বারা স্বীয় দুর্বলতা সম্যক্ ভাবে প্রকাশিত হইবে ॥৩

তাহা হইলে ইহাদের একজনই আমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। দানও যোগ্য পন্থা নয়, আর ভেদ কার্য্য আমাকর্তৃক কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৪

ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন,—অধুনা শেষভাগে শয্যাশায়ী, চতুর্বাহু, মহাবলশালী বিষ্ণুকে জাগরিত করি, ভগবান্ জনার্দ্দনই আমার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৫

এইরূপ চিন্তা করিয়া কমলাসনে অবস্থিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা মনে মনে দুঃখবিনাশকারী বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৬

যোগনিদ্রায় নিদ্রিত নিস্পন্দ জগৎ প্রভু নারায়ণকে জাগরিত করিবার জন্য মঙ্গলময় সম্বোধনে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দীননাথ! তাপত্রয়হারী, বিষ্ণু, বামন, মাধব, সমুদয় জগতের রক্ষক, সর্ব্ব জীবের আবাস-স্থলরূপ, সর্ব্বেন্দ্রিয়নিগ্রহকারী ভগবান্, তুমিই একমাত্র ভক্তজনের সন্তাপহারী ॥ ৮

হে অন্তর্য্যামী, তোমার মহিমা অপরিসীম, বাসুদেব জগতের পালন করিতে তুমি চক্র-গদা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দুষ্ট দৈত্যদের নিধন করিয়া থাক, হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থান কর, সর্ব্বলোকপ্রভু সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব দুঃখ-বিনাশকারী, আমাকে দৈত্য ভয় হইতে রক্ষা কর ॥ ৯-১০

হে বিশ্বপতে! বিশাললোচনে নিরীক্ষণ করিয়া জগতের ভয় হরণ করিতেছ। তোমার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে জনগণের পুণ্য সঞ্চিত হয়, তুমিই জগতের স্রষ্টা, আকারহীন, সৃষ্টি, পালন ও সংহারের কর্ত্তা তুমি ॥ ১১

হে রাজ-রাজেশ্বর! এই মদোদ্ধত দৈত্যদ্বয় আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তুমি নিখিল বিশ্বের আধার-স্বরূপ হইয়াও সঙ্কটে পতিত আমার বিষয়ে কেন অবগত হইতেছ না? ১২

হে মহাবিষ্ণু! আমি একান্ত দুঃখতপ্ত হইয়া তোমার

এবং স্তুতোঽপি ভগবান্ন বুবোধ যদা হরিঃ।
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তস্তদা ব্রহ্মা হ্যচিন্তয়ৎ ॥১৪
নূনং শক্তিসমাক্রান্তো বিষ্ণুনিদ্রাবশং গতঃ।
জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিং করোমাদ্য দুঃখিতঃ ॥১৫
হন্তুকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি নাস্তি মে শরণং ক্বচিৎ ॥১৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ১৭
বিচার্য্য মনসাপ্যেবং শক্তির্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়া হ্যচেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোঽস্তি স্পন্দবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
ব্যসুর্যথা ন জানাতি গুণাঞ্জন্মাদিকানিহ।
তথা হরির্ন জানাতি নিদ্রামীলিতলোচনঃ ॥ ১৯
ন জহাতি যতো নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোঽপ্যসৌ।
মন্যে নাস্য বশে নিদ্রা নিদ্রায়াং বশীকৃতঃ ॥ ২০
যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল।
তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাপতেহরেঃ ॥ ২১
সিষ্বুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ।
নূনং জগদিদং সর্ব্বং ভগবত্যা বশীকৃতম ॥ ২২
অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রী চ রমাপ্যমা।
সর্ব্বে বয়ং বশেঽপ্যস্যা নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচারণা ॥ ২৩
হরিরপ্যবশঃ শেতে যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ
যয়াভিভূতঃ কা বার্ত্তা কিল'ন্যেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৪
স্তৌম্যদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধে চ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৫
ইতি কৃত্বা মতিং ব্রহ্মা পদ্মনালাস্থিতস্তদা।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাম্ ॥ ২৬

ব্রহ্মোবাচ।

দেবি ত্বমস্য জগতঃ কিল কারণং হি
জ্ঞাতং ময়া সকলবেদবচোভিরস্য
যদ্‌বিষ্ণুরপ্যখিললোকবিবেককর্ত্তা
নিদ্রাবশঞ্চ গমিতঃ পুরুষোত্তমোঽভূ ॥ ২৭

শরণাগত হইয়াছি, আমাকে যদি উপেক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার জগৎপালক কার্য্য ব্যাহত হইবে ॥ ১৩

এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াও যখন যোগনিদ্রাগত ভগবান্ বিষ্ণু প্রবোধিত হইলেন না, ব্রহ্মা তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

ইহা নিশ্চিত অনুমিত হইতেছে যে, এই ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণু শক্তি-রূপিণী মহানিদ্রা কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্না হইয়া পরবশ হইয়া পড়িয়াছেন, নতুবা আমার এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সময় কেন জাগরিত হইতেছেন না ? ১৫

এই মদগর্ব্বিত দানবযুগল আমাকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছে, দেখিতেছি আমার কোন রক্ষাকর্ত্তা নাই, এখন কোথায় যাই বা কি উপায় করি ? ১৬

প্রজাপতি ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমি সেই মহামায়া যোগনিদ্রার সমাহিতচিত্তে স্তব করি ॥ ১৭

এই বিচার করিলেন যে, এই শক্তিময়ী যোগনিদ্রাই আমার রক্ষা করিতে সমর্থা, যিনি স্বীয় শক্তিতে বিষ্ণুকে স্পন্দন-হীন অচেতন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ॥ ১৮.

বিগতপ্রাণ জীবসমূহ যেরূপ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সম্বন্ধে অনুভূতি-শূন্য হয়, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও যোগনিদ্রায় নিমীলিতনয়ন জাগতিক কোন বিষয় অনুভব করিতে পারিতেছেন না ॥ ১৯

বহুপ্রকার স্তব করিলেও যখন এই নারায়ণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছেন না, আমি মনে করি, নিদ্রা ইহার বশীভূতা নহেন, ইনিই নিদ্রাদেবীর বশীভূত ॥ ২০

যে যাহার বশীভূত, সে তাহার কিঙ্কর-সদৃশ আজ্ঞাবহ হয়, সেইহেতু এই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ যোগনিদ্রার বশ্যতাপন্ন হইয়াছেন ॥ ২১

সিষ্বুতনয়া লক্ষ্মীদেবী নিজ স্বামীকে বশীভূত রাখিয়াছেন, ইহাতেই প্রতীয়মান হয় জগৎ চরাচর ভগবতীর বশীভূত ॥ ২২

আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, রমা, উমা সাবিত্রী আমরা সকলেই এই আদ্যাশক্তির আয়ত্তীভূত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২৩

শ্রীবিষ্ণু ভগবান্ স্বয়ং যাঁহার প্রভাবে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় অবশতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অন্য দেব ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কথা কি বলিব ? ২৪

আমি এখন সেই যোগনিদ্রার স্তব করি, তাঁহার প্রভাব-মুক্ত হইয়া সনাতন পুরুষ বাসুদেব সেই দুর্দ্দান্ত দানবদের সহিত সংগ্রাম করিবেন ॥ ২৫

তখন এই চিন্তা করিয়া পদ্মাসনস্থিত ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গাশ্রিতা যোগনিদ্রার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৬

ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবি যোগনিদ্রে। তুমি এই সম্পূর্ণ জগতের কারণস্বরূপা, হে মাতঃ ; আমি সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র-বাক্যে তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। যাহার দ্বারা সমস্ত লোকমধ্যে সাতিশয় বিবেকবান্ পুরুষ শ্রীবিষ্ণু নিদ্রাবশে অভিভূত হইয়াছেন ॥ ২৭

কো বেদ তে জননি মোহবিলাসলীলাং
মূঢ়োঽস্ম্যহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে
ঈদৃক্তয়া সকলভূতমনোবিলাসে
বিদ্বত্তমো বিবুধকোটিষু নির্গুণায়াঃ ॥ ২৮

সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যাং তাং
চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কর্ত্রীম্ ।
কিং তাদৃশাসি কথমত্র জগন্নিবাস-
শ্চৈতন্যতাবিরহিতো বিহিতস্ত্বয়াস্ত ॥ ২৯

নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধপ্রকারং
নো বেত্তি কোঽপি তব কৃত্যবিধানযোগম্ ।
ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং
সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবানি ॥ ৩০

বুদ্ধিহি বোধকরণা জগতাং সদা ত্বং
শ্রীশ্চাসি দেবি সততং সুখদা সুরাণাম্ ।
কীর্ত্তিস্তথা মতিধৃতী কিল কান্তিরেব
শ্রদ্ধা রতিশ্চ সকলেষু জনেষু মাতঃ ॥ ৩১

হে জননি ! আপনার জগৎ-সম্মোহিনী লীলা কে বা বুঝিতে সমর্থ ? আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা বিমূঢ় হইয়া গিয়াছি, শ্রীবিষ্ণু বিবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রাভূত হইয়াছেন, এমত অবস্থায় গুণাতীতা আপনার স্বরূপবোধে কোটি কোটি দেবতাদি মুনি-ঋষি-সমূহের মধ্যে কে সমর্থ হইবেন ? ২৮

সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। অথচ নিষ্ক্রিয় যিনি ত্রিগুণপ্রধানা প্রকৃতি, তিনি জড়স্বভাবা জগৎ সৃষ্টিকারিণী। যদি সত্যই আপনি জড়স্বভাবা, তাহা হইলে কিরূপে জগন্নিবাস নারায়ণকে আপনি চেতনা-রহিত করিয়া রাখিলেন ? ২৯

হে ভবানি ! আপনি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপা হইয়াও জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি যে নাট্যলীলার অবতারণা করিতেছেন, তাহা কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে। সেই আপনাকে মুনিরা সন্ধ্যা নামে অভিহিত করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্নও সায়ংকালে নিয়ত ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩০

হে দেবি ! এই জগতের আপনি জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা, দেবতাদিগের সর্বসুখকারিণী তুমিই শ্রী—সম্পদাধিষ্ঠাত্রী, সকল জগদ্‌জনের সর্বফলদাত্রী তুমিই কীর্ত্তি, মতি, ধৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা এবং রতি অর্থাৎ সংসারে সর্বত্র আপনার শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩১

নাতঃ পরং কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং
প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন ।
ত্বদ্ধাত্র সর্বজগতাং জননীতি সত্যং
নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাত্র দৃষ্টম্ ॥৩২

ত্বং দেবি বেদবিদুষামপি দুর্বিভাব্যা
বেদোঽপি নূনমখিলার্থতয়া ন বেদ ।
যস্মাত্ত্বদুদ্ভবমসৌ শ্রুতিরাপ্নুবানা
প্রত্যক্ষমেব সকলং তব কার্য্যমেতৎ ॥৩৩

কস্তে চরিত্রমখিলং ভুবি বেদ ধীমা-
ন্নাহং হরির্ন চ ভবো ন সুরাস্তথান্যে ।
জ্ঞাতুং ক্ষমাশ্চ মুনয়ো ন মমাত্মজাশ্চ
দুর্বাচ্য এব মহিমা তব সর্বলোকে ॥৩৪

যজ্ঞেষু দেবি যদি নাম ন তে বদন্তি
স্বাহেতি বেদবিদুষো হবনে কৃতেঽপি ।
ন প্রাপ্নুবন্তি সততং মখভাগধেয়ং
দেবাস্ত্বমেব বিবুধেষ্বপি বুদ্ধিদাসি ॥ ৩৫

হে মাতঃ ! এই বিশ্বসংসারের আপনিই যে যথার্থ জননী, তাহা একান্ত দুঃখপ্রাপ্ত আমি ভগবান্‌কে জাগরিত করিতে গিয়া বুঝিলাম, শত শত অনুমানাদি বিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করিবার আর প্রয়োজন নাই ॥ ৩২

হে দেবি ! বেদসমূহ আপনাকে সম্যক্ অবগত হইতে সক্ষম নহে। অতএব বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কিরূপে তোমাকে বুঝিতে সমর্থ হইবেন ? যেহেতু এই শ্রুতিসমূহ আপনা হইতে সমুৎপন্ন। জগতের প্রত্যক্ষীভূত সমূহ কার্য্যাবলী তোমা হইতেই সিদ্ধ হয় ॥ ৩৩

হে জননি ! আপনার সর্বব্যাপী মহিমা আমার মানস-সন্তানগণ এবং সর্বতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণও বুঝিতে সমর্থ নহেন। অধিক কি, আমি, মহেশ্বর, হরি ও যখন আপনার লীলা-মাহাত্ম্য সম্যক্ জ্ঞাত হইতে অসমর্থ, অন্য কে মতিমান্ ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন ? ৩৪

দেবি ! বেদজ্ঞ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞস্থলে যাহা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যদি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি না দিতেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র ঘৃতাহুতিও যজ্ঞভাগধারী দেবতারা তাহা পাইতে সমর্থ হইতেন না। অতএব আপনিই যাহা-রূপ শক্তি রূপে তাঁহাদের যজ্ঞভাগ-প্রাপয়িত্রী ॥ ৩৫

ত্রাতা বয়ং ভগবতি প্রথমং ত্বয়া বৈ
দেবাবিসম্ভবভয়াদধুনা তথৈব।
ভীতোঽস্মি দেবি বরদে শরণং গতোঽস্মি
ঘোরং নিরীক্ষ্য মধুনা সহ কৈটভেন ॥৩৬

নো বেত্তি বিষ্ণুরধুনা মম দুঃখমেত-
জ্জ্ঞানে ত্বয়াস্তবিবশীকৃতদেহযষ্টিঃ।
মুঞ্চাদিদেবমথবা জহি দানবেন্দ্রৌ
যদ্‌রোচতে তব কুরুষ্ব মহানুভাবে ॥ ৩৭

জানন্তি যে ন তব দেবি পরং প্রভাবং
ধ্যায়ন্তি তে হরিহরাবপি মন্দচিত্তাঃ।
জ্ঞাতং ময়াদ্য জননি প্রকটং প্রমাণং
যদ্‌বিষ্ণুরপ্যতিতরাং বিবশোঽথ শেতে ॥৩৮

সিন্ধুস্থবাপি ন হরিং প্রতিবোধিতুং বৈ
শক্তা পতিং তব বশানুগমম্ব শক্ত্যা।
মন্যে ত্বয়া ভগবতি প্রসভং রমাপি
প্রস্বাপিতা ন বুবুধে বিবশীকৃতেব ॥ ৩৯

ধন্যাস্ত এব ভুবি ভক্তিপরাস্তবাঙ্ঘ্রৌ
ত্যক্ত্বান্যদেবভজনং ত্বয়ি লীনভাবাঃ।
কুর্ব্বন্তি দেবি ভজনং সকলং নিকামং
জ্ঞাত্বা সমস্তজননীং কিল কামধেনুম্ ॥ ৪০

ধী-কান্তি-কীর্ত্তিশুভবৃত্তিগুণাদয়স্তে
বিষ্ণোর্গুণাস্তু পরিহৃত্য গতাঃ ক চাম্ব
বন্দীকৃতো হরিরসৌ নমু নিদ্রয়াত্র
শক্ত্যা তবৈব ভগবত্যতিমানবত্যাঃ ॥৪১

ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা
ত্বন্নিশ্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
ত্বং ক্রীড়সে নিজবিনির্ম্মিতমোহজালে
নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃতৌ নটো বৈ ॥৪২

বিষ্ণুস্ত্বয়া প্রকটিতঃ প্রথমং যুগাদৌ
দত্ত্বা চ শক্তিরমলা খলু পালনায়।
ত্রাতঞ্চ সর্ব্বমখিলং বিবশীকৃতোঽদ্য
যদ্‌রোচতে তব তথাম্ব করোষি নূনম্ ॥৪৩

হে ভগবতি! পূর্ব্বকল্পে আপনি ভয়ঙ্কর দৈত্য-ভয় হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মধু ও কৈটভনামক দুর্দ্ধান্ত দৈত্য কর্ত্তৃক ভয়প্রাপ্ত আমাকে হে বরদে! রক্ষা করুন, আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৩৬

হে মহামহিমস্বরূপে! আপনার প্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণু বিবশ হওয়ায় আমার এই দুঃখ অবগত হইতেছেন না। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। হে জননি! আপনি স্বীয় প্রভাব হইতে জগৎত্রাতা নারায়ণকে মুক্ত করুন। অথবা এই দুষ্ট দৈত্যদের সংহার করুন, এ বিপদে আপনার যাহা অভিলষিত, তাহাই করুন ॥ ৩৭

হে দেবি! যে মন্দমতি ব্যক্তিরা হরি, হর প্রভৃতি অন্য দেবতাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আপনার অপার মহিমা বুঝিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা কিছুই জানেন না। হে জননি! আমি অদ্য ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদিত হইলাম, যেহেতু আপনার অতুল প্রভাবে জগৎপতি নারায়ণ অবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রিত আছেন ॥ ৩৮

হে ভগবতি! আপনার প্রভাবে নারায়ণ এতদূর নিদ্রাভিভূত যে, সিন্ধুকন্যা রমাও স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে জাগাইতে সমর্থা হইতেছেন না। আমার মনে হয়, আপনি স্বীয় শক্তি-প্রভাবে লক্ষ্মী দেবীকেও অবশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাই তিনিও অবশেন্দ্রিয়ের ন্যায় রহিয়াছেন, জাগরিত হইতে পারিতেছেন না ॥ ৩৯

হে দেবি! ভূমণ্ডলে যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা অন্য দেবতার্চ্চনা পরিহার করত সমস্ত প্রাণ মন আপনাতে লীন করিয়া আপনার চরণযুগল বন্দনা করে, তাহারা ধন্য, আপনাকে সর্ব্বকামনা পূরয়িত্রী জগজ্জননী-স্বরূপা বলিয়া তাহারা বিদিত ॥৪০

হে সর্ব্বমান্যা দেবি! আপনার শক্তি প্রভাবে আজ শ্রীহরি বন্দীজনের ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছেন, এক্ষণে সেই বুদ্ধি কান্তি কীর্ত্তি প্রভৃতি কল্যাণ বৃত্তি-স্বরূপা গুণাবলী শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে? ৪১

জননি! এই সমস্ত জগতের আপনিই সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী, আপনার ইচ্ছাশক্তিমাত্রই এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি হইয়াছে, স্বকীয় সৃষ্ট মায়াসমূহের মধ্যে আপনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন, নট যেরূপ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া রঙ্গমঞ্চে স্বরচিত নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও ব্রহ্মাণ্ডে নানা লীলা প্রকটিত করিতেছেন ॥ ৪২

হে মাতঃ! সৃষ্টির আদিতে বিষ্ণুকে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাকে শক্তি প্রদান পূর্ব্বক সৃষ্টি পালনে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা বিষ্ণুকে আজ নিশ্চল অবস্থায় রাখিয়াছেন, অতএব ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, আপনি যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

সৃষ্ট্বৈত্র মাং ভগবতি প্রবিনাশিতুং চে-
ন্নেচ্ছাস্তি তে কুরু দয়াং পরিহৃত্য মৌনম্।
কস্মাদিমৌ প্রকটিতৌ কিল কালরূপৌ
যদ্বা ভবানি হসিতুং ন্নু কিমিচ্ছসে মাম্ ॥৪৪
জ্ঞাতং ময়া তব বিচেষ্টিতমদ্ভুতং বৈ
কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা।
লীনং করোষি সকলং কিল মাং তথৈব
হন্ত' ত্বমিচ্ছসি ভবানি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৪৫
কামং কুরুষ্ব বধমদ্য মমৈব মাত-
র্দুঃখং ন মে মরণজং জগদম্বিকেঽত্র।
কর্ত্তা ত্বয়ৈব বিহিতঃ প্রথমং স চায়ং
দৈত্যাহতোঽথ মৃত ইত্যযশো গরিষ্ঠম্ ॥৪৬
উত্তিষ্ঠ দেবি কুরু রূপমিহাদ্ভুতং ত্বং
মাং বা দ্বিষৌ তহি যথেচ্ছসি বাললীলে।
নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ ব-
ত্বৎসাধ্যমেতদখিলং কিল কার্য্যজাতম্ ॥ ৪৭

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
নিঃসৃত্য হরিদেহাত্তু সংস্থিতা পার্শ্বতস্তদা ॥ ৪৮
ত্যক্ত্বাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
নির্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তদা ॥ ৪৯
বিস্পন্দিতশরীরোঽসৌ যদা জাতো জনার্দ্দনঃ।
ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো মুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে বিষ্ণুপ্রবোধো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

ভগবতি! এই সংসারে আমাকে সৃষ্টি করিয়া যদি বিনাশ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া মৌন প্রত্যাহার করুন, কি হেতু এই কালরূপী দৈত্য দৈত্য-দ্বয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন? অথবা ভবানি! আমাকে কি হাস্যাস্পদ করিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন? ৪৩

হে ভবানি! আমি আপনার অদ্ভুত কার্য্যসমূহ বুঝিতে পারিয়াছি, এই অখিল সংসার সৃষ্টি করিয়া আপনি স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করেন, আবার ইচ্ছা প্রভাবে তাহা বিলীন করেন, অতএব আপনা কর্ত্তৃক সৃষ্ট আমাকে যদি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? ৪৫

মাতঃ! আপনার যদি দৈত্যদের দ্বারা আমার বিনাশের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে মরণজনিত আমার কোন দুঃখ নাই। আপনিই সৃষ্টি করিয়া আমাকে বিশ্বসৃষ্টির ভারার্পণ করিয়া-ছিলেন, হে জগদম্বিকে! অধুনা যদি দৈত্যহস্তে আমি বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আপনার যে অযশ হইবে, ইহাই আমার পক্ষে মৃত্যু হইতেও বড় মনে হইতেছে ॥ ৪৬

হে দেবী বাললীলে! আপনি উত্থিত হউন, অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে আমাকে অথবা দৈত্যদের সংহার করুন। অথবা ইহাদের হত্যার জন্য বিষ্ণুকে জাগরিত করুন। আমি জানি, এই জাগতিক সমস্ত কার্য্যাবলী আপনার আয়ত্তাধীন ॥ ৪৭

সূত কহিলেন—সেই তামসী দেবী এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া শ্রীহরির দেহ হইতে নির্গত হইয়া পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

অতুল তেজসম্পন্ন বিষ্ণুর সমস্ত অঙ্গ হইতে মহামায়া যোগ-নিদ্রা বহির্গতা হইলেন, ইহা সেই দৈত্যদের বধ করিবার নিমিত্তই সাধিত হইল ॥ ৪৯

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করিয়া শ্রীবিষ্ণু যখন জাগরিত হইলেন, তখন তাদৃশ শ্রীহরিকে দেখিতে ব্রহ্মা পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৫০

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে শ্রীবিষ্ণুর জাগরণ নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শক্তিরেব সর্ব্বৈরুপাস্যা, সৈব সর্ব্বশ্রেষ্ঠেতি কথনম্]

ঋষয় ঊচুঃ ।

সন্দেহোঽত্র মহাভাগ কথায়ান্তু মহাদ্ভুতঃ ।
বেদশাস্ত্রপুরাণৈশ্চ নিশ্চিতস্তু সদা বুধৈঃ ॥ ১
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্নগামতে ॥২
ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্ বৈ বিষ্ণুঃ পাত্যখিলং জগৎ
রুদ্রঃ সংহরতে কালে ত্রয় এতেঽত্র কারণম্ ॥ ৩
একা মূর্ত্তিত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
রজঃসত্ত্বতমোভিশ্চ সংযুতাঃ কার্য্যকারকাঃ ॥ ৪
তেষাং মধ্যে হরিঃ শ্রেষ্ঠো মাধবঃ পুরুষোত্তমঃ
আদিদেবো জগন্নাথঃ সমর্থঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫
নান্যঃ কোঽপি সমর্থোঽস্তি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ
স কথং স্থাপিতঃ স্বপ্নে বিবশো যোগমায়য়া ॥ ৬
ক গতং তস্য বিজ্ঞানং জীবতশ্চেষ্টিতং কুতঃ
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ কথয়স্ব যথা শুভম্ ॥ ৭
কা সা শক্তিঃ পুরা প্রোক্তা যয়া বিষ্ণুজিতঃ প্রভুঃ ।
কুতো জাতো কথং শক্তা কা শক্তিস্তদ্ ব্রূহি সুব্রত ! ॥ ৮
যস্তু সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুর্বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ
পরমাত্মা পরানন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯
সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বভৃৎ স্রষ্টা বিরজঃ সর্ব্বগঃ শুচিঃ ।
স কথং নিদ্রয়া নীতঃ পরতন্ত্রঃ পরাৎপরঃ ॥ ১০
এতদাশ্রয়ভূতো হি সন্দেহো নঃ পরন্তপ
ছিন্ধি জ্ঞানাসিনা সূত ব্যাসশিষ্য মহামতে ॥ ১১

সূত উবাচ

কঃ সন্দেহ ছিনত্ত্যেনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে
মুহ্যন্তি যস্য কায়ং ব্রহ্মপুত্রাঃ সনাতনাঃ ১২
নারদঃ কপিলশ্চৈব প্রশ্নেঽস্মিন্মুনিসত্তমাঃ
কিং ব্রবীমি মহাভাগা দুর্ঘটেঽস্মিন্ বিমর্শনে ১৩

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

[শক্তিই সকলের উপাস্যা এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা—ইহা কথন ।]

ব্রহ্মস্তুতি শ্রবণানন্তর ঋষিরা বলিলেন, হে মহাভাগ সূত। আপনার এই অদ্ভুত কথা শ্রবণে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল, পণ্ডিতেরা বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের দ্বারা ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন যে— ॥ ১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনই সনাতন পুরুষ, এই ব্রহ্মাণ্ডে ইঁহাদের অধিক শ্রেষ্ঠ আর নাই ॥ ২

ব্রহ্মা এই নিখিল বিশ্ব সৃজন করেন, সম্পূর্ণ জগৎ বিষ্ণু পালন করেন, কালে রুদ্র সৃষ্টির সংহার করেন, অতএব এই তিন জনই বিশ্বের কারণস্বরূপ ॥ ৩

একই মূর্ত্তি হইতে রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণের বিভাগানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় রূপ কার্য্যসম্পাদন ইঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হয় ॥ ৪

এই তিনজন দেবতার মধ্যে পুরুষশ্রেষ্ঠ মাধবই সর্ব্বোত্তম, তিনি আদিদেব জগতের প্রভু, তিনি সমস্ত কার্য্যের সম্পাদনে সমর্থ ॥ ৫

অতুলপ্রভাব বিষ্ণুর সমকক্ষ অন্য কোন দেবতা নাই, সেই জগৎস্বামী কিরূপে যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন ? ৬

তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই কিরূপে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান কোথায় অন্তর্হিত হইল, হে মহাভাগ সূত ! ইহাই আমাদের সন্দেহ, আপনি তাহা সম্যক্ বর্ণনা করুন ॥ ৭

হে সুব্রত ! যাঁহার দ্বারা বিষ্ণু অভিভূত হইয়াছিলেন, তুমি-ও যাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছ, সেই শক্তি কে ? তাঁহার কোথা হইতে উৎপত্তি, তাঁহার শক্তির প্রভাবই বা কিরূপ, তাহা বল ॥৮

যে বিষ্ণু এই জগতের গুরু, সর্ব্বজগতের প্রভু, পরমাত্মা, আনন্দঘনবিগ্রহ, সর্বরক্ষাকর্ত্তা, সর্বকর্মসম্পাদক, জগৎস্রষ্টা, নির্মলস্বভাব, সর্বত্রগামী, পবিত্ররূপ, বিশ্বব্যাপক, পরাৎপর বাসুদেব, কি করিয়া পরাধীন ব্যক্তির ন্যায় সেই নিদ্রাদেবীর বশীভূত হইয়াছিলেন, হে ছিন্নেন্দ্রিয় সূত, মতিমান্ ! তুমি জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা আমাদের সন্দেহরূপ তমিস্রাদল নিরসন কর ॥ ৯-১১

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! সনাতন পুরুষ ব্রহ্মার মানস-পুত্র জ্ঞানী মুনিগণও যে বিষয়ে সম্পূর্ণ মোহিত হন, এই চরাচর ত্রিভুবনে এমন কে আছেন এ সন্দেহ ছিন্ন করিতে পারিবেন ॥ ১২

নারদ, কপিল প্রভৃতি মহামুনিরাও এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইবেন, তখন আমি কি প্রকারে সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব ? ১৩

দেবেষু বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বপালকঃ ।
যতো বিরাড়িদং সর্ব্বমুৎপন্নং সচরাচরম্ ॥ ১৪
তে সর্ব্বে সমুপাসন্তে নত্বা দেবং পরাৎপরম্ ।
নারায়ণং হৃষীকেশং বাসুদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৫
তথা কেচিন্মহাদেবং শঙ্করং শশিশেখরম্ ।
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্ ॥ ১৬
তথা বেদেষু সর্ব্বেষু গীতং নাম্না ত্রিয়ম্বকম্ ।
কপর্দ্দিনং পঞ্চবক্ত্রং গৌরীদেহার্দ্ধধারিণম্ ॥ ১৭
কৈলাসবাসনিরতং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্
ভূতবৃন্দযুতং দেবং দক্ষযজ্ঞবিঘাতকম্ ॥ ১৮
তথা সূর্য্যং বেদবিদঃ সায়ং প্রাতর্দিনে দিনে ।
মধ্যাহ্নে তু মহাভাগাঃ স্তবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৯
তথা বেদেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যোপাসনমুত্তমম্ ।
পরমাত্মেতি বিখ্যাতং নাম তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২০
অগ্নিঃ সর্ব্বত্র বেদেষু সংস্তুতো বেদবিত্তমৈঃ ।
ইন্দ্রশ্চাপি ত্রিলোকেশো বরুণশ্চ তথা পরঃ ॥ ২১

দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুই সর্ব্বলোকপালক ও সর্ব্বত্রগামী বলিয়া কথিত হন, যে বিরাট্ পুরুষ হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড চরাচর সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ১৩

সেই সব দেবতারা পরাৎপর, হৃষীকেশ, নারায়ণ, বাসুদেব জনার্দ্দনকে প্রণতিপূর্ব্বক উপসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫

আবার কেহ কেহ শঙ্কর শশিশেখর, ত্রিনেত্র, পঞ্চবক্ত্র, শূলপাণি, বৃষধ্বজ, চতুর্বেদ যাঁহাকে ত্র্যম্বক বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন, কপর্দ্দী, অর্দ্ধনারীশ্বর, সতত কৈলাসপর্ব্বত-নিবাসী, সর্ব্বশক্তিমান্, ভূতগণপরিবৃত দক্ষযজ্ঞ-বিঘাতক মহাদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শৈব বলিয়া খ্যাত হন ॥ ১৬-১৮

অপর বেদজ্ঞ সৌরগণ প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে নানা প্রকার স্তবে সূর্য্য উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯

সর্ব্ববেদে সেই মহাত্মা সূর্য্যদেবকে পরমাত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং তাঁহার উপাসনা সর্ব্বোত্তম উপাসনা এইরূপ কথিত হইয়া থাকে ॥ ২০

আবার সেই সকল বেদমধ্যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ত্রিলোক-পতি ইন্দ্র, অগ্নি ও শ্রেষ্ঠ বরুণ দেবতাদেরও স্তব গান করিয়া থাকেন ॥ ২১

যথা গঙ্গা প্রবাহৈশ্চ বহুভিঃ পরিবর্ত্ততে ।
তথৈব সর্ব্বদেবেষু বিষ্ণুঃ প্রোক্তো মহর্ষিভিঃ ॥ ২২
ত্রীণ্যেব হি প্রমাণানি পঠিতানি সুপণ্ডিতৈঃ ।
প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ শব্দশ্চৈব তৃতীয়কম্ ॥ ২৩
চত্বার্য্যেবেতরে প্রাহুরুপমানযুতানি চ ।
অর্থাপত্তিযুতান্যন্যে পঞ্চ প্রাহুর্মহাধিয়ঃ ॥ ২৪
সপ্ত পৌরাণিকাশ্চৈব প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
এতৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্ঞেয়ং যদ্‌ব্রহ্ম পরমঞ্চ তৎ ॥ ২৫
বিতর্কশ্চাত্র কর্ত্তব্যো বুদ্ধ্যা চৈবাগমেন চ ।
নিশ্চয়াত্মিকয়া যুক্ত্যা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৬
প্রত্যক্ষতস্তু বিজ্ঞানং চিন্ত্যং মতিমতা সদা
দৃষ্টান্তেনাপি সততং শিষ্টমার্গানুসারিণা ॥ ২৭
বিদ্বাংসোঽপি বদন্ত্যেবং পুরাণৈঃ পরিগীয়তে ।
ব্রহ্মণি সৃষ্টিশক্তিশ্চ হরৌ পালনশক্তিতা ॥ ২৮
হরে সংহারশক্তিশ্চ সূর্য্যে শক্তিঃ প্রকাশিকা
ধরাধরণশক্তিশ্চ শেষে কূর্ম্মে তথৈব চ ॥ ২৯

সেইরূপ মহর্ষিগণ সর্ব্বদেবমধ্যে বিষ্ণুই সনাতন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২২

সুপণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেন ॥ ২৩

কেহ কেহ উপমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া চারটি প্রমাণ বলেন, আবার কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থাপত্তিকে পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকার করেন ॥ ২৪

পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, সাম্ভব ও ইতিহাস—সাতটি প্রমাণ স্বীকার করেন। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা যিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনিই পরম ব্রহ্ম ॥ ২৫

বুদ্ধির দ্বারা এবং বেদের দ্বারা এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইলে নিশ্চয়াত্মিকা যুক্তির দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ব্রহ্মনিরূপণ কর্ত্তব্য ॥ ২৬

যাহা প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং শিষ্ট মার্গানুসারী যে দৃষ্টান্ত তাহার দ্বারা যাহা অনুমিত হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহা গ্রহণ করিবেন ॥ ২৭

বিদ্বান্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন এবং পুরাণেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাতে সৃষ্টি শক্তি,হরিতে পালন শক্তি, হরে সংহার শক্তি, সূর্য্যে প্রকাশ শক্তি ও অনন্তে এবং কূর্ম্মে পৃথিবী ধারণ শক্তি নিহিত আছে ॥ ২৮-২৯

সাদ্যা শক্তিঃ পরিণতা সর্ব্বস্মিন্ যা প্রতিষ্ঠিতা।
দাহশক্তিস্তথা বহ্নৌ সমীরে প্রেরণাত্মিকা ॥ ৩০
শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ।
শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ ॥ ৩১
এবং সর্ব্বত্র ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্নগাত্মজাঃ ॥ ৩২
শক্তিহীনস্তু নিন্দ্যঃ স্যাদ্ বস্তুমাত্রং চরাচরম্
অশক্তঃ শক্রবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা ॥ ৩৩
এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সোপাস্যা বিবিধৈঃ সম্যগ্ বিচার্য্যা সুধিয়া সদা ॥ ৩৪
বিষ্ণৌ চ সাত্ত্বিকী শক্তিস্তয়া হীনোঽপ্যকর্ম্মকৃৎ।
ব্রহ্মণি রাজসী শক্তির্যয়া হীনো হ্যসৃষ্টিকৃৎ ॥ ৩৫
শিবে চ তামসী শক্তিস্তয়া সংহারকারকঃ।
ইত্যুক্তং মনসা সর্ব্বং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬
শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৭

সেইরূপ অগ্নিতে দাহিকা শক্তি এবং বায়ুতে প্রেরণা শক্তি নিহিত আছে, কিন্তু আদ্যা শক্তি সমস্ত শক্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ৩০

কুণ্ডলিনী শক্তিবর্জ্জিত হইয়া শিবও শবরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, যাঁহারা শক্তিহীন তাঁহারা বুধগণ কর্ত্তৃক অসমর্থ বলিয়া বিবেচিত হন। ৩১

হে মহাভাগসগণ! এইরূপে সেই শক্তি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সর্বভূতে বিরাজিতা আছেন। ৩২

শক্তিহীন চরাচর সমস্ত বস্তুই এই জগতে নিন্দনীয়। শক্তি-বিহীন ব্যক্তি শত্রুবিজয়ে এমন কি গমন-ভোজন প্রভৃতিতেও সমর্থ হয় না। ৩৩

এইরূপ সর্বগত যে শক্তি, তিনিই ব্রহ্মরূপে বিবেচিত হন। তিনিই সকলের উপাস্যা এবং সুধীগণের সম্যগ্ বিচারের বিষয়। ৩৪

বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি বিরাজিতা, তাহা ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন, ব্রহ্মাতে রাজসী শক্তি বিদ্যমানা, সেই শক্তি না থাকিলে তিনি সৃষ্টি কর্ম্মে সমর্থ হন না। ৩৫

এইরূপে শিবে তামসী শক্তি আছে বলিয়া তিনি সংহার কার্য্যে সমর্থ, অতএব শক্তিই নিজের ইচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টি করিতেছেন, পালন এবং সংহার করিতেছেন। ইহাই পুনঃ পুনঃ মনে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৩৬-৩৭

ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন ॥ ৩৮
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
সৈব কারণ-কার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণ'বগম্যতে ॥ ৩৯
সগুণা নির্গুণা সা তু দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ ৪০
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ পূজিতা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪১
ন জানন্তি জনা মূঢ়াস্তাং সদা মায়য়াবৃতাঃ।
জানন্তোঽপি নরাঃ কেচিন্মোহয়ন্তি পরানপি ॥ ৪২
পণ্ডিতাঃ স্বোদরার্থং বৈ পাষণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্।
প্রবর্ত্তয়ন্তি কলিনা প্রেরিতা মন্দচেতসঃ ॥ ৪৩
কলাবস্মিন্ মহাভাগা নানাভেদসমুত্থিতাঃ।
নাস্যে যুগে তথা ধর্ম্মা বেদবাহ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৪৪
বিষ্ণুশ্চরতাসাবুগ্রং ততো বর্ষাণানেকশঃ
ব্রহ্মা হরস্ত্রয়ো দেবা ধ্যায়ন্তঃ কমপি ধ্রুবম্ ॥ ৪৫

শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি কেহই নিজ নিজ কর্ম্মে সমর্থ নহেন। ৩৮

সেই দেবগণ নিজ নিজ কার্য্য শক্তিযুক্ত হইয়া করিতে সমর্থ হন সকল কারণ এবং কার্য্যে শক্তিই প্রত্যক্ষ রূপে আছেন, ইহা অবগত হওয়া যায়। ৩৯

মনীষিগণ তাঁহাকে সগুণা ও নির্গুণা এই দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। সগুণা শক্তি ভোগিগণের সেব্যা এবং নির্গুণা শক্তি বিরাগিগণের সেব্যা। ৪০

নিরুদ্বেগা সেই শক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কর্ত্রী, বিধি পূর্বক পূজিত হইলে তিনি অভিলষিত ফল প্রদান করেন। ৪১

মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কোন ক্রমে জানিতে সমর্থ হয় না। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া অপরকে বিমোহিত করে। ৪২

আবার কলিপ্রেরিত মন্দবুদ্ধি কোন কোন পণ্ডিতগণ নিজের উদর পূরণের জন্য পাষণ্ড কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৪৩

এই কলিতে ভেদবুদ্ধিবশতঃ ধর্ম্মও নানাপ্রকার হইয়াছে। কিন্তু অন্য যুগে বেদ-বহির্ভূত কোন ধর্ম্মই ছিল না। ৪৪

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেবতাগণের প্রধান হইয়াও বহু বৎসর যাবৎ কোন বস্তুর ধ্যানে রত থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৪৫

কাময়ানাঃ সদা কামং তে ত্রয়ঃ সর্ব্বদৈব হি
যজন্তি যজ্ঞান্ বিবিধান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ৪৬
তে বৈ শক্তিং পরাং দেবীং ব্রহ্মাখ্যাং পরমাত্মিকাম্।
ধ্যায়ন্তি মনসা নিত্যাং নিত্যাং মত্বা সনাতনীম্ ॥ ৪৭
তস্মাচ্ছক্তিঃ সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং জ্ঞাতব্যো মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৮
কৃষ্ণাচ্ছ্রুতং ময়া চৈতত্তেন জ্ঞাতন্তু নারদাৎ।
পিতুঃ সকাশাত্তেনাপি ব্রহ্মণা বিষ্ণুবাক্যতঃ ॥ ৪৯

সেই ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনায় বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৪৬

তাঁহারাও ব্রহ্মাখ্যা নিত্যা সনাতনী শক্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিত্য মনে মনে তাঁহার ধ্যান করেন ॥ ৪৭

অতএব কৃতনিশ্চয় বিদ্বান্‌গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা শক্তি সেবনীয়। হে মুনিগণ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের নিশ্চয় জানিবে ॥ ৪৮

আমি বেদব্যাসের নিকট ইহা পূর্বে শুনিয়াছি। তিনি নারদের নিকট হইতে এবং নারদ ব্রহ্মার নিকট হইতে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছিলেন ॥ ৪৯

ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যমন্যেষাং বচনং বুধৈঃ।
শাক্তৈরেব সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ ॥ ৫০
প্রত্যক্ষমপি দ্রষ্টব্যমশক্তস্য বিচেষ্টিতম্।
অতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞাতব্যা শক্তিরেব হি ॥ ৫১

অন্য কাহারও বচন শুনিবেনা এবং মনে স্থান দিবে না, শক্তিই সর্ব্বদা উপাস্যা, ইহা কৃতনিশ্চয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৫০

অশক্তগণের কার্য্য দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শক্তি বিশেষ ভাবে আছেন ইহা জানিবেন ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে আরাধ্যনির্ণয়ো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতার প্রথম স্কন্ধে আরাধ্যনির্ণয়নামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিধি-হর্য্যোঃ প্রশ্নোত্তরবর্ণনম্ বিষ্ণুনা সহ মধু কৈটভয়োরদ্ভুতযুদ্ধকথনম্, মধু-কৈটভবধশ্চ]

সূত উবাচ।

যদা বিনির্গতা নিদ্রা দেহাত্তস্য জগদ্গুরোঃ।
নেত্রাস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ১
নিঃসৃত্য গগনে তস্থৌ তামসী শক্তিরুত্তমা।
উদতিষ্ঠজ্জগন্নাথো জৃম্ভমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২
তদাপশ্যৎ স্থিতং তত্র ভয়ত্রস্তং প্রজাপতিম্।
উবাচ চ মহাতেজা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩

বিষ্ণুরুবাচ।

কিমাগতোঽসি ভগবংস্তপস্ত্যক্ত্বাত্র পঙ্কজ।
কস্মাচ্চিন্তাতুরোঽসি ত্বং ভয়াকুলিতমানসঃ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ

ত্বৎকর্ণমলজৌ দেব দৈত্যৌ চ মধু-কৈটভৌ।
হন্তুং মাং সমুপায়াতৌ ঘোররূপৌ মহাবলৌ ॥ ৫
ভয়াত্তয়োঃ সমায়াতস্ত্বৎসমীপং জগৎপতে।
ত্রাহি মাং বাসুদেবাদ্য ভয়ত্রস্তং বিচেতসম্ ॥ ৬

নবম অধ্যায়।

[ব্রহ্ম ও বিষ্ণুর প্রশ্নোত্তরবর্ণন, বিষ্ণুর সহিত মধু ও কৈটভের অদ্ভুত যুদ্ধ কথন এবং মধু-কৈটভবধ।]

সূত কহিলেন,—জগদ্গুরু শ্রীবিষ্ণুর নেত্রযুগল, বদন, নাসিকা, বাহুদ্বয়, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি গাত্রসমূহ হইতে নিদ্রাদেবী নির্গতা হইলেন ॥ ১

যখন সেই শ্রেষ্ঠা তামসী শক্তি বিষ্ণুর গাত্র হইতে নির্গত হইয়া আকাশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন জগৎপ্রভু পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ২

তখন সেই মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু সেইস্থানে ভয়ত্রস্ত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন ॥ ৩

বিষ্ণু বলিলেন—হে পদ্মসম্ভব! তুমি তপস্যা ত্যাগ করিয়া কেন এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ? ভগবন্! ভয়াকুলচিত্ত হইয়া তোমাকে কেন চিন্তাক্লিষ্ট দেখিতেছি? ৪

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্! নিদ্রিত আপনার কর্ণমল হইতে মহাবলশালী ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট মধু ও কৈটভনামে দুই দৈত্য উদ্ভূত হইয়া আমাকে সংহার করিতে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫

হে জগৎপ্রভু! বাসুদেব! সেই দৈত্যদের ভয়ে আপনার

বিষ্ণুরুবাচ

তিষ্ঠাত্র নির্ভয়ো জাতস্তৌ হনিষ্যাম্যহং কিল।
যুদ্ধায়াজগ্মতুর্মূঢ়ৌ মৎসমীপং গতায়ুষৌ ॥ ৭

সূত উবাচ।

এবং বদতি দেবেশে দানবৌ তৌ মহাবলৌ।
বিচিন্বানাবজং চোভৌ সম্প্রাপ্তৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৮
নিরাধারৌ জলে তত্র সংস্থিতৌ বিগতজ্বরৌ।
তাবুচতুর্মদোন্মত্তৌ ব্রহ্মাণং মুনিসত্তমাঃ ॥ ৯
পলায়িত্বা সমায়াতঃ সন্নিধাবস্য কিং ততঃ।
যুদ্ধং কুরু হনিষ্যাবঃ পশ্যতোঽস্যৈব সন্নিধৌ ॥ ১০
পশ্চাদেনং হনিষ্যাবঃ সর্পভোগোপরি স্থিতম্।
ত্বমদ্য কুরু সংগ্রামং দাসোঽস্মীতি চ বা বদ ॥ ১১

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তাবুবাচ জনার্দ্দনঃ
কুরুতাং সমরং কামং ময়া দানবপুঙ্গবৌ ॥ ১২

হরিষ্যামি মদজ্ঞাহং যুবয়োর্মত্তয়োঃ কিল।
আগচ্ছেতাং মহাভাগৌ শ্রদ্ধাং চেদ্ বাং মহাবলৌ ॥১৩

সূত উবাচ

শ্রুত্বা তদ্ বচনকোভৌ ক্রোধব্যাকুললোচনৌ।
নিরাধারৌ জলস্থৌ চ যুদ্ধোদ্যুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪
মধুশ্চ কুপিতস্তত্র হরিণা সহ সংযুগম্।
কর্ত্তুং প্রচলিতস্তূর্ণং কৈটভস্তু তথা স্থিতঃ ॥ ১৫
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীন্মল্লয়োরিব মত্তয়োঃ।
শ্রান্তে মধৌ কৈটভস্তু সংগ্রামমকরোৎ তদা ॥ ১৬
পুনর্মধুঃ কৈটভশ্চ যুযুধাতে পুনঃ পুনঃ।
বাহুযুদ্ধেন রাগান্ধৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭
প্রেক্ষকস্তু তদা ব্রহ্মা দেবী চৈবান্তরিক্ষগা।
ন মম্লতুস্তদা তৌ তু বিষ্ণুস্তু ম্লানিমাপ্তবান্ ॥ ১৮
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি যদা জাতানি যুধ্যতা
হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥১৯

নিকট উপস্থিত হইয়াছি। দৈত্যভয়ে ভীত হইয়া অচেতনপ্রায় আপনি আমাকে আজ রক্ষা করুন ॥ ৬

বিষ্ণু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি নির্ভয়ে অবস্থান কর। নিশ্চয়ই আমি সেই দুইজনকে বধ করিব। সেই মূঢ় দুই দৈত্য মৃত্যুমুখে হইয়া যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিবে ॥ ৭

সূত বলিলেন,—এইরূপ বিষ্ণু বলিলে সেই মহাবল মদগর্ব্বিত দুই দানব ব্রহ্মাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইল ॥ ৮

হে মুনিগণ! নিরাধার সেই জলের মধ্যে সেই মদোন্মত্ত দানবদ্বয় অবলীলাক্রমে অবস্থান করত ব্রহ্মাকে বলিল ॥ ৯

তুমি পলায়ন করিয়া ইঁহার নিকট কেন উপস্থিত হইয়াছ? ইহাতে তোমার কি উপকার হইবে? তুমি যুদ্ধ কর, ইঁহার সম্মুখেই আমরা তোমাকে বিনাশ করিব ॥ ১০

তাহার পর সর্পদেহের উপরে অবস্থিত ইঁহাকেও বিনাশ করিব। তুমি আজ যুদ্ধ কর অথবা তুমি 'আমি তোমাদের দাস' এইরূপ কথা বল ॥ ১১

সূত কহিলেন,—তাহাদের বাক্য শুনিয়া জনার্দন বিষ্ণু সেই দানবদ্বয়কে বলিলেন—হে শ্রেষ্ঠ দানবদ্বয়! তোমরা প্রথমে আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১২

মহাভাগ দৈত্যদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত বলশালী এবং মদোন্মত্ত। যদি ইচ্ছা থাকে তবে এস, আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিব ॥ ১৩

সূত কহিলেন—বিষ্ণুর এই প্রকার বচন শুনিয়া ক্রোধ-বিস্ফারিতনেত্রে সেই অসুরদ্বয় কোন অবলম্বন না লইয়াই জলের উপরে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥ ১৪

পরন্তু প্রথমে মধুই কুপিত হইয়া দুর্জনদর্পহারী মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত হইল, আর কৈটভ সেই স্থলে উপবিষ্ট রহিল ॥ ১৫

তদনন্তর বলমত্ত দুই মল্লের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের ঘোরতর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া মধুশ্রান্ত হইলে পর তৎক্ষণাৎ কৈটভ আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৬

এইরূপে একবার মধু একবার কৈটভ অর্থাৎ তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিত ক্রমান্বয়ে আসিয়া বারংবার বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭

সেই সময় কেবল পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী তাঁহাদের সেই যুদ্ধের দর্শক হইয়াছিলেন। সেইরূপে বহুকাল যুদ্ধ চলিলেও দৈত্যদ্বয় কিছুতেই ক্লান্ত হইল না, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮

ভগবান্ কেশব পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল নিয়ত যুদ্ধ করিয়া শেষে তাহাদিগের বিনাশের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল।
ন শ্রান্তো দানবৌ ঘোরৌ শ্রান্তোঽহং চৈতদদ্ভুতম্ ॥১০
ক্ব গতং মে বলং শৌর্য্যং কস্মাচ্ছেমাবনাময়ৌ।
কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা ত্বিহ ॥ ১১
ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্ষপরাবুভৌ।
উচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনৌ ॥ ১২
তব নো চেদ্ বলং বিষ্ণো যদি শ্রান্তোঽসি যুদ্ধতঃ।
ব্রূহি দাসোঽস্মি বাং নূনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্ ॥ ১৩
ন চেদ্ যুদ্ধং কুরুষ্বাদ্য সমর্থোঽসি মহামতে।
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যাবঃ পুরুষঞ্চ চতুর্ম্মুখম্ ॥ ১৪

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং বিষ্ণুস্তয়োস্তস্মিন্মহোদধৌ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সামপূর্ব্বং মহামনাঃ ॥ ১৫

হরিরুবাচ।

শ্রান্তে ভীতে ব্যক্তশস্ত্রে পতিতে বালকে তথা।
প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ১৬
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতং যুদ্ধং ময়া ত্বিহ।
একোঽহং ভ্রাতরৌ বাঞ্চ বলিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ১৭
কৃতং বিশ্রমণং মধ্যে যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তথা বিশ্রমণং কৃত্বা যুধ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮
তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্ বলবন্তৌ মদোৎকটৌ।
বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বা ন্যায়মার্গতঃ ॥ ১৯

সূত উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশ্রব্ধৌ দানবোত্তমৌ।
সংস্থিতৌ দূরতস্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ৩০
অতিদূরে চ তৌ দৃষ্ট্বা বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ।
দধ্যৌ চ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ৩১
চিন্তনাজ্ জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ।
কামং বাঞ্ছিত-মরণৌ ন মন্নতুরতাত্ত্বমৌ ॥ ৩২

আমি পাঁচ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলাম, তথাপি এই ভয়ঙ্কর দানবদ্বয় কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না, বরং আমি শ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য ॥ ২০

হায়, আমার সেই শৌর্য্য, সেই বল কোথায় প্রস্থান করিল? আর এই দুইজনই বা কি জন্য স্বচ্ছন্দ রহিয়াছে? এ বিষয়ের কারণ কি? তাহা এক্ষণে মনে বিচার করিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২১

এদিকে মদোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় হরিকে এইরূপে চিন্তাপর দেখিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া মেঘগম্ভীর নাদে কহিল,—বিষ্ণো! যদি তোমার আর সামর্থ না থাকে, যদি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত বল যে, আমি প্রকৃতরূপে তোমাদের দাস হইলাম ॥ ২২-২৩

হে মহামতে! যদি তুমি আমাদের এ কথায় সম্মত না হও অথবা যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আসিয়া যুদ্ধ কর, আমরা অগ্রে তোমাকে বধ করিয়া পশ্চাৎ এই চতুর্ম্মুখ পুরুষকে বিনাশ করিব ॥ ২৪

সূত কহিলেন,—হে মহর্ষিগণ! এই প্রলয় সাগরোপরি নিরালম্বস্থিত মধু-কৈটভের তাদৃশ গর্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনস্বী ভগবান্ বিষ্ণু সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন ॥ ২৫

দানবদ্বয়! মহাপ্রভাবসম্পন্ন বীরগণ সমরশ্রান্ত, ভীত, শস্ত্রহীন, পতিত বা বালক, ইহাদের প্রতি কদাচ প্রহার করেন না ইহাই যুদ্ধবিষয়ে সনাতন ধর্ম্ম ॥ ২৬

একে ত' তোমরা উভয় ভ্রাতাই তুল্য বীর, তাহাতে আবার দুইজন, আর আমি একাকী, তথাপি পাঁচ হাজার বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমরা উভয়েই মধ্যে মধ্যে বারংবার বিশ্রাম করিয়াছ। এই সময় আমিও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৭-২৮

তোমরা উভয়েই যে অত্যন্ত বলমদে উন্মত্ত, তাহা আমি জানি; সেই জন্যই বলিতেছি যে, কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। আমি শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিব ॥ ২৯

সূত কহিলেন,—ভগবানের ঈদৃশ বিশ্বাসযোগ্য বাক্য শ্রবণে উৎকৃষ্ট বীরধর্ম্মাবলম্বী দানবদ্বয় বিশ্বস্ত হইয়া ইঁহার শ্রান্তি দূরীভূত হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া যুদ্ধ করিব এইরূপ মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তথা হইতে অতি দূরদেশে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩০

অনুপম ভূভঃচতুষ্টয়সুশোভিত ভগবান্ বাসুদেব তাহাদিগকে অতি দূরদেশে অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে তাহাদের মৃত্যুবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

সুদীর্ঘকাল চিন্তাপ্রভাবে তিনি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলেন যে, দেবী ভগবতী তাহাদিগের কামনানুসারে মৃত্যু

বৃথা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোঽয়ং মে বৃথা গতঃ
করোমি চ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩
অকৃতে চ তথা যুদ্ধে কথমেতৌ গমিষ্যতঃ।
বিনাশং দুঃখদৌ নিত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ৩৪
ভগবত্যা বরো দত্তস্তয়া সোঽপি চ দুর্ঘটঃ।
মরণঞ্চেচ্ছয়া কামং দুঃখিতোঽপি ন বাঞ্ছতি ॥ ৩৫
রোগগ্রস্তোঽপি দীনোঽপি ন মুমূর্ষতি কশ্চন।
কথঞ্চেমৌ মদোন্মত্তৌ মর্ত্তুকামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ৩৬
নত্বন্ত শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং সুকামদাম্।
বিনা তয়া ন সিধ্যন্তি কামাঃ সম্যক্ প্রসন্নয়া ॥ ৩৭
এবং সঞ্চিন্ত্যমানস্তু গগনে সংস্থিতাং শিবাম্।
অপশ্যদ্ভগবান্ বিষ্ণুর্যোগনিদ্রাং মনোহরাম্ ॥ ৩৮
কৃতাঞ্জলিরমেয়াত্মা তাঞ্চ তুষ্টাব যোগবিৎ।

হইবে' এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাহারা সমরে ক্লান্ত হইতেছে না ॥ ৩২

হায়! আমি এতকাল বৃথা যুদ্ধ করিলাম, আমার সমস্ত শ্রমই নিষ্ফল হইয়া গেল। এক্ষণে, এই সমস্তের মূল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও আর কি নিমিত্ত নিরর্থক যুদ্ধ করিব? ৩৩

যদি যুদ্ধ না করি, তাহা হইলে সর্ব্বদা দুঃখপ্রদ ও বরদর্পিত এই দানবদ্বয় কিরূপেই বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? ৩৪

কারণ, এই ত্রিলোকমধ্যে যখন কোন ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখসাগরে নিপতিত হইলেও নিজ ইচ্ছানুসারে কদাচ আপনার মৃত্যু কামনা করে না, তখন ইহারা যে স্বয়ং ইচ্ছানুসারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহাতে আবার দেবী ভগবতী যে বরপ্রদান করিয়াছেন, তাহা দুর্ঘটনীয় অর্থাৎ কোন সামান্য উপায়ে তাহাদিগকে বিনাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, অতি দুঃখিত, দীন বা রোগগ্রস্ত হইয়াও কেহ মরিতে ইচ্ছা করে না, তখন বরমদে উন্মত্ত এই দানবদ্বয় কিজন্য আপনা হইতে দেহবিসর্জন করিতে ইচ্ছা করিবে? ৩৫-৩৬

তবে এক্ষণে আমি এই শুভকামনাপ্রদায়িনী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারই শরণাগত হই। বুঝিলাম, তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসন্না না হইলে কাহারও কোন মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৩৭

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী মঙ্গলময়ী দেবী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ গগনমণ্ডলে বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥ ৩৮

বিনাশার্থং তয়োস্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৯

বিষ্ণুরুবাচ

নমো দেবি মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি।
অনাদি-নিধনে চণ্ডি ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে ॥ ৪০
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে ॥ ৪১
অনুভূতো ময়া তেঽদ্য প্রভাবশ্চাতিদুর্ঘটঃ।
যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সঞ্জাতোঽস্মি বিচেতনঃ ॥ ৪২
ব্রহ্মণা চাতিযত্নেন বোধিতোঽপি পুনঃ পুনঃ।
ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিতবহিঃক্রিয়ঃ ॥ ৪৩
অচেতনত্বং সম্প্রাপ্তঃ প্রভাবাৎ তব চাম্বিকে।
ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোঽহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতম্ ॥ ৪৪

সেই সময় সর্ব্ব যোগতত্ত্বজ্ঞ আমেয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই দুর্দ্ধান্ত দানবদ্বয়ের বিনাশের নিমিত্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অভীষ্ট-বরদাত্রী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯

হে মঙ্গলরূপিণী চণ্ডিকে! আপনি স্বয়ং জন্মমৃত্যুবিরহিত কেবল চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও নিজ মহামায়া (ত্রিগুণাত্মিকা) শক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবি! যাহারা ভক্তিভাবে আপনার শরণাগত হয়, তাহাদিগকে ইহলোকে ঐশ্বর্য্যভোগ এবং অন্তিমে যোগিজনদুর্লভ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪০

মাতঃ! যখন আপনার নির্গুণ বা সগুণ উভয়রূপের কোনটীই বিশেষরূপে জানিতে পারিতেছি না, তখন অনন্তলীলা বিষয়ের কথা আর কি বলিব ॥ ৪১

পরন্তু যখন আমি পর্য্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একেবারে চেতনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন এইমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছি যে, আপনার মহিমা অতিশয় দুর্ঘটনীয় ॥ ৪২

হায়! আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—ছয়টি সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচিত হওয়ায় এতদূর চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ব্রহ্মা দুরন্ত দৈত্যভয়ে কাতর হইয়া আমাকে জাগাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রয়াস পাইলেও আমি কোনক্রমেই চেতনা লাভ করিতে পারি নাই ॥ ৪৩

পরন্তু হে অম্বিকে! কেবল আপনার প্রভাবেই একেবারে চেতনাহীন হইয়াছিলাম; আবার যোগনিদ্রা অধিষ্ঠাত্রী তামসী শক্তিরূপা আপনার হস্ত হইতে মুক্ত হইবামাত্র আমি জাগরিত

শ্রান্তোঽহং ন চ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ
ব্রহ্মাণং হন্তুমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৪৫
আহূতৌ চ ময়া কামং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় মানদে।
কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে ॥ ৪৬
মরণে বরদানং তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্ভুতম্।
জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্তস্ত্বামদ্য শরণপ্রদাম্ ॥ ৪৭
সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোঽহং যুদ্ধকর্ম্মণা।
দৃপ্তৌ তৌ বরদানেন তব দেবাস্তিনাশনে ॥ ৪৮
হন্তুং মামুদ্যতৌ পাপৌ কিং করোমি ক্ব যামি চ ॥ ৪৯
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী স্মিতপূর্ব্বমুবাচ হ।
প্রণমন্তং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৫০
দেবদেব হরে বিষ্ণো কুরু যুদ্ধং পুনঃ স্বয়ম্।
বঞ্চয়িত্বা ত্বিমৌ শূরৌ হন্তব্যৌ চ বিমোহিতৌ ॥ ৫১
মোহয়িষ্যাম্যহং নূনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা।
জহি নারায়ণাশু ত্বং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৫২

সূত উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তস্যাঃ প্রীতিরসান্বিতম্
সংগ্রামস্থলমাসাদ্য তস্থৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ৫৩
তদায়াতৌ চ তৌ ধীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুং স্থিতং তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৪
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ।
দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নূনং জয়-পরাজয়ৌ ॥ ৫৫
সবলো জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।
সর্ব্বথৈব ন কর্ত্তব্যো হর্ষ-শোকৌ মহাত্মনা ॥ ৫৬

হইয়া সুদীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম ॥ ৪৪

দেবি! সেই যুদ্ধে পরিশেষে আমিই শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম; কিন্তু আপনার প্রদত্ত বরপ্রভাবে মদগর্ব্বিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সংহার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত সমরে সেই দৈত্যদ্বয় কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না ॥ ৪৫

হে অম্বিকে! আপনি মানদা অর্থাৎ ভক্তজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া কেবল সেই সাহসে সাহসী হইয়া তাহাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং এই প্রলয়-প্লাবিত মহাসাগরের উপরে তাহাদিগের দুইজনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামও করিলাম ॥ ৪৬

(পঞ্চসহস্রবৎসরকাল নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও যখন কিছুতেই তাহাদের সংহার করিতে পারিলাম না) তখন ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলাম যে, আপনি তাহাদিগের মরণ-বিষয়ে অদ্ভুত ইচ্ছা মৃত্যুরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন। তাহা জানিতে পারিয়াই ভক্তদিগের আশ্রয়দাত্রী সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা আপনার শরণাগত হইয়াছি ॥ ৪৭

মাতঃ! আপনি সর্ব্বদাই দেবগণের অন্বেষরূপে বিপদ্‌ভঞ্জন করিয়া থাকেন, অতএব আপনার বরপ্রভাবে অত্যন্ত উত্তেজিত এই দানবদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে এই যুদ্ধে আপনি আমার প্রতি অনুকূলা হউন ॥ ৪৮

হে অম্বিকে! যুদ্ধ না করিলেও আমার নিস্তার নাই, ঐ দেখুন, পাপিষ্ঠ দানবদ্বয় আমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া সমুদ্যত হইয়াছে; এক্ষণে আমি কি করি? কোথায় বা যাই? ৪৯

ঋষিগণ! সনাতন পুরুষ ভগবান বিষ্ণু অতি কাতরহৃদয়ে এইরূপ স্তব করিলে পর গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী ভগবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে দেবদেব! বিষ্ণো! তুমি শরণাগত জীবের অশেষ ক্লেশহরণে সমর্থ, অতএব তোমার ভয় কি? তুমি পুনরায় স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। পরন্তু তাহারা অত্যন্ত পৌরুষাপন্ন, অতএব আমার মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইলে পর তুমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া সংহার করিবে। আমি এখনই কটাক্ষমাত্রে তাহাদিগকে বিমোহিত করিব সন্দেহ নাই। অতএব যখন আমার মায়ায় বিমোহিত হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিহত করিবে ॥ ৫০-৫২

সূত কহিলেন,—হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতীর ঈদৃশ প্রীতিরসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাসাগরমধ্যে সংগ্রাম-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩

সমরে ধীরপ্রকৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত মধুকৈটভ বিষ্ণুকে রণাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় আনন্দিত হইল, পরে তাহারাও সেই সময় যুদ্ধকামনায় সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৪

তারপর মধুকৈটভ কহিল,—চতুর্ভুজ! তুমি যথার্থই সমরপ্রিয়। আচ্ছা, থাক থাক। পরন্তু যুদ্ধে জয় বা পরাজয় নিশ্চয়রূপে দৈবায়ত্ত জানিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দেখ, সর্ব্বত্রই বলাধিক ব্যক্তিই সমরে জয়ী হয় সত্য; কিন্তু দৈব-প্রভাবে কদাচিৎ দুর্ব্বল ব্যক্তিও জয়লাভ করিতে পারে। অতএব তুমি মহাত্মা হইয়া কখনও হর্ষ-শোকের বশীভূত হইও না।

অর্থাৎ আমিই দানবদিগের হন্তা, পূর্ব্বে আমি সংগ্রামে

পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা।
অধুনা চানয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ ॥ ৫৭

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহু যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ
বীক্ষ্য বিষ্ণুর্জঘানাশু মুষ্টিনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ৫৮
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ জঘ্নতুর্মুষ্টিনা হরিম্।
এবং পরস্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ৫৯
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্ট্বা নারায়ণস্তদা
অপশ্যৎ সম্মুখং দেব্যাঃ কৃত্বা দীনাং দৃশং হরিঃ ॥ ৬০

সূত উবাচ।

তাং বীক্ষ্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসসংযুতম্।
জাহাসাতীব তাম্রাক্ষী বীক্ষমাণা তদাসুরৌ ॥ ৬১
তৌ জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাণৈরিবাপরৈঃ।
মন্দস্মিতযুতৈঃ কামপ্রেমভাবযুতৈরহু ॥ ৬২
দৃষ্ট্বা মুমুহতুঃ পাপৌ দেব্যা বক্ত্রবিলোকনম্
বিশেষমিতি মন্বানৌ কামবাণাতিপীড়িতৌ ॥ ৬৩

অসংখ্য দৈত্য নিহত করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া আহ্লাদে স্ফীত, অথবা আমি তাদৃশ পরাক্রান্ত হইয়াও এক্ষণে মধুকৈটভের যুদ্ধে পরাজিত হইলাম, এরূপ মনে করিয়া লোকার্ত্ত হওয়া এই ৩টির কোনটাই তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫৫-৫৭

সূত কহিলেন—হে মহর্ষিবৃন্দ! মহাবীর্য্যবান্ মধুকৈটভ এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিদারুণ মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহারাও বলোন্মত্ত হইয়া মুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরিকে প্রহার করিল। এইরূপে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৮-৫৯

পরন্তু সেই সময় ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ হরি ক্রমে তাহাদিগকে সমধিক বীর্য্যবত্তার সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অতি দীননয়নে দেবী ভগবতীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬০

সূত কহিলেন,—মহর্ষিগণ! তৎকালে আদ্যা শক্তি দেবী ভগবান্ বিষ্ণুকে তাদৃশ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া প্রথমে হাস্য করিলেন; পরে তাম্রবর্ণ নয়নে সেই অসুরদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যসংমিশ্রিত কাম ও প্রীতিভাবব্যঞ্জক দ্বিতীয়—কন্দর্পশরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৬১-৬২

পাপিষ্ঠ মধুকৈটভও দেবীর তাদৃশ কুটিল কটাক্ষ দর্শন করিয়াই একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল এবং উভয়েই স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া সেই কুটিল কটাক্ষপাতকে জগতের সার সুখ বিবেচনায় সেই বিমলপ্রভা দেবীর প্রতি

বীক্ষমাণৌ স্থিতৌ তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাম্।
হরিণাপি চ তদ্দৃষ্টং দেব্যাস্তত্র চিকীর্ষিতম্ ॥ ৬৪
মোহিতৌ তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্ কার্য্যবিত্তমঃ।
উবাচ তৌ হসন্ শ্লক্ষ্ণং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৬৫
বরং বরয়তাং বীরৌ যুবয়োর্যোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
দদামি পরমপ্রীতো যুদ্ধেন যুবয়োঃ কিল ॥ ৬৬
দানবা বহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা।
যুবয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ॥ ৬৭
তস্মাৎ তুষ্টোঽস্মি কামং বৈ নিস্তুলেন বলেন চ।
ভ্রাত্রোশ্চ বাঞ্ছিতং কামং প্রযচ্ছামি মহাবলৌ ॥ ৬৮

সূত উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাতুরৌ।
বীক্ষমাণৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীম্ ॥ ৬৯
তমূচতুশ্চ কামার্ত্তৌ বিষ্ণুং কমললোচনৌ।
হরে ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি।
দনাব তুভ্যং দেবেশ দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ ॥ ৭০

একাগ্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক জড়ের ন্যায় সেই স্থলে অবস্থিত রহিল। তৎকালে ভগবান্ হরিও দেবীর সেই চিকীর্ষিত বিষয় (অভিপ্রায়) দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৩-৬৪

সর্ব্বকার্য্যে অভিজ্ঞতম ভগবান্ তাঁহাদিগের উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত জানিয়া সুমধুর হাস্য করিতে করিতে মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হে দানবদ্বয়! আমি তোমাদের যুদ্ধে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি; অতএব তোমরা উভয়েই নিজেদের মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব ॥ ৬৫-৬৬

পূর্ব্বে আমি বহুসংখ্যক দানবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও তোমাদের সদৃশ বীর দেখি নাই বা শ্রবণও করি নাই। অতএব আমি তোমাদের ঈদৃশ বল সন্দর্শনে অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি। হে মহাবলসম্পন্ন অসুরদ্বয়! আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই যথাভিলষিত বর প্রদানে সম্মত আছি জানিবে ॥ ৬৭-৬৮

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! মন্মথবাণপ্রপীড়িত মধুকৈটভ বিষ্ণুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অভিমানে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা উভয়েই অখিল সংসারের আনন্দকারিণী মহামায়ার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া কমলপত্রবৎ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করত বিষ্ণুকে কহিল ॥ ৬৯

সুরেশ্বর! তুমি শরণাগত জনের সমস্ত ক্লেশ হরণ করিয়া থাক সত্য, কিন্তু আমরা যাচক নহি; আমরাও দান

প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ মনোঽভিলষিতং বরম্ ।
তুষ্টো স্বস্তব যুদ্ধেন বাসুদেবাদ্ভুতেন চ ॥ ৭১
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনঃ ।
ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৭২

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোর্দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ ।
বঞ্চিতাবিতি মন্বানৌ তস্থতুঃ শোকসংযুতৌ ॥ ৭৩
বিচার্য্য মনসা তৌ তু দানবৌ বিষ্ণুমূচতুঃ ।
প্রেক্ষ্য সর্ব্বং জলময়ং ভূমিং স্থলবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৭৪
হরের্যোঽয়ং বরো দত্তস্ত্বয়া পূর্ব্বং জনার্দন
সত্যবাগপি দেবেশ দেহি তং বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৭৫
নির্জ্জলে বিপুলে দেশে হনস্ব মধুসূদন ।
বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ ভব মাধব ॥৭৬

স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ ।
হন্যাস্তু বাং মহাভাগৌ নির্জ্জলে বিপুলে স্থলে ॥৭৭
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ উরূ কৃত্বাতিবিস্তরৌ ।
দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮
নান্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ ।
সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাং তথা ॥ ৭৯
তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ ।
বর্দ্ধয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০
ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা ।
শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে ॥ ৮১
রথাঙ্গেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥৮২

করিতে সমর্থ ; অতএব তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না, তুমি কি অন্য দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? বরং আমরা তোমাকে বর দান করিতে প্রস্তুত আছি । ৭০

হৃষীকেশ ! যদিও এই জগন্মণ্ডলে তুমিই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তথাপি তুমি নিজ মনের ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর ; আমরা তোমার অদ্ভুত সমরকৌশলে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি । ৭১

তাহাদের এই কথা শ্রবণ মাত্র ভগবান্ জনার্দন কহিলেন,—যদি তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে উভয়েই আমার বধ্য হও । ৭২

সূত কহিলেন,—হে মহর্ষিমণ্ডল ! বিষ্ণুর মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণে মধু ও কৈটভ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে প্রতারিত ভাবিয়া কিয়ৎকাল শোকার্ত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল । ৭৩

পরে তাহারা মৃত্তিকাবিরহিত চতুর্দ্দিক্ কেবল অকূল জলময় দেখিয়া অন্তরে আলোচনা পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিল,—জনার্দন ! তুমি সমস্ত দেবগণেরও ঈশ্বর, সুতরাং তোমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট প্রার্থনা করে, তুমি তাহারই দুঃখ হরণ করিয়া থাক ; অতএব তুমি যে, পূর্ব্বে আমাদিগকে বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ, এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের সেই অভিলষিত বর প্রদান কর । ৭৪-৭৫

মাধব ! এই মধু বা কৈটভকে বিনাশ করিতে আপনি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য আছে ? অতএব আমরা আপনার বধ্য হইতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু, আপনি নিজের সত্য বাক্য পালন করুন, আমাদিগকে জলশূন্য পরিসর ভূমিখণ্ডে লইয়া বিনাশ করুন । ৭৬

তখন মধু-কৈটভের এতাদৃশ বিনয়গর্ভ কাতরোক্তি শ্রবণে ভক্তজনের সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—মধুকৈটভ ! তোমরা মহাসৌভাগ্যবান্, অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিসৃত স্থলেই বিনাশ করিব । ৭৭

সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরুদ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরি ভাগেই তাহাদিগকে নির্জ্জল স্থলভাগ দেখাইলেন এবং কহিলেন,—দানবদ্বয় ! এক্ষণে আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম, সেইরূপ তোমরাও নিজেদের সত্য পালন কর ; এই দেখ, এস্থলে জলের লেশ মাত্র নাই, অতএব এই স্থলে তোমরা উভয়েই নিজেদের দুইটি মস্তক পরিত্যাগ কর । ৭৮-৭৯

তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্য বাক্য শ্রবণে মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটি দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল । তখন ভগবান্ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘনদ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন । তদ্দর্শনে তাহারা অতীব বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্য-জনক বিশাল জঘনদেশে নিজেদের দুইটি মস্তক সমর্পণ করিল । ৮০-৮১

তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরকুলসংহারক অমোঘ চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্ব্বক নিজ জঘনদেশে সংরক্ষিত তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তকদ্বয় দুইখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । ৮২

গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ॥ ৮৩
মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্যাঃ সমন্ততঃ।
অতস্ত্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ॥ ৮৪
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽস্মি সুনিশ্চিতম্
মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ॥ ৮৫
আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে॥ ৮৬
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
পূজনীয়া পরা শক্তির্নির্গুণা সগুণাথবা॥ ৮৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে মধু-কৈটভবধো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

ঋষিগণ! দুই দানব মধু ও কৈটভ গতাসু হইয়া পতিত হইবা মাত্র সেই প্রলয়প্লাবিত সমস্ত সাগর তাহাদিগের মেদদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম মেদিনী হইল এবং সেই জন্যই মৃত্তিকা অভক্ষণীয়॥ ৮৩-৮৪

হে মহর্ষিমণ্ডল! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎপ্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্র-সকলের সুনিশ্চিত সার-সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর অমেয় প্রভাবে মধু-কৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম; অতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সর্ব্বশক্তি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় মায়াশবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতেই প্রবুদ্ধ সাধক-দিগের নিত্য আরাধনীয়॥ ৮৫

মহর্ষিগণ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমা শক্তি যে কেবল বুধ-মণ্ডলীরই সেবনীয় এরূপ মনে করিবেন না; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন; কেননা, এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ইহা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রেও এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক আর নির্গুণরূপেই হউক্ একমাত্র সেই পরব্রহ্ম-রূপিণী পরা শক্তিরই সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করা উচিত॥৮৬-৮৭

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে মধুকৈটভবধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ॥

[ঋষীণাং সূতসমীপে শুকোৎপত্তিবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, তদুত্তররূপেণ বেদব্যাসস্য পুত্রলাভায় তপস্যা, তৎতপসা ইন্দ্রস্য ভীতিঃ, শিবতো বেদব্যাসস্য পুত্রবরপ্রাপ্তিশ্চ]

ঋষয় ঊচুঃ।

সূত পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা।
কৃত্বা পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্॥ ১
ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ।
বিস্তরং ব্রূহি সকলং যচ্ছ্রুতং কৃষ্ণতস্ত্বয়া॥ ২

সূত উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ।
যথোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্ যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ॥ ৩
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
তপশ্চচার সোঽত্যুগ্রং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৪

দশম অধ্যায়।

[সূতের নিকট ঋষিগণের শুকদেবের জন্মবিষয়ক প্রশ্ন, তাহার উত্তররূপে বেদব্যাসের পুত্রলাভের জন্য তপস্যা, তাঁহার তপস্যায় ইন্দ্রের ভীতি এবং শিবের নিকট হইতে বেদব্যাসের পুত্রবরপ্রাপ্তি।]

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত। পূর্ব্বে তুমি আমাদের নিকট বলিয়াছিলে যে, অমিততেজা বেদব্যাস মঙ্গলময় সমস্ত পুরাণ রচনা করিয়া কিরূপে শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, ব্যাসদেব কেবল তপস্যা করিয়া কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত করিলেন? সূত। তুমি এবিষয়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমস্তই বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর॥ ১-২

সূত কহিলেন,—হে মহর্ষিগণ। আমি আপনাদের নিকট শুকের উৎপত্তি অর্থাৎ যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন॥ ৩

সত্যবতীসুত ব্যাস পুত্রার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৪

জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্
ধ্যায়ন্ পরাং মহামায়াং পুত্রকামস্তপোনিধিঃ ॥ ৫

অগ্নের্ভূমেস্তথা বায়োরন্তরিক্ষস্য চাপ্যয়ম্ ।
বীর্য্যেণ সম্মিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ৬

অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসংবৎসরং প্রভুঃ ।
আরাধয়ন্ মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭

শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ
অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্তু পরিপূজ্যতে । ॥ ৮

যত্র পর্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাদ্ভুতে ।
ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোঽধিকাঃ ॥ ৯

আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।
বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্যে ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১০

তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিনাদিতে
তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১১

তপোনিধি মহর্ষি ব্যাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাভূতসদৃশ অপরিমিত বীর্য্যশালী পুত্র হউক, এই মত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদমুখে শ্রুত একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র (ঐং) জপানুধ্যান পূর্ব্বক পরা শক্তিরূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৬

অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর শক্তিবিরহিত মূঢ় জীব কেবল নিন্দাভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সর্ব্বত্র পূজনীয়া, মনে মনে বারংবার ইহা বিচার করত মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমা শক্তির সহিত দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর পরাক্রমশালী হইলেন যে, তিনি একশত বৎসরকাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭-৮

হে মহর্ষিগণ। পর্বতের যে শৃঙ্গটি আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোভিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতারা নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুরশ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সুবর্ণময় সুমেরুর সেই কিন্নরবৃন্দের সঙ্গীতনিনাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতীনন্দন ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯-১১

তৎকালে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণ-

ততোঽস্য তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সর্ব্বং চরাচরম্ ।
অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্য্যস্য ধীমতঃ ॥ ১২

ততোঽস্য তেজ আলক্ষ্য ভয়মাপ শচীপতিঃ ।
ত্বরাসাহং তদা দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তং শ্রমাতুরম্ ॥ ১৩

উবাচ ভগবান্ রুদ্রো মঘবন্তং তথা স্থিতম্ ॥ ১৪

শঙ্কর উবাচ

কথমিন্দ্রাদ্য ভীতোঽসি কিং দুঃখং তে সুরেশ্বর ।
অমর্ষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাপসেষু কদাচন ॥ ১৫

তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাত্বা মাং শক্তিসংযুতম্ ।
ন ত্বেতেঽহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সর্ব্বথৈব হি ॥ ১৬

ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্ ।
কস্মাৎ তপস্যতি ব্যাসঃ কোঽর্থস্তস্য মনোগতঃ ॥ ১৭

শিব উবাচ ।

পারাশর্য্যস্য পুত্রার্থী তপশ্চরতি দুশ্চরম্
পূর্ণং বর্ষশতং যাতং দদামাস্য সুতং শুভম্ ॥ ১৮

দ্বৈপায়নের তপস্তেজে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাঁহার জটাসকল প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত হুতাশনের বর্ণ ধারণ করিল ॥ ১২

অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ত্রস্ত ও ম্লান ভাবে অবস্থিত দেখিয়া সর্বকল্যাণকর ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন ॥ ১৩-১৪

শঙ্কর বলিলেন,—ইন্দ্র। তুমি কি জন্য আজ ভীত হইতেছ ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল ? সুরেশ্বর। তপোনিরত মুনিগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসমন্বিত জানিয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট ইচ্ছা করেন না, অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না ॥ ১৫-১৬

দেবরাজ শতক্রতু এইকথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেবদেব ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! যদি কাহারও অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা নাই, তবে বেদব্যাস কি নিমিত্ত এতাদৃশ উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য কি, তাহা বলুন ॥ ১৭

শিব কহিলেন—দেবরাজ। পরাশরনন্দন ব্যাসদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই ঈদৃশ তপস্যায় নিরত হইয়াছেন ; ঐরূপ তপস্যায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং রুদ্রো দয়য়া মৃদিতাননঃ।
গত্বা ঋষিসমীপন্তু তমুবাচ জগদ্গুরুঃ॥ ১৯
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ।
সর্ব্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্ত্তিকর্ত্তা ভবানঘ॥ ২০
অখিলস্য জনস্যাত্র বল্লভস্তে সুতঃ সদা
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ২১

সূত উবাচ

তদাকর্ণ্য বচঃ প্রহৃষ্টং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ॥ ২২
স গত্বাশ্রমমেবাশু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ।
অরণীসহিতং গুহ্যং মমন্থাগ্নিং চিকীর্ষয়া॥ ২৩
মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য চিত্তে চিন্তাভরস্তদা
প্রাদুর্বভূব সহসা সুতোৎপত্তৌ মহাত্মনঃ॥ ২৪

মন্থানারণিসংযোগান্মন্থনাচ্চ সমুদ্ভবঃ।
পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ সুতোদ্ভবঃ॥ ২৫
পুত্রারণিস্তু যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে।
তরুণী রূপসম্পন্না কুলোৎপন্না পতিব্রতা॥ ২৬
কথং করোমি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পাতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্॥ ২৭
পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী।
সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছা সুখবিধায়িনী॥ ২৮
শিবোঽপি বর্ত্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ
কথং করোম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্॥ ২৯
এবং চিন্তয়তস্তস্য ঘৃতাচী দিব্যরূপিণী।
প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা॥ ৩০
তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাঙ্গীং সমীপে গগনে স্থিতা
পঞ্চবাণপরীতাঙ্গস্তূর্ণমাসীদ্ভবব্রতঃ॥ ৩১

যাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব॥ ১৮

সূত কহিলেন—হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ জগদ্গুরু রুদ্রদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্লবদনে বেদব্যাসের নিকট যাইয়া কহিলেন,—নিষ্পাপ বাসবীপুত্র! তোমার এক পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে; অতএব আর তপঃক্লেশের প্রয়োজন নাই, উত্থিত হও॥ ১৯-২

আমার বর-প্রভাবে তোমার পুত্র এতাদৃশ জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চমহাভূতের ন্যায় তেজোময় হইয়া তোমার কীর্ত্তি স্থাপন করিবে; অধিক কি, এই অখিল সংসারমধ্যে তোমার পুত্র সর্ব্বদা সমস্ত সদ্গুণে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে॥ ২০-২১

সূত বলিলেন,—মহর্ষিগণ! তৎকালে ঋষিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে অতিশয় পুলকিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥ ২২

তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের উৎপাদনকামনায় অরণী কাষ্ঠদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন॥ ২৩

অরণী মন্থন করিতে করিতে সহসা সেই মহাত্মার অন্তরে পুত্রোৎপত্তিবিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ২৪

যেমন এই উত্তরারণী রূপ মন্থন লইয়া অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মন্থন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেই অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে? কেননা; এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহা পুত্রারণী বলিয়া বিখ্যাত, তাদৃশ সৎকুলসম্ভূতা রূপগুণসম্পন্না পতিব্রতা যুবতী ভার্য্যা তো এক্ষণে আমার নিকট উপস্থিত নাই। পরন্তু কামিনী পুত্রোৎপাদনকুশলা পাতিব্রত্যধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও যে উভয় পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার ন্যায় তাহাতে সংশয় নাই; অতএব আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কিরূপে দারপরিগ্রহ করিতে পারি। আর কথা এই যে, স্ত্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্যনিপুণা, মনোমোহিনী রূপবতী এমন কি, যদি নিজ ইচ্ছামত সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধনস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ২০-২৮

অধিক কি, যখন স্বয়ং সদাশিবও সর্ব্বদা কামিনীরূপ নিগড়-পাশে সংবদ্ধ, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব? আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি প্রকারে দুর্ঘটনার মূলীভূত গার্হস্থ আশ্রমে সম্মত হইতে পারি? ২৯

হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দিব্যরূপিণী ঘৃতাচী অপ্সরা সমীপস্থ আকাশমণ্ডলে থাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিও আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু সেই চঞ্চল অপাঙ্গদেশ পরিশোভিত অপ্সরঃপ্রবরা ঘৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্মথের শরপ্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল॥ ৩০-৩১

চিন্তয়ামাস চ তদা কিং করোম্যদ্য সঙ্কটে।
ধর্ম্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে দুরাসদে ॥ ৩২
অঙ্গীকরোমি যদ্যেনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্
হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা মাস্ত বিহ্বলম্ ॥ ৩৩
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতং ত্বিহ
দৃষ্ট্বাপ্সরাঞ্চ বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪
কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং সুখম্।
গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং সুখদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫
স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা।
ন ভবিষ্যতি তন্নূনময়া দেবকন্যয়া ॥ ৩৬
নারদাচ্চ ময়া পূর্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্।
যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্দে শিববরপ্রদানো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

(তিনি আপনার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কটসময়ে কি উপায় অবলম্বন করিব? এই অপ্সরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াও যদি আমি দুর্নিবার কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্মসম্মুখে ইহাকে স্বীকার করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার ঈদৃশ বিমূঢ়ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত উপহাস করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩২-৩৩

মহাতপা ব্যাস শত বৎসর কাল ঘোরতর তপস্যা করিয়াও এক অপ্সরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল? কি আশ্চর্য্য!! চতুর্দ্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দাবাদ সমুত্থিত হইবে, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪

আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় সুখোৎপত্তি হয়, তাহাও স্বীকার করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্যগণ গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের বা সর্ব্ব সুখের আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্যা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ আশ্রম জন্য যে কোন সুখই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরূরবা যে প্রকারে অপ্সরঃপ্রধানা উর্ব্বশীর বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩৫-৩৭

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে ব্যাসদেবকে শিবের বরপ্রদানবিষয়ক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বৃহস্পতিভার্য্যাং তারামুপলক্ষ্য বৃহস্পতি-চন্দ্রদেবয়ো-র্বিবাদঃ, দেবাসুরসংগ্রামঃ, বুধস্য জন্মকথনঞ্চ।]

ঋষয় ঊচুঃ।

কোঽসৌ পুরূরবা রাজা কোর্ব্বশী দেবকন্যকা।
কথং কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১
সর্ব্বং কথানকং ব্রূহি লোমহর্ষণজাধুনা।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ত্বন্মুখাব্জচ্যুতং রসম্ ॥ ২
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত রসাত্মিকা।
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্ব্বে সুধয়া চ যথামরাঃ ॥ ৩

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কথাং দিব্যাং মনোরমাম্।
বক্ষ্যামাহং যথাবুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসান্নরোত্তমাৎ ॥৪

একাদশ অধ্যায়।

[বৃহস্পতিভার্য্যা তারাকে উপলক্ষ করিয়া বৃহস্পতি ও চন্দ্রের বিবাদ, দেবাসুর-সংগ্রাম, বুধের জন্মকথন।]

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! তুমি যাঁহার কথা বলিলে, সেই রাজা পুরূরবা কে? আর সেই দেবকন্যা উর্ব্বশীই বা কে? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ১

হে লোমহর্ষণনন্দন! সূত! তোমার মুখকমলনিঃসৃত সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইয়াছি, অতএব তুমি আমাদের নিকট সেই কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বল ॥ ২

সূত! যেরূপ অমরবৃন্দ ভূরি ভূরি সুধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হন না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩

সূত কহিলেন—হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করুন। আমি গুরুদেব

গুরোস্তু দয়িতা ভার্য্যা তারা নামেতি বিশ্রুতা।
রূপযৌবনযুক্তা সা চারুবঙ্গী মদবিহ্বলা ॥ ৫
গতেঽদা বিধোর্ধাম যজমানস্য ভামিনী।
দৃষ্টা চ শশিনাত্যর্থং রূপযৌবনশালিনী ॥ ৬
কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি।
সাপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭
তাবন্যোন্যং প্রেমযুক্তৌ স্মরার্ত্তৌ চ বভূবতুঃ
তারা শশী মদোন্মত্তৌ কামবাণপ্রপীড়িতৌ ৮
রেমাতে মদমত্তৌ তৌ পরস্পরস্পৃহান্বিতৌ
দিনানি কতিচিৎ তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ ॥৯
বৃহস্পতিস্তু দুঃখার্ত্তস্তারামানয়িতুং গৃহম্
প্রেষয়ামাস শিষ্যন্তু নায়াতা সা বশীকৃতা ॥ ১০
পুনঃ পুনর্যদা শিষ্যং পরাবর্ত্তত চন্দ্রমাঃ

নরোত্তম! দেবব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘ বরপ্রভাবে যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তদনুসারেই আপনাদের নিকট বর্ণনা করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪

কোন সময় রূপযৌবনব্যাপ্তা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠবসমন্বিতা সর্ব্বদা হাবভাববিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিশ্রুতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা নিজপতির যজমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর চন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫-৬

শশলাঞ্ছন চন্দ্র তাদৃশ রূপযৌবনসম্পন্না শশিমুখী তারাকে অবলোকন করিবামাত্র কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। সেইরূপ তারাও সুধাকরের সেই অপূর্ব্ব সুষমায় কমনীয় শক্তি সন্দর্শনে একেবারে মন্মথবাণে প্রপীড়িতা হইলেন ॥ ৭

হে মহর্ষিগণ! এইরূপ তারা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শনমাত্রেই কুসুমশরাসনের শরাঘাতে উভয়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮

তদনন্তর তাঁহারা গুরুশিষ্যভাব বিসর্জন দিয়া মদিরামত্তের ন্যায় ঘোরতর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তারাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তারা চন্দ্রের এতদূর বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন যে, (তৎকালে তাঁহার অন্তর হইতে পতিরেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল) ফলতঃ তিনি সেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯-১০

বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১
গত্বা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ।
উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ শ্রূয়মানং মদান্বিতম্ ॥ ১২
কিং কৃতং কিল শীতাংশো কর্ম্ম ধর্ম্মবিগর্হিতম্।
রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং সুন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩
ত্বং দেব গুরুশ্চাহং যজমানোঽসি সর্ব্বথা।
গুরুভার্য্যা কথং মূঢ় ভুক্তা কিং রক্ষিতাথবা ॥ ১৪
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনো হ্যেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫
মহাপাতকযুক্তস্ত্বং দুরাচারোঽতিগর্হিতঃ।
ন দেবসদনার্হোঽসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬
মুঞ্চেমামসিতাপাঙ্গীং নয়ামি সদনং মম।
নোচেদ্ বক্ষ্যামি দুষ্টাত্মন্ গুরুদারাপহারিণম্ ॥১৭

পরন্তু চন্দ্রদেব যখন বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১

উদারমতি গুরুদেব বাচস্পতি চন্দ্রগৃহে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত চাস্তপরায়ণ শশধরকে ক্রোধভরে কহিলেন—হিমাংশো! তুমি কি প্রকারে এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি কিজন্যই আমার সর্বসুলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে? চন্দ্রদেব! দেখ, আমি সর্বপ্রকারেই তোমার পূজনীয়! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান। রে মূঢ়! তুই কি প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি? তাহা না হইলে তুই কি জন্য এতদিন তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিস্? ॥ ১২-১৫

এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচৌর, সুরাপায়ী আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী, এমন কি যে ব্যক্তি এই চারি প্রকার লোকের সংসর্গে থাকে, সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৫

রে মূঢ়! যদি তুই আমার পত্নীকে সম্ভোগ করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে তোর সদৃশ বিগর্হিত কর্ম্মকারী দুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই; সুতরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে যাইবার যোগ্যপাত্র নহিস্ ॥ ১৬

রে দুরাত্মন্! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোর অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। যাহা হউক, তুই সেই অসিতাপাঙ্গী বরারোহা কামিনীকে পরিত্যাগ কর, নচেৎ

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ ।
গুরুং ক্রোধসমাযুক্তং কান্তাবিরহদুঃখিতম্ ॥ ১৮

ইন্দুরুবাচ

ক্রোধান্তে তু দুরারাধ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জ্জিতাঃ ।
পূজার্হা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জ্জনীয়াস্ততোঽন্যথা ॥ ১৯
আগমিষ্যতি সা কামং গৃহং তে বরবর্ণিনী
অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ ॥ ২০
ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র সুখকামার্থিনী হি সা ।
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি ॥ ২১
ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রমতং তথা ।
ন স্ত্রী দুষ্যতি ভাবেন ন বিপ্রো বেদকর্ম্মণা ॥ ২২
ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুস্তান্তদুঃখিতঃ

জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ ॥ ২৩
দিনানি কতিচিৎ তত্র স্থিত্বা চিন্তাতুরো গুরুঃ ।
যযাবথ গৃহং তস্য ত্বরিতস্তৌষধীপতেঃ ॥ ২৪
স্থিতঃ ক্ষত্রা নিষিদ্ধোঽসৌ দ্বারদেশে রুষান্বিতঃ ।
নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫
অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীং তু মাতরম্ ।
জগ্রাহ বলতোঽধর্ম্মী শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬
উবাচ বাচং কোপাত্তু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ
কিং শেষে ভবনে মন্দ পাপাচার সুরাধম ॥ ২৭
দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্
করোমি ভস্মসাদ্গ্নং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮

আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব ; আর আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতি গমন করিব না। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি কান্তাবিরহ-দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র অতিশয় গর্ব্বভরে উন্মত্ত হইয়া) তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ১৭-১৮

চন্দ্র বলিলেন—এই ত্রিলোকীমধ্যে ক্রোধাদিরিপুবর্জ্জিত ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র ; আর যাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোন ক্রমেই পূজনীয় নহে ; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য ॥ ১৯

(আপনি কোন কুভাব ভাবিবেন না ;) সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, সম্প্রতি কয়েক দিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে আপনার ক্ষতি কি ? ২০

তিনি এস্থলে কেবল সুখসম্ভোগ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন ; অতএব কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন ॥ ২১

যেরূপ ব্রাহ্মণ শত সহস্র কুকর্ম্ম করিলেও একমাত্র বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়, সেইরূপ ব্যভিচারদুষ্টা স্ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সম্ভোগজনিত সমস্ত দুষ্কৃতিসাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্ব্বে আপনিই ত' ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ২২

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তির দ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সেস্থলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একেবারে মন্মথবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩

এইরূপে কয়েক দিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বৃহস্পতি অবিলম্বে ঔষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না। শশীর এতাদৃশ অসদ্ব্যবহার দর্শনে সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতিশয় ক্রোধভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, হায় ! এই অধার্ম্মিক দুরাত্মা চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য !! পরন্তু এখনি আমি উহাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিব—সন্দেহ নাই ॥ ২৪-২৬

ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগেই থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—রে সুরাধম দুর্ম্মতে ? ঈদৃশ ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃপুরে শয়ন করিয়া রহিয়াছিস্, দেখ, তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভার্য্যাকে আমার নিকট আসিয়া সমর্পণ না করিস্, তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব। রে মূঢ় ! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোকে এখনই ভস্মসাৎ করিব ॥ ২৭-২৮

সূত উবাচ।

ক্রূরাণি চেবমাদীনি ভাষণানি বৃহস্পতেঃ।
শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদ্ বহিঃ ॥ ২৯

তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে।
ন তে যোগ্যাসিতাপাঙ্গী সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩০

কুরূপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণান্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ।
ভিক্ষুকস্য গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী ॥ ৩১

রতিঃ স্বসদৃশে কান্তে নার্য্যাঃ কিল নিগদ্যতে।
ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন্ কামশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্ ॥ ৩২

যথেষ্টং গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে নাহং দাস্যামি কামিনীম্।
যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী ॥ ৩৩

কামার্ত্তস্য চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হতি।
নাহং দদে গুরো কান্তাং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৪

সূত উবাচ

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেত্থাশ্চিন্তামাপ কুযান্বিতঃ।
জগাম ত্বরসা সদ্য ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫

দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজয়িত্বা সুসংস্থিতঃ ॥ ৩৬

পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্।
কা চিন্তা তে মহাভাগ শোকার্ত্তোঽসি মহামুনে ॥ ৩৭

কেনাপমানিতোঽসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে।
ত্বদধীনমিদং সর্ব্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্যে চান্যে দেবসত্তমাঃ।
করিষ্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯

গুরুরুবাচ।

শশিনাপহৃতা ভার্য্যা তারা মম সুলোচনা।
ন দদাতি স দুষ্টাত্মা প্রার্থিতোঽপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০

সূত কহিলেন,—হে মহর্ষিমণ্ডল! দ্বিজরাজ চন্দ্র গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্কশবাক্যসকল শ্রবণ মাত্র সত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ২৯

তদনন্তর রজনীপতি চন্দ্র গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—অহে দ্বিজ! তুমি কি জন্য এরূপ নানা প্রকার অপলাপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? তাদৃশ সর্ব্বসুলক্ষণা অসিতাপাঙ্গী কামিনী তোমার উপযুক্ত নহে তুমি নিজে যেরূপ কদাকারমূর্ত্তি, সেই আপনার সদৃশের উপযুক্ত কোন কুরূপা স্ত্রীকে বাইয়া গ্রহণ কর। বিশেষতঃ তুমি ইহা স্থির জানিওযে, ভিক্ষুকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে ॥ ৩০-৩১

হে নির্ব্বোধ! বুঝিলাম, তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ; কারণ, রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়ককেই রতির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২

রে দুর্ম্মতে! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না। রে দ্বিজ! তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও॥ আর তুমি যে আমাকে অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও ভীত নহি; কারণ, তুমি কামার্ত্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না। গুরুদেব! তোমাকে আর কি বলিব, আমি তোমার সেই কমনীয় মূর্ত্তি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না; ইহাতে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় করিতে ত্রুটি করিও না ॥ ৩৩-৩৭

সূত কহিলেন,—মহর্ষিগণ! চন্দ্রের এতাদৃশ কঠোরোক্তি-সকল শ্রবণ করিলে পর পরম পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অবিলম্বে শচীপতি দেবেন্দ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

পরম উদারপ্রকৃতি শতক্রতু গুরুদেবকে মনোদুঃখে অভিভূত কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক তাদৃশ বিষণ্ণভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মন্! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণেরও বন্দনীয়; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে আপনি-ও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন? ভগবন্! সমস্ত লোকপালগণ সমেত যাবতীয় সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য, এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন; বিশেষতঃ আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্যমধ্যে কাহার কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন? গুরুদেব! অধিক আর কি বলিব, আপনি আদেশ করিলে অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবেন; অতএব সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৩৮-৩৯

হে মহর্ষিগণ! সূরগুরু কহিলেন,—দেবরাজ! শশধর আমার ভার্য্যা বিশালনয়না তারাকে অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি সেই দুরাত্মা কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥ ৪০

কিং করোমি সুরেশান ত্বমেব শরণং মম।
সাহায্যং কুরু দেবেশ দুঃখিতোঽস্মি শতক্রতো ॥ ৪১

ইন্দ্র উবাচ

মা শোকং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ দাসোঽস্মি তব সুব্রত।
আনয়িষ্যাম্যহং নূনং ভার্য্যাং তব মহামতে ॥ ৪২
প্রেষিতে ময়া দূতে ন দাস্যতি মদাকুলঃ।
ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৩
ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্
প্রেষয়ামাস সোমায় বার্ত্তাশংসিনমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪
স গত্বা শশিলোকন্তু ত্বরিতঃ সুবিচক্ষণঃ।
উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫
প্রেষিতোঽহং মহাভাগ শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া
কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদ্ ব্রবীমি মহামতে ॥ ৪৬

সুরেশ্বর! আমি এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করি বল। ফলতঃ তুমিই আমার পরম আশ্রয়; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর, বিশেষতঃ তুমি নিজ বাহুবলপ্রভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ; সুতরাং এজগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি, এ বিষয়ে তুমি আমায় সাহায্য কর ॥ ৪১

ইন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধর্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; বিশেষতঃ যখন আমি আপনার দাস রহিয়াছি, তখন চিন্তার বিষয় কি? হে মহামতে! আমি নিশ্চয়ই আপনার ভার্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২

গুরুদেব! আমি এখনই চন্দ্রের নিকট দূত পাঠাইতেছি তাহাতে সে মদগর্ব্বিত হইয়া যদি আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩

দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যে ব্যক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়নবিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে সমর্থ হইবে, তাদৃশ একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বাগ্মী দূতকে বিজরাজ চন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪

ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চন্দ্রকে কহিলেন,—হে মহাভাগ! আপনাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরপতি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, অতএব দূতবাক্যে কদাচ কষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে

ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ নীতিং জানাসি সুব্রত।
অত্রিঃ পিতা তে ধর্ম্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৭
ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্ব্বভূতৈর্যথাশক্তি হ্যতন্দ্রিতৈঃ।
তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮
যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যাদ্দাররক্ষণে।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি চিন্তয় ত্বং সুধানিধে ॥ ৪৯
অষ্টাবিংশতিসাখ্যাস্তে কামিন্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ।
গুরুপত্নীঃ কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে ॥ ৫০
স্বর্গে সদা বসন্ত্যেতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ।
ভুঙ্ক্ষ তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১
ঈশ্বরা যদি কুর্ব্বন্তি জুগুপ্সিতমহস্তয়া
অজ্ঞাস্তদনুবর্ত্তন্তে তদা ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২

যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫-৪৬

আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি অত্রি আপনার পিতা, আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন, বিশেষতঃ তপশ্চর্য্যা ও নিয়মাদিজনিত পুণ্যপ্রভাবে পরম সৌভাগ্য লাভও করিয়াছেন, অতএব এরূপ বিবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া কোন নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোনক্রমেই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। আর ইহাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা প্রাণিমাত্রেই যথাসাধ্য রক্ষণীয়া, বস্তুতঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করে না, সুতরাং সেজন্য ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭-৪৮

সুধাকর! পত্নীরক্ষাবিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন অতএব আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন। বিশেষতঃ আপনার আটাশটী মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা, এসকল সত্ত্বেও আপনি কোন্ বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৪৯-৫০

আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সম্ভোগেই নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেশ্যারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্ব্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন। দেখুন, মহামহিমশালী মহাত্মারাও যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটীকে কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচরিত পথের অনুবর্ত্তী হয়; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১-৫২

তস্মাদ্যুঞ্চ মহাভাগ গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্ ।
কলহস্ত্বন্নিমিত্তোঽস্তু সুরাণাং ন ভবেদ্ যথা ॥ ৫৩

সূত উবাচ ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ ।
ভর্ত্সয়া প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪

ইন্দুরুবাচ ।

ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাবাহো দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ।
পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতী ॥ ৫৫
পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ
দুর্লভস্তু স্বয়ং কর্ত্তা প্রাপ্তে কর্ম্মণি সর্ব্বদা ॥ ৫৬
বার্হস্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্নন্তি মানবাঃ ।
কো বিরোধোঽত্র দেবেশ কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৭

অতএব হে মহাভাগ! আপনি গুরুর সেই মনোমোহিনী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করুন অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপলক্ষ্যে এক্ষণে যাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিষম বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি সেই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হউন ॥ ৫৩

সূত কহিলেন,—হে মহর্ষিবৃন্দ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্দিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণমাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; তাহার পর তিনি তখনই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভর্ত্সনাক্রমে প্রত্যুত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪

চন্দ্র বলিলেন,—ইন্দ্র! তুমি একে ত' নিজে মহান্ বাহুবল-সম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতও পরম ধর্ম্মজ্ঞ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিও একই প্রকার দেখিতেছি। ফলতঃ কাহারও কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই ॥ ৫৫

অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু, কিন্তু সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে তাহা সকল সময়েই অনুষ্ঠান করিতে পারে, এ সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬

দেবেন্দ্র! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানবমাত্রে সকলেই ত' বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে। (তবে তিনি যখন নিজশাস্ত্রে কামার্ত্তা রমণী সম্ভোগে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন) তখন আমিও যদি তাদৃশী সকামা স্ত্রীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন? ৫৭

এই সংসারমধ্যে যাহা কিছু বস্তুজাত আছে, তৎ সমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুর্ব্বলের কিছুই নহে। এটী আপনার আর একটী অন্তের, এ সকল কেবল অবিদ্যাদৃষ্টি নির্ব্বোধদিগের পক্ষেই জানিবে ॥ ৫৮

স্বকীয়ং বলিনাং সর্ব্বং দুর্ব্বলানাং ন কিঞ্চন ।
স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোঽয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮

তারা ময্যনুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরৌ ।
অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধর্ম্মতো ন্যায়তস্তথা ॥ ৫৯

গৃহারম্ভস্তু রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ
বিরক্তেয়ং যদা জাতা চক্রমেঽনুজকামিনীম্ ॥ ৬০

ন দাস্যেঽহং বরারোহাং গচ্ছ দূত বদ স্বয়ম্ ।
ঈশ্বরোঽসি সহস্রাক্ষ যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬১

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসন্নিধিম্ ।
ইন্দ্রায়াচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২

তূরাষাড়পি তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো বভূব হ ।
সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্বিভুঃ ॥ ৬৩

বিশেষতঃ তারা আমাতে যেরূপ অনুরাগিণী, তোমার গুরুর প্রতি সেরূপ নহে; অতএব ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অনুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ করিব? ৫৯

ফল কথা, লোকে অনুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থধর্ম্মের সুখানুভব করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোক স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠসহোদর সম্বর্ত্তের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী নহে* ॥ ৬০

ইন্দ্র! তুমি নিজে সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটি একবার মনে ভাবিয়া দেখিও, তোমায় অধিক আর কি বলিব, তুমি ত' স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হও। দূত! তুমি যাও, তাহাকে স্বয়ং বলিও আমি সেই বরবর্ণিনী কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১

সূত কহিলেন—শুষিগণ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্র-দেবের তাদৃশ গর্ব্বোক্তিসকল নিজ প্রভু দেবেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করিলেন ॥ ৬২

মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্যসকলকে সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩

* এই কথা পদ্মপুরাণে আছে। মহাভারতেও এরূপ এক প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে যে, বৃহস্পতি নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতাকে উপভোগ করিয়াছিলেন, তখন তারা বৃহস্পতির প্রতি উদাসীন হইয়া যান।

শুক্রস্তু বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরোর্ধৈর্যান্ততো যযৌ ।
মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪
সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে ।
ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেন্দ্রেণ মারিষ ॥ ৬৫
শঙ্করস্তু তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্ ।
গুরুশক্রং ভৃগুং মত্বা সাহায্যমকরোৎ তদা ॥ ৬৬
সংগ্রামস্তু তদা বৃত্তো দেব-দানবয়োর্দ্রুতম্ ।
বহূনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭
দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ ।
হংসারূঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশান্তয়ে ॥ ৬৮
রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি ।
নোচেদ্ বিষ্ণুং সমাহূয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥৬৯

এদিকে ভৃগুনন্দন অসুরাচার্য্য শুক্র এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ-মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষপ্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহিলেন,—চন্দ্র ! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না। হে মহাত্মন্ ! যদি ইন্দ্রের সহিত তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব, অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪-৬৫

পরন্তু যখন দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র গুরু-পত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে সুরগুরুর শত্রুতা-চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৬

মহর্ষিগণ ! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেব-সৈন্যের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, অধুনা বৃহস্পতিপত্নী তারার নিমিত্ত সেইরূপ পুনরায় দেব-দানবে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭

সেস্থানে লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টিক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশশান্তির নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮

পিতামহ সমরাঙ্গণে আগমনমাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে কহিলেন,—শশধর ! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখনই গুরু-ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কর। আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে এই দণ্ডেই বিষ্ণুকে আনিয়া তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
কিমন্যায় মতির্জাতা সঙ্গদোষান্মহামতে ॥ ৭০
নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্
মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেষিতস্তব ॥ ৭১

সূত উবাচ ।

দ্বিজরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্বচনমদ্ভুতম্
দদৌ চ তৎপ্রিয়াং ভার্য্যাং গুরোর্গতভয়ঃ শুভাম্ ॥৭২
প্রাপ্য কান্তাং গুরুর্হৃষ্টঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ ।
ততো দেবাস্ততো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি ॥৭৩
ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ ।
বৃহস্পতিস্তু সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য ভার্য্যাং মনোরমাম্ ॥ ৭৪
ততঃ কালেন কিয়তা তারাসূত সুতং শুভম্ ।
সুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫

তাহার পর অসুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন,—ওহে ! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বিশেষতঃ নিজেও পরম-জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ ? কেবল সঙ্গদোষবশতই কি তোমার এরূপ অধর্মে মতি ঘটিল ? ৭০

তখন ভৃগুকুলতিলক শুক্র পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। পরে তাঁহাকে বলিলেন,—সুধাংশো ! দেখ, তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন ; অতএব আর গুরুভার্য্যাকে রাখিবার প্রয়োজন নাই, এইক্ষণেই দিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১

সূত কহিলেন—হে মহর্ষিগণ ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভার্গবের তাদৃশ আশ্চর্য্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া যদিও দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্তা, বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ৭২

গুরুদেব নিজ ভার্য্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতি গমন করিলেন ; তদ্দর্শনে সুরাসুর সকলেই স্ব-স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩

পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সভাধামে, শঙ্করও কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪

অনন্তর এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর গুরুভার্য্যা তারা অনুকূল গ্রহনক্ষত্রাদি সময়ে শুভক্ষণে শশধরসদৃশ রূপগুণ-সম্পন্ন পরম সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫

দৃষ্ট্বা পুত্রং গুরুর্জাতং চকার বিধিপূর্ব্বকম্
জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৬
শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্রস্য মুনিসত্তমাঃ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭
ন চায়ং তব পুত্রোঽস্তি মম বীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকর্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ।
উবাচ মম পুত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯
পুনর্বিবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেব-দানবাঃ।
যুদ্ধার্থমাগতাস্তেষাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০
তত্রাগতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ।
নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্ ॥ ৮১
তারাং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কন্যায়ং তনয়ঃ শুভে
সত্যং বদ বরারোহে যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২
তমুবাচাসিতাপাঙ্গী লজ্জমানাপ্যধোমুখী।
চন্দ্রস্যেতি শনৈরুর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩
জগ্রাহ তু সুতং সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪
যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ
যথাগতং গতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জনৈঃ ॥ ৮৫
কথিতেয়ং বুধোৎপত্তির্গুরুক্ষেত্রে চ সোমতঃ
যথা শ্রুতা ময়া পূর্ব্বং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত সমস্ত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ৭৬

এদিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য! তারার গর্ভে যে পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে তোমার নহে আমার, ফলতঃ তাহাকে আমার ঔরসজাত বলিয়া জানিবে, অতএব তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় কি করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিষয়ে জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলে? ৭৭-৭৮

বৃহস্পতি দূতমুখে সেই সকল চন্দ্রের কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্র যখন আমার সমস্ত অবয়বসাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন এই পুত্র যে আমার ঔরসজাত, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৭৯

হে মুনিসত্তম মহর্ষিমণ্ডল! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যাখান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সমবেত সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন এবং সুসজ্জণার নিমিত্ত সেইস্থলে তাঁহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০

এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই সকল লোকক্ষয়কর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তিবাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে আগমন পূর্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ দেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১

তারপর ধর্ম্মাত্মা পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভদ্রে! তুমি রমণীমণ্ডলের শিরোমণি, অতএব সত্য বল এই পুত্রটী কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সমরবহ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২

অসিতাপাঙ্গী বরবর্ণিনী তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ও মহতের আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে 'চন্দ্রমার পুত্র' এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সেই স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮৩

তখন দ্বিজরাজ চন্দ্র আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রাখিয়া পুনরায় স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৪

তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা করিবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যেস্থল হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৫

হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুরু বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমস্তই সেইভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে বুধোৎপত্তিনামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[বনভ্রমণরতস্য রাজ্ঞঃ সুদ্যুম্নস্য স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি-রিলানাম-প্রাপ্তিশ্চ, বুধেন সহ ইলায়া মিলনম্, ততঃ পুরূরবস উৎপত্তিঃ, ইলয়া দেব্যাঃ স্তুতিশ্চ]

সূত উবাচ ।

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ
বুধপুত্রোঽতিধর্ম্মাত্মা যজ্ঞকৃদ্দানতৎপরঃ ॥ ১
সুদ্যুম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
সৈন্ধবং হয়মারুহ্য চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২
ধৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈর্দংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ ।
ধনুরাজগবং বধ্বা বাণসঙ্ঘং তথাদ্ভুতম্ ॥ ৩
স ভ্রমংস্তদ্বনোদ্দেশে হন্যমানো রুরূন্ মৃগান্ ।
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪
শরভান্মহিষাংশ্চৈব সামরান্ বনকুক্কুটান্ ।
নিঘ্নন্ মেধ্যান্ পশূন্ রাজা কুমারবনমাবিশৎ ॥ ৫
মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারদ্রুমরাজিতম্
অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা
আম্রৈর্নীপৈর্মধূকৈশ্চ মাধবীগুল্মাবৃতম্ ॥ ৭
দাড়িমৈর্নারিকেলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্ ।
যূথিকামালতীকুন্দপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্ ॥ ৮
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণং কীচকধ্বনিনাদিতম্ ।
ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা সুদ্যুম্নঃ সেবকৈর্বৃতঃ ।
বৃক্ষান্ সুপুষ্পিতান্ বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০
প্রবিষ্টস্তত্র রাজর্ষিঃ স্ত্রীত্বমাপ ক্ষণাৎ ততঃ ।
অশ্বোঽপি বড়বা জাতশ্চিন্তাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১
কিমেতদিতি চিন্তার্ত্তশ্চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো লজ্জয়ান্বিতঃ ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায় ।

[বনভ্রমণরত রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি ও ইলানামপ্রাপ্তি, বুধের সহিত ইলার মিলন, তাহারপর পুরূরবার উৎপত্তি এবং ইলাকর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি ।]

সূত কহিলেন—হে মহর্ষিমণ্ডল ! অতঃপর আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত সেই বদান্যবর, নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত ও ধর্ম্মাত্মা পুরূরবা বুধদেবের ঔরসে ইলানামে কোন ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । ১

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্ত্তী সুদ্যুম্ন কোন সময়ে কর্ণে মনোহর কুণ্ডল ধারণ করত হস্তে আজগবনামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তূণীর ধারণপূর্ব্বক কতিপয় অমাত্যমাত্র সমভিব্যাহারে একটি সিন্ধুদেশজাত অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়া উদ্দেশে অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ২-৩

তিনি সেই বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমতঃ কতকগুলি রুরুজাতীয় মৃগকে বিনাশ করিলেন ; পরে শশক, শূকর, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, সৃমর ও বন্য কুক্কুট প্রভৃতি যজ্ঞের উপযোগী পবিত্রমাংস নানাজাতি পশুসকল সংহার পূর্ব্বক ক্রমে রাজা বনে প্রবিষ্ট হইলেন । ৪-৫

হে মহর্ষিগণ ! সুমেরুর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমারকাননের কোন কোন স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দারতরুসকল শোভা পাইতেছে ; কোথাও বা বিবিধ লতাজালসমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুমগন্ধে সুবাসিত, কোন দিকে সাল, তাল, তামাল, পনস ও আম্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত, আবার কোনস্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমদ্রুমসকল মাধবীলতাগুল্মে বিমণ্ডিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে । মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষে যূথিকা, মালতী ও কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলীবণ্ডমণ্ডিত সরোবরসকল হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । বায়ুপ্রতিহত ভগ্নভূমিস্থ কীচকাখ্য বংশসকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, সেই সঙ্গে ভ্রমরসকল গুণ গুণ রবে গান ধরিয়া যূথে যূথে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে । ঋষিগণ ! সহচরগণে পরিবৃত নরপতি সুদ্যুম্ন তাদৃশ সর্ব্বসুখাবহ উপবন এবং কোকিলকুলের সুমধুর ঝঙ্কারপূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একেবারে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পড়িলেন । ৬-১০

কিন্তু রাজর্ষি সুদ্যুম্ন সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া ভূপতি অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হইলেন । ১১

অনন্তর সেই পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমতঃ ভাবিলেন যে, এ আবার কি হইল ? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,

কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ।
কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো গৃহম্ ॥ ১৩

ঋষয়ঃ ঊচুঃ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ।
মুহ্যন্নঃ স্ত্রীত্বমাপন্নো ভূপতির্দেবসন্নিভঃ ॥ ১৪
কিং তৎকারণমাচক্ষ্ব বনে তত্র মনোহরে।
কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ সুব্রত ॥ ১৫

সূত উবাচ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়ঃ সনকাদয়ঃ
দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬
তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদাযুতঃ
ক্রীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭
উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্ত্তুরমমাণা মনোরমা
তান্ বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥ ১৮

এখন আমি কি উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি করিয়াই বা রাজকার্য্য সম্পাদন করিব? হায়! কে আমায় সহসা তাদৃশ পুরুষত্ব হইতে বঞ্চিত করিল ॥ ১২-১৩

ঋষিগণ করিলেন—হে লোমহর্ষণনন্দন সূত! তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবতুল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি সুহ্যুম্ন সেই মনোরম কুমার-বনে প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন? হে সুব্রত! সে বিষয়ে সমস্ত কারণ আমাদিগের নিকট বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া বল ॥ ১৪-১৫

সূত কহিলেন—হে মহর্ষিমণ্ডল! কোন সময় ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনকাদি ঋষিগণ দেবাদিদেব ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অঙ্গজ্যোতিঃপ্রভাবে দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৬

কিন্তু সেই সময় সর্ব্বকল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন এবং মনোরমা হিমালয়-নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষ্যে বিবস্ত্র হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন, এরূপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অম্বিকাদেবী অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কান্তের উৎসঙ্গদেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন, পরন্তু তিনি সেই অন্তরাল দেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৯

ভর্ত্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় বস্ত্রমাদায় পর্য্যধাৎ।
লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯
ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ।
পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নর-নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২০
স্ত্রীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ।
কথং লজ্জাতুরাসি ত্বং সুখং তে প্রকরোম্যহম্ ॥ ২১
অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোঽপি বরাননে।
বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবিষ্যতি ॥২২
ইতি শপ্তং বনং তেন যে জানন্তি জনাঃ ক্বচিৎ।
বর্জ্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩
সুহ্যুম্নস্তু তদজ্ঞানাৎ প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ।
তথৈব স্ত্রীত্বমাপন্নস্তৈঃ সহেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং ত্রিয়া।
বিচচার বহিস্তস্মাদ্ বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫

এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শন-মাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০

তদনন্তর সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জান্বিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কিজন্য এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্তবিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানভাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই স্ত্রীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১-২২

হে ঋষিগণ! যদিও কুমার-উপবন সমস্ত সুখের আস্পদীভূত বটে, কিন্তু যে অবধি সেই দেবদেব শম্ভু এতাদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল বৃত্তান্ত লোকপরম্পরায় অবগত হইয়াছিল, তাহারা আর কখনও সেই পুরুষত্বনাশক অরণ্যের নিকটস্থও হইত না। অতএব নরপতি সুহ্যুম্ন না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর বনে প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে স্ত্রীভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ২৩-২৪

তদনন্তর রাজর্ষি সুহ্যুম্ন চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক প্রকার বিচার করিয়াও স্ত্রীজাতি হওয়ায় লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। হে মহর্ষিগণ! যদিও তিনি তৎকালে স্ত্রীযোনি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সুমহৎ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করায়

ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং স্ত্রীত্বে তেন মহাত্মনা
বিচরংস্তত্র সম্প্রাপ্তো বুধঃ সোমসুতো যুবা ॥ ২৬
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং তাং তু দৃষ্ট্বা কান্তাং মনোরমাম্।
হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ২৭
সাপি তং চকমে কান্তং বুধং সোমসুতং পতিম্।
সংযোগস্তত্র সঞ্জাতস্তয়োঃ প্রেম্না পরস্পরম্ ॥ ২৮
স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্।
ইলায়াং সোমপুত্রস্তু চক্রবর্ত্তিনমুত্তমম্ ॥ ২৯
সা প্রাসূত সুতং বালা চিন্তাবিষ্টা বনে স্থিতা
সস্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০
স তদাস্য দশাং দৃষ্ট্বা সুদ্যুম্নস্য কৃপান্বিতঃ।
অতোষয়ন্মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্।

বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ত্বং রাজ্ঞঃ প্রিয়স্য চ ॥ ৩২
শঙ্করস্তু নিজাং বাচমৃতাং কুর্ব্বন্নুবাচ হ।
মাসং পুমাংস্তু ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ৩৩
ইত্থং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ।
চক্রে রাজ্যং স ধর্মাত্মা বশিষ্ঠস্যাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪
স্ত্রীত্বে তিষ্ঠতি হর্ম্ম্যেষু পুংস্ত্বে রাজ্যং প্রশাস্তি চ।
প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যনন্দন্ মহীপতিম্ ॥ ৩৫
কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরূরবাস্তদা।
প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬
গত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাদ্রুমসমাকুলে।
নারদান্নমন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমনুত্তমম্ ॥ ৩৭
জজাপ মন্ত্রমত্যর্থং প্রেমপূরিতমানসঃ।
পরিতুষ্টা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮

এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন বলিয়া সচিবগণ কর্ত্তৃক ইলা (পূজ্যা) এইরূপ নামপ্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় অলৌকিক যৌবনশোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দৈবগতিকে সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া হাবভাবাদি বিবিধ কামকলাবিভূষিতা স্ত্রীগণপরিবৃতা কমনীয়-মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন। এদিকে সেইরূপ যৌবনাঢ্যা ইলাদেবীও মনোজ্ঞমূর্ত্তি সোমনন্দন বুধকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিণী হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেইস্থলেই রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫-২৮

মহর্ষিগণ! আপনারা পূর্ব্বে যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই রাজচক্রবর্ত্তী পুরূরবাকে সোমসুত বুধ পুত্ররূপে সেই ইলার গর্ভে জন্মদান করেন। রাজা সুদ্যুম্ন কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকায় নিরন্তর চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করিলেন ॥ ২৯-৩০

যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সুদ্যুম্নের তাদৃশ দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া অনুকম্পাবশতঃ জগৎকল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেবকে তপস্যায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১

দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সুদ্যুম্নের পুনর্ব্বার যাহাতে পুরুষত্ব লাভ হয়, তাদৃশ বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩২

ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার পূর্ব্বপ্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন,—বশিষ্ঠ! তোমার শিষ্য এই নরপতি একমাস স্ত্রী, একমাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রী-পুরুষত্ব লাভ করিবে, ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিও না ॥ ৩৩

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ঈদৃশ বর লাভ করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্যাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪

পরন্তু তিনি যে যে মাসে স্ত্রীভাবাপন্ন হইতেন, সেই সময়ে অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থান করিতেন; আর যে সময়ে পুরুষত্ব লাভ করিতেন, সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের ন্যায়ান্যায় বিষয়ের বিচার করিতেন। এরূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরূরবা ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন, তখন নরপতি সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান-নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই রাজধানীতে রাজ্যেশ্বর করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬

তিনি সেই নানাজাতি তরুরাজিসঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্ব্বোত্তম নবাক্ষর (নবার্ণ) শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে

সিংহারূঢ়া স্থিতা চাগ্রে দিব্যরূপা মনোরমা।
বারুণীপানসম্মত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ।
প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥৪০

ইলোবাচ।

দিবঞ্চ তে ভগবতি প্রথিতং স্বরূপং
দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্।
বন্দে ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং সুরসঙ্ঘসেব্যং
কামপ্রদং জননি চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥৪১
কো বেত্তি তেঽদ্য ভুবি মর্ত্ত্যতনুনিকামং
মুহ্যন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সর্বে
ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং কৃপণে দয়াঞ্চ
দৃষ্ট্বৈব দেবি সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২
শম্ভুর্হরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ
বিত্তেশ-বহ্নি-বরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ।
জানন্তি নৈব বসবোঽপি হি তে প্রভাবং
বুধ্যেৎ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩
জানাতি বিষ্ণুরমিতত্বাত্তিরস্য সাক্ষাৎ
ত্বাং সাত্ত্বিকীমুদধিজাং সকলার্থদাঞ্চ।
কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং
বেদাত্মিকে ন তু পুনঃ খলু নির্গুণাং ত্বাম্ ॥৪৪
ক্বাহং সুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ
ক্বায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ।
জানে ভবানি চরিতং করুণাসমেতং
যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ ॥ ৪৫
বৃত্তস্ত্বয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি
নৈবাদরতাপি মুদং মধুসূদনশ্চ।
পাদৌ তবাম্বিপুরুষঃ কিল পাবকেন
কৃত্বা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ ॥ ৪৬

লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে জগন্নিস্তারকারিণী পূর্ণ মঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী ইলারূপী নরপতি সুদ্যুম্নের তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া বারুণী পানপ্রমত্ত মদবিঘূর্ণিতলোচন ভক্তজন-মনোহর দিব্য সত্ত্ব মূর্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ৩৭-৩৯

ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাতীত নিরুপম মূর্তি সন্দর্শন মাত্র প্রেমাকুলিতলোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতি সহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪০

ইলা বলিলেন—মাতঃ! ভগবতি! আপনার এই জগজ্জন-হিতকর বিশ্ববিস্তৃত দিব্যমূর্তি আমি এই চর্মচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম, কি সৌভাগ্য। জননি! কি বলিয়া স্তব করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না, অতএব কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্বমনোরথপূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবৃন্দবন্দনীয় চরণকমল বারংবার বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি। ৪১

মাতঃ! আপনার এই ঐশ্বর্যমহিমার সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হইতে পারে? দেবি! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য এবং দীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি। ৪২

জননি! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন, চন্দ্র প্রভৃতি বসুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে? ৪৩

জননি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যগ্‌রূপে অবগত নহেন কারণ, অমিততাতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন, ব্রহ্মা আপনাকে রজোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্তা মহেশ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু মাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থাস্বরূপিণী ত্রিগুণা নির্গুণা বলিয়া জানেন না। ৪৪

ঈশ্বরি! আপনি এরূপ অবেদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াস-লভ্যা হয়েন। কারণ, বুদ্ধি-প্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায়? আর আপনার এরূপ সুপ্রসন্নতাই বা কোথায়॥ ফলতঃ এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অভাব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবানি! আমি জানি যে, যাহারা আপনাতে একাগ্র-ভাবে রত থাকে, আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। ৪৫

কি আশ্চর্য্য! মধুসূদন বিষ্ণু আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মী-দেবী কর্তৃক পরিণীত হইয়াও 'আমি ইহার যোগ্য নহি' এরূপ ভাবিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন না। তবে যে সেই আদি-পুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণসম্বাহন করান, সে কেবল লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন। ৪৬

বাঞ্ছাত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং
পাদাহতিং সমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
তাং ত্বং করোষি রুষিতা প্রণতঞ্চ পাদে
দৃষ্ট্বা পতিং সকলদেবনুতং স্মরার্ত্তম্ ॥৪৭
বক্ষঃস্থলে বসসি দেবি সদৈব তস্য
পর্য্যঙ্কবৎসুচরিতে বিপুলেঽতিশান্তে
সৌদামনীব সুঘনে সুবিভূষিতে চ
কিং তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোঽপি ॥৪৮
ত্বং চেজ্জহাসি মধুসূদনমম্ব কোপা-
দ্বৈবার্চ্চিতোঽপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ।
প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি
শান্তং শ্রিয়োজ্ঝিতমতীব গুণৈর্বিযুক্তম্ ॥৪৯
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা ন তু কিং যুবত্যো
যে ত্বৎপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি।
মন্যে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ খলু তে পুমাংসঃ
কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনন্তবীর্য্যে ॥৫০
ত্বং নাপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাসি দেবি সগুণা নমু নির্গুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥৫১

সূত উবাচ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা।
পরিতুষ্টা দদৌ দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২
সুহ্যুম্নস্তু ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্।
তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে সুহ্যুম্নস্তুতির্নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

জননি! বোধ হয়, সেই পুরাণপুরুষ বিষ্ণু অশোকবৃক্ষের ন্যায় নিজ প্রফুল্লতার জন্য আনন্দিত হইয়া স্ত্রীলোকের পদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেইজন্যই আপনি সকল দেববন্দিত স্মরার্ত্ত পতিকে চরণে পতিত দেখিয়া রুষ্টার ন্যায় পদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭

দেবি! আপনি সেই বিষ্ণুর সুবিভূষিত পর্য্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে অতিঘন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন, সেই জন্যই কি বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার বাহনসদৃশ হইয়াছেন? ৪৮

দেবি! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি কোপপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিহীন বলিয়া অর্চ্চনা করিবে না। ইহা ত' ইহলোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ নির্গুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯

জননি! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি একসময়ে মণিদ্বীপে যাইয়া স্ত্রীরূপী হয়েন নাই? মাতঃ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যদি সেইরূপ আমাকেও করেন, তাহা হইলে আমিও পুরুষ হইব; কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি, সুতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি বর্ণনা করিব? (ফলতঃ আপনার অসাধ্য কিছুই নাই।) ॥ ৫০

আপনি স্ত্রী কি পুরুষ এ বিষয়ে আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে। দেবি! আপনি সগুণ বা নির্গুণ হউন, যে কেহই হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। মাতঃ! আমার ইচ্ছা যেন অন্তিম সময়ে আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! সেই মহীপাল সুহ্যুম্ন এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণাগত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মস্বরূপ সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২

রাজা সুহ্যুম্ন এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও দুর্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৩

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে সুহ্যুম্নকর্ত্তৃক দেবীস্তুতিবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[উর্ব্বশী-পুরূরবসোর্ব্বৃত্তান্তবর্ণনম্ ।]

সূত উবাচ ।

সুহৃল্লোকে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১

প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২

মন্ত্রঃ সুগুপ্ততস্যাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা ।
সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩

সামদানাদয়ঃ সর্ব্বে বশগাস্তস্য ভূপতেঃ ।
বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্ম্মস্থান্ কুর্ব্বন্ রাজ্যং শশাস হ ॥ ৪

যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজন্ বহুদক্ষিণান ।
দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫

তস্য রূপ-গুণৌদার্য্য-শীল-ভবিণ-বিক্রমান্ ।
শ্রুত্বোর্ব্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬

ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা সা মানুষং লোকমাস্থিতা ।
গুণিনং তং নৃপং মত্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭

সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গনা
এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যস্তৌ রক্ষস্ব মানদ ॥ ৮

ঘৃতং মে ভক্ষণং নিত্যং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ পাশনম্ ।
নেক্ষে ত্বাঞ্চ মহারাজ নগ্নমন্যত্র মৈথুনাৎ ॥ ৯

ভাষাবন্ধস্বয়ং রাজন্ যদি ভগ্নো ভবিষ্যতি ।
তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০

অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্ রাজ্ঞা কামিন্যা ভাষিতং তু যৎ ।
স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাময়া ॥ ১১

রেমে তদা স ভূপালো লীনো বর্ষগণান্ বহূন্ ।
ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিকং ত্যক্ত্বা চোর্ব্বশ্যা মদমোহিতঃ ॥ ১২

একচিত্তস্তু সঞ্জাতস্তন্মনস্কো মহীপতিঃ ।
ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ ॥ ১৩

এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ ।
উর্ব্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বানাহ দেবরাট্ ॥ ১৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[উর্ব্বশী ও পুরূরবার বৃত্তান্ত বর্ণন ।]

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ ! নৃপতি সুহৃদ্যায় স্বর্গগমন করিলে পর অশেষ গুণশালী রূপবান্ পুরূরবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১

সেই সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ রাজা প্রজারঞ্জনে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান নগরে থাকিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন ॥ ২

তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্ব্বদাই উৎসাহ-বিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩

সাম-দান প্রভৃতি উপায়চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল। ফলতঃ পুরূরবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসীদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে রাখিয়া যথাবিধিতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

তিনি বহু দক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অধিগণকে অশেষপ্রকার দান করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তাঁহার রূপ, গুণ, ঔদার্য্য, স্বভাব, ঐশ্বর্য্য এবং বল শুনিয়া উর্ব্বশী বশীভূত হইয়া সেই মনুষ্যরাজকে কামনা করিলেন ॥ ৬

ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা নরলোকস্থিতা সেই মানিনী উর্ব্বশী সেই রাজা পুরূরবাকে গুণী মনে করিয়া বরণ করিলেন ॥ ৭

উর্ব্বশী সেই রাজার নিকট এইরূপ নিয়ম করিয়া রহিলেন যে, হে মানদ ! এই মেষশাবক দুইটি আপনার নিকট ন্যস্ত হইল, আপনি ইহাদের রক্ষা করিবেন ॥ ৮

আমি প্রতিদিন কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিব। আমার ঘৃতভিন্ন অন্য কোন ভক্ষ্যের প্রয়োজন নাই এবং মৈথুন কাল ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে আপনাকে যেন নগ্ন না দেখি ॥ ৯

রাজন্ ! এই আমার প্রতিজ্ঞা, যদি তুমি কখনও এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব, এই সত্য কথা বলিলাম ॥ ১০

সেই রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর এই বাক্য স্বীকার করিলেন এবং উর্ব্বশীও শাপমোচনের কামনায় এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেন ॥ ১১

সেই রাজা বহু বর্ষ যাবৎ সেই রমণীতে আসক্ত এবং মদমোহিত হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১২

সেই রাজা একচিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া এক দণ্ডও উর্ব্বশী-রহিত হইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৩

এইরূপে বহু বর্ষ গত হইলে স্বর্গস্থিত দেবরাজ ইন্দ্র উর্ব্বশীকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণকে বলিলেন ॥ ১৪

উর্ব্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্ব এব হি
স্বস্ত্রোরণৌ গৃহাৎ তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল ॥ ১৫
উর্ব্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্ ॥ ১৬
ইত্যুক্তাস্তেঽথ গন্ধর্ব্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ।
ততো গত্বা মহাগাঢ়ে তমসি প্রত্যুপস্থিতে ॥ ১৭
জহ্রুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্।
চক্রন্দতুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সা ॥ ১৮
উর্ব্বশী তদুপাকর্ণ্য ক্রন্দিতং সুতয়োরিব।
কুপিতোবাচ রাজানং সময়োঽয়ং কৃতো ময়া ॥ ১৯
নষ্টোঽহং তব বিশ্বাসাদ্ধৃতৌ চৌরৈর্মমোরণৌ।
রাজন্ পুত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।
উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১
এবং বিলপমানাং তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ।
নগ্ন এব যযৌ তূর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২
বিদ্যুৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্ব্বৈর্নৃপবেশ্মনি।
নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টো ভূপতির্গন্তুকাময়া ॥ ২৩
ত্যক্ত্বোরণৌ গতাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ পথি পার্থিবঃ।
নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রান্তো জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪
তদোর্ব্বশীং গতাং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিদুঃখিতঃ।
নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী গতা সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫
ক্রন্দন্ স দেশ-দেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬
ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্
দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭
অয়ে জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বং তন্মানসং কান্তং বশগঞ্চাপ্যনাগসম্ ॥ ২৮
স দেহোঽয়ং পততত্রৈব দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া।
খাদন্ত্বেনং বৃকাঃ কাকাস্ত্বয়া ত্যক্তং বরোরু যৎ ॥ ২৯

হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই রাজার গৃহ হইতে মেষশাবক দুইটিকে অপহরণ করিয়া উর্ব্বশীর আনয়নের ব্যবস্থা কর ॥ ১৫

আমার এই স্থান উর্ব্বশীরহিত হইয়া অধিক শোভা পাইতেছে না। যে কোন উপায়ে সেই কামিনীকে তোমরা আনয়ন কর ॥১৬

অনন্তর বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হইলে সেই রাজার গৃহে গিয়া রাজাকে মৈথুনাসক্ত দেখিয়া সেই মেষ দুইটিকে অপহরণ করিল। মেষশাবক দুইটি আকাশ পথে অপহৃত হইতে হইতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ১৭-১৮

উর্ব্বশী পুত্রের ক্রন্দনের ন্যায় সেই মেষশাবকদ্বয়ের ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া কুপিত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ॥ ১৯

তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তাহা নষ্ট হইল। পুত্রসদৃশ মেষশাবক দুইটিকে চোর অপহরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় শুইয়া আছ ॥ ২০

নপুংসক বীরাভিমানী কুপতির দ্বারা আমি হৃত হইলাম; যেহেতু আমার প্রাণপ্রিয় মেষশাবক দুইটি আজ কোথায় চলিয়া গেল ॥ ২১

রাজা উর্ব্বশীকে এইরূপ ক্রন্দনরতা দেখিয়া বিমোহিত হইয়া নগ্ন অবস্থাতেই দ্রুত মেষশাবকদ্বয়ের পিছনে ধাবিত হইলেন ॥ ২২

সেই সময় গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক রাজার গৃহে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল এবং স্বর্গগমনে অভিলাষিণী উর্ব্বশী রাজাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিলেন ॥ ২৩

গন্ধর্ব্বগণ পথিমধ্যে মেষশাবক দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং রাজাও শ্রান্ত হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় মেষশাবক দুইটিকে গ্রহণ করিলেন এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২৪

অনন্তর উর্ব্বশী পতিকে নগ্ন অবস্থায় দেখিয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে প্রস্থান করিলেন। উর্ব্বশীকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

রাজা ক্রন্দন করিতে করিতে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কামমোহিতচিত্তে বিহ্বল হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে সেই নৃপশ্রেষ্ঠ পুরূরবা মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ২৭

হে প্রিয়ে! তুমি এস্থানে থাক, আমাকে সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না। আমার মন তোমাতে আসক্ত, আমি তোমার বশীভূত ও প্রিয় এবং আমার কোনও অপরাধ নাই ॥ ২৮

সুন্দর জঘনশোভিতে দেবি! এই সেই দেহ, তুমি যাহা এতদিন ভোগ করিয়াছিলে এবং যাহাকে তুমি এতদূর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছ, সেই দেহ আজ এস্থানেই পতিত হইবে অর্থাৎ

এবং বিলপমানং তং রাজানং প্রাহ চোর্ব্বশী।
দুঃখিতং কৃপণং ভ্রান্তং কামার্ত্তং বিবশং ভৃশম্ ॥ ৩০

উর্ব্বশ্যুবাচ।

মূর্খোঽসি নৃপশার্দ্দূল জ্ঞানং কুত্র গতং তব।
কাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব ॥ ৩১
ন বিশ্বাসো হি কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ।
গৃহং গচ্ছ সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥৩২

ইত্যুবাচ বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ
দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্বৈরিণী স্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩

সূত উবাচ

ইতি সর্ব্বং সমাখ্যাতমুর্ব্বশীচরিতং মহৎ।
বেদে বিস্তারিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে উর্ব্বশী-পুরূরবসোর্মেলনং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

আমি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে সামান্য ব্যাঘ্র কাক প্রভৃতি এই দেহ ভক্ষণ করিবে ॥ ২৯

এইরূপ বিলাপকারী, দুঃখিত, ভ্রান্ত, কৃপণ, কামার্ত্ত এবং অত্যন্ত বিবশ সেই রাজাকে উর্ব্বশী বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০

হে মহারাজ! আমি তোমাকে মূর্খ বলিয়া মনে করি। তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল? ভূপাল! ব্যাঘ্রের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও কোথায়ও বেশীদিন বন্ধুত্ব থাকে না, ইহা কি তুমি জান না? ৩১

রাজগণের স্ত্রীলোকে এবং চোরে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তুমি গৃহে যাও, সুখভোগ কর, নিরর্থক মনকে বিষণ্ণ করিও না ॥ ৩২

উর্ব্বশীকর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া বিমূঢ় রাজা প্রবোধ পাইলেন না। স্বৈরিণীর স্নেহের দ্বারা যন্ত্রিত হইয়া পরম দুঃখ পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

সূত কহিলেন,—এই মহৎ উর্ব্বশীর চরিত্র আমি সমস্ত বর্ণনা করিলাম। বেদে বিস্তৃতভাবে ইহা বলা আছে, আমি সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৩৪

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে উর্ব্বশী-পুরূরবার মিলননামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবস্য জন্মকথা, তস্য বৈরাগ্যমূলকোক্তিঃ, মায়াশক্তেঃ প্রাধান্যকথনঞ্চ]

সূত উবাচ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং ব্যাসশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকন্যেয়মপ্সরাঃ ॥১
এবং চিন্তয়মানন্তু দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাপ্সরাঃ।
ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিসৃজেদয়ম্ ॥ ২
সা কৃত্বাথ শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা।
কৃষ্ণস্তু বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীং তাং বিলোকয়ন্ ॥৩
কামস্তু দেহে ব্যাসস্য দর্শনাদেব সঙ্গতঃ।
মনোঽভিবিস্মিতং জাতং সর্ব্বাগাত্রেষু বিস্মিতঃ ॥৪
স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্য মানসং মুনিঃ।
ন শশাক নিয়ন্তুঞ্চ স ব্যাসঃ প্রসৃতং মনঃ ॥ ৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[শুকদেবের জন্মকথা, তাঁহার বৈরাগ্যমূলক উক্তি এবং মায়া-শক্তির প্রাধান্য কথন।]

হে মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চঞ্চললোচনা কন্যাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—এই দেবকন্যা অপ্সরা আমার যোগ্যা নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি কি করিব? ১

ব্যাসদেবকে এইরূপ চিন্তাকুল দেখিয়া—"ইনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন" এইরূপ ভয়ে অপ্সরা ভীত হইয়া পড়িল ॥ ২

সেই অপ্সরা তখন শুকীরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং ব্যাসদেবও তাহাকে বিহঙ্গীরূপে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৩

অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিয়া ব্যাসদেবের দেহে কামবাসনা উৎপন্ন হইল এবং সমস্ত দেহে কামদেবের সঞ্চারের ফলে তাঁহার মন অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল ॥ ৪

তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য-সহকারে মনকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার এই কামাসক্ত মনকে ব্যাসদেব কোনরূপে আয়ত্তে আনিতে পারিলেন না ॥ ৫

বহুশো গৃহ্যমাণঞ্চ ঘৃতাচ্যা মোহিতং মনঃ
ভাবিত্বাদ্দৈব বিধৃতং ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥ ৬
মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য মুনেরগ্নিচিকীর্ষয়া
অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমথাপতৎ ॥ ৭
সোঽবিচিন্ত্য তথা পাতং মমন্থারণিমেব চ।
তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতির্মনোহরঃ ॥ ৮
বিস্ময়ং জনয়ন্ বালঃ সজ্জাতস্তদরণ্যজঃ।
যথাধ্বরে সমিদ্ধোঽগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্ ॥ ৯
ব্যাসস্তু সুতমালোক্য বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য বরদানাচ্ছিবস্য বৈ ॥ ১০
তেজোরূপী শুকো জাতোঽপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ।
দ্বিতীয়োঽগ্নির্বিবাজ্যর্থং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১
বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্তু মুদিতং সুতম্।
দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২
গঙ্গা তং স্নাপয়ামাস সমাগত্য গিরেস্তদা।
পুষ্পবৃষ্টিস্তু খাজ্জাতা শিশোরুপরি তাপসাঃ ॥ ১৩

জাতকর্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৪
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ
বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুম্বুরুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫
তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবা বিদ্যাধরাস্তথা।
দৃষ্ট্বা ব্যাসসুতং দিব্যমরণীগর্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোর্ব্ব্যাং দণ্ড-কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭
সদ্যঃ স ববৃধে বালো জাতমাত্রোঽতিদীপ্তিমান্।
তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ ॥ ১৮
উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ।
উপতস্থুর্মহাত্মানং যথাস্য পিতরং তথা ॥ ১৯
যতো দৃষ্টং শুকীরূপং ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা।
শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ ॥ ২০
বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃত্বা ব্যাসসুতস্তদা
ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১

অমিততেজঃসম্পন্ন ব্যাসদেব বহুপ্রকারে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিয়া ঘৃতাচীকর্তৃক মুগ্ধ মনকে ভাবী কার্য্যবশতঃ কোন প্রকারে বশীভূত করিতে পারিলেন না। ৬

তখন অগ্নি উৎপাদন করিবার ইচ্ছায় অরণিমন্থনকারী ব্যাসদেবের হঠাৎ অরণীতেই শুক্র পতন হইল। ৭

তিনি শুক্রপাতের কথা চিন্তা না করিয়া অরণিমন্থন করিয়া চলিলেন, তখন ব্যাসের আকৃতির ন্যায় মনোহর মহাত্মা শুকদেব জাত হইলেন। ৮

যেরূপ যজ্ঞে অগ্নি ঘৃতাহুতির দ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া বিরাজ করেন, সেইরূপ সেই বালক অরণি হইতে জাত হইয়া নিজের দীপ্তিমান্ দেহে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। ৯

ব্যাসও সেই বালককে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, ইহা কিরূপে হইল? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই শিবের বরদানের প্রভাব। ১০

অরণীগর্ভসম্ভব তেজোরূপী শুকদেব নিজের তেজের দ্বারা দীপ্ত হইয়া দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১১

তখন ব্যাসদেব দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নির ন্যায় দিব্য তেজঃসম্পন্ন সদানন্দময় সেই তনয়কে দেখিতে লাগিলেন। ১২

তখন গঙ্গাদেবী পর্ব্বত হইতে আগমন করিয়া নিজের পবিত্র জলদ্বারা বালককে স্নান করাইলেন। তাপসগণ। আকাশ হইতে তখন শিশুর উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৩

যখন ব্যাসদেব সেই মহান্ বালকের জাতকর্মাদিকৃত্য করিলেন, তখন আকাশে দেব-দুন্দুভিসকল নিনাদিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ১৪

বিশ্বাবসু নারদ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বপতিগণ শুকের জন্মকালীন কৃত্য দেখিতে আসিয়া আনন্দিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন। ১৫

সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ অরণীগর্ভসম্ভূত দিব্য ব্যাসপুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। ১৬

হে মহর্ষিগণ! অন্তরিক্ষ হইতে শুকদেবের নিমিত্ত দণ্ড, সুন্দর কৃষ্ণাজিন এবং দিব্য কমণ্ডলু পৃথিবীতে পতিত হইল। ১৭

বালক শুকদেব জন্মিবামাত্র বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া বাড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ব্যাসদেব তাঁহার উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিলেন। ১৮

যেরূপ ব্যাসদেবের সমস্ত বেদ আয়ত্তীকৃত হইয়াছিল, উৎপন্নমাত্র সেই বালকের নিকটও রহস্য ও সংগ্রহের সহিত সমস্ত বেদ সেইরূপ আয়ত্তীকৃত হইল। ১৯

হে মুনিগণ! ব্যাসদেব যেহেতু ইহার জন্মের সময় ঘৃতাচীর শুকীরূপ দেখিয়া ছিলেন, সেইহেতু এই পুত্রের "শুক" এই প্রকার নামকরণ করিলেন। ২০

অনন্তর ব্যাসসুত শুকদেব বৃহস্পতিকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। ২১

সোঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কৃত্বা গুরুকুলে শুকঃ ॥ ২২
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবৃত্তো মুনিস্তদা।
আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্নোত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
আলিলিঙ্গ মুহুর্ঘ্রাণং মুদাঘ্রি তস্য চকার হ ॥২৪
পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধায়নং শুচিঃ।
আশ্বাস্য স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫
দারকর্ম্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্য পর্য্যচিন্তয়ৎ।
কন্যাং মুনিসুতাং কান্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬
শুকং প্রাহ সুতং ব্যাসো বেদোঽধীতস্ত্বয়ানঘ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে ॥ ২৭
গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ দেবান্ পিতৃনথ।
ঋণাত্মোচয় মাং পুত্র প্রাপ্য দারান্মনোরমান্ ॥ ২৮
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্র মহাভাগ কুরুষ্বাদ্য গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯
কৃত্বা গৃহাশ্রমং পুত্র সুখিনং কুরু মাং শুক।
আশা মে মহতী পুত্র পূরয়স্ব মহামতে ॥৩০
তপস্তপ্তং মহাঘোরং প্রাপ্তোঽসি ত্বমযোনিজঃ।
দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ পাহি মাং পিতরং শুক ॥ ৩১

সূত উবাচ

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ প্রাহ শুকস্তদা।
বিরক্তঃ সোঽতিরিক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ ॥ ৩২

শুক উবাচ।

কিং ত্বং বদসি ধর্ম্মজ্ঞ বেদব্যাস মহামতে।
তত্ত্বেন শাধি শিষ্যং মাং ত্বদাজ্ঞাং করবাণ্যলম্ ॥৩৩

ব্যাস উবাচ

ত্বদর্থে যত্তপস্তপ্তং ময়া পুত্র শতং সমাঃ।
প্রাপ্তস্ত্বং চাতিদুঃখেন শিবস্যারাধনেন চ ॥ ৩৪
দদামি তব বিত্তং তু প্রার্থয়িত্বাথ ভূপতিম্।
সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥৩৫

শুক উবাচ।

কিং সুখং মানুষে লোকে ব্রূহি তাত! নিরাময়ম্।
দুঃখবিদ্ধং সুখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি সুখং কিল ॥ ৩৬

সেই শুকদেব সমস্ত রহস্য ও সংগ্রহের সহিত সম্পূর্ণ বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি গুরুকুলে অধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন করিয়া পিতা ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২২-২৩

ব্যাসদেব শুকদেবকে দেখিয়া প্রেমসহকারে উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বারবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

অনন্তর ব্যাসদেব তাঁহার অধ্যয়নের প্রশংসা করত আশ্বাস দান করিয়া কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শুকদেবকে নিজেরই শুভ আশ্রমে অবস্থান করাইলেন ॥ ২৫

তারপর ব্যাসদেব শুকদেবের বিবাহের চিন্তা করিয়া সুন্দরী মুনিকন্যার অন্বেষণে তৎপর হইয়া চতুর্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে বলিলেন,—নিষ্পাপ পুত্র! তুমি সাঙ্গ, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, এক্ষণে বিবাহ কর ॥ ২৭

পুত্র! গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তুমি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা কর এবং মনোভিলাষিণী স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর ॥ ২৮

হে পুত্র! পুত্রহীনের গতি নাই এবং স্বর্গলাভও তাহার কদাপি হয় না; অতএব মহাভাগ! তুমি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কর ॥ ২৯

বৎস শুক! তুমি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী কর। মহামতে পুত্র! আমার মহতী আশা তুমি পূর্ণ কর ॥ ৩০

আমি অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করিয়া অযোনিজ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি দেবরূপী, অতএব পিতাকে তুমি রক্ষা কর ॥ ৩১

সূত কহিলেন,—সংসারের প্রতি বিরক্ত শুকদেব সংসারাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত নিজের পিতাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২

শুক বলিলেন—হে মহামতি বেদব্যাস! আপনি আমাকে কি বলিতেছেন? পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনি আমাকে উপদেশ করুন। যেহেতু আমি আপনার শিষ্য, সেইজন্য আমি আপনার সেই আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৩৩

ব্যাস কহিলেন,—হে পুত্র! আমি তোমাকে পাইবার জন্য শত বৎসর দুঃসহ তপস্যা করিয়াছি এবং শিবের আরাধনায় অত্যন্ত কষ্ট করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৪

আমি কোন রাজার নিকট প্রচুর অর্থ প্রার্থনা করিয়া তোমাকে আনিয়া দিব, সুতরাং উত্তম যৌবন পাইয়া তুমি সুখ উপভোগ কর ॥ ৩৫

শুক কহিলেন,—হে তাত! এই মনুষ্যলোকে নিরাময় সুখ কি?

স্ত্রিয়ং কৃত্বা মহাভাগ ভবামি তদ্বশানুগঃ।
সুখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭

কদাচিদপি মুচ্যেত লোহ-কাষ্ঠাদিবন্ধিতঃ
পুত্রদারৈর্নিবদ্ধস্তু ন বিমুচ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৩৮

বিপ্রমূত্রসম্ভবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা।
কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রেন্দ্র বিবুধঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯

অযোনিজোঽহং বিপ্রর্ষে ! যো নো মে কীদৃশী মতিঃ।
ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেঽপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০

বিট্‌সুখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্ত্বাত্মসুখমদ্ভুতম্।
আত্মারামশ্চ ভূয়োঽপি ন ভবত্যভিলোলুপঃ ॥ ৪১

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে
হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৪২

বৃহস্পতির্গুরুঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি মগ্নো গৃহার্ণবে।
অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৩

রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ
তথা গুরু র্মুমুক্ষোর্মে গৃহস্থোঽয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৪৪

কৃত্বা প্রণামং গুরবে তৎসমীপমুপাগতঃ।
ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসর্পতঃ ৪৫

সংসারেঽস্মিন্মহাঘোরে ভ্রমণং নভশ্চক্রবৎ
ন চ বিশ্রমণং ক্বাপি সূর্য্যস্যেব দিবানিশি ॥ ৪৬

কিং সুখং তাত সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ।
মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিস্তু বিট্‌সু কীটসুখং যথা ॥ ৪৭

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে।
তেভ্যঃ পরো ন মূর্খোঽস্তি সধর্ম্মাঃ শ্বাশ্ব-শূকরৈঃ ॥ ৪৮

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বেদ-শাস্ত্রাণ্যধীত্য চ।
বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯

নাতঃ পরতরং লোকে কিঞ্চিদাশ্চর্য্যমদ্ভুতম্।
পুত্র-দারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০

তাহা আপনি আমাকে বলুন। মনীষিগণ দুঃখবিদ্ধ যে সুখ, তাহাকে সুখরূপে অভিহিত করেন না ॥ ৩৬

আমি বিবাহ করিয়া স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইব। হে মহাভাগ। স্ত্রীপরাধীন বিশেষতঃ স্ত্রীজিত ব্যক্তির কি প্রকারে সুখ হইতে পারে ? ৩৭

কারাগারে বদ্ধ হইয়াও মানুষ কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু পুত্র-দারে বদ্ধ হইয়া মানুষ কখনও মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৩৮

বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! নারীগণের দেহ বিষ্ঠা-মূত্রসম্ভব, অতএব বিষ্ঠা মূত্রে পরিপূর্ণ নারীদেহে কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদিত হইবে ? ৩৯

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আমি অযোনিজ, সুতরাং আমার যোনিতে কিরূপে প্রবৃত্তি হইবে ? পরেও আমি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৪০

পরমাত্মজনিত অদ্ভুত সুখ ত্যাগ করিয়া আমি কি বিষ্ঠাসুখের অভিলাষ করিব ? আত্মারামগণ কখনও বিষয়সুখে লুব্ধ হন না ॥ ৪১

আমি প্রথমে বিস্তারিত যে বেদ পাঠ করিলাম, কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক সেই বেদগুলি হিংসাময় শাস্ত্র বলিয়া জানিলাম ॥৪২

প্রাজ্ঞ গুরু বৃহস্পতি গৃহরূপ সমুদ্রে মগ্ন এবং অবিদ্যার দ্বারা তাঁহার হৃদয়গ্রস্ত, সুতরাং তিনি কি প্রকারে অন্যকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন ? ৪৩

রোগগ্রস্ত বৈদ্য পররোগ চিকিৎসায় রত হইলে যেরূপ ফল হয়, মুক্তিকামেচ্ছু আমার গুরুও গৃহস্থ হইয়া বিড়ম্বনা উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৪৪

এইজন্যই আমি গুরুকে প্রণাম করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক সংসাররূপ সর্প হইতে ভীত আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪৫

যেরূপ দিবারাত্র সূর্য্যের চতুর্দিকে অবিশ্রান্তভাবে জ্যোতিশ্চক্র পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ মহাভীতিজনক এই সংসারে কেবল ভ্রমণ করিতে হয়। বিশ্রান্তিরূপ সুখ কখনও আসে না ॥ ৪৬

তাত ! নিজ তত্ত্ববিচার অপেক্ষা এই সংসারে আর অধিক সুখ কি আছে ? পরন্তু বিষ্ঠাতে যেমন কীটগণ সুখ অনুভব করে, মূঢ়গণও বিষয়ে সেইরূপ সুখ অনুভব করেন ॥ ৪৭

সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যে ব্যক্তি সংসারে আসক্ত হয়, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে ? তাহার সহিত কুকুর ঘোড়া ও শূকরের উপমা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৮

দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারে আবদ্ধ হয়, তবে কোন্ মানব মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? ৪৯

যদি পুত্রদারাসক্ত হইয়াও সেই ব্যক্তি এই জগতে পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হয়, তবে এই জগতে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ? ৫০

ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ ।
স বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥৫১
কিং বৃথাধ্যয়নেনাত্র দৃঢ়বন্ধকরেণ চ ।
পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েদ্ভববন্ধনাৎ ॥ ৫২
গৃহ্নাতি পুরুষং বলাদ্ গৃহং তেন প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ক সুখং বন্ধনাগারে তেন ভীতোঽস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩
যেঽবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুষিতাশ্চ যে ।
তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্বন্ধং বিশন্ত্যত ॥ ৫৪

ব্যাস উবাচ ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্ ।
মনসা যো বিনির্মুক্তো গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৫
ন্যায়াগতধনঃ কুর্ব্বন্ বেদোক্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ ।
গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৫৬
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ
গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা ॥ ৫৭

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি মায়াপাশের দ্বারা যে ব্যক্তি এই সংসারে বদ্ধ হয় না, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম, মেধাবী ও বিদ্বান্ ॥ ৫১

দৃঢ়তর সংসারবন্ধনকর শাস্ত্রাধ্যয়নে কি ফল? সেই শাস্ত্রই অচিরে পড়া উচিত, যাহার দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ॥ ৫২

পুরুষকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে বলিয়াই গৃহের নাম গৃহরূপে কথিত হইয়াছে। এই বন্ধনাগারে সুখ কোথায়? হে পিতঃ! সেইজন্যই আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥ ৫৩

যে মূঢ় ব্যক্তিগণ অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি এবং যাহারা বিধাতাকর্ত্তৃক বঞ্চিত, তাহারা মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গৃহরূপ কারাগারে প্রবেশ করে ॥ ৫৪

ব্যাস কহিলেন—এই সংসার বন্ধনাগার নহে এবং বন্ধনের কারণও নহে। যিনি অন্তরে বাসনার জাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি গৃহস্থ হইয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥৫৫

শ্রাদ্ধকারী, সত্যবাদী এবং পবিত্র গৃহস্থগণও বিধিসহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকল সাধন করিয়াও ন্যায়পথে ধনার্জ্জন করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৫৬

মধ্যাহ্নের পর ব্রহ্মচারী, ব্রতী ও বানপ্রস্থ ব্যক্তিগণ ভিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হন ॥ ৫৭

শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা সুনৃতয়া তথা ।
উপকুর্ব্বন্তি ধর্ম্মাত্মা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৫৮
গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ।
বশিষ্ঠাদিভিরাচার্য্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৯
কিমসাধ্যং মহাভাগ বেদোক্তানি চ কুর্ব্বতঃ ।
স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সঙ্গম্য যদ্ যদ্ বাঞ্ছতি তত্তবেৎ ॥ ৬০
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ।
তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৬১
দেবান্ পিতৃন্মনুষ্যাংশ্চ সন্তর্প্য বিধিবৎ সুত ।
পুত্রমুৎপাদ্য ধর্ম্মজ্ঞ সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২
ত্যক্ত্বা গৃহং বনং গত্বা কর্ত্তাসি ব্রতমুত্তমম্ ।
বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥৬৩
ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ মাদকানি সুনিশ্চিতম্ ।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ ॥ ৬৪
তস্মাদ্দারান্ প্রকুর্ব্বীত তজ্জয়ায় মহামতে
বার্দ্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫

সেই সময় গৃহস্থাশ্রমিগণ অন্নদান করিয়া ও মধুর বাক্য বলিয়া তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন ॥ ৫৮

গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অদ্য কোথায়ও শ্রুত বা দৃষ্ট হয় নাই। এইজন্য বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই আশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯

হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের সাধন করে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। স্বর্গ, মোক্ষ, সংজন্ম যাহা সে ইচ্ছা করে, তাহাই সে পায় ॥ ৬০

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তাগণ 'আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে যাইবে' এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, অতএব তুমি আলস্য পরিহার করিয়া অগ্নি-ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৬১

পুত্র! বিধিঅনুসারে দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করত পুত্র উৎপাদন করিয়া বার্দ্ধক্যে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করত বানপ্রস্থাশ্রমনামক উত্তম ব্রতপালন কর। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে ॥ ৬২-৬৩

হে মহাভাগ! এই সংসারে যাহারা দারপরিগ্রহ করে নাই তাহাদের পক্ষে মন সহ দুরন্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত উন্মাদকর জানিবে ॥ ৬৪

সেই ইন্দ্রিয়গুলির জয়ের জন্য তুমি দারপরিগ্রহ কর এবং বার্দ্ধক্যে তপস্যায় নিরত হও, ইহা শাস্ত্রসম্মত বাক্য ॥ ৬৫

ব্রহ্মাণ্ডসকল, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিনষ্ট হয়, কল্যাণভক্তিযুক্ত আমার ভক্ত নষ্ট হয় না।

সত্ত্বশুদ্ধিকরং নাম নাম জ্ঞানপ্রদং স্মৃতম্।
মুমুক্ষূণাং মুক্তিপ্রদং কামিনাং সর্ব্বকামদম্॥

(সাত্বত তন্ত্র)

নাম সত্ত্বশুদ্ধিকর, নাম জ্ঞানপ্রদ নাম মুমুক্ষুকে মুক্তি, কামীকে সর্ব্বকাম দান করে নামই পরম তীর্থ, নামই পুণ্যদ ক্ষেত্র, নামই পরম দেব নামই পরম তপস্যা, নামই পরম দান, নামই পরম ক্রিয়া নামই পরম ধর্ম্ম, নামই অর্থ, ভক্তের নামই কাম, মোক্ষও কেবল নাম, নামই পরম ভক্তি, নামই পরমাগতি, নামই পরম জাপ্য, নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ওরে প্রিয়তম! নাম কর্‌লে তোকে ইহ-পরকালের কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না আমি তোকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হতে উদ্ধার কর্‌বো। নাম কর্ নাম কর্ মা ভৈঃ মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ।

সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই, হুগলী।

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, খামারগাছি।
১০ই আশ্বিন, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩৪৯

Agrahayan 1384 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Sree Devibhagabat—1

Aryashastra

Nov.—Dec. 1978

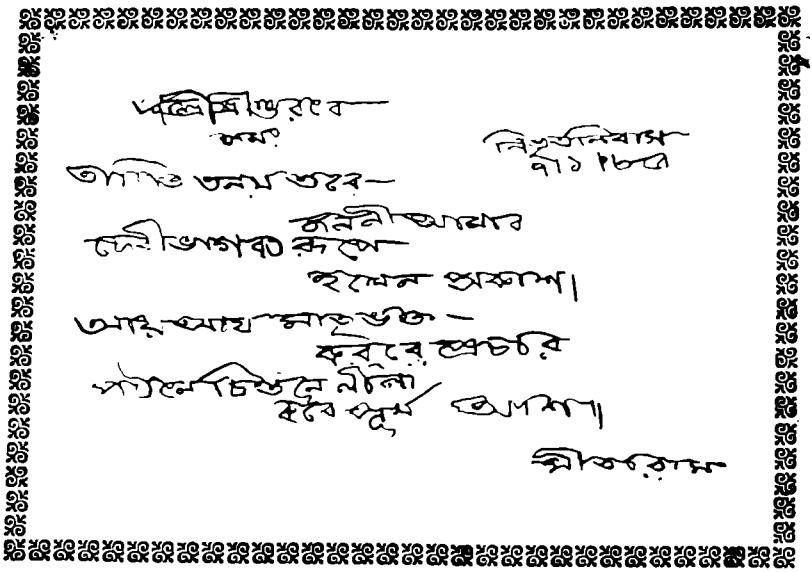

13 JUL 1979

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

শ্রীকামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

ওরে প্রিয়তম! তুই কেন ভীত হচ্ছিস্, অবিরাম নাম কর। তোর কোন চিন্তা নাই,—আমার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, সূর্য্য তাপ দেয়, ইন্দ্র বায়ু মৃত্যু স্ব-স্ব কার্য্য করে। আমার শরণাগত ভক্তের ছায়া স্পর্শ করবার শক্তি কারও নাই। অধিক কি, নিত্যদেহধারী ভক্তকে আমিই নাশ করতে পারি না। আমার সুদর্শন-চক্র ভক্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করছে। কোন কথা শুনিস্ না, কিছুর জন্য ভাবিস্ না, নির্ভয়ে উচ্চকণ্ঠে নাম কর—কলিযুগে নামরূপে আমি এসেছি, নাম কর্—তোর সব ভার আমি নিলাম। মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ মা ভৈঃ।

চন্দননগর
১৪ই শ্রাবণ, শনিবার, ৩৫০

জয়গুরু সম্প্রদায়
আনন্দমঠ।

১৬শ বর্ষ, পৌষ ১৩৮৪

সপ্তম সংখ্যা -- পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনীকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীভীষভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩। এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাই কার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

বিশ্বামিত্রো মহাভাগস্তপঃ কৃত্বাতিদুশ্চরম্
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬
মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ।
শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীর্য্যজা শুভা ॥ ৬৭
দৃষ্ট্বা দাসসুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ।
কামবাণার্দ্দিতঃ কন্যাং তাং জগ্রাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥৬৮
ব্রহ্মাপি স্বসুতাং দৃষ্ট্বা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ।
ধাবমানশ্চ রুদ্রেণ মূর্চ্ছিতশ্চ নিবারিতঃ ॥ ৬৯
তস্মাৎ ত্বমপি কল্যাণ কুরু মে বচনং হিতম্।
কুলজাং কন্যকাং বৃত্বা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তির্নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

মহাভাগ বিশ্বামিত্র তিন হাজার বৎসর নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়াও বনে মেনকাকর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে শকুন্তলানামক তাঁহার সুন্দরী পুত্রী উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৬৬-৬৭

আমার পিতা পরাশরও কালীনাম্নী দাসসুতাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া নৌকাতেই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮

এমন কি ব্রহ্মা নিজের কন্যাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলে শঙ্কর তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া নিবারিত করিয়াছিলেন; অতএব হে পুত্র! আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। কুলজা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তুমি বেদোক্ত মার্গে গমন কর ॥ ৬৯-৭০

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে শুকোৎপত্তিনামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবস্য বৈরাগ্যকথনম্, শ্রীহরয়ে দেব্যা ভগবত্যা উপদেশদানঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সর্ব্বদা পিতঃ।
বাগুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১
ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক সুখং তাত দৃশ্যতে
স্বজনৈঃ খলু পীড্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ ॥ ২
ইন্দ্রোঽপি ন সুখী তাদৃগ্‌যাদৃশো ভিক্ষুনিঃস্পৃহঃ।
কোঽন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি ॥ ৩
তপন্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতোঽভবৎ।
বিঘ্নান্ বহুবিধানস্য করোতি চ দিবস্পতিঃ ॥ ৪
ব্রহ্মাপি ন সুখী বিষ্ণুর্লক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্।
খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরসুরৈঃ সহ ॥ ৫
করোতি বিপুলান্ যত্নান্ তপশ্চরতি দুশ্চরম্।
রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্যাপ্তি বিপুলং সুখম্ ॥ ৬
শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্ম্যহম্।
তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্ব্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা ॥ ৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[শুকদেবের বৈরাগ্যকথন এবং শ্রীহরিকে দেবীভগবতীর উপদেশদান।]

শুক কহিলেন—হে পিতঃ। আমি সংসারের অধীন হইব না; কারণ, এই সংসার অত্যন্ত দুঃখদায়ক এবং সমস্ত প্রাণিগণের বাগুরাবন্ধনসদৃশ ॥ ১

হে তাত! ধনচিন্তাতুরগণের সুখ কোথায় দেখা যায়, কারণ স্বজনগণ কর্ত্তৃক লোলুপ নির্ধন ব্যক্তিরা সর্ব্বদা পীড়িত হয় ॥ ২

এই সংসারে নিস্পৃহ ভিক্ষু যেরূপ সুখী, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর ইন্দ্রও সেইরূপ সুখী নহেন ॥ ৩

যেহেতু ইন্দ্র তপস্যারত তাপসগণকে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া তাহাদের তপস্যানাশের জন্য বহুপ্রকার বিঘ্ন করেন ॥ ৪

ব্রহ্মাও সুখী নহেন, বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে পাইয়াও সুখী নহেন; কারণ, তিনি অসুরগণের সহিত যুদ্ধে নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

যখন রমাপতি বিষ্ণুও সংসারে থাকিয়া শত্রুদমনের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন ও কখনও দুষ্কর তপস্যা করেন, তখন অন্য সাধারণ ব্যক্তির এই সংসারে বিপুল সুখলাভ কিভাবে হইতে পারে? ৬

দৈত্যের সহিত যুদ্ধকারী শঙ্করও কষ্টজনক তপস্যায় রত থাকিয়া দুঃখ অনুভব করেন, ইহা আমি জানি ॥ ৭

কদাচিন্ন সুখী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ।
নির্ধনস্তু কথং তাত সুখং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
জানন্নপি মহাভাগ পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্।
নিযোক্ষ্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে সদা ॥ ৯
জন্মদুঃখং জরাদুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা।
গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামূত্রময়ে পিতঃ ॥ ১০
তস্মাদতিশয়ং দুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্।
যাচ্ঞায়াং পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ ॥ ১১
প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধি-বল-জীবনাঃ।
পরাশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২
পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমন্ততঃ।
গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্ব্বাত্মনা বুধৈঃ ॥ ১৩
একোদরস্য কা চিন্তা পত্র-মূল-ফলাদিভিঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন সন্তুষ্টা চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪
ভার্য্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বে বিপুলে সতি।
পূরণার্থং মহদ্ দুঃখং ক সুখং পিতরদ্ভুতম্ ॥ ১৫
যোগশাস্ত্রং বদ মম জ্ঞানশাস্ত্রং সুখাকরম্।
কর্ম্মকাণ্ডেঽখিলে তাত ন রমেঽহং কদাচন ॥ ১৬
বদ কর্ম্মক্ষয়োপায়ং প্রারব্ধং সঞ্চিতং তথা
বর্ত্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজম্ ॥ ১৭
জলৌকব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ।
মুগ্ধস্তু ন বিজানাতি মোহিতো ভাববেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮
ভোগৈর্বীর্য্যং ধনং পূর্ণং মনঃ কুটিলভাষণৈঃ।
কান্তা হরতি সর্ব্বস্বং কঃ তেনস্তাদৃশোঽপরঃ ॥ ১৯
নিদ্রাসুখবিনাশার্থং মূর্খস্তু দারসংগ্রহম্।
করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন সুখায় চ ॥ ২০

সূত উবাচ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্য চ।
সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১
তস্য শুষ্যদ্বুরশ্রুণি লোচনাদ্ দুঃখজানি চ।
বেপথুশ্চ শরীরেঽভূদ্ গ্লানিং প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২

ধনবান্ ব্যক্তিরা বিষয়ে লোলুপ হইয়া কখনও সুখে থাকিতে পারে না, সুতরাং নির্ধন ব্যক্তি কি প্রকারে সুখ প্রাপ্ত হইবে ? ৮

হে মহাভাগ ! এই সমস্ত জানিয়াও তুমি তোমার ঔরসজাত পুত্রকে মহাযন্ত্রণাদায়ক এই সংসারে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস করিতেছ ? ৯

প্রথমে জন্মকালে দুঃখভোগ, তারপর বার্দ্ধক্যে দুঃখভোগ, তারপর মরণে দুঃখভোগ পুনরায় বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভবাসে দুঃখভোগ করিতে হয় ॥ ১০

এ সমস্ত অপেক্ষাও তৃষ্ণা ও লোভসমুদ্ভব দুঃখ আরও অধিক এবং যাচ্ঞাতে যে দুঃখ হয়, তাহা মরণের চেয়েও অধিক ॥ ১১

যেহেতু ব্রাহ্মণগণের প্রতিগ্রহ একমাত্র ধনার্জ্জনের উপায় সেইজন্য তাহাদের বল ও জীবন সমস্ত নিষ্ফল। পরের নিকট প্রত্যাশা পরম দুঃখদায়ক, তাহাতে দৈনিক মানুষ মরণ প্রাপ্ত হয় ॥ ১২

সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া বুধগণকে ধনীর নিকটে গিয়া একাগ্রচিত্তে তাহাদের স্তুতি করিতে হয় ॥ ১৩

একটি উদরের জন্য চিন্তা কি ? পত্র-মূল-ফলের দ্বারা অথবা যে কোন উপায়ে কেবল সন্তুষ্টি দ্বারাও তাহা পূরণ করা যায় ॥ ১৪

হে পিতঃ ! ভার্য্যা পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি কুটুম্ব থাকিলে তাহাদের উদর পূরণের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, সুতরাং সংসারিগণের সুখ কোথায় ? ১৫

হে পিতঃ ! অতএব আমার সুখকর জ্ঞানশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র বিষয়ে তুমি উপদেশ দাও, কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শাস্ত্রে আমার মন কখনই তৃপ্ত হইবে না ॥ ১৬

ত্রিবিধ কর্ম্মমূলক প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষয়ের উপায় আপনি আমাকে বলুন ॥ ১৭

জলৌকার ন্যায় নারী সর্ব্বদা পুরুষের রক্ত শোষণ করে আর পুরুষগণ তাহাদের হাবভাবের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাহা বুঝিতে পারে না ॥ ১৮

নারীগণ নিজের সম্ভোগের দ্বারা পুরুষের শক্তি এবং কুটিল প্রেমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হরণ করে, অতএব এই সংসারে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তস্কর আর কে আছে ? ১৯

বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিদ্রা ও সুখ নাশের জন্য মূর্খ ব্যক্তিগণ দার পরিগ্রহ করে ; কিন্তু তাহা কখনও সুখের হয় না, কেবল দুঃখের হয় ॥ ২০

সূত কহিলেন—ব্যাসদেব শুকদেবের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া এই বিষয়ে কি করিবেন এইরূপ বিষম চিন্তা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২১

তাঁহার চক্ষু হইতে দুঃখজ অশ্রু ক্ষরিতে লাগিল, শরীরে কম্প দেখা দিল, মনে গ্লানি উপস্থিত হইল ॥ ২২

শোচন্তং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্ ।
উবাচ পিতরং ব্যাসং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৩
অহো মায়াবলং চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪
ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিৎ সাতীব দুষ্করা ।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্ ॥ ২৫
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ ।
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬
তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাদীংশ্চ কথান্যেষাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭
কোঽপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহ্যতি মায়য়া ।
যন্মোহং গমিতাঃ পূর্ব্বে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাদয়ঃ ॥ ২৮
অহো ! বলমহো বীর্য্যং দেব্যা খলু বিনির্ম্মিতম্ ।
মায়য়ৈব বশং নীতঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯
বিষ্ণ্বংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্ যথা ॥ ৩০

শোকরত পিতাকে এই প্রকার শোকপরিতপ্ত ও দীন দেখিয়া শুকদেব বিস্ময়সহকারে বলিতে লাগিলেন । ২৩

অহো ! মায়ার কি দুরন্ত প্রভাব, যে মায়া বেদান্তের কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ বেদবিদ্ পণ্ডিতগণকে মোহিত করিয়া থাকে । ২৪

সেই মায়া কে ? তাহার স্বরূপ কি ? সে কি অত্যন্ত দুষ্করা ? যে মায়া বিদ্বান্ সত্যবতীসুত ব্যাসদেবকেও মোহিত করে । ২৫

যিনি পুরাণের কর্ত্তা, মহাভারতের নির্ম্মাতা, বেদের বিভাগ-কর্ত্তা, তিনিও মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন । ২৬

যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ও অন্যান্যকে এমন কি জগৎকেও মোহিত করেন, সেই দেবীর স্বরূপ কি প্রকার ? তাঁহারই আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি । ২৭

এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হয় না ? পূর্ব্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতিও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ২৮

অহো ! এই দেবী মায়ার বলবীর্য্য সৃষ্টি কি অদ্ভুত, যে মায়ার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুও বশীভূত হইয়াছিলেন । ২৯

পৌরাণিকগণ ব্যাসদেবকে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত বলিয়া থাকেন, ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় সেই ব্যাসদেবও মোহসাগরে আজ নিমজ্জিত হইয়াছেন । ৩০

অশ্রুপাতং করোত্যুগ্রং বিবশঃ প্রাকৃতো যথা ।
অহো ! মায়াবলঞ্চৈতদ্দুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিল
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা ॥ ৩২
বলিষ্ঠা খলু সায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।
যয়াঽভিভূতঃ কৃষ্ণোঽপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩

সূত উবাচ

তাং নত্বা মনসা দেবীং সর্ব্বকারণকারণাম্ ।
জননীং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪
পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ।
অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমদ্ বচনং শুভম্ ॥ ৩৫
পারাশর্য্য ! মহাভাগ ! সর্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।
কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ যথাঽজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬
অন্যাহং তব পুত্রোঽস্মি ন জানে পূর্ব্ব জন্মনি ।
কোঽহং কস্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭

যেরূপ সাধারণ মানুষ অশ্রুপাত করে, ব্যাসদেবও আজ সেইরূপ অশ্রুপাত করিতেছেন ; অহো ! মায়ার এইরূপ প্রভাব পণ্ডিতগণও যাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না । ৩১

আমিই বা কে, আর তিনিই বা কে, ইহা কিরূপ ভ্রান্তি দেখুন । পঞ্চভূতাত্মক দেহে পিতা পুত্র রূপে তাঁহার মনে এইরূপ বাসনা উদিত হইয়াছে । ৩২

এই মায়া অত্যন্ত বলিষ্ঠা । যাহারা মায়াবী, তাহাদিগকেও মায়া মোহিত করে । হে দ্বিজগণ ! যে মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া কৃষ্ণও ক্রন্দন করিতেন । ৩৩

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মাদি সকল দেবতার জননী, সমস্ত কারণের কারণও সর্ব্বেশ্বরী সেই দেবীকে মনে মনে নমস্কার করিয়া অরণীসম্ভব শুকদেব শোকসাগরে নিমজ্জমান দীন পিতা ব্যাসদেবকে মঙ্গলজনক যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩৪-৩৫

পরাশরনন্দন ! হে মহাভাগ ! আপনি সকলকে বোধ প্রদান করেন । হে প্রভো ! আপনি আজ সাধারণ মানুষের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন ? ৩৬

আজ আমি আপনার পুত্র হইয়াছি । পূর্বজন্মে আমি কি ছিলাম, আপনিই বা কি ছিলেন তাহা জানি না । মহাভাগ ! মহাত্মাতেও এইরূপ ভ্রম আছে । ৩৭

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ
মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে ॥ ৩৮

ক্ষুধানিবৃত্তির্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি ।
পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজে ক্ষণাৎ ॥ ৩৯

ঘ্রাণং সুখং সুগন্ধেন বর্ণজং শ্রবণেন চ ।
স্ত্রীসুখং তু স্ত্রিয়া নূনং পুত্রোঽহং কিং করোমি তে ॥ ৪০

অজীগর্ত্তেন পুত্রোঽপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে ।
পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সর্ব্বথা ॥ ৪১

সুখানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাৎ সুখসমুচ্চয়ঃ ।
ধনমর্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোঽহং কিং করোম্যহম্ ॥ ৪২

মাং প্রবোধয় বুদ্ধ্যা ত্বং দৈবজ্ঞোঽসি মহামতে ।
যথা মুচ্যেয়মত্যন্তং গর্ভবাসভয়াদ্মুনে ॥ ৪৩

দুর্লভং মানুষং জন্ম কর্মভূমাবিহানঘ ।
তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বং বৈ দুর্লভক্ষোত্তমে কুলে ॥ ৪৪

বদ্ধোঽহমিতি মে বুদ্ধির্নাপসর্পতি চিত্ততঃ ।
সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বৃদ্ধগামিনী ॥ ৪৫

অতএব ধৈর্য্যধারণ করুন, প্রবোধ লাভ করুন। বিষাদে মন পরিপূর্ণ করিবেন না। হে মহামতে! ইহা মোহজাল মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন ॥ ৩৮

ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, পুত্রের দ্বারা হয় না। সেইরূপ জল পানের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি হয়, পুত্রের দর্শনে তাহার নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩৯

সুগন্ধের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখ হয়, সুন্দর কথার দ্বারা কর্ণের সুখ হয়, স্ত্রীলোকের দ্বারা লোকে স্ত্রীসুখের আস্বাদ পায়, সুতরাং আমি পুত্র হইয়া এই সমস্ত সুখের আস্বাদ কি করিয়া দিতে পারিব? ৪০

রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অজীগর্ত্ত নামক এক ব্যক্তি যজ্ঞে বলির জন্য নিজের পুত্রকে মূল্যগ্রহণ করিয়া দান করিয়াছিল ॥ ৪১

সুতরাং সুখের সাধন যে দ্রব্য, ধনের বিনিময়ে সেই দ্রব্য পাওয়া যায়, অতএব ধনই ঐহিক সুখের কারণ; সুতরাং যদি ঐহিক সুখের ইচ্ছা থাকে, তবে ধনার্জ্জনে তৎপর হোন। পুত্রের দ্বারা সেই সুখ সম্ভব নহে ॥ ৪২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি দৈবজ্ঞ, অতএব আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা এরূপভাবে আমাকে প্রবোধ দিন, যাহার দ্বারা আমি গর্ভবাস-ভয় হইতে মুক্তি পাইতে পারি ॥ ৪৩

হে অনঘ! এই কর্মভূমিতে মনুষ্য-জন্মই দুর্লভ। আবার সেস্থানে উত্তম কুলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ আরও দুর্লভ ॥ ৪৪

সূত উবাচ
ইত্যুক্তস্তু তদা ব্যাসঃ পুত্রেণামিতবুদ্ধিনা
প্রত্যুবাচ শুকং শান্তং চতুর্থাশ্রমমানসম্ ॥ ৪৬

ব্যাস উবাচ ।
পঠ পুত্র! মহাভাগ! ময়া ভাগবতং কৃতম্ ।
শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭

স্কন্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮

সদসজ্জ্ঞান-বিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রেণ জায়তে ।
যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ ত্বং মহামতে ॥ ৪৯

বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে ।
কেনাস্মি বালভাবেন নির্মিতোঽহং চিদাত্মনা ॥ ৫০

কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।
ইত্যেবং চিন্তমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাঽখিলার্থদম্
সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্ ॥ ৫২

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূর্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনস্যপি ।
কেনোক্তা বাগিয়ং সত্যা চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩

যদিও আমার বুদ্ধি বৃদ্ধগামিনী অর্থাৎ জ্ঞানী বৃদ্ধগণের প্রচুর উপদেশ প্রাপ্তা, তথাপি আমি বদ্ধ জীব বলিয়া সংসারবাসনাজালে বুদ্ধি নিবদ্ধ হইয়াছে। সেই জাল মন হইতে সরিয়া যাইতেছে না ॥ ৪৫

সূত কহিলেন,—অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ শুকদেব এইরূপ বলার পর চতুর্থাশ্রমে যাঁহার মন অনুরক্ত, সেই শান্ত শুকদেবকে ব্যাস বলিলেন,—॥ ৪৬

হে মহাভাগ পুত্র! আমি নাতিবিস্তীর্ণ ব্রহ্মসম্মিত যে ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি, তাহা তুমি পাঠ কর ॥ ৪৭

সেই পুরাণে দ্বাদশস্কন্ধ ও পঞ্চ লক্ষণযুক্ত সমস্ত পুরাণের ভূষণ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৪৮

যে ভাগবতের শ্রবণ মাত্রেই সৎ এবং অসৎ জ্ঞান জাত হয়। হে মহামতে! তুমি তাহা পড় ॥ ৪৯

বটপত্রে শায়িত বালরূপী বিষ্ণু যখন এইরূপে চিন্তা করিতেছিলেন "কোন্ ব্যক্তি আমাকে বালভাবে সৃষ্টি করিয়াছে, কি জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি, কোন্ দ্রব্যে সৃষ্ট হইয়াছি? কিরূপে আমি এই সব জানিব", তখন সেই মুকুন্দকে একটি শ্লোকের অর্দ্ধেকের দ্বারা ভগবতী সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন,—সমস্ত বস্তুই আমি। আমা ভিন্ন সনাতন কিছু নাই ॥ ৫০-৫২

তাঁহার এই কথা বিষ্ণুও পূর্ব্বে মনে মনে জানিয়া ছিলেন। কে এই সত্যকথা বলিলেন, তখন তিনি মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

কথং বেত্তি প্রবক্তারং স্ত্রী-পুংসৌ বা নপুংসকম্
ইতি চিন্তাং প্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪
পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারস্তস্মিন্নেবাস্ত চেতসা।
বটপত্রে শয়ানঃ সন্নচিন্তাসমন্বিতঃ ॥ ৫৫
তদা শান্তা ভগবতী প্রাদুরাস চতুর্ভুজা।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬
দিব্যাম্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা
সংযুতা সদৃশীভিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭
প্রাদুর্বভূব তস্যাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
মন্দহাস্যপ্রযুক্তানা মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮

সূত উবাচ

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ।
বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাধারাং মনোরমাম্ ॥ ৫৯
রতির্ভূতিস্তথা বুদ্ধির্মতিঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ
শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥৬০
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ
সংস্থিতাঃ সর্ব্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১
বরায়ুধধরাঃ সর্ব্বা নানাভূষণভূষিতাঃ।
মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২
তাঃ দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকার্ণবে জলে।
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ সম্বভূব জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৩
চিন্তয়ামাস সর্ব্বাত্মা দৃষ্টমায়োঽতিবিস্মিতঃ।
কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ কুতোঽহং বটতল্পগঃ ॥ ৬৪
অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে ন্যগ্রোধঃ কথমুত্থিতঃ।
কেনাহং স্থাপিতোঽস্ত্যত্র শিশুং কৃত্বা শুভাকৃতিঃ ॥৬৫
মমেয়ং জননী নো বা মায়া বা কাপি দুর্ঘটা।
দর্শনং কেনচিদ্বাদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬
কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা কচিৎ।
মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকবৈরাগ্যকথনং হয়গ্রীব ভগবত্যুপদেশো নাম চ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

এই বক্তা স্ত্রী, পুরুষ অথবা ক্লীব ইহা কিরূপে জানিব ? এইরূপ চিন্তা যখন বিষ্ণুর হৃদয়ে উদিত হইল, তখন তিনি হৃদয়ে এই ভগবতীপ্রোক্ত বাক্য ধারণ করিলেন এবং সেই "সর্ব্বং খল্বিদং" মন্ত্রটি চিত্তে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ও বটপত্রে শায়িত হইয়া তাহা চিন্তা করিতে থাকিলেন ॥ ৫৪-৫৫

তখন শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বরায়ুধধারিণী শান্তা ভগবতী চতুর্ভুজা শিবা আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫৬

এই দেবী দিব্যাম্বরধারিণী ও দিব্যভূষণভূষিতা এবং নিজের বিভূতিবিভূষিত সমান পর্য্যায়ের সখীগণের দ্বারা যুক্তা ॥ ৫৭

অতুলবিক্রম বিষ্ণুর সম্মুখে সুন্দরমুখী মহালক্ষ্মী মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে প্রাদুর্ভূতা হইলেন ॥৫৮

সূত বলিলেন,—সেই সলিলের মধ্যে নিরাধারা মনোরমা দেবীকে দেখিয়া বিষ্ণু মনে মনে বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯

রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তিগণ সেই মহাদেবীর চারিদিকে পৃথক্ পৃথকভাবে সংস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৫৩-৬১

তাহারা সকলে শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারিণী, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা মন্দারমালাপরিবৃতা এবং মুক্তাহাররাজিতা ॥ ৬২

বিষ্ণু সেই দেবীমূর্ত্তিকে এবং পার্শ্বস্থিত শক্তিসমূহকে একার্ণবে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৬৩

এই সব মায়া দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সর্ব্বাত্মা বিষ্ণু চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সকল স্ত্রী কোথা হইতে আসিল এবং বটপত্রে শয়ান আমি এস্থানে কোথা হইতে আসিলাম ? ৬৪

এই ঘোর একার্ণবে বটবৃক্ষ কিরূপে উৎপাদিত হইল ? কে বা আমাকে এইরূপ সুন্দর শিশু করিয়া আমাকে স্থাপন করিল ? ৬৫

ইনি কি আমার জননী অথবা ইহা কি দুর্ঘট মায়া ? কি কারণেই বা ইনি আজ দর্শন দিলেন ? ৬৬

এবিষয়ে আমি কি বলিব অথবা আমি কোথায় গমন করিব ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণু মৌন অবলম্বন করিয়া অনলসভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশ সাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে শুকদেবের বৈরাগ্যকথন এবং শ্রীহরিকে দেবী ভগবতীর উপদেশনামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীবিষ্ণুং প্রতি দেব্যা ভগবত্যা উক্তিঃ, শ্রীদেবীভাগবত-মাহাত্ম্যম্, ব্রহ্মজ্ঞং জনকং দ্রষ্টুং শুকদেবস্য মিথিলাগমনাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে।
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো কিং বিস্মিতো হ্যসি ॥ ১
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেন ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা
প্রভবে প্রলয়ে জাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২
নির্গুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্তু তথাপ্যহম্।
সাত্ত্বিকী কিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩
ত্বন্নাভিকমলাদ্ ব্রহ্মা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ
স কর্ত্তা সর্ব্বলোকস্য রজোগুণসমন্বিতঃ ॥ ৪
স তদা তপ আস্থায় প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্।
রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৫
স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূর্ব্বান্ সমস্তুতঃ ॥ ৬
করিষ্যতি ততঃ সর্গং তেন কর্ত্তা স উচ্যতে।
বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭
তদ্ভ্রুবোর্মধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাদ্ রুদ্রো ভবিষ্যতি।
তপঃ কৃত্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিন্তু তামসীম্ ॥ ৮
কল্পান্তে সোঽপি সংহর্ত্তা ভবিষ্যতি মহামতে।
তেনাহং ত্বামুপায়াতা সাত্ত্বিকীং ত্বমবেহি মাম্ ॥ ৯
স্থাস্যেঽহং ত্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন।
হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্লোকস্যার্দ্ধং ময়া পূর্ব্বং শ্রুতং দেবি স্ফুটাক্ষরম্।
তৎ কেনোক্তং বরারোহে রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১
তন্মে ব্রূহি বরারোহে সংশয়োঽয়ং বরাননে।
নির্ধনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ

বিষ্ণোস্তদ্ববচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা
উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী ॥ ১৩

ষোড়শ অধ্যায়

[শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবী ভগবতীর উক্তি, দেবীভাগবত মাহাত্ম্য এবং ব্রহ্মজ্ঞ জনককে দর্শন করিবার জন্য শুকদেবের মিথিলা গমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন।

ব্যাস বলিলেন,—বটপত্রে শায়িত বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া সেই দেবী ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—হে বিষ্ণু! তুমি বিস্মিত হইতেছ কেন? ১

পূর্বে বার বার প্রলয় ও সৃষ্টির সময় তুমি মহাশক্তির প্রভাবে পুনঃ পুনঃ আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। ২

সেই পরা শক্তি নির্গুণা, তুমি ও আমি সগুণ। যাহা সাত্ত্বিকী শক্তি, সেই শক্তিকে আমার বলিয়াই জানিও। ৩

তোমার নাভিকমল হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা হইবেন, তিনি রজোগুণসমন্বিত এবং সকল লোকের কর্ত্তা হইবেন। ৪

সেই ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া উত্তম শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রজোগুণের দ্বারা রক্তবর্ণ জগত্রয় সৃষ্টি করিবেন। ৫

সেই মহামতি ব্রহ্মা গুণসকল, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়সকল এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহসহ আত্মা ও মনকে সৃজন করিয়া সমস্ত জগৎ সৃষ্টি পূর্ব্বক কর্ত্তানামে অভিহিত হইবেন। আর হে মহাভাগ! এই বিশ্বের পালনকর্ত্তা তুমি হইবে। ৬-৭

তোমার ভ্রূ-যুগলের মধ্য হইতে ক্রোধবশতঃ রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে। সেই রুদ্র কঠোর তপস্যা করিয়া তামসী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কল্পান্তে প্রলয়কর্ত্তা হইবেন। মহামতে! সেইজন্য আমি তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি। তুমি আমাকে সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া জানিবে। ৮-৯

হে মধুসূদন! আমি তোমার সমীপে সর্ব্বদা থাকিব এবং তোমার হৃদয়েই সতত বাস করিব। ১০

বিষ্ণু কহিলেন,—দেবি! আমি যে পূর্বে স্পষ্টভাবে একটি শ্লোকের অর্দ্ধেক 'সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্' শুনিয়াছিলাম, সেই সর্ব্বসুখাবহ গুহ্যতম মন্ত্রাত্মক সূত্র কে বলিয়াছিল? ১১

নির্ধন ব্যক্তি যেরূপ ধনের অভিলাষী হয়, সেইরূপ আমি পুনঃ পুনঃ সেই শ্লোকের অর্দ্ধভাগ স্মরণ করিতেছি। এবিষয়ে আমার সংশয় উদিত হইয়াছে। হে বরারোহে! সুমুখি! তুমি তাহা বলিয়া আমার সংশয়ের নিরাস কর। ১২

ব্যাস বলিলেন,—বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া চারুহাসিনী মহালক্ষ্মী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরম প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন। ১৩

মহালক্ষ্মীরুবাচ।

শৃণু শৌরে বচো মহ্যং সগুণাহং চতুর্ভুজ।
মাং জানাসি ন জানাসি নির্গুণাং সগুণাত্মিকাম্ ॥ ১৪
ত্বং জানীহি মহাভাগ তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্
পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫
কৃপাঞ্চ মহতীং মন্যে দেব্যা শত্রুনিষূদন।
ময়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব সুব্রত ॥ ১৬
রক্ষণীয়ং সদা চিত্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন।
সারং হি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭
নাতঃপরং বেদিতব্যং বর্ত্ততে ভুবনত্রয়ে।
প্রিয়োঽসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্যাশ্চতুর্ভুজঃ।
দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৯
কালেন কিয়তা তত্র তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মা দৈত্যভয়াত্রস্তো জগাম শরণং হরেঃ ॥ ২০
ততঃ কৃত্বা মহাযুদ্ধং হত্বা তৌ মধু-কৈটভৌ
জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকার্দ্ধং বিশদাক্ষরম্ ॥ ২১
জপন্তং বাসুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২
কিং ত্বং জপসি দেবেশ! ত্বতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ।
যং স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রীতোঽসি জগদীশ্বর ॥ ২৩

হরিরুবাচ

ত্বয়ি ময়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়া-কারণলক্ষণা।
বিচারয় মহাভাগ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪
যস্যাধারে জগৎ সর্ব্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে।
সাকারা যা মহাশক্তিরমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী চ ১৭
অহং ত্বমখিলং বিশ্বং তস্যাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্।
বিদ্ধি ব্রহ্মন্ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদাঽনঘ ॥ ২৮

মহালক্ষ্মী বলিলেন,—হে চতুর্ভুজ বিষ্ণু! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর; তুমি সগুণা আমাকে জানিতে পারিতেছ, কিন্তু নির্গুণা পরা শক্তিকে জানিতে পার নাই। ১৪

হে মহাভাগ! তুমি তাহা জান, তিনি তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা পুণ্যজনক, বেদের সার, শুভাবহ ও ভাগবতের বীজস্বরূপ। ১৫

হে শত্রুনিষূদন! তোমার মনে যে শ্লোকার্দ্ধের স্মরণ করাইয়াছেন, তাহা দেবীর অত্যন্ত দয়া বলিয়া জানিবে। সুব্রত! আমি তোমার মঙ্গলের জন্য সেই অত্যন্ত গোপনীয় কথা তোমাকে বলিতেছি। ১৬

ইহা সর্ব্বদা চিত্তে স্মরণ করিবে। কখনও বিস্মৃত হইবে না, ইহা মহাবিদ্যার প্রকাশ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সার। ১৭

ইহার পর ত্রিভুবনে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য নাই। তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তিনি তোমাকে ইহা বলিয়াছেন। ১৮

ব্যাস কহিলেন,—মহালক্ষ্মীর এই কথা শুনিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণু ইহাকে উত্তম সূত্রাত্মক* মহামন্ত্র মনে করিয়া সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। ১৯

কিছুকালের পর তাঁহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা দৈত্যভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ২০

তাহার পর মহাযুদ্ধ করিয়া মধুকৈটভকে বধ করত বিষ্ণু স্পষ্টাক্ষর সেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ২১

জপপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জপরত দেখিয়া কমলাপতিকে পরম প্রীতি-সহকারে প্রশ্ন করিলেন। ২২

হে দেবেশ্বর! আপনি কি জপ করিতেছেন? কমললোচন! আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে যে, যাঁহাকে স্মরণ করিয়া আপনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছেন? ২৩

বিষ্ণু বলিলেন,—কার্য্য-কারণ-লক্ষণযুক্ত তোমাতে আমাতে যে শক্তি নিহিত আছে, হে মহাভাগ! তাহা ভগবতী শিবা বলিয়াই বিচার কর। ২৪

যাঁহার আধারে এই মহাসমুদ্রে সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাঁহাকে সাকারা সনাতনী মহাশক্তি বলিয়া জানিবে। ২৫

যিনি এই চরাচর সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেন, যিনি প্রসন্না এবং বরদা হইলে সমস্ত মানুষের মুক্তির কারণ হন। ২৬

সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা এবং সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বরী, তিনি সংসারবন্ধনেরও হেতু। ২৭

আমি, তুমি এবং সমস্ত বিশ্ব সেই চিৎশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবে না। তিনি

---

* পুরাণসূত্রমাদায় ব্যাসেনোদ্যো কৃতং পুরা। ইতি বচনাৎ।

শ্লোকার্দ্ধেন ত্বয়া প্রোক্তং তদ্ বৈ ভাগবতং কিল।
বিস্তরো ভবিতা তস্য দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯

ব্যাস উবাচ

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্তু নাভিপঙ্কজে।
নারদায় চ তেনোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০
নারদেন তথা মহ্যং দত্তং হি মুনিনা পুরা।
ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১
তৎ পঠস্ব মহাভাগ পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেবাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২
তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩
বৃত্রাসুরবধোপেতং নানাখ্যানকথাযুতম্
ব্রহ্মবিদ্যানিধানন্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪
গৃহাণ ত্বং মহাভাগ! যোগ্যোঽসি মতিমত্তরঃ।
পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষর্ষভ ॥ ৩৫
অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্।
অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬
সুখদং শান্তিদং ধন্যং দীর্ঘায়ুষ্যকরং শিবম্।
শৃণুতাং পঠতাঞ্চেদং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৭
শিষ্যোঽয়ং মম ধর্ম্মাত্মা লোমহর্ষণসম্ভবঃ।
পঠিষ্যতি ত্বয়া সার্দ্ধং পুরাণীং সংহিতাং শুভাম্ ॥ ৩৮

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তং তেন পুত্রায় মহ্যঞ্চ কথিতং কিল।
ময়া গৃহীতং তৎ সর্ব্বং পুরাণঞ্চাতিবিস্তরম্ ॥ ৩৯
শুকোঽধীত্য পুরাণন্তু স্থিতো ব্যাসাশ্রমে শুভে।
ন লেভে শর্ম্ম ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মাত্মজ ইবাপরঃ ॥ ৪০
একান্তসেবী বিকলঃ স শূন্য ইব লক্ষ্যতে।
নাত্যন্তভোজনাসক্তো নোপবাসরতস্তথা ॥ ৪১
চিন্তাবিষ্টং শুকং দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ প্রাহ সুতং প্রতি।
কিং পুত্র! চিন্ত্যতে নিত্যং কস্মাদ্ ব্যগ্রোঽসি মানদ ॥ ৪২
আস্সে ধ্যানপরো নিত্যমৃণগ্রস্ত ইবাধনঃ।
কা চিন্তা বর্ত্ততে পুত্র! ময়ি তাতে তু তিষ্ঠতি ॥ ৪৩

শ্লোকার্দ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবত; দ্বাপরাদিযুগে তাহার বিস্তার হইবে ॥ ২৯-৩১

ব্যাস বলিলেন,—ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করিয়া সেই দুর্লভ শ্লোকার্দ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ পুত্র নারদকে তাহা দিয়াছিলেন। মুনি নারদ পূর্বে আমাকে (ব্যাসকে) তাহা দান করিয়াছিলেন। আমি সেই অর্দ্ধ শ্লোকটিকে দ্বাদশ-স্কন্ধে বিস্তৃত করিয়া পূর্ণ ভাগবতরূপে প্রকাশ করিয়াছি ॥ ৩০-৩১

হে মহাভাগ! ব্রহ্মসম্মিত পঞ্চ লক্ষণযুক্ত উত্তম দেবীচরিত্র-বর্ণিত সেই ভাগবত তুমি পাঠ কর ॥ ৩২

তাহা তত্ত্বজ্ঞানরসযুক্ত, সমস্ত উত্তমেরও উত্তম, ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় পুণ্যদায়ক এবং বেদার্থের দ্বারা অর্থাৎ বৈদিক সিদ্ধান্তে পূর্ণ ॥ ৩৩

তাহাতে বৃত্রাসুর বধ কথিত হইয়াছে। নানা আখ্যান আছে। গুপ্তভাবে ব্রহ্মবিদ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তাহা সংসারসাগর পার করিতে সমর্থ ॥ ৩৪

হে পুরুষর্ষভ! হে মহাভাগ! তুমি যোগ্য ও অতিশয় বুদ্ধিমান্, অতএব এই পুণ্য ভাগবত-পুরাণ গ্রহণ কর ॥ ৩৫

অজ্ঞাননাশন, সূর্য্যের ন্যায় দিব্য জ্ঞানের বোধক ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকের সংগ্রহস্বরূপ এই ভাগবত তুমি পাঠ কর ॥ ৩৬

ইহা সুখদ, শান্তিদ, দীর্ঘায়ুষ্কারক, মঙ্গলজনক, পুত্র-পৌত্র-বর্দ্ধনকারক, অতএব ইহা পাঠ কর এবং শ্রবণ কর ॥ ৩৭

আমার শিষ্য ধর্মাত্মা লোমহর্ষণের পুত্র সূত এই শুভ পুরাণ তোমার সহিত পাঠ করিবে ॥ ৩৮

সূত কহিলেন,—ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুকদেবকে এবং আমাকে এই পুরাণ বলিয়াছিলেন আমি অতি বিস্তৃত সেই সমস্ত পুরাণ গ্রহণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৯

ধর্মাত্মা শুকদেব মঙ্গলপ্রদ ব্যাসদেবের আশ্রমে অবস্থান করিয়া এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াও ব্রহ্মার পুত্র নারদের ন্যায় শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪০

কারণ, তিনি বিরক্ত ছিলেন বলিয়া নির্জ্জনে থাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন বিকল হইল, তিনি চারিদিকে শূন্যতা দেখিতে পাইলেন। তিনি উপবাসাদিতে নিরত ছিলেন না, কিন্তু ভোজনেও তাঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল না ॥ ৪১

শুককে চিন্তান্বিত দেখিয়া ব্যাসদেব পুত্রকে কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি নিত্য কি চিন্তা করিতেছ? কেন এত ব্যগ্র হইয়াছ? ৪২

আমি জীবিত থাকিতে তুমি কেন এত চিন্তাগ্রস্ত হইতেছ? দরিদ্র যেরূপ ঋণভারে চিন্তাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ তোমাকে চিন্তান্বিত দেখিতেছি; অতএব তুমি কি চিন্তা করিতেছ, তাহা বল ॥ ৪৩

সুখং ভুঙ্‌ক্ষ যথাকামং মুঞ্চ শোকং মনোগতম্
জ্ঞানং চিন্তয় শাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানে চ মতিং কুরু ॥ ৪৪
ন চেন্মনসি তে শান্তির্বচসা মম সুব্রত।
গচ্ছ ত্বং মিথিলাং পুত্র! পালিতাং জনকেন হ ॥ ৪৫
স তে মোহং মহাভাগ! নাশয়িষ্যতি ভূপতিঃ।
জনকো নাম ধর্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৪৬
তং গত্বা নৃপতিং পুত্র সন্দেহং স্বং নিবর্ত্তয়
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র যথাতথম্ ॥ ৪৭
জীবন্মুক্তঃ স রাজর্ষির্ব্রহ্মজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ
তথ্যবক্তাতিশান্তশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা ॥ ৪৮

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ ॥ ৪৯
দম্ভোঽয়ং কিল ধর্ম্মাত্মন্ ভাতি চিত্তে মমাধুনা
জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চ রাজ্যং শাস্তি মুদান্বিতঃ ॥ ৫০
বন্ধ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজাসৌ জনকঃ পিতঃ।
কুর্ব্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোঽয়ং মমাদ্ভুতঃ ॥ ৫১
দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপ বিদেহং নৃপসত্তমম্।
কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাম্ভসি ॥ ৫২
সন্দেহোঽয়ং মহাংস্তাত বিদেহে পরিবর্ত্ততে।
মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩
কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতঞ্চ কৃতং কথম্।
ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ॥ ৫৪
মাতা পুত্রস্তথা ভার্য্যা ভগিনী কুলটা তথা।
ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্ যস্তেতন্মুক্তয়া কথম্ ॥ ৫৫
কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেব চ
রসনা যদি জানাতি ভুঙ্‌ক্তে ভোগানমুত্তমান্ ৫৬
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
মুক্ততা কীদৃশী তাত সন্দেহোঽয়ং মমাদ্ভুতঃ ॥ ৫৭
শত্রু-মিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা
ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮

তুমি যথেচ্ছ সুখ ভোগ কর, মনোগত শোক ত্যাগ কর, শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের চিন্তা কর এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে মন দাও ॥ ৪৪

হে সুব্রত! পুত্র! আমার কথায় যদি তোমার মনে শান্তি না আসে, তবে তুমি জনকের দ্বারা পালিতা মিথিলা ভূমিতে গমন কর ॥ ৪৫

মহাভাগ! সেই সত্যসাগর ধর্ম্মাত্মা বিদেহ জনকরাজ তোমার মোহ নিশ্চয়ই বিনাশ করিবেন ॥ ৪৬

হে পুত্র! তুমি সেই রাজার নিকটে গিয়া নিজের সন্দেহের নিরসন কর এবং যথাযথ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্বরূপ তাঁহাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥ ৪৭

সেই রাজর্ষি জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার মতি বর্ত্তমান এবং তিনি পবিত্র, প্রকৃত তথ্যের বক্তা, শান্ত, যোগী ও যোগপ্রিয় ॥ ৪৮

সূত কহিলেন—অমিততেজঃসম্পন্ন ব্যাসদেবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মহাতেজা অরণিজাত শুকদেব প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৪৯

ধর্ম্মাত্মন্! ইনিও আমার মনে দম্ভ—পাষণ্ড বলিয়া অধুনা প্রতিভাত হইতেছেন, যিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহ, তিনি হর্ষান্বিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। (এইরূপ পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম সমাবেশ কিরূপে হইল?) ॥ ৫০

হে পিতঃ! জনকরাজ আমার নিকট বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ বিদেহ, ইহাই আমার অদ্ভুত সন্দেহ ॥ ৫১

আমি বিদেহ সেই রাজাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, যিনি পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সংসারে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন? ৫২

এই জনকরাজর্ষিবিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বাগ্মিপ্রবর! বৌদ্ধবাদীর ন্যায় ইহা এক অন্য পরিভাষা নয় ত'? কারণ, বৌদ্ধবাদীরা মৃত্যুকেই মোক্ষ মনে করেন; যেহেতু এই জনক সংসারে থাকিয়া কিরূপ মোক্ষলাভ করিয়াছেন? ৫৩

মহামতে! সংসারে থাকিয়া তিনি ভুক্তাভুক্ত কৃতাকৃত বিষয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের ত্যাগ কি প্রকারে করিতেছেন? মাতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী কুলটা রমণী প্রভৃতিতে যদি তাঁহার ভেদ জ্ঞান থাকে, তবে তাঁহার মুক্ততা কি করিয়া স্বীকার করা যাইবে? ৫৪-৫৫

কটু, ক্ষার, তীক্ষ্ণ, কষায় মিষ্ট প্রভৃতি যদি যদি রসনা অনুভব করিতে পারে এবং উত্তম ও মন্দখাদ্য যদি গ্রহণ করিতে পারে, এবং শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদির যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইল? এই অদ্ভুত সন্দেহ আমার উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭

শত্রু-মিত্রজ্ঞান, বৈরিতা এবং মিত্রতা যদি তাহার ব্যবহারে থাকে, তবে সেই রাজা কিরূপে মুক্ত হইলেন? সেই নৃপ কি এই সব ভেদজ্ঞান করেন না? ৫৮

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্ ।
অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যাদ্মুক্তত্বা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯
দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিজ্জীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ ।
শঙ্কেঽহং মহতী তাত গৃহে মুক্তঃ কথং নৃপঃ ॥ ৬০

রাজা চোর এবং তাপসকে কি করিয়া সমান বলিয়া মনে করেন, আর তাঁহাতে যদি অসম বুদ্ধি থাকে, তবে সেই স্থানে মুক্ততা কিরূপ ? ৫৯

আমি কখনও জীবন্মুক্ত রাজা দেখি নাই, এই জন্যই আমার আশঙ্কা ; গৃহে রাজা কি করিয়া মুক্ত হইলেন ? ৬০

দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রুত্বা তং ভূপতিং তথা ।
সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকস্য জনকদর্শনার্থং
মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

সেই ভূপতি জনকের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার প্রবল বাসনা আমার উদিত হইয়াছে। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমি মিথিলায় গমন করিব ॥ ৬১

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে জনককে দর্শন করিবার জন্য শুকদেবের মিথিলাগমনের প্রার্থনাবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

[পিতরং প্রণম্য শুকদেবস্য মিথিলাগমনম্, তত্র দ্বারপালনিবারিতস্য শুকদেবস্য তস্মৈ উপদেশঃ, মিথিলাবর্ণনম্, শুকদেবস্য পরীক্ষা, জনকস্য ভবনে অবস্থানঞ্চ ।]

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ ।
বদ্ধাঞ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ॥ ১
আপৃচ্ছে ত্বাং মহাভাগ গ্রাহ্যং তে বচনং ময়া ।
বিদেহান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ॥ ২
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল ।
ধর্ম্মে ন বর্ত্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্ যদি ॥ ৩
ধর্ম্মস্য কারণং দণ্ডো ময়াদিপ্রহিতঃ সদা ।
স কথং বর্ত্ততে তাত সংশয়োঽয়ং মহান্মম ॥ ৪
মম মাতা ত্বিয়ং বন্ধ্যা ত্বদ্ভ্রাতেতি বিচেষ্টিতম্
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ গচ্ছামি চ পরন্তপঃ ॥ ৫

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীসুতঃ ।
আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬

ব্যাস উবাচ ।

স্বস্ত্যস্তু শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহামতে !
সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥ ৭
আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুত্তমম্ ।
ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮
সুখং জীবামি পুত্রাহং দৃষ্ট্বা তে মুখপঙ্কজম্ ।
অপশ্যন্দুঃখমাপ্নোমি প্রাণস্ত্বমসি মে সুত ! ॥ ৯

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[পিতাকে প্রণাম করিয়া শুকদেবের মিথিলাগমন, তথায় দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাকে উপদেশ, মিথিলাবর্ণন, শুকদেবের পরীক্ষা ও জনকের ভবনে অবস্থান ।]

সূত কহিলেন,—মহামতি শুকদেব এই কথা বলিয়া মিথিলায় গমনাভিলাষে পিতার পাদদেশে পতিত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১

হে মহাভাগ ! আমি তোমার বচন গ্রহণ করিলাম, জনকরাজ কর্ত্তৃক পালিত বিদেহ-রাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি যাইবার জন্য অনুমতি দাও ॥ ২

দণ্ড ব্যতিরেকে জনক কিরূপে রাজ্য পালন করিতেছেন ? যদি দণ্ড ব্যবস্থা না থাকে, তবে লোক ধর্ম্মে অবস্থান করে না ॥ ৩

সর্ব্বদাই মন্বাদি কথিত দণ্ড ধর্ম্মের কারণ, দণ্ডব্যতিরেকে সেই ধর্ম্ম কি করিয়া রক্ষিত হইতেছে ? এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪

ইনি আমার মাতা এবং ইনি বন্ধ্যা, এইরূপ বাক্য যেমন পরস্পর বিরোধী, দণ্ড ব্যতিরেকে ধর্ম্মের অবস্থানও তদ্রূপ হে পরন্তপ মহাভাগ ! এই বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি এবং মিথিলায় যাইতেছি ॥ ৫

সূত বলিলেন,—সত্যবতীসুত বেদব্যাস সেই শুককে মিথিলায় গমন করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া জ্ঞানী, নিঃস্পৃহ ও দৃঢ় সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করত বলিলেন ॥ ৬

ব্যাস বলিলেন—হে মহামতি পুত্র ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি দীর্ঘায়ু হও, তুমি আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া যথাসুখে মিথিলায় গমন কর ॥ ৭

তুমি মিথিলা হইতে পুনরায় আমার এই আশ্রমেই প্রত্যাগমন করিবে। অন্য কোথায়ও তুমি গমন করিবে না ॥ ৮

(এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে করিতে হইবে) তোমার মুখপঙ্কজ

দৃষ্টা ত্বং জনকং পুত্র সন্দেহং বিনিবর্ত্ত্য চ।
অত্রাগত্য সুখং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
চলিতস্তরসাভীব ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১

সংপশ্যন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ।
বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি ফলিতানি চ ॥ ১২

তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজকান্ দীক্ষয়ান্বিতান্।
যোগাভ্যাসরতান্ যোগি-বানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩

শৈবান্ পাশুপতাংশ্চৈব সৌরাঞ্ছাক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ জগাম বিস্ময়ং মুনিঃ ॥ ১৪

বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লঙ্ঘ্য মহামতিঃ।
হিমাচলঞ্চ বর্ষেণ জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫

প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্ব্বর্দ্ধিমুত্তমাম্
প্রজাশ্চ সুখিতাঃ সর্ব্বাঃ সদাচারাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬

ক্ষত্রা নিবারিতস্তত্র কস্মমত্র সনাগতঃ
কিন্তে কার্য্যং বদস্বেতি পৃষ্টস্তেন ন চাঽব্রবীৎ ॥ ১৭

নিঃসৃত্য নগরদ্বারাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ
বিস্মিতোঽতিহসংস্তস্থৌ বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮

প্রতীহার উবাচ।

ব্রূহি মূকোঽসি কিং ব্রহ্মন্! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ।
চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি মে মতিঃ ॥ ১৯

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেঽস্মিন্ সদা দ্বিজ।
অজ্ঞাতকুলশীলস্য প্রবেশো নাত্র সর্ব্বথা ॥ ২০

তেজস্বী ভাসি নূনং ত্বং ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ।
কুলং কার্য্যঞ্চ মে ব্রূহি যথেষ্টং গচ্ছ মানদ ॥ ২১

শুক উবাচ

যদর্থমাগতোঽস্ম্যত্র তৎপ্রাপ্তং বচনাত্তব।
বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুর্লভঃ ॥ ২২

মোহোঽয়ং মম দুর্বুদ্ধেঃ সমুল্লঙ্ঘ্য গিরিদ্বয়ম্।
রাজানং দ্রষ্টুকামোঽহং পর্য্যটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩

দেখিয়া আমি সুখে জীবিত থাকিব, তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ অনুভব করিব, যেহেতু তুমি আমার প্রাণস্বরূপ ॥ ৯

হে পুত্র! তুমি জনককে দেখিয়া এবং তোমার সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া এখানে আসিয়া সুখে বেদাধ্যয়ন করত অবস্থান কর ॥ ১০

সূত বলিলেন—ব্যাসদেব এই কথা বলিলে শুকদেব পিতাকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ধনু নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে মিথিলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

শুকদেব পথে যাইতে যাইতে বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকারত লোকসমূহ, বন ও বৃক্ষসকল, শস্যময় ক্ষেত্রসকল তপস্যারত তাপসগণ, যাজক ব্রাহ্মণ, দীক্ষান্বিত যাজ্ঞিকগণ যোগভ্যাসরত যোগী, বানপ্রস্থ বনবাসিগণ, শৈব, পাশুপত, সৌর শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোকসমূহকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১২-১৪

দুই বর্ষে মেরুপর্বত এবং এক বর্ষে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহামতি শুকদেব মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

মিথিলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত নগরী এবং সদাচারী সুসংস্থিত সুখী প্রজাবৃন্দকে দেখিলেন ॥ ১৬

এই সময়ে দ্বারপাল আসিয়া তাহার গমনে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে? কেন এখানে আসিয়াছ? তোমার কি কার্য্য, তাহা বল। এইরূপ পৃষ্ট হইয়াও শুকদেব কোন কথা বলিলেন না ॥ ১৭

তিনি নগরদ্বার হইতে নির্গত হইয়া স্থাণুর ন্যায় অচলাবস্থায় একটু খানি হাসিয়া বিস্মিতভাবে অবস্থান করিলেন, কোন কথা বলিলেন না ॥ ১৮

দ্বারপাল বলিল,—হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি বোবা? তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ তাহা বল, কার্য্য ব্যতিরেকে কখন আগমন হয় না, ইহা আমি বুঝি ॥ ১৯

এই নগরে প্রবেশ করিতে হইলে রাজাজ্ঞার প্রয়োজন। অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিরা এখানে কখন সময়ে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২০

তুমি তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব তোমার এখানে কি কার্য্য বল এবং যথেচ্ছ গমন কর ॥ ২১

শুক বলিলেন—আমি যে নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলাম তোমার বচনের দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। কেননা কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে বিদেহ নগরে প্রবেশ করাই দুর্লভ ॥ ২২

বুদ্ধিভ্রষ্ট আমার ইহা মোহ; যেহেতু রাজাকে দেখিবার ইচ্ছায় দুইটি গিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৩

বঞ্চিতোঽহং স্বয়ং পিত্রা দূষণং কস্য দীয়তে।
ভ্রামিতোঽহং মহাভাগ! কর্ম্মণা বা মহীতলে ॥ ২৪
ধনাশা পুরুষস্যেহ পরিভ্রমণকারণম্।
সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সম্প্রাপ্তোঽস্মি ভ্রমাৎ কিল ॥২৫
নিরাশস্য সুখং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি
নিরাশোঽহং মহাভাগ! মগ্নোঽস্মিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬
ক মেরুর্মিথিলা কেয়ং পন্থাঞ্চ সমুপাগতঃ
পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭
প্রারব্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্।
উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব্বথা ॥ ২৮
ন তীর্থং ন চ বেদোঽত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ।
অপ্রবেশঃ পুরে জ্ঞাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ।
জ্ঞাতো হি প্রতিহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩০
সামপূর্ব্বমুবাচাসৌ তং ত্বরা সংস্থিতং মুনিম্।

আমি নিজের পিতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, সুতরাং অন্য কাহাকে দোষ দিব? অথবা নিজ কর্ম্মফলই এইরূপ আমাকে ভূতলে ভ্রমণ করাইতেছে। ২৪

ধনাশাই পুরুষের পরিভ্রমণের কারণ হয়, তাহা আমার নাই, তথাপি আমি এইরূপ অকারণ ভ্রমণ করিতেছি। ২৫

নিরাশ ব্যক্তি যদি মোহে মজ্জিত না হয়, তবে সে নিত্য সুখ ভোগ করে। হে মহাভাগ! আমিও নিরাশ, কিন্তু আমি মোহসাগরে মগ্ন। ২৬

মেরু কোথায় আর মিথিলাই বা কোথায়, আমি পায়ে হাঁটিয়া তথা হইতে এখানে আসিয়াছি। আমার এই পরিভ্রমণ-ফল হইতে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিলেন। ২৭

শুভ হউক বা অশুভ হউক প্রারব্ধ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, উদ্যম প্রারব্ধের বশীভূত, প্রারব্ধ উদ্যমের দ্বারা সমস্ত কার্য্য করায়। ২৮

এখানে কোন বেদমূর্ত্তি নাই, কোন তীর্থও নাই, যাহার জন্য আমি এত পরিশ্রম করিয়া এখানে আসিয়াছি। এখানে বিদেহ-নামক এক রাজা আছেন অথচ এখানে প্রবেশের অধিকার নাই, ইহা আশ্চর্য্য। ২৯

এই বলিয়া শুকদেব শীঘ্রই মৌনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতীহার জানিতে পারিল, ইনি নিশ্চয়ই জ্ঞানী বিদ্বান্ কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ৩০

গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেষ্টং দ্বিজসত্তম ॥ ৩১
অপরাধো মম ব্রহ্মন্ যন্নিবারিতবানহম্।
তৎ ক্ষন্তব্যং মহাভাগ! বিমুক্তানাং ক্ষমা বলম্ ॥ ৩২

শুক উবাচ।

কিন্তেঽত্র দূষণং ক্ষত্তঃ পরতন্ত্রোঽসি সর্ব্বদা।
প্রভুকার্য্যং প্রকর্ত্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্ ॥ ৩৩
ন ভূপদূষণঞ্চাত্র যদহং রক্ষিতস্ত্বয়া
চৌর-শত্রুপরিজ্ঞানং কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩৪
মমৈব সর্ব্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ।
গমনং পরগেহে যন্নঘুতায়াশ্চ কারণম্ ॥ ৩৫

প্রতীহার উবাচ।

কিং সুখং দ্বিজ! কিং দুঃখং কি কার্য্যং শুভমিচ্ছতা।
কঃ শত্রুর্হিতকর্ত্তা কো ব্রূহি সর্ব্বং মমাস্য বৈ ॥ ৩৬

শুক উবাচ

দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বত্র দ্বিবিধো জনঃ!
রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭

তখন দ্বারপাল বিনয়সহকারে সেইস্থানে স্থিত শুকদেবকে বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার যেখানে অভিরুচি তথায় যান। ৩১

ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে যে নিবারণ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধ ক্ষমা করুন; মহাভাগ! যেহেতু মুক্ত পুরুষগণের ক্ষমাই বল। ৩২

শুক বলিলেন—হে দ্বারপাল! এখানে তোমার দোষ কি? যেহেতু তুমি সর্ব্বদা পরাধীন। যাহারা সেবক, তাহাদের সর্ব্বদাই প্রভুর কার্য্য করা উচিত। ৩৩

তুমি যে আমার গমনে বাধা দিলে ইহাতে রাজাকেও দোষ দেওয়া যায় না; যেহেতু রাজার চৌর শত্রু প্রভৃতি বিষয়ে পরিচয় আবশ্যক। ৩৪

সর্ব্বথা ইহা আমারই দোষ, যেহেতু আমি এখানে আসিয়াছি। পরগৃহে গমন লঘুতার কারণ। ৩৫

দ্বারপাল কহিল—হে ব্রাহ্মণ! এই সংসারে সুখ কি, দুঃখই বা কি? শুভেচ্ছু ব্যক্তির কার্য্য কি? শত্রু কে এবং হিতকারী কে? এই সমস্তই আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। ৩৬

শুক কহিলেন—সমস্ত লোকে দুইটি বিভাগ আছে, সর্ব্বত্র মানুষও দুই প্রকার, রাগী এবং বিরাগী, আবার তাহাদের চিত্তও দ্বিধা বিভক্ত। ৩৭

বিরাগী ত্রিবিধঃ কামং জ্ঞাতোঽজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ
রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্খশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৩৮

চাতুর্থ্যাং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজন্তথা
মতিস্তু দ্বিবিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্ব্বথা ॥ ৩৯

প্রতীহার উবাচ।

যদুক্তং ভবতা বিদ্বন্নার্থজ্ঞোঽহং দ্বিজোত্তম ! ।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণাশু যথার্থং বদ সত্তম ! ॥ ৪০

শুক উবাচ।

রাগো যস্যাস্তি সংসারে স রাগীত্যুচ্যতে ধ্রুবম্ ।
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১
ধনং প্রাপ্য সুতান্ দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা
তদপ্রাপ্য মহদ্দুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪২
কার্য্যস্তস্য সুখোপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ সুখসাধনম্ ।
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিঘ্নং করোতি যঃ ॥ ৪৩
সুখোৎপাদয়িতা মিত্রং রাগযুক্তস্য সর্ব্বদা
চতুরো নৈব মুহ্যেত মূর্খঃ সর্ব্বত্র মুহ্যতি ॥ ৪৪

বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য সুখমেকান্তসেবনম্
আত্মানুচিন্তনঞ্চৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫
দুঃখং তদেতৎ সর্ব্বং হি সংসারকথনাদিকম্ ।
শত্রবো বহবস্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬
কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য মত্বা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্ ।
ক্ষত্তা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরমাম্ ॥ ৪৮
নগরং বীক্ষমাণঃ সংস্ত্রৈবিধ্যজনসঙ্কুলম্ ।
নানাবিপণদ্রব্যাঢ্যং ক্রয়-বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯
রাগদ্বেষযুতং কাম-লোভমোহাকুলন্তথা ।
বিবদৎসু জনাকীর্ণং বসুপূর্ণং মহত্তরম্ ॥ ৫০
পশ্যন্ স ত্রিবিধাঁল্লোকান্ প্রাসরদ্ রাজমন্দিরম্
প্রাপ্তঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১
নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতীহারেণ কাষ্ঠবৎ
তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৫২

বিরাগী জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম ভেদে ত্রিধা বিভক্ত। রাগী মূর্খ এবং চতুররূপে দ্বিধা বিভক্ত ॥ ৩৮

চাতুর্থ্যও শাস্ত্রজ ও মতিজরূপে দুই প্রকার এবং মতিও যুক্ত ও অযুক্ত রূপে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয় ॥ ৩৯

প্রতীহার কহিল—হে বিদ্বন্ ! আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; অতএব সেই সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ও সরলভাবে আমাকে বলুন ॥ ৪০

শুক বলিলেন,—যাহার সংসারে অনুরাগ আছে, তাহাকে রাগী বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাহারা নানাবিধ দুঃখ ও সুখ ভোগ করে ॥ ৪১

ধন, পুত্র, স্ত্রী, মান, বিজয় প্রাপ্ত হইলে তাহারা মহাসুখী হয়। আর তাহা না পাইলে প্রতিক্ষণে তাহাদের অত্যন্ত দুঃখ হয় ॥ ৪২

সুখের উপায় এবং সুখের সাধনান্বেষণ তাহাদের কার্য্য, আর যাহারা তাহাদের সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে তাহারা তাহাদের শত্রু ॥ ৪৩

রাগী মানবগণের নিকট যিনি সুখের উৎপাদন করেন তিনিই মিত্র। চতুর ব্যক্তি কখনও মোহিত হয় না। মূর্খ সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া পড়ে ॥ ৪৪

আত্মতত্ত্বাভিলাষী বিরক্ত পুরুষগণ একান্তস্থানে আত্মানুচিন্তন ও বেদান্তচিন্তনের দ্বারা পরমসুখ অনুভব করেন ॥ ৪৫

সংসারবিষয়ক কথোপকথন তাঁহাদের দুঃখের নিদান। শুভেচ্ছু সেই বিজ্ঞগণের বহু শত্রুও বিদ্যমান ॥ ৪৬

কাম ক্রোধ প্রমাদ প্রভৃতি বিরাগী ব্যক্তিগণের শত্রুরূপে কথিত হইয়াছে। তাহাদের সন্তোষই একমাত্র বন্ধু। এই ত্রিভুবনে তাহাদের অন্য বন্ধু নাই ॥ ৪৭

সূত কহিলেন—দ্বারপাল শুকদেবের এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মনে করিয়া এক মনোরম কক্ষমধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করাইল ॥ ৪৮

তখন শুকদেব এই ক্রেতা ব্যবসায়ী, বিক্রেতা (দোকানদার) ও ক্রয়-বিক্রয়কারী মধ্যস্থপুরুষ (দালাল) ত্রিবিধ নাগরিকে পরিপূর্ণ নগর দেখিতে লাগিলেন। ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যে শোভিত বহু সুন্দর বিপণি এই নগরমধ্যে রহিয়াছে ॥ ৪৯

রাগ-দ্বেষ ও কাম-লোভে মোহাকুল লোকগণকে বিবদমান অবস্থায় দেখিলেন এবং বহু ধনপূর্ণ জনাকীর্ণ ত্রিবিধ লোকসম্পন্ন নগর দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের দিকে শুকদেব অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় পরমতেজস্বী শুকদেবকে অন্য একজন দ্বারপাল দ্বার রোধ করায় সেই দ্বারে কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিয়া মোক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৫০-৫২

ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ
ধ্যানং কৃত্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৫৩
তং মুহূর্ত্তাদুপাগত্য রাজ্ঞোঽমাত্যঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাবেশয়ত্তত: কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ ॥ ৫৪
তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্।
তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসৎক্রিয়াম্ ॥ ৫৫
বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ।
গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬
তা আদিশ্য চ সেবার্থং শুকস্য মন্ত্রিসত্তমঃ।
নির্গতঃ সদনাত্তস্মাদ্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্যথাবিধি।
দেশকালোপপন্নেন নানাঽন্নেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮
ততোঽন্তঃপুরবাসিন্যস্তস্যান্তঃপুরকাননম্।
রম্যং সন্দর্শয়ামাসুরঙ্গনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯
স যুবা রূপবান্ কান্তো মৃদুভাষী মনোরমঃ।
দৃষ্ট্বা তা মুমুহুঃ সর্বাস্তস্ক কামশিবাপরম্ ॥ ৬০

জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা সর্ব্বাঃ পর্য্যচরংস্তদা।
আরেভেস্তু শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১
আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন তপ্যতি।
পশ্যংস্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থ এব স তস্থিবান্ ॥ ৬২
তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দদুর্নার্য্যঃ সুসংস্কৃতাম্।
পরাস্তরণোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩
স কৃত্বা পাদশৌচঞ্চ কৃশপাণিরতন্দ্রিতঃ।
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৬৪
যামমেকং স্থিতো ধ্যানে সুষাপ তদনন্তরম্।
সুপ্ত্বা যামদ্বয়ং তত্র চোদতিষ্ঠত্তত: শুকঃ ॥ ৬৫
পাশ্চাত্যাং যামিনীযামং ধ্যানমেবান্বপদ্যত।
স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে মিথিলারাজান্তঃপুরবাসিনীনাং
মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদিপ্রকাশো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

মহাতপস্বী এবং ছায়া ও আতপে (রৌদ্রে) সমদর্শী শুকদেব সেইস্থানে একান্তে ধ্যান করিতে করিতে অচল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজার একজন মন্ত্রী আসিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজবাটীর দ্বিতীয় কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪

সেস্থানে দিব্য মনোরম দিব্য বৃক্ষযুক্ত পুষ্পিত উদ্যান দেখাইয়া অতিথিসৎকার করিয়া গীত-বাদ্যকুশল, কামশাস্ত্র-বিশারদ রাজসেবাপরায়ণ শ্রেষ্ঠ বারবনিতাগণকে শুকদেবের সেবার জন্য আদেশ দিয়া সেই অমাত্যপ্রবর ভবন হইতে চলিয়া গেলেন। শুকদেব সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫-৫৭

তখন সেই স্ত্রীলোকগণ দেশকালোপযোগী নানাবিধ অন্নে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অত্যন্ত ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিল ॥ ৫৮

তারপর সেই অন্তঃপুরবাসিনীগণ কামমোহিত হইয়া তাহাদের অন্তঃপুরের সুন্দর উদ্যানসকল তাঁহাকে দেখাইল ॥ ৫৯

দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন রূপবান্ মৃদুভাষী মনোরম সেই যুবাকে দেখিয়া তাহারা সকলে মোহপ্রাপ্ত হইল ॥ ৬০

বিশেষতঃ তাহাকে জিতেন্দ্রিয় মুনি মনে করিয়া তাহারা সকলে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। শুদ্ধাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

আত্মারাম জিতক্রোধ শুকদেব ইহাতে হৃষ্ট হইলেন না এবং কুদ্ধও হইলেন না। সেই স্ত্রীলোকগণের নানাবিধ বিকার দেখিয়া সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

সেই রমণীগণ তাঁহাকে বহুমূল্য আস্তরণপরিশোভিত সুসংস্কৃত নানাপ্রকার বস্ত্রাদি সুসজ্জিত শয্যা প্রদান করিল ॥ ৬৩

শুকদেব হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা সমাপন করত শস্ত্রাযুক্ত না হইয়া কৃশহস্তে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৪

এক প্রহর ধ্যানে অবস্থান করিয়া তারপর শয়ন করিলেন দুই প্রহর শয়ন করিয়া পরে জাগরিত হইলেন ॥ ৬৫

শেষ রজনীপ্রহরে তিনি আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৬

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে মিথিলারাজান্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে শুকদেবের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশনামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শুকসমীপে জনকস্যাগমনম্, শুকদেবস্য প্রশ্নঃ, শুক-জনকয়োস্তত্ত্ববিচারশ্চ]

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা গুরুপুত্রং সনন্দায়াৎ ॥ ১
কৃত্বার্হণাং নৃপঃ সম্যগ্ দত্ত্বাসনমনুত্তমম্।
পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্ ॥ ২
স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্ ॥ ৩
কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নমুপবিষ্টঃ সুখাসনে
শুকং ব্যাসসুতং শান্তং পর্য্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥৭
কিং নিমিত্তং মহাভাগ নিঃস্পৃহস্য চ মাং প্রতি
জ্ঞাতং হ্যাগমনং ব্রূহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫

শুক উবাচ

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ কুরু দারপরিগ্রহম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬
ময়া নাঙ্গীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধং গুরোরপি
ন বন্ধোঽস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎ কৃতবান্ পুনঃ ॥৭
ইতি সন্দিগ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ
উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮
যাজ্যোঽস্তি জনকস্তত্র জীবন্মুক্তো নরাধিপঃ
বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯
কুর্ব্বন্ রাজ্যং তথা রাজা মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে।
ত্বং বিভেষি কথং পুত্র বনবৃত্তিঃ পরন্তপ ॥ ১০
পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যক্ত মোহং মনোগতম্
কুরু দারান্মহাভাগ পৃচ্ছ বা ভূপতিঞ্চ তম্ ॥ ১১
সন্দেহন্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্থিবঃ
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মামেহি ত্বরসা সুত ॥ ১২
সংপ্রাপ্তোঽহং মহারাজ ত্বৎপুরে চ তদাজ্ঞয়া
মোক্ষকামোঽস্মি রাজেন্দ্র ব্রূহি কৃত্যং মমানঘ ॥ ১৩
তপস্তীর্থ-ব্রতেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্
জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র মোক্ষং প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[শুকের নিকট জনকের আগমন, শুকদেবের প্রশ্ন এবং শুক ও জনকের তত্ত্ববিচার।]

সূত কহিলেন—রাজা জনক শুকদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া পুরোহিত সনানন্দকে অগ্রে করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত শুদ্ধবেশে গুরুপুত্রের নিকট গমন করিলেন। ১

রাজা জনক যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া উত্তম আসন প্রদান পূর্ব্বক পয়স্বিনী (দুগ্ধবতী) গোদান করিয়া শুকদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

শুকদেবও রাজার অভ্যর্থনা যথাবিধি গ্রহণ করিলেন এবং নিজের মঙ্গল নিবেদন পূর্ব্বক রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

জনক কুশল প্রশ্নাদি করার পর সুখাসনে উপবিষ্ট শান্ত ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

হে মহাভাগ, মুনিসত্তম! নিস্পৃহ আপনার কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন হইয়াছে? আপনার জন্য আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা বলুন। ৫

শুকদেব কহিলেন—হে মহারাজ! ব্যাসদেব আমাকে দারপরিগ্রহ করিতে বলিতেছেন; কারণ, সমস্ত আশ্রমসমূহের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই উত্তম। ৬

আমি তাহা বন্ধন মনে করিয়া গুরুর বাক্যও স্বীকার করি নাই। "গৃহস্থাশ্রম বন্ধন নয়" তিনি এইরূপ বলার পরও আমি তাহা করি নাই। ৭

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ আমাকে সন্দিগ্ধমনা মনে করিয়া আমাকে হিতকর বাক্য বলিলেন,—তুমি মিথিলা যাও, দুঃখ করিও না। ৮

সেখানে জনক নামে এক রাজা আছেন, তিনি স্বয়ং যজ্ঞ করেন ও জীবন্মুক্ত, তাঁহাকে অনেকে বিদেহ নামে অভিহিত করে। লোকমান্য সেই রাজা নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতেছেন। ৯

সেই রাজা রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে বদ্ধ নহেন, হে পরন্তপ! তুমি বনে বাস করিয়াও কেন ভয় পাইতেছ? ১০

হে নৃপশ্রেষ্ঠ মহাভাগ! রাজাকে দেখ, মনোগত মোহ ত্যাগ কর, তুমি দারপরিগ্রহ কর অথবা সেই রাজাকে জিজ্ঞাসা কর। ১১

সেই রাজা তোমার মনোগত সন্দেহের ব্যাপার বিশদ-ভাবে ব্যক্ত করিবেন, তাহা শুনিয়া শীঘ্রই আমার নিকট এস। ১২

হে মহারাজ! তাঁহার আদেশে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজেন্দ্র! আমি মুক্তি ইচ্ছা করি। নিষ্পাপ! অতএব এই বিষয়ে আমার কি করণীয়, তাহা আমাকে বলুন। ১৩

রাজেন্দ্র! তপস্যা, তীর্থ, ব্রত, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তীর্থসেবন, জ্ঞান,

জনক উবাচ।

শৃণু বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং মোক্ষমার্গাশ্রিতেন যৎ।
উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥১৫
অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।
সমাবৃত্তস্তু গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেন্মুনিঃ ॥ ১৬
ন্যায়বৃত্তিস্তু সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭
পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ।
তপসা যড়্রিপূন্ জিত্বা ভার্য্যাং পুত্রে নিবেশ্য চ ॥ ১৮
সর্ব্বানগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
বসেত্তুর্য্যাশ্রমে শান্তঃ শুদ্ধে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯
বিরক্তস্যাধিকারোঽস্তি সন্ন্যাসে নান্যথা ক্বচিৎ।
বেদবাক্যমিদন্তথ্যং নান্যথেতি মতির্মম ॥ ১০

ইহাদের মধ্যে মোক্ষের প্রতি কে কারণ তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৪

জনক বলিলেন,—মোক্ষপথাবলম্বী বিপ্রের যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ কর। বিপ্র প্রথমে উপনীত হইয়া বেদাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে বাস করিবেন ॥ ১৫

সমস্ত বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া গৃহে সমাবর্ত্তন করিবেন এবং সেই মুনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভার্য্যার সহিত বাস করিবেন ॥ ১৬

তিনি ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া অভিন্ন ধনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, সদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিবেন, সত্যবাদী হইবেন এবং সর্ব্বদা পবিত্র থাকিয়া অগ্নিহোত্রাদি প্রাত্যহিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিবেন ॥ ১৭

তারপর পুত্র ও পৌত্র প্রাপ্ত হইয়া (পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর) বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করিবেন। অন্তরে শুদ্ধ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পর তপস্যার দ্বারা কাম-ক্রোধাদি ছয়টি শত্রুকে জয় করিয়া, স্বীয় ভার্য্যাকে পুত্রের নিকট স্থাপিত করিয়া এবং গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়াদি সমস্ত অগ্নিকে যথাবিধি আত্মায় আরোপিত করিয়া অর্থাৎ অগ্নিহোত্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ ও শান্ত পুরুষ চতুর্থ আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করিবেন ॥ ১৮-১৯

বিরক্তেরই অর্থাৎ বিষয়বিরাগী মানুষেরই সন্ন্যাস আশ্রমে

শুক্লাষ্টচত্বারিংশদ্ বৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ।
চত্বারিংশদ্ গৃহস্থস্য প্রোক্তাস্তত্র মহাত্মভিঃ ॥ ২১
অষ্টৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শম-দমাদয়ঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ২২

শ্রীশুক উবাচ।

উৎপন্নে হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্ভবে
অবশ্যমেব বস্তব্যমাশ্রমেষু বনেষু বা ॥ ২৩

জনক উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ
অপকৃষ্য প্রকুর্ব্বন্তি বিকারাংস্তাননেকশঃ ॥ ২৪
ভোজনেচ্ছাং সুখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্মজস্য চ।
যতী ভূত্বা কথং কুর্য্যাদ্ বিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫
দুর্জ্জয়ং বাসনাজালং ন শক্তিমুপযাতি বৈ।
অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬

প্রবিষ্ট হইবার অধিকার আছে; অন্যথা কখনই সেই অধিকার আসিতে পারে না। ইহাই যথার্থ বেদবাক্য; ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহাই আমার অভিমত ॥ ২০

হে শুক! বেদপ্রতিপাদিত সংস্কার আটচল্লিশ প্রকার। মহাত্মাগণ তাহার মধ্যে চল্লিশটি সংস্কার গৃহস্থের বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর মুক্তিকামী পুরুষের শম-দমাদি আটটি সংস্কার কথিত আছে। অতএব এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই ক্রমে চার আশ্রমের মধ্যে পূর্ব্ব আশ্রম ত্যাগ করিয়া পর আশ্রমে যাইবে —ইহা শিষ্টগণের অনুশাসন ॥ ২১-২২

শ্রীশুক বলিলেন—জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন বৈরাগ্য হৃদয়ে উৎপন্ন হইলেও সেকি অবশ্যই গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিবে, অথবা বনে গমন করিবে ॥ ২৩

জনক কহিলেন—হে মানদ! বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়সকল অপক বৈরাগ্য অবস্থায় কোন মতে বশীভূত হয় না। তাহারা এইরূপ বৈরাগ্যাবস্থায় অনেক প্রকার বিকার আনাইতে সক্ষম হয় ॥ ২৪

বিকার উপস্থিত হইলে যতিগণ কিরূপে ভোজনেচ্ছা, সুখেচ্ছা, সুখকর শয্যায় শয়নেচ্ছা ও পুত্রেচ্ছা প্রভৃতি করিবে? কেননা সন্ন্যাসিগণ সর্ববিষয়ে কামনারহিত হইবে ॥ ২৫

দুর্জ্জয় এই বাসনাজাল সহসা প্রশমিত হয় না। তাহার প্রশমনের জন্য ক্রমশঃ (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমী হইতে) নিবৃত্ত হইতে হইবে ॥ ২৬

ঊর্দ্ধং সুপ্তঃ পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ
পরিব্রজ্য পরিভ্রষ্টো ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭
যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখায়ামধিরোহতি
শনৈঃ শনৈঃ ফলং যাতি সুখেন পদগামিনী ॥ ২৮
বিহঙ্গস্তুরসা যাতি বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বৈ।
শ্রান্তো ভবতি বিশ্রম্য সুখং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯
মনস্তু প্রবলং কামমজেয়মকৃতাত্মভিঃ।
অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ ॥ ৩০
গৃহস্থাশ্রমসংস্থোঽপি শান্তঃ সুমতিরাত্মবান্।
ন চ হৃষ্যেন্ন চ ত্বপেল্লাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১
বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্ত্যজংশ্চিন্তান্বিতঞ্চ যৎ।
আত্মলাভেন সন্তুষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২
পশ্যাহং রাজ্যসংস্থোঽপি জীবন্মুক্তো যথাঽনঘ।
বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎ প্রজায়তে ॥ ৩৩

কেহ উচ্চস্থানে শয়ন করিলে তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু মাটিতে শয়ন করিলে তাহা থাকে না। সুতরাং সন্ন্যাসী হইয়া যদি কেহ ভ্রষ্ট হয়, তবে সে আর কোন পথ লাভ করিতে পারে না ॥ ২৭

যেরূপ পিপীলিকাগণ মূল হইতে শাখায় আরোহণ করে এবং কোন ক্লেশ ভোগ না করিয়া ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটিয়া ফল পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ কল্যাণকামী পুরুষেরও উচিত ধীরে ধীরে একআশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাওয়া। কিন্তু বিহঙ্গসকল বিঘ্ন শঙ্কা না করিয়া অভীষ্ট স্থানে সত্বর পৌঁছিবার জন্য অত্যন্ত বেগে উড়িয়া যায় বলিয়াই অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়ে আর পিপীলিকা বিশ্রাম করিয়া সুখে গমন করে ॥ ২৮-২৯

দুর্ব্বলপ্রবৃত্তি মানবগণের মন অজেয় এবং কাম প্রবল শত্রু অতএব আশ্রমের ক্রমানুসারেই মন ও কামকে জয় করিতে হইবে ॥ ৩০

গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও যদি কেহ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করে, সুখে আনন্দিত হয় না, দুঃখে দুঃখিত হয় না, লাভ ও ক্ষতিকে সমান মনে করে, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সর্ব্ববিষয়ে চিন্তা ত্যাগ করে এবং আত্মার স্বরূপ লাভে তৎপর হয়, তাহা হইলে সে নিঃসংশয়ে মুক্ত হইতে পারে ॥৩১-৩২

হে নিষ্পাপ পুরুষ! আপনি দেখুন, যেরূপ আমি রাজা হইয়াও জীবন্মুক্তরূপে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি, কোন কিছুতেই আমার আসক্তি না থাকিলেও বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ

ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুর্ব্বন্ কার্য্যাণ্যনেকশঃ।
ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবানঘ ॥ ৩৪
কথ্যতে খলু যদ্দৃশ্যমদৃশ্যং বধ্যতে কুতঃ।
দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণাস্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫
আত্মা গম্যোঽনুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন।
স কথং বধ্যতে ব্রহ্মন্নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬
মনস্তু সুখ-দুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ।
জাতে তু নির্ম্মলে হ্যস্মিন্ সর্ব্বং ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৭
ভ্রমন্ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ পুনঃ।
নির্ম্মলং ন মনো যাবত্তাবৎ সর্ব্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮
ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেন্দ্রিয়াণি পরন্তপ।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ ॥ ৩৯
শুদ্ধো মুক্তঃ সদৈবাত্মা ন বৈ বধ্যেত কর্হিচিৎ।
বন্ধমোক্ষৌ মনঃসংস্থৌ তস্মিন্ শান্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০

করিতেছি এবং বহুকার্য্য করিতেছি, সেইরূপ আপনিও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত মুক্ত হোন। যেহেতু আপনি ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন ॥ ৩৩-৩৪

যে বস্তু দৃশ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সেই বস্তুগুলি অদৃশ্য বস্তুকে কিরূপে বন্ধন করিতে পারে অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা আত্মা বন্ধন প্রাপ্ত হন না। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূত এবং রূপ-রসাদি তাহাদের গুণসকলই 'দৃশ্য' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৫

পরন্তু আত্মা অদৃশ্য ও অনুমানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হয়, তিনি কখনও প্রত্যক্ষ হন না। ব্রহ্মন্! সেই নিরঞ্জন ও নির্ব্বিকার স্বরূপ আত্মা কি প্রকারে জড় বস্তুর দ্বারা বদ্ধ হইবেন? ৩৬

দ্বিজ! মনই সমস্ত সুখ ও দুঃখের প্রধান কারণ, অতএব এই মন নির্ম্মল হইলে সব কিছুই নির্ম্মল হইয়া যায় ॥ ৩৭

যদি কেহ সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পুনঃ পুনঃ স্নান করে কিন্তু তাহার মন যদি নির্ম্মল না হয়, তবে তাহার সমস্তই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ৩৮

পরন্তপ! দেহ, জীবাত্মা এবং ইন্দ্রিয়সকল কেহই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ নহে, মনই একমাত্র বন্ধন ও মোক্ষের কারণ ॥ ৩৯

আত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধ ও মুক্ত, ইঁহাকে কেহ বদ্ধ করিতে পারে না। বন্ধন ও মোক্ষ ইহারা মনকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই মন শান্ত হইলে সকলেই শান্ত অবস্থায় অবস্থান করে ॥ ৪০

শত্রুর্মিত্রমুদাসীনো ভেদাঃ সর্ব্বে মনোগতাঃ
একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে দ্বৈতদর্শনাৎ ॥ ৪১
জীবো ব্রহ্ম ন দৈবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ বিদ্যা চ তন্নিবর্ত্তনম্।
বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সর্ব্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩
বিনাতপং হি ছায়ায়া জ্ঞায়তে চ কথং সুখম্।
অবিদ্যয়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ভূতানি চ তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাত্মনঃ ॥ ৪৫
মর্য্যাদা সর্ব্বরক্ষার্থং কৃতা বেদেষু সর্ব্বশঃ।
অন্যথা ধর্ম্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ॥ ৪৬
ধর্ম্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্ বর্ণাচারোঽতিবিস্তৃতঃ।
অতো বেদপ্রদিষ্টেন মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭

শ্রীশুক উবাচ।

সন্দেহো বর্ত্ততে রাজন্ ন নিবর্ত্ততি মে ক্বচিৎ।
ভবতা কথিতং যত্তচ্ছ্রুতো মে নরাধিপ ॥ ৪৮
বেদধর্ম্মেষু হিংসা স্যাদধর্ম্মবহুলা হি সা।
কথং মুক্তিপ্রদো ধর্ম্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ॥ ৪৯
প্রত্যক্ষেণ ত্বনাচারঃ সোমপানং নরাধিপ।
পশূনাং হিংসনং তদ্বত্তক্ষেণং ত্বামিষস্য চ ॥৫০
সৌত্রামণৌ তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ।
দ্যূতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১
শ্রূয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ।
যজ্বা ধর্ম্মপরো নিত্যং বদান্যঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২
গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্।
যজ্ঞাংশ্চ বিহিতাংস্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩
চর্ম্মণাং পর্ব্বতো জাতো বিন্ধ্যাচলসমঃ পুনঃ।
মেঘাম্বুপ্লাবনাজ্জাতা নদী চর্ম্মণ্বতী শুভা ॥ ৫৪
সোঽপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্ত্তিরস্যাচলা ভুবি
এবং ধর্ম্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৫
স্ত্রীসঙ্গেন সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ।
অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবন্মুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ৫৬

শত্রু, মিত্র, উদাসীন প্রভৃতি ভেদসমূহ মনেরই ধর্ম্ম, দ্বৈতভাবেই ইহাদের ভেদ প্রতীয়মান হয়, অদ্বৈতভাবে ভেদ বুদ্ধি থাকে না ॥৪১

'আমি জীবই ব্রহ্ম, অন্য কিছুই নহি' এই প্রকার বিচার করা উচিত নয়; কারণ, সাংসারিক ব্যবহারেই এইরূপ ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান ॥ ৪২

মহাভাগ! ইহা অবিদ্যা, এই অবিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা নাশ করিতে হয়; সুতরাং সর্ব্বদাই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের বিদ্যা অবিদ্যা দুইটিকে জানিতে হইবে ॥ ৪৩

যেরূপ উত্তাপ ব্যতিরেকে ছায়ার সুখ অনুভূত হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা ব্যতিরেকে বিদ্যার জ্ঞানও সম্ভব নহে ॥ ৪৪

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণসকল গুণজাতে, দ্রব্যে এবং আকাশাদি মহাভূতসকল ভৌতিকদেহ প্রভৃতিতে সর্ব্বদা প্রবিষ্ট থাকে এবং ইন্দ্রিয়সকল রূপাদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন দোষ হয় না ॥ ৪৫

অনঘ! বেদসমূহে সকলের সুরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বিহিত আছে। অন্যথা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সব ধর্ম্মের লোপ হইয়া যাইত ॥ ৪৬

ধর্ম্মনাশ হইলে উচ্ছৃঙ্খল লোকগণের দ্বারা বর্ণাচার বিনষ্ট হইবে, অতএব বেদবিহিত মার্গে গমন করাই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; ইহাতে সকলের কল্যাণ হইবে ॥ ৪৭

শ্রীশুক কহিলেন,—হে রাজন্! বেদোক্ত কর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার সন্দেহ দূর হইতেছে না, বরং তাহা বাড়িতেছে ॥৪৮

ভূপতে! কারণ বৈদিক ধর্ম্মে হিংসা আছে। হিংসা অধর্ম্মবহুলা। অতএব বেদোক্ত ধর্ম্ম কিরূপে মুক্তিপ্রদ হইবে? ৪৯

নরনাথ! যে ধর্ম্মে সোমরসপান প্রত্যক্ষ অনাচার, পশুগণের হিংসা, আমিষভক্ষণ, সৌত্রামণি যাগে প্রত্যক্ষ সুরাগ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে, দ্যূতক্রীড়া ও অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথা আছে ॥ ৫০-৫১

আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে শশবিন্দুনামক এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ যাজ্ঞিক বদান্য সত্যসন্ধ রাজা ছিলেন ॥ ৫২

তিনি ধর্ম্মের রক্ষক, দুরাত্মাগণের শাসক ছিলেন এবং প্রভূত দক্ষিণা সহকারে অনেক যজ্ঞ করিয়া ছিলেন ॥ ৫৩

তাঁহার সেই যজ্ঞে এত পশুবধ হইয়াছিল যে বিন্ধ্যাচলের ন্যায় পশুগণের চর্ম্মে একটি পর্ব্বত জাত হইয়াছিল এবং মেঘ হইতে বর্ষার জলের প্লাবনে তাহা হইতে চর্ম্মণ্বতী নামক নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৫৪

সেই রাজাও মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে গেলেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার অচল কীর্ত্তি রহিল। এইরূপ বেদোক্ত কর্ম্মে আমার বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে না ॥ ৫৫

যে সমস্ত মানব রমণীর সম্ভোগ প্রভৃতি ভোগের দ্বারা

জনক উবাচ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাঽহিংসা পরিকীর্ত্তিতা।
উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৭
যথা চেন্ধনসংযোগাদগ্নৌ ধূমঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্ বিয়োগাত্তথা তস্মিন্নির্ধূমত্বং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮
অহিংসাঞ্চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম।
রাগিণাং সাঽপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯
অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্
অকৃতং বেদবিদ্বাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০
গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যজ্ঞে দ্বিজসত্তম।
সাহিংসৈব মহাভাগ মুমুক্ষূণাং জিতাত্মনাম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকজনকয়োস্তত্ত্ব বিচারো নামাষ্টদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

বিলক্ষণ সুখ অনুভব করে এবং তাহার অভাবে দুঃখ অনুভব করে তাহারা কি করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে ? ৫৬

জনক কহিলেন—যজ্ঞে যে হিংসা দেখা যায়, তাহা হিংসা নহে। রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ যে হিংসা, তাহাই হিংসা, ইহাই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ৫৭

যেরূপ কাঠাদির সংযোগবশে অগ্নিতে ধূম দেখা যায়, কাঠাদি ব্যতিরেকে অগ্নি নির্ধূমরূপে প্রতিভাত হয় ॥ ৫৮

বেদোক্ত অহিংসাও সেইরূপ জানিবে; বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের যাহা হিংসা, নিস্পৃহগণের তাহা হিংসা নহে ॥ ৫৯

যে সকল কর্ম্ম অহঙ্কার ও রাগবিবর্জ্জিত, তাহা অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম নহে এইরূপ বেদবিৎ মনীষিগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৬০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! গৃহস্থগণেরও যজ্ঞে যে হিংসা, তাহা মুমুক্ষু ও জিতেন্দ্রিয়গণের পক্ষে অহিংসারূপে অভিহিত ॥ ৬১

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে শুক ও জনকের তত্ত্ববিচারনামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শুকদেবস্য সন্দেহজনকঃ প্রশ্নঃ, জনকেন তস্যোত্তরদানম্, শুকদেবস্য গার্হস্থ্যাশ্রমগ্রহণম্, তস্য সন্তানানাং বর্ণনম্, শুকদেবস্য বিরহেণ বেদব্যাসস্য দুঃখকথনঞ্চ

শ্রীশুক উবাচ

সন্দেহোঽয়ং মহারাজ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।
মায়ামধ্যে বর্ত্তমানঃ স কথং নিঃস্পৃহো ভবেৎ ॥ ১
শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্।
ত্যজতে ন মনো মোহং স কথং মুচ্যতে নরঃ ॥ ২
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাস্ত্রাদ্ বোধো হি ন ক্ষমঃ।
যথা ন নশ্যতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্ত্তয়া ॥ ৩
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
স কথং রাজশার্দ্দূল গৃহস্থস্য ভবেত্তথা ॥ ৪
বিত্তৈষণা ন তে শান্তা তথা রাজন্নুখৈষণা।
জয়ৈষণা চ সংগ্রামে জীবন্মুক্তঃ কথং ভবেঃ ॥ ৫
চৌরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তু তাপসে।
স্ব-পরত্বং তবাপ্যস্তি বিদেহস্ত্বং কথং নৃপ ॥ ৬
কটু-তীক্ষ্ণ-কষায়াম্লরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্।
শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ॥ ৭

একোনবিংশ অধ্যায়।

[শুকদেবের সন্দেহজনক প্রশ্ন, জনক কর্ত্তৃক তাহার উত্তর দান। শুকদেবের গার্হস্থ্যাশ্রমগ্রহণ, তাঁহাদের সন্তানগণের বর্ণন এবং শুকদেবের বিরহে বেদব্যাসের দুঃখকথন।]

শুক কহিলেন—হে মহারাজ। মনুষ্যসকল মায়াময় এই গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া কিরূপে নিস্পৃহ হইতে পারে ? এইরূপ সন্দেহ আমার মনে মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১

যখন শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিত্য এবং অনিত্য বিচার করিলে মন মোহমুক্ত হয়না, তখন জীব সংসারাসক্ত হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবেন ? ২

কেবল শাস্ত্রজ্ঞান হৃদয়স্থিত মোহান্ধকারকে বিনাশ করিতে পারে না, যেরূপ দীপের কথামাত্রে অন্ধকার দূরীভূত হয় না ॥ ৩

সমস্ত জীবগণের প্রতি অহিংসা সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য। হে রাজশ্রেষ্ঠ ! গৃহস্থের সেইরূপ অহিংসা কি প্রকারে সম্ভব ? ৪

হে রাজন্ ! আপনার বিত্তৈষণা, রাজসুখৈষণা এবং সংগ্রামে জয়ৈষণা তিরোহিত হয় নাই, সুতরাং আপনি কি প্রকারে জীবন্মুক্ত হইলেন ? ৫

হে মহারাজ। আপনার চৌরে চৌর-বুদ্ধি এবং তাপসগণের প্রতি সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আপনার আত্মপর জ্ঞানও আছে, সুতরাং আপনি কি করিয়া বিদেহ অর্থাৎ মুক্ত হইলেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতেছিনা ॥ ৬

আপনি মধুর ও অমঙ্গলজনক কটুতিক্ত প্রভৃতি রসের

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিশ্চ তব রাজন্ ভবন্তি হি।
অবস্থাস্তু যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ॥ ৮
পদাত্যশ্বরথেভাশ্চ সর্ব্বে বৈ বশগা মম।
স্বাম্যহং চৈব সর্ব্বেষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে ॥ ৯
মিষ্টমংসি সদা রাজন্ মুদিতো বিমনাস্তথা।
মালারাক্ষ তথা সর্পে সমদৃক্ ক্ব নৃপোত্তম ॥ ১০
বিমুক্তস্তু ভবেদ্ রাজন্ সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ।
একাত্মবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র হিতকৃৎ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১১
ন মেঽস্ত রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু কচিৎ।
একাকী নিস্পৃহোঽত্যর্থং চরেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২
নিঃসঙ্গো নির্ম্মমঃ শান্তঃ পত্র-মূল-ফলাশনঃ।
মৃগবদ্ বিচরিষ্যামি নির্দ্বন্দ্বো নিস্পরিগ্রহঃ ॥ ১৩
কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্য্যয়া চ স্বরূপয়া।
বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতস্য পার্থিব ! ॥ ১৪

আস্বাদন করিয়া থাকেন। নৃপ! আপনার চিত্ত মঙ্গলজনক কার্য্যে রত হয়, অমঙ্গলকর কার্য্যে হয় না ॥ ৭

রাজন্! আপনার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা যথাসময়ে হইয়া থাকে, নৃপ! সুতরাং আপনি কি করিয়া চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন? হে মহারাজ! এই পদাতি অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমিই সকলের অধিপতি, আপনি এই সব মনে করেন বা না করেন? ৮-৯

হে রাজন্! আপনি সতত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া আনন্দিত হন, আবার কখনও কোন কারণে নিরানন্দ থাকেন, নৃপোত্তম! সুতরাং আপনার পুষ্পমালা এবং সর্পে কি করিয়া সমান বুদ্ধি হইবে? ১০

যিনি মুক্ত, তাঁহার লোষ্ট্র (মাটীর ঢেলা) এবং কাঞ্চনে সমান জ্ঞান হয়, সকল পদার্থে তাঁহার একাত্মবুদ্ধি থাকে এবং সকল প্রাণীর তিনি হিতকারী হন। গৃহদারাদি বিষয়ে এখন আমার চিত্ত ধাবিত হইতেছেনা। এখন আমি নিঃসঙ্গ নির্ম্মম নির্দ্বন্দ্ব নিস্পরিগ্রহ ও পত্র-মূল-ফলাশী হইয়া মৃগের ন্যায় এই জগতে একাকী বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১২-১৩

হে মহারাজ! আমি এখন বিষয়রাগরহিত ও গুণাতীত, সুতরাং আমার গৃহ, ধন ও মনের মত সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রয়োজন কি? ১৪

আপনি বিবিধ প্রকার রাগসমাকুল বিষয় চিন্তা করেন, আবার নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, সুতরাং ইহাতে

চিন্তাসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্।
দম্ভোঽয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোঽস্মীতি ভাষসে ॥ ১৫
কদাচিচ্ছত্রুজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন।
কদাচিৎ সৈন্যজা চিন্তা নিশ্চিন্তোঽসি কদা নৃপ ! ॥ ১৬
বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ।
তেঽপি মুহ্যন্তি সংসারে জানন্তোঽপি হ্যসত্যতাম্ ॥ ১৭
তব বংশসমুত্থানাং বিদেহা ইতি ভূপতে !
কুটিলং নাম জানীহি নান্যথেতি কদাচন ॥ ১৮
বিদ্যাধরো যথা মূর্খো জন্মান্ধস্তু দিবাকরঃ।
লক্ষ্মীধরো দরিদ্রশ্চ নাম তেষাং নিরর্থকম্ ॥ ১৯
তব বংশোদ্ভবা যে যে শ্রুতাঃ পূর্ব্বে ময়া নৃপাঃ।
বিদেহা ইতি বিখ্যাতা নামতঃ কর্ম্মতো ন তে ॥ ২০
নিমিনামাঽভবদ্ রাজা পূর্ব্বং তব কুলে নৃপ !।
যজ্ঞার্থং স তু রাজর্ষির্বশিষ্ঠং স্বগুরুং মুনিম্ ॥ ২১

আপনার দম্ভই প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে ॥ ১৫

হে মহারাজ! কখন কখন আপনার শত্রু হইতে চিন্তা উৎপন্ন হয়, কখনও বা ধন হইতে আবার কখনও বা সৈন্য হইতে চিন্তা উৎপন্ন হয়, সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত কি করিয়া থাকিবেন? ১৬

মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈখানস মুনিগণও সংসারের অনিত্যতা জানিয়া সংসারে মুহ্যমান হন। (রাজাদের মুহ্যমান হওয়া অধিক কি?) ১৭

ভূপতে! আপনার বংশজাত নৃপতিগণের 'বিদেহ' নামক যে উপাধি আছে, তাহা কেবল কপটতাপূর্ণ বলিয়াই জানিবেন। অন্যথা ইহা কদাপি হইতে পারে না ॥ ১৮

কারণ যেরূপ মূর্খকে বিদ্যাধর রূপে, জন্মান্ধকে দিবাকররূপে, দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর রূপে অভিহিত করা হয়, (সেইরূপ আপনার বংশজগণের এই বিদেহ নাম বুঝিতে হইবে) কিন্তু তাহাদের এই নাম নিরর্থক ॥ ১৯

আপনার বংশোদ্ভব পূর্ব পূর্ব নৃপতিগণ বিদেহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা কেবল নামেই বিদেহ ছিলেন, কর্ম্মে নহে ॥ ২০

নৃপ! আপনার বংশে পূর্বে নিমিনামে এক নৃপতি ছিলেন এবং সেই রাজর্ষি যজ্ঞের নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। তখন বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি এখন যজ্ঞের

নিমন্ত্রয়ামাস তদা তমুবাচ নৃপং মুনিঃ।
নিমন্ত্রিতোঽস্মি যজ্ঞার্থং দেবেন্দ্রেণাধুনা কিল ॥ ২১
কৃত্বা তস্য মখং পূর্ণং কমিষ্যামি তবাঽপি বৈ।
তাবৎ কুরুষ রাজেন্দ্র সম্ভারন্তু শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ সোঽথ মহেন্দ্রযজনে মুনিঃ।
নিমিরপ্যং গুরুং কৃত্বা চকার মখমুত্তমম্ ॥ ২৪
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতোঽত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ।
শশাপ চ পতত্বন্তু দেহস্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫
রাজাঽপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতত্বয়ম্
অন্যোন্যশাপাৎ পতিতৌ তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬
বিদেহেন চ রাজেন্দ্র কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্।
বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ॥ ২৭

জনক উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্।
তথাপি শৃণু বিপ্রেন্দ্র গুরুর্মম সুপূজিতঃ ॥ ২৮
পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য ত্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি।
মৃগৈঃ সহ সুসম্বন্ধো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
মহাভূতানি সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি।
আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্যাঃ কদা মুনে ॥ ৩০
দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেঽপি চ।
তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তমানস্য বা ন বা ॥ ৩১
বিকল্পোপহতত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ।
ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্ব্বিকল্পোঽস্মি সর্ব্বথা ॥ ৩২
সুখং স্বপিমি বিপ্রাহং সুখং ভুঞ্জামি সর্ব্বদা।
ন বদ্ধোঽস্মীতি বুদ্ধ্যাহং সর্ব্বদৈব সুখী মুনে ॥ ৩৩
ত্বং তু দুঃখী সদৈবাসি বদ্ধোঽহমিতি শঙ্কয়া।
ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য সুখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪
দেহোঽয়ং মম বদ্ধোঽয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা।
তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫

সূত উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঽভবৎ
আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬

জন্য ইন্দ্র কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছি। তাঁহার যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া তোমারও যজ্ঞ করিব। হে রাজন্! তুমি ধীরে ধীরে তাহার আয়োজন কর ॥ ২১-২৩

এই বলিয়া বশিষ্ঠ মহেন্দ্রের যজ্ঞ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। নিমিরাজও অন্যকে গুরু স্বীকার করত উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২৪

তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, হে গুরুলোপক! তোমার দেহ আজ পতিত হউক ॥ ২৫

রাজাও মুনিকে শাপ দিয়াছিলেন—তোমারও এই দেহ পতিত হউক। পরস্পরের শাপের দ্বারা পরস্পর পতিত হইয়াছিলেন ইহা আমি শুনিয়াছি ॥ ২৬

হে রাজেন্দ্র! সেই বিদেহ নিমি স্বয়ং কি প্রকারে গুরুকে শাপ দিলেন? নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহার আমার নিকট হাস্যকর মনে হইতেছে ॥ ২৭

জনক বলিলেন—হে বিপেন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে তাহা সবই সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে। এই মত আমারও এবং আমার পূজ্য গুরু বেদব্যাসেরও। (তথাপি আপনার পিতৃদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর) ॥ ২৮

তুমি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ, সেখানে গিয়া তোমার পশুগণের সহিত সম্বন্ধ হইবে ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৯

আর আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত সর্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং তুমি নিঃসঙ্গ কি করিয়া হইবে? মুনি! বনে আহারের নিমিত্ত তোমার চিন্তা থাকিবে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেনা ॥ ৩০

বনেও তোমার দণ্ডাজিনের চিন্তা থাকিবে, সুতরাং তোমার দণ্ডাজিনের চিন্তার ন্যায় আমার রাজ্যচিন্তা জানিবে; তাহাতে আমার কোন চিন্তা থাক বা না থাক ॥ ৩১

তুমি কেবল সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া এই দূর দেশে আসিয়াছ। কিন্তু আমার কোন ভ্রম বা সন্দেহ নাই; কারণ, আমি সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত ॥ ৩২

বিপ্র! এই জন্যই আমি সুখে নিদ্রা যাই এবং সুখে ভোজন করি। মুনে! আমি কোন বিষয়ে বদ্ধ নাই—এই বুদ্ধিতেই সর্বদা সুখী থাকি ॥ ৩৩

তুমি "বদ্ধ" এইরূপ বৃথা চিন্তা করিয়া সর্বদা দুঃখ পাইতেছ। এই ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া তুমি সুখী ও নিশ্চিন্ত হও ॥ ৩৪

"এই দেহ আমার" এই জ্ঞানই বন্ধনের কারণ, 'এই দেহ আমার নয়' ইহাই মুক্তির কারণ। সেইরূপ এই ধন, গৃহ ও রাজ্য আমার নয়—এইরূপ জ্ঞানই আমার মুক্তির কারণ হইয়াছে এবং আমার সিদ্ধান্তও ইহাই ॥ ৩৫

সূত কহিলেন—তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া শুকদেব অত্যন্ত

আগচ্ছন্তং সুতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোঽপি সুখমাপ্তবান্
আলিঙ্গ্যাঘ্রায় মূর্দ্ধানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭
স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮
জনকস্য দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯
পিতৃণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।
শুকশ্চকার পত্নীং তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি ॥ ৪০
স তস্যাং জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুর এব হি।
কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতন্তথা ॥ ৪১
কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় অণুহায় মহাত্মনে ॥ ৪২
অণুহস্য সুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩
কালেন কিয়তা তত্র নারদস্যোপদেশতঃ।
জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৪
পুত্রে রাজ্যং নিধায়াথ গতো বদরিকাশ্রমম্।
মায়াবীজোপদেশেন তস্য জ্ঞানং নিরর্গলম্।
নারদস্য প্রসাদেন জাতং সদ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫
কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতুঃ শুকঃ।
ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাৎ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ
আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭
গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকস্যোৎপতনে তদা।
উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোঽভবৎ ॥ ৪৮
অন্তরিক্ষে যথা বায়ুস্তুয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ
তেজসাতিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯
ব্যাসস্তু বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুত্রেতি চাহসকৃৎ।
গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোঽভবৎ ॥ ৫০
ক্রন্দমানন্তদা দীনং ব্যাসং মত্বা শ্রমাকুলম্
সর্ব্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাত্তদা ॥ ৫১
তত্রাপ্যাপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ স্ফুটোঽভবৎ ॥ ৫২
রুদন্তন্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমন্বিতম্।
পুত্রপুত্রেতি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্।
শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ ॥ ৫৩

প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাসের উত্তম আশ্রমে শীঘ্র গমন করিলেন ॥ ৩৬

পুত্রকে আসিতে দেখিয়া ব্যাসদেবও সুখী হইলেন। আলিঙ্গন করিয়া পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক পুনরায় তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৭

বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শুকদেব পিতার নিকট রমণীয় আশ্রমে থাকিয়া রাজ্যভোগকারী মহাত্মা জনকের সেই বিদেহ-অবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন ৩৮-৩৯

শুকদেব যোগমার্গে থাকিয়াও পিতৃগণের গৌরববর্দ্ধিনী পীবরী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

সেই কন্যার গর্ভে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারটি পুত্র এবং কীর্ত্তি নামে একটি কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, তিনি বিভ্রাজপুত্র অণুহকে এই কন্যা দান করিয়াছিলেন ॥ ৪১-৪২

অণুহের পুত্র শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্ত শুককন্যা কীর্ত্তির সন্তান, অত্যন্ত প্রতাপশালী, ব্রহ্মজ্ঞ ও পৃথিবীপতি ছিলেন ॥ ৪৩

কিছুকাল পরে নারদের উপদেশে উত্তম যোগমার্গের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুত্রে রাজ্য সমর্পণ করিয়া অণুহ বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন। মায়াবীজ হ্রীং প্রভাবে তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান হইয়াছিল। নারদের কৃপাপ্রসাদে তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৪-৪৫

পিতার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুকদেব কৈলাসশিখরে সঙ্গপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

গিরির শৃঙ্গ হইতে তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং পরম সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি মহাতেজঃসম্পন্ন হইয়া আকাশে রবির ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

শুকের উৎপতনে সেই সময় গিরির শৃঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল, কিন্তু শুক আকাশস্থ হইলেন ॥ ৪৮

অনন্তর শুকদেব অন্তরিক্ষে বায়ুর ন্যায় অবস্থান করত দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। দেব ও ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিলেন ॥ ৪৯

ব্যাসদেব পুত্রের বিরহে আকুল হইয়া যেখানে শুকদেব অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গিরিশৃঙ্গে গমন করিলেন ॥ ৫০

ব্যাসকে কাঁদিতে দেখিয়া এবং শ্রমক্লিষ্ট তাঁহার এই দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বভূতের সাক্ষী শুকদেবের আত্মা সেই সময় এই স্পষ্ট প্রতিশব্দ করিলেন ॥ ৫১

পুত্র পুত্র এইরূপ বিলাপকারী ক্রন্দনরত শোকাবিষ্ট ব্যাস-

ব্যাস শোকং মা কুরু ত্বং পুত্রস্তে যোগবিত্তমঃ
পরমাং গতিমাপন্নো দুর্ল্লভাঞ্চাকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪
তস্য শোকো ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াঽশোকং বিজানতা।
কীর্ত্তিস্তে বিপুলা জাতা তেন পুত্রেণ চানঘ ॥ ৫৫

ব্যাস উবাচ।

ন শোকো যাতি দেবেশ কিং করোমি জগৎপতে।
অতৃপ্তে লোচনে মেঽদ্য পুত্রদর্শনলালসে ॥ ৫৬

মহাদেব উবাচ।

ছায়াং দ্রক্ষ্যসি পুত্রস্য পার্শ্বস্থাং সুমনোহরাম্।
তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দ্দূল শোকং ত্যক্ষ্যসি পরন্তপ ॥ ৫৭

সূত উবাচ

তদা দদর্শ ব্যাসস্তু ছায়াং পুত্রস্য সুপ্রভাম্।
দত্ত্বা বরং হরস্তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮
অন্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যগাৎ।
শুকস্য বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

দেবকে দেখিয়া মহাদেব সেস্থানে আগমন করিয়া ব্যাসদেবকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

হে ব্যাসদেব! তুমি শোক করিও না। তোমার পুত্র যোগবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা অজিতেন্দ্রিয়গণ লাভ করিতে পারে না ॥ ৫৪

শোকবিরহিত তোমার অবিদ্যাদিজনিত শোক করা উচিত নহে; অনঘ! যেহেতু এই পুত্রের দ্বারা তোমার বিপুল যশোলাভ হইবে ॥ ৫৫

(কূর্ম্মপুরাণে শুকদেবের পাঁচটি পুত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। যথা—"শুকস্যাপ্যভবৎ পুত্রঃ পঞ্চাত্যন্ততপস্বিনঃ। ভূরিশ্রবাঃ প্রভূঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরস্তু পঞ্চমঃ। কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈব……।)

ব্যাস কহিলেন,—হে দেবেশ জগৎপতে! আমার শোক যাইতেছে না, আমি কি করিব। আমার লোচনদ্বয় পুত্র-দর্শনলালসায় এখনও অতৃপ্ত ॥ ৫৬

মহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! তোমার পুত্রের সুন্দর প্রতিবিম্ব এখন তোমার পার্শ্বেই থাকিবে, পরন্তপ! ইহা দেখিয়াই তুমি পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭

সূত কহিলেন,—তখন ব্যাসদেব পুত্রের সেই সুন্দর উজ্জ্বল ছায়া দর্শন করিলেন। মহাদেবও তাঁহাকে বর দিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮

মহাদেব অন্তর্হিত হইলে শুকদেবের বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৯

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজস্য শন্তনোর্বংশবৃত্তান্তকথনম্]

ঋষয় ঊচুঃ।

শুকস্তু পরমাং সিদ্ধিমাপ্তবান্ দেবসত্তমঃ।
কিং চকার ততো ব্যাসস্তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

শিষ্যা ব্যাসস্য যেঽপ্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ।
আজ্ঞামাদায় তে সর্ব্বে গতাঃ পূর্ব্বং মহীতলে ॥ ২
অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এব চ
জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ গতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ ॥ ৩
তানেতান্ বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত।
ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্মতিম্ ॥ ৪
সস্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদসুতাং শুভাম্।
মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমন্বিতাম্ ॥ ৫

বিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ শন্তনুর বংশবৃত্তান্তকথন।]

ঋষিগণ কহিলেন,—দেবতুল্য শুকদেবের পরম সিদ্ধিলাভের পর ব্যাসদেব কি করিলেন তাহা সবিস্তারে বলুন ॥ ১

সূত কহিলেন,—অসিত, দেবল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত প্রভৃতি ব্যাসদেবের যে সমস্ত বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিলেন, সেই তপোধনগণ পাঠাইতে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া পূর্ব্বে মহীতলে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ২-৩

এই সব শিষ্যগণের অন্যত্র গমন এবং পুত্রের লোকান্তর গমন দেখিয়া ব্যাস শোকসমাকুল হইয়া সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমনের ইচ্ছা করিলেন ॥ ৪

ব্যাসদেব মনে মনে শোকমুক্তা ধীবরকন্যা কল্যাণদায়িনী নিজ মাতা সত্যবতীকে স্মরণ করিলেন, যাঁহাকে ব্যাসদেবের পিতা পরাশর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৫

স্মৃত্বা সত্যবতীং ব্যাসস্তাক্ত্বা তং পর্ব্বতোত্তমম্।
আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬
দ্বীপং প্রাপ্যাথ পপ্রচ্ছ ক গতা সা বরাননা।
নিষাদান্তে সমাচখ্যুর্দত্তা রাজ্ঞে তু কন্যকা ॥ ৭
দাশরাজোঽপি সংপূজ্য ব্যাসং প্রীতিপুরঃসরম্।
স্বাগতেনাভিসংকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮

দাশরাজ উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং মুনে।
দেবানামপি দুর্দ্দর্শং যজ্জাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯
যদর্থমাগতোঽসি ত্বং তদ্ ব্রূহি দ্বিজসত্তম।
অপি দারা ধনং পুত্রাস্ত্বদায়ত্তমিদং বিভো ॥ ১০
সরস্বত্যাস্তটে রম্যে ঽকারাশ্রমমণ্ডলম্।
ব্যাসস্তপঃ সমাযুক্তস্তত্রোবাস সমাহিতঃ ॥ ১১
সত্যবত্যাঃ সুতৌ জাতৌ শন্তনোরমিতদ্যুতেঃ
মত্বা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ সুখমাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২
চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শত্রুতাপনঃ।
বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩
বিচিত্রবীর্য্যনামাসৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত।
সোঽপি সর্ব্বগুণোপেতঃ শন্তনোঃ সুখবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪
গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্য মহাবীরো বলাধিকঃ।
তথৈব তৌ সুতৌ জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫
শন্তনুস্তান্ সুতান্ বীক্ষ্য সর্ব্বলক্ষণসংযুতান্।
অমংস্তাজ্যমাত্মানং দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬
অথ কালেন কিয়তা শন্তনুঃ কালপর্য্যয়াৎ।
তত্যাজ দেহং ধর্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ১৭
কালধর্ম্মং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮
চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্।
স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্দেবব্রতোঽভবৎ ॥ ১৯
চিত্রাঙ্গদস্তু বীর্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ।
বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাত্মজঃ শুচিঃ ॥ ২০
অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ মৃগান্ রুরূন্ ॥ ২১

সত্যবতীকে স্মরণ করিয়া ও গিরিরাজ সুমেরুকে পরিত্যাগ করিয়া মহাতেজা ঋষি নিজের জন্মস্থানে উপস্থিত হইলেন। ৬

সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন সেই চারুমুখী ধীবরকন্যা কোথায় গিয়াছেন? তখন ধীবরগণ বলিল, ধীবররাজ সেই কন্যাকে রাজা শন্তনুকে দান করিয়াছেন। ৭

দাশরাজও ব্যাসদেবের পরিচয় পাইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহার পূজা ও সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৮

দাশরাজ বলিলেন,—মুনে! অদ্য আমার জন্ম সফল এবং কুলও পবিত্র হইয়াছে; যেহেতু দেবগণের দুর্লভ আপনার দর্শন লাভ করিলাম। ৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি কিজন্য আসিয়াছেন তাহা বলুন। প্রভো! আমার স্ত্রী পুত্র অর্থ সমস্তই আপনার আয়ত্তে জানিবেন। ১০

অতঃপর ব্যাসদেব রম্যা সরস্বতীতটে আশ্রম করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১১

অতুলতেজস্বী শন্তনুর ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ব্যাসদেব বনবাসী হইলেও তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সুখলাভ করিয়াছিলেন। ১২

শন্তনু রাজার পুত্র দুইটির মধ্যে চিত্রাঙ্গদ প্রথম পুত্র। তিনি রূপবান্, শত্রুতাপন এবং নানারূপ সুলক্ষণযুক্ত ছিলেন। ১৩

বিচিত্রবীর্য্য নামক তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রও সর্বগুণের আধার এবং শন্তনুর সুখবর্দ্ধন হইয়াছিল। ১৪

এই দুই পুত্রের পূর্বে গঙ্গার গর্ভে শন্তনুর প্রথম পুত্র হইয়াছিল। তিনিও মহাবীর ও বলিষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপই সত্যবতীর গর্ভজাত এই দুই পুত্রও মহাবল ছিলেন। ১৫

মহামনাঃ শন্তনু নিজ পুত্রগণকে সর্বলক্ষণসংযুক্ত ও মহাপরাক্রমশালী দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অজেয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ১৬

অনন্তর কিছুদিনের পর ধর্ম্মাত্মা দেহধারী শন্তনু কালক্রমে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় নিজ দেহত্যাগ করিলেন। ১৭

রাজা মৃত হইলে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম বিধি অনুসারে তাঁহার প্রেতকার্য্য ও নানাবিধ দান করিয়াছিলেন। ১৮

অতঃপর শক্তিশালী ভীষ্ম নিজে রাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া চিত্রাঙ্গদকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া দেবব্রত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ১৯

সত্যবতীপুত্র চিত্রাঙ্গদ ধর্ম্মাত্মা ও অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। তিনি নিজ বলে শত্রুগণের দুঃখদ হইয়াছিলেন। ২০

অনন্তর একদিন মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া

চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্বা তং মার্গগং নৃপম্
উত্তস্থারাত্তিকং ভূমের্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২১
তত্রাভূচ্চ মহদ্‌যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ
কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ ॥ ২২
ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্ব্বেণ হতো রণে।
ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু তস্যৌর্দ্ধদৈহিকং তদা ॥ ২৪
গাঙ্গেয়ঃ কৃতশোকস্তু মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ
বিচিত্রবীর্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫
মন্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্ গুরুভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ ॥ ২৬
সত্যবত্যতিসন্তুষ্টা বভূব বরবর্ণিনী।
ব্যাসোঽপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোঽভবৎ ॥ ২৭
যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ
চকার চিন্তাং ভীষ্মোঽপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮
কাশিরাজসুতাস্তিস্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ
তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহূতাঃ সহস্রশঃ।
ইচ্ছা স্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০
তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহার বলেন বৈ।
নির্ম্মথ্য রাজকং সর্ব্বং রথেনৈকেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
স জিত্বা পার্থিবান্ সর্ব্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ।
বাহুবীর্য্যেণ তেজস্বী হ্যাসসাদ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২
মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্চিন্তয়ন্ কিল।
তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্যকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩
সত্যবত্যৈ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহূয় সত্বরঃ।
দৈবজ্ঞান্ বেদবিদুষঃ পর্য্যপৃচ্ছচ্ছুভং দিনম্ ॥ ৩৪
কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্।
বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫
তদা জ্যেষ্ঠাপ্যুবাচেদং কন্যকা জানুবীসুতম্।
লজ্জমানাঽসিতাপাঙ্গী তিস্রণাং চারুলোচনা ॥ ৩৬

রুরুপ্রভৃতি নানাবিধ বন্য মৃগবধ করিবার জন্য অন্বেষণ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এদিকে চিত্রাঙ্গদনামক একজন গন্ধর্ব রাজাকে পথে স্থিত দেখিয়া বিমান হইতে ভূমিতে রাজার সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ২২

হে তাপসগণ! সেই দুই সমান শক্তিশালী চিত্রাঙ্গদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রনামক বিশাল স্থানে তিন বৎসর কাল ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩

তারপর গন্ধর্ব কর্তৃক হত হইয়া রাজা চিত্রাঙ্গদ স্বর্গে গমন করিলেন। ভীষ্ম তাহা শুনিয়া রাজার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৪

শোকাবিষ্ট গঙ্গানন্দন ভীষ্ম মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিচিত্রবীর্য্যনামক অপর ভ্রাতাকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥ ২৫

সত্যবতী অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেও মন্ত্রী ও গুরুগণের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজেশ্বর দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ব্যাসও ভ্রাতা রাজা হইয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥ ২৬-২৭

অনন্তর সত্যবতীনন্দন বিচিত্রবীর্য্যের সুন্দর যৌবন কাল উপস্থিত হইলে ভীষ্ম কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

সর্বলক্ষণসংযুক্ত কাশিরাজের তিনটি কন্যা ছিল। কাশিরাজ তাহাদের বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিলেন। সেই ইচ্ছাস্বয়ংবরসভায় বহু রাজা ও রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সাদরে পূজিত হইলেন* ॥ ২৯-৩০

তখন মহাতেজা ভীষ্মদেব একাকীই রথে গমন করত নিজের বাহুবলে সমস্ত রাজাগণের পরাভবসাধন করিয়া তিনটী কন্যাকে লইয়া আসিলেন। তেজস্বী মহারথ ভীষ্ম অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকা—এই তিন কন্যাকে আনয়ন করিয়া নিজ রাজা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১-৩২

সেই সুনয়না কন্যা তিনটিকে তিনি মাতা, ভগিনী ও কন্যারূপে চিন্তা করিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৩৩

তিনি সত্যবতীকে ইহা নিবেদন করিলেন যে, শীঘ্র দৈবজ্ঞ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া শুভ দিন স্থির করুন ॥ ৩৪

ধর্মপরায়ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া যখন তিনটি কন্যারই যাহাতে বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৩৫

তখন সেই তিনটি কন্যার মধ্যে অসিতাপাঙ্গী সুলোচনা জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা লজ্জাসহকারে ভীষ্মকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৬

---

* স্বয়ংবরসভা তিন প্রকার—ইচ্ছাস্বয়ংবর, প্রণয়স্বয়ংবর ও শুল্কস্বয়ংবর।

গঙ্গাপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ কুলদীপক
ময়া স্বয়ংবরে শাল্বো বৃতোঽস্তি মনসা নৃপঃ ॥ ৩৭
বৃতাঽহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিন্তে প্রেমসমাকুলে।
যথাযোগ্যং কুরুষ্বাদ্য কুলস্যাস্য পরন্তপ ॥ ৩৮
তেনাহং বৃতপূর্ব্বাস্মি ত্বঞ্চ ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বলবানসি গাঙ্গেয় যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৯

সূত উবাচ

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ
অপৃচ্ছদ্ ব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা ॥ ৪০
সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্ম্মবিত্তমঃ
গচ্ছেতি কন্যকাং প্রাহ যথারুচি বরাননে ॥ ৪১
বিসর্জ্জিতাঽথ সা তেন গতা শাল্বনিকেতনম্।
উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪২
বিনির্মুক্তাস্মি ভীষ্মেন ত্বন্মনস্কেতি ধর্ম্মতঃ
আগতাঽস্মি মহারাজ গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩
ধর্ম্মপত্নী তবাত্যন্তং ভবামি নৃপসত্তম।
চিন্তিতোঽসি ময়া পূর্ব্বং ত্বয়াঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪

শাল্ব উবাচ

গৃহীতা ত্বং বরারোহে ভীষ্মেণ পশ্যতো মম।
রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫
পরোচ্ছিষ্টাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্নাতি মতিমান্নরঃ।
অতোঽহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬
রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা।
পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭
শাল্বো মুক্তাং ত্বয়া বীর ন গৃহ্নাতি গৃহাণ মাম্।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ মরিষ্যাম্যন্যথা গ্রহম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

অন্যচিন্তাং কথং ত্বাং বৈ গৃহ্নামি বরবর্ণিনি।
পিতরং স্বং বরারোহে ব্রজ শীঘ্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি।
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০
দ্বে ভার্য্যে চাভিরূপাঢ্যে তস্য রাজ্ঞো বভূবতুঃ
অম্বালিকা চাম্বিকা চ কাশিরাজসুতে শুভে ॥ ৫১
রাজ্ঞা বিচিত্রবীর্য্যোঽসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২

ধর্ম্মজ্ঞ, কুলদীপক, কুরুশ্রেষ্ঠ, গঙ্গাপুত্র! আমি স্বয়ংবর সভায় শাল্বরাজকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। শাল্বরাজও আমাকে পত্নীরূপে ইচ্ছা করেন। হে পরন্তপ! ইহার পর এই কুলের যাহা করণীয়, তাহা কর, তুমি অত্যন্ত ধার্মিক এবং বলবান্; সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ॥ ৩৭-৩৯

সূত কহিলেন,—কন্যা এইরূপ বলিলে ভীষ্ম ব্রাহ্মণগণ, বৃদ্ধগণ মাতা এবং সচিবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০

ধর্ম্মজ্ঞ গাঙ্গেয় সকলের মত লইয়া সেই কন্যাকে বলিলেন, হে বরাননে! তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন কর ॥ ৪১

অনন্তর সেই কন্যা ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শাল্বগৃহে গমন করিয়া শাল্বকে বলিল,—আমি ভীষ্ম কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছি। আমি ধর্ম্মতঃ তদ্গতচিত্তা, হে মহারাজ! আমি আসিয়াছি, আমার কর গ্রহণ কর ॥ ৪২-৪৩

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার একান্ত ধর্ম্মপত্নী হইতেছি। তুমিও নিশ্চয়ই আমাকে চিন্তা করিয়াছিলে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৪

শাল্ব বলিলেন,—হে বরারোহে! আমার সম্মুখেই ভীষ্ম তোমাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং রথে স্থাপন করিয়াছে, সুতরাং আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিব না ॥ ৪৫

কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্টা কন্যাকে গ্রহণ করে? সুতরাং ভীষ্ম যদি মাতৃজ্ঞানেও তোমাকে ত্যাগ করে, তবুও আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না ॥ ৪৬

মহাত্মা শাল্ব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই কন্যা অত্যন্ত রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে ভীষ্মের নিকট গিয়া ইহা বলিতে লাগিল ॥ ৪৭

বীর! তোমার দ্বারা মুক্ত আমাকে শাল্ব গ্রহণ করিবে না, অতএব তুমি আমাকে গ্রহণ কর। হে মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ! অন্যথায় আমি জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮

ভীষ্ম কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্য পুরুষকে চিন্তা করিতেছ, অতএব তোমাকে কি করিয়া গ্রহণ করিব? সুবদনে! তুমি ব্যস্ত না হইয়া নিজের পিতার নিকট শীঘ্র গমন কর ॥ ৪৯

ভীষ্ম এইরূপ বলিলে সেই কন্যা পিতৃগৃহে না যাইয়া পরম পবিত্র নির্জ্জন বনে গিয়াই তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৫০

এদিকে অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কাশিরাজকন্যা রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যা হইল। মহাবল রাজা বিচিত্রবীর্য্য গৃহে ও উপবনে নানা প্রকারে সেই দুইজনের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫২

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্ব্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্ ।
প্রাপাঽসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা ॥ ৫৩
মৃতে পুত্রেঽতিদুঃখার্ত্তা জাতা সত্যবতী তদা ।
কারয়ামাস পুত্রস্য প্রেতকার্য্যাণি মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫৪
ভীষ্মমাহ তদৈকান্তে বচনঞ্চাতিদুঃখিতা
রাজ্যং কুরু মহাভাগ পিতুস্তে শন্তনোঃ সুত ॥ ৫৫
ভ্রাতুর্ভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয়
যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্বংশ ইত্যুত ॥ ৫৬

ভীষ্ম উবাচ

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ পিত্রর্থে যা ময়া কৃতা ।
নাহং রাজ্যং করিষ্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭

সূত উবাচ

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদিতি
নালসাদ্ধি সুখং মহ্যং সমুৎপন্নে ত্বরাজকে ॥ ৫৮
গাঙ্গেয়স্তামুবাচেদং মাং চিন্তাং কুরু ভামিনি ।
পুত্রং বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রজঞ্চোৎপাদয় ॥ ৫৯
কুলীনং দ্বিজমাহূয় বধ্বা সহ নিযোজয় ।
নাত্র দোষোঽস্তি বেদেঽপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥৬০
পৌত্রকৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে ।
অহঞ্চ পালয়িষ্যামি তস্য শাসনমেব হি ॥ ৬১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কানীনং স্বসুতং মুনিম্ ।
জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২
স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ
কৃত্বা প্রণামং মাত্রেঽথ সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩
ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ
তস্থৌ তত্র মহাতেজা বিধূমোঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৬৪
তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যস্য সুন্দরং তব বীর্য্যজম্ ॥ ৬৫
ব্যাসঃ শ্রুত্বা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমন্যত ।
ওমিত্যুক্ত্বা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৬৬
অম্বিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা
সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমন্ধমুতাঙ্কং মহাবলম্ ॥ ৬৭

নয় বৎসর যাবৎ রাজ্য সেই কন্যা দুইটির সহিত নানাপ্রকার বিহার করিতে করিতে হঠাৎ রাজযক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন ॥ ৫৩

পুত্রের মৃত্যু হইলে সত্যবতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের যথোচিত প্রেতকার্য্য করাইলেন ॥ ৫৪

একদিন একান্তে ভীষ্মকে ডাকিয়া অতিশয় দুঃখিতা সত্যবতী বলিলেন,—হে শন্তনুসুত মহাভাগ! তুমি তোমার পিতার রাজ্য গ্রহণ কর ॥ ৫৫

তুমি ভ্রাতার ভার্য্যাগণকে গ্রহণ কর এবং বংশ রক্ষা কর। যাহাতে যযাতির বংশনাশ না হয়, তাহার চেষ্টা কর ॥ ৫৬

ভীষ্ম কহিলেন,—হে মাতঃ! পিতার নিমিত্ত আমি যে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি শুনিয়াছেন। আমি কখনও বিবাহ এবং রাজ্যগ্রহণ করিব না ॥ ৫৭

সূত কহিলেন—তখন সত্যবতী কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় কাতর হইলেন। যেহেতু রাজ্য অরাজক হইলে সুখের আশা করা যায় না ॥ ৫৮

ভীষ্ম বলিলেন,—মাতঃ! চিন্তা করিবেন না, যেভাবে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্রের উৎপাদন হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৫৯

কোন কুলীন ব্রাহ্মণকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করুন কুলরক্ষার জন্য এইরূপে কার্য্যে দোষ নাই, বেদে ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ৬০

পবিত্রহাস্যময়ি মাতঃ! এইরূপে পৌত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যদান করুন। আমি তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য পালন করিব ॥ ৬১

ভীষ্মের বচন শুনিয়া সত্যবতী নিজের নির্দোষ কানীনপুত্র (কুমারী অবস্থায় উৎপন্ন পুত্র) ব্যাসদেবকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২

অনন্তর দীপ্তিমান্ তাপস বেদব্যাস মাতার স্মরণমাত্রেই সেস্থানে আসিয়া মাতাকে প্রণাম করত অবস্থান করিলেন ॥ ৬৩

ভীষ্মকর্ত্তৃক পূজিত এবং সত্যবতীকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ব্যাসদেব মহাতেজোবিশিষ্ট ধূমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

পুত্র মুনি ব্যাসদেবকে সত্যবতী কহিলেন, বংশরক্ষার জন্য তুমি বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রীর গর্ভে বীর্য্যজাত এক সুন্দর পুত্র উৎপন্ন কর ॥ ৬৫

ব্যাসদেব এই কথা শুনিয়া বেদবাক্যের ন্যায় তাহা অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া সম্মত হইলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকার ঋতুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

অম্বিকা ঋতুমতী হইয়া স্নাতা হইলে মুনির সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বলবান্ এবং অন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭

জন্মান্ধঞ্চ সুতং বীক্ষ্য দুঃখিতা সত্যবত্যপি।
দ্বিতীয়াঞ্চ বধূমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮
ঋতুকালেঽথ সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা।
তথা চাম্বালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা ॥ ৬৯
সোঽপি পাণ্ডুঃ সুতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সম্মতঃ।
পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্বধূম্ ॥ ৭০
আহূয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্।
প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্ ॥ ৭১
ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া
তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ ॥ ৭২
এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ।
উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে ॥ ৭৩
এতদ্ বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্।
ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধর্ম্মবিদাঽনঘাঃ ॥ ৭৪
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥
বেদাষ্টেন্দুক্ষিতিমিতৈঃ (১১৮৪) সার্দ্ধৈঃ শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্।
দেবীভাগবতস্যাস্য প্রথমস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥ ১ ॥
প্রথমঃ স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ।

জন্মান্ধ বালককে দেখিয়া সত্যবতী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং দ্বিতীয় বধূকে বলিলেন, সত্বর পুত্রোৎপাদন কর ॥ ৬৮

অনন্তর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে অম্বালিকা ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া রাত্রিতে গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৬৯

অম্বালিকারও পাণ্ডু নামে এক পুত্র হইল। কিন্তু সেও রাজার যোগ্য হইল না। সেইজন্য পুনরায় বর্ষান্তে পুত্রের নিমিত্ত বধূকে সত্যবতী প্রেরণ করিলেন ॥ ৭০

ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া করিয়া পুত্রের জন্য মুনির নিকট প্রার্থনা জানাইয়া রাত্রে উত্তম শয়নকক্ষে ব্যাসদেবকে পাঠাইলেন ॥ ৭১

কিন্তু সেই শয়নাগারে অম্বালিকা নিজে না গিয়া নিজের দাসীকে পাঠাইলেন। সেই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশে শুভলক্ষণযুক্ত বিদুর জাত হইলেন ॥ ৭২

এইরূপে ব্যাসদেব বংশরক্ষার জন্য মহাবীর ধৃতরাষ্ট্রাদি তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩

নিষ্পাপ ঋষিগণ! ভ্রাতৃ-ধর্ম্মবিদ্ ব্যাসদেব এই প্রকারে বংশরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বংশোদ্ভবের কথা আপনাদের নিকট সমস্ত বলিলাম ॥ ৭৪

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় প্রথম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বেদ (৪), অষ্ট (৮), ইন্দু (১) ও ক্ষিতি (১)—["অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মানুসারে) পরিমিত অর্থাৎ ১১৮৪ সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা এই দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধ কথিত হইয়াছে ॥ ১

এই প্রথম স্কন্ধ সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[সূতসমীপে ঋষীণাং সত্যবত্যা জন্মবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, সত্যবত্যা উৎপত্তিকথনঞ্চ]

ঋষয় উচুঃ।

আশ্চর্য্যকরমেতত্তে বচনং গর্ভহেতুকম্।
সন্দেহোঽয়ং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বেষাং নস্তপস্বিনাম্ ॥ ১
মাতা ব্যাসস্য মেধাবিন্ নাম্না সত্যবতীতি চ।
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শান্তনুনা যথা ॥ ২
তস্যাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা
ঈদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শান্তনুনা বৃতা ॥ ৩
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় সুব্রত।
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাঃ পরমপাবনীম্ ॥ ৪
উৎপত্তিং বেদব্যাসস্য সত্যবত্যাস্তথা পুনঃ।
শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫

সূত উবাচ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্।
আদিশক্তিং বদিষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬

যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী
ব্যাজেনাপি হি বীজস্য বাগ্‌ভবস্য বিশেষতঃ ॥ ৭
সম্যক্ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
স্মর্ত্তব্যা সর্ব্বথা দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮
রাজোপরিচরো নাম ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ
চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯
তপসা তস্য তুষ্টেন বিমানং স্ফটিকং শুভম্
দত্তমিন্দ্রেণ তস্মৈ সুন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০
তেনারূঢ়স্তু সর্ব্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ
ন ভূমাবুপরিস্থোঽসৌ তেনোপরিচরো বসুঃ ॥ ১১
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ধর্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ।
তস্য ভার্য্যা বরারোহা গিরিকা নাম সুন্দরী ॥ ১২
পুত্রাশ্চাস্য মহাবীর্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ।
পৃথগ্‌দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়

[সূতের নিকট ঋষিগণের সত্যবতীর জন্মবিষয়ক প্রশ্ন এবং সত্যবতীর উৎপত্তিকথন।]

ঋষিগণ বলিলেন,—সূত! আপনার আশ্চর্য্যকর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া উপস্থিত সমস্ত মুনিগণের চিত্তে এবিষয়ে একটি সন্দেহ দেখা দিয়াছে। ১

মেধাবিন্! সত্যবতীনাম্নী কন্যাকে ব্যাসদেবের মাতা জানিয়াও রাজা শান্তনু যে কিভাবে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সত্যবতীর বিবাহের পূর্বে ব্যাসদেবের জন্ম লাভ হইলেও সতীরূপে নিজভবনে কি প্রকারে তিনি অবস্থান করেন ও পুনরায় ঈদৃশী সেই কন্যাকে শান্তনু কি ভাবে বিবাহ করেন? ২-৩

পরে শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্র জন্মলাভ করে। হে সুব্রত! পরম পবিত্র তত্ত্বপূর্ণ ব্যাসদেবের এবং সত্যবতীর উৎপত্তি কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করুন। হে মহাভাগ! কঠোর ব্রতধারী ঋষিগণ সকলেই পুনরায় ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ৪-৫

সূত বলিলেন—হে ঋষিগণ! আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী প্রকৃতি আদিশক্তিকে প্রণাম করিয়া পবিত্র পৌরাণিকী কথা বলিব। ৬

বিশেষতঃ যে বাগ্‌দেবীর বীজ ছলমাত্রেও উচ্চারিত হইলে শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৭

সেই সর্ব্ব প্রকার ইচ্ছা পূরণের জন্য বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী বাগ্‌দেবীকে সকলের সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ৮

সত্যবাদী ধার্ম্মিক দ্বিজপূজক এবং লক্ষ্মীযুক্ত উপরিচর নামে এক পুরুষ চেদিদেশে রাজা ছিলেন। ৯

সেই রাজার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয় কামনায় ইন্দ্র তাঁহাকে মঙ্গলস্বরূপ সুন্দর স্ফটিকনির্ম্মিত একটি বিমান প্রদান করেন। ১০

ইন্দ্রদত্ত সেই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া ভূপতি আকাশমার্গে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। রাজা সেই রথে বসিয়া কখনও ভূমিতে অবস্থান করিতেন না এবং উপরেই অবস্থান করিতেন বলিয়া ইনি উপরিচর বসুনামে অভিহিত হইলেন। ১১

নিত্য ধর্ম্মকর্ম্মকারী সেই ভূপতি ত্রিলোকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বরবর্ণিনী গিরিকা নাম্নী সুন্দরী এক রমণী সেই রাজার প্রিয় ভার্য্যা ছিলেন। ১২

অমিত বলশালী পাঁচ জন পুত্র সেই তেজস্বী রাজার ঔরসে-

বসোস্তু পত্নী গিরিকা কামান্ কালে ন্যবেদয়ৎ
ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪
তদহঃ পিতরশ্চৈনমূচুর্জহি মৃগানিতি।
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ভার্য্যামৃতুমতীং তথা ॥ ১৫
পিতৃবাক্যং গুরুং মত্বা কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্।
চচার মৃগয়াং রাজা গিরিকাং মনসা স্মরন্ ॥ ১৬
বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিশ্চিন্তে সম্যার ভামিনীম্।
অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরাম্ ॥ ১৭
তস্যারেতঃ প্রচস্কন্দ স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্।
বটপত্রে তু তদ্‌রাজা স্কন্নমাত্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮
ইদং বৃথা পরিস্কন্নং রেতো বৈ ন ভবেৎ কথম্।
ঋতুকালঞ্চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপস্তদা ॥ ১৯
অমোঘং সর্ব্বথা বীর্য্যং মম চৈতন্ন সংশয়ঃ।
প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ ॥ ২০

শুক্রপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ।
অভিমন্ত্র্যাথ তদ্‌বীর্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্ ॥ ২১
পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি।
গৃহাণেদং মহাভাগ গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম ॥ ২২
মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য গৃহীত্বা ত্বং গৃহং নয়।
গিরিকায়ৈ প্রযচ্ছাশু তস্যাস্তার্ত্তবমদ্য বৈ ॥ ২৩

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পর্ণং শ্যেনায় নৃপসত্তমঃ।
স গৃহীত্বোৎপপাতাশু গগনং গতিবিত্তমঃ ॥ ২৪
গচ্ছন্তং গগনং শ্যেনং দৃষ্ট্বা চঞ্চুপুটে পুটম্।
তমপশ্যদথান্যস্তু খগঃ শ্যেনস্তথাপরঃ ॥ ২৫
আমিষং স তু বিজ্ঞায় শীঘ্রমভ্যদ্রবৎ খগম্।
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ ॥ ২৬
যুধ্যতোরপতদ্ রেতস্তচ্চাপি যমুনাম্ভসি।
খগৌ তৌ নির্গতৌ কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭

ছিল। রাজা উপরিচর সেই পুত্রগণকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজা-রূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৩

এক সময় রাজপত্নী গিরিকা ঋতুকাল অতিক্রম করিয়া স্নানান্তে পবিত্র হইয়া পুংসবনযজ্ঞ রাজার নিকট সমাপ্ত হওয়ার প্রার্থনা করিলেন। ১৪

ঐদিনই রাজার পিতৃপুরুষগণ আদেশ করেন যে, তুমি মৃগ বধ করিয়া শ্রাদ্ধ কর। রাজা উক্ত আদেশ শুনিয়া ঋতুমতী ভার্য্যাকে চিন্তা করিলেন। ১৫

পিতৃপুরুষের আদেশই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া রাজা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ঋতুমতী স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করিতে করিতে মৃগয়ায় গমন করেন। ১৬

সেই রাজর্ষি উপরিচর বনে অবস্থান কালে অতীব রূপসম্পন্না যেন অপরা লক্ষ্মীর ন্যায় স্ব-স্ত্রী গিরিকাকে মনে স্মরণ করেন। ১৭

চিন্তে কামিনী স্মরণজন্য রাজার রেত (বীর্য্য) স্কন্দন হয়। তখন রাজা বটপত্রে স্কন্দিত সেই রেত ক্ষেপণ করেন। ১৮

স্কন্দিত এই শুক্র কি করিলে বৃথা হইবে না, তাহা চিন্তা করেন। স্ত্রীর ঋতুকালের কথা স্মরণ করিয়া সেই সময় তিনি স্থির করেন যে, আমার এই বীর্য্য সর্ব্বথা অমোঘ এবিষয়ে কোন সংশয় নাই, অতএব ইহা প্রিয়ার নিকট প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য মনে করি। ১৯-২০

অতঃপর সেই রাজা উপরিচর মহিষী গিরিকার ইহা যথার্থ শুক্রগ্রহণ কাল স্থির করিয়া সেই স্বকীয় বীর্য্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়া বটপত্রস্থিত বীর্য্যকে পুটিকা (বটপত্রের পেটিকা) প্রস্তুত করিয়া স্থাপিত করেন। ২১

তারপর নিকটস্থ শ্যেন পক্ষীর সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া রাজা শ্যেন পক্ষীকে বলিলেন—হে মহাভাগ! এই মদীয় বীর্য্যপূর্ণ বটপত্র-পেটিকা লইয়া সত্বর আমার গৃহে গমন কর। ২২

হে সৌম্য! আমার প্রিয়ার জন্য তুমি এই বটপত্রপেটিকা গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও এবং অদ্যই তাঁহার আর্ত্তবের সহিত যুক্ত করিবার জন্য প্রিয়া গিরিকাকে শীঘ্র সমর্পণ কর। ২৩

সূত বলিলেন—ইহা বলিয়া নৃপসত্তম শ্যেন-পক্ষীকে বটপত্র-পেটিকা সমর্পণ করেন। গতিবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শীঘ্রগামী শ্যেন পক্ষী তাহা গ্রহণ করিয়া সত্বর আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। ২৪

চঞ্চুপুটে বটপত্রপেটিকা ধারণ করিয়া আকাশমার্গে গমনকারী সেই শ্যেন পক্ষীকে অপর এক শ্যেন পক্ষী দেখিতে পাইল। ২৫

অপর শ্যেন পক্ষী বটপত্র পেটিকাকে আমিষ ভক্ষ্য মনে করিয়া সত্বর তাহাকে আক্রমন করায় উভয় শ্যেন পক্ষী আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল। ২৬

তাহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় সেই পত্র-সংবেত রেত যমুনার জলে নিপতিত হইল, এইরূপে পত্রপুট পতিত হইলে উভয় শ্যেনই যথাভিলষিত স্থানে গমন করিল। ২৭

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চাপ্সরাঃ।
ব্রাহ্মণং সমুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮
কুর্ব্বন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা।
জগ্রাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯
প্রাণায়ামপরঃ সোঽথ দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্।
শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবিঘ্নকরী যতঃ ॥ ৩০
সা শপ্তা বিপ্রমুখ্যেন বভূব যমুনাচরী।
শফরীরূপসম্পন্না হ্যদ্রিকা চ বরাপ্সরাঃ ॥ ৩১
শ্যেনচঞ্চুপরিভ্রষ্টং তচ্ছুক্রমথ বাসবী।
জগ্রাহ তরসাভেত্য সাদ্রিকা মৎসরূপিণী ॥ ৩২
অথ কালেন কিয়তা মৎস্যীং তাং মৎস্যজীবনঃ।
সম্প্রাপ্তে দশমে মাসি বব্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩
উদরং বিদদারাশু স তস্যা মৎস্যজীবনঃ।
যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরাস্মানুষাকৃতি ॥ ৩৪
বালঃ কুমারঃ সুভগস্তথা কন্যা শুভাননা।
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোঽথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ৩৫

ঋষিগণ। যে সময় শ্যেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৮

পরে সেই বরবর্ণিনী অপ্সরা জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯

অনন্তর সেই প্রাণায়ামপরায়ণ দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ, অতএব মৎস্য-রূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০

তখন সেই অপ্সরশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরীরূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১

অনন্তর মৎস্যরূপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বসুর বীর্য্য শ্যেনচঞ্চু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবা মাত্র দ্রুতবেগে আসিয়া ভক্ষণ করে ॥ ৩২

তাহার কিয়ৎকাল পরে যখন শুক্রভক্ষণ জনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন এক মৎস্যজীবী সেই চিত্ত-হারিণী মৎস্যরূপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে ॥ ৩৩

মৎস্যজীবী যেমন অবিলম্বে সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে দুইটী মনুষ্যাকৃতি বিনির্গত হইল ॥ ৩৪

এই দুইটির মধ্যে একটি সুকুমার বালক ও অপরটি চারুবদনা কন্যা, মৎস্যজীবী এই অদ্ভুত শিশু দুইটিকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল ॥ ৩৫

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ তু ঋষে'দ্ভবৌ।
রাজাপি বিস্ময়াবিষ্টঃ সুতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬
স মৎস্যো নাম রাজাসৌ ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বসুপুত্রো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭
কালিকা বসুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে।
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥৩৮
মৎস্যগন্ধেতি নাম্না বৈ গুণেন সমজায়ত।
বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥৩৯

ঋষয় ঊচুঃ।

অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎস্যী জাতা বরাপ্সরাঃ।
বিদারিতা চ দাশেন মৃতা চ ভক্ষিতা পুনঃ ॥ ৪০
কিং বভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদস্ব তৎ।
শাপস্যান্তঃ কথং সূত কথং স্বর্গমবাপ সা ॥ ৪১

সূত উবাচ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্বভূব হ।
স্তুতিং চকার বিপ্রস্য দীনেব রুদতী তদা ॥ ৪২

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদ্দেশাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে মৎস্যগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া জানাইল। রাজাও অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেই হিতকর পুত্রটিকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬

অতিতেজস্বী সেই বসুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজনামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৩৭

উপরিচর বসু ঐ অপত্য-যুগলের মধ্যে কন্যাটিকে সেই মৎস্যজীবাকে প্রদান করিলেন। এই কন্যা কালী নামে এবং মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮

ইহার গাত্রে মৎস্য-গন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া অপর আর একটী নাম ছিল। এই শুভজননী বসুকন্যা এইরূপে ধীবর-গৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,— সূত। সেই অপ্সরঃপ্রধানা অদ্রিকা পূর্ব্বে মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মৎস্যী হইল, তদনন্তর ধীবর কর্ত্তৃক বিদারিতা ও ভক্ষিতা হইল ॥ ৪০

সূত। তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল? এবং কিরূপেই বা পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ করিল? ৪১

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন,—সেই

দয়াবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্ ।
মা শোকং কুরু কল্যাণি শাপান্তং তে বদাম্যহম্ ॥ ৪৩
মৎক্রোধশাপযোগেন মৎস্যযোনিং গতা শুভে !
মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ৪৪
ইত্যুক্তা তেন সা প্রাপ মৎস্যদেহং নদীজলে ।
বালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ ॥ ৪৫
সন্ত্যজ্য রূপং মৎস্যস্য দিব্যরূপমবাপ্য চ ।
জগামামরমার্গঞ্চ শাপান্তে বরবর্ণিনী ॥ ৪৬

এবং জাতা বরা পুত্রী মৎস্যগন্ধা বরাননা ।
পুত্রীব পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৭
মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিসুপ্রভা ।
তস্য কার্য্যাণি কুর্ব্বাণা বাসবী চাতিসুপ্রভা ॥ ৪৮

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে মৎস্যগন্ধোৎপত্তির্নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

অপ্সরা মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইবামাত্র প্রথমতঃ অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, পরে দীনার ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বিপ্রের স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪২

তখন সেই বিপ্রবর তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন,—হে কল্যাণি ! শোক করিও না। আমি তোমাকে শাপান্ত বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৩

কল্যাণি ! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ-জন্য মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটী মনুষ্য-সন্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৪

দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অপ্সরা যমুনা-নদীজলে মৎস্য-দেহ লাভ করিল ! পরে ঐ দুই বালক প্রসব করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫

সেই বরবর্ণিনী অপ্সরা শাপান্তে মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬

সুব্রিগণ ! এইরূপে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরাননা কন্যা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবর-গৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন ॥৪৭

এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্যসকল করিতে করিতে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণ অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় দ্বিতীয় স্কন্ধে মৎস্যগন্ধার জন্মবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসস্য জন্মবৃত্তান্তবর্ণনম্]

সূত উবাচ ।
একদা তীর্থযাত্রায়াং ব্রজন্ পরাশরো মুনিঃ ।
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১
নিষাদমাহ ধর্ম্মাত্মা কুর্ব্বন্তং ভোজনং তদা ।
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্যা উডুপেন মাম্ ॥ ২
দাশঃ শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং কুর্ব্বাণো ভোজনং তটে ।

উবাচ তাং সুতাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩
উডুপেন মুনিং বালে পরং পারং নয়স্ব হ ।
গন্তুকামোঽস্তি ধর্ম্মাত্মা তাপসোঽয়ং শুচিস্মিতে ॥ ৪
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাঽথ বাসবী ।
উডুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[বেদব্যাসের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা ।]

সূত কহিলেন,—একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার উত্তম তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে নিরত ধীবরের নিকট যাইয়া বলিলেন,—ধীবর ! তোমার নৌকা দ্বারা আমাকে যমুনার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২

যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই মনোরমা বালিকা কন্যা মৎস্যগন্ধাকে বলিল ॥ ৩

হে শুচিস্মিতে পুত্রি ! এই ধর্ম্মাত্মা মুনিবর পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইঁহাকে নৌকা করিয়া পরপারে লইয়া যাও ॥ ৪

অনন্তর সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৫

ব্রজন্ সূর্য্যসুতাতোয়ে ভাবিত্বাদ্দৈবযোগতঃ
কামার্ত্তস্তু মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬
গ্রহীতুকামঃ স মুনির্দৃষ্ট্বা ব্যঞ্জিতযৌবনাম্ ।
দক্ষিণেন করেণৈনামস্পৃশদ্দক্ষিণে করে ॥ ৭
তমুবাচাসিতাপাঙ্গী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ।
কুলস্য সদৃশং বঃ কিং শ্রুতস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮
ত্বং বৈ বশিষ্ঠদায়াদঃ কুলশীলসমন্বিতঃ ।
কিং চিকীর্ষসি ধর্ম্মজ্ঞ মন্মথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯
দুর্লভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসত্তম ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে ব্রাহ্মণত্বং বিশেষতঃ ॥ ১০
কুলেন শীলেন তথা শ্রুতেন
দ্বিজোত্তমত্বং কিল ধর্ম্মবিচ্চ
অনার্য্যভাবং কথমাগতোঽসি
বিপ্রেন্দ্র মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১
মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে
শুভং কিং সমালোক্য পাণিং গ্রহীতুম্ ।
সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং
কথং নাভিজানাসি ধর্ম্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২
অহো মন্দবুদ্ধির্দ্বিজোঽয়ং গ্রহীষ্যন্
জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা ।
মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাভিবিদ্ধং
ন কোঽপীহ শক্তঃ প্রতীপং হি কর্ত্তুম্ ॥ ১৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তমুবাচ মহামুনিম্ ।
ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ পরং পারং নয়ানি বৈ ॥ ১৪
সূত উবাচ ।
পরাশরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্ ।
করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিন্ধোঃ পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫
মৎস্যগন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরস্তদা
বেপমানা তু সা কন্যা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৬
দুর্গন্ধাঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ কথং ত্বং নোপশঙ্কসে ।
সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্তু সুখাবহঃ ॥ ১৭

অনন্তর যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া ভাবী কার্য্যের জন্য দৈবঘটনা-বশতই কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬

মুনিবর তাহার যৌবনের অঙ্কুর দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭

তখন সেই অসিতাপাঙ্গী মৎস্যগন্ধা হাস্যসহকারে পরাশরকে বলিলেন,—ঋষিবর ! আপনি যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্যার উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে ? ৮

আপনি কুল-শীলসমন্বিত বিশেষতঃ বশিষ্ঠকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ ! এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমতঃ মানবজন্মই দুর্লভ, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতিশয় সুদুর্লভ ॥ ১০

দ্বিজোত্তম ! আপনি কুলীন, সচ্চরিত্র, বেদ-বেদাঙ্গাদিশাস্ত্র-বিশারদ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা ; অতএব হে বিপ্রবর ! কি জন্য আমার এই শরীরকে মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এরূপ অনার্য্যভাব প্রাপ্ত হইতেছেন ? ১১

হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার শরীরে এমন কি শুভ চিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ করিবার জন্য নিকটে আসিতেছেন ? আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে, আপনার নিজ ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছেন না ? ১২

(এই কথা বলিয়া মৎস্যগন্ধা মুনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।) কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার লালসায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে ; অদ্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকাসমেত যমুনার জলে নিমগ্ন হইবেন ; কেন না ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতিকূল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩

মৎস্যগন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন,—মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। অগ্রে পরপারে লইয়া যাই (পরে যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন) ॥ ১৪

সূত বলিলেন,—ঋষিগণ ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরণীমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুরভাবে মৎস্যগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখস্থিত সেই মুনিবরকে বলিলেন ॥ ১৫-১৬

মুনিপ্রবর ! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, ইহা কি

ইত্যুক্তেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী।
কৃতা যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা ॥ ১৮
মৃগনাভিসুগন্ধাং তাং কৃত্বা কান্তাং মনোহরাম্।
জগ্রাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্মন্মথপীড়িতঃ ॥ ১৯
গ্রহীতুকামং তং প্রাহ নাম্না সত্যবতী শুভা।
মুনে পশ্যতি লোকোঽয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ ॥ ২০
পশুধর্ম্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ।
প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ যাবদ্ভবতি যামিনী ॥ ২১
রাত্রৌ ব্যবায় উদ্দিষ্টো দিবা ন মনুজস্য হি।
দিবাসঙ্গে মহান্ দোষঃ পশ্যন্তি কিল মানবাঃ।
কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে লোকনিন্দা দুরাসদা ॥ ২২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা যুক্তযুক্তমুদারধীঃ।
নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩

নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেঽতিতমসাবৃতে।
কামিনী তং মুনিং প্রাহ মৃদুপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪
কন্যাঽহং দ্বিজশার্দ্দূল ভুক্ত্বা গন্তাঽসি কামতঃ।
অমোঘবীর্য্যস্ত্বং ব্রহ্মন্ কা গতির্মে ভবেদিতি ॥ ২৫
পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগর্ভা চেদ্ভবাম্যহম্।
ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬

পরাশর উবাচ।

কান্তেঽদ্য মৎ প্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি।
বৃণীষ্ব চ বরং ভীরু যত্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ॥ ২৭

সত্যবত্যুবাচ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ।
কন্যাব্রতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম ॥ ২৮
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্ভুতবীর্য্যবান্।
গন্ধোঽয়ং সর্ব্বদা মে স্যাদ্ যৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯

আপনি জানিতে পারিতেছেন না? দেখুন, কামসংমিলন সমানরূপেতেই অতিশয় সুখকর হইয়া থাকে ॥ ১৭

মৎস্যগন্ধা রুষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চারুবদনা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন ॥১৮

পরাশর সেই সুকুমারী মৎস্যগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ সুগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামার্ত্তভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯

তখন সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন,—মুনে। এক্ষণে দিবাভাগ, অতএব সমস্ত লোক বিশেষতঃ তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন; ইহা পশুবৎ অতি জঘন্য কর্ম্ম, ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ রাত্রি না হয়, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন ॥২০-২১

দেখুন, মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গ রাত্রিতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দিবাতে নয়। বরং দিবাসঙ্গমে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্যসকলে দেখিলে নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। হে মহামতে! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ২২

ঋষিগণ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

সেই কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকূল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সেই কমনীয়া মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন ॥ ২৪

হে দ্বিজবর! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আপনার বীর্য্য অমোঘ (নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে।), অতএব হে ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে? ২৫

দ্বিজবর! যদি আজ আমি গর্ভবতী হই, তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব? ফল কথা এই যে, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন? ২৬

পরাশর দাসকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—কান্তে! অদ্য আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার তুমি কন্যাই হইবে। হে ভামিনি! ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয়, তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর? ২৭

সত্যবতী কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ত' কখনও কাহাকে অপমান করেন না, বরং মান প্রদানই করিয়া থাকেন; অতএব যাহাতে আমার পিতা, মাতা বা অপর কেহ এ বিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যাব্রত নষ্ট না হয়, তাহাই করুন ॥ ২৮

দ্বিজবর! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং অদ্ভুত তেজস্বী হয়, ভবৎ-প্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন

পরাশর উবাচ।

শৃণু সুন্দরি পুত্রস্তে বিষ্ণ্বংশসম্ভবঃ শুচিঃ।
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে বরবর্ণিনি ॥ ৩০
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্ত্বয়ি।
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূর্ব্বো বরাননে ॥ ৩১
দৃষ্ট্বা চাপরসাং রূপং সদাঽহং ধৈর্য্যমাবহম্।
দৈবযোগেন বীক্ষ্য ত্বাং কামস্য বশগোঽভবম্ ॥ ৩২
তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি দুরতিক্রমম্।
দৃষ্ট্বাঽহং চাতিদুর্গন্ধাৎ কথং মোহমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩
পুরাণকর্ত্তা পুত্রস্তে ভবিষ্যতি বরাননে
বেদবিভাগকর্ত্তা চ খ্যাতশ্চ ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্বা স মুনিসত্তমঃ।
জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫
সাঽপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী।
সুষুবে যমুনাদ্বীপে পুত্রং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬
জাতমাত্রস্তু তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্।
তপস্যেব মনঃ কৃত্বা বিবিশে চাতিবীর্য্যবান্ ॥ ৩৭
গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্।
তপঃ কর্ত্তুং মহাভাগে দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্।
স্মর্ত্তব্যোঽহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেঽন্তিকম্ ॥ ৩৯
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং সুখং বস।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ ব্যাসঃ সাঽপি পিত্রন্তিকং গতা ॥ ৪০
দ্বীপে ন্যস্ততয়া বালস্তস্মাদ্বৈপায়নোঽভবৎ
জাতমাত্রো জগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণ্বংশযোগতঃ ॥ ৪১
তীর্থে তীর্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্।
এবং বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ॥ ৪২
চকার বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তঃ জ্ঞাত্বা কলের্যুগম্।
বেদবিস্তারকরণাদ্ ব্যাসনামাভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩

সর্ব্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার যৌবন যেন সর্ব্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশর বলিলেন,—সুন্দরি! শ্রবণ কর, তোমার এই পবিত্র পুত্র বিষ্ণু অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০

হে বরাননে! তুমি নিশ্চয় জানিও, কোনও বিশেষ কারণবশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি, নতুবা ইতি পূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩১

পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগবশতঃ কামের বশীভূত হইয়াছি ॥ ৩২

অতএব এবিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও, আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধময় দেখিয়াও কি জন্য মোহ প্রাপ্ত হইলাম? ৩৩

হে চারুমুখি! তোমার পুত্র পুরাণ কর্ত্তা, বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগ কর্ত্তা হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৪

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৫

তখন সেই সতী সত্যবতীও সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয় কন্দর্প-সদৃশ একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৩৬

অমিত পরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাতমাত্রই তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন ॥ ৩৭

মাতঃ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন। সম্প্রতি আমি তপস্যায় গমন করিব। হে মহাভাগে! স্মরণমাত্রই আপনাকে দর্শন দিব ॥ ৩৮

জননি! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব, এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্যায় চলিলাম; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করুন, ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্যায় নির্গত হইলেন, সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৯-৪০

ঋষিগণ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হন এবং বিষ্ণুর অংশ-প্রসূত জাতমাত্রই তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪১

অনন্তর দ্বৈপায়ন নানা তীর্থে স্নানাদি করিয়া উত্তরোত্তর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দ্বৈপায়ন পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর কলিযুগের আগমন জানিয়া দ্বাপরের শেষে বেদকে নানা শাখায় বিভক্ত করেন। এইরূপে বেদবিস্তারের জন্য দ্বৈপায়ন পরাশর-পুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরে পুরাণ সংহিতাসকল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন ॥ ৪২-৪৩½

পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুত্তমম্
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃত্বা বিভাগশঃ ॥ ৪৪
সুমন্তু জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ।
অসিতং দেবলঞ্চৈব শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫

সূত উবাচ।

এতচ্চ কথিতং সর্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ।
সত্যবত্যাঃ সুতস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬
সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সম্ভবে মুনিসত্তমাঃ।
মহত্যাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্যা মুনেরিতি ॥ ৪৭
কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঋষোদরে।
পরাশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শন্তুনুনা তথা ॥ ৪৮
অন্যথা তু মুনেশ্চিত্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ।
অনার্য্যজুষ্টং ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯
সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী।
শ্রুত্বা পাপাচ্চ নির্ম্মুক্তো নরো ভবতি সর্ব্বথা ৫০
য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি শ্রুতিমান্নরঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সুখী ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে স্কন্ধে ব্যাসোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

দ্বৈপায়ন বেদসকল বিভাগ করিয়া নিজ সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল এবং নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৪৪-৪৫

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬

ঋষিগণ। এই দ্বৈপায়নজন্মে কোন সন্দেহ করিবেন না; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনিজনের চরিত্র-বিষয়ে গুণ-সকলই গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭

দৈব-কারণবশতই মৎস্যগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমতঃ পরাশরের সহিত তদনন্তর শান্তনুরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল; অন্যথা তাদৃশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে? আর কি জন্যই বা পরাশর ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এরূপ অনার্য্য-সেবিত কার্য্য করিবেন? ৪৮-৪৯

অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ সম্ঘটিত বলিয়া জানিবেন, শ্রুতিযুগলবিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না; বরং চিরকাল সুখী হইতে পারে ॥ ৫০-৫১

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় দ্বিতীয় স্কন্ধে বেদব্যাসের জন্ম-বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-জন্মকারণবর্ণনপ্রসঙ্গেন গঙ্গায়াঃ, মহাভিষস্য, বসূনাঞ্চ শাপবৃত্তান্তকথনম্।]

ঋষয় ঊচুঃ।

উৎপত্তিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
সত্যবত্যাস্তথা সূত বিস্তরেণ ত্বয়াঽনঘ ॥ ১
তথাপ্যেকস্তু সন্দেহশ্চিত্তেঽস্মাকং সুসংস্থিতঃ।
ন নিবর্ত্ততি ধর্ম্মজ্ঞ কথিতেন ত্বয়াঽনঘ ॥ ২
মাতা ব্যাসস্য যা প্রোক্তা নাম্না সত্যবতী শুভা।
সা কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শন্তুনুং ধর্ম্মবিত্তমম্ ॥ ৩
নিষাদপুত্র্যাঃ স কথং বৃতবান্নৃপতিঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংবৃতাম্ ॥ ৪
শন্তনোঃ প্রথমা পত্নী কা হ্যভূৎ কথয়াঽধুনা।
ভীষ্মঃ পুত্রোঽথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[ভীষ্মের জন্মের কারণবর্ণনপ্রসঙ্গে গঙ্গা, মহাভিষ ও বসুগণের শাপবৃত্তান্তকথন।]

ঋষিগণ কহিলেন,—হে পুণ্যাত্মন্ সূত! তুমি আমাদিগের নিকটে অমিততেজা ব্যাসদেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিলে সত্য; তথাপি একটি সন্দেহ আমাদিগের চিত্তে গাঢ়তররূপে অবস্থিতি করিতেছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এত বলিলেও তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ১-২

সূত! ব্যাসদেবের মাতা, যাঁহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মবিত্তম শান্তনু রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর কি জন্যই বা সেই ধার্ম্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্ভূত হইয়া কুলবহীনা বিবাহের অযোগ্যা সেই ধীবর-কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন? ৩-৪

সূত! এক্ষণে শান্তনুর প্রথমা পত্নী কে ছিল; যাহাতে

ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত রাজা চিত্রাঙ্গদঃ কৃতঃ।
সত্যবত্যাঃ সুতো বীরো ভীষ্মেনামিততেজসা ॥ ৬
চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদনুজস্তথা।
বিচিত্রবীর্য্যনামাঽসৌ সত্যবত্যাঃ সুতো নৃপঃ ॥ ৭
জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূর্ব্বং ধর্ম্মিষ্ঠে রূপবত্যপি।
কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা ॥ ৮
মৃতে বিচিত্রবীর্য্যে তু সত্যবত্যতিদুঃখিতা।
বধূভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্ ॥ ৯
কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্ণিনী।
ন কৃতস্তু কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ ॥ ১০
অধর্ম্মস্তু কৃতঃ কস্মাদ্ ব্যাসেনামিততেজসা।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি ॥ ১১
পুরাণকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতুশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ১২
জুগুপ্সিতমিদং কর্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
শিষ্টাচারঃ কথং সূত বেদানুমিতিকারকঃ ॥ ১৩
ব্যাসশিষ্যোঽসি মেধাবিন্ সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃতক্ষণাঃ ॥ ১৪

সূত উবাচ।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি শ্রুতঃ
সত্যবান্ ধর্ম্মশীলশ্চ চক্রবর্ত্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬
একদা ব্রহ্মসদনং গতো রাজা মহাভিষঃ।
সুরাঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭
গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্।
তস্যা বাসঃ সমুদ্ধূতং মারুতেন তরস্বিনা ॥ ১৮
অধোমুখাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন বিলোকৈব তাং স্থিতাঃ।
রাজা মহাভিষস্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥
সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯

ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন? বিশেষতঃ সেই মেধাবী পুত্র ভীষ্মতেই বা কিরূপে অষ্টবসুর অংশ আসিল? ৫

সূত! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদনামে সত্যবতীপুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭

রূপবান্ ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধর্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন? ৮

এই বিচিত্রবীর্য্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি জন্য বেদব্যাস দ্বারা বধূদ্বয়ে গোলক (পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের দ্বারা উৎপন্ন) পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন? কিজন্যই বা সেই বরবর্ণিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরাগ্রগণ্য হইয়াও কি জন্য বিবাহ করেন নাই? ৯-১০

আর কি জন্যই বা সেই অমিতেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভার্য্যাদ্বয়ে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন? ১১

বেদব্যাস পুরাণকর্ত্তা এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে পর-স্ত্রীতে বিশেষতঃ কনিষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন? ১২

তিনি বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া কিরূপে এরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না, সূত! যে শিষ্টাচার দর্শনে বেদের অনুমান হয়, ইহা কি সেই শিষ্টাচারমধ্যে গণ্য হইবে? ১৩

সূত! তুমি একে বেদব্যাসের শিষ্য, তাহাতে আবার বুদ্ধিমান; অতএব তুমিই আমাদিগের সন্দেহ নিরসনে যোগ্য হইতেছ, আমরা সকলেই এই ধর্ম্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও তোমরা বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি ॥ ১৪

সূত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত সত্যবাদী ধর্ম্মশীল মহাভিষ নামে কোন এক চক্রবর্ত্তী নৃপবর ছিলেন ॥ ১৫

এই মহামতি নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্র শচীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬

একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। অনন্তর সমস্ত দেবগণ প্রজাপতির সেবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭

মহানদী গঙ্গাও বিভু ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য সেই স্থানে আসিলেন। অনন্তর বেগবান্ বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র উৎসারিত হইল ॥ ১৮

দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন এবং সেই গঙ্গাকে না দেখিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই মহাভিষ রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ১৯

দৃষ্টা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ ।
ব্রহ্মা চুকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ রুষান্বিতঃ ॥ ২০
মর্ত্ত্যলোকেষু ভূপাল জন্ম প্রাপ্য পুনর্দিবম্
পুণ্যেন মহতাবিষ্টস্তমবাপ্সসি সর্ব্বথা ॥ ২১
গঙ্গাং তথোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে ।
বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোঽন্তিকাৎ ॥২২
স নৃপশ্চিন্তয়িত্বাথ ভূর্লোকে ধর্ম্মতৎপরান্
প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩
এতস্মিন্ সময়ে চাষ্টৌ বসবঃ স্ত্রীসমন্বিতাঃ ।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাণা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪
পৃথাদীনাং বসূনাঞ্চ মধ্যে কোঽপি বসূত্তমঃ ।
দ্যৌর্নামা তস্য ভার্য্যাথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫
দৃষ্টা পতিং সা পপ্রচ্ছ কস্যেয়ং ধেনুরুত্তমা
দ্যৌস্তামাহ বশিষ্ঠস্য গৌরিয়ং শৃণু সুন্দরি ॥ ২৬
দুগ্ধমস্যাঃ পিবেদ্ যস্তু নারী বা পুরুষোঽথবা ।
অমৃতায়ুর্ভবেদ্ নূনং সদৈবাগতযৌবনঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত এবং কন্দর্পবাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ২০

ব্রহ্মা বলিলেন,—নৃপতে ! তুমি এক্ষণে মর্ত্তলোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গে ! তুমিও যখন রাজার প্রতি প্রণয়িনী হইয়াছ, তখন তুমি এই রাজার ভার্য্যা হইবে, অনন্তর ব্রহ্মশাপে দুঃখিতচিত্ত সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত হইলেন ॥ ২১-২২

পরে সেই রাজা মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ-জন্য ধর্ম্মতৎপর নৃপগণকে চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃত্বে স্থির করিলেন ॥ ২৩

ঋষিগণ ! এই সময় অষ্টবসু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে ক্রীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪

অনন্তর সেই পৃথাদি বসুমধ্যে দ্যৌনামা কোন বসুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনীনামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে দর্শন করিলেন এবং দেখিবামাত্র এই সর্ব্বলক্ষণান্বিতা ধেনুটি কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্যৌনামা বসু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—সুন্দরি ! এটী বশিষ্ঠের ধেনু, ইহার দুগ্ধ পান

তচ্ছ্রুত্বা সুন্দরী প্রাহ মর্ত্ত্যলোকেঽস্তি মে সখী ।
উশীনরস্য রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮
তস্যা হেতোর্মহাভাগ সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্ ।
আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠং নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯
যাবদস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি ।
মানুষেষু ভবেদেকা জরা-রোগবিবর্জ্জিতা ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্ ।
অবমন্য মুনিং দান্তং পৃথ্বাদ্যৈঃ সহিতোঽনঘঃ ॥ ৩১
হৃতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্তু মহাতপাঃ ।
আজগামাশ্রমপদং ফলাদ্যাদায় সত্বরঃ ॥ ৩২
নাপশ্যৎ স যদা ধেনুং সবৎসাং স্বাশ্রমে মুনিঃ ।
মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষ্বপি ॥ ৩৩
নাসাদিতা যদা ধেনুশ্চুকোপাতিশয়ং মুনিঃ ।
বারুণিশ্চাপি বিজ্ঞায় ধ্যানেন বসুভির্হৃতাম্ । ৩৪
বসুভির্মে হৃতা ধেনুর্যস্মাত্মাত্মবমন্য বৈ ।
তস্মাৎ সর্ব্বে জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অযুতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে সমর্থ হয় ॥ ২৫-২৭

সুন্দরী বসুপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগ ! রাজর্ষি উশীনরের কন্যা আমার প্রিয়সখী। তিনি মর্ত্তলোকে আছেন, তাঁহার জন্য এই কামনাপ্রদায়িনী হিতকারিণী পয়স্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮-২৯

তাহা হইলে আমার সখী ইহার দুগ্ধ পান করত জরারোগবর্জ্জিত হইয়া মনুষ্যলোকে অগ্রিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০

সেই দ্যৌনামা বসু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথ্বাদি বসুগণের সহিত নন্দিনীকে অপহরণ করিলেন ॥ ৩১

এইরূপে নন্দিনী অপহৃতা হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর আশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২

অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি যখন আশ্রমমধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বর মধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

পরে যখন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বসুকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, "যেহেতু বসুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপহরণ

এবং শশাপ ধর্ম্মাত্মা বসূংস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্ ।
শ্রুত্বা বিমনসঃ সর্ব্বে প্রযযুর্দুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬
শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্ত ঋষিং তমুপচক্রমুঃ ।
প্রসাদয়ন্তস্তমৃষিং বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭
মুনিস্তানাহ ধর্ম্মাত্মা বসূন্ দীনান্ পুরঃস্থিতান্ ।
অনুসংবৎসরং সর্ব্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ৩৮
যেনেয়ং বিহৃতা যেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা ।
তস্মাদ্দ্যৌর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯
তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিদ্বরাম্ ।
উচুস্তাং প্রণতাঃ সর্ব্বে শপ্তাঃ চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০
ভবিষ্যামো বয়ং দেব কথং দেবাঃ সুধাশনাঃ ।
মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিন্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১
তস্মাত্বং মানুষী ভূত্বা জনয়াস্মান্ সরিদ্বরে ।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষিস্তস্য ভার্য্যা ভবানঘে ॥ ৪২
জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্ষিপস্ব সুরাপগে ।
এবং শাপবিনির্ম্মোক্ষো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
অথেত্যুক্তাশ্চ তে সর্ব্বে জগ্মুর্লোকং স্বকং পুনঃ ।
গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্তয়ানা পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪
মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য সুতস্তদা ।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫
প্রতীপস্তু স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যানিততেজসঃ ॥ ৪৬
তদা চ সলিলাত্তস্মান্নি সৃতা বরবর্ণিনী ।
দক্ষিণং শালসঙ্কাশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭
অঙ্কে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহ মা পৃষ্ট্বা কিং বরাননে ।
মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিনর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮
সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম ।
স্থিতাস্ম্যঙ্কে কুরুশ্রেষ্ঠ কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯
তামবোচদথো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্ ।
নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্গচ্ছেয়ং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০

করিয়াছে, সেই হেতু তাহারা সকলে নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে।" ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ বসুগণকে এইরূপে শাপ প্রদান করিলে বসুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও দুঃখিত হইয়া প্রথমতঃ আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪-৩৬

পরে 'অভিশপ্ত হইয়াছি' ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করত শরণাগত হইলেন ॥ ৩৭

ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ সম্মুখস্থ বসুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন,—বসুগণ! তোমরা সকলেই এক বৎসরের মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৮

কিন্তু দ্যৌনামা বসু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল মনুষ্যলোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৯

ঋষিগণ! বসু সকল এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মশাপ-গ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিদ্বরা গঙ্গাকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন ॥ ৪০

হে দেবি! আমরা অমৃতাশী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্য জঠরে জন্মগ্রহণ করিব, ইহাই আমাদের বলবতী চিন্তা ॥ ৪১

অতএব হে অনঘে গঙ্গে! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শন্তনুর পত্নী হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২

গঙ্গে! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন, তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩

গঙ্গাদেবী "তাহাই হইবে" এইরূপ বলিলে পর বসুগণ পুনর্ব্বার নিজলোকে গমন করিলেন। গঙ্গাও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শন্তনুনামে প্রতীপরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫

একদা প্রতীপরাজা অমীততেজা সূর্য্যের স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনী রূপ ধারণ করত সলিল মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ বিশাল দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬-৪৭

অনন্তর রাজর্ষি প্রতীপ অঙ্কে উপবিষ্টা সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন,—হে সুমুখি! তুমি কি জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে? ৪৮

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিলেন,—হে রাজসত্তম! আমি যে জন্য আপনার অঙ্কে উপবেশন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে কামনা করি, অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯

রাজা প্রতীপ সেই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-যৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি! আমি ত' কখনও কামবশে পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০

স্থিতা দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাস্থিত্য চ ভামিনি।
অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে ॥৫১
স্নুষা মে তব কল্যাণি জাতে পুত্রেঽভিবাঞ্ছিতে।
ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
তথেত্যুক্ত্বা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা।
রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তয়ান্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩
ততঃ কালেন কিয়তা জাতে পুত্রে বরস্বিনি।
বনং জিগমিষুর্রাজা পুত্রং বৃত্তান্তমূচিবান্ ॥ ৫৪
বৃত্তান্তং কথয়িত্বা তু পুনরুচে নিজং সুতম্ ॥ ৫৫
যদি প্রয়াতি সা বালা ত্বাং বনে চারুহাসিনী।
কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্ ॥ ৫৬
ন প্রষ্টব্যা ত্বয়া কাসি মন্নিয়োগান্নরাধিপ।
ধর্ম্মপত্নীঞ্চ তাং কৃত্বা ভবিতা ত্বং সুখী কিল ॥ ৫৭

সূত উবাচ।

এবং সন্দিশ্য তং পুত্রং ভূপতিঃ প্রীতমানসঃ।
দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সর্ব্বাং বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৫৮
তত্রাপি চ তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য পরাম্বিকাম্।
জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্ত্বা স্বতেজসা ॥ ৫৯
রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শন্তনুঃ সার্ব্বভৌমিকম্।
প্রজাং বৈ পালয়ামাস ধর্ম্মদণ্ডো মহীপতিঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে গঙ্গামহাভিষবসূনাং
শাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

আর দেখ, তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশ আশ্রয় করিয়াছ, হে শুচিস্মিতে! এই স্থানটীকে কন্যা, পুত্র এবং বধূদিগের স্থান বলিয়া জানিবে। ৫১

হে কল্যাণি! অতএব আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধূ হও, ইহাই প্রার্থনা আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৫২

সেই দিব্যাঙ্গনা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, প্রতীপনৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন। ৫৩

অনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল, তখন নৃপতি প্রতীপ বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গাসম্ভবীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন। ৫৪-৫৫

যদি সেই চারুহাসিনী কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে, তবে সেই বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্য 'তুমি কে' ইত্যাদি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে। পুত্র! আমি বলিতেছি, তুমি তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে। ৫৬-৫৭

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! প্রতীপ নৃপতি এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে সমস্ত রাজলক্ষ্মী প্রদান করত তপস্যার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন। ৫৮

অনন্তর কিয়ৎকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করত নিজ যোগ প্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ৫৯

এদিকে মহাপ্রতাপশালী ভূপতি শান্তনু সাম্রাজ্যলাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ৬০

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে গঙ্গা, মহাভিষনৃপতি এবং বসুগণের শাপবৃত্তান্ত কথনবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[বসূনাং জন্মকথনম্ ।]

সূত উবাচ ।

প্রতীপেঽথ দিবং যাতে শন্তনুঃ সত্যবিক্রমঃ ।
বভূব মৃগয়াশীলো নিঘ্নন্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্ নৃপঃ ॥ ১

স কদাচিদ্ বনে ঘোরে গঙ্গাতীরে চরন্ নৃপঃ ।
দদর্শ মৃগশাবাক্ষীং সুন্দরীং চারুভূষণাম্ ॥ ২

দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্মগ্নঃ পিত্রোক্তেয়ং বরাননা ।
রূপযৌবনসম্পন্না সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিবাপরা ॥ ৩

পিবন্মুখাম্বুজং তস্যা ন তৃপ্তিমগমন্ নৃপঃ ।
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪

মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা বভূব হ ।
কিঞ্চিন্মন্দস্মিতং কৃত্বা তস্থাবগ্রে নৃপস্য চ ॥ ৫

বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং রাজা প্রীতমনা ভৃশম্ ।
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা । ৬

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু মানুষী বা বরাননে ।
গন্ধর্ব্বী বাথ যক্ষী বা নাগকন্যাপ্সরাপি বা ॥ ৭

যাসি কাসি বরারোহে ভার্য্যা মে ভব সুন্দরি
প্রেমযুক্তস্মিতেব ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮

সূত উবাচ

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গেয়মিতি নিশ্চিতম্ ।
মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯

পূর্ব্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ্রুত্বা বাচং নৃপস্য তাম্ ।
উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ১০

স্ত্র্যুবাচ

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতীপতনয়ং শুভম্ ।
কা ন বাঞ্ছতি চার্ব্বঙ্গী ভাবিত্বাৎ সদৃশং পতিম্ ॥ ১১

বাগ্‌বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ চরিষ্যামি পতিং কিল ।
শৃণু মে সময়ং রাজন্ বৃণোমি ত্বাং নৃপোত্তম ॥ ১২

চতুর্থ অধ্যায় ।

[বসুগণের জন্মকথন ।]

সূত কহিলেন—ঋষিগণ ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলেন । সত্য বিক্রমশালী শান্তনু নৃপতি ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় মৃগয়াশীল হইলেন ॥ ১

একদা তিনি বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারুভূষণা মৃগলোচনা এক সুন্দরী কামনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২

দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, এইরূপ যৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চারুবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩

সেই পুণ্যশালী শান্তনু নৃপতি তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না । তিনি তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন ॥ ৪

এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

রাজা শান্তনু সেই চারুলোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা দান করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬

হে চারুবদনে ! তুমি দেবী, মানুষী, গন্ধর্বী, যক্ষাঙ্গনা নাগকন্যা বা অপ্সরা ? সুন্দরি ! তুমি যে কেহই হও না কেন, আমার ভার্য্যা হও । সুন্দরি ! তোমার মুখ প্রেমপূর্ণ হাস্যে সুশোভিত, অতএব অদ্য তুমি আমার ধর্ম্ম পত্নী হও ॥ ৭-৮

সূত কহিলেন—ঋষিগণ ! শান্তনু নৃপতি সেই সুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষরাজ শান্তনুরূপে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯

অতএব সেই স্ত্রীরূপিণী গঙ্গা, তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূর্ব্বপ্রণয়ভাব মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০

স্ত্রীরূপিণী গঙ্গা বলিলেন—নৃপবর ! আপনি যে প্রতীপ-নৃপতিতনয় ইহা আমি জানি ; তবে স্ত্রীজাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে ? ১১

নৃপবর ! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি আপনার সহিত একটি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব । রাজন্ ! আমার সেই

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্ ।
ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ন বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩
যদা চ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ ন করিষ্যসি মে বচঃ ।
তদা মুক্ত্বা গমিষ্যামি যথেষ্টং দেশ মারিষ ॥ ১৪
স্মৃত্বা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনা পূর্ব্বকং হৃদি ।
মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যৈব চ জাহ্নবী ।
তথেত্যুক্ত্বাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫
এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মানুষরূপিণী
নৃপস্য মন্দিরং প্রাপ্তা শুভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬
নৃপতিস্তাং সমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে ।
সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাঙ্গনা ॥ ১৭
ন বুবোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতান্ বহুগণানথ ।
স তয়া মৃগশাবাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতু র্যথা ॥ ১৮
সা সর্ব্বগুণসম্পন্না সোঽপি কামবিচক্ষণঃ

রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমা-নারায়ণাবিব ॥ ১৯
এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেস্তদা ।
গর্ভং গঙ্গা বসুং পুত্রং সুষুবে চারুলোচনা ॥ ২০
জাতমাত্রং সুতং বারি চিক্ষেপৈবং দ্বিতীয়কে ।
তৃতীয়েঽথ চতুর্থেঽথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১
সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ ।
কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্যাৎ সুস্থিরো ভুবি ॥২২
সপ্ত পুত্রা হতা নূনমনয়া পাপরূপয়া
নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি সর্ব্বথা ॥ ২৩
অষ্টমোঽয়ং সম্প্রাপ্তো গর্ভো মে মনসীপ্সিতঃ ।
ন বারয়ামি চেদদ্য সর্ব্বথেয়ং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪
ভবতি বা ন বা চাগ্রে সংশয়োঽয়ং মমাদ্ভুতঃ ।
সম্ভবেঽপি চ দুষ্টেয়ং রক্ষয়েদ্ বা ন রক্ষয়েৎ ॥২৫
এবং সংশয়িতে কার্য্যে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা ।
বংশস্য রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬

প্রতিজ্ঞাটী অগ্রে শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২

মহারাজ ! আমি যখন যে কোনও কার্য্য করিব, তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয় হইল এরূপ বলিতে পারিবেন না । যে দিবসে আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন, সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩-১৪

ঋষিগণ ! জাহ্নবী বসুগণের সেই জন্ম-প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির প্রণয়-ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন । অনন্তর শান্তনুরাজ ইহা স্বীকার করিলে গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫

ঋষিগণ ! সেই বরবর্ণিনী ও সৌভাগ্যবতী গঙ্গাদেবী এইরূপে মানুষরূপিণী হইয়া শান্তনুনৃপকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬

রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই মানুষরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

এইরূপে বৎসরের পর বহু বৎসর গত হইতে লাগিল, তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না, বরং ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত শোভা পান, সেইরূপ তিনিও সেই মৃগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮

ঋষিগণ ! ইহা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সর্ব্বগুণবিভূষিতা, রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্র-বিশারদ ; ছিলেন অতএব তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গর্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট বসুকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০

গঙ্গাদেবী পুত্রটীকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার বংশ পৃথিবীতে সুস্থিররূপে বর্ত্তমান থাকিবে ? ২১-২২

এই পাপিষ্ঠা ত' আমার সাতটী সন্তান অবলীলাক্রমে বিনাশ করিল, যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি, তাহা হইলে এখনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩

আর এক্ষণে ত' এই অভিলষিত অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে, যদি ইহাকে নিবারণ না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪

ইহার পর আর সন্তান হয় কিনা এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হইতেছে, আর যদি হয়, তাহা হইলে এই পুত্রটী রক্ষা করিবে কিনা তদ্বিষয়েরও স্থিরতা নাই ॥ ২৫

অতএব এইরূপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত ?

ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোঽয়মষ্টমো বসুঃ।
মুনের্যেন হৃতা ধেনুর্নন্দিনী স্ত্রীজিতেন হি ॥ ২৭
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে।
পুত্রমেকং পুষ্যাম্যদ্য দেহি জীবিতমদ্য মে ॥ ২৯
হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু ত্বয়া শুভাঃ।
অষ্টমং রক্ষ সুশ্রোণি পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০
অন্যদ্ বৈ প্রার্থিতং তেঽদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্।
বংশো মে রক্ষণীয়োঽদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ॥ ৩১
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাদদ্য বরারোহে প্রার্থয়াম্যষ্টমং সুতম্ ॥ ৩২
ইত্যুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসুকা।
তদাপি কুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩
পাপিষ্ঠে কিং করোষ্যদ্য নিরয়ান্ন বিভেষি কিম্।
কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪
যথেচ্ছং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ
কিং করোমি ত্বয়া পাপে বংশান্তকরয়াঽনয়া ॥ ৩৫
এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা সুতং শিশুম্।
গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা তামুবাচ হ ॥ ৩৬
পুত্রকামা সুতং ত্বেনং পালয়ামি বনে গতঃ।
সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হ্যন্যথা কৃতম্ ॥ ৩৭
গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্য্যার্থমাগতাম্।
বসবস্তু পুরা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮
ব্রজন্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাঃ চিন্তাতুরাস্তু মাম্।
দৃষ্ট্বেদং প্রার্থয়ামাসুর্জননী নো ভবানঘে ॥ ৩৯
তেভ্যো দত্ত্বা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসত্তম।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০
সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃষেস্তু তে।
কিয়ন্তং কালমেকোঽয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১

আমার বোধ হয়, সর্ব্বপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৬

ঋষিগণ। (পরে যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বসু স্ত্রী-বাক্যে বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই বসু যথা-সময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২৭

অনন্তর শান্তনুনৃপতি জাত পুত্রটিকে দর্শন করিয়া মানবরূপ-ধারিণী গঙ্গার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে কল্যাণি, আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে! এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আমি একটি পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে জীবিত অবস্থায় অদ্য আমাকে প্রদান কর ॥ ২৮-২৯

সুন্দরি! তুমি আমার সাতটি পুত্র বিনাশ করিয়াছ। সুজঘনে! এক্ষণে তোমার পদে পতিত হইতেছি, এই পুত্রটি রক্ষা কর ॥ ৩০

তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব; কিন্তু হে সুন্দরি! অদ্য আমার বংশ রক্ষা করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১

কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না। হে বরারোহে! এইজন্যই অদ্য এই অষ্টম পুত্রটিকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২

ঋষিগণ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা করিলেও নারীরূপিণী গঙ্গা যখন পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন, তখন রাজা শান্তনু অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন,— ॥ ৩৩

পাপিষ্ঠে! তুমি কি করিতেছ? তোমার কি নরকে ভয় নাই? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন্ পাপাত্মার কন্যা, যে সর্ব্বদাই আমার বংশধ্বংসে রত রহিয়াছ? ৩৪

আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক, তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। পাপিষ্ঠে! তুমি বংশনাশকারিণী, তোমাকে লইয়া আমি কি করিব? ৩৫

শান্তনুরাজ এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু-পুত্রটিকে লইয়া যাইবার সময় কোপভরে এই কথা বলিলেন, ॥ ৩৬

রাজন্! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল, তুমি তাহার অন্যথা করিলে; অতএব এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গের জন্য আমি বনে যাইয়া এই পুত্রটিকে প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭

রাজন্! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত হও, আমি কোনও দেবকার্য্যের জন্য এই মনুষ্যলোকে আসিয়া-ছিলাম। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষি বসুগণকে 'মানুষ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে' বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর বসুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া "আপনি আমাদিগের জননী হউন" এই বলিয়া প্রার্থনা করে। তদনন্তর আমি (তাহাই হইবে বলিয়া) তাহাদিগকে বর প্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম। নৃপবর! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব এইটিই স্থির জানিবে ॥ ৩৮-৪০

মহারাজ! সাত জন বসু তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া

গঙ্গাদত্তমিমং পুত্রং গৃহাণ শন্তনো স্বয়ম্
বসুং দেবং বিদিত্বৈনং সুখং ভুঙ্ক্ষ সুতোদ্ভবম্ ॥৪১
গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাভাগ ভবিষ্যতি বলাধিকঃ।
অদ্য তত্র ময়ানেতং যত্র ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩
দাস্যামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে।
ন মাতৃরহিতঃ পুত্রো জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্।
রাজা চাতীব দুঃখার্ত্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫
ভার্য্যাবিরহজং দুঃখং তথা পুত্রস্য চাদ্ভুতম্।
সর্ব্বদা চিন্তয়ন্নাস্তে রাজ্যং কুর্ব্বন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬
এবং গচ্ছতি কালেঽথ নৃপতির্মৃগয়াং গতঃ।
নিঘ্নন্ মৃগগণান্ বাণৈর্মহিষান্ শূকরানপি ॥ ৪৭
গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শন্তনুস্তদা
নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮
তত্রাপশ্যৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তং বিশিখান্ বহূন্।
আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তং সরিতস্তটে ॥ ৪৯
তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন।
নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোঽয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০
দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কর্ম্ম বাণেষু লঘুহস্ততাম্।
বিদ্যাং বাঽপ্রতিমাং রূপং তস্য বৈ স্মরসন্নিভম্ ॥ ৫১
পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কস্য পুত্রোঽসি চানঘ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ বীরোঽসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥৫২
অন্তর্ধানং গতঃ সোঽথ রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
কোঽয়ং মম সুতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥৫৩
গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ।
দর্শনং সা দদাবাথ চারুরূপা যথা পুরা ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বভাসে নৃপতিঃ স্বয়ম্।
কোঽয়ং গঙ্গে গতো বালো মম ত্বং দর্শয়াধুনা ॥ ৫৫

ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, এই একটি বসু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহলোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১

হে শান্তনুরাজ। আমি পুত্রটিকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। ইহাকে বসুদেব মনে করিয়া পুত্রের জন্য সুখ উপভোগ কর ॥ ৪২

মহারাজ। তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই পুত্রটি গঙ্গার গর্ভজাত, অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে। কিন্তু পূর্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে মিলন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩

কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই সুখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন-পালন করিয়া ইহার যৌবন-কাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪

ঋষিগণ। গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিরহ চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত দুঃখের সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে এক দিন সেই শান্তনু নৃপতি মৃগয়ায় যাইয়া সুশাণিত বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানা-জাতির পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭-৪৮

অনন্তর সেই নদীতটে একটি বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটি বিশাল শরাসন (ধনু) আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯

রাজা সেই বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্ব কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্য এই বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০

রাজা সেই বালকের অমানুষ কর্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা, অতুল্য ধনুর্বিদ্যা এবং কন্দর্প-সদৃশ রূপ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া 'তুমি কাহার পুত্র' তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সেই বাণবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না। এক্ষণে কি উপায় করি? কাহার নিকট যাই? ৫১-৫৩

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবী পূর্ব্ববৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪

রাজা সেই চারুরূপা গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে। এই বালকটি কে এবং কোথায় যাইল, তুমি এক্ষণে সেই বালকটিকে আমায় দর্শন করাও ॥ ৫৫

গঙ্গোবাচ

পুত্রোঽয়ং তব রাজেন্দ্র রক্ষিতশ্চাষ্টমো বসুঃ
দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬
কীর্ত্তিকর্ত্তা কুলস্যাস্য ভবিতা তব সুব্রতঃ।
পাঠিতশ্চাখিলান্ বেদান্ ধনুর্ব্বেদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫৭
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে দিব্যে সংস্থিতোঽয়ং সুতস্তব।
সর্ব্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮
যদ্ বেদ জামদগ্ন্যোঽসৌ তদ্ বেদায়ং সুতস্তব।
গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র সুখী ভব নরাধিপ ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা দত্ত্বা পুত্রং নৃপায় বৈ।
নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূবাতিসুখান্বিতঃ ॥ ৬০
সমালিঙ্গ্য সুতং রাজা সমাঘ্রায় চ মস্তকম্।
সমারোপ্য রথে পুত্রং স্বপুরং স প্রচক্রমে ॥ ৬১
গত্বা গঙ্গাহ্বয়ং রাজা চকারোৎসবমুত্তমম্
দৈবজ্ঞঞ্চ সমাহূয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২
সমাহূত্য প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সচিবান্ সর্ব্বশঃ শুভান্।
যৌবরাজ্যোঽথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥৬৩
কৃত্বা তং যুবরাজানং পুত্রং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
সুখমাস স ধর্ম্মাত্মা ন সস্মার চ জাহ্নবীম্ ॥ ৬৪

সূত উবাচ

এতদ্ বঃ কথিতং সর্ব্বং কারণং বসুশাপজম্।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহ্নব্যাঃ সম্ভবং তথা ॥ ৬৫
পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬
পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ।
যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথান্বিতম্।
দ্বৈপায়নমুখোদ্গীতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং শুভদং সুখদং তথা
ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্ত্তিতং মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬৯

ইতি দেবীভাগবতমহাপুরাণ অষ্টাদশ-সাহস্রী-সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে বসূৎপত্তৌ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

গঙ্গা রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—রাজেন্দ্র! এই বালকটী তোমারই পুত্র, আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি, ইহাকে শাপভ্রষ্ট অষ্টম বসু বলিয়া জানিবে। এক্ষণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে তোমার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬

রাজন্! এই পুত্রটিই তোমার কুলের কীর্ত্তিকর হইবে। আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল বেদ বিশেষতঃ সমস্ত ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি। তোমার এই পবিত্র পুত্রটি বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করত এক্ষণে সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭-৫৮

রাজেন্দ্র! অধিক আর কি বলিব, জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম যাহা কিছু অবগত আছেন, সে সমস্তই তোমার পুত্র সমাকরূপে শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া সুখী হও ॥ ৫৯

গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, নৃপতিও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০-৬১

অনন্তর শান্তনুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া পুত্রাগমন-জন্য মহোৎসব করিলেন এবং সমস্ত প্রজা ও সর্ব্বদা হিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্ব্বক দৈবজ্ঞনির্দ্দিষ্ট শুভদিনে গঙ্গানন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬১-৬৩

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা শান্তনুরাজ সর্ব্বগুণান্বিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া গঙ্গাবিরহজাত দুঃখ অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! আমি আপনাদিগকে বসুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা গর্ভসম্ভূত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব এই সমস্ত কথাই বলিলাম ॥ ৬৫

ইহলোকে যে মনুষ্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারের এবং বসুদিগের উৎপত্তি কথা শ্রবণ করিবে, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥ ৬৬

হে মুনিসত্তমগণ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান-সমন্বিত, পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট, বেদসম্মত এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনাদের নিকট সেইরূপই বলিলাম। ঋষিগণ! আমি এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সর্ব্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭-৬৯

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় দ্বিতীয় স্কন্ধে বসুগণের জন্মবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[শন্তনু-সত্যবতীবৃত্তান্তকথনম্, দেবব্রতস্য ভীষণপ্রতিজ্ঞা চ।]

ঋষয় উচুঃ।

বসূনাং সম্ভবঃ সূত কথিতঃ শাপকারণাৎ।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লোমহর্ষণে ॥ ১
মাতা ব্যাসস্য ধর্ম্মজ্ঞঃ নাম্না সত্যবতী সতী।
কথং শন্তনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২
তন্মমাচক্ষ্ব বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃতা।
রাজ্ঞা ধর্ম্মবরিষ্ঠেন সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ৩

সূত উবাচ।

শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্মৃগয়ানিরতঃ সদা।
বনং জগাম নিঘ্নন্ বৈ মৃগাংশ্চ মহিষান্ রুরূন্ ॥৪
চত্বার্য্যেব তু বর্ষাণি পুত্রেণ সহ ভূপতিঃ
রমমাণঃ সুখং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫
একদা বিক্ষিপন্ বাণান্ বিনঘ্নন্ খড়্গ-শূকরান্।
স কদাচিদ্ বনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬
মহীপতিরনির্দ্দেশ্যমাজিঘ্রদ্ গন্ধমুত্তমম্।
তস্য প্রভবমন্বিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭
ন মন্দারস্য গন্ধোঽয়ং মৃগনাভিমদস্য ন।
চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮
ন চানুভূতপূর্ব্বোঽয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ।
কুতোঽয়মিতি বায়ুর্বৈ মম ঘ্রাণবিমোহনঃ ॥ ৯
ইতি সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্।
মোহিতো গন্ধলোভেন শন্তনুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০
স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্।
শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং সুস্থিতাং মলিনাম্বরাম্ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ।
অস্যা দেহস্য গন্ধোঽয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[শান্তনু-সত্যবতীর বৃত্তান্তকথন এবং দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞা।]

ঋষিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণপুত্র সূত! তুমি বসুগণের শাপজন্য সমুদ্ভব এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উৎপত্তির কথা বলিয়াছ ॥ ১

হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শান্তনু নৃপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যা-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন? রাজা ধার্ম্মিকপ্রবর হইয়াও কিরূপে তাঁহাকে বরণ করিলেন? হে সুব্রত সূত! তুমি আমাদিগের এই সংশয় ছেদন কর ॥ ২-৩

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ঋষিগণ! রাজর্ষি শান্তনু সর্ব্বদা মৃগয়ারত হইয়া হরিণ, মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেন ॥ ৪

এইরূপে ভূপতি শান্তনু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া মহাদেব যেরূপ কার্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ সুখলাভ করিলেন ॥ ৫

অনন্তর একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বন্য পশু-গণের সংহার করিতে করিতে নদীশ্রেষ্ঠা যমুনার সমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬

উপস্থিতমাত্রই শান্তনুরাজ এক প্রকার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন; কিন্তু সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই সদ্গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণের জন্য সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই মনোহর সদ্গন্ধ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও নয় ॥ ৮

আমি পূর্ব্বে কখন এরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই। এরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিমোহনকারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে? ॥ ৯

ঋষিগণ! শান্তনুরাজ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

অনন্তর তিনি কালিন্দী (যমুনা)-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠবে কমনীয়মূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটি সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১

মহীপতি শান্তনু সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই গন্ধ ইঁহারই শরীর হইতে সমুৎপন্ন, ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২

তদদ্ভুতং রূপমতীব সুন্দরং
তথৈব গন্ধোঽখিললোকসম্মতঃ।
বয়শ্চ তাদৃঙ্নবযৌবনং শুভং
দৃষ্ট্বৈব রাজা কিল বিস্মিতোঽভবৎ ॥১৩
কেয়ং কুতো বা সমুপাগতাঽধুনা
দেবাঙ্গনা বা কিমু মানুষী বা।
গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা
জানে কথং গন্ধবতীং হু কামিনীম্ ॥ ১৪
সঞ্চিন্ত্য চৈবং মনসা নৃপোঽসৌ
ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্।
গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোঽথ
পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঙ্গ ॥ ১৫
কাসি প্রিয়ে কস্য সুতাসি কস্মা-
দিহস্থিতা ত্বং বিজনে বরোরু।
একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে
বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬
সঞ্জাতকামোঽহমরালনেত্রে
ত্বাং বীক্ষ্য কান্তাঙ্গ মনোরমাঙ্গ।
ব্রূহি প্রিয়ে যাসি চিকীর্ষসি ত্বং
কিং চেতি সর্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭
ইত্যেবমুক্তা সুদতী নৃপেণ
প্রোবাচ তং সস্মিতমম্বুজেক্ষণা।
দাশস্য পুত্রীং ত্বমবেহি রাজন্
কন্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঙ্গ ॥ ১৮
তরীমিমাং ধর্ম্মনিমিত্তমেব
সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র
পিতা গৃহে মেঽদ্য গতোঽস্তি কামং
সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে তবাগ্রে ॥ ১৯
ইত্যেবমুক্ত্বা বিররাম বালা
কামাতুরস্তাং নৃপতির্বভাষে।
কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং
বৃথা ন গচ্ছেন্নহু যৌবনং তে ॥ ২০
ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া
ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভব মে মৃগাক্ষি।
দাসোঽস্মি তেঽহং বশগঃ সদৈব
মনোভবস্ত্বাপয়তি প্রিয়ে মাম্ ॥ ২১

ঋষিগণ! রাজা তাঁহার সেই অতীব সুন্দর আশ্চর্য্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আমোদকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনান্বিত সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে চিন্তা করিলেন,—এই রমণী কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী কিংবা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা? এই সদ্‌গন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব। ১৩-১৪

ঋষিগণ! শান্তনু নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিতা সেই কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৫

সুন্দরি! তুমি কে এবং কাহার কন্যা? কি জন্য এই নির্জ্জন বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ? চারুলোচনে! তোমার বিবাহ হইয়াছে কিংবা হয় নাই, তাহা আমাকে বল। কারণ, হে কুটিল-নয়নে! তুমি কমনীয়া ও রমণীয়া, আমি তোমাকে দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি। প্রিয়ে! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল। ১৬-১৭

সেই পদ্মপত্রলোচনা সুন্দর দন্তশোভিতা কন্যা নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমাকে ধীবরের কন্যা এবং পিতার আদেশানুবর্ত্তিনী বলিয়া জানিবেন। ১৮

নৃপবর! আমি জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাজলে বহনাবহন করি। ধনপতে! অদ্য আমার পিতা গৃহে গমন করিয়াছেন, ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি। ১৯

ঋষিগণ! সেই কন্যা রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইলেন, কিন্তু কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন,—সুন্দরি! আমি কুরুবংশীয় রাজা, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেখ, তোমার এই যৌবন যেন বৃথা না যায়। তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই।

মৃগলোচনে! তুমিই আমার ধর্ম্মপত্নী হও। প্রিয়ে! আমি দাসের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার বশীভূত থাকিব। দেখ, কামদেব আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে। আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সেই অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই। হে সুন্দরি! এক্ষণে আমি তোমার সর্ব্বাবয়ব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়াছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল

গতা প্রিয়া মাং পরিহৃতা কান্তা
নান্যাং বৃতাহং বিধুরোঽস্মি কান্তে।
ত্বাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বাতিরম্যাং
মনো হি ভাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২
শ্রুত্বামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য
বচোঽতিরম্যং খলু দাশকন্যা।
উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা
কৃত্বাতিধৈর্য্যং নৃপতিং সুগন্ধা ॥ ২৩
যদাথ রাজন্ ময়ি তত্তথৈব
মন্যেঽহমেতত্তু যথা বচস্তে।
নাস্মি স্বতন্ত্রা ত্বমেবহি কামং
দাতা পিতা মেঽর্থয় তং ত্বমাশু ॥ ২৪
ন স্বৈরিণীহাস্ম্যপি দাশপুত্রী
পিতুর্বশেঽহং সততং চরামি।
স চেদ্দদাতি প্রথিতঃ পিতা মে
গৃহাণ পাণিং বশগাস্মি তেঽহম্ ॥ ২৫

হইয়াছে (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না)॥ ২০-২২

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্যা শান্তনুরাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবাক্রান্ত হইলেও অতি যত্নে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন॥ ২৩

রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি; কেবল, আমাকে দেখিয়াই যে আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন; কিন্তু কি করিব আমি স্বাধীনা নহি, ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন। আমার পিতা আমার সম্প্রদানকর্ত্তা। মহারাজ! আপনি সত্বর তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা করুন॥ ২৪

মহারাজ! আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না, আমি সৎকুলজাত দাশরাজের কন্যা, আমি সততই পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি। যদি তিনি প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি আমার পাণি গ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব॥ ২৫

মহারাজ! কন্দর্প আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে; কারণ,

মনোভবস্ত্বাং নৃপ কিং দুনোতি
যথা পুনর্মাং নবযৌবনাঙ্ক।
দুনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া
ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু ॥ ২৬
সূত উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ
গতো দাশপতের্গেহং তস্যা যাচনহেতবে ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা নৃপতিমায়ান্তং দাশোঽতিবিস্ময়ং গতঃ।
প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ২৮
দাশ উবাচ।
দাসোঽস্মি তব ভূপাল কৃতার্থোঽহং তবাগমে।
আজ্ঞাং দেহি মহারাজ যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯
রাজোবাচ।
ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি সুতামেতাং তবানঘ।
ত্বয়া চেদ্দীয়তে মহ্যং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩০
দাশ উবাচ।
কন্যারত্নং মদীয়ং চেদ্ যত্নং প্রার্থয়সে নৃপ।
দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কদাচন ॥ ৩১

আমি নবযৌবনাক্রান্তা, তথাপি কি করি; অগ্রে কুলাচার-পরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য॥ ২৬

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই নৃপতি শান্তনু সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনার জন্য দাশপতির গৃহে গমন করিলেন॥ ২৭

ধীবর নৃপতিকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিল॥ ২৮

মহারাজ! আমি আপনার দাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম। রাজন্! কি জন্য আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন—আজ্ঞা করুন, তাহা সম্পন্ন করিব॥ ২৯

নৃপতি শান্তনু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ধীবর! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী সন্দেহ নাই, এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করিব, ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি॥ ৩০

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ! যাহা দাতব্য বস্তু, তাহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে; বিশেষতঃ কন্যা ধন কখনই অদেয় হইতে পারে না,

তস্যাঃ পুত্রো মহারাজ ত্বদন্তে পৃথিবীপতিঃ
সর্ব্বথা চাভিষেক্তব্যো নান্যঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩১

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা বাক্যন্তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
গাঙ্গেয়ং মনসা কৃত্বা নোবাচ নৃপতেস্তদা ॥ ৩৩
কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিষ্টো মহীপতিঃ।
ন সস্মৌ বুভুজে নাথ ন সুষ্বাপ গৃহং গতঃ ॥ ৩৪
চিন্তাতুরন্তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা।
গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্ ॥ ৩৫
দুর্জ্জয়ঃ কোঽস্তি শত্রুস্তে করোমি বশগং তব।
কা চিন্তা নৃপশার্দ্দূল সত্যং বদ নৃপোত্তম ॥ ৩৬
কিং তেন জাতেন সুতেন রাজন্
দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্ যঃ।
ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোঽসৌ
প্রাগ্ জন্মজং নাত্র বিচারণাঽস্তি ॥ ৩৭
বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোঽপি
তাতাজ্ঞয়া দাশরথিস্তু রামঃ
বনং গতো লক্ষ্মণ-জানকীভ্যাং
সহৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮
সুতো হরিশ্চন্দ্র নৃপস্য রাজন্
যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা।
ক্রীতোঽথ পিত্রা বিপণৌত্তশ্চ
দাসাপিতো বিপ্রগৃহে তু নূনম্ ॥ ৩৯
তথাঽজিগর্ত্তস্য সুতো বরিষ্ঠো
নাম্না শুনঃশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
ক্রীতস্তু পিত্রাপ্যথ যূপবদ্ধঃ
সংমোচিতো গাধিসুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০
পিত্রাজ্ঞয়া জামদগ্ন্যেন পূর্ব্বং
ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্।
অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন
গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১
ইদং শরীরং তব ভূপতে ন
ক্ষমোঽস্মি নূনং বদ কিং করোম্যহম্।
ন শোচনীয়ং ময়ি বর্ত্তমানেঽ-
প্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২

অতএব আপনি যদি আমার এই কন্যারত্নটিকে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু মহারাজ! আপনার ঔরসে এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে আপনার অন্তে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে। অন্যে আপনার অন্য পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১-৩২

সূত কহিলেন,-ঋষিগণ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইলেন এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না। বরং সেইরূপ কামাতুর অবস্থাতেই গৃহে যাইয়া স্নান, ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না ॥ ৩৩-৩৪

অনন্তর গাঙ্গেয় দেবব্রত তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫

হে নৃপবর! আপনার কি কেহ দুর্জ্জয় শত্রু আছে, তাহা হইলে বলুন, তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি। মহারাজ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৩৬

মহারাজ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না, তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি প্রয়োজন? সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর বিচার কি? ৩৭

দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতা কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯

এইরূপ শুনঃশেফনামে প্রসিদ্ধ অজিগর্ত্তের পুত্র পিতাকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিলেন; পরে গাধিপুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০

আর দেখুন, জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় নিজ জননীর মস্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে, তিনি ইহা অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪১

মহারাজ! আমার এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য জানিবেন; অতএব কি করিতে হইবে বলুন, আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা উচিত নয়। আপনি যাহা বলিবেন, তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২

প্রব্রূহি রাজংস্তব কাহস্তি চিন্তা
নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা
দেহেন মে চেচ্ছরিতার্থতা বা
ভবত্বমোঘা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩
ধিক্ তং সুতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং
ক্ষমোঽপি সন্ন প্রতিপাদয়েদ্ যঃ।
জাতেন কিং তেন সুতেন কাম্যং
পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্ধরেদ্ যঃ ॥ ৪৪

সূত উবাচ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শন্তুনৃপঃ।
লজ্জমানস্তু মনসা তমাহ ত্বরিতং সুতম্ ॥ ৪৫

রাজোবাচ

চিন্তা মে মহতী পুত্র যত্ত্বমেকোঽসি মে সুতঃ
শূরোঽতিবলবান্ মানী সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬
একপুত্রস্য মে তাত বৃথেদং জীবিতং কিল।
মৃতে ত্বয়ি মৃধে কাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭

রাজন্! আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই তাহা নিবারণ করিব, আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল; অন্যথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল হইল, অতএব এবিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪২

মহারাজ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে, তাহাকে ধিক্! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে না পারে, সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? ৪৩

সূত কহিলেন,-ঋষিগণ! মহারাজ শান্তনুপুত্র দেবব্রতের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫

পুত্র! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর; দেখ, তুমি অতিশয় বলবান্ বীর পুরুষ সৌর্য্যাভিমানী; সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ একমাত্র পুত্র। অতএব বৎস! যে পিতার একমাত্র পুত্র, তাহার জীবন বৃথা; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব? ৪৬-৪৭

পুত্র! ইহাই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এইজন্যই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার ইহা ব্যতীত অন্য আর কোন চিন্তা নাই যে, তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮

সূত বলিলেন,—ঋষিগণ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—মহারাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না। আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য বলুন। তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯-৫০

মন্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন। ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

অনন্তর গঙ্গাপুত্র দেবব্রত সেই মন্ত্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত হইয়া প্রীতি-সহকারে বলিলেন ॥ ৫২

গঙ্গাপুত্র বলিলেন,—শত্রুতাপন! এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি তুমি আজ তোমার সুমধ্যমা কন্যাকে মদীয় পিতাকে প্রদান কর। ইনি আমার মাতা হউন, আমি ইহার দাস হই ॥ ৫৩

দাশরাজ বলিলেন,—হে মহাভাগ রাজপুত্র! আপনি গ্রহণ করুন, এই কন্যা আপনার পত্নী হউক। কারণ রাজা গ্রহণ করিলে আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না ॥ ৫৪

গাঙ্গেয় উবাচ।
মাতেয়ং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব করোম্যহম্।
পুত্রোঽস্যাঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫

দাশ উবাচ।
সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ।
সোঽপি রাজ্যং বলাদ্নূনং গৃহ্নীয়াদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬

গাঙ্গেয় উবাচ।
ন দারসংগ্রহং নূনং করিষ্যামি হি সর্ব্বথা।
সত্যং মে বচনং তাত ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭

গঙ্গাপুত্র বলিলেন,—দাশরাজ! তোমার এই কন্যাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে। আমি রাজ্য গ্রহণ করিব না। ইহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৫

দাশরাজ বলিলেন,—রাজকুমার! আপনার বাক্য সত্য বলিয়া জানিলাম। কিন্তু যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তবে নিশ্চয়ই তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬

গঙ্গাপুত্র কহিলেন,—তাত! আমি কখনই দার পরিগ্রহ করিব না, ইহা সত্য বলিতেছি। আজ হইতে এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করিলাম ॥ ৫৭

সূত উবাচ
এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাস্তু নিশম্য বসুজীবকঃ।
দদৌ সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্ব্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৫৮
অনেন বিধিনা তেন বৃতা সত্যবতী প্রিয়া।
ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসত্তম ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! মৎস্যজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতীকে সেই রাজা শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮

নৃপবর শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডববংশবর্ণনম্।]

সূত উবাচ
এবং সত্যবতী তেন বৃতা শন্তনুনা কিল।
দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি ॥ ১
ব্যাসবীর্য্যাত্তু সঞ্জাতৌ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বু এব চ।
মুনিং দৃষ্ট্বাথ কামিন্যা নেত্রসম্মীলনে কৃতে ॥ ২
শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্টা ব্যাসং নৃপাত্মজা
ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩
সন্তোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্যা কামকলাবিদা।
বিদুরস্তু সমুৎপন্নো ধর্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪
রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মন্ত্রিভিঃ
অন্ধত্বাদ্ধৃতরাষ্ট্রোঽসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫
ভীষ্মস্যানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
বিদুরোঽপ্যথ মেধাবী মন্ত্রকার্য্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পাণ্ডব বংশবর্ণন।]

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ। সেই নৃপতি শান্তনু এইভাবে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। পরে সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটি সন্তান উৎপন্ন হয় এবং কালবশে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ১

অনন্তর ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকা দেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছিল বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২

তারপর রাজকন্যা অম্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩

অনন্তর বেদব্যাস রতিকোবিদা দাসীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এজন্য দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা বিদুর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪

মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে নিয়োজিত না করিয়া কনিষ্ঠ হইলেও পাণ্ডুকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫

ধৃতরাষ্ট্রস্য দ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা
দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্যা গার্হস্থ্যেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭
পাণ্ডোরপি তথা পত্ন্যৌ দ্বে প্রোক্তে বেদবাদিভিঃ।
শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮
গান্ধারী সুষুবে পুত্রশতং পরমশোভনম্।
বৈশ্যাপ্যেকং সুতং কান্তং যুযুৎসুং সুষুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯
কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাৎ কর্ণং মনোহরম্
সুষুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০

ঋষয় ঊচুঃ

কিমেতৎ সূত চিত্রং ত্বং ভাষসে মুনিসত্তম।
জনিতশ্চ সুতঃ পূর্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১
সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ
কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২

সূত উবাচ

শূরসেনসুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ
কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩
কুন্তিভোজেন সা বালা পুত্রী তু পরিকল্পিতা
সেবানার্থন্তু দীপ্তস্য বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪
দুর্ব্বাসাস্তু মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্মাস্যে স্থিতো দ্বিজঃ
পরিচর্য্যা কৃতা কুন্ত্যা মুনিস্তোষং জগাম হ ॥ ১৫
দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্যৈ যেনাহূতঃ সুরঃ স্বয়ম্
সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬
গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চয়ার্থং গৃহে স্থিতা।
চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭
উদিতশ্চ তদা ভানুস্তয়া দৃষ্টো দিবাকরঃ।
মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহূতস্তিগ্মগুস্তদা ॥ ১৮
মণ্ডলান্মানুষং রূপং কৃত্বা সর্ব্বাতিপেশলম্।
অবাতরত্তদাকাশাৎ সমীপে তত্র মন্দিরে ॥ ১৯

সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অনুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমান্ বিদুরও তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬

সুবলরাজকন্যা গান্ধারী আর একটি বৈশ্যকন্যা এই দুইটি ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈশ্যকন্যা গৃহস্থকার্য্যেই অনুরক্তা ছিল ॥ ৭

ঐরূপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকন্যা কুন্তী ও মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী এই দুইটি পত্নী ছিল বলিয়া বেদবিদ্গণ বলেন ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী সুশোভন শত পুত্র এবং বৈশ্যা সর্ব্বজনপ্রিয় একমাত্র পুত্র যুযুৎসুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯

পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছুদিন পরে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০

ঋষিগণ কহিলেন,—মুনিবর সূত! তুমি এ কিরূপ আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ? পূর্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন? ১১

কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল, তাহা বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল। আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল, তাহা হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন? ১২

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! শূরসেনকন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজরাজ তাহাকে নিজ কন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩

অনন্তর কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে নিজ-কন্যারূপে লালন পালন করেন। পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নিহোত্রীয় বহ্নির পরিচর্য্যার জন্য নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪

পরে এক দিবস চাতুর্ম্মাস্যব্রতাবলম্বী দুর্ব্বাসাঋষি সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৫-১৬

অনন্তর দুর্ব্বাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন্ দেবকে আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিরণমালী সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮

সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯

দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং কুন্তী ভাস্বুঃ সুবিস্মিতা।
বেপমানা রজোদোষং প্রাপ্তা সদাস্ত ভামিনী ॥ ২০
কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা।
সুপ্রীতা দর্শনেনাদ্য গচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১

সূর্য্য উবাচ।

আহুতোঽস্মি কথং কুন্তি ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ।
ন মাং ভজসি কস্মাত্ত্বং সমাহূয় পুরোগতম্ ॥ ২২
কামার্ত্তোঽস্মাসিতাপাঙ্গি ভজ মাং ভাবসংযুতম্।
মন্ত্রেণাধীনতাং প্রাপ্তঃ ক্রীড়িতুং নয় মামিতি ॥ ২৩

কুন্ত্যুবাচ

কন্যাস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষিন্ নমাম্যহম্
তবাপ্যহং ন দুর্ব্বাচ্যা কুলকন্যাস্মি সুব্রত ॥ ২৪

সূর্য্য উবাচ

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বৃথা
বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
শপ্স্যামি তং দ্বিজশ্রাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ
ত্বাঞ্চাপি সুতুঃখং কুন্তি নোচেন্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬
কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরস্তে স্যান্ন জ্ঞাস্যন্তি জনাঃ কিল।
মৎসমস্তু তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কাং সুলজ্জিতাম্।
ভুক্ত্বা জগাম দেবেশো বরং দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮
গর্ভং দধার সুশ্রোণী সুগুপ্তে মন্দিরে স্থিতা।
ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯
গুপ্তঃ সদ্মনি পুত্রস্তু জাতশ্চাতিমনোহরঃ
কবচেনাতিরম্যেণ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০
দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্তু কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১
করে কৃত্বাথ ধাত্রেয়ী তামুবাচ সুলজ্জিতাম্।
কাং চিন্তাং কুরুভোরু তবাধংসেঽদ্য স্থিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩১
মঞ্জুষায়াং সুতং কুন্তী মুক্ত্বন্তী বাক্যমব্রবীৎ
কিং করোমি সুতার্ত্তোঽহং ত্যজে ত্বাং প্রাণবল্লভম্ ॥
মন্দভাগ্যা ত্যজামি ত্বাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩

চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—দেব! আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে নিজ মণ্ডলে গমন করুন ॥ ২০-২১

সূর্য্য কহিলেন,—কুন্তি! তুমি মন্ত্রবলে কি জন্য আমাকে আহ্বান করিলে এবং আহ্বান করিয়াই বা কিজন্য সম্মুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না? হে চারুলোচনে! আমি এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হইয়াছে; অতএব আমাকে ভজনা কর। আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব রতিক্রীড়ার জন্য আমাকে গ্রহণ কর ॥ ২২-২৩

কুন্তী কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই সকলের সাক্ষিস্বরূপ। এক্ষণে আমি ত' কন্যা, আপনাকে নমস্কার করি। হে সুব্রত! আমাকে কুলকন্যা বলিয়া জানিবেন, অতএব কোনরূপ দুর্ব্বাক্য বলিবেন না ॥ ২৪

সূর্য্য কহিলেন,—কুন্তি! যদি আমি অদ্য বৃথা ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাভাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২৫

কুন্তি! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর, তাহা হইলে তোমাকে এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে, তাহাকে অতি কঠোর শাপ প্রদান করিব।

হে বরাননে! (সম্মত হইলে) তোমার কন্যাধর্ম্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয়ে জানিতে পারিবে না এবং আমার সদৃশ তোমার একটি সন্তান হইবে ॥ ২৭

দেবেশ সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতি-লজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮

অনন্তর সেই সুশ্রোণী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভ ধারণ করিতে লাগিলেন। ইহা কেবল তাঁহার প্রিয় ধাত্রী জানিত, অন্য কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯

এইভাবে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটি মনোহর পুত্র জন্মিল। পুত্রটি সুরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল সুশোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় দর্শনীয় হইল ॥ ৩০-৩১

তদ্দর্শনে কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল;—চন্দ্রতুল্য-সদৃশ মনোহর উরুশোভিতা সুন্দরি যখন আমি রহিয়াছি, তখন তোমার চিন্তা কি? ৩২

পরে সন্তানটিকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জুষা (পেটরা)-মধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিলেন,—পুত্র! আমি দুঃখিতা হইলেও একান্ত দুঃখকাতরা হে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি;

পাতু ত্বাং সগুণাগুণা ভগবতী সর্ব্বেশ্বরী চাম্বিকা,
তস্যা: সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা।
দ্রক্ষ্যেঽহং মুখপঙ্কজং সুললিতং প্রাণপ্রিয়ার্হং কদা,
ত্যক্ত্বা ত্বাং বিজনে বনে রবিসুতং দুষ্টা যথা স্বৈরিণী ॥৩৪
পূর্ব্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাধিতা,
ন ধ্যাতং পদপঙ্কজং সুখকরং দেব্যাঃ শিবাশ্চিরম্
তেনাহং সুত দুর্ভগাস্মি সততং ত্যক্ত্বা পুনস্ত্বাং বনে,
তপ্যামি প্রিয় পাতকং স্মৃতবতী বৃদ্ধ্যা কৃতং যৎ
স্বয়ম্ ॥ ৩৫

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা স: সুতং কুন্তী মঞ্জুষায়াং ধৃতং কিল।
ধাত্রীহস্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতস্তথা ॥ ৩৬
স্নাত্বা ত্রস্তা তদা কুন্তী পিতৃবেশ্মন্যুবাস সা
মঞ্জুষা বহমানা চ প্রাপ্তা স্থধিরথেন বৈ ॥ ৩৭
রাধা সূতস্য ভার্য্যা বৈ তথাসৌ প্রাপিত: সুত:।
কর্ণোঽভূদ্ বলবান্ বীর: পালিত: সূতসদ্মনি ॥ ৩৮
কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে।
মাদ্রী চৈবা পরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা ॥ ৩৯
মৃগয়া রমমাণস্তু বনে পাণ্ডুর্মহাবল:।
জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০
শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ।
স্ত্রীসঙ্গং যদি কর্ত্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১
ইতি শপ্তস্তু মুনিনা পাণ্ডু: শোকসমন্বিত:
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদু:খিত: ॥ ৪২
কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে দ্বে জগ্মতু: সহ সঙ্গতে।
সেবনার্থং সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে মুনিসত্তমা: ॥ ৪৩
গঙ্গাতীরে স্থিত: পাণ্ডুর্মুনীনামাশ্রমেষু চ।
শৃণ্বানো ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপ: ॥ ৪৪
কথায়াং বর্ত্তমানায়াং কদাচিদ্ধর্ম্মসংশ্রিতম্
অশৃণোদ্ বচন: রাজা সুস্পষ্টং মুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫

কি করি, এক্ষণে আমি এমন মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্ব্বলক্ষণান্বিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি ॥ ৩৩

পুত্র! আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সেই গুণাতীতা ও গুণময়ী সর্ব্বেশ্বরী বিশ্বজননী কাত্যায়নী আমার অভিলাষিত পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে তনাদৃঢ় প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। হায়! আমি এক্ষণে দুষ্টা স্বৈরিণীর ন্যায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব? ৩৪

পুত্র! নিশ্চয়ই আমি পূর্ব্বজন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই, নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলাদাত্রী দেবীর সর্ব্বসুখ-প্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই, সেইজন্যই আমি ভাগ্যহীনা হইয়াছি সন্দেহ নাই। প্রিয় পুত্র! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক নিজ কৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব ॥ ৩৫

সূত কহিলেন,—কুন্তী এইভাবে অনুতাপ করিয়া, পাছে অপর কোন লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিন্দুকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটিকে ধাত্রীর হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৩৬

অনন্তর পেটরাটি জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ত্রস্তভাবে গঙ্গাতে স্নান করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে অধিরথনামে কোন সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই পেটরাটি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭

অধিরথের ভার্য্যা রাধা সেই সন্তানটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল। অনন্তর সেই সন্তানটিই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া কর্ণনামে প্রসিদ্ধ বীর হন ॥ ৩৮

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন। মাদ্রী নামে মদ্ররাজদুহিতাকেও ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯

একদিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে স্ত্রীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন মুনিকে মৃগজ্ঞানে বধ করিলেন ॥৪০

মুনি মৃত্যু সময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, পাণ্ডুরাজ! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ করিবে, তখনই তোমার মৃত্যু হইবে ॥ ৪১

পাণ্ডু মুনিকর্ত্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাতুর হইলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

মুনিসত্তমগণ! তাঁহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম্ম আশ্রয় করত তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥৪৩

পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিকটে বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুষ্কর তপস্যায় রত হইলেন ॥ ৪৪

একদিবস ধর্ম্মাশ্রিত কথার প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত: শ্রবণ করিলেন যে, যাঁহার পুত্র নাই, তিনি কদাচ স্বর্গে

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরন্তপ
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং চরেৎ ॥ ৪৬
অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা।
কুণ্ডঃ সহোঢ়ঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭
দত্তঃ কেনাপি চাশক্তৌ ধনগ্রাহিসুতাঃ স্মৃতাঃ।
উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮
ইত্যাকর্ণ্য তদা প্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্।
সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোঽধিকম্ ॥ ৪৯
মমাজ্ঞয়া ন দোষস্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা।
বশিষ্ঠাজ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাসেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০
তং কুন্তী বচনং প্রাহ মম মন্ত্রোঽস্তি কামদঃ
দত্তো দুর্ব্বাসসা পূর্ব্বং সিদ্ধিদঃ সর্ব্বথা প্রভো ॥ ৫১
নিমন্ত্রয়েঽহং যং দেবং মন্ত্রেণানেন পার্থিব
আগচ্ছেৎ সর্ব্বথাসৌ বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৫২

ভর্ত্তুর্বাক্যেন সা তত্র স্মৃতা ধর্ম্মং সুরোত্তমম্।
সঙ্গম্য সুষুবে পুত্রং প্রথমঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩
বায়োর্বৃকোদরং পুত্রং জিষ্ণুঞ্চৈব শতক্রতোঃ।
বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪
মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম।
কিং করোমি মহারাজ দুঃখং নাশয় মে প্রভো ॥ ৫৫
প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্রং দয়ান্বিতা।
একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬
স্মৃতা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা সুতৌ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুষুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭
এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ সুরাত্মজাঃ।
বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৮
একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুর্মাদ্রীং দৃষ্ট্বাথ নির্জ্জনে।
আশ্রমে চাতিকামার্ত্তো জগ্রাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯
মা মা মা মেতি বহুধা নিষিদ্ধোঽপি তয়া ভৃশম্।
আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০

যাইবার অধিকারী নহেন ; অতএব যে কোন প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥ ৪৫-৪৬

ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোঢ়, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা পুত্রপালনে অশক্ত কোন লোক কর্ত্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্রসকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪৭-৪৮

ঋষিগণ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন। তুমি শীঘ্র কোন অপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯

আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না। আর আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, পূর্ব্বে মহাত্মা সৌদাসনামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ॥ ৫০

কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আমার নিকট অভীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে। দুর্ব্বাসা মুনি পূর্ব্বে আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভো! এই মন্ত্রটি সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১

রাজন্! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে কোন দেবকে আহ্বান করিব, তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধের ন্যায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥ ৫২

তারপর কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেইস্থানে দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে প্রসব করিলেন। এইরূপে প্রতি বর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হইল ॥ ৫৩-৫৪

পরে মদ্ররাজদুহিতা পাণ্ডুরাজকে বলিলেন,—হে সত্তম! আপনি আমারও পুত্রলাভের ব্যবস্থা করুন এবং আমার দুঃখ বিমোচন করুন। মহারাজ! কারণ, আপনি আমার নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ ॥ ৫৫

তদনন্তর কুন্তী পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়ান্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের জন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করত তাঁহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিলেন ॥ ৫৬-৫৭

এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষ-বর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮

একদিবস পাণ্ডু সেই নির্জ্জন আশ্রমে মাদ্রীকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয় কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৫৯

মহারাজ! আলিঙ্গন করিবেন না, করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও দৈববশতঃ তিনি যেই মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০

যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ ক্রমে।
তথা সা পতিতা বালা কুর্ব্বন্তী রোদনং বহু ॥ ৬১
প্রত্যাগতা তদা কুন্তী রুদতী বালকাংস্তথা।
মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২
মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্ব্বে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সহাগ্নিভির্বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন্ ॥ ৬৩
চক্রে সহৈব গমনং মাদ্রী দত্ত্বা সুতৌ শিশূ।
কুন্ত্যৈ ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪
জলদানাদিকং কৃত্বা মুনয়স্তত্র বাসিনঃ।
পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫
তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো বিদুরস্তথা।
নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে তত্র সমাযযুঃ ॥ ৬৬

বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা হয়, সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবা মাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিত হইলেন। ৬১

সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন কঠোর নিয়মপরায়ণ মহাত্মা মুনিগণ সেই ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই অগ্নিদ্বারা যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন। ৬২-৬৩

মাদ্রী নিজের শিশুদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে প্রদান করিয়া সত্যলোক কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অনুগমন করিলেন। ৬৪

অনন্তর সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন। ৬৫

ভীষ্মদেব, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসি-

পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে কস্য পুত্রা বরাননে।
পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭
তানুবাচ সুরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ।
বিশ্বাসার্থে সমাহূতাঃ কুন্ত্যা সর্ব্বে সুরাস্তদা ॥ ৬৮
আগত্য খে তদা তৈস্তু কথিতং নঃ সুতাঃ কিল।
ভীষ্মেণ সৎকৃতং বাক্যং দেবানাং সৎকৃতাঃ সুতাঃ ॥ ৬৯
গতা নাগপুরং সর্ব্বে তানাদায় সুতান্ বধূম্।
ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাসুরর্থতঃ ॥ ৭০
এবং পার্থাঃ সমুৎপন্না গাঙ্গেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশ সাহস্রী-সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

গণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৬

তদনন্তর পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায় এ পুত্র পাঁচটী কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখ সহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টি দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্য কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করিলেন। ৬৭-৬৮

অনন্তর দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া এই পাঁচটী আমাদের পুত্র ইহা বলিলেন। ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন। ৬৯

পরে তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তী ও পুত্রসকলকে গ্রহণ করিয়া পুরমধ্যে গমন করিলেন এবং অপকৃষ্ট ভাবে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে সমুৎপন্ন এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ৭০-৭১

শ্রীমদ্দেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় দ্বিতীয় স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তিনামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরসমীপে ধৃতরাষ্ট্রস্য বাসঃ, ভীমবাগ্বাণ-পীড়িতস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বনগমনম্, ধৃতরাষ্ট্রং দ্রষ্টুং যুধিষ্ঠিরাদীনাং বনগমনম্, তত্র যুধিষ্ঠিরমধ্যে বিদুরস্য প্রবেশঃ, বেদব্যাসস্যাগমনম্, তৎসমীপে মৃত-পুত্রাদীন্ দর্শয়িতুং কুন্তীপ্রভৃতীনাং প্রার্থনা, বেদব্যাসেন মহামায়াস্তুতিপূর্ব্বকং তেষাং প্রদর্শনঞ্চ।]

সূত উবাচ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্যা সা পতিব্রতা।
পঞ্চ পুত্রাস্তু তস্যা স্যুর্ভর্ত্তৃভ্যোঽতীবসুন্দরাঃ ॥ ১

অর্জ্জুনস্য তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্য ভগিনী শুভা।
সুভদ্রা যা হৃতা পূর্ব্বং জিষ্ণুনা হরিসম্মতে ॥ ২

তস্যাং জাতো মহাবীরো নিহতোঽসৌ রণাজিরে
অভিমন্যুর্হতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ সুতাঃ কিল ॥ ৩

অভিমন্যোর্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিসুন্দরী।
কুলান্তে সুষুবে পুত্রং মৃতো বাণাগ্নিনা শিশুঃ ॥ ৪

জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়সুতঃ স্বয়ম্।
দ্রৌণিবাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদ্ভুতেন চ ॥ ৫

পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্ বরঃ সুতঃ।
তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬

নিহতেষু চ পুত্রেষু ধৃতরাষ্ট্রোঽতিদুঃখিতঃ।
তস্থৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্বাণপীড়িতঃ ॥ ৭

গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎ পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্।
সেবাং তয়োর্দিবারাত্রং চকারার্ত্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮

বিদুরোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে ভ্রাতুঃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯

ধর্ম্মপুত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা চকার সেবনং পিতুঃ।
পুত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্য বিস্মারয়ন্নিব ॥ ১০

যথা শৃণোতি বৃদ্ধোঽসৌ তথা ভীমোঽতিরোষিতঃ।
বাগ্বাণেনাহনস্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতান্ জনান্ ॥ ১১

ময়া পুত্রা হতাঃ সর্ব্বে দুষ্টস্যান্ধস্য তে রণে।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং সঙ্গ্রাম তথা ভৃশম্ ॥ ১১

সপ্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের নিবাস, ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন, ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরাদির বনগমন, সেস্থানে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে বিদুরের প্রবেশ, মৃত পুত্রাদিকে দর্শন করাইতে কুন্তী প্রভৃতির প্রার্থনা এবং বেদব্যাসকর্ত্তৃক মহামায়ার স্তুতি পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদর্শন।]

সূত কহিলেন—পঞ্চপাণ্ডবের সাধারণতঃ দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা ছিল, তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। পাঁচ স্বামী হইতে তাঁহার অতিসুন্দর পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল ॥ ১

এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও অর্জ্জুনের আর একটি পত্নী ছিলেন। পূর্ব্বে অর্জ্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২

এই সুভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি রণাঙ্গনে সপ্তরথিহস্তে নিহত হন। এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥ ৩

এই অভিমন্যুর পত্নী অতিসুন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটি সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তান গর্ভাবস্থাতেই অশ্বত্থামার বাণাগ্নিতে দগ্ধ হয়। পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনের পুত্রটিকে অলৌকিক মহিমাদ্বারা পুনরুজ্জীবিত করেন ॥ ৪-৫

এই সন্তানটি কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হন ॥ ৬

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া পাণ্ডবরাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭

গান্ধারীও অতিশয় পুত্রশোকে কাতর হইয়া অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সমদুঃখ হইয়া দিবারাত্র সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ধর্ম্মাত্মা বিদুরও যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্ব্বদা বুঝাইবার জন্য তাঁহার নিকটে থাকিতেন ॥ ৯

এই সময় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার পুত্রশোকজনিত দুঃখ ভুলাইবার জন্যই পিতৃবৎ তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১০

কিন্তু অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতেন ॥ ১১

ভীমসেন বলিতেন,—সভ্যগণ! আমি রণাঙ্গনে এই দুষ্ট

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোঽয়ং ময়া দত্তং গতত্রপ:।
ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধা শ্ববচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জন:॥ ১৩
এবং বিধানি রূক্ষাণি শ্রাবয়ত্যনুবাসরম্।
আশ্বাসয়তি ধর্ম্মাত্মা মূর্খোঽয়মিতি চাব্রুবন্॥ ১৪
অষ্টাদশৈব বর্ষাণি স্থিত্বা তত্রৈব দু:খিত:।
ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজম্॥ ১৫
অযাচত ধর্ম্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতি:।
পুত্রেভ্যোঽহং দদ্যামাদ্য নির্ব্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৬
বৃকোদরেণ সর্ব্বেষাং কৃতমন্ত্রৌর্দ্ধদেহিকম্।
ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্॥ ১৭
দদাসি চেদ্ধনং মহ্যং কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্।
গমিষ্যেঽহং বনং তপ্তুং তপ: স্বর্গফলপ্রদম্॥ ১৮
একান্তে বিদুরেণোক্তো রাজা ধর্ম্মসুত: শুচি:।
ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্থিনে॥ ১৯
সমাহূয়ানুজান্ সর্ব্বানুবাচ পৃথিবীপতি:।
ধনং দাস্যে মহাভাগা: পিত্রে নির্ব্বাপকামিনে॥ ২০

তচ্ছ্রুত্বা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যামিততেজস:।
সংগ্রহেঽস্য মহাবাহুর্মারুতি: কুপিতোঽব্রবীৎ॥ ২১
ধনং দেয়ং মহাভাগ দুর্য্যোধনহিতায় কিম্।
অন্ধোঽপি সুখমাপ্নোতি মূর্খত্বং কিমত: পরম্॥ ২২
তব দুর্ম্মন্ত্রিতেনাথ দু:খং প্রাপ্তা বনে বয়ম্।
দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাত্মনা॥ ২৩
বিরাটভবনে বাস: প্রমাদাত্তব সুব্রত।
দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্ব্বৈর্মৎস্যস্যামিতবিক্রমৈ:॥ ২৪
দেবিতা ত্বং ন চেজ্জ্যেষ্ঠ: প্রভবেৎ সংক্ষয়: কথম্।
সূপকারো বিরাটস্য হত্বাভূবং তু মাগধম্॥ ২৫
বৃহন্নলা কথং জিষ্ণুর্ভবেদ্ বালস্য নর্ত্তক:।
কৃত্বা বেষং মহাবাহুর্যোষায়া বাসবাত্মজ:॥ ২৬
গাণ্ডীবশোভিতৌ হস্তৌ কৃতৌ কঙ্কণশোভিতৌ।
মানুষঞ্চ বপু: প্রাপ্য কিং দু:খং স্যাদত: পরম্॥ ২৭

অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রগণকে নিহত করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি॥ ১২

সভাসদ্‌গণ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এখানে কাক বা কুক্কুরের ন্যায় আমার প্রদত্ত পিণ্ডভোজন করিতেছে। এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়:, এ দুষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে॥ ১৩

ভীমসেন প্রতিদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্যসকল শ্রবণ করাইতেন, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির 'এই ভীম অতিশয় মূর্খ' এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সান্ত্বনা দান করিতেন॥ ১৪

অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে ধৃতরাষ্ট্র অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন॥ ১৫

ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব। ভীম সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব-শত্রুতা স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই॥ ১৬-১৭

অতএব যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর, তাহা হইলে পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতে বন গমন করিব॥ ১৮

অনন্তর বিদুরের কথায় ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে ভাগ্যশালিগণ! আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইজন্য অদ্য আমি তাঁহাকে প্রার্থনা মত ধন প্রদান করিব, তোমাদের মত কি? ১৯-২০

মহাবাহু ভীমসেন অমিততেজা জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন॥ ২১

মহারাজ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য, কিন্তু দুর্য্যোধনের মঙ্গলের জন্য ধন প্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সুখী হইবে, ইহা হইতে আর মূর্খত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে? ২২

মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রভু সত্য, কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাত্মা দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল॥ ২৩

হে সত্যব্রত! আপনারই প্রসাদের জন্য বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম॥২৪

যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা ধৃতাসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত? না আমি মগধরাজ জরাসন্ধের হন্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে স্ত্রীবেশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্ত্তক হইতে হইত? ২৫-২৬

হায়! যে হস্ত গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয়, অর্জ্জুন সেই

দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মূর্দ্ধ্নি কজ্জলং লোচনে তথা
অসিং গৃহীত্বা ত্বরসা চ্ছেদ্যাহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮
অপৃষ্ট্বা ত্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোঽগ্নির্ময়া গৃহে।
দগ্ধুকামস্য পাপাত্মা নির্দ্দগ্ধোঽসৌ পুরোচনঃ ॥ ২৯
কীচকা নিহতাঃ সর্ব্বে ত্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ।
ন তথা নিহতাঃ সর্ব্বে সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ ॥ ৩০
মূর্খত্বং তব রাজেন্দ্র গন্ধর্ব্বেভ্যশ্চ মোচিতাঃ।
দুর্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১
দুর্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং দাতুং ত্বমিচ্ছসি।
নাহং দদে মহীপাল সর্ব্বথা প্রেরিতস্ত্বয়া ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা নির্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিবৃতো নৃপঃ।
দদৌ বিত্তং সুবহুলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্ম্মজঃ ॥ ৩৩
কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্রাণাঞ্চৌর্দ্ধদেহিকম্।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥ ৩৪
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং সর্ব্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ।
প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥৩৫
সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নির্গতোঽসৌ মহামতিঃ।
পুত্রৈর্নিবার্য্যমাণাপি শূরসেনসুতা গতা ॥ ৩৬
বিলপন্ ভীমসেনোঽপি তথান্যে চাপি কৌরবাঃ।
গঙ্গাতীরাৎ পরাবৃত্য যযুঃ সর্ব্বে গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩৭
তে গত্বা জাহ্নবীতীরে শতযূপাশ্রমং শুভম্।
কৃত্বা তৃণৈঃ কুটীং তত্র তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩৮
গতাস্তদ্দানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু বিরহাদনুজানিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯
স্বপ্নে দৃষ্টা ময়া কুন্তী দুর্ব্বলা বনসংস্থিতা।
মনো মে ত্বরতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা ॥ ৪০
বিদুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্।
রোচতে যদি বঃ সর্ব্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ ॥ ৪১

হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল। মনুষ্য জন্মে ইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে? ॥ ২৭

হায়! অর্জ্জুনের মস্তকে বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কজ্জল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই আমি সুখী হইতাম ॥ ২৮

পূর্ব্বে পুরোচন আমাদিগকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আমি সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেইজন্যই সেই পাপিষ্ঠ পুরোচন দগ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৯

মহারাজ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত করিয়াছিলাম, কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ভার্য্যার সহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০

মহারাজ! আপনি যে নিগড়বদ্ধ দুর্য্যোধনাদি শত্রুদিগকে গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার মূর্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ৩১

অদ্য আপনি সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গলজন্য ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহারাজ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করিলেও আমি কখনই তাহা প্রদান করিব না ॥ ৩২

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নির্গত হইলে পর মহারাজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥ ৩৩

অনন্তর অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৫

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা গন্তব্যপথ অবগত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্যা কুন্তী পুত্রগণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিতা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬

অনন্তর তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৩৭

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি দ্বারা একটি কুটীর নির্ম্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮

এইরূপে তাঁহাদের গমন করিয়া ছয় বৎসর কাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে দুঃখিত হইয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন,—অদ্য আমি স্বপ্নে জননী কুন্তীকে অতিশয় দুর্ব্বল নিরীক্ষণ করিয়াছি, এজন্য আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিদুর ও সুমতি সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায় ॥৩৯-৪১

ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সুভদ্রা দ্রৌপদী তথা।
বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ ॥ ৪২
প্রাপ্তাঃ সর্ব্বজনৈঃ সার্দ্ধং পাণ্ডবা দর্শনোৎসুকাঃ।
শতযূপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৪৩
বিদুরো ন যদা দৃষ্টো ধর্ম্মস্তং পৃষ্টবাংস্তদা।
কান্তে স বিদুরো ধীমাংস্তমুবাচাম্বিকাসুতঃ ॥ ৪৪
বিরক্তশ্চরতে ক্ষত্তা নিরীহো নিষ্পরিগ্রহঃ।
কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেঽস্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫
গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েঽহ্নি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দদর্শ বিদুরং ক্ষামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬
দৃষ্টোবাচ মহীপালো বন্দেঽহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্থৌ শ্রুত্বা চ বিদুরঃ স্থাণুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭
ক্ষণেন বিদুরস্যাস্যান্নিঃসৃতং তেজ অদ্ভুতম্।
লীনং যুধিষ্ঠিরস্যাস্যে ধর্ম্মাংশত্বাৎ পরস্পরম্ ॥ ৪৮
ক্ষত্তা জহৌ তদা প্রাণান্ শুশোচাতি যুধিষ্ঠিরঃ।
দাহার্থং তস্য দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥৪৯
শৃণুতস্তু তদা রাজ্ঞো বাগুবাচাশরীরিণী।
বিরক্তোঽয়ং ন দাহার্হো যথেষ্টং গচ্ছ ভূপতে ॥ ৫০
শ্রুত্বা তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সস্নুর্গঙ্গাজলেঽমলে।
গত্বা নিবেদয়ামাসুর্ধৃতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ ॥ ৫১
স্থিতাস্তত্রাশ্রমে সর্ব্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ।
তত্র সত্যবতীসূনুর্নারদশ্চ সমাগতঃ ॥ ৫২
মুনয়োঽন্যে মহাত্মানশ্চাগতা ধর্ম্মনন্দনম্
কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩
কৃষ্ণ কর্ণস্তু পুত্রো মে জাতমাত্রস্তু বীক্ষিতঃ।
মনো মে তপ্যতে সর্ব্বং দর্শয়স্ব তপোধন ॥ ৫৪
সমর্থোঽসি মহাভাগ কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫

গান্ধার্য্যুবাচ।

দুর্য্যোধনো রণেঽগচ্ছদ্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনে।
তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬

অনন্তর সর্ব্বসম্মতিক্রমে দর্শনোৎসুক পাণ্ডবগণ সুভদ্রা, দ্রৌপদী, বিরাটকন্যা উত্তরা এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২-৪৩

কিন্তু যুধিষ্ঠির সেইস্থানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিদুর এক্ষণে কোথায় আছেন? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিদুর এক্ষণে বিষয়ভোগে আশ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪-৪৫

অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাস্নানে গমন করিতে করিতে বনমধ্যে কঠোর ব্রতচারী তপঃক্ষীণকলেবর বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিদুর এই কথা শ্রবণ মাত্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬-৪৭

ক্ষণকাল পরেই বিদুরের মুখ হইতে এক অপূর্ব তেজ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্ম্মাংশ সম্ভবহেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮

সেই সময় বিদুর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯

পরে যেমন দাহ করিবেন, অমনি সহসা আকাশবাণী হইল যে, বিদুর মহাজ্ঞানী, অতএব ইনি দাহযোগ্য নহেন। মহারাজ! আপনি ইহাকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ম্মল গঙ্গাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্বক বলিলেন ॥ ৫১

পরে পাণ্ডবগণ কিছুকালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন। এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে সেস্থানে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন ॥ ৫২-৫৩

হে কৃষ্ণ! আপনি তপস্বিপ্রধান, আপনার দর্শন ত' বিফল হইবার নহে। তপোধন! আমি আমার পুত্র কর্ণকে জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার মন সর্বদা পরিতপ্ত হইতেছে, আপনি একবার তাহাকে দেখান। হে মহাভাগ! আপনি এ বিষয়ে সমর্থ, অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥ ৫৪-৫৫

অনন্তর গান্ধারী কহিলেন,—মুনিবর! দুর্য্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে, তখন আমি তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অনুজগণের সহিত দর্শন করান ॥ ৫৬

সুভদ্রোবাচ ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্ ।
দ্রষ্টুকামাস্মি সর্ব্বজ্ঞ দর্শয়াশু তপোধন ॥ ৫৭

সূত উবাচ ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যবতীসুতঃ ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮
সন্ধ্যাকালেঽথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ ।
সর্ব্বাংস্তাংশ্চ সমাহূয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
তুষ্টাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯
প্রকৃতিং পুরুষারামাং সগুণাং নির্গুণাং তথা
দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০
যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা ।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-
স্তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১

জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং
গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্ ।
মনো ন বুদ্ধির্ভিন্নগুঃ শশী
তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২
ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে
গুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ ।
স্থিতা কল্পকালং নয়স্যাত্মতন্ত্রা
নকোঽপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতোঽপি ॥ ৬৩
প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ ।
নাহং ক্ষমোঽস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্ ॥ ৬৪

সূত উবাচ

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী ।
স্বর্গাদাহূয় সর্ব্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫
দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী সুভদ্রা চ বিরাটজা ।
পাণ্ডবা মুমুদুঃ সর্ব্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬
পুনর্বিসর্জ্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা ।
স্মৃত্বা দেবীং মহামায়াবিস্তজ্জালমিবোদ্যতাম্ ॥ ৬৭

সুভদ্রা বলিলেন,—হে তপোধন ! আপনি ত' সমস্তই জানেন, মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি, আপনি অদ্য তাহাকে দেখান ॥ ৫৭

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণায়াম করত সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্বক গঙ্গার পবিত্রজলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিতা সগুণা ও নির্গুণা প্রকৃতি, যিনি দেবতাদিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী পরব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯-৬০

হে দেবি ! যৎকালে অগ্নি, যম, বরুণ, কুবের বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না, তখন আপনি একমাত্র বিরাজ করিতেন ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬১

যে সময়ে জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ বা তাহাদিগের (এই সমস্ত মহাভূতের) রূপ রস স্পর্শ গন্ধ শব্দাদি গুণসমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্ত্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্বপ্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না, কিন্তু হে মাতঃ ! তৎকালে একমাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২

জননি ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ভাত্মক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সত্ত্বাদি গুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমাধিতে অবস্থান করেন । মাতঃ ! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৩

মাতঃ ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃত পুত্রাদির পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে । জননি ! এ বিষয়েও আমার ক্ষমতা নাই, অতএব আপনিই সেই মৃতগণকে দর্শন করান ॥ ৬৪

সূত কহিলেন—ঋষিগণ ! সেই মায়োপাধিক ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তুত হইলে পর স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫

কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, বিরাটকন্যা উত্তরা এবং পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সকলেই আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬

অনন্তর সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন ।

তদা পৃষ্টা যযুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা।
রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্ব্বন্ ব্যাসকথাঃ পথি ॥ ৬৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে মৃতসন্দর্শনো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

ঋষিগণ। এই সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৫৭

তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পরস্পর শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাসদেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬৮

শ্রীমদ্দেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় দ্বিতীয় স্কন্ধে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে মৃত স্বজনগণের দর্শননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[মদিরাপানোন্মত্তানাং যাদবনাং পরস্পরং যুদ্ধং কৃত্বা প্রভাসে প্রাণত্যাগঃ, বলরামস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ তিরোধানম্, অর্জুনেন তেষাং সৎকারঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য তিরোধানবার্ত্তাং শ্রুত্বা অতিশয়দুঃখিতস্য যুধিষ্ঠিরস্য পরীক্ষিতং রাজ্যে অভিষিচ্য দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিশ্চ সহ মহাপ্রস্থানম্, পরীক্ষিদ্বৃত্তান্ত-বর্ণনঞ্চ।]

সূত উবাচ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ।
দাবাগ্নিনা বনে দগ্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১
সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্তাভ্যঃ নৃপতিম্
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্ দুঃখমাপ্তবান্ ॥ ২
ষট্‌ত্রিংশেঽথ গতে বর্ষে কৌরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ।
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩
তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্।
ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রাম-কৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪

দেহং তত্যাজ রামস্তু কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫
বসুদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা দেহত্যাগং হরেরথ।
জহৌ প্রাণাঞ্চিরান্ কৃত্বা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬
অর্জ্জুনস্তু ততো গত্বা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ।
সংস্কারং তত্র সর্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭
সমীক্ষ্যাথ হরের্দেহং কৃত্বা কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ম্।
অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দাহয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৮
দেহং রামস্য রেবত্যা সহ দগ্ধ্বা বিভাবসৌ।
অর্জ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরাগ্নিক্রাময়জ্জনম্ ॥ ৯

অষ্টম অধ্যায়।

[মদিরাপানোন্মত্ত যাদবগণের পরস্পর যুদ্ধ করিয়া প্রভাস-তীর্থে প্রাণত্যাগ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান, অর্জুন কর্তৃক তাঁহাদের সৎকার, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রস্থানপ্রস্থান এবং পরীক্ষিদ্-বৃত্তান্ত বর্ণনা।]

সূত কহিলেন-ঋষিগণ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সঞ্জয়ও ইতিপূর্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির নারদ-মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১-২

এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপ-হেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩

সেই মহাত্মা যদুবংশীয়গণ প্রভাস তীর্থে মদ্যপান করত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪

বলরাম আত্মীয়গণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণশাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫

অনন্তর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬

এই সমস্ত ঘটনার পর অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে প্রভাসে যাইয়া সমস্ত যাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭

পরে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্ট মহিষীর সহিত এবং বলরামকে রেবতীর সহিত চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। তারপর দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্বক তথা হইতে পুরবাসিগণকে নিষ্ক্রামিত করিলেন ॥ ৮-৯

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

মা ভৈঃ

ওরে প্রিয়তম! আমি তোকে কত ভালবাসি জানিস্? তোর আকাঙ্খা পূর্ণ ক'রে নিরাকাঙ্খা করবার জন্য, যখন তুই যা চাস, আমি তখন তাই ল'য়ে তোর কাছে আসি। কামিনী চেয়েছিস, আমিই নারী সেজে এসেছি! এই সব তুচ্ছ কামনা ক'রে জন্ম-জন্মান্তর শুধু কাঁদছিস্? তাই ডাকছি,—ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয় অমৃতের সন্তান জড় দেহের মমতা ত্যাগ ক'রে তোর সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপে ফিরে আয়। কেমন ক'রে ফিরবি? নাম ক'রে ক'রে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তোঽভিন্নতান্নামনামিনোঃ।

পাদ্মে)

নাম চিন্তামণিস্বরূপ; চৈতন্য রসবিগ্রহ স্বয়ং কৃষ্ণ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত—কেননা, নাম ও নামীতে ভেদ নাই। বুঝলি? আমি আর আমার নামে ভেদ নাই, নামকে আশ্রয় করা আর আমাকে লাভ করা একই কথা

কেবল নাম কর্ তোর রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, অভাব কিছু থাকবে না, তুই পরমানন্দময় হয়ে যাবি। আমার পুণ্য নামসঙ্কীর্ত্তন মহাপাতক নাশ করে, কামীকে সর্ব্বকাম ও ভক্তকে প্রেম দান করে।

যারা অন্তর্গতিহীন, ভোগী পরদ্রোহী, জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মধ্যাদিবর্জ্জিত, সমস্তধর্ম্মাচারশূন্য, তারা একমাত্র আমার নামের দ্বারা যে গতি লাভ করে, সকল ধার্ম্মিকগণও সে গতি পায় না।

ওরে প্রিয়তম। তুই বড় মিষ্ট নাম করিস্, আমার বড় ভাল লাগে, তাই তোর কাছে থাকি, আর বলি নাম কর্। ওরে নিশ্চিন্ত মনে উচ্চ কণ্ঠে নাম কর:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

—মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ

সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই,
হুগলী।

জয়গুরু সম্প্রদায়
আনন্দমঠ, বিশ্বমণ্ডল।
৩০শে ভাদ্র, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৪৫০

Pous 1384 B. S. : Regd. No. W B/NC-57 Sree Devibhagabat—2
Aryashastra Dec.-Jan. 1977-78

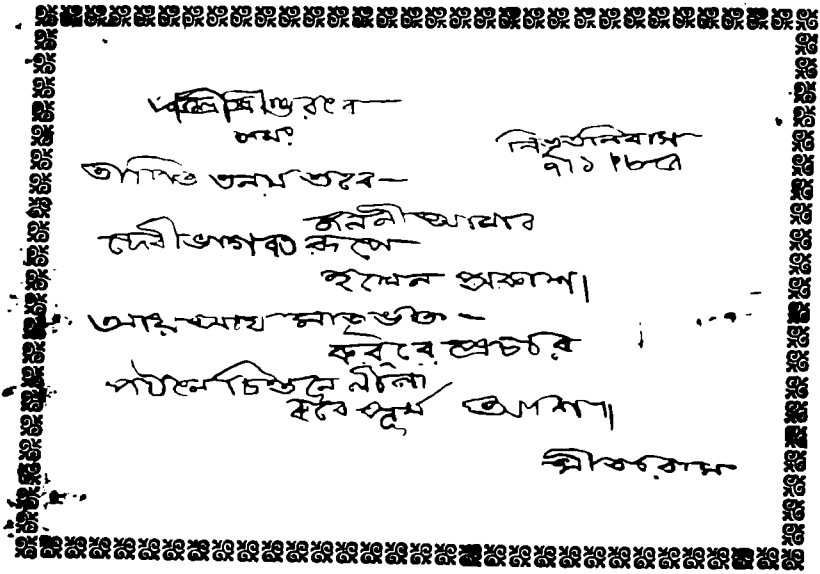

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

জয় গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

প্রিয়তম! ওরে আমার প্রিয়তম! তোর সব দুঃখ দূর করবার জন্য নামরূপে আমি এসেছি। নাম কর্, তোকে আর কোন চিন্তা করতে হবে না—তোর ভিতর-বা'র আলোকে আনন্দে ভরিয়ে দিব। আমার সরস পরশে অনুক্ষণ তুই পুলকিত থাকবি, তোর নয়ন আর জগৎ দেখ্‌তে পাবে না, দেখবে শুধু আনন্দময় আমাকে।

আমি সত্য করে বলছি, আমার নাম মৃত্যুসঞ্জীবন।

ন ভয়ং যমদূতানাং ন ভয়ং রৌরবাদিকম্।
ন ভয়ং প্রেতরাজস্য গোবিন্দেতি চ জল্পনাৎ॥

নামকীর্ত্তনে যমদূতের ভয়, রৌরবাদির ভয়, যমদণ্ডের ভয় থাকে না।

নাম কর, কেবল নাম কর, নামকীর্ত্তন পরম জ্ঞান, পরম তপস্যা, পরম তত্ত্ব। কোটী জন্মের সাধনালভ্য পরমপদও নামকীর্ত্তনকারী অনায়াসে লাভ করে।

ওই দেখ্, সারা জগতে দুঃখের অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আয় আয়, তুই আর বিলম্ব করিস্ না। নামামৃতসাগরে ডুব দিয়ে নির্ভয়ে পরমানন্দে আমার বুকে সর্ব্বদা অবস্থান কর। মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ মা ভৈঃ।

১০শে ভাদ্র, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩৫১

জয়গুরু সম্প্রদায়
আনন্দমঠ, সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই, হুগলী।

১৬শ বর্ষ, মাঘ ১৩৮৪ অষ্টম সংখ্যা— শাল্যোদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনীকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

CENTRAL LIBRARY

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক, 'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

পুরী সা বাসুদেবস্য প্লাবিতোদধিনা ততঃ
অর্জ্জুনঃ সর্ব্বলোকান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০

কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ।
ধনং সর্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চাজ্জুনোঽভবৎ ॥ ১১

ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা।
অনিরুদ্ধসুতো নাম্না পার্থেনাভিতেজসা ॥ ১২

ব্যাসায় কথিতং দুঃখং তেনোক্তোঽসৌ মহারথঃ।
পুনর্যদা হরিশ্চাঙ্গ ভবিতাসি মহামতে।
তদা তেজস্তবাত্যুগ্রং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩

তচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্থো গত্বা নাগপুরেঽর্জ্জুনঃ।
দুঃখিতো ধর্ম্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ১৪

দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা।
গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫

ষট্ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাসুতম্।
নির্জ্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬

ষট্ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃত্বা রাজ্যং গজাহ্বয়ে।
গত্বা হিমাচলে ষট্ তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাসুতাঃ ॥ ১৭

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুধার্ম্মিকঃ।
অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮

বভূব মৃগয়াশীলো জগাম চ বনং মহৎ।
বিদ্ধ্বং মৃগং বিচিন্বানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯

তৃষিতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চোত্তরাসুতঃ।
রাজা ঘর্ম্মেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০

ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৌনস্থশ্চুকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১

মৃতং সর্পং তদাদায় ধনুষ্কোট্যা তমাতুরঃ।
কলিনাবিষ্টচিত্তস্তু কণ্ঠে তস্য ন্যবেশয়ৎ ॥ ২২

আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ
ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্রদ্বারা প্লাবিত হইয়া গেল। এদিকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০

পথিমধ্যে আসিতে আসিতে কতকগুলি আভীরজাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ করিল। ঋষিগণ! অর্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে এরূপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১

তাহার পর সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অমিততেজা অর্জুন বজ্রনামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১২

তারপর বেদব্যাসকে দুঃখের কথা বলিলে তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া মহারথ অর্জুনকে বলিলেন মহামতে! পুনর্ব্বার যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন তোমার সেইরূপ উগ্রতর বলবীর্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥ ১৩

পৃথানন্দন অর্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ১৪

ধর্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শ্রবণে হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্ত্রিংশ বর্ষবয়স্ক উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলস্থ বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫-১৬

ঋষিগণ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন ॥ ১৭

এদিকে ধার্ম্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত আলস্যপরিশূন্য হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥১৮

অনন্তর একদিবস মৃগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগটি গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল। রাজাও তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সম্মুখে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯-২০

সেই তৃষ্ণাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বার বার জলের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেই মৌনাবলম্বী মহর্ষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; তাহাতে মহারাজ অতিশয় কুপিত হইয়া ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটি মৃত সর্প প্রহরণপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধান্বিতচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১-২২

সেই মৃত সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনিবর কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও বিচ্যুত হইলেন না। রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩

তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ।
মহাশাঙ্গোঽথ শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪
মিত্রাণ্যাহুশ্চ তৎপুত্রং পিতুঃ কণ্ঠে ভবাধুনা।
লব্ধিতোঽস্তি মৃতঃ সর্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ॥ ২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা।
শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাঽঽ করে জলম্ ॥ ২৬
পিতুঃ কণ্ঠেঽস্য মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ।
তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপূরুষম্ ॥২৭
মুনেঃ শিষ্যোঽথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্।
শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮
অভিমন্যুসুতঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজেন বৈ।
অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯
শপ্তোঽহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্।
কিং বিধেয়ং ময়ামাত্যা উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০
মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোঽসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ।
যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১
উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি নেতরস্য চ ॥ ৩২
মণিমন্ত্রৌষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু দুর্ব্বিদঃ।
ন ভবেদিতি কিং তৈস্তু মণিমদ্ভিঃ সুসাধিতৈঃ ॥ ৩৩
সর্পদষ্টা পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা মৃতা।
দত্ত্বার্দ্ধমায়ুষস্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪
ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তঃ পশ্যন্তু সচিবাঃ কিল ॥ ৩৫
দিবি কোঽপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দৈবে মতিং সমাধায় যস্তিষ্ঠেত্তু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬
বিরক্তস্তু যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্ব্বথা।
গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহুতো বাথবান্যথা ॥ ৩৭
যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ ক্ষিপ্তং কেনাপি বা মুখে।
উদ্যমেন বিনা চান্যাদুদরে সংবিশেৎ কথম্ ॥ ৩৮

ঋষিগণ। এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটি অভিশয় তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য। এই সময় সেই পুত্রটি বনমধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল। তাহার বন্ধুরা বলিল,—মুনীশ্বর! তোমার পিতার কণ্ঠদেশে অদ্য কে একজন একটি মৃতসর্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪-২৫

শৃঙ্গী বন্ধুগণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জলগ্রহণ পূর্ব্বক নৃপতিকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কণ্ঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে, আজ হইতে সপ্তরাত্রে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬-২৭

শৃঙ্গী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্রপ্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইলেন ॥ ২৮

অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯

মন্ত্রিগণ! আমি নিজ অপরাধেই নিঃসংশয়ে মুনিপুত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহার উপায় চিন্তা কর ॥ ৩০

দেখ, যদিও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে এরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমান্‌গণের সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতীকারে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩১

কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে; অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, অতএব মন্ত্রিগণ! মণি, মন্ত্র বা ওষধিসকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্‌রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে? ৩২-৩৩

দেখ, পূর্ব্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্পদংশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিজ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪

অতএব বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রিগণ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫

বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে? ৩৬

দেখ, সন্ন্যাসিগণ সংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্য গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে আহূত হউক আর না হউক সকল সময়েই যাইয়া থাকে ॥ ৩৭

আর দেখ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত অন্নাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয়, তাহা হইলেও ভোজনচেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই অন্নপিণ্ডাদি মুখ হইতে উদরমধ্যে প্রবেশ করিবে? ৩৮

প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্য্যো যদা সিদ্ধিং ন যাতি চেৎ।
তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদ্ বুধঃ ॥ ৩৯

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

কো মুনির্যেন দত্ত্বার্দ্ধমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া।
কথং মৃতা মহারাজ! তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ৪০

রাজোবাচ।

ভৃগোর্ভার্য্যা বরারোহা পুলোমা নাম সুন্দরী।
তস্যাস্তু চ্যবনো নাম মুনির্জাতোঽতিবিশ্রুতঃ ॥ ৪১
চ্যবনস্য চ ঋষ্যাতেঃ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
তস্যাং জজ্ঞে সুতঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ ॥ ৪২
প্রমতেস্তু প্রিয়া ভার্য্যা প্রতাপী নাম বিশ্রুতা।
রুরুর্নাম সুতো জাতস্তস্যাং পরমতাপসঃ ॥ ৪৩
তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থূলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ।
বভূব তপসা যুক্তো ধর্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪

(অতএব মন্ত্রিগণ যত্নপূর্ব্বক কার্য্যোদ্‌যোগ করা উচিত।) তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৩৯

মন্ত্রিগণ কহিলেন,—মহারাজ! কোন্ মুনি আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে জীবনদান করিয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহার ভার্য্যা জীবন ত্যাগ করিয়াছিল? এ বিষয়টি বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের নিকট বলুন ॥ ৪০

রাজা কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! পূর্ব্বকালে পুলোমা নামে এক সুন্দরী ভৃগুর ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

ঋষ্যাতির সুকন্যা নামে এক সুন্দরী কন্যা এই চ্যবনের পত্নী ছিলেন। ইঁহারই গর্ভে প্রমতি নামে একটি রূপবান্ পুত্র হয় ॥ ৪২

তাঁহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে রুরু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩

এতস্মিন্নন্তরেঽমাত্যা মেনকা চ বরাপ্সরাঃ।
ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সর্ব্বলোকাতিসুন্দরী ॥ ৪৫
গর্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী।
স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা বিসসর্জ্জ বরাপ্সরাঃ ॥ ৪৬
কন্যকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীম্।
দৃষ্ট্বাঽনাথাং তদা কন্যাং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭
পুপোষ স্থূলকেশস্তু নাম্না চক্রে প্রমদ্বরাম্ ॥ ৪৮
সা কালে যৌবনং প্রাপ্তা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
রুরুর্দৃষ্ট্বাথ তাং বালাং কামবাণাদ্দিতো হ্যভূৎ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীদেবী-ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে যদুবংশধ্বংস-পরীক্ষিদ্-বৃত্তান্তো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা স্থূলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪

মন্ত্রিগণ! সর্ব্বলোকমধ্যে সুন্দরীপ্রধানা মেনকা নামে অপ্সরা সেই সময় নদীতীরে ক্রীড়া করিতেছিল ॥ ৪৫

এই বরবর্ণিনী অপ্সরা পূর্ব্বে বিশ্বাবসু হইতে গর্ভ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থূলকেশনামে মুনির আশ্রমে যাইয়া একটি কন্যা প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬

মুনিবর স্থূলকেশ মেনকা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কন্যাটিকে ত্রিলোকসুন্দরী এবং নদীতটে অনাথের ন্যায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রমদ্বরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৮

কিয়ৎকাল গত হইলে সর্ব্বলক্ষণান্বিতা সেই কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইল। অনন্তর তপস্বী রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ দেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে যদুবংশধ্বংস ও পরীক্ষিদ্-বৃত্তান্ত কথন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[রুরু-প্রমদ্বরাবৃত্তান্তকথনম্, সর্পদংশনতঃ পরীক্ষিতং রক্ষিতুং ব্যবস্থা, বিষবৈদ্য-কশ্যপস্যাগমনঞ্চ।]

পরীক্ষিদুবাচ।

কামার্তঃ স মুনির্গত্বা রুরুঃ সুপ্তো নিজাশ্রমে।
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং রুরো বিমনা অসি ॥ ১
স তমাহাভিকামার্তঃ স্থূলকেশস্য চাশ্রমে
কন্যা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভার্য্যা ভবেদিতি ॥ ২
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থূলকেশং মহামুনিম্।
প্রমুহ্য সুমুখং কৃত্বা যযাচে তাং বরাননাম্ ॥ ৩
দদৌ বাচং স্থূলকেশঃ প্রদাস্যামি শুভেঽহনি।
বিবাহার্থঞ্চ সম্ভারং রচয়ামাসতুর্বনে ॥ ৪
প্রমতিঃ স্থূলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতৌ
বভূবতুর্মহাত্মানৌ সমীপস্থৌ তপোবনে ॥ ৫
তস্মিন্নবসরে কন্যা রমমাণা গৃহাঙ্গণে
প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনাস্পৃশচ্চারুলোচনা ॥ ৬
দষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাঙ্গনা ॥ ৭
কোলাহলস্তদা জাতো মৃতাং দৃষ্ট্বা প্রমদ্বরাম্।
মিলিতা মুনয়ঃ সর্ব্বে চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮
ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা পিতা তস্যাশ্চ দুঃখিতঃ।
রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং সুতেজসা ॥ ৯
রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ।
দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবামিব কামিনীম্ ॥ ১০
রুদন্তং স্থূলকেশঞ্চ দৃষ্ট্বান্যানৃষিসত্তমান্।
রুরুঃ স্থানাদ বহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১
অহো দৈবেন সর্পোঽয়ং প্রেষিতঃ পরমাদ্ভুতঃ।
মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২
কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃতা মে প্রাণবল্লভা।
ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াঽনয়া ॥ ১৩

নবম অধ্যায়।

[রুরু-প্রমদ্বরা বৃত্তান্ত কথন, সর্পদংশন হইতে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং বিষবৈদ্য কশ্যপের আগমন।]

পরীক্ষিৎ বলিলেন—মন্ত্রিগণ! সেই রুরু কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন করত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুরো! তুমি এত অন্যমনস্ক হইয়াছ কেন? ১

রুরু অতিশয় কামার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পিতাকে বলিলেন,—পিতঃ! স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কন্যাটি আছে, সে যাহাতে আমার ভার্য্যা হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। ২

প্রমতি পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র স্থূলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ সুমিষ্ট আলাপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সেই চারুমুখী কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন। ৩

স্থূলকেশ মুনিও শুভদিনে কন্যার বিবাহ দিব বলিয়া বাক্যদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা প্রমতি ও স্থূলকেশ উভয়েই একত্রিত হইয়া সেই তপোবনে বিবাহের উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪-৫

মন্ত্রিগণ! এই সময়ে সেই চারুনয়না কন্যাটি অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে একটি নিদ্রিত সর্পকে পদদ্বারা আঘাত করিল। সর্পটি পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিষ প্রভাবে প্রমদ্বরা জীবন ত্যাগ করিল। ৬-৭

ঋষিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একেবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। ৮

যদিও প্রমদ্বরার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোজ্জ্বলিত লাবণ্যচ্ছটা দর্শনে প্রতিপালক পিতা স্থূলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ৯

রুরু এই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গতপ্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার ন্যায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন। ১০

অনন্তর স্থূলকেশ ও অপর অপর ঋষিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ১১

হায়! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্পকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই? হায়! আমার প্রাণ অপেক্ষাও যাহা প্রিয়, তাহা ত' পলায়ন করিল। এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণমাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত' জীবন ধারণ করিতে পারিব না। ১২-১৩

নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুম্বিতা মুখে।
ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্ব্বথা ॥ ১৪
লাজাহোমস্তথাচাগ্নৌ ন কৃতস্ত্বনয়া সহ
মানুষ্যং বিগর্হিতং কামং গচ্ছন্ত্বস্তু নমাসবঃ ॥ ১৫
দুঃখিতস্য ন বা মৃত্যুর্বাঞ্ছিতঃ সম্প্রপৈতি হি।
সুখং তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬
প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্।
বিষমদ্মি গলে পাশং কৃত্বা প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭
বিলপ্যৈবং রুরুস্তত্র বিচার্য্য মনসা পুনঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তস্মিন্নদীতটে ॥ ১৮
মরণাৎ কিং ফলং মে স্যাদাত্মহত্যা দুরত্যয়া
দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্যাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯
দৈবস্তুষ্টো ভবেৎ কামং দৃষ্ট্বা মাং ত্যক্তজীবিতম্।
সর্ব্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্যান্মৎক্ষয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০

হায়! এই নিতম্বিনীও আমাকে আলিঙ্গন করিল না এবং আমি ইহার মুখে চুম্বন করিতে পারিলাম না; অধিক কি, এই মন্দভাগ্য অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্য সুখলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও করে নাই। হায়! এই মনুষ্য জন্মকে ধিক্! আমার জীবনে ফল কি? এখনই আমার প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪-১৫

কিন্তু হায়! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহলোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয় সুখলাভ করিতে সমর্থ হইব? ১৬

আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ করি ॥ ১৭

মন্ত্রিগণ! রুরু এইভাবে নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই নদীতটে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল হইবে? তাহাতে বরং আমি আত্মহত্যা পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আর আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। ॥ ১৯ ॥

আমি যে প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন? কখন নয়, বরং আমার

উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি।
মৃতে ময্যাত্মঘাতেন বিরহাৎ পীড়িতেঽপি চ ॥ ২১
পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্যাদাত্মঘাতিনঃ।
এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবাম্যুতে পুনঃ ॥ ২২
বিমৃশ্যৈবং রুরুস্তত্র স্নাত্বাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ।
অব্রবীদ্ বচনং কৃত্বা জলং পাণাবসৌ মুনিঃ ॥ ২৩
যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্চ্চনাদিকম্।
গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হুতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪
অধীতাস্ত্বখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি
রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫
যদি জীবেন্ন মে কান্তা ত্যজে প্রাণানহং ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপারাধ্য দেবতাঃ ॥ ২৬

রাজোবাচ

এবং বিলপতস্তস্য ভার্য্যায়া দুঃখিতস্য চ
দেবদূতস্তদাভ্যেত্য বাক্যমাহ রুরুং ততঃ ॥ ২৭

লক্ষ-পক্ষীগণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২০

আর বিরহে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি উপকার হইবে, বরং সেই প্রিয়া পরলোকে আত্মহত্যা পাপ-জন্য আমার সহিত মিলিত হইবেন না। অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন ত্যাগ না করিলে পুনরায় এ-সমস্ত অনিষ্টের কোনটিই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১-২২ ॥

মন্ত্রিগণ! রুরু এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে স্নান ও আচমনাদি করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে,—যদি আমি দেবার্চ্চনাদি ও গুরুগণকে ভক্তি পূর্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি অথবা অখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রী স্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্যদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জ্জীবিত হউক ॥ ২৩-২৫

যদি ইহাতে প্রিয়া জীবিতা না হয়, তখন আমি প্রাণত্যাগ করিব। রুরু এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬

রাজা বলিলেন,—মন্ত্রিগণ! সেই দুঃখিত রুরু ভার্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় এক দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

দেবদূত উবাচ।

মা কার্ষীঃ সাহসং ব্রহ্মন্ কথং জীবেন্মৃতা প্রিয়া।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঃ সুতা ॥ ২৮
অন্যাং কাময় চারুঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা।
কিং রোদিষি সুহৃদ্বর্দ্ধে কা প্রীতিস্তেঽনয়া সহ ॥ ২৯

রুরুরুবাচ।

দেবদূত ন চান্যাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্।
যদি জীবেন্ন জীবেদ্ বা মর্ত্তব্যাঽধুনা ময়া ॥ ৩০

রাজোবাচ।

বিদিত্বেতি হঠং তস্য দেবদূতো মুদান্বিতঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১
উপায়ং শৃণু বিপেন্দ্র বিহিতং যং সুরৈঃ পুরা।
আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২

রুরুরুবাচ

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ।
অস্তু প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩

রাজোবাচ।

বিশ্বাবসুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ।
জ্ঞাত্বা পুত্রীং মৃতাং চাশু স্বর্গলোকাৎ প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪
ততো গন্ধর্ব্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সত্তমঃ।
ধর্ম্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫
ধর্ম্মরাজ রুরোঃ পত্নী সুতা বিশ্বাবসোস্তথা।
মৃতা প্রমদ্বরা কন্যা দষ্টা সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬
সা রুরোরায়ুষোঽর্দ্ধেন মর্ত্তুকামস্য সূর্য্যজ।
সমুত্তিষ্ঠতু তদ্বঙ্গী ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭

ধর্ম্ম উবাচ।

বিশ্বাবসুসুতাং কন্যাং দেবদূত যদীচ্ছসি।
উত্তিষ্ঠত্বায়ুষোঽর্দ্ধেন রুরুং গত্বা ত্বমর্পয় ॥ ৩৮

রাজোবাচ

এবমুক্তস্ততো গত্বা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্।
রুরোঃ সমর্পয়ামাস দেবদূতস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৯

দেবদূত বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনি বৃথা সাহস করিবেন না। মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয়? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল; এক্ষণে ইহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অন্য কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন। বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? এই কামিনী ত' অনূঢ়া অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি? ২৭-২৯

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু কহিলেন,—দেবদূত! এই কামিনী জীবন লাভ করুক আর নাই করুক, আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। আর যদি জীবন লাভ না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০

রাজা কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসৎ সাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১

হে বিপ্রবর! দেবগণ পূর্ব্বে এই রমণীর জীবনলাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এখন নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া সত্বর এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জ্জীবিত করুন ॥ ৩২

এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু বলিলেন,—দেবদূত! আমি নিজের পরমায়ুর অর্দ্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব এক্ষণে আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হউক ॥ ৩৩

রাজা বলিলেন,—মন্ত্রিগণ! এই সময় গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে মৃত জানিয়া স্বর্গলোক হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪

অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ এবং সেই সত্তম দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫

ধর্ম্মরাজ! প্রমদ্বরা নামে এই বিশ্বাবসুর কন্যা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সম্প্রতি সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৩৬

দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জীবন ত্যাগে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব হে সূর্য্যপুত্র! রুরু ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই কন্যাঙ্গী এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৭

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—দেবদূত! এই বিশ্বাবসুর কন্যাকে যদি তুমি জীবিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্যা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক। তুমি এখনই যাইয়া এই কন্যা রুরুকে সমর্পণ কর ॥ ৩৮

রাজা কহিলেন,—মন্ত্রিগণ! ধর্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ

ততঃ শুভেঽহ্নি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা
ইত্থঞ্চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০
উপায়স্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা শাস্ত্রসঙ্গতঃ
মণিমন্ত্রৌষধীভিশ্চ বিধিবৎ প্রাণরক্ষণে ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্।
কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২
আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্।
মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩
প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ।
প্রসাদার্থং সেবকস্য ক্ষমস্বেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ।
মন্ত্রিপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫
ন কশ্চিদারুহেৎ তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে
বাতোঽপি ন চরেৎ তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ॥ ৪৬
ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ।
স্নানসন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্ত্য চ ॥ ৪৭
রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তত্রস্থশ্চাকরোন্নৃপঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহ সম্মন্ত্র্য গণয়ন্ দিবসানপি ॥ ৪৮
কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্রিসত্তমঃ।
সুশ্রাব চ তথা পাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯
স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিন্তয়ৎ।
ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজা দ্বিজেন হ ॥ ৫০
ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি।
কশ্যপো মন্ত্রবিদ্ বিদ্বান্ ধনার্থী মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশ-সাহস্রী-সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে রুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯

অনন্তর শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বে ঋষিকন্যা প্রমদ্বরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছিল ॥ ৪০

অতএব মন্ত্রিগণ! প্রাণরক্ষার জন্য মণি, মন্ত্র এবং ওষধিসকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথাবিধানে উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৪১

উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষকসকল সংস্থাপন পূর্ব্বক একটি সুন্দর অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদি-ধারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২-৪৩

তদনন্তর মুনিবর শৃঙ্গীর ক্রোধশান্তির জন্য "সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন" ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে পাঠাইলেন ॥ ৪৪

পরে আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। এদিকে মন্ত্রিপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এরূপে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে; অধিক কি এইরূপ ব্যবস্থার পর বায়ুরও সেস্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না, অন্যের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৫-৪৬

রাজা পরীক্ষিৎ এইস্থানে থাকিয়াই তক্ষকের আগমন দিবস গণনা করত স্নান-সন্ধ্যাদি এবং ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; অধিক কি, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেইস্থানে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৮

ঋষিগণ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে রাজাকে তক্ষকের বিষ হইতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধনলাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই স্থানে যাই। ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধনলাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৯-৫১

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে রুরুবৃত্তান্তকথননামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[কশ্যপ-তক্ষকয়োঃ পারস্পরিক-কথোপকথনম্, পরীক্ষিদ্‌ভবনে তক্ষকস্য প্রবেশঃ, তেন রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতো দংশনম্, পরীক্ষিতে[1] মৃত্যুবর্ণনঞ্চ।]

সূত উবাচ

তস্মিন্নেব দিনে নাত্বা তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্।
শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহাত্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি নির্গতঃ
অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি॥ ২
তমপৃচ্ছৎ পন্নগোঽসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্।
ক ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষতি॥ ৩

কশ্যপ উবাচ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি
তত্রাহং ত্বরিতো যামি নৃপং কর্ত্তুমপজ্বরম্॥ ৪
মন্ত্রোঽস্তি মম বিপ্রেন্দ্র বিষনাশকরঃ কিল
জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেঽধুনা কিল॥ ৫

তক্ষক উবাচ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মন্ তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্।
নিবর্ত্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্॥ ৬

কশ্যপ উবাচ

অহং দষ্টং ত্বয়া সর্প নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ।
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ॥ ৭

তক্ষক উবাচ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দষ্টং নৃপোত্তমম্।
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র দর্শয় ত্বং মমানঘ॥ ৮
ধক্ষ্যামোনঞ্চ ন্যগ্রোধং বিষদংষ্ট্রাভিরন্ত বৈ।

কশ্যপ উবাচ

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দষ্টং দষ্টং বা পন্নগোত্তম॥ ৯

সূত উবাচ

অদশৎ পন্নগো বৃক্ষং ভস্মসাচ্চ চকার তম্।
উবাচ কশ্যপং ভূয়ো জীবয়েনং দ্বিজোত্তম॥ ১০
দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষাগ্নিনা
সর্ব্বং ভস্ম সমাহৃত্য কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১১

দশম অধ্যায়।

[কশ্যপ ও তক্ষকের পারস্পরিক কথোপকথন, পরীক্ষিতের ভবনে তক্ষকের প্রবেশ, তাহার দ্বারা রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন এবং পরীক্ষিতের মৃত্যুবর্ণন।

সূত কহিলেন—ঋষিগণ! যে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক নৃপবর পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পরীক্ষিৎ নৃপতির আরোগ্যের জন্য দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইলেন॥ ১-২

তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত সত্বর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্য্যের জন্যই বা অভিলাষী হইয়াছেন? ৩

কশ্যপ কহিলেন,—নৃপবর পরীক্ষিৎকে তক্ষক দংশন করিবে শুনিয়াছি, এইজন্য আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সেই স্থানে সত্বর গমন করিতেছি॥ ৪

দ্বিজবর! আমার নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে। যদি এক্ষণে আয়ু থাকে, তাহা হইলেই নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব॥ ৫

কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিলেন,—বিপ্র! আমি সেই তক্ষক নামক সর্প, আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব। তুমি নিবৃত্ত হও। কারণ, আমি যাহাকে দংশন করিব, তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৬

কশ্যপ কহিলেন,—তক্ষক! রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি তাহাকে দংশন করিবে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে তাহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৭

তক্ষক কহিলেন—বিপ্রবর! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে বাঁচাইতে যাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও। এক্ষণে আমি এই ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষকে বিষদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছি। ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ কহিলেন,—সর্পবর! তুমি বৃক্ষটিকে দংশনই কর অথবা বিষাগ্নিতে দগ্ধই কর, আমি নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব॥ ৮-৯

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! তক্ষক সেই বৃক্ষটিকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিলেন এবং গর্ব্বসহকারে পুনর্ব্বার কশ্যপকে কহিলেন, ওহে দ্বিজবর! এক্ষণে এই বৃক্ষটিকে জীবিত কর॥ ১০

কশ্যপ তক্ষকের দ্বারা বিষাগ্নিতে বৃক্ষটি ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্মরাশি একত্র করত এই বাক্য বলিলেন,—॥ ১১

পশ্য মন্ত্রবলং মেঽদ্য ন্যগ্রোধং পন্নগোত্তম।
জীবয়াম্যস্তু বৃক্ষং বৈ পশ্যতস্তে মহাবিষ ॥ ১১

ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় কশ্যপো মন্ত্রবিত্তমঃ
সিষেচ ভস্মরাশিং তং মন্ত্রিতেনৈব বারিণা ॥ ১২

তদ্‌বারিসেচনাজ্জাতো ন্যগ্রোধঃ পূর্ব্ববচ্ছুভঃ
বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪

তমাহ কশ্যপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ।
সম্পাদয়ামি তং কামং ব্রূহি বাড়ব বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫

কশ্যপ উবাচ।

বিত্তার্থী নৃপতিং মত্বা শপ্তং পন্নগ নিঃসৃতঃ।
গৃহাদহং চোপকর্ত্তুং বিত্তয়া নৃপসত্তমম্ ॥ ১৬

তক্ষক উবাচ।

বিত্তং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র যাবদিচ্ছসি পার্থিবাৎ
দদামি স্বগৃহং যাহি সকামোঽহং ভবাম্যতঃ ॥ ১৭

সূত বলিলেন—ওহে সর্পবর! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার মন্ত্রবল দেখ? আমি এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষটিকে তোমার সম্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১২

সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই কথা বলিয়াই জল গ্রহণ করিলেন এবং সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩

ঋষিগণ! সেই জল সেচন করিবামাত্র ন্যগ্রোধ বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় শাখা-প্রশাখাদির সহিত পুনর্জ্জীবিত হইল। তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১৪

অনন্তর তক্ষক কশ্যপকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি এত পরিশ্রম করিয়া কি জন্য রাজার নিকট যাইতেছ? তোমার অভিলাষ কি, তাহা আমি সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫

কশ্যপ কহিলেন,—তক্ষক! আমি নৃপতিকে সর্প দংশনশাপে অভিশপ্ত জানিয়া মন্ত্রবলে তাহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধন পূর্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি ॥ ১৬

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বিপ্রবর! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও, তাহা হইলেই আমি পূর্ণমনোরথ হইব ॥ ১৭

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! পরম মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন সেই কশ্যপ

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ
চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮

ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রযামি যদ্যহং পুনঃ।
ভবিষ্যতি ন মে কীর্ত্তির্লোকে লোভসমাশ্রয়াৎ ॥ ১৯

জীবিতেঽথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্ত্তিঃ স্যাদচলা মম।
ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ ॥ ২০

রক্ষণীয়ং যশঃ কামং ধিগ্ ধনং যশসা বিনা।
সর্ব্বস্বং রঘুণা পূর্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্ত্তয়ে ॥ ২১

হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্ত্যর্থং বহুবিত্তরম্
উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহ্যমানং বিষাগ্নিনা ॥ ২২

জীবিতেঽস্য ময়া রাজ্ঞি সুখং সর্ব্বজনস্য চ।
অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩

প্রজানাশস্য পাপং মে ভবিষ্যতি মৃতে নৃপে।
অপকীর্ত্তিশ্চ লোকেষু ধনলোভাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৪

তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভজন্য জগতে ত' আমার যশ হইবে না, আর যদি নৃপবর পরীক্ষিৎ জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্ত্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন-দানহেতু আমার মহৎ পুণ্যও হইবে ॥ ১৮-২০

অতএব সর্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্ত্তব্য, যে ধন লাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্। পূর্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্যই যাচক ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কেবল রঘুরাজ কেন? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক দান করিয়াছেন। আর বিশেষতঃ নৃপতি বিষাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব? ২১-২২

যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি, তাহা হইলে সকল লোকেরই সুখসাধন করা হইবে; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজানাশ হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৩

আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে, আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভবশতঃ সর্ব্বত্র আমার অপযশ হইবে ॥ ২৪

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপ: ।
গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তর: ॥ ২৫
আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপ: ।
গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাত্মা ধনমাদায় তক্ষকাৎ ॥ ২৬
নিবর্ত্ত্য কশ্যপং সর্প: সপ্তমে দিবসে নৃপম্ ।
হন্তুকামো জগামাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২৭
তত্রাব নগরস্যান্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্
মণিমন্ত্রৌষধৈ: কামং রক্ষ্যমাণমতন্দ্রিতম্ ॥ ২৮
চিন্তাবিষ্টস্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুল: ।
চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেয়ং গৃহং কথম্ ॥ ২৯
বঞ্চয়ামি কথঞ্চৈনং রাজানং পাপকারিণম্ ।
বিপ্রশাপাদ্ধতং মূঢ়ং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ৩০
পাণ্ডবানাং কুলে জাত: কোঽপি নৈতাদৃশো ভবেৎ ।
তাপসস্য গলে যেন মৃত: সর্পো নিবেশিত: ॥ ৩১
কৃত্বা বিগর্হিতং কর্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপ: ।
রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২
মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ত্ততেঽদ্য নিরাকুল: ।
তং কথং ধক্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিত: ॥ ৩৩
ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণং ধ্রুবনির্ব্বন্ধম্ ।
তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধারূঢ়োঽদ্য মোদতে ॥ ৩৪
যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দৈবেনামিততেজসা ।
স কথং পরিবর্ত্তেত কৃতৈর্যত্নৈস্তু কোটিভি: ॥ ৩৫
পাণ্ডবস্য চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গত: নৃপ: ।
জীবনে মতিমাস্থায় স্থিত: স্থানে নিরাকুল: ॥ ৩৬
দান-পুণ্যাদিকং রাজ্ঞা কর্ত্তুমর্হতি সর্ব্বথা ।
ধর্ম্মেণ হন্যতে ব্যাধির্ধর্ম্মেনায়ু: শাশ্বতং ভবেৎ ॥ ৩৭
নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃত্বা স্নানদানাদিকা: ক্রিয়া: ।
মরণং স্বর্গলোকায় নরকায়াশুথা ভবেৎ ॥ ৩৮
দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্ বাস্য চ ভূপতে: ।
বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্নে মরণে কিল ॥ ৩৯
ন কোঽপি ব্রাহ্মণ: পার্শ্বে য এনং প্রতিবোধয়েৎ ।
বেধসা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্য্যস্তু সর্ব্বথা ॥ ৪০

ঋষিগণ। সেই বুদ্ধিমান্ কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে, পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। অতএব তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া ধর্ম্মাত্মা কশ্যপ তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৫-২৬

তক্ষক এইরূপে দ্বিজবর কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, পরীক্ষিৎ মণি, মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন ॥ ২৭-২৮

তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,যদি আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুনি আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই মূঢ় রাজাকে বঞ্চনা করি ॥ ২৯-৩০

হায়। পাণ্ডব-বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিবিপ্রের গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করে এরূপ ত' কেহই হয় নাই ॥ ৩১

এই মূঢ় রাজা নিন্দিত কর্ম করিয়া কালের কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া নিরাকুল চিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমি এক্ষণে ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি উপায়ে ইহাকে দংশন করিব ॥ ৩২-৩৩

এই দুর্ব্বুদ্ধি ত' জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু কখন নিবৃত্ত হইবার নয়। বোধ হয় এইজন্যই এক্ষণে রাক্ষসগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪

হায়। অমিতপরাক্রমশালী দৈব যদি মৃত্যু স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না, বোধ হয় এ মূঢ় তাহা অবগত নহে ॥৩৫

ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরীক্ষিৎ পাণ্ডব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং মৃত্যু স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের আশা করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬

আমার মতে এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে রাজার দান-পুণ্যাদি করা উচিত। কারণ, ধর্ম্মদ্বারা ব্যাধি নাশ এবং দীর্ঘ জীবনও লাভ হইতে পারে। আর যদি তাহাও না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য স্নান-দানাদি পুণ্য কর্ম করিয়া মৃত্যু লাভ হইলে স্বর্গলাভ হইবে, অন্যথা নরকে যাইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৭-৩৮

একে ত' ব্রাহ্মণপীড়ন অন্য গুরুতর পাপ। তাহাতে আবার ঘোর ব্রহ্মশাপ ॥ ইহার মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথক্‌রূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মূঢ় জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯

হায়। এমন কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই,

ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্পোঽসৌ স্বান্নাগান্নিকটে স্থিতান্
কৃত্বা তাপসবেশাংস্তান্ প্রাহিণোৎ সুচুজ্জ্বলান্ ॥ ৪১
ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোঽথ তক্ষকঃ।
স্বরূপ কীটরূপেণ ফলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২
নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলান্যাদায় সত্বরাঃ।
তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩
রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুস্তচ্চিকীর্ষিতম্।
ঊচুস্তে ভূপতিং দ্রষ্টুং প্রাপ্তা স্মোঽদ্য তপোবনাৎ ॥ ৪৪
অভিমন্যুসুতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্।
পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈস্তথা ॥ ৪৫
নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্ মুনীন্।
কৃত্বাভিষেকান্ সাস্যামো দত্ত্বা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬
ভারতানাং কুলে ক্বাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ
ন শ্রুতং তাপসানাস্তু রাজ্ঞোঽসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭

আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ
আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িষ্যৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রব্রজামহে ॥ ৪৮

সূত উবাচ

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং তাপসানান্তু রক্ষকাঃ।
প্রত্যুচুস্তান্ দ্বিজাশ্মত্বা নিদেশং ভূপতের্যথা ॥ ৪৯
নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ।
শ্বঃ সর্ব্বতাপসৈরত্র ত্বাগন্তব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০
অনারোহস্তু প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ।
বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিদিতোঽস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ।
বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেঽথ গ্রাহয়ন্তু সুরক্ষকাঃ ॥ ৫২
তে গত্বা নৃপতিং প্রোচুস্তাপসানাগতান্ জনাঃ।
রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩
পৃচ্ছধ্বং তাপসান্ কার্য্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ।
প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪

যিনি বিধিবিহিত মৃত্যু সর্ব্বপ্রকারে অনিবার্য্য, ইহা সম্যক্‌রূপে ইহাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন ॥ ৪০

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সর্পগণকে তপস্বিবেশে কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১-৪২

অনন্তর সেই সর্পসকল ফল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে যাইয়া যে প্রাসাদে রাজা পরীক্ষিৎ আছেন, সেই প্রাসাদ-নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩

রক্ষকগণ তপস্বিগণকে তাঁহাদিগের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর সেই তপস্বিবেশধারী সর্পগণ কহিল যে, অদ্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যু-পুত্র চারুদর্শন পরীক্ষিৎকে দেখিবার জন্য অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তপোবন হইতে আসিয়াছি ॥ ৪৪-৪৫

রক্ষকগণ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আপনাকে দেখিবার জন্য অনেক মুনি আসিয়াছেন। দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৬

ভাল, ইতিপূর্ব্বে ত' কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বাররক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজদর্শনের অলাভও কখনও শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭

রক্ষকগণ! রাজা পরীক্ষিৎ যে স্থানে আছেন, আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত প্রস্থান করিব ॥ ৪৮

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! রক্ষিপুরুষসকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে দ্বিজ মনে করিয়া বলিল ॥ ৪৯

বিপ্রগণ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না, অতএব আপনারা কল্য সকালেই এই রাজগৃহে আগমন করিবেন ॥ ৫০

তপস্বিগণ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই; কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫১

অনন্তর বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, রক্ষিগণ! তোমরা যথাযথই তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছ, এক্ষণে আশীর্ব্বাদরূপ এই ফলমূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২

অনন্তর রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সমস্ত ফল-মূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে, আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্য প্রাতে যেন পুনর্ব্বার আগমন করেন ॥ ৫৩-৫৪

তে গত্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ।
রাজ্ঞে সমর্পয়ামাসুর্বহুমানপুর:সরম্ ॥ ৫৫
গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশাবৃতেষু চ।
ফলান্যাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬
সুহৃদো ভক্ষয়ন্ত্বদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশ:।
অন্যাহং চৈকমেতদ্ বৈ ফলং বিপ্রার্পিতং মহৎ ॥৫৭
ইত্যুক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা সুহৃদ্ভ্যশ্চোত্তরাসুত:।
করে কৃত্বা ফলং পক্বং দদার নৃপতি: স্বয়ম্ ॥ ৫৮
বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কৃমিরভূদণু:।
স কৃষ্ণনয়নস্তাম্রো দৃষ্টো ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯
তং দৃষ্ট্বা নৃপতি: প্রাহ সচিবান্ বিস্মিতানথ।
অস্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥৬০
অঙ্গীকরোমি তং শাপং কৃমিকো মাং দশত্বয়ম্।
এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রো গ্রীবায়াং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৬১
অস্তং যাতে দিবানাথে ধৃত: কণ্ঠেঽথ কীটক:।
তক্ষকস্তু তদা জাত: কালরূপো ভয়ানক: ॥ ৬২

রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত ফল-মূলাদি গ্রহণ করত বহু সম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥৫৫

এইরূপে সেই ব্রাহ্মণবেশধারী সর্পসকল প্রস্থান করিলে পর রাজা পরীক্ষিৎ ফলসকল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ৫৬

মন্ত্রিগণ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটি মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৭

উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তন্মধ্য হইতে নিজে একটি সুপক্ব ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮

ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল। রাজা ক্ষয়ং সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৯

অনন্তর মন্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন,—অদ্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক-বিষ হইতে ভয় নাই। অতএব সেই ব্রহ্মশাপের মান রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট আমাকে দংশন করুক। রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৬০-৬১

অনন্তর সূর্য্যদেবের অস্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল, অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষকমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেষ্টন করিয়াই দংশন করিল। মন্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬২-৬৩

রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দষ্টশ্চাপি মহীপতি:।
মন্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্দুঃশুচ:খিতা: ॥ ৬৩
ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দ্রুদ্রুবুস্তে ভয়ার্দ্দিতা:।
চুক্রুশু রক্ষকা: সর্ব্বে হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬৪
বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষ:।
নোবাচ নৃপতি: কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাসুত: ॥ ৬৫
উত্থিতাগ্নিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাৎ।
প্রজজ্বাল নৃপং ত্বাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬
হত্বাশু জীবিতং রাজ্ঞস্তক্ষকো গগনে গত:।
জগদ্দগ্ধুং কুর্ব্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭
স পপাত গতপ্রাণো রাজা দগ্ধ ইব দ্রুম:।
চুক্রুশুশ্চ জনা: সর্ব্বে মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্ ॥ ৬৮

সকলেই সেই সর্পের ভীষণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে মহা হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥ ৬৪

উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্পদ্বারা বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন, এজন্য চলিতে নড়িতে পারিলেন না ॥ ৬৫

অনন্তর সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং রাজাকে শীঘ্রই প্রজ্বলিত করিয়া প্রাণহীন করিল ॥ ৬৬

এইরূপে রাজার প্রাণহরণ করিয়া তক্ষক গগনে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে অপরাপর লোকসকল তাহাকে যেন জগৎ দগ্ধ করিতে সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭

ঋষিগণ। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত মানুষ তাঁহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৬৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিন্মরণং
নাম দশমোঽধ্যায়: ॥ ১০

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিন্মরণনামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মন্ত্রিভির্গতপ্রাণস্য রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ সংকারঃ, জনমেজয়স্য রাজ্যাভিষেকো বিবাহশ্চ, উতঙ্কেন সহ পিতৃমরণ-বিষয়ে জনমেজয়স্যালাপঃ, সর্পযজ্ঞস্যারম্ভঃ, আস্তীক-মুনিনা তস্য নিবৃত্তিশ্চ ।]

সূত উবাচ ।

গতপ্রাণন্তু রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ ।
চক্রুশ্চ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে পরলোকস্য সংক্রিয়াঃ ॥ ১
গঙ্গাতীরে দগ্ধদেহং ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্ ।
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ ॥ ২
দুর্ম্মরণে মৃতস্যাস্য চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদৈহিকীম্ ।
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্তস্য বেদমন্ত্রৈর্বিধানতঃ ॥ ৩
দদুর্দানানি বিপ্রেভ্যো গাঃ সুবর্ণং যথোচিতম্ ।
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪
সুমুহূর্ত্তে সুতং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্রিণঃ সংন্যবেশয়ন্ ॥ ৫
পৌরা জানপদা লোকাশ্চক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্ ।
জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬
ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সর্ব্বশঃ ।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭
প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ ।
যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্রাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮
ধনুর্ব্বেদং কৃপঃ পূর্ণং দদাবস্মৈ সুসংস্কৃতম্ ।
অর্জ্জুনায় যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯
সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ
ধনুর্ব্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মাত্মা পুরা ধর্ম্মসুতো যথা ॥ ১১
ততঃ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল ।
বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২
স তাং প্রাপ্যাসিতাপাঙ্গীং মুমুদে জনমেজয়ঃ
কাশিরাজসুতাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা ।
বিচিত্রবীর্য্যো মুমুদে সুভদ্রাঞ্চ যথার্জ্জুনঃ ॥ ১৩

একাদশ অধ্যায় ।

[মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক গতপ্রাণ রাজা পরীক্ষিতের সংকার, জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ ; উতঙ্কের সহিত পিতার মৃত্যুবিষয়ে আলোচনা, তাঁহার দ্বারা সর্পযজ্ঞ আরম্ভ এবং আস্তীকমুনিকর্ত্তৃক তাহার নিবৃত্তি ।

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ ! অনন্তর মন্ত্রিগণ রাজা পরীক্ষিৎকে গতাসু এবং তাহার পুত্রকে অভিশিশু দেখিয়া নিজেরাই সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন ॥ ১

প্রথমে তাঁহারা রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্ত্রক দাহ করিয়া পরে কুলপুরোহিতগণ দহনবিধি-জন্য অগুরু প্রভৃতি সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন ॥ ২

রাজার অপমৃত্যু হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসকল সমাধা করিলেন এবং তাঁহার মঙ্গল জন্য বিপ্রগণকে যথোচিত সুবর্ণ, গাভী, বহুপ্রকার ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্রসকল প্রদান করিলেন ॥ ৩-৪

অনন্তর মন্ত্রিগণ শুভলগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দ-বর্দ্ধক সেই শিশু বালকটিকে পবিত্র রাজসিংহাসনে স্থাপন করিলেন ॥ ৫

পুরবাসিগণ এই নবীন রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬

ধাত্রেয়ী সর্ব্বদাই ইঁহাকে রাজনিয়মগুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল । এইরূপে নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে লাগিলেন, তেমনিই ক্রমশঃ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭

অনন্তর একাদশবর্ষ উপস্থিত হইলে কুলপুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রীবিদ্যা প্রদান করিলেন এবং তিনি ইহাই ক্ষত্রিয়ের সময়োচিত জানিয়া আনন্দসহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জ্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সুসংস্কৃত ধনুর্ব্বেদসকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥ ৯

এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিলেন । তিনি ধনুর্ব্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন, সেইরূপ অপরবেদেরও নিগূঢ়ার্থসকল জানিতে পারিলেন ॥ ১০

এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি জনমেজয় পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

অনন্তর কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষ এই পরক্ষীৎপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা সুলক্ষণা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২

জনমেজয় সেই চারুলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া পূর্ব্বে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩

বিজহার মহীপালো বনেষূপবনেষু চ।
তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৪
প্রজাস্তস্য সুসন্তুষ্টা বভূবুঃ সুখলালিতাঃ
মন্ত্রিণঃ কর্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৫
এতস্মিন্নেব কালে তু মুনিরুত্তঙ্কনামকঃ।
তক্ষকেণ পরিক্লিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬
বৈরস্যাপচিতিং কোঽস্য প্রকুর্য্যাদিতি চিন্তয়ন্।
পরীক্ষিতসুতং মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭
কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসত্তম।
অকর্ত্তব্যং করোষ্যদ্য কর্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮
কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়ামাদ্য গতামর্ষং নিরুদ্যমম্।
অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্টাসমন্বিতম্ ॥ ১৯

জনমেজয় উবাচ।

কিং বৈরং ন ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া।
তদ্ বদ ত্বং মহাভাগ করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০

ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্মতীর সহিত নানা বন ও উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৫

প্রজাগণও যুবরাজে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

ঋষিগণ! এই সময় উত্তঙ্ক নামে কোনও মুনি তক্ষক হইতে অভিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন ব্যক্তি ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় সেই যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক বলিলেন,—মহারাজ! আপনি সময়ানুসারে কোন্‌টি কর্ত্তব্য আর কোন্‌টি অকর্ত্তব্য তাহা জানেন না। আমি দেখিতেছি, এক্ষণে যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই করিতেছেন আর যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না ॥ ১৬-১৮

মহারাজ! আপনি সন্ন্যাসীর ন্যায় কেবল ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব শত্রুতা ভুলিয়া রহিয়াছেন। ফলতঃ আপনাকে যেরূপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব? ১৯

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন,—দ্বিজবর! আমি

উত্তঙ্ক উবাচ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ দুরাত্মনা।
মন্ত্রিণস্তং সমাহূয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১

সূত উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মন্ত্রিসত্তমান্।
উচুস্তে দ্বিজশাপেন দষ্টঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২

জনমেজয় উবাচ।

শাপোঽত্র কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তস্য মুনিনা কিল।
তক্ষকস্য তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ॥ ২৩

উত্তঙ্ক উবাচ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ স নিবারিতঃ
ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতুস্তব ভূপতে ॥ ২৪
ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ভূপ দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা।
অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫

কোন বিষয়ে যাঁহার পূর্বজ্ঞতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাঁহার প্রতীকার করিতেছি না? হে মহাভাগ! আপনি তাহা বলুন; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিব ॥ ২০ ॥

ইহা শুনিয়া উত্তঙ্ক কহিলেন,—মহারাজ! দুরাত্মা তক্ষক যে আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না? এক্ষণে মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের কথা জিজ্ঞাসা করুন? ২১

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! নৃপতি জনমেজয় উত্তঙ্কের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণকে পিতৃবিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পিতা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এইজন্য তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেইজন্যই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২

জনমেজয় কহিলেন,—আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুবিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি, ইহাতে তক্ষকের কি দোষ বলুন ॥২৩

উত্তঙ্ক কহিলেন,—মহারাজ! তক্ষক যখন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য সমাগত সর্পবিদ্যাবিশারদ কশ্যপমুনিকে ধনপ্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি আপনার পিতৃহন্তা বা শত্রু নহে? ২৪

মহারাজ পূর্বকালে রুরুমুনির ভার্য্যা প্রমদ্বরা অনূঢ়াবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুরু তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া

রুরুণাপি কৃতা তত্র প্রতিজ্ঞা চাতিদারুণা।
যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্ম্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬
এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুস্তদা।
ব্যচরৎ পৃথিবীং রাজন্ নিঘ্নন্ সর্পান্ যতস্ততঃ ॥ ২৭
একদা স বনে ঘোরং ডুণ্ডুভং শ্বসাদ্বিতম্।
অপশ্যদ্দণ্ডমুদ্যম্য হন্তুং তং সমুপায়যৌ ॥ ২৮
অভ্যহন রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ডুণ্ডুভঃ।
নাপরাধ্নোমি তে বিপ্র কস্মান্মামভিহংসি বৈ ২৯

রুরুরুবাচ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দষ্টা সর্পেণ সাম্প্রতা
প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প দুঃখিতেন ময়া কৃতা ॥ ৩০

ডুণ্ডুভ উবাচ।

নাহং দশামি তেঽন্যে বৈ যে দশন্তি ভুজঙ্গমাঃ।
শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১

উত্তঙ্ক উবাচ।

শ্রুত্বা তাং মানুষীং বাণীং সর্পোক্তাং মনোহরাম্।

ছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্য এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—অদ্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব সেই সেই সর্পকেই লগুড়াদি দ্বারা বিনাশ করিব ॥ ২৫-২৬

মহারাজ! রুরু এইভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্রগ্রহণ পূর্বক যেখানে সেখানে সর্পকুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ছিলেন ॥ ২৭

অনন্তর একদিন সেই মুনি বনমধ্যে জরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটি ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিবার জন্য লগুড় উত্তোলন পূর্বক তাহার নিকটে যাইয়া রোষভরে অতিশয় প্রহার করিলেন। তখন সেই ডুণ্ডুভ তাহাকে বলিল,—ব্রাহ্মণ! আমি ত' আপনার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কি জন্য আমাকে মারিতেছেন? ২৮-২৯

রুরু বলিলেন,—সর্প! পূর্ব্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দংশনে প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ॥ ৩০

ডুণ্ডুভ কহিল,—ব্রহ্মন্! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারা ত' অন্যজাতীয়, আমি ত' কখনও দংশন করিনা, অতএব শরীর-সাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপনার উচিত হইতেছে না ॥ ৩১

উত্তঙ্ক কহিলেন,—মহারাজ! রুরু সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

রুরুঃ পপ্রচ্ছ কোঽসি ত্বং কস্মাদ্ডুণ্ডুভতাং গতঃ ॥ ৩১

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণোঽহং পুরা বিপ্র সখা মে খগমাভিধঃ।
বিপ্রো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩
স ময়া বঞ্চিতো মৌর্খ্যাৎ সর্পং কৃত্বা চ তার্ণকম্।
ভয়ঞ্চ প্রাপিতোঽত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪
তেন ভীতেন শপ্তোঽহং বিহ্বলেনাঽতিবেপিনা।
ভব সর্পো মন্দবুদ্ধে যেনাহং ধর্ষিতস্ত্বয়া ॥ ৩৫
ময়া প্রসাদিতোঽত্যর্থং সর্পেণাঽসৌ দ্বিজোত্তমঃ।
মামুবাচাথ তং ক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬
রুরুস্তে মোচিতা শাপস্যাস্য সর্প ভবিষ্যতি।
প্রমতেস্তু সুতো নূনমিতি মাং সোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৩৭
সোঽহং সর্পো রুরুত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮

সর্প! তুমি কে? কি জন্যই বা সর্পদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩২

সর্প কহিল,—বিপ্র! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন। একদিন আমি মূর্খতা-বশতঃ একটি তৃণের সর্প নির্ম্মাণ করিয়া যখন তিনি অগ্নিহোত্র-গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩-৩৪

অনন্তর তিনি এই ভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, রে মূঢ়! তুমি যেমন নির্ব্বিষ সর্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে, তেমনি তুমিও বিষহীন সর্পদেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫

অনন্তর আমি এই ডুণ্ডুভ সর্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলাম। পরে তিনিও তাদৃশ ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন,—সর্প! প্রমতিপুত্র রুরু তোমার এই শাপের মুক্তিকর্ত্তা হইবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৬-৩৭

অতএব বিপ্রবর! আমি সেই সর্প এবং আপনিও সেই রুরু। এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, সাধারণতঃ অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সার ধর্ম্ম, তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৩৮

দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা।
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র ন হিংসা বাজিকী মতা ॥ ৩৯

উত্তঙ্ক উবাচ।

সর্পযোনের্বিনির্ম্মুক্তো ব্রাহ্মণোঽসৌ রুরুস্ততঃ।
কৃত্বা তস্য চ শাপান্তং পরিত্যক্তুঞ্চ হিংসনম্ ॥ ৪০
বিবাহিতা তেন বালা মৃতা সঞ্জীবিতা পুনঃ
কদনং সর্ব্বসর্পাণাং কৃতং বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪১
ত্বন্তু বৈরং সমুৎসৃজ্য বর্ত্তসে পন্নগেষধ।
বিমন্যুর্ভরতশ্রেষ্ঠ পিতৃঘাতকরেষু বৈ ॥ ৪২
অন্তরিক্ষে ততস্তাতঃ স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ।
তস্যোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র কুরু হত্বাথ পন্নগান্ ॥ ৪৩
পিতুর্বৈরং ন জানাতি জীবন্নেব ততো হি সঃ।
দুর্গতিস্তে পিতুস্তাবদ্ যাবত্তান্ন হনিষ্যসি ॥ ৪৪
অস্বামখমিমং কৃত্বা কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম।
সর্পসত্রং মহারাজ পিতুর্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা জন্মেজয়স্তদা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতীব দুঃখিতঃ ॥ ৪৬
ধিঙ্ মামস্তু সুদুর্বুদ্ধের্বৃথামানকরস্য বৈ।
পিতা যস্য গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭
অদ্যাহং মখমারভ্য করোম্যপচিতিং পিতুঃ।
হত্বা সর্পানসন্দিগ্ধো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ রাজা বচনমব্রবীৎ।
কুর্ব্বন্তু যজ্ঞসম্ভারং যথার্হং মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৪৯
গঙ্গাতীরে শুভাংভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
কুর্ব্বন্তু মণ্ডপং স্বস্থাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০
বেদী যজ্ঞস্য কর্ত্তব্যা মমাদ্য সচিবাঃ খলু।
তদন্তে বিধেয়ো বৈ সর্পসত্রঃ সুবিস্তরঃ ॥ ৫১
তক্ষকস্তু পশুস্তত্র হোতোত্তঙ্কো মহামুনিঃ।
শীঘ্রমাহূয়তাং বিপ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ৫২

সূত উবাচ।

মন্ত্রিণস্তু তদা চক্রুর্ভূপবাক্যৈর্ব্বিচক্ষণাঃ।
যজ্ঞস্য সর্ব্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞস্য বিস্তৃতাম্ ॥ ৫৩

তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসাও উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন, অতএব যজ্ঞ ভিন্ন সর্ব্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৯

উত্তঙ্ক কহিলেন,—মহারাজ। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং রুরুও তাহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ। দেখুন, রুরু সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূর্ব্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা স্মরণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু হে ভারতশ্রেষ্ঠ! আপনি মন্যুবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪০-৪২

মহারাজ। আপনার পিতা স্নানদানবর্জ্জিত হইয়া শূন্যস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন ॥ ৪৩

দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ না করে, সে জীবিত থাকিলেও মৃতস্বরূপ। অধিক আর কি বলিব, যতদিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ করিবেন, ততদিন আপনার পিতার দুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪

মহারাজ। আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অশ্বমেধযজ্ঞস্থলে (নবরাত্রোৎসব) সর্পযজ্ঞ করুন ॥ ৪৫

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় উত্তঙ্কের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন আমার ধিক্! আমি অতিশয় নির্ব্বোধ। আমি বৃথা অভিমান করি, যাহার পিতা সর্প-দংশনে ঘোর দুর্গতি পাইয়াছে, তাহার আবার অভিমান কি? ৪৬-৪৭

এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার শত্রুতার প্রতিশোধ লইয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিব ॥ ৪৮

অনন্তর মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—মন্ত্রিগণ। শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণসকল প্রস্তুত কর ॥ ৪৯

শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক একটি মনোহর শতস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটি বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর। মন্ত্রিগণ। এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে অতিশয় বিস্তৃত সর্পযজ্ঞ করিব ॥ ৫০-৫১

মন্ত্রিগণ। এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তঙ্ক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞের পশু হইবে। তোমরা শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৫২

ঋষিগণ। অনন্তর কার্য্যাধ্যক্ষ মন্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের

হবনে বর্ত্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ
ইন্দ্রং প্রতি ভয়ার্ত্তোঽহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪
ভয়ভীতং সমাশ্বাস্য স্বাসনে সন্নিবেশ্য চ
দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ ॥ ৫৫
তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দত্তাভয়ং তথা
উত্তঙ্কোঽহ্বয়দুদ্বিগ্নঃ সেন্দ্রং কৃত্বা নিমন্ত্রণম্ ॥ ৫৬
স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ।
আস্তীকো নাম ধর্ম্মাত্মা জরৎকারুসুতো মুনিঃ ॥৫৭
তত্রাগত্য মুনের্বালস্তুষ্টাব জনমেজয়ম্
রাজা তমর্চয়ামাস দৃষ্ট্বা বালং সুপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮
অর্চ্চয়িত্বা নৃপস্তত্র ছন্দয়ামাস বাগ্ভিতঃ
স তু বব্রে মহাভাগ যজ্ঞোঽয়ং বিরমত্বিতি ॥ ৫৯
সত্যবদ্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা
হোমং নিবর্ত্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০

এইরূপ আদেশ পাইয়া যজ্ঞের জন্য অতি বিস্তৃত বেদী এবং অন্যান্য উপকরণসকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩

পরে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্পসকল আহূত হইয়া জ্বলন্ত হুতাশনমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—দেবরাজ! আমায় রক্ষা করুন, সর্পযজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥ ৫৪

ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং 'সর্প! ভয় নাই, তুমি নির্ভয় হও' বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫

মুনিবর উত্তঙ্ক তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমতঃ উদ্বিগ্ন হইলেন, পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আহ্বান করিলেন ॥ ৫৬

এই সময় তক্ষক নিরুপায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরৎকারু মুনির পুত্র ধর্ম্মাত্মা আস্তীককে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৭

সেই মুনিপুত্র আস্তীক এই সময় সেইস্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। রাজাও বালকটিকে সুপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৫৮

তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া রাজা বলিলেন—আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। রাজার

ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ।
শ্রুত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শান্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১
ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শান্তিঃ কথং ভবেৎ।
মনোঽতিদহ্যতে কামং কিং করোমি বদস্ব মে ॥ ৬২
পিতা মে দুর্ভগস্যৈবং মৃতঃ পার্থসুতাত্মজঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং মহাভাগ সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩
রণে বা মরণং ব্যাস গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্।
মরণং ন পিতুর্মেঽভূদন্তরিক্ষে মৃতোঽবশঃ ॥ ৬৪
শান্ত্যপায়ং বদস্বাত্র ত্বঞ্চ সত্যবতীসুতঃ
যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এই কথা শুনিয়া আস্তীক বলিলেন,—মহাভাগ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই, এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৯

মহারাজ জনমেজয় একে'ত প্রথমে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ আস্তীক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্য সর্পাহুতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০

অনন্তর বৈশম্পায়ন চিত্তশুদ্ধির জন্য তাঁহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন। রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে কি করি, কি হইলেই বা শান্তিলাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১-৬২

হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! আমার পিতা অর্জ্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবনত্যাগ করিয়াছেন। মুনিবর! ক্ষত্রিয়গণের সামান্যই হউক আর বিষম সংগ্রামেই হউক একমাত্র সমরাঙ্গণে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যদি তাহা না হয়, তবে গৃহেতে বিধি পূর্ব্বক মৃত্যুই ভাল। কিন্তু হায়! আমার পিতার ইহার কিছুই হয় নাই, তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন ॥ ৬৩-৬৪

হে সত্যবতীনন্দন! এক্ষণে এ বিষয়ের শান্তির উপায় কি বলুন। যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫

স্কন্ধে সর্পযজ্ঞের বিবরণ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবেন শ্রীদেবীভাগবতস্য মাহাত্ম্যকথনম্, ব্যাসসমীপে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, ব্যাসদেবেন আস্তীক-মুনের্জন্মনঃ কারণবর্ণনপ্রসঙ্গেন কদ্রু-বিনতয়োঃ সময়বর্ণনম্, বিনতায়া দাসত্বকথনম্, গরুড়েন স্বমাতুর্দাসত্ব-মোচনম্, জরুৎকারুমুনেবিবরণম্, আস্তীকমুনেরুৎপত্তিশ্চ]

সূত উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিং তম্ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্ভুতম্।
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২
অধ্যাপিতং ময়া পূর্ব্বং শুকায়াত্মসুতায় বৈ।
শ্রাবয়ামি নৃপ ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩
ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল।
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

আস্তীকোঽয়ং মুনিঃ কস্য বিপ্রার্থং কথমাগতঃ
প্রয়োজনং কিমত্রাসা সর্পাণাং রক্ষণে প্রভো ॥ ৫
কথয়ৈতন্মহাভাগ বিস্তরেণ কথানকম্।
পুরাণঞ্চ তথা সর্ব্বং বিস্তরাদ্ বদ সুব্রত ॥ ৬

ব্যাস উবাচ।

জরৎকারুমুনিঃ শান্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্।
তেন দৃষ্টা বনে গর্ত্তে লম্বমানাঃ স্বপূর্ব্বজাঃ। ৭
ততস্তমাহুঃ কুরু পুত্রদারান্
যথা চ নঃ স্যাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ।
স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা
বয়ং সদাচারযুতে সুতে বৈ ॥ ৮
স তানুবাচাথ লভে সনানাময়াচিতাং চাভিবশানুগাঞ্চ।
তদা গৃহারম্ভমহং করোমি ব্রবীমি তথ্যং মম পূর্ব্বজা বৈ ॥ ৯

দ্বাদশ অধ্যায়।

[বেদব্যাস কর্ত্তৃক শ্রীদেবীভাগবত মাহাত্ম্যকথন, ব্যাসের নিকট জনমেজয়ের প্রশ্ন, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক আস্তীকমুনির জন্মের কারণ বর্ণনপ্রসঙ্গে কদ্রু-বিনতার শপথ বর্ণন, বিনতার দাসত্ব কথন, গরুড় কর্ত্তৃক নিজ মাতাকে দাসত্ব হইতে মোচন, জরৎকারু মুনির বিবরণ এবং আস্তীকমুনির উৎপত্তি।]

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

মহারাজ! আমি তোমায় অত্যদ্ভুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ভাগবত গূঢ়তত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যানসকল বর্ণিত আছে। ২

রাজন্! ইহাকেই আমার পরমরহস্য বলিয়া জানিবে, পূর্ব্বে আমি ইহা নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি। ৩

ইহা সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, এজন্য এই কল্যাণকর, সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রবণ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই। ৪

জনমেজয় কহিলেন,—প্রভো! এই আস্তীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনই বা যজ্ঞ-ব্যাঘাত করিতে এস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সর্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটি বিস্তররূপে বর্ণন করিয়া পরে সমস্ত পুরাণখানি বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা। ৫-৬

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—পূর্ব্বে জরৎকারু নামে কোনও ঋষি নিরন্তর তপস্যারত থাকিয়া অতিশয় শান্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কদাপি দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটি গর্ত্তমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনোন্মুখ হইতেছেন। ৭

(ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন) তাঁহারা বলিলেন,—জরৎকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দার পরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর, তাহা হইলেই আমাদিগের পরম তৃপ্তিলাভ হইবে। দেখ, যদি তোমার একটি সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব। ৮

অনন্তর জরৎকারু ঋষি তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে পূর্ব্বপুরুষগণ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি যে, যদি আমি একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশ-নাম্নী কোনও কন্যা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব। ৯

ইত্যুক্ত্বা তান্ জরৎকারুর্গতস্তীর্থান্ প্রতি দ্বিজঃ।
তদৈব পন্নগাঃ শপ্তা মাত্রাগ্নৌ নিপতন্তিতি ॥ ১০

কশ্যপস্য মুনেঃ পত্ন্যৌ কদ্রুশ্চ বিনতা তথা।
দৃষ্ট্বাদিত্যরথে চাশ্বমুচতুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১১

তাং দৃষ্ট্বা চ তদা কদ্রূর্বিনতামিদমব্রবীৎ
কিং বর্ণোঽয়ং হয়ো ভদ্রে সত্যং প্রব্রূহি মাচিরম্ ॥ ১২

বিনতোবাচ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোঽয়ং কিং বা ত্বং মন্যসে শুভে।
ব্রূহি বর্ণং ত্বমপ্যস্য ততস্তু বিপণাবহে ॥ ১৩

কদ্রূরুবাচ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্যে হয়মেনং শুচিস্মিতে।
এহি সার্দ্ধং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি ॥ ১৪

সূত উবাচ।

কদ্রুশ্চ স্বসুতানাহ সর্পান্ সর্ব্বান্ বশে স্থিতান্।
বালান্ শ্যামান্ প্রকুর্ব্বন্তু যাবতোঽশ্বশরীরকে ॥ ১৫

নেতি কেচন তত্রাহুস্তানপাসো শশাপ হ।
জন্মেজয়স্য যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ হুতাশনম্ ॥ ১৬
অন্যে চক্রুর্হয়ং সর্পাঃ কর্ব্বুরং বর্ণভোগকৈঃ।
বেষ্টয়িত্বাস্য পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭
ভগিন্যৌ চ সুসংযুক্তে গত্বা দদৃশতুর্হয়ম্।
কর্ব্বুরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদুঃখিতা ॥ ১৮
তদাজগাম গরুড়ঃ সুতস্তস্যা মহাবলঃ
স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯
মাতঃ কথং সুদীনাসি রুদিতেব বিভাসি মে।
জীবমানে ময়ি সুতে তপান্তে রবিসারথৌ ॥ ২০
দুঃখিতাসি ততো ধিক্ মাং ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে।
কিং জাতেন সুতেনাথ যদি মাতা সুদুঃখিতা।
শংস মে কারণং মাতঃ করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১

বিনতোবাচ

সপত্ন্যা দাস্যহং পুত্র কিং ব্রবীমি বৃথা কৃতা।
বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা সুত ॥ ২২

ঋষিগণ। সেই দ্বিজ জরৎকারু পূর্ব্ব পুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থযাত্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। এদিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ তাহাদের মাতা কদ্রু কর্ত্তৃক "অগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হও" এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল। ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কশ্যপ ঋষির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পত্নী একদিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১

প্রথমতঃ কদ্রু সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন,—অয়ি কল্যাণি! এই ঘোটকের কিরূপ বর্ণ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২

বিনতা বলিলেন,—এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই শুক্লবর্ণ, ভদ্রে! তুমি ইহাকে কিরূপে বিবেচনা কর? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি? আইস এক্ষণে এ বিষয়ে আমার একটা পণ করি ॥ ১৩

কদ্রু বলিলেন,—ভগিনি! তুমি অমূলকভাবে মন্দহাস্য করিতেছ বটে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি। রুষ্ট হইও না, আমার সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, এ বিষয়ে পরাস্ত হইবে, সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৪

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! কদ্রু বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অনুরক্ত নিজ পুত্র সর্পগণকে বলিলেন,—পুত্রগণ? তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫

তন্মধ্যে কেহ কেহ সর্পগণ ইহা অস্বীকার করায় "জনমেজয়ের যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশ কর" ইহা বলিয়া মাতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইল ॥ ১৬

আবার অনেক সর্পগণ মাতার হিতকামনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বের পুচ্ছ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিল ॥ ১৭

পরে কদ্রু ও বিনতা উভয়ে অশ্বকে দেখিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ অশ্বকে দেখিয়া বিনতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন ॥ ১৮

এই সময় তাঁহার পুত্র গরুড় সেস্থানে আসিলেন। বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল সর্পভোজী গরুড় মাতাকে দীনবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯

মাতঃ! আপনি এত বিষণ্ণভাবে রহিয়াছেন কেন? আমার বোধ হয়, আপনি যেন রোদন করিতেছেন। জননি! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা হইয়াছেন, আমাদিগকে ধিক্! আমাদের জীবনকেও ধিক্ ॥ যদি পুত্র থাকিতে মাতা দুঃখিতা হন, তবে সেরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল? জননি! আপনার দুঃখের কারণ বলুন। আমি আপনার দুঃখ নাশ করিব ॥ ২০-২১

বিনতা কহিলেন,—পুত্র! আমি ছলক্রমে সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা

গরুড় উবাচ।

বহ্নিস্থোঽহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুকা।
মা শোকং কুরু কল্যাণি নিশ্চিন্তাং ত্বাং করোম্যহম্ ॥২৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা গতা পার্শ্বং কদ্রূশ্চ বিনতা তদা ॥২৪
দাসীভাবমপাকর্ত্তুং গরুড়োঽপি মহাবলঃ।
উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিদ্ধৈঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫
গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ ব্রূহি মাতর্নমোঽস্তু তে।
কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬

কদ্রূরুবাচ।

অমৃতং দেবলোকাত্ত্বং বলাদানীয় মে সুতান্।
সমর্পয় সুতাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রমিন্দ্রলোকং মহাবলঃ।
কৃত্বা যুদ্ধং জহারাশু সুধাকুম্ভং খগোত্তমঃ ॥ ২৮

সমানীয়ামৃতং মাত্রে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ।
মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯
অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্থাতুং সর্পা যদা গতাঃ।
দাসীভাবাদ্ বিনির্মুক্তা বিনতা বিপত্তের্বলাৎ ॥ ৩০
তত্রাস্তীর্ণাঃ কুশাস্তৈস্তু লীঢাঃ পন্নগনায়কৈঃ।
দ্বিজিহ্বাস্তে সুসম্পন্নাঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১
মাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাসুকিপ্রমুখাঃ শুচা।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২
তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকারুর্মহামুনিঃ।
বাসুকের্ভগিনীং তস্মৈ অর্পয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩
তস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।
আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্।
বনং গত্বা সুতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫

কি বলিব? বিশেষতঃ অদ্য সেই সপত্নী সগর্ব্বে বলিল,—বিনতে! এক্ষণে তুমি আমার স্কন্ধে করিয়া বহন কর। বৎস! সপত্নী কদ্রূর ঈদৃশ গর্ব্বিত আদেশে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি।২২

গরুড় বলিলেন,—কল্যাণময়ী মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না, আমি আপনার ভাবনা দূর করিব। আপনার সেই সপত্নী যেস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব। ২৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কদ্রূর নিকটে গমন করিলেন এবং সেই মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্তির জন্য পুত্রগণের সহিত কদ্রূকে বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইলেন। ২৪-২৫

সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া গরুড় বিমাতাকে বলিলেন,—মাতঃ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। এক্ষণে বলুন, কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। ২৬

কদ্রূ কহিলেন,—পুত্র! অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন করিয়া আমার সন্তানগণকে প্রদান কর এবং তোমার পরাধীনা জননীকে বিমুক্ত কর। ২৭

মহারাজ! সেই মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় এইরূপে বিমাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুম্ভ হরণ করিলেন। ২৮

গরুড় সেই কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতা কদ্রূর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত নিঃসংশয়ে মুক্ত করিলেন। ২৯

এদিকে সর্পগণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্য যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল, অমনি ইন্দ্র আসিয়া সেই অমৃতকুম্ভ লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ৩০

অনন্তর সর্পগণ আসিয়া অমৃতকুম্ভ অপহৃত দেখিয়া যেস্থানে কুম্ভ ছিল, সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশসকল চাটিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে সকলেই কুশাগ্রের ধার দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা হইয়া দ্বিজিহ্ব হইয়া গেলেন। ৩১

এদিকে বাসুকি প্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপন্ন ভয়ের কথা জানাইলেন। ৩২

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মহর্ষি জরৎকারুর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকারু নাম্নী বাসুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। ৩৩

এই বাসুকির ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে-ই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটি এই ভূমণ্ডলমধ্যে আস্তীকনামে বিখ্যাত হইবে। ৩৪

বাসুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন করত

সনাম্নাং তাং মুনির্জ্ঞাত্বা জরৎকারুরুবাচ তম্ ।
অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাস্তদা ত্বাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬
বাগ্‌বন্ধং তাদৃশং কৃত্বা মুনির্জগ্রাহ তাং স্বয়ম্ ।
দত্ত্বা চ বাসুকিঃ কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭
কৃত্বা পর্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুর্মহাবনে ।
তয়া সহ সুখং প্রাপ রমমাণঃ পরন্তপ ॥ ৩৮
একদা ভোজনং কৃত্বা সুপ্তোঽসৌ মুনিসত্তমঃ ।
ভগিনী বাসুকেস্তত্র সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯
ন সম্বোধয়িতব্যোঽহং ত্বয়া কান্তে কথঞ্চন ।
ইত্যুক্ত্বা তু গতো নিদ্রাং মুনিস্তাং সুদতীং তদা ॥ ৪০
রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ।
কিং করোমি ন মে শান্তিস্ত্যজেন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥৪১
ধর্ম্মলোপভয়াদ্ভীতা জরৎকারুরচিন্তয়ৎ ।
নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেনং সন্ধ্যাকালো বৃথা ব্রজেৎ ॥৪২
ধর্ম্মনাশাদ্ বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্ ।
ধর্ম্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ ।
সন্ধ্যাকালোঽপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সুব্রত ॥ ৪৪
উত্থিতোঽসৌ মুনিঃ কোপাত্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্ ।
ত্বন্তু ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫
বেপমানাব্রবীদ্ বাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা ।
ভ্রাত্রা দত্তা যদর্থং তৎ কথং স্যাদমিতপ্রভ ॥ ৪৬
মুনিঃ প্রাহ জরৎকারুং তদস্তীতি নিরাকুলঃ ।
গতা সা মুনিনা ত্যক্তা বাসুকেঃ সদনং তদা ॥ ৪৭
পৃষ্টা ভ্রাতাব্রবীদ্ বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা ।
অস্তীত্যুক্ত্বা চ হিত্বা মাং গতোঽসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮

সেই জরৎকারু ঋষির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজ ভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫

জরৎকারু প্রথমে তাহাকে সনাম্নী জানিয়া পরে বাসুকিকে বলিলেন যে, যখন তোমার এই ভগিনী আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে, তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬

সেই মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাসুকিও ভগিনীকে প্রদান করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭

মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাসুকির ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিপিনে কুটীর নির্ম্মাণ করত তাহার সহিত পরম আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া বাসুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—কান্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক, তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ করিও না ; এই মত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই মনোহর দন্তশোভিতা সুন্দরী বাসুকি-ভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৪০

এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে গমনোন্মুখ হইলেন। এক্ষণে আমি কি করি, ইঁহাকে জাগরিত না করিতে পারিলে আমার শান্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৪১

কিন্তু যদি জাগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন, আর যদি ইঁহাকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। অতএব ধর্ম্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর, কারণ মনুষ্যের ধর্ম্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪২-৪৩

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাসুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া 'হে সুব্রত ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি গাত্রোত্থান করুন' এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করিলেন ॥ ৪৪

পরে মুনি জরৎকারু গাত্রোত্থান করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক বাসুকিভগিনীকে বলিলেন, যেহেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫

মহর্ষি জরৎকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাসুকি-ভগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ, তাহা অতুলনীয় ; কিন্তু ভ্রাতা আমায় যেজন্য আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ? ৪৬

এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন,—তোমার ভ্রাতা সর্পকুলের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেরূপ পুত্রের ইচ্ছা করেন, তাহা তোমার গর্ভেই আছে, এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাসুকিভগিনীও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭

অনন্তর তাঁহার ভ্রাতা বাসুকি তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর "সন্তান গর্ভে আছে" এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮

বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য সত্যবাগ্ মুনিরিত্যুত ।
বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯
ততঃ কালেন কিয়তা জাতোঽসৌ মুনিবালকঃ ।
আস্তীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম ॥ ৫০
তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্থিবসত্তম ।
মাতৃপক্ষস্য রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাত্মনা ॥ ৫১
ভব্যং কৃতং মহারাজ মানিতোঽয়ং ত্বয়া মুনিঃ ।
যাযাবরকুলোৎপন্নো বাসুকের্ভগিনীসুতঃ ॥ ৫২
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো ! ভারতং সকলং শ্রুতম্ ।
দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তদা ॥ ৫৩
কৃতেন সুকৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গতিং গতঃ
পাবিতং ন কুলং কৃৎস্নং ত্বয়া ভূপতিসত্তম ॥ ৫৪
দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ ।
যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্যাজ্জনমেজয় ॥ ৫৫
পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা ।
কুলবৃদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ সুস্থিরং সদা ॥ ৫৬
দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম ।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭
ত্বামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্ ।
সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমান্বিতাম্ ॥ ৫৮
ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাদ্ বিদ্যতে ভুবি ।
নারাধ্যা বিদ্যতে রাজন্ দেবীপাদাম্বুজাদৃতে ॥ ৫৯
তে সভাগ্যা কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম ।
যেষাং চিত্তে সদা দেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০
সুদুঃখিতাস্তে দৃশ্যন্তে ভুবি ভারত ভারতে ।
নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাম্বিকা ॥ ৬১
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে যদারাধনতৎপরাঃ ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা রাজংস্ত্বাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
ভগবত্যা সমাখ্যাতং বিষ্ণবে যদ্যুত্তমম্ ॥ ৬৩

বাসুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভগিনীকেই বিপদ-নাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯

কুরুসত্তম ! অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৫০

ভূপতিশ্রেষ্ঠ ! সেই আত্মদর্শী মুনি আস্তীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষার জন্যই তোমাকে সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১

মহারাজ ! এক্ষণে তুমি এই যাযাবরকুলোৎপন্ন বাসুকিভগিনীপুত্র আস্তীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥৫২

হে মহাবাহো ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইতিপূর্ব্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু ধন দান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য, কিন্তু মহারাজ ! এই বিহিত সুকৃতবলেও তোমার পিতা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ কুলকেও পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩-৫৪

অতএব হে জনমেজয় ! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবী মহাশক্তির অর্চ্চনার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর ; তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥৫৫

সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিতা হইলে কুলের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্ব্বদা সুস্থিরে রাখেন, অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ করে, তৎ সমস্তই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬

মহারাজ ! তুমি এক্ষণে বিধিপূর্ব্বক দেবী ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্যপরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ কর ॥ ৫৭

রাজন্ ! সংসারসমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম পবিত্রকর অথচ নানারসসমন্বিত এই দিব্য পুরাণ কথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮

মহারাজ ! ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য নাই এবং দেবীপাদ-পদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯

নৃপবর ! যাহাদিগের প্রেমপূর্ণহৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহলোকে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই ভাগ্যবান্ ও যথার্থ বুদ্ধিমান্ ॥৬০

ভারতসত্তম ! এই ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মনুষ্য সেই মহামায়া অম্বিকাকে আরাধনা করিল না ; এই পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ॥৬১

রাজন্ ! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তখন্ এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহার আরাধনা করিবে না ? ৬২

অতএব যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ ভাগবতপুরাণ নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বোত্তম শ্রীমদ্ ভাগবত পূর্ব্বে ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥৬৩

তেন শ্রুতেন তে রাজংশ্চিত্তশান্তির্ভবিষ্যতি
পিতৃণাঞ্চাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ পুরাণশ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ৬৪
দ্বাবিংশত্যধিকসংখ্যৈঃ পদ্যৈঃ সপ্তশতৈঃ শুভৈঃ।
শ্রীমদ্ব্যাসমুখোদ্গীতৈর্দ্বাদশস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে আস্তীকজন্মকথনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২
সম্পূর্ণোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ ॥

মহারাজ! এই ভাগবতপুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শান্তি হইবে এবং এই পুরাণ শ্রবণফলে তোমার পিতারও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। ৬৪

শ্রীমদ্ ব্যাসদেবের মুখনিঃসৃত শুভ সাত শত বাইশটি শ্লোকের দ্বারা এই দ্বাদশস্কন্ধ কথিত হইয়াছে।

শ্রীদেবীমহাভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী দ্বিতীয় স্কন্ধে আস্তীক-জন্ম কথননামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় স্কন্ধ সম্পূর্ণ।

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবসমীপে জনমেজয়স্য 'অম্বা' যজ্ঞবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, তদুত্তররূপেণ ব্যাসদেবেনাপি নারদসমীপে তথাবিধপ্রশ্ন-করণস্যোল্লেখশ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্ ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমম্বাভিধং মহৎ।
সা কা কথং সমুৎপন্না কৃত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১
কীদৃশশ্চ মখস্তস্যাঃ স্বরূপং কীদৃশং তথা।
বিধানং বিধিবদ্ ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ॥ ২
ব্রহ্মাণ্ডস্য তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা।
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মন্নখিলং বেৎসি ভূস্থর ॥ ৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা ময়া শ্রুতাঃ।
সৃষ্টি-পালন-সংহারকারকাঃ সগুণাত্মকাঃ ॥ ৪
স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য বদস্ব মে।
আহোস্বিৎ পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫
মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ।
আধিভূতাদিভির্যুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬
কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ।
কথং তে বৈ সমুৎপন্নাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭
হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমন্বিতাঃ।
সপ্তধাতুময়স্তেষাং দেহাঃ কিং বান্যথা মুনে ॥ ৮
কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈর্গুণৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা।
ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমায়ুষস্তথা ॥ ৯
নিবাসস্থানমপ্যেষাং বিভূতিঞ্চ বদস্ব মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্ বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

দুর্গমঃ প্রশ্নভারোঽয়ং কৃতো রাজংস্ত্বয়াধুনা।
ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে ॥ ১১

তৃতীয় স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের নিকট জনমেজয়ের অম্বা-যজ্ঞবিষয়ক প্রশ্ন এবং তাহার উত্তররূপে ব্যাসদেব কর্তৃক নারদের নিকট সেইরূপ প্রশ্ন-করণেরই উল্লেখ।]

জনমেজয় কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যে অম্বানামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন, সেই অম্বা কে? কি নিমিত্ত কোন্ সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তাঁহার স্বরূপ কেমন? তাঁর অর্চ্চনাই বা কি? দয়াসাগর! এই বিশ্ব সংসারে এমন কোনও বিষয় নাই, যাহা আপনার অবিদিত আছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই বিষয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানবিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১-২

সেই সঙ্গে এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বলুন। ব্রহ্মন্! এই ভূলোকমধ্যে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, অতএব আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা ত' অতি সামান্য কথা, বস্তুতঃ আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩

হে পরাশরকুলতিলক গুরো! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হন; ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্মাত্রয় কি স্বতন্ত্র? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন মাত্র? সম্প্রতি এই বিষয়টি শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ৪-৫

সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ন্যায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সচ্চিদানন্দস্বরূপ? অথবা তাঁহারা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন কিনা?

ফলতঃ সেই মহাবল পরাক্রান্ত দেবত্রয় সর্ব্বসংহারক কালের অধীন কিনা এবং তাঁহাদের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে। মহর্ষে! তাঁহারা কি আমাদের মত হর্ষ-শোকের এবং নিদ্রা-আলস্যের বশীভূত? অথবা তাঁহাদিগের দেহ অস্থি-মাংসাদি সপ্ত ধাতুময়, কিংবা অন্য প্রকার? ৬-৮

যদি তাঁহাদের দেহ পঞ্চভূত-জাত না হয়, তবে তাহা কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সকলই বা কোন্ অনির্ব্বচনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইয়াছে? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রাকৃত দেহে বিষয়সম্ভোগই বা কি প্রকার? এবং তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবনকালই বা কতদিন? ৯

ব্রহ্মন্! সেই সুরোত্তমত্রয়ের বাসস্থানই বা কোথায় এবং তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যশক্তিই বা কিরূপ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আমার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০

বেদব্যাস বলিলেন,—মহামতে রাজন্! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেননা অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা সাধারণ

এতদেব ময়া পূর্ব্বং পৃষ্টোঽসৌ নারদো মুনিঃ।
বিস্মিতঃ প্রত্যুবাচেদমুত্থিতঃ শৃণু ভূপতে ॥ ১১
কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্
অপশ্যং নারদং শান্তং সর্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বাঽহং মুদিতো গত্বা পাদয়োরপতন্মুনেঃ।
তেনাজ্ঞপ্তঃ সমীপেঽস্য সংবিষ্টশ্চ বরাসনে ॥ ১৪
শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ সুতম্।
নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জ্জনে শুষ্কবালুকে ॥ ১৫
মুনেঽস্তিবিততস্যাস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য মহামতে
কঃ কর্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তন্মে ব্রূহি বিধানতঃ ॥ ১৬
কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম।
অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষ দ্বিজোত্তম ॥ ১৭
এককর্ত্তৃকমেতদ্ বা বহুকর্ত্তৃকমন্যথা।
অকর্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্যাদ্ বিরোধোঽয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮
ইতি সন্দেহ-সন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা।
বিকল্পকোটীঃ কুর্ব্বাণং সংসারেঽস্মিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯
ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিন্মত্বা কারণ-কারণম্।
সদা শিবং মহাদেবং প্রলয়োৎপত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ২০
আত্মারামং সুরেশঞ্চ ত্রিগুণং নির্ম্মলং হরম্।
সংসারতারকং নিত্যং সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারণম্ ॥ ২১
অন্যে বিষ্ণুং স্তুবন্ত্যেনং সর্ব্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্।
পরমাত্মানমব্যক্তং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥ ২২
ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্ব্বাদিং সর্ব্বতোমুখম্।
ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরিম্ ॥ ২৩
ধাতারঞ্চ তথা চান্যে ব্রুবন্তি সৃষ্টিকারণম্
তমেব সর্ব্ববেত্তারং সর্ব্বভূতপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ২৪

জীবের প্রায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্ম্মের অধীন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১

পূর্ব্বে কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার নিকটে প্রায় তোমারই প্রশ্নসকলের মত কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম। দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্নশ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তির প্রভাবে যথাবিহিত উত্তর-প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের সেই গুরুশিষ্যসংঘটিত প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গ বর্ণন করিব; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কাল-ত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ নারদ জাহ্নবীতটে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুরুদেব মৌনাবলম্বনে থাকিলেও আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম, পরে তাঁহার আদেশক্রমে সমীপস্থ একটি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। অনন্তর সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশলবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরস্থ শুষ্ক বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভগবন্! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা কে? আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন ॥ ১৩-১৬

মুনিসত্তম! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ বা অনিত্য? আর এক কথা এই, ইহার কর্ত্তা এক জন না বহু? ফলতঃ কর্ত্তা অবশ্যই আছে; তাহার কারণ, কর্ত্তা না থাকিলে যে কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে। গুরুদেব! এই সুবিস্তীর্ণ সংসারবিষয়ে যে সমস্ত অনেক বিকল্প অর্থাৎ কূট সংশয় ছিল, সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরদানে ভীষণ সন্দেহসাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥ ১৭-১৯

আর একটি আশ্চর্য্য, অনেক পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্ব্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীবনিস্তারের হেতুভূত, তিনিই উৎপত্তি-প্রলয়বর্জ্জিত, সদা মঙ্গলময়, আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। তিনি সর্ব্বপাপবিরহিত, ভক্তজনের পাপহারী এবং সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০-২১

আবার কোন কোন পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যে, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা, সকলের প্রভু ও আদিপুরুষ; সেই হরিই জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বতোমুখ এবং ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা ॥ ২২-২৩

কেহ কেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্ব্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির কারণ, সুতরাং তিনিই এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের প্রবর্ত্তক সর্ব্বজ্ঞ।

চতুর্মুখং সুরেশানং নাভিপদ্মভবং বিভুম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫
দিনেশং প্রবদন্ত্যন্যে সর্ব্বেশং বেদবাদিনঃ।
স্তবন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতন্দ্রিতাঃ ॥ ২৬
যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্।
সহস্রাক্ষং দেবদেবং সর্ব্বেষাং প্রভুমুত্তমম্ ॥ ২৭
যজ্ঞাধীশং সুরাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্।
যজ্ঞানাঞ্চৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮
বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনং তথা।
যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথাপরে ॥ ২৯
হেরম্বং গজবক্ত্রঞ্চ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকম্।
স্মরণাৎ সিদ্ধিদং কার্য্যং কামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০
ভবানীং কেচনাচার্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্

আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মৈকতাসমাপন্নাং সৃষ্টিস্থিতান্তকারিণীম্।
মাতরং সর্ব্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২
অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্ব্বজন্তুষু।
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং নির্গুণাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩
বৈষ্ণবীং শাম্ভবীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীং তথা।
বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাদ্ভুতাম্ ॥ ৩৪
বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্।
সর্ব্বদুঃখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাৎ সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৩৫
মোক্ষদাঞ্চ মুমুক্ষূণাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্।
ত্রিগুণাতীতরূপাঞ্চ গুণবিস্তারকারিকাম্ ॥ ৩৬
নির্গুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ।
নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নির্গুণং কিল ॥ ৩৭

ব্রহ্মাই পরম কারণস্বরূপ কোন অনির্বচনীয় অব্যক্তঅখণ্ডশক্তির নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা-মাতা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বসতি সর্বলোকোপরি সত্যলোকে, অতএব তিনিই লোকসমূহের উৎপাদয়িতা এবং দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪-২৫

আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতি সূর্য্যকেই সর্বেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অতএব তাঁহারা সায়ং ও প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে অতন্দ্রিতভাবে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্বক তাঁহারই স্তুতিগান করিয়া থাকেন ॥ ২৬

কোন কোন ঋষি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্বক দেবরাজ বাসবের অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা এইকথা বলেন যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ। তিনি এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সকল জীবের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ। তিনিই সর্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত, তিনি সহস্রলোচন, সমস্ত দেবের অধীশ্বর, অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব যজ্ঞের আরাধ্য ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞসকলের ভোক্তা ॥ ২৭-২৮

এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হুতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্ব্বধনের অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্মৃতিশাস্ত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং যিনি স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরপার গত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হন ॥ ২৯-৩০

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপিণী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের জননী, জন্মমৃত্যুবিরহিতা এবং যিনি এই অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপিয়া সর্বপ্রাণীতে অবস্থান করিতেছেন সেই সগুণ-নির্গুণরূপা পরমমঙ্গলময়ী সর্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদিমায়া ভবানীই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অখিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্বতোভাবে সর্বজীবের আরাধ্যা ॥ ৩১-৩৩

সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী; শঙ্করমোহিনী, বাসবী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্ভুতা। বেদমাতা প্রভৃতি অখণ্ডমূর্তি ধারণ করেন, বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসারমহীরুহের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা, তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেই ভক্তজনের অনন্তদুঃখরাশি ধ্বংস করিয়া সর্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪-৩৫

পরন্তু, যাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থিব বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গ ভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনাসকল জাজ্বল্যমানরূপে নিহিত থাকে, তিনি তাদৃশ দুর্বল প্রকৃতি সকাম সাধকদিগকেই কেবল ক্ষণভঙ্গুর অনন্ত ফল দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, আর নিষ্কামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুক্ষুদিগকে একমাত্র সচ্চিৎসুখস্বরূপ অক্ষয় মোক্ষসুখই প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং ত্রিগুণের অতীত হইয়াও স্বপ্রভাবে বারংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার করেন, সেইজন্যই নিষ্কাম যোগেন্দ্র পুরুষেরাই তাঁহার গুণোপাধিবর্জিত কৈবল্য ভাবের ধ্যানে

অরূপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ।
বেদোপনিষদি প্রোক্তস্তেজোময় ইতি ক্বচিৎ ॥ ৩৮
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা।
সহস্রকরকর্ণশ্চ সহস্রাস্যঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯
বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্।
বিরাজং বিরজং শান্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০
পুরুষোত্তমং তথা চান্যে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ।
নৈকোঽপীতি বদন্ত্যন্যে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১
অনীশ্বরমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কেচন।
ন কদাপীশজন্যং যজ্জগদেতদচিন্তিতম্ ॥ ৪২
সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোত্থং সদেদৃশম্।
অকর্ত্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্তু তথা চ সা ॥ ৪৩
এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ।
এতে সন্দেহ-সন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪

বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫
কো ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে
দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নাঃ সত্যধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬
পীড্যন্তে দানবৈঃ পাপৈঃ কুত্র ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।
ধর্ম্মস্থিতাঃ সদাচারাঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭
দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধর্ম্মস্য কা স্থিতিঃ।
অতো মে হৃদয়ং তাত বেপতেঽতীব সংশয়ে ॥ ৪৮
কুরু মেঽসংশয়ং চেতঃসমর্থোঽসি মহামুনে!
ত্রাহি সংসারবাক্যেত্বং জ্ঞানপোতেন মাং মুনে ॥ ৪৯
মজ্জন্তং চোৎপতন্তঞ্চ মগ্নং মোহজলাবিলে ॥ ৫০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

নিরত থাকেন্। বেদান্তবিদ্ মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে রূপ-গুণাদি-বর্জিত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন। আবার বেদ উপনিষদে কোথায় কোথায় তিনি তেজোময় রূপেই পরিগীত হইয়াছেন ॥ ৩৬-৩৮

কোন কোন মনীষী অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষুঃ, অনন্ত শ্রুতি, অনন্ত বদন ও অনন্ত পদযুক্ত শান্ত পুরুষকে বিরাট্ পুরুষ বলেন এবং আকাশকে বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৩৯-৪০

পুরাতত্ত্বজ্ঞ অন্য পুরুষগণ বলেন যে—ঈশ্বর এক, যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। অন্য অনেকে বলেন যে, এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা কোন এক পুরুষ হইতে পারে না, (কারণ, যেরূপ গৃহাদি সাধারণ পার্থিব বস্তু নির্ম্মাণ করিতে অনেক পুরুষের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি কোনও এক পুরুষের দ্বারা হইতেই পারে না) ॥ ৪১

অনীশ্বরবাদীরা (নাস্তিকেরা) বলেন যে, এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর সৃষ্ট নহে ; কারণ, ইহা যদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কখনই এরূপ অচিন্তনীয় হইতে পারিত না ॥ ৪২

সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, এই জগৎ সর্ব্বদা অনীশ্বর ; কারণ, স্বভাব (প্রকৃতি) হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়। এই পুরুষ কিছুই করেন না, তিনি অকর্ত্তা ; প্রকৃতিই সব কিছু করেন ॥ ৪৩

এইভাবে সাংখ্যাচার্য্য কপিলাদি মুনিগণ ও তচ্ছিষ্য-পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর সকলের বিরুদ্ধ বাক্যে আমি সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া বিক্ষিপ্তচেতা হইয়াছি। হে মুনীশ্বর! এ বিষয়ে আমি কি করিব? ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবক্ষাবিষয়ে মন স্থির লাভ করিতেছে না। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি, ইহাদের কীদৃশ লক্ষণ কিছুই উপলব্ধি হয় না। কেননা, দেবতাগণ সত্ত্বগুণোৎপন্ন এবং সত্যধর্ম্মে নিরত, তথাপি পাপাত্মা দানবগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হন, ইহাতে ধর্ম্মের স্থায়িত্ব কোথায়? ধর্ম্মাচারী সদাচারসম্পন্ন আমার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবগণ বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সব দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি কাহারও আস্থা থাকিতে পারে কি? হে গুরো! এইসব কারণে আমার হৃদয় যেন অতীব সংশয়-দোলায় কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৪-৪৮

প্রভো! আপনি মননশীল সমাধিনিষ্ঠ এবং উক্ত সংশয়-ছেদনে আপনিই সমর্থ। অতএব আমার চিত্তের সংশয় ছেদন করুন। মুনে! মোহসলিলে নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত এই অধমকে বিজ্ঞানতরণী দানে সংসার-পারাবার হইতে উদ্ধার করুন ॥ ৪৯-৫০

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে জনমেজয়-প্রশ্নে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসপ্রশ্নং নিশম্য নারদেন তদুত্তরদানপ্রসঙ্গেন স্বপিতুঃ সমীপে স্বস্য প্রশ্নকথনম্, ব্রহ্মণা তস্যোত্তরদানঞ্চ ।]

ব্যাস উবাচ ।

যত্ত্বয়া চ মহাবাহো পৃষ্টোঽহং কুরুসত্তম ।
তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্টো মুনীশ্বরঃ ॥ ১

নারদ উবাচ ।

ব্যাস কিং তে ব্রবীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম ।
উৎপন্নো হৃদয়েঽত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ ॥ ২
গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ।
অপৃচ্ছং যত্ত্বয়া পৃষ্টং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ৩
পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো ।
ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বিষ্ণুকৃতং দ্বিদম্ ॥ ৪
রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মন্ ব্রূহি সত্যং জগৎপতে ।
আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫
তৎ সর্ব্বং বদ মে ব্রহ্মন্ সন্দেহাংশ্ছিন্ধি চানঘ ।
নিমগ্নো ভ্রমি সংসারে দুঃখরূপেঽনুতোপমে ॥ ৬
সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ ।
ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেষ্বিতরেষু চ ॥
অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ ।
বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮
কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চ্চয়ামি কম্ ।
স্তৌমি কং নাভিজানামি দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৯
ততো মাং প্রত্যুবাচেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
ময়া সত্যবতীসূনো কৃতে প্রশ্নে সুদুস্তরে ॥ ১০

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং ব্রবীমি সুতাদ্যাহং দুর্ব্বোধং প্রশ্নমুত্তমম্ ।
ত্বয়াশক্যং মহাভাগ বিষ্ণোরপি সুনিশ্চয়াৎ ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের প্রশ্ন শুনিয়া নারদ কর্তৃক তাহার উত্তরদান-প্রসঙ্গে স্বীয়-পিতার নিকট নিজের প্রশ্ন কথন এবং ব্রহ্মা কর্তৃক তাহার উত্তর দান।]

বেদব্যাস বলিলেন,—হে কুরুসত্তম! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে আমিও এই মত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১

নারদ কহিলেন,—বেদব্যাস! পূর্ব্বে যখন আমারই অন্তরে এইরূপ প্রভূত সংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমায় আর কি বলিব? বস্তুতঃ এক্ষণে তুমি আমার নিকটে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে পূর্ব্বে আমিও এরূপ ধারাবাহিক সন্দেহভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীমপ্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম ॥ ২-৩

পিতঃ! আপনি বিশ্বব্যাপক, আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর। এইজন্য আপনাকে একটি প্রশ্ন করিতেছি, উত্তরদানে কৃতার্থ করুন। এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব? ইত্যাদি অখিল ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, ফল কথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্ব্বারাধ্য কে? সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা কাহার হাতে? ৪-৫

ব্রহ্মন্! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসারসাগরে ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতেছি; আমার চিত্ত নিরন্তর সন্দেহতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। সেইজন্য সে সাধন বা কোন তীর্থে কিংবা কোন দেবতা বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না। অতএব আপনিই এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬-৭

প্রভো! কামাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত, সুতরাং জগতের কোন তত্ত্বই আপনার অবিদিত নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরমতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায়? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত চিত্ত কি কখনও স্থিরতা লাভ করিতে পারে? ৮

এই জগতে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত, তাহাদিগের সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর কে? তাহা যখন অদ্যাপি অজ্ঞাত, তখন আমি যে সর্ব্বারাধ্যজ্ঞানে কাহার নিকট যাইয়া কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্চ্চনাদি করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯

হে সত্যবতীতনয়! আমি এই নিতান্ত দুস্তর বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০

ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার দুর্ব্বোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয়ে নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১

রাগী কোঽপি ন জানাতি সংসারেঽস্মিন্মহামতে।
বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১১
একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে।
ভূতমাত্রে সমুৎপন্নে সজ্জে কমলাদহম্ ॥ ১৩
নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষান্ন চ পর্ব্বতান্।
কর্ণিকায়াং সমাবিষ্টশ্চিন্তামকরবং তদা ॥ ১৪
কস্মাদহং সমুদ্ভূতঃ সলিলেঽস্মিন্মহার্ণবে।
কো মে ত্রাতা প্রভুঃ কর্ত্তা সংহর্ত্তা বা যুগান্তায়ে ॥ ১৫
ন চ ভূবিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলস্যেদম্।
পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং ঋদ্ধিযোগয়োঃ ॥ ১৬
পশ্যাম্যদ্যাস্য পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ।
ভবিষ্যতি ধ্রুবা তত্র মূলং নাস্যাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭
উত্তরং সলিলে তত্র যাবদ্ বর্ষসহস্রকম্।
অন্বেষমাণো ধরণীং নাবাপ তং যদা তদা ॥ ১৮
তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী
ততো ময়া তপস্তপ্তং পদ্মে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯
সৃজেতি পুনরুদ্ভূতা বাণী তত্র শ্রুতা ময়া।
বিমূঢ়োঽহং তদাকর্ণ্য কং সৃজামি করোমি কিম্'॥২০
তদা দৈত্যাবভিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধু-কৈটভৌ।
তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায়াকরালয়ে ॥ ২১
ত্রস্তোঽহং নালমালম্ব্য বারিমধ্যমবাতরম্।
তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১১
মেঘশ্যামশরীরস্তু পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ১০
শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ সুবিরাজিতঃ।
তমদ্রাক্ষং মহাবিষ্ণুং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্ ২৪
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পন্দিনমচ্যুতম্
শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরি স্থিতম্ ॥১৫

হে মহামতে! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত নহে, তবে যাহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরক্ত হইয়াছেন, তাদৃশ নিরহংসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবিদিত নাই ॥ ১২

পূর্ব্বে (দৈনন্দিন প্রলয়ে) এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমময় বস্তু-জাত প্রকৃতি-গর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে আকাশাদি পঞ্চমহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩

তৎকালে আমি কি চন্দ্র কি সূর্য্য বা বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না, চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিয়া অগত্যা সেই নাভি-পদ্মের কর্ণিকামধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪

এই জলময় মহার্ণবমধ্যে আমি কোথা হইতে কি জন্যই বা উৎপন্ন হইলাম? কে আমার সৃষ্টি করিল? এই বিষম সঙ্কট-স্থলে কে আমায় রক্ষা করিবে? আমার নিয়ন্তাই বা কে? আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে? ১৫

কিন্তু এ স্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই, তবে এই অগাধ জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্মহেতুই পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ় শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি সেই পঙ্কময়ী আধারভূমি না থাকে, তাহা হইলে এই পঙ্কজটি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ১৬

এক্ষণে আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা পঙ্ক দেখিতে পাইলেই পঙ্কের আধার-স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭

আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলীভূত পঙ্ক বা পঙ্কের অধারস্বরূপ ভূ-ভাগ কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না, তখন "তপ" তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোন অদৃশ্য শরীর হইতে এইরূপ আকাশবাণী হইল; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিরূপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর তপস্যায় নিরত হইলাম ॥ ১৮-১৯

পরে "সৃষ্টি কর" এইরূপ আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলাম, কারণ, কোন বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ॥ ২০

সেই সময় মধু ও কৈটভ নামে দারুণপ্রকৃতি দৈত্যদ্বয় সহসা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা সেই প্রলয়-পয়োধিনীরে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে যুদ্ধের জন্য বার বার নানাপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥২১

তদনন্তর আমি সেই পদ্মের মৃণাল আশ্রয় পূর্ব্বক জলমধ্যে অবতীর্ণ হইলাম; তখন সেই স্থলে যাইয়াই দেখিলাম নবীন নীরদশ্যামকলেবর, পীতবসন, চতুর্বাহু, অনন্তশয্যাশায়ী, বনমালা-বিভূষিত, অত্যন্ত অদ্ভুত জগন্নাথ বিরাজমান রহিয়াছেন; পরন্তু বৎস নারদ! অনন্ত সর্পের বিশ্বব্যাপী কলেবরে শয়ান সেই অচ্যুত মহাবিষ্ণুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দনশূন্য হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রাসমাক্রান্ত দেখিয়া

চিন্তা মমাদ্ভুতা জাতা কিংকরোমীতি নারদ।
ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬
দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা।
অবিতর্ক্যশরীরা সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭
বিষ্ণোর্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা
উদতিষ্ঠদমেয়াত্মা তয়া মুক্তো জনার্দনঃ ॥ ২৮
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধমুত্তমম্
তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ।
উৎসঙ্গং বিপুলং কৃত্বা তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯
রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তো যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ।
ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ স্তুতা দেবী মনোহরা ॥ ৩০
সংস্তুতা পরমা শক্তিরুবাচাস্মানবস্থিতান্।
কৃপাবলোকনৈঃ কৃত্বা পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১

দেব্যুবাচ।
কাজেশাঃ স্বানি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতন্দ্রিতাঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৩২
কৃত্বা স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাশ্চতুর্বিধাঃ সর্ব্বাঃ সৃজধ্বং স্বধিভূতিভিঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পেশলং সুখদং মৃদু।
অব্রূম তামশক্তাঃ স্ম কথং কুর্ম্মস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ ৩৪
ন মহী বিততা মাতঃ সর্ব্বত্র বিততং জলম্।
ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫
তদাকর্ণ্য বচোঽস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা।
ঋটিত্যেবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছুভম্ ॥ ৩৬
সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশধ্বং গতসাধ্বসাঃ।
বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশা দর্শয়ামাদ্য চাদ্ভুতম্ ॥ ৩৭

আমার এইরূপ অদ্ভুত ভাবনা উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি? তখন অগত্যা সেই যোগনিদ্রা-স্বরূপিণী দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২২-২৬

শত শত তর্কাদির দ্বারা যাঁহার রূপ বা মূর্ত্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী যোগনিদ্রা আমার প্রতি কৃপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বৎস! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুর দেহ ত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতা হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অমেয়াত্মা ভগবান্ জনার্দ্দন যোগনিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭-২৮

অনন্তর তিনি সেই দুর্জ্জয় দানব মধু-কৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও যখন কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে দেবীর মায়াময় কটাক্ষপাতে অসুরদ্বয় বিমোহিত হইলে, ভগবান্ জনার্দন নিজ উৎসঙ্গ বিস্তৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। মধু-কৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিষ্ণু ও আমি যে স্থলে অবস্থান করিতেছিলাম, সহসা ভগবান্ রুদ্রদেবও সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯-৩০

বৎস! আমরা তিনজন একত্র অবস্থিত হইবামাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিরাজ করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিয়া সেইস্থলে দণ্ডায়মান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র কৃপাদৃষ্টির দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন;—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! দুর্দ্ধান্ত দানব মধুকৈটভ ত' নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে তথায় অবস্থান করিয়া আলস্য-পরিশূন্য হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে যত্নপরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিভূতিশক্তি দ্বারা চতুর্ব্বিধ প্রজার সৃষ্টি কর ॥ ৩১-৩৩

বৎস! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল শ্রুতিসুখকর মধুময় বাক্য শ্রবণে কহিলাম,—মাতঃ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিয়দ্মাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্ব্বত্রই অনন্ত জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত কি পঞ্চ তন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়, অধিক কি; গুণ কর্ম্মের কিছুই বর্ত্তমান নাই; তবে আমরা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে ঈষৎহাস্যের সঞ্চার হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইস্থলে একটি পরম শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪-৩৬

সেই দেবী বলিলেন,—দেবগণ! আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই নির্ভয়ে এই বিমানে আরোহণ কর। হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! অদ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব ॥ ৩৭

তস্মিন্নশম্য বচস্তস্যা ওমিত্যুক্ত্বা পুনর্বয়ম্ ।
সমারুহ্যোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮
মুক্তাদামসুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশব্দিতে ।
সুরসদ্মনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯
সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মান্ বিজিতেন্দ্রিয়ান্ ।
স্বশক্ত্যা তদ্ বিমানং বৈ নোদয়ামাস চাম্বরে ॥ ৪০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোর্দ্ধলোকগমনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই উহা স্বীকার করিয়া নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে সেই নানারত্নসুশোভিত, মুক্তাদাম-বিজড়িত, কিঙ্কিণী-নিনাদিত ও অমরপ্রাসাদসন্নিভ দিব্যযানে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম ॥ ৩৮-৩৯

তখন দেবী অম্বিকা আমাদিগকে সেই বিমানোপরি নিঃশঙ্কে উপবিষ্ট দেখিয়া উহাকে স্বীয় অনন্যশক্তি প্রভাবে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের ঊর্দ্ধলোক গমননামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

[দেবীদত্তবিমানেন ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাণাম্ অন্যব্রহ্মাদিলোকান্ দৃষ্ট্বা মণিদ্বীপগমনম্, তত্র দেবীদর্শনঞ্চ ।]

ব্রহ্মোবাচ ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্ ।
ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়ং তদা ॥ ১
বৃক্ষাঃ সর্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ ।
মহী মহীধরাঃ কামং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২
নার্য্যশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সরিদ্বরাঃ ।
বাপ্যঃ কূপাস্তড়াগাশ্চ পল্বলানি চ নির্ঝরাঃ ॥ ৩
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্
যজ্ঞশালাসমাযুক্তং নানাহর্ম্ম্যবিরাজিতম্ ॥ ৪
প্রত্যাভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্ ।
স্বর্গোঽয়মিতি কেনাসৌ নির্ম্মিতোঽস্তি তদাদ্ভুতম্ ॥ ৫
রাজানং দেবসঙ্কাশং ব্রজন্তং মৃগয়া বনে ।
অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাম্বিকা ॥ ৬
ক্ষণাচ্চচাল গগনে বিমানং পবনেরিতম্ ।
মুহূর্ত্তাদ্ বা ততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্যে মনোহরে ॥ ৭

তৃতীয় অধ্যায়

[দেবীদত্ত বিমানে করিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অন্য ব্রহ্মাদি লোকসকল দেখিয়া মণিদ্বীপে গমন এবং তথায় দেবী দর্শন ।]

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস নারদ ! কিয়ৎকাল পরে মনের ন্যায় বেগগামী সেই বিমান যে স্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের লেশমাত্রও নাই ; তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বসুন্ধরা, গিরি-সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; ফল-ভারাবনত নানাবিধ তরুরাজি কোকিলকুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১-২

কোন স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতী নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ; কোথাও বা নির্ঝরিণীসকল ঝরঝর শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে, স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ ও পল্বলসকল শোভা পাইতেছে ; চতুর্দ্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে। তাহার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে, আমাদের সম্মুখে যজ্ঞশালাসুশোভিত নানাবিধ সৌধমালাবিরাজিত দিব্যপ্রাকারপরিবেষ্টিত রমণীয় নগর ॥৩-৪

তাদৃশ নগরদর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভি-জ্ঞান হইল যে, এ কি ? এ যে স্বর্গধাম দেখিতেছি, ইদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্ম্মাণ করিল ? ৫

দেখিলাম, সেই সময় একটি মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতো-ভাবে সুসজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থে গমন করিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল, তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা ; আবার তখনই দেখিলাম যে, যাঁহাকে পূর্ব্বে আমাদিগের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অম্বিকা বিমানো-পরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬

ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে ঊর্দ্ধগমনে সমুত্থিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণবেগে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে অপর একটি মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭

নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্ ।
পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮
চতুর্দ্দন্তো গজস্তস্যাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ ।
অপ্সরসাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯
ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্তসমন্বিতৈঃ ।
গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্তত্র যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১০
মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ ।
দৃষ্টঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১
বয়ং তু বিস্মিতাশ্চাস্য দৃষ্ট্বা ত্রৈবিষ্টপং তদা ।
যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবসুম্ ॥ ১২
বিলোক্য বিস্মিতাশ্চাস্য বয়ং তত্র সুরান্ স্থিতান্ ।
তদা বিনির্গতো রাজা পুরাত্তস্মাৎ সুমণ্ডিতাৎ ॥ ১৩
দেবরাজ ইবাক্ষোভ্যো নরবাহ্যাবনৌ স্থিতঃ ।

দেখিলাম সেস্থানে, দিব্য নন্দনকানন শোভা পাইতেছে তাহার মধ্যে একটি পারিজাত-তরুমূলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮

তাঁহার অনতিদূরে অনুপম দন্তচতুষ্টয়পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান। তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে, আবার মন্দারকুসুমবাটিকামধ্যে শত শত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ-মূর্চ্ছনাদি পরিপূর্ণ সঙ্গীতরসে বিভোর হইয়া চিত্তরঞ্জন করিতেছে। তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় পুলোমকন্যা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতুও বিরাজমান রহিয়াছেন। ৯-১১

তাহার পর জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হুতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। বৎস নারদ। অধিক আর কি বলিব, একে ত' আমরা সেই অভিনব দিক্‌পালগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম ; কেন না, এইমাত্র যাঁহাকে নন্দনকাননে শচীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুব্ধস্বভাব দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্ত্যলোকস্থিতের ন্যায় নরবাহিত শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগের সম্মুখীন হইলেন ? কারণ, তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূর্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। যাহা

বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচাল তরসাগতম্ ॥ ১৪
ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ।
তত্র ব্রহ্মাণমালোক্য বিস্মিতৌ হর-কেশবৌ ॥১৫
সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সর্ব্বে সাঙ্গাঃ স্বরূপিণঃ ।
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬
মামূচতুশ্চতুর্ব্বক্ত্রং কোঽয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ ।
ভাববোচমহং নৈব জ্ঞানে সৃষ্টিপতিং পতিম্ ।
কোঽহং কোঽয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোঽয়ং মম চেশ্বরৌ ॥১৭
ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চচালাশু মনোজবম্ ।
কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণাম্বিতে ॥ ১৮
মন্দারবাটিকারম্যে কীর-কোকিলকূজিতে ।
বীণামুরজবাদ্যৈশ্চ নাদিতে সুখদে শিবে ॥ ১৯

হউক বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদিগের ব্যোমযান সহসা পবনবেগে সর্ব্বদেবনমস্য সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনীত হইল। সেস্থানে আসিয়া দেখি যে, একটি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তথায় বিরাজ করিতেছেন, তদ্দর্শনে ভগবান্ শম্ভু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২-১৫

সেই নিরুপম ব্রহ্মসভামধ্যে সাঙ্গবেদসকল মূর্ত্তিমানরূপে শোভা পাইতেছে তদ্ভিন্ন নাগ, পন্নগ, পর্ব্বত, সাগর ও অসংখ্য স্রোতস্বতীসকল দেদীপ্যমানরূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ১৬

এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে চতুর্ম্মুখ ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে ? তাঁহাদিগের এইরূপ জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আপনারাও ত' উভয়েই সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ ; সুতরাং আপনাদিগের নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলতঃ ইনি যে কে ? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে ? ১৭

আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় আমাদিগের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ডবেগে আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে মন্দারতরুবাটিকা-পরিশোভিত শুক ও কোকিলকুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোরম বাদ্যে নিনাদিত সর্ব্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত পরম কল্যাণময় কৈলাসশিখরে আসিয়া সেই বিমানে উপস্থিত হইল ॥ ১৮-১৯

যদা প্রাপ্তং বিমানং তত্তদৈব সদনাচ্ছুভাৎ ।
নির্গতো ভগবাঞ্ছম্ভুর্ষাঁরূঢ়স্ত্রিলোচনঃ ॥ ১০
পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশেখরঃ
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো গজচর্ম্মোত্তরীয়কঃ ॥ ১১
পার্শ্বিরক্ষৌ মহাবীরৌ গজানন-ষড়াননৌ ।
শিবেন সহ পুত্রৌ দ্বৌ ব্রজমানৌ বিরেজতুঃ ॥ ১২
নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে গণপাশ্চ বরাশ্চ তে ।
জয়শব্দং প্রযুঞ্জানা ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ১৩
তং বীক্ষ্য শঙ্করং চাহ্যং বিস্মিতাস্তত্র নারদ ।
মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহং ন্যবসমুনে ॥ ১৪
ক্ষণাত্তস্মাদ্গিরেঃ শৃঙ্গাদ্ বিমানং বাতরংহসা ।
বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রমারমণমন্দিরম্ ॥ ১৫
অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া সুত ।
বিসিস্মিয়ে তদা বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তৎ পুরমুত্তমম্ ॥ ১৬

সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ
অতসীকুসুমাভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৭
দ্বিজরাজাধিরূঢ়শ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ
বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৮
তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্ ।
পরস্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতাস্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ১৯
ততশ্চচাল ত্বরসা বিমানং বাতরংহসা
সুধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিষ্টবারিমহোর্ম্মিমান্ ॥ ২০
যাদোগণসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ
মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরভিশোভিতঃ ॥ ২১
নানাস্তরণসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ ।
মুক্তাদামপরিক্লিষ্টো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ২২
অশোকবকুলাখ্যৈশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ ।
সংবৃতঃ সর্ব্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ২৩

যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে, দশটি বিশাল বাহুসমন্বিত নেত্রত্রয়পরিশোভিত অর্দ্ধচন্দ্রাম্বর-ধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর ভগবান্ শম্ভু গজাসুরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পার্শ্বিরক্ষক-স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন সমভি-ব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয় শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষসকল নিয়ত জয় শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছিল ॥ ২০-২৩

বৎস নারদ। অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণ-পরিবৃত অপর একটি শঙ্করমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। মুনে। বিশেষতঃ আমি ত' একেবারে নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানেই বসিয়া রহিলাম ॥ ২৪

এদিকে, দেখিতে দেখিতে আমাদের ব্যোমযান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মীক্রীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল ॥ ২৫

পুত্র। সেখানে পৌঁছিয়া একটি অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাগ্রভাগে দেখি যে, অপর এক পদ্ম-পলাশলোচন বিষ্ণুমূর্ত্তি গমন করিতেছেন। আমাদিগের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম পুরীটি দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৎস। বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্ন, পীতাম্বরপরিধারী, চতুর্ভুজ, এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র গরুড়োপরি আরূঢ় ছিলেন। পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে সুষমাশোভিত চামর দ্বারা ব্যজন করিতেছিলেন ॥ ২৬-২৮

নারদ। সেই সনাতনমূর্ত্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাক্‌শক্তিবিহীন হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ২৯

এমন সময় আমাদিগের আকাশযান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণবেগে সমুত্থিত হইল। অনন্তর উহা ক্ষণমধ্যে মধুময় বারিরাশিপরিপ্লাবিত অসঙ্খ্য জলচরসঙ্কীর্ণ সুধাসাগর মধ্যে উপনীত হইল; দেখিলাম, ঐ সুধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা যেন গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ড বেগে উল্লম্ফন করিতেছে, আবার কোথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল-স্বভাব জল-হিল্লোলসকল ঠিক্ যেন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া-সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুরাজীপরিশোভিত বিবিধ আস্তরণাবৃত নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র মুক্তাদামবিমণ্ডিত একটি মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বীপটি অবিকৃত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী, চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি পাদপাবলীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ

কোকিলারাবসংঘুষ্টো দিব্যগন্ধসমন্বিতঃ।
দ্বিরেফাভিরণৎকারৈ রঞ্জিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩৪
তস্মিন্ দ্বীপে শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ সুমনোহরঃ।
রত্নালিখচিতোঽত্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫
দৃষ্টোঽস্মাভির্বিমানস্থৈর্দূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬
নানাস্তরণসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ
পর্য্যঙ্কপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাঙ্গনা ॥ ৩৭
রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা
সুরক্তনয়না কান্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮
সুচারুবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা।
রমাকোট্যধিকা কান্ত্যা সূর্য্যবিম্বনিভাখিলা ॥ ৩৯
বরপাশাঙ্কুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী।
অদৃষ্টপূর্ব্বা দৃষ্টা সা সুন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০
হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্তু পক্ষিবৃন্দৈর্নিষেবিতা।
অরুণা করুণামূর্ত্তিঃ কুমারী নবযৌবনা ॥ ৪১
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দস্মিতমুখাম্বুজা।
উত্তুংগপীনকুচদ্বন্দ্বনির্জ্জিতাম্ভোজকুড্মলা ॥ ৪২
নানামণিগণাকীর্ণভূষণৈরুপশোভিতা
কনকাঙ্গদকেয়ূরকিরীটপরিশোভিতা ॥ ৪৩
কনকচ্ছুচক্রতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজা।
হ্রল্লেখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ ॥ ৪৪
সখীবৃন্দৈঃ স্তুতা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী।
হ্রল্লেখাদ্যাভিরমরকন্যাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫

করিতেছে; সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলনাদী পুংস্কোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত দ্বিরেফমালার গুন্ গুন্ স্বরের সহিত নিজ নিজ সুমধুর পঞ্চম স্বর সংমিশ্রিত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কল কল ধ্বনি পূর্ব্বক এমন তান ধরিয়াছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্ব্বচনীয় কাকলী কুহরব কোলাহলে দিঙ্মণ্ডলকে একখানি মধুময় একতান যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। ৩০-৩৪

বৎস নারদ! তাহার পর আমরা সেই ব্যোমযানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্ঘ আস্তরণসমাচ্ছাদিত ইন্দ্রধনুসদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যঙ্ক; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ সুসজ্জিত সর্ব্বজনমনোহর পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে রক্তাম্বরধারিণী একটি নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী দিব্যাঙ্গনা রমণী অঙ্গনিচয়ে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা, বিশেষতঃ তাঁহার নয়নের অভ্যন্তরদেশ অভাব রক্তবর্ণ, পরন্তু সেই চারুবদনার অনির্ব্বচনীয় দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেও উপমাযোগ্য নহে, আহা! তাঁহার সেই উপমাশূন্য লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরেরই বা কি অনির্ব্বচনীয় শোভা। বৎস! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয়, কোটি কোটি লক্ষ্মী বা একত্রিত কোটি কোটি সূর্য্যমণ্ডল প্রভাও তাঁহার সেই অতুল্য দেহকান্তির নিকট পরাভূত হয়। ৩৫-৩৯

সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভুজচতুষ্টয়ে বরাভয় ও পাশাঙ্কুশাদি আয়ুধসকল ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যবদনে বোধ হয় ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্যরাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; ফলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, এরূপ মূর্ত্তি আর ইতঃ পূর্ব্বে কখনই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ৪০

বৎস! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তত্রত্য বন্য বিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবনাঢ্যা অরুণবর্ণা করুণাপূর্ণা কুমারীর সেবায় নিরত রহিয়াছে। ৪১

জগতে যাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎ সমস্তই সেই সরোজবদনার চরণসরোরুহে আসিয়া শরণ লইয়াছে; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমল কুট্মল লজ্জাভিমানে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে। ৪২

বৎস! একে ত' তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই, তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচয়বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কারসকল ধারণ করায় তিনিই এই বিশ্বজগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আধারভূতা বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজখানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডলযুগল দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া যেরূপ লোকাতীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী দ্বারা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র!! তাহার পর ক্রমশঃ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হ্রল্লেখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকন্যা সহচরী হ্রল্লেখা, ভুবনেশী,

অনঙ্গকুসুমাদ্যাভির্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা
দেবী ষট্‌কোণমধ্যস্থা যন্ত্ররাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা তাং বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং তত্র স্থিতাভবন্
কেয়ং কান্তা চ কিং নাম ন জানীমোঽত্র সংস্থিতাঃ ॥৪৭
সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ৪৮
নাপ্সরা নাপি গন্ধর্ব্বী নেয়ং দেবাঙ্গনা কিল।
ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯
তদাসৌ ভগবান্ বিষ্ণু র্দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্
উবাচাস্মাং স্ববিজ্ঞানাৎ কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০
এষা ভগবতী দেবী সর্বেষাং কারণং হি নঃ।
মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১
দুর্জ্ঞেয়াল্পধিয়াং দেবী যোগগম্যা দুরাশয়া।
ইচ্ছা পরাত্মনঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী ॥ ৫২
দুরারাধ্যাল্পভাগৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা।
বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩
এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।
লিঙ্গানি সর্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪
সংবীজময়ী হ্যেষা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ।
বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্যতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ।
পরিচর্য্যাপরা সর্বাঃ পশ্যতাং ব্রহ্ম-শঙ্করৌ ॥ ৫৬
ধন্যা বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্।
যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়ং হ্যিদম্ ॥ ৫৭
তপস্তপ্তং পুরা যত্নাত্তস্যেদং ফলমুত্তমম্।
অন্যথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮

এই নাম জপ করিতে করিতে অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্তুতিগান করিতেছেন ॥ ৪৫-৪৭

বৎস! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম, ততই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপারসকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অনঙ্গকুসুমাদি যন্ত্রাবরণরূপা দেবীগণে পরিবৃতা হইয়া ষট্‌কোণাকার যন্ত্ররাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন; ফলতঃ তথায় আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম যে, এই অনির্ব্বচনীয় রূপ-লাবণ্যবতী কামিনী কে? ইঁহার নামই বা কি? এস্থলে থাকিয়া ত' আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬-৫৭

আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে যাঁহাকে দূর হইতে চতুর্ভুজা রমণী বলিয়া বোধ হইতে ছিল; তিনিই আবার এক্ষণে দেখিতে দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ, অনন্ত হস্ত ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্ভুত বিরাট্‌রূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন। দেখ, নারদ! তৎকালে আমরা সংশয়াকুলচিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম যে, এ যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে ত' ইহাকে কোন অপ্সরা কি গন্ধর্ব্বকন্যা বা কোন অমরাঙ্গনা বলিয়া বিবেচনা হইতেছে না ॥ ৪৮-৪৯

এমন সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞানজ্যোতিঃপ্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া বলিলেন—বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্মমৃত্যুরহিতা পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া। এই দেবী ভগবতীই আমাদের তিনজনের উৎপত্তির কারণস্বরূপা ॥ ৫০-৫১

এই দেবী অল্পবুদ্ধি মানব কর্ত্তৃক দুর্জ্ঞেয়া ও দুরধিগম্যা। কিন্তু ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমাধিযোগে সাক্ষাৎকারের বিষয়ীভূতা। ইনি মায়ারূপে অনিত্যা, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যা। শাস্ত্রে ইনি পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কথিত ॥ ৫২

এই দেবী কল্যাণরূপা, বিশ্বেশ্বরী ও অল্পভাগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক দুরারাধ্যা। বেদসমূহের উৎপত্তির কারণভূতা বিশালাক্ষী এই মহাদেবীই সকলের আদি কারণ এবং সকলের ঈশ্বরী ॥ ৫৩

প্রলয়কালে ইনি সকল বিশ্বকে সংহার করত জীবসমূহের বাসনাসমন্বিত ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরসকল সূত্রাত্মরূপ নিজ সমষ্টি শরীরে সন্নিবেশিত করিয়া একমাত্র অদ্বৈতাত্মস্বরূপে ক্রীড়া করেন ॥ ৫৪

হে সুরপ্রধান শঙ্কর ও ব্রহ্মন্! সম্প্রতি যিনি এইরূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণস্বরূপা, ইঁহার কোটি কোটি বিভূতিসমূহ যথাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল বিভূতিভূতা দেবীগণ দিব্য আভরণে ভূষিতা এবং দিব্যগন্ধে অনুলিপ্তা। ইঁহারা সকলেই দেবীর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত ॥ ৫৫-৫৬

আমাদের ভাগ্য অতিশয় সুপ্রসন্ন, আমরা কৃতার্থ ও ধন্য; যেহেতু স্বয়ং দেবী ভগবতীর দর্শন লাভ করিলাম ॥ ৫৭

আমরা পূর্বে যে অতীব যত্নে তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহারই ইহা উত্তম ফল। অন্যথা দেবী জগজ্জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন? ॥ ৫৮

পশ্যন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদান্যাস্তপস্বিনঃ।
রাগিণো নৈব পশ্যন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯
মূলপ্রকৃতিরেষৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০
দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ।
তস্যৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১
কাহং বা ক সুরাঃ সর্বে রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ।
লক্ষাংশেন তুলামস্যা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২
সৈষা বরাঙ্গনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে।
বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩
শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে সুস্থিরে দৃঢ়ে।
পাদাঙ্গুষ্ঠং করে কৃত্বা নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪
লেলিহন্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনেকৈর্বালচেষ্টিতৈঃ।
রমমাণঃ কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫
গায়ন্তী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে।
সেয়ং সুনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬
কামং নো জননী সৈষা শৃণু তাং প্রবদাম্যহম্।
অনুভূতং ময়া পূর্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা ॥ ৬৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশ-সাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

যাহারা অতীব পুণ্য সঞ্চয় করে, যাহারা ভূরিদানশীল এবং যাহারা তপস্যাপরায়ণ, তাহারাই কেবল দেবীর দর্শন লাভে সমর্থ হয়। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ কল্যাণময়ী দেবী ভগবতীর দর্শন লাভ করিতে পারে না ॥ ৫৯

ইনিই সেই আদ্যা মূল প্রকৃতি, ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময় পুরুষের সহিত মিলিত রহিয়াছেন। এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করাইয়া থাকেন ॥ ৬০

হে সুব্রত ব্রহ্মা ও শঙ্কর! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্য পদার্থ আর কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই জীবত্ব উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই উভয়বিধ বিষয়েই একমাত্র কারণ এই সর্বমঙ্গলময়ী সর্বেশ্বরী সমষ্টি মায়া শক্তি ॥ ৬১

কোথায় আমি? কোথায় অন্যান্য দেবতা সকল? কোথায় বা লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীবৃন্দ? আমরা সকলে ইঁহার লক্ষাংশের একাংশের সহিতও তুল্য নহি ॥ ৬২

ইনি নিশ্চয়ই সেই বরাঙ্গনা, যাঁহাকে আমি প্রলয়মহার্ণবে আমাকেই একটি ক্ষুদ্র বালকমূর্তি করিয়া আনন্দিতচিত্তে দোলাইতে দেখিয়াছিলাম ॥ ৬৩

পূর্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যঙ্কসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ বালকের মত নিজ দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণ করত মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সঞ্চালন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম, সেই সময় জননী যেমন নিজ সন্তানকে বিবিধ উল্লাপন পূর্বক দোলাইয়া থাকেন, ইনিও সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গসমূহকে নানাবিধস্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়া ছিলেন। এক্ষণে আমি ইঁহাকে দর্শনমাত্রেই জানিয়াছি। ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩-৬৬

হে ব্রহ্মা ও শঙ্কর! আপনাদিগকে যাহা বলি শ্রবণ করুন—ইনি নিশ্চয়ই আমাদের সেই জননী। আমি পূর্ব্বে যে ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই প্রত্যভিজ্ঞা এখন আমার চিত্তে সমুত্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে দেবীদর্শন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাণাং দেবীসমীপে গমনম্, তত্র তেষাং স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিঃ, মহাদেব্যা নখদর্পণে তেষাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডদর্শনম্, বিষ্ণুনা তস্যাঃ স্তুতিশ্চ]

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দনঃ।
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বেঽস্যাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্যত্যেষা বরান্ হি নঃ।
ত্বমশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে ॥ ২
যদি নো বারয়িষ্যন্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ।
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ

ইত্যুক্তে হরিণা বাক্যে সুপ্রহৃষ্টৌ সুসংস্থিতৌ।
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ ॥ ৪
ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সর্বে বিমানাৎ ত্বরিতাস্ত্রয়ঃ।
উত্তীর্য্য নির্গতা দ্বারি শঙ্কমানা মনস্তলম্ ॥ ৫
দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সর্বান্ দেবী ভগবতী তদা
স্মিতং কৃত্বা চকারাশু তাংস্ত্রীন্ স্ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬

বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ সুরূপাশ্চারুভূষণাঃ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্তৎসন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭
সা দৃষ্ট্বা ন স্থিতাংস্তত্র স্ত্রীরূপাংশ্চরণান্তিকে।
ব্যলোকয়ত চার্বঙ্গী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮
প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্।
পরস্পরং লোকয়ন্তঃ স্ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৯
পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং স্থিতাস্তত্র বয়ং ত্রয়ঃ ॥ ১০
কাশ্চিদ্ রক্তাম্বরাস্তত্র সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ
কাশ্চিন্নীলাম্বরা নার্য্যস্তথা পীতাম্বরাঃ শুভাঃ ॥ ১১
দেব্যঃ সর্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাম্বরভূষণাঃ
বিরেজুঃ পার্শ্বতস্তস্যাঃ পরিচর্য্যাপরাঃ কিল ॥ ১২
জগুশ্চ নন্নৃতুশ্চান্যাঃ পর্য্যুপাসন্ত তাস্ত্রিয়ঃ।
বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো মুদান্বিতাঃ ॥ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়

দেবীর নিকটে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের গমন, সেস্থানে তাঁহাদের স্ত্রীরূপপ্রাপ্তি, মহাদেবীর নখদর্পণে তাঁহাদের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক তাঁহার স্তুতি।]

ব্রহ্মা বলিলেন—এই কথা বলিয়া জনার্দন ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় বলিলেন—আমরা বারবার প্রণাম করিতে করিতে উঁহার নিকট যাইব। ১

সেই পরমা শক্তি মহামায়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই বর প্রদান করিবেন। আমরাও তাঁহার পাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া নির্ভয়চিত্তে স্তব করিব। ২

দ্বারে বিদ্যমান পরিচারকেরা যদি আমাদিগকে বারণ করে তাহা হইলে সেইখানে অবস্থান করত সমাহিতচিত্তে দেবীর স্তুতি পাঠ করিব। ৩

ব্রহ্মা বলিলেন—হরি এইরূপ বাক্য বলিলে সুপ্রহৃষ্ট এবং সুসংস্থিত হইয়া দেবীর নিকটে গমনের জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ৪

হরিকে 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিয়া তিনজনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দ্বারদেশে গমন করিলাম। ৫

তখন দেবী ভগবতী আমাদিগের তিনজনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত ক্ষণকালের মধ্যে আমাদিগের তিনজনকে স্ত্রীমূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন। ৬

এইভাবে তখন আমরা তিনজনই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিতা সুরূপা যুবতী হইয়া পরম বিস্ময় বোধ করিলাম। সেই অবস্থাতে দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম। ৭

স্ত্রীরূপধারী আমাদিগকে চরণপ্রান্তে অবস্থিত দেখিয়া সেই চার্বঙ্গী মহামায়া প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন। ৮

তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কারপরিশোভিত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম। ৯

আমরা তিনজন বিবিধ মণিভূষিতা কোটি সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্না মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠকে অবলোকন করত অবস্থান করিলাম। ১০

দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তাম্বর, কাহারও নীলাম্বর, কাহারও বা পীতাম্বর এইরূপ বিচিত্র বসনভূষণে সুসজ্জিতা পরমরমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র সহচরী দেবকন্যারা পরিচর্য্যাপরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহিয়াছেন। ১১-১২

সেই সকল রমণীগণের কেহ গান করত, কেহ নৃত্য করত কেহ বা বীণাবাদন করত হৃষ্টচিত্তে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন। ১৩

ব্রহ্মা-নারদ বক্ষ্যামি যদ্ দৃষ্টং তত্র চাদ্ভুতম্।
নখদর্পণমধ্যে বৈ দেব্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪

ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সর্বং তত্র স্থাবর-জঙ্গমম্।
অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নির্যমো রবিঃ ॥ ১৫

বরুণঃ শীতগুস্তষ্টা কুবেরঃ পাকশাসনঃ।
পর্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥ ১৬

বিশ্বাবসুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রাঙ্গদস্তথা
নারদস্তুম্বরুশ্চৈব হাহাহূহূস্তথৈব চ ॥ ১৭

অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরস্তথা।
নাগাঃ শেষাদয়ঃ সর্বে কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮

বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্বতোত্তমঃ
সর্বং তদখিলং দৃষ্টং নখমধ্যে স্থিতঞ্চন ॥ ১৯

মজ্জন্মপঙ্কজং তত্র স্থিতোঽহং চতুরাননঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথস্তথা চ মধু-কৈটভৌ ॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্।
বিস্মিতোঽহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতি শঙ্কিতঃ ॥ ২১
বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিষ্টঃ শঙ্করশ্চ তথা স্থিতঃ।
তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্য মাতরম্ ॥ ২২

ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ।
সুধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩

সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেঽস্মানবস্থিতান্।
দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪

বয়মপ্যতিরম্যত্বাদ্ বভূবিম বিমোহিতাঃ
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে পশ্যন্ ভাবান্ মনোরমান্ ॥ ২৫

একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্।
তুষ্টাব ভগবান্ বিষ্ণুর্ভক্তীভাবসংস্থিতঃ ॥ ২৬

শ্রীভগবানুবাচ।

নমো দেব্যৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্র্যৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৭

সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ।
পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৮

হে নারদ! সেখানে দেবীর চরণপঙ্কজের নখদর্পণ মধ্যে যে অদ্ভুত বিষয় দেখিলাম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪

সেস্থানে দেখিলাম—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড, আমি, বিষ্ণু, রুদ্র, বায়ু, যম, রবি, বরুণ, চন্দ্র, ত্বষ্টা, কুবের, ইন্দ্র পর্ব্বতসমূহ, সকল সাগর, নদীগুলি, গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণও রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬

বিশ্বাবসু, চিত্রকেতু, শ্বেত, চিত্রাঙ্গদ, নারদ-তুম্বুরু, হাহা হুহু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুগণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্ত প্রভৃতি নাগগণ, কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, পর্বতশ্রেণী কৈলাস—সেই সমস্ত অখিল বস্তুই সেই নখমধ্যে বিরাজমান দেখিলাম ॥ ১৭-১৯

আরও দেখিলাম, সেস্থানে আমার জন্মভূমিরূপ পঙ্কজ, স্বয়ং আমি চতুরানন ব্রহ্মা, শেষশায়ী জগন্নাথ এবং মধুও কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় রহিয়াছি ॥ ২০

ব্রহ্মা বলিলেন—তখন সেই পাদপদ্মনখে বিদ্যমান এই সমস্ত দেখিয়াছিলাম। তাহার পর এই সমস্ত দেখিয়া "ইহা কি" এইরূপ আশঙ্কিত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম ॥ ২১

কেবল আমি নয়—বিষ্ণু ও শঙ্করও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই ভাবে অবস্থান করিলেন। আমরা তখন সেই দেবীকে জগজ্জননী বলিয়া মনে করিলাম ॥ ২২

তদনন্তর এইরূপে সেই সুধাময় কল্যাণকর দ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে দেখিতে পরিপূর্ণ একশত বৎসর অতিক্রান্ত হইল ॥ ২৩

মহামায়ার সহচরী আনন্দোজ্জ্বলমূর্তিযুক্ত এবং নানা আভরণে শোভিত দেবীগণ সেইস্থানে অবস্থিত আমাদিকে নিজ সখী বলিয়া মনে করিত ॥ ২৪

মনোরম ভাবসমূহ দেখিতে দেখিতে অতি রমণীয়তার জন্য আমরা সকলে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলাম এবং বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম ॥ ২৫

একদিন যুবতীভাবে বিদ্যমান ভগবান্ বিষ্ণু বিশেষভাবে দ্যোতমানা শ্রীযুক্তা সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে স্তুতি করিয়াছিলেন ॥ ২৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন—বিশ্বসংসারের বিধানকর্ত্রী দ্যোতনশীলা সেই পরমা প্রকৃতিকে প্রণাম করি। কল্যাণরূপিণী সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনী বৃদ্ধি ও সিদ্ধির হেতুভূতা সেই দেবীকে প্রণাম করি ॥ ২৭

সচ্চিদানন্দরূপিণী সংসারের কারণস্বরূপা তোমাকে প্রণাম করি। সৃষ্ট্যাদি পঞ্চকৃত্যের বিধানকারিণী এবং ভুবনের ঈশ্বরী তোমাকে বার বার প্রণাম করি ॥ ২৮

সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ।
অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হ্রল্লেখায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৯

জ্ঞাতং ময়াখিলমিদং ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং
ত্বত্তোঽস্য সম্ভবলয়াবপি মাতরস্তু
শক্তিশ্চ তেঽস্য করণে বিততপ্রভাবা
জ্ঞাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০

বিস্তার্য্য সর্বমখিলং সদসদ্বিকারং
সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে।
ত্বয়ৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিশ্চ
ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল রঞ্জনায় ॥ ৩১

ন ত্বামৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি
ব্যাপ্যৈব সর্বমখিলং ত্বমবস্থিতাসি।
শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোঽপ্যশক্তো
বস্তুণ্যতে জননি বুদ্ধিমতা জনেন ॥ ৩২

প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ
স্বৈস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি।
অংস্যেব দেবি তরসা কিল কল্পকালে
কো বেদ দেবি চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩

ত্রাতা বয়ং জননি তে মধুকৈটভাভ্যাং
লোকাশ্চ তে সুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ।
নীতাঃ সুখস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং
যদ্দর্শনং তব ভবানি মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৪

নাহং ভবো ন চ বিরিঞ্চি বিবেদ মাতঃ
কোঽন্যো হি বেত্তি চরিতং তব দুর্বিভাব্যম্।
কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে
ত্বয়িন্ ভবানি চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫

অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরন্য এব
দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজশ্চ প্রথিতপ্রভাবঃ।
অন্যেষু দেবি ভুবনেষু ন সন্তি কিং তে।
কিং বিদ্ম দেবি বিততং তব সুপ্রভাবম্ ॥ ৩৬

যিনি এই মিথ্যাভূত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ (বিবর্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে প্রণাম করি। যিনি চৈতন্যরূপে বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা* হ্রল্লেখাকে বারংবার প্রণাম করি ॥ ২৯

হে জননি! আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ইদানীং এই স্থূল জগৎ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট, এই বিশ্বের নির্মাণে আপনার শক্তির প্রভাব বিস্তৃত। আপনি যে এই অখিল-লোকময়ী, ইহা আমি আমি নিঃসংশয়ে জানিয়াছি ॥ ৩০

জননি! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহদাদি সপ্ত প্রকৃতি বিকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্তভূত এবং ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ এই মূর্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূতময় এই জগতকে স্থূলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তারূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জনকারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন। অতএব মাতঃ! আপনার এই সমস্ত অনির্বচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদিগের বুদ্ধিতে ঠিক যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১

আপনাকে বাদ দিয়া জগতে কোন বস্তুই প্রকাশিত হইতে পারে না। আপনিই সমস্ত কিছুকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, শক্তিরূপিণী আপনাকে বাদ দিয়া স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন না ॥ ৩২

হে দেবি! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজদ্বারা অব্যক্ত-ভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ করেন। পরে নিজ প্রভাবে সৃষ্ট জীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন; আবার প্রলয়সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন। অতএব যে আপনার ঐশ্বর্য্য-শক্তির তত্ত্বকে বুঝিতে পারে? ৩৩

হে মাতঃ! আমি কিংবা তব অথবা বিরিঞ্চি কেহই আপনাকে বুঝিতে পারিলাম না, অতএব অপর কে আপনার দুর্বিভাব্য চরিত্র বুঝিতে পারিবে? ভবানি! আপনার প্রভাব অপরিসীম। আপনার রচিত এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় কত ভুবনই না অবস্থান করিতেছে? ৩৫

দেবি! অদ্য আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাহা দর্শন

---

* অর্দ্ধমাত্রার্থঃ—পরংব্রহ্ম চন্দ্রবিন্দুস্বরূপমিত্যর্থঃ।
তথাহি—"অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা দেবী ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহা।
ভুবনাধীশ্বরী তূর্য্যাতীতবিশ্ববিমোহিনী ॥"
"অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচার্য্যা বিশেষতঃ ॥"

যাচেঽম্ব তেঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণিপত্য কামং
চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং ভবৈতৎ।
নামাপি বক্ত্রকুহরে সততং ভবৈব
সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥ ৩৭

ভৃত্যোঽয়মস্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং
ত্বাং স্বামিনীতি মনসা নমু চিন্তয়ামি।
এষাবয়োরবিরতা কিল দেবি ভূয়াদ্
ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীসুতয়োরিবার্য্যে ॥ ৩৮

ত্বং বেৎসি সর্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং
সর্বজ্ঞতা পরিসমাপ্তিনিতান্তভূমিঃ।
কিং পামরেণ জগদম্ব নিবেদনীয়ং
যদ্‌যুক্তমাচর ভবানি তবেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯

ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরুমাপতিশ্চ
সংহারকারক ইয়ন্ত জনে প্রসিদ্ধিঃ।
কিং সত্যমেতদপি দেবি তবেচ্ছয়া বৈ
কর্ত্তুং ক্ষমা বয়মজে তব শক্তিযুক্তাঃ ॥ ৪০

ধাত্রী ধরাধরসুতে ন জগদ্ বিভর্ত্তি
আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভর্ত্তি।
সূর্য্যোঽপি ভাতি বরদে প্রভয়া যুতস্তে
ত্বং সর্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১

ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ
সর্গে বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্যাঃ
কেঽন্যে সুরাঃ শতমখপ্রমুখাশ্চ নিত্যা
নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২

ত্বদ্ভেদ ভবানি দয়সে পুরুষং পুরাণং
জানেঽহমদ্য তব সন্নিধিগঃ সদৈব।
নোচেদহং বিভুরনাদিরনীহ ঈশো
বিশ্বাত্মধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩

করিলাম, এইরূপ অপরাপর ভুবনসকল মধ্যেও যে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি বর্ত্তমান নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব? কেন না, আপনার অনন্তপ্রভাবের সীমা নাই ॥ ৩৬

হে অম্বিকে! আপনার এই চরণকমলে বারংবার প্রণিপাত পূর্বক এই প্রার্থনা করি, যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময়মন্দিরে প্রতিভাত হয়; আর আপনারই নাম যেন আমার মুখকুহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুদ্বয় যেন সর্বদাই আপনার পাদপদ্মযুগল দর্শনে সমর্থ হয় ॥ ৩৭

আর্যে! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্বদাই যেন এ আমার ভৃত্য এইরূপ মনে করেন। আমাতে এ ভাবটি কখনও যেন বিস্মৃত না হন। দেবি! উভয়তঃ যেন চিরদিন অব্যভিচারভাবে মাতৃ-পুত্রভাব দেদীপ্যমান থাকে ॥ ৩৮

জগন্মাতঃ! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহা আপনার অজ্ঞাত থাকিতে পারে; কারণ, আপনি সর্বজ্ঞতার চরমভূমি; অতএব ভবানি এ পামর আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে। যাহা সমীচীন, তাহা আচরণ করুন। আপনার অভিপ্রায় পূর্ণ হউক ॥ ৩৯

ভগবতি! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু মা, এইটি কি যথার্থ কথা? বস্তুতঃ আমরা যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনারই ইচ্ছামত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ, একথা মহাত্মা তথাদর্শী ব্যতীত অপর কে বুঝিতে পারে? ৪০

গিরিবরতনয়ে! আপনি স্বরূপতঃ গুণাতীতা হইয়া সৃষ্টি-কালে স্বীয় মায়াশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অতএব সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্বজগতের ধারয়িত্রী নহে, প্রকৃতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্রী; অন্যের কথা কি, স্বয়ং সূর্য্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া বিশ্বসংসার প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ রজোগুণাতীত আপনিই এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন ॥ ৪১

ব্রহ্মা, আমি এবং মহাদেব—এই আমরা সকলে যখন আপনার প্রভাবে জন্মগ্রহণ করি, সুতরাং নিত্য পদার্থ নহি, তখন নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর অধীন ইন্দ্র প্রভৃতি অপর আর কোন দেবতা নিত্য হইতে পারে? বস্তুতঃ আপনিই একমাত্র নিত্যপদার্থ, কেননা আপনি এই অনন্ত বিশ্বের উৎপাদনকর্ত্রী সনাতনী মূল প্রকৃতি ॥ ৪২

ভবানি! সম্প্রতি আমি আপনার সন্নিকর্ষে বাস করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ একান্তপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজস্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়, অন্যথা সর্বদাই বিমূঢ়প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভু, আমি অনাদিপুরুষ, আমি বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র ॥ ৪৩

বিদ্যা ত্বমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং
শক্তিস্ত্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব।
ত্বং কীর্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা
মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যলোকে ॥ ৪৪
গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা ত্বমেব
স্বাহা স্বধা ভগবতী সপুণার্ধমাত্রা।
আম্নায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্যা
সঞ্জীবনায় সততং সুরপূর্বজানাম্ ॥ ৪৫
মোক্ষার্থমেব রচয়স্যখিলং প্রপঞ্চং
তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্।
অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য
পূর্ণার্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥৪৬

জীবো যদা তু পরিবেত্তি তবৈব কৃত্যং
ত্বং সংহরস্যখিলমেতদিতি প্রসিদ্ধম্।
নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেঽন্তরঙ্গে
কার্য্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥৪৭
ত্রাতা ত্বমেব মম মোহময়াদ্ ভবাব্ধে-
স্ত্বামম্বিকে! সততমেমি মহাস্তিদে চ।
রাগাদিভির্বিরচিতে বিতথে কিলাস্তে
মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮
নমো দেবি মহাবিদ্যে নমামি চরণৌ তব।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্বার্থদে শিবে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত-শ্রীদেবী-
স্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের আপনিই বিদ্যা এবং শক্তিমান্‌গণের আপনিই শক্তি। আপনিই কমলা, কান্তি, কীর্তি ও বিমল সন্তোষস্বরূপা। দেবি! এই মনুষ্যলোকে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও আপনি ॥ ৪৪

মাতঃ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাদি সমস্ত শক্তিই আপনি। ফলতঃ সর্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা বা অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা তুরীয়রূপা এ সমস্তই আপনি; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় এই অনাদিনিধন বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের অংশস্বরূপ, যাহারা দেবতা প্রভৃতি জীবত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি। আপনিই এই অখিল প্রপঞ্চময় সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫-৪৬

মাতঃ! আপনার প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেকবিজ্ঞান বলে জানিতে পারে যে, নটরচিত অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাভূত নাট্যাভিনয়ের ন্যায় এই অনির্বচনীয়রহস্যরূপ জগতের রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য্য এবং নিজে যখন অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়রূপে বিরাজ করেন, তখনই আপনি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্যকলাপ হইতে বিরত হয়েন ॥৪৭

হে অম্বিকে! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার ত্রাণকর্ত্রী, অতএব আমি নিরন্তর আপনার শরণাগত হইলাম। জননি! রাগদ্বেষাদিজনিত মহতী পীড়াপ্রদ সর্বানর্থকর বহু দুঃখজনক অন্তিমকালে আমায় রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮

হে সর্বমঙ্গলরূপিণি! আপনিই ভক্তের সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। অতএব হে মহাদেবি! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি। আপনি এইরূপ কৃপা করুন যেন ক্ষণকালের জন্যও আমি তত্ত্ববোধ বিস্মৃত না হই ॥৪৯

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত-শ্রীদেবীস্তোত্র কথননামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিবেন ব্রহ্মণা চ ভগবত্যা জগদম্বিকায়াঃ স্তুতিঃ ।]

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দনে ।
উবাচ শঙ্করঃ শর্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১

শিব উবাচ ।

যদি হরিস্তব দেবি বিভাবজ-
স্তদহু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ ।
কিমহমত্র ভবাপি ন সদ্গুণঃ
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে ॥ ২

ত্বমসি ভূঃ সলিলং পবনস্তথা
খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ ।
জননি তানি পুনঃ করণানি চ
ত্বমসি বুদ্ধিমনোঽপ্যহংকৃতিঃ ॥ ৩

ন চ বিদস্তি বদন্তি চ যেঽন্যথা
হরিহরাত্মকৃতং নিখিলং জগৎ ।
তব কৃতান্ত্রয় এব সদৈব তে
বিরচয়ন্তি জগৎ সচরাচরম্ ॥ ৪

অবনি-বায়ু-খ-বহ্নি-জলাদিভিঃ
সবিষয়ৈঃ সগুণৈশ্চ জগদ্ ভবেৎ ।
যদি তদা কথমত্র চ তৎস্ফুটং
প্রভবতীতি ভবাম্ব কলামৃতে ॥ ৫

ভবসি সর্বমিদং সচরাচরং
ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্ ।
বিবিধবেশবিলাসকৃতূহলৈঃ
বিরমসে রমসেঽম্ব যথারুচি ॥ ৬

সকললোকসিসৃক্ষুরহং হরিঃ
কমলভূশ্চ ভবেম যদাম্বিকে ।
তব পদাম্বুজপাংশুপরিগ্রহং
সমাধিগম্য তদা নমু চক্রিম ॥ ৭

যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাম্বিকে
কথমহং বিহিতশ্চ তমোগুণঃ ।
কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ
সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণো হরিঃ ॥৮

পঞ্চম অধ্যায়।

[শিব ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবতী জগদম্বিকার স্তুতি।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! দেবাদিদেব জনার্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্বসংহারক শঙ্কর প্রণিপাত পূর্বক দেবীর সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১

দেবি! হরি যদি আপনার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হন, তাহার পর পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তমোগুণযুক্ত আমিও আপনার সৃষ্ট হইবনা কেন? শিবে! সকল লোকের সৃষ্টি বিষয়ে আপনার চাতুর্য্য প্রসিদ্ধ ॥ ২

জননি! আপনিই ভূমি, জল, বহ্নি, পবন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় এবং আপনিই বুদ্ধি, মন ও অহংকারস্বরূপা ৩

অতএব যাহারা অন্যথা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরি-হর-বিরিঞ্চিবিরচিত বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রমবশতঃ মিথ্যা বলিয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না; কেননা, হরি প্রভৃতি তিনজনই আপনা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছে ॥ ৪

জননি! যদি গন্ধ-রস প্রভৃতি গুণসমান্বিত ভূমি, জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত দ্বারা জগৎ নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সগুণ মহাভূতপঞ্চক আপনার চিদংশ ব্যতিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল? ৫

মাতঃ শিবে! আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপিণী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আবার অখিল চরাচর বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা আপনি আপন ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন। যখন প্রলয়কাল আসে, তখন আপনি বিশ্রাম করেন ॥৬

জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টি করণাভিলাষী হইয়া তত্তৎ কার্য্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আপনার চরণকমলের স্বচ্ছ রজঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭

মাতঃ! আপনি যদি দয়াবতীই না হইবেন, তবে বিশ্বস্রষ্টা অজযোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল লোকপালক হরি সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন এবং সংসারসংহারক আমিই বা কিরূপে তমোগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম? ৮

যদি ন তে বিষমা মতিরম্বিকে
কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ
সচিব-ভূপতিভৃত্যজনাবৃতং
বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯

ভব গুণাত্রয় এব সদা ক্ষমাঃ
প্রকটনাবনসংহরণেষু বৈ।
হরিহররুদ্রবিধাংশ্চ ক্রমাত্ত্বয়া
বিরচিতাস্ত্রিজগতাং কিল কারণম্ ॥১০

পরিচিতানি ময়া হরিণা তথা
কমলজেন বিমানগতেন বৈ
পথিগতৈর্ভুবনানি কৃতানি বা
কথয় কেন ভবানি নবানি চ ॥ ১১

সৃজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্।
রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা
ভব গতিং ন হি বিদ্ম বয়ং শিবে ॥১২

জননি দেহি পদাম্বুজসেবনং
যুবতিভাবগতানপি নঃ সদা।
পুরুষতামধিগম্য পদাম্বুজাদ্
বিরহিতাঃ ক লভেম সুখং স্ফুটম্ ॥১৩

ন রুচিরস্তি মমাম্ব পদাম্বুজং
তব বিহায় শিবে ভুবনেশ্বরম্।
নিবসিতুং নরদেহমবাপ্য চ
ত্রিভুবনস্য পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪

সুদতি নাস্তি মনাগপি তে রতি-
র্যুবতিভাবমবাপ্য তবান্তিকে।
পুরুষতা ক সুখায় ভবত্যলম্
তব পদং ন যদীক্ষণগোচরঃ ॥ ১৫

ত্রিভুবনেষু ভবদ্বিয়মম্বিকে
মম সদৈব হি কীর্তিরনাবিলা।
যুবতিভাবমবাপ্য পদাম্বুজং
পরিচিতং তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬

ভুবি বিহায় তবান্তিকসেবনং
ক ইহ বাঞ্ছিত রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্রুটিরসৌ কিল যাতি যুগাত্মতাং
ন নিকটং যদি তেঽম্বি সরোরুহম্ ॥ ১৭

জগদম্বিকে। জীবগণকে কর্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যদি আপনার বিষমা মতিই না থাকিবে, তবে ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজনপরিবৃত এবং বহুধন ও নির্ধন পরিপূরিত এই অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন ? ৯

জননি। সর্বকালেই আপনার গুণত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরিঞ্চিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০

ভবানি। যদি জগতের সৃষ্ট্যাদিতে আপনার গুণত্রয়ের কর্তৃত্বই না থাকিবে, তবে আমি, হরি ও বিরিঞ্চি যখন বিমান যোগে গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথি মধ্যে বিরচিত নব নব ভুবনসকল কি প্রকারে দেখিতে পাইলাম ? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১

জগদম্বিকে। আপনি স্বকীয় কলা মায়া দ্বারা এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, আবার তাহার দ্বারাই সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি স্বীয় পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করিতেছেন, শিবে। আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ১২

জননি। আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে চরণাম্বুজ সেবনে নিয়োজিত করুন। পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম বিরহিত হইলে আমরা কোথায় আর সুবিমল সুখ লাভ করিতে পারিব ? ১৩

মাতঃ শিবে ! আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভুবনমধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতেও আমার অভিলাষ নাই ॥ ১৪

সুন্দর দন্তশোভিতে দেবি ! আপনার নিকট যুবতীভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষত্বের আমার আর কিছু মাত্রই অনুরাগ নাই, যদি আপনার চরণকমল নয়নগোচর না হইল, তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখ লাভ হইল ? ১৫

জগদম্বিকে। আমি যে যুবতীভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারযাতনাপ্রশমকারী চরণপদ্মের পরিচর্য্যা করিবার সুযোগ লাভ করিলাম, আমার এই নির্মল কীর্তি ত্রিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্তিত হউক ॥ ১৬

আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য-সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তি অবনিতলে যাইয়া অকণ্টক রাজ্যলাভের বাসনা করিয়া

তপসি যে নিরতা মুনয়োঽমলা-
স্তব বিহায় পদাম্বুজপূজনম্ ।
জননি তে বিধিনা কিল বঞ্চিতা:
পরিভবো বিভবে পরিকল্পিত: ॥ ১৮

ন তপসা ন দমেন সমাধিনা
ন চ তথা বিহিতৈ: ক্রতুভির্যথা ।
তব পদাব্জপরাগনিষেবণাদ্
ভবতি মুক্তিরজে ভবসাগরাৎ ॥ ১৯

কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি মাং
কথয় মন্ত্রমনাবিলমদ্ভুতম্ ।
সমভবং প্রজপন্ সুখিতো হ্যহং
সুবিশদঞ্চ নবার্ণমনুত্তমম্ ॥ ২০

প্রথমজন্মনি চাধিগতো ময়া
তদধুনা ন বিভাতি নবাক্ষর: ।
কথয় মাং মনুমদ্য ভবার্ণবাজ্—
জননি তারয় তারয় তারকে ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী শিবেনাদ্ভুততেজসা ।
উচ্চচারাম্বিকা মন্ত্রং প্রস্ফুটঞ্চ নবাক্ষরম্ ॥ ২২
তং গৃহীত্বা মহাদেব: পরাং মুদামবাপ হ ।
প্রণম্য চরণৌ দেব্যাস্তত্রৈবাবস্থিত: শিব: ॥ ২৩
জপন্নবাক্ষরং মন্ত্রং কামদং মোক্ষদং তথা ।
বীজযুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তস্থিবাংস্তদা ২৪
তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ।
অবোচং তাং মহামায়াং সংস্থিতোঽহং পদান্তিকে ॥ ২৫
ন বেদাস্ত্বামেবং কলয়িতুমিহাসন্নপটবো
যতস্তেনোচুস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্ ।
স্বাহা ভূতা দেবী সকলমখহোমেষু বিহিতা
তদা ত্বং সর্ব্বজ্ঞা জননি খলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬

করিয়া থাকে? তোমার চরণসরোজে যাহার সন্নিহিত না হয়, এই দুর্ভাগ্য তাজন তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া মৃগ পরিমিত কাল তাহার ফল ভোগ করিতে হয় ॥ ১৭

জননি! যে নির্ম্মলবুদ্ধি মুনিগণ আপনার চরণাম্বুজের পূজা পরিহার করিয়া তপস্যায় নিরত হন, তাঁহারা নিশ্চিতই বিধাতৃ কর্ত্তৃক প্রতারিত হন, তাঁহাদের তপোরূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার গুণত্রয়ের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮

আপনার পাদপদ্মের পূজা ব্যতিরেকে কেহই তপস্যা, দম, সমাধি অথবা বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা কোন প্রকারে সংসার সাগর হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেন না, জন্ম-মৃত্যুবিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কদাপি তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯

করুণাময়ি! যদি আপনি আমার প্রতি দয়া করেন, তবে আমাকে সেই অনন্তবীর্য্যজনক নির্ম্মল চণ্ডিকামন্ত্রের উপদেশ করুন, দেবি! আমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শঙ্কর অত্যুত্তম নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ২০

জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে গুরুর নিকট হইতে নবাক্ষর মন্ত্র লাভ করিয়া ছিলাম, কিন্তু ইহজন্মে তাহা স্ফুরিত হইতেছে না। তারিণি! এখন আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! অমিততেজা মহাদেব এইরূপ স্তুতি করিলে পর দেবী অম্বিকা পরিস্ফুট রূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২

মহাদেব তাহা প্রাপ্তিমাত্রে পরম আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণযুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য কামনাপূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চারণীয় সেই নবাক্ষর (ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে') বীজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩-২৪

নারদ! অখিল লোকের কল্যাণকর শঙ্করকে সেইরূপে অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্মসন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামায়াকে কহিলাম ॥ ২৫

জননি! বেদসকল আপনার তত্ত্ব জানিতে পটু নহেন এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্র কর্ম্মে সর্ব্বজনবিধাত্রী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাদি অপ্রধান দেবতাগণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোম যজ্ঞাদি কার্য্যের বিধাত্রী রূপে বিধান করিয়াছেন, অতএব দেবি! আপনি এই অখিল ভুবনমধ্যে চৈতন্যরূপিণী সর্ব্বজ্ঞা এবং দেবাদি সমন্বিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন ॥ ২৬

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যোঽস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।
ধন্যোঽস্মাত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাস্তিগে
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভিবেশাদিতি ॥২৭

অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্ব্বেণ বৈ
ধন্যোঽস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে ।
যাচে ত্বাং ভবভীতিনাশচতুরা মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং
হিত্বা মোহকৃতং মহাতিনিগড়ং ত্বদ্ভক্তিযুক্তং কুরু ॥ ২৮

অতোঽহঞ্চ জাতো বিমুক্তঃ কথং স্যাং
সরোজাদমেয়াদ্বিকৃতাদ্ বৈ ।
ভবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং
শিবে পাহি মাং মোহমগ্নং ভবাব্ধৌ ॥ ২৯

ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি
প্রভুং মাং ভবাদ্যাং চরিত্রং পবিত্রম্ ।
যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা
ন তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০

ত্বয়া নির্ম্মিতোঽহং বিধিত্বে বিহায়ং
বিকর্ত্তুং চতুর্ধা বিধায়াদিসর্গম্ ।
অহং বেদ্মি কোঽন্যো ভবেদাদিমায়ে
ক্ষমস্বাপরাধং ত্বহঙ্কারজং মে ॥ ৩১

শ্রমং যেঽষ্টধা যোগমার্গে প্রবৃত্তা
প্রকুর্ব্বন্তি মূঢ়াঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ ।
ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা
সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্নিষেণ ॥৩২

বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে
পদে মোহিতা নাম তে সংবিহায় ।
ন কিং তে বিমূঢ়া ভবাব্ধৌ ভবানি
ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩

পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদৌর্জ্জনৈর্যৈ—
রজে চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্ ।
নিমেষার্দ্ধমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং
শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ॥ ৩৪

দেবি! আমি এই অতিসুন্দর অদ্ভুত সর্ব্ব চরাচরসমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্ত্তা, এই চরাচর ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ অন্য আর কে আছে? আমি সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই ধন্য, তাহাতে আর সংশয় নাই—এরূপ গর্ব্বের অভিনিবেশবশেই আমি এই অতি বিস্তৃত সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭

পরন্তু জননি! এখন আপনার পাদপঙ্কজের পরাগ-গ্রহণ গর্ব্বে যথার্থই ধন্য হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই সত্যবক্তা হইয়াছি। মাতঃ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভয়নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম; অতএব ঈশ্বরি! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহজাল-প্রসূত মহাদুঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত করুন ॥ ২৮

মাতঃ শিবে! আমি আপনার আবিষ্কৃত পদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া এক্ষণে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিব এইরূপ চিন্তা-কুলিত চিত্তে ভবার্ণবে মোহ দ্বারা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই দুস্তর সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৯

জননি! যাহারা আপনার পবিত্র চরিতগাথা অবগত নহে, তাহারাই আমাকে এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে, তাহারাই স্বর্গ কামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০

মাতঃ শিবে! আপনি সনাতনী মহামায়া, আপনি সংসারসৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য উৎপাদন করিলে আমি স্বেদজ, অণ্ডজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীব সৃষ্টি করিয়া "আমিই সকল জানি, অন্য কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে" এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১

মাতঃ! কোনপ্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা যাহারা অবগত নহে সেই সকল মূঢ় মানবই তপস্যায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম করিয়া থাকে ॥ ৩২

জননি! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, সেই সাঙ্খ্যযোগিগণ যথার্থ বস্তুবিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে সংশয় নাই। ভবানি! তাহারা কি ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া মহামোহের কল্লোল লীলায় পরিপ্লুত হয় নাই? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িনী রহিয়াছেন ॥ ৩৩

অনাদিনিধনে! হরিহর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা

ন কিং ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং
দৃশৈবাশু সর্ব্বং চতুর্ধা বিভক্তম্
বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-
দিসর্গে কিলেদং করোমীতি কামম্ ॥ ৩৫
হরিঃ পালকঃ কিং ত্বয়াসৌ মধোর্বা
তথা কৈটভাদ্ রক্ষিতঃ সিন্ধুমধ্যে
হরঃ সংহৃতঃ কিন্ত্বয়াসৌ ন কালে
কথং মে ভ্রুবোর্মধ্যদেশাৎ স জাতঃ ॥৩৬
ন তে জন্ম কুত্রাপি দৃষ্টং শ্রুতং বা
কুতঃ সম্ভবস্তেন কোঽপীহ বেদ
কিলাদ্যাসি শক্তিস্ত্বমেকা ভবানি
স্বতস্তৈঃসমস্তৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭
ত্বয়া সংযুতোঽহং বিকর্ত্তুং সমর্থো
হরিস্ত্রাতুমস্থ ত্বয়া সংযুতশ্চ
হরঃ সম্প্রহর্ত্তুং ত্বয়ৈবেহ যুক্তঃ
ক্ষমা নাদ্য সর্ব্বে ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮
যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথান্যে
ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্ ।
ন মুহ্যন্তি কেঽস্মিংস্তবাত্যদ্ভুতচিত্রে
বিনোদে বিবাদাস্পদেঽল্পাশয়ানাম্ ॥ ৩৯
অকর্ত্তা গুণস্পষ্ট এবাদ্য দেবো
নিরীহোঽনুপাধিঃ সদৈবাকলশ্চ ।
তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণ বিনোদং
সুসম্পশ্যতীত্যাহরেবং বিবিজ্ঞাঃ ॥৪০
দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্ প্রাকৃতত্বো বৈ পুমান্ পরঃ ।
নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি প্রমেয়ে সুবিচারিতে ॥৪১
ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন ।
বিরোধোঽয়ং ময়াস্ত্যস্তঃ হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২

এবং শিবা অম্বিকা শক্তি ও ঈশানী প্রভৃতি নাম কি নিমেষমাত্রের জন্যও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ? ৩৭

মাতঃ ! আপনি কটাক্ষমাত্রেই স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নহেন ? বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু আপন ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহংতত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণসমূদয় সঙ্কলন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৫

জগদম্বিকে ! আপনিই হরিকে এই অখিল লোকের পালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আপনি কি প্রলয়সাগরমধ্যে মধু ও কৈটভ নামক ঘোরতর দুই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই ? মাতঃ ! যিনি আত্মরক্ষণে অসমর্থ, তিনি কি অপরের রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন ? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই জগতের পালন করিতেছেন । আর আপনি কি জগৎসংহারক হরকে যথাকালে সংহার করেন না ? অবশ্যই করিয়া থাকেন । তাহা হইলে সেই রুদ্রদেব আমার ভ্রূমধ্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ? ৩৬

ভবানি ! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই । কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল, তাহাও এই অখিল বিশ্বে কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অম্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অন্য কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতিসকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭

অম্বিকে ! আমি আপনার সহায়বলেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮

জননি ! আপনার আশ্চর্য্যজনক লীলাব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণ যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ? কেননা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অন্য কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবে না অথবা এখন বিদ্যমান নাই যে এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি ! আপনার লীলা অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ নাই ॥ ৩৯

শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে, ঈশ্বর নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও আপনার-সুবিস্তীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০

যে সকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভেদ সংসারমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্ব্বাধার ভূত অপর এক পুরুষ আছেন, সেই প্রমেয় পদার্থ বিচারবিষয়ে আপনাদের এই উভয় ব্যতীত তৃতীয় আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১

বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে । অনুভব দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থদ্বয় প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু শ্রুতি অদ্বৈতের কথাই কহিতেছেন, অতএব মাতঃ ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ আশঙ্কা করিতেছি ॥ ৪২

একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ ।
সা কিং ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্ত্তয় ॥ ৪৩
নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যবিশঙ্কিতম্ ।
দ্বিত্বৈকত্ববিচারেঽস্মিন্নিমগ্নং ক্ষুল্লকং মনঃ ॥ ৪৪
স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি মামকম্ ।
পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সন্নিধিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ একই, বেদসকল এই কথাই কহিতেছেন। জননি! সেই পদার্থ কি আপনি? অথবা সেই পুরুষ? আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন ॥ ৪৩

আমার চিত্ত সংশয়রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার এই ক্ষুদ্র মন এই দ্বৈতাদ্বৈত বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বান্বেষণ করিতেও পারিতেছে না; অতএব মাতঃ শিবে!

পুমানসি ত্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।
জ্ঞাত্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তঃ স্যাস্তবসঙ্গরাৎ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে হরিহরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্রবর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

আপনি নিজ মুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন। বিপুল পুণ্যযোগপ্রভাবেই আমরা আপনার চরণযুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪-৪৫

আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার-সাগর হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬

শ্রীমদ্দেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশ সাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে হরি-হর-ব্রহ্মকৃত স্তোত্র বর্ণননামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[জগদম্বিকয়া শ্রীহরয়ে হরায় ব্রহ্মণে চোপদেশস্য প্রদানম্।]

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্টা ময়া মহাদেবী বিনয়াবনতেন চ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমাদ্যা ভগবতী হি সা ॥ ১

দেব্যুবাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ দাহমহং যোঽসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥২
আবয়োরন্তরং সূক্ষ্মং যো বেদ মতিমান্ হি সঃ।
বিমুক্তঃ স তু সংসারান্নুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩
একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপিৎসুসংজ্ঞকে ॥ ৪
যথা দীপস্তথোপাধের্যোগাৎ সঞ্জায়তে দ্বিধা।
ছায়েবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিম্বঃ তথাবয়োঃ ॥ ৫
ভেদোৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ।
দৃশ্যাদৃশ্য-বিভেদোঽয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্ব্বথা ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[জগদম্বিকা কর্ত্তৃক শ্রীহরি, হর ও ব্রহ্মাকে উপদেশ দান।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—নারদ! আমি বিনীতভাবে সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ১

দেবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্বভাব, আমাদের কোন ভেদ নেই। যে পুরুষ সেই আমি এবং যে আমি সেই পুরুষ, তবে যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ-বুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ বলিয়া জানিবে ॥ ২

যে সাধক আমাদের উভয়ের (শক্তি ও শক্তিমানের) ভেদবিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে পারে অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্যতঃ ভেদমাত্র এইটি যাহার অনুভব হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৩

একটী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন, তিনি নিত্য সনাতন-স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনিই দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪

যেমন একমাত্র দীপ উপাধি যোগে দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ দর্পণরূপ উপাধি যোগে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধি যোগে দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্য্যরূপ অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয় ॥ ৫

হে ব্রহ্মন্! অনাদি ও অনন্ত রূপে প্রবাহমান সেই বিম্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্মসমূদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন

নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে
সর্গে সতি বিভেদঃ স্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়া পুনঃ ॥৭
অহং বুদ্ধিরহং শ্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতিস্তথা।
শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা ক্ষমা ॥ ৮
কান্তিঃ শান্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তন্দ্রা জরাঽজর।
বিদ্যাঽবিদ্যা স্পৃহা বাঞ্ছা শক্তিশ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯
বসা মজ্জা চ ত্বক্ চাহং দৃষ্টির্বাগনৃতা নৃতা।
পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাড্যোঽহং বিবিধাশ্চ যাঃ ॥ ১০
কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্‌বিযুক্তং কিমস্তি হি।
সর্ব্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ ॥ ১১
এতৈর্মে নিশ্চিতৈ রূপৈর্বিহীনং কিং বদস্ব মে।
তস্মাদহং বিধে চাস্মিন্ সর্গে বৈ বিততাঽভবম্ ॥ ১২

নূনং সর্ব্বেষু দেবেষু নানানামধরা শুভম্।
ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩
গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।
বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী ১৪
উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্।
করোমি সর্ব্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫
জলে শীতং তথা বহ্নাবৌষ্ণ্যং জ্যোতির্দিবাকরে
নিশানাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬
ময়া ত্যক্তুং বিধে নূনং স্পন্দিতুং ন ক্ষমং ভবেৎ।
জীবজাতঞ্চ সংসারে নিশ্চয়োঽয়ং ব্রুবে ত্বয়ি ॥১৭
অশক্তঃ শঙ্করো হন্তুং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্‌ঝিতঃ।
শক্তিহীনং নরং ক্রুদ্ধো লোকশ্চৈবাতিদুর্ব্বলম্ ॥ ১৮

ব্রহ্ম বস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহ ভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্ম বশে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, সেইজন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর কর্ম্ম-বীজযুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর-পত্র পুষ্প-ফলাদির ন্যায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অনুস্যূত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয়, ব্রহ্মবস্তুরও তত প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬

পদ্মাসন! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টিকালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭

পদ্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই শ্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষান্তি, কান্তি ও শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা এবং আমিই বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বসা, মজ্জা, ত্বক্ দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য এবং আমিই পরা, মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সার্দ্ধ ত্রিকোটি সংখ্যক নাড়ী-রূপিণী ॥ ৮-১০

বিধাতঃ! আমি সংসারে কোন্ বস্তু নহি? আমা হইতে বিযুক্ত হইয়া কোন্ বস্তু বিদ্যমান্ থাকিতে পারে? ফলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি—ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিও ॥ ১১

ব্রহ্মন্! আমার এই সকল নিত্য কারণ দ্বারা বিহীন হইয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে? তাহা তুমি আমাকে বল, ফলতঃ কোন স্থলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি ॥ ১২

আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পূর্ব্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিতি করিয়া পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩

কমলাসন! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্মায় ব্রাহ্মী, রুদ্রদেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবেরে কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১৪

বস্তু জাতমাত্রেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থমধ্যেই আমি অনুপ্রবিষ্ট হই, ফলতঃ সেই পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫

ব্রহ্মন্! আমি সলিলে শৈত্য, অনলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতল চন্দ্রিকা—এইরূপে আমি সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬

বিধাতঃ! আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তি-বিহীন হইলে কদাচ নড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ১৭

অধিক কি, শঙ্করও আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য-বিনাশে সমর্থ হয় না। আর দেখ, লোকসকল অতিশয় দুর্ব্বল

রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ ক্বিল।
শক্তিহীনং যথা সর্বে প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯
পতিতঃ স্খলিতো ভীতঃ শান্তঃ শত্রুবশংগতঃ।
অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোঽপি কথ্যতে ॥২০
তদ্বিদ্ধি কারণং শক্তির্যথা ত্বঞ্চ সিসৃক্ষসি।
ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কর্তা তদাঽখিলম্ ॥ ২১
তথা হরিস্তথা শম্ভুস্তথেন্দ্রোঽথ বিভাবসুঃ।
শশী সূর্য্যো যমশ্চাষ্টা বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২
ধরা স্থিরা তদা ধর্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ।
অন্যথা চেদশক্ত্যা স্যাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে ॥ ২৩
তথা শেষস্তথা কূর্ম্মো যেঽন্যে সর্বে চ দিগ্‌গজাঃ।
মদ্‌যুক্তা বৈ সমর্থাশ্চ স্বানি কার্য্যাণি সাধিতুম্ ॥ ২৪
জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবসুম্।
পবনং স্তম্ভয়ামাশু যদিচ্ছামি তথাচরম্ ॥ ২৫
ত্বন্নাভেঞ্চৈব সর্বেষাং কদাপি কমলোদ্ভব।
অসত্যাং ভাবসন্দেহঃ কর্ত্তব্যো ন কদাচন ॥২৬
কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্যাৎ প্রধ্বংসাভাব এব বা।
মৃৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটাভাবো যথা তথা ॥ ২৭
অন্যত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে।
সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অন্যান্যা পরমাণবঃ ॥ ২৮
শাশ্বতং ক্ষণিকং শূন্যং নিত্যানিত্যং সকর্ত্তৃকম্।
অহঙ্কারাগ্রিমঞ্চৈব সপ্তভেদৈরিবক্ষিতম্ ॥ ২৯

ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যগণ তাহাকে রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ বলে না। যেরূপ সকলে শক্তিহীন মানুষকে নরাধম বলে ॥ ১৮-১৯

পতিত, স্খলিত, ভীত, শান্ত ও শত্রুর বশতাপন্ন মানবগণকে লোকে অশক্ত (শক্তিহীন) বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ব্যক্তি "রুদ্র-হীন" এরূপ ত' কেহ কখনই বলে না ॥ ২০

অতএব তুমি যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে। তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই অখিলের সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। হরি, শম্ভু, রুদ্র, বিভাবসু, সূর্য্য, শশধর, যম, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবতাগণ শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১-২২

যখন শক্তিসমন্বিত হয়, তখনই ধরাদেবী স্থির থাকিয়া বিবিধ জীবনিবহসঙ্কলিত পদার্থসমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয়, নতুবা একটি পরমাণুমাত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৩

সেইরূপ শেষনাগ, কূর্ম্ম ও দিগ্‌গজগণ এবং অন্যান্য সকলেই মদ্‌যুক্ত অর্থাৎ শক্তি-বৈশিষ্ট্য হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪

ব্রহ্মন্! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি, তৎসমুদায়ই স্বতন্ত্র ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি। আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও স্তম্ভিত করিতে পারি ॥ ২৫

কমলাসন! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমাণ রহিয়াছে, আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন? এইরূপে সমস্ত অসৎ পদার্থের ভাব-সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়াযোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অনুৎপত্তির প্রতি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ, বন্ধ্যাপুত্র এবং শশবিষাণ ও আকাশ কুসুম প্রভৃতির উৎপত্তির আশ্রয়যোগ সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু সৎরূপে বিদ্যমান পদার্থসমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ ভিন্ন, খপুষ্পাদির ন্যায় অন্য পদার্থের উৎপত্তির প্রতি সন্দেহ তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬

যদি বল যে, সৎপদার্থসমূহের উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়-যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না; যেহেতু সৎপদার্থসমূহের কার্য্য বিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা অন্য আর কিছুই নয়। তুমি বিচার করিয়া দেখ—মৃৎপিণ্ডে সৎপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আবার কপালসকলেও ঘটের প্রধ্বংসাভাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাভাবই আবার ঘটের তিরোভাবের জনক হইয়া থাকে। সেইরূপে কারণাত্মক সৎপদার্থসমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মন্! কারণবিচারেও আমার সর্বাত্মকত্ব অব্যাহত রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ২৭

এখন এখানে ঘটাদিরূপ পৃথিবী নাই। যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল, ইহার উত্তরে বক্তব্য ঘটাদিরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৮

হে ব্রহ্মন্! শাস্ত্রে প্রকৃতির সপ্ত ভেদ কথিত আছে,—শাশ্বত, ক্ষণিক, শূন্য, নিত্য, অনিত্য, সকর্ত্তৃক ও অহঙ্কার। ইহাদের মধ্যে নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থসমুদায়ই সকর্ত্তৃক অর্থাৎ কারণজন্য জানিবে; কিন্তু অহংকার এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতির সপ্তপ্রকার ভেদ মাত্র, তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে

গৃহাণাজ মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্তদুদ্ভবঃ
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা ॥ ৩০
ব্রজন্তু স্বানি ধিষ্ণ্যানি বিরচ্য নিবসন্তু বঃ।
স্বানি স্বানি চ কার্য্যাণি কুর্বন্তু দৈবভাবিতাঃ ॥ ৩১
গৃহাণেমাং বিধে শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীম্।
মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাম্ ॥ ৩২
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণ-ভূষিতাম্
বরাসন-সমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩
এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাঙ্গনা।
মাবমংস্থা বিভূতিং মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪
গচ্ছ ত্বমনয়া সার্ধং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ।
বীজাচ্চতুর্বিধং সর্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫
লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কর্মভিস্তথা।
বর্ততে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু ত্বং যথা পুরা ॥৩৬
কালকর্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ।
স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং পূর্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭
মাননীয়ত্বয়া বিষ্ণুঃ পূজনীয়শ্চ সর্বদা।
সত্ত্বগুণপ্রধানত্বাদধিকঃ সর্বতঃ সদা ॥ ৩৮
যদা যদা হি কার্য্যং বো ভবিষ্যতি দুরত্যয়ম্।
করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারং তদা হরিঃ ॥ ৩৯
তির্য্যগ্‌যোনাবথান্যত্র মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।
দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ৪০
ভবোঽয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ
সমুৎপাদ্য সুরান্ সর্বান্ বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৪১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নানাযজ্ঞৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
যজিষ্যন্তি বিধানেন সর্বান্ বঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ৪২
মন্ত্রামোচ্চারণাৎ সর্ব্বে মখেষু সকলেষু চ।
সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুষ্টা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল ॥ ৪৩
শিবশ্চ মাননীয়ো বৈ সর্ব্বথা তত্তমোগুণঃ।
যজ্ঞকার্য্যেষু সর্ব্বেষু পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার, তদনন্তর-অন্যান্য সমস্ত ভূতবর্গ এইরূপে তুমিও পূর্বের ন্যায় যথাকালে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক। ২৯-৩০

হে ব্রহ্মন্! তোমরা নিজ নিজ ভবনে গমন কর এবং এইভাবে বিশ্ব সৃষ্টি-করিয়া বাস কর। দৈবভাবিত অর্থাৎ প্রারব্ধ-পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাক। ৩১

হে বিধি! এই দিব্যরূপা চারুহাসিনী রজোগুণযুক্তা শ্বেতাম্বরধারিণী দিব্যভূষণে বিভূষিতা পদ্মরূপ শ্রেষ্ঠ আসনে সমারূঢ়া মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে বিনোদনের জন্য তোমার সহচারিণী হিসাবে গ্রহণ কর। ৩২-৩৩

এই উত্তমাঙ্গনা সর্বদাই তোমার সহচরী থাকিবে। আমার বিভূতি মনে করিয়া পূজ্যতমা এই প্রিয়াকে কদাচ অবহেলা করিবে না। ৩৪

ইহার সহিত সত্বর সত্যলোকে গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্ব-রূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর। ৩৫

লিঙ্গ শরীরসকল জীব ও কর্মসমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে, তুমি যথাকালে পূর্বের ন্যায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও। ৩৬

কাল, কর্ম ও স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণসমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি ও শব্দাদি গুণ সমস্ত দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্বের ন্যায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যেরূপ প্রারব্ধ, যাহার যে ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ গুণ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি সেইরূপ গুণ ও কর্মানুরোধে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিও। ৩৭

এই বিষ্ণু সর্বদা তোমা কর্তৃক মাননীয় ও পূজনীয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের জন্য ইনি সর্বতোভাবে সব সময়ের জন্য অধিক গৌরবের। ৩৮

যখন যখন তোমাদের দুষ্কর কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন তখন হরি পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করিবে। ৩৯

জনার্দন শ্রীহরি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অথবা অন্যত্র তির্য্যগ্‌-যোনিতে দেহ ধারণ করিয়া দানবসমূহের বিনাশ করিবে। ৪০

এই মহাবল শিব তোমার সহায় হইবে। তুমি যথাকালে সুরগণকে সৃষ্টি করিয়া যথাসুখে বিহার কর। ৪১

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সমাহিতভাবে সদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তোমাদের সকলের বিধিপূর্বক অর্চনা করিবে। ৪২

সমস্ত যজ্ঞেই আমার যাহা নাম উচ্চারণ-হেতু তোমরা সমস্ত দেবতাই সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে। ৪৩

তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়, অতএব সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যেই যত্নপূর্বক ইহার পূজা কর্তব্য। ৪৪

যদা পুনঃ সুরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাদ্ ভবিষ্যতি
শক্তয়ো মে তদোৎপন্না হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫
বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী সদা শিবা।
এতাশ্চান্যাশ্চ কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব ॥ ৪৬
নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা
জপন্ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব ॥ ৪৭
মন্ত্রাণামুত্তমোঽয়ং বৈ ত্বং জানীহি মহামতে
হৃদয়ে তে সদা ধার্য্যঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮
ইত্যুক্ত্বা মাং জগন্মাতা হরিং প্রাহ শুচিস্মিতা
বিষ্ণো ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯
সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ
ক্রীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৫০
ত্বয়েয়ং নাবমন্তব্যা মাননীয়া চ সর্ব্বদা।
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোঽয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১
জীবনার্থং কৃতা যজ্ঞা দেবানাং সর্ব্বথা ময়া।
অবিরোধেন সততং বর্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২
ত্বঞ্চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদ্গুণসম্ভবাঃ।
মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ সর্ব্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবাঃ মূঢ়চেতসঃ।
নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ।
এতয়োর্ভেদমাতিষ্ঠন্ নরকায় ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫
তথৈব ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপরো গুণভেদোঽস্তি শৃণু বিষ্ণো ব্রবীমি তে ॥ ৫৬
মুখ্যঃ সত্ত্বগুণস্তেঽস্তু পরমাত্মবিচিন্তনে।
গৌণত্বেঽপি পরৌ খ্যাতৌ রজোগুণ-তমোগুণৌ ॥৫৭
লক্ষ্ম্যা সহ বিকারেষু নানাভেদেষু সর্ব্বদা।
রজোগুণোযুতো ভূত্বা বিহরস্বানয়া সহ ॥ ৫৮
বাগ্‌বীজং কামরাজঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্।
মন্ত্রোঽয়ং ত্বং রমাকান্ত মদ্দত্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯

যখন পুনরায় দৈত্যগণের নিকট হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে, তখন বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী সতী শিবা এই সব শক্তি এবং অন্যান্য শক্তি সুন্দর দেহ ধারণ করত উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় অপহরণ করিবে। হে কমলোদ্ভব! তুমি তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর ॥ ৪৫-৪৬

হে কমলযোনি। তুমি বীজধ্যানযুক্ত নবাক্ষর এই মন্ত্র সর্বদা জপ করিতে করিতে সকল কার্য্য করিতে থাক ॥ ৪৭

মন্ত্রসমূহের মধ্যে ইহা উত্তম। হে মহামতে! তুমি ইহা অবশ্যই জানিও। সকল কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তুমি সর্বদা ইহা হৃদয়ে ধারণ করিবে ॥ ৪৮

জগন্মাতা আমাকে (ব্রহ্মাকে) এই কথা বলিয়া পবিত্র-হাস্যময়ী মাতা হরিকে বলিলেন। হে বিষ্ণো। গমন কর। মনোহর এই মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর ॥ ৪৯

এই মহালক্ষ্মী সর্বদা তোমার বক্ষঃস্থলে নিশ্চিত বিরাজমানা থাকিবে। তোমার বিনোদনের জন্য সর্বার্থপ্রদা কল্যাণময়ী শক্তি আমি প্রদান করিলাম ॥ ৫০

তুমি ইহাকে অবমানিতা করিবে না, পরন্তু সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করিবে। কল্যাণের জন্যই আমি এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক যোগ সম্পাদন করিলাম ॥ ৫১

দেবতাগণের সঞ্জীবনের জন্য সর্বপ্রকারে আমি যজ্ঞের প্রবর্তন করিলাম। তোমরা তিন জন সর্বদা বিরোধ পরিহার পূর্বক অবস্থান করিবে ॥ ৫২

তুমি, বিধাতা ও শঙ্কর এই তিন জন আমার তিনটি গুণ-সম্ভূত দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারে মাননীয় ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৩

যে মানব তোমাদিগের ভেদ কল্পনা করিবে, তাহারা যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫৪

যিনিই হরি, তিনিই সাক্ষাৎ শিব। যিনিই শিব তিনিই স্বয়ং হরি। এই উভয়ের ভেদ যে কল্পনা করে, সে অবশ্যই নরকে পতিত হয় ॥ ৫৫

ব্রহ্মাও সেইরূপ অর্থাৎ হরি ও হর হইতে অভিন্ন। এ বিষয়ে কোন পার্থক্য বিচার উচিত নয়। হে বিষ্ণু! তবে অন্যান্য বিষয়ে গুণভেদ আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৫৬

পরমাত্মার ধ্যানবিষয়ে তোমাতে মুখ্যরূপে সত্ত্বগুণ থাকিবে পরবর্তী দুইটি অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ তাহারা গৌণরূপে থাকিবে ॥ ৫৭

নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারসমূহে লক্ষ্মীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সততই বিহার করিতে থাক ॥৫৮

রমাকান্ত। আমি তোমাকে বাগ্‌বীজ(ঐং), কামবীজ(ক্লীং) ও মায়াবীজ(হ্রীং) এই অক্ষরত্রয়-সমন্বিত পরমার্থপ্রদ মন্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া জপ কর এবং

গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাসুখম্
ন তে মৃত্যুভয়ং বিষ্ণো ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥ ৫৯

যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ঃ।
সংহরিষ্যাম্যহং সর্ব্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্ ॥
তবন্তোঽপি তদা নূনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১

স্মর্ত্তব্যোঽয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা।
উদ্গীথেন চ সংযুক্তঃ কর্ত্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২

কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম।
বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্ মাং সনাতনীম্ ॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা।
নির্গুণা শঙ্করং দেবমবোচদমৃতং বচঃ ॥ ৬৪

দেব্যুবাচ।

গৃহাণ হর গৌরীং ত্বং মহাকালীং মনোহরাম্।
কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৬৫

মুখ্যস্তমোগুণস্তেঽস্তু গৌণো সত্ত্ব-রজোগুণৌ।
বিহরাসুরনাশার্থং রজোগুণ-তমোগুণৌ ॥ ৬৬

তপস্তপ্তুং তথা কর্ত্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ।
শর্ব্ব সত্ত্বগুণঃ শান্তো গ্রহীতব্যঃ সদাঽনঘ ॥ ৬৭

সর্ব্বথা ত্রিগুণা যূয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকা।
এভির্বিহীনং সংসারে বস্তু নৈবাত্র কুত্রচিৎ ॥ ৬৮

বস্তুমাত্রং তু যদ্দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ।
দৃশ্যঞ্চ নির্গুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯

নির্গুণঃ পরমাত্মাঽসৌ ন তু দৃশ্যঃ কদাচন।
সগুণা নির্গুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা ॥ ৭০

সদাহং কারণং শম্ভো ন চ কার্য্যং কদাচন।
সগুণা কারণত্বাদ্ বৈ নির্গুণা পুরুষান্তিকে ॥ ৭১

মহত্তত্ত্বমহঙ্কারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা।
কার্য্যকারণরূপেণ স সরন্তে ত্বহর্নিশম্ ॥ ৭২

সদ্ভূতত্ত্বমহঙ্কারস্তেনাহং কারণং শিবা।
অহংকারশ্চ মে কার্য্যং ত্রিগুণোঽসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ। ৭৩

যথাসুখে বিহার করিতে থাক। বিষ্ণো! এই মন্ত্রপ্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কালভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯-৬০

যখন আমার এই জগৎ-সৃষ্ট্যাদি রূপ লীলাবিহার সুনিশ্চয় রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই সম্পূর্ণ চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমরাও আমাতে লীন হইবে সংশয় নাই ॥ ৬১

পরন্তু যদি কল্যাণ কামনা থাকে, তাহা হইলে নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্র প্রণব-সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ' এই মন্ত্র নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২

পুরুষোত্তম! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যথেচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩

ব্রহ্মা বলিলেন—যিনি স্বরূপতঃ গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্ট্যনুরোধে গুণত্রয়যুক্তা হন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

দেবী বলিলেন,—হে হর! এই মহাকালরূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর। তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার সহিত যথাসুখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৫

তমোগুণ তোমাতে প্রধানরূপে থাকুক। সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণ তোমাতে গৌণভাবে থাকুক। অসুরবিনাশের জন্য তুমি রজোগুণ ও তমোগুণ ধারণ পূর্বক সংসারে বিচরণ কর ॥ ৬৬

হে বিমলাত্মন্ শর্ব! তপস্যা করিবার জন্য এবং পরমাত্মার স্মরণের জন্য তুমি সর্বদাই শমপ্রধান সত্ত্বগুণ গ্রহণ করিবে ॥ ৬৭

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারক তোমরা সর্ব্বোতোভাবে গুণত্রয়-যুক্ত। এই তিন গুণের কর্তৃক বিরহিত কোন বস্তুই এই জগতে নাই ॥ ৬৮

এই জগতে যে বস্তু দৃশ্য হয়, তাহা সত্ত্বাদি গুণত্রয়যুক্ত। বস্তুটি দৃশ্য অথচ গুণরহিত এইরূপ ছিলও না এবং হইতেও পারে না ॥ ৬৯

পরমাত্মা নির্গুণ, তাই তিনি কদাচ দৃশ্য নহেন। হে শঙ্কর! পরম প্রকৃতিরূপিণী আমি সময়ানুসারে সগুণা, আবার সময়ানুসারে নির্গুণা ॥ ৭০

হে শম্ভু! আমি সর্ব্বদাই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান থাকি, কখনও কার্য্যরূপে নহে। কারণ হিসাবে আমি সগুণা, পরম পুরুষসন্নিধানে কিন্তু নির্গুণা ॥ ৭১

মহত্তত্ত্ব অহংকার ও শব্দ-স্পর্শাদি গুণসমূহ ইহারা দিবারাত্রই পূর্ব পূর্বক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২

অহংকার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি পরমাহংকাররূপ সৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহেশ! আমি সেই পরাহঙ্কার সৎপদার্থরূপিণী, বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ সেই পরাহঙ্কাররূপা আমাকেই অব্যক্ত শব্দে

অহঙ্কারান্ মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সা পরিকীর্তিতা।
মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যং স্যাদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪
তস্মাত্রাণি তদহঙ্কারাদুৎপন্নন্তে সদৈব হি।
কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্ব্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মহাভূতানি পঞ্চৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণোঽয়ং ষোড়শাত্মকঃ।
পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্য্যং ন চ কারণম্ ॥ ৭৭
এবং সমুদ্ভবঃ শম্ভো! সর্বেষামাদিসম্ভবে।
সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তস্তব তত্র সমুদ্ভবঃ ॥ ৭৮
ব্রজন্তু বিমানেন কার্য্যার্থং মম সত্তমাঃ।
স্মরণাদ্ দর্শনং তুভ্যং দাস্যেঽহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯
স্মর্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
উভয়োঃ স্মরণাদেব কার্য্যসিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ

ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জাস্মান্ দত্ত্বা শক্তীঃ সুসংস্কৃতাঃ।
বিষ্ণবেঽথ মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১
মহাসরস্বতীং মহ্যং স্থানাত্তস্মাদ্ বিসর্জ্জিতাঃ।
স্থলান্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২
চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপং তৎপ্রভাবং পরমাদ্ভুতম্।
বিমানং তৎ সমাসাদ্য সংরূঢ়াস্তত্র বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৮৩
ন দ্বীপোঽসৌ ন সা দেবী সুধাসিন্ধুস্তথৈব চ।
পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তত্রাস্মাভির্ন চান্যথা ॥ ৮৪
আসাদ্য তস্মিন্ বিততে বিমানে
প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ।
মহার্ণবে যত্র হতৌ দুরন্তাবৌ
মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্যা উপদেশদানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

অবিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অখিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ, অহঙ্কার আমার কার্য্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩

সেই পরাহঙ্কার হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, সেই মহত্তত্ত্বই বুদ্ধি হিসাবে কীর্তিত হয়, অতএব মহত্তত্ত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪

পরন্তু মহত্তত্ত্বজাত কার্য্যরূপ অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এই পঞ্চ তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চভূত ও মন এই কার্য্যসমুদায় মহাভূতরূপ কারণ মিলিয়া ষোড়শাত্মক একটি গণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৫-৭৭

শম্ভো! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন, এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়ার কার্য্য। আদি সৃষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহেশ্বর! এই আদি সৃষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহিলাম ॥ ৭৮

হে সুরোত্তমগণ! এক্ষণে তোমরা বিমানে আরোহণ করত আমার কার্য্যসাধনের নিমিত্ত গমন কর। বিপদে পতিত হইয়া স্মরণ করিলেই তোমরা আমার দর্শন লাভ করিবে ॥ ৭৯

সর্ব্বদা আমাকে এবং সনাতন পরমাত্মা দেবকে স্মরণ করিও। উভয়ের স্মরণ মাত্র কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮০

ব্রহ্মা বলিলেন,—এই কথা বলিয়া সেই দেবী আমাদিগকে বিদায় দিলেন। বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, শিবকে মহাকালী এবং আমাকে মহাসরস্বতী—এইভাবে আমাদিগের তিনজনকে তিনটি সুসংস্কৃত শক্তি প্রদান করিয়া সেই স্থান হইতে বিদায় দিলেন। স্থলান্তরে উপস্থিত সেই আমরা পুনরায় পুরুষ হইয়া গেলাম ॥ ৮১-৮২

সেই দেবীর স্বরূপ ও পরমাদ্ভুত প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে আমরা বিমান লাভ করত তাহাতে আমরা তিন জন আরোহণ করিলাম ॥ ৮৩

আমরা দেখিলাম—সেই মণিদ্বীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সুধাসমুদ্রই রহিয়াছে। অনন্তর আমরা সেই বিমান ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮৪

আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনার্দ্দন মধুকৈটভ নামক দুর্দান্ত অসুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্ণবে আমার জন্মপঙ্কজের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীদেবীর উপদেশদান নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[তত্ত্বনিরূপণম্, আধ্যাত্মিক-সুখধামকথনঞ্চ ।]

ব্রহ্মোবাচ

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা ।
শিবেনাপি মহাভাগ তাস্তা দেবাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্বাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২

নারদ উবাচ ।

পুমানাদ্যোঽবিনাশী যো নির্গুণোঽচ্যুতিরব্যয়ঃ ।
দৃষ্টশ্চৈষাম্ভূতশ্চ তদ্ বদস্ব পিতামহ ॥৩
ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নির্গুণা কীদৃশী পিতঃ ।
তস্যাঃ স্বরূপং মে ব্রূহি পুরুষস্য চ পদ্মজ ॥ ৪
যদর্থঞ্চ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ
দৃষ্টাঃ সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমন্যবঃ ॥ ৫
পরমাত্মা ন সম্প্রাপ্তো ময়াসৌ দৃষ্টিগোচরঃ ।
পুনঃ পুনঃ তপস্তীব্রং কৃতং তত্র প্রজাপতে ॥ ৬
ভবতা সগুণা শক্তির্দৃষ্টা তাত মনোরমা ।
নির্গুণা নির্গুণশ্চৈব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

ইতি পৃষ্টঃ পিতা তেন নারদেন প্রজাপতিঃ ।
উবাচ বচনং তথ্যং স্মিতপূর্বং পিতামহঃ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ ।

নির্গুণস্য মুনে ! রূপং ন ভবেদ্ দৃষ্টিগোচরম্ ।
দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯
নির্গুণা দুর্গমা শক্তিঃ নির্গুণশ্চ তথা পুমান্ ।
জ্ঞানগম্যো মুনীনাং তু ভাবনীয়ৌ তথা পুনঃ ॥ ১০
অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতি-পুরুষৌ ।
বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কর্হিচিৎ ॥ ১১
চৈতন্যং সর্বভূতেষু যত্তদ্ বিদ্ধি পরাত্মকম্ ।
তেজঃ সর্বব্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ॥ ১২

সপ্তম অধ্যায় ।

[তত্ত্ব নিরূপণ ও আধ্যাত্মিক সুখধাম কথন ।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাভাগ! এইরূপ প্রভাবযুক্তা সেই দেবীকে আমি, বিষ্ণু ও শিব দেখিয়াছি। মহামায়ার শক্তি-স্বরূপিণী সেই দেবীবৃন্দকেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিয়াছি ॥১

ব্যাস বলিলেন,—মুনিসত্তম নারদ পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত হইয়া প্রজাপতিকে এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২

নারদ কহিলেন,—হে পিতামহ ! বিনাশরহিত নির্গুণ চ্যুতি-রহিত এবং অব্যয় যে আদি পুরুষকে আপনি দেখিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কে বলুন ॥৩

পিতঃ! আপনি করচরণে সংযুক্তা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি দেখিয়াছেন, কিন্তু অদৃশ্যরূপা নির্গুণা শক্তি কীদৃশী ? সেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ৪

প্রজাপতি। সেই নির্গুণ পরমাত্মার এবং নির্গুণা দেবীর দর্শনলালসায় আমি শ্বেতদ্বীপে মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ অনেক মহাত্মা তাপসগণকেও তাঁহাদের জন্য তপস্যা করিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না। সেইজন্য সেস্থানে পুনঃ পুনঃ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম ॥ ৫-৬

হে তাত! আপনি সেই মনোরমা সগুণা শক্তিকে দেখিয়াছেন, কিন্তু নির্গুণা শক্তি ও নির্গুণ পুরুষ কি প্রকার তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস বলিলেন,—এই প্রকারে সেই নারদের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা প্রজাপতি লোকপিতামহ মৃদুহাস্য করত তথ্য বচন বলিলেন ॥ ৭-৮

হে মুনি। নির্গুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না ; যেহেতু যাহা দৃশ্য, তাহা অস্থির। অতএব তাঁহার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শনগোচর হইবেন ॥ ৯

সেই দুরধিগম্যা পরাশক্তি গুণরহিতা এবং পরমপুরুষও নির্গুণ। তাঁহারা কেবলমাত্র মুনিগণের জ্ঞানগম্য এবং চিন্তার বিষয় ॥ ১০

প্রকৃতি ও পুরুষের আদিও নাই এবং বিনাশ ও নাই—ইহা সর্বদা মনে রাখিবে। বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁহাদিগকে লাভ করা যায়, কিন্তু কখনও অবিশ্বাসের দ্বারা নহে ॥ ১১

নারদ। সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অনুভূত হয় এবং বিবিধ জীবে যে সর্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২

তঞ্চ তাঞ্চ মহাভাগ ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্ব্বগৌ
তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন কিঞ্চিদ্ বস্তু বিদ্যতে ॥১৩
তৌ বিচিন্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ।
একরূপৌ চিদাত্মানৌ নির্গুণৌ নির্ম্মলাবুভৌ ॥ ১৪
যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোঽসৌ সা পরমা মতা
অন্তরং নৈতয়োঃ কোঽপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ॥ ১৫
অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদাদ্ সাঙ্গাংশ্চ নারদ।
ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬
অহঙ্কারকৃতং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
কথং তদ্রহিতং পুত্র ! ভবেৎ কল্পশতৈরপি ॥ ১৭
নির্গুণং সগুণং পুত্র ! কথং পশ্যতি চক্ষুষা।
সগুণঞ্চ মহাবুদ্ধে ! চেতসা সংবিচারয় ॥ ১৮
পিত্তেনাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম।
কটুপীতং বিজানাতি রসং রূপং ন তত্ত্বতঃ ॥ ১৯
গুণৈঃ সমাবৃতং চেতঃ কথং জানাতি নির্গুণম্।
অহঙ্কারোদ্ভবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ ॥ ২০
যাবন্ ন গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তদ্দর্শনং কুতঃ ?
তং পশ্যতি তদা চিত্তে যদাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ২১

নারদ উবাচ।

স্বরূপং দেবদেবেশ ! ত্রয়াণামেব বিস্তরাৎ
গুণানাং যৎ স্বরূপোঽস্তি হ্যহঙ্কারস্ত্রিরূপকঃ ॥ ২২
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ।
বিভেদেন স্বরূপাণি বদস্ব পুরুষোত্তম ॥ ২৩
যজ্জ্ঞাত্বা বিপ্রমুচ্যেঽহং জ্ঞানং তদ্ বদ মে প্রভো।
গুণানাং লক্ষণান্যেব বিততানি বিভাগশঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্রস্তদ্ ব্রবীমি তবানঘ
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপরা ॥ ২৫
সাত্ত্বিকস্য জ্ঞানশক্তী রাজসস্য ক্রিয়াত্মিকা।
দ্রব্যশক্তিস্তামসস্য তিস্রশ্চ কথিতাস্তব ॥ ২৬

হে মহাভাগ! সেই পরম পুরুষকে এবং পরা প্রকৃতিকে সর্বগ এবং ব্যাপক বলিয়া জানিও। জগতে কোন বস্তুই তাঁহাদিগের কর্তৃক বিরহিত নাই ॥ ১৩

সেই উভয়েই চিদাত্মা, নির্গুণ, নির্মল ও অব্যয়। এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সততই হৃদয়ে চিন্তা করা কর্তব্য ॥ ১৪

হে নারদ! যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা এবং যিনি পরমাত্মা তিনিই পরমা শক্তি—এই ভাবেই বিদ্বান্‌গণ মনে করেন। ইঁহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য কেহই জানে না ॥ ১৫

হে নারদ! সমস্ত শাস্ত্র এবং সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াও বৈরাগ্য ব্যতিরেকে তাঁহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য জানা যায় না ॥ ১৬

বৎস! অহঙ্কারের নিরসন না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্মিত, অতএব কল্পশতকাল বিশেষরূপে আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কার-রহিত হইবে? অতএব নারদ! বৈরাগ্য অতীব দুর্লভ পদার্থ ॥ ১৭

হে ধীমন্ পুত্র! তুমি সগুণ হইয়া নির্গুণকে কি প্রকারে এই চর্মচক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে? অতএব যোগ্যতা প্রাপ্তি পর্যন্ত চিত্তে সগুণেরই চিন্তা করি ॥ ১৮

হে মুনিবর! যেরূপ পিত্তে আচ্ছাদিত জিহ্বা এবং চক্ষু সেই রস ও রূপকে কটু এবং পীত হিসাবে জানিতে পারে, কিন্তু যথার্থভাবে পারে না; সেইরূপ সগুণ পুরুষের অন্তঃকরণ সেই নির্গুণ ও নির্বিকার পরমাত্মাকে যথার্থভাবে জানিতে পারে না, কারণ, এই অন্তঃকরণ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব উহা গুণহীন হইয়া থাকিতে পারে না ॥ ১৯

সেইরূপ গুণে সমাবৃত চিত্ত কি করিয়া নির্গুণকে জানিবে। অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত যে চিত্ত, তাহা কিরূপে গুণবিহীন হইবে? ২০

যে পর্যন্ত গুণের সমুচ্ছেদ না হয়, সে পর্যন্ত তাহাদিগের দর্শন কোথা হইতে সম্ভব? মানুষ যখন চিত্তে অহঙ্কার বর্জিত হয়, তখন সেই পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে ॥ ২১

নারদ বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ! তিনটি গুণের স্বরূপ এবং ত্রিরূপ অহঙ্কারের যাহা স্বরূপ, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন ॥২২

হে পুরুষোত্তম! সাত্ত্বিক, রাজস এবং অপর তামস এই পার্থক্য অবলম্বনে ইহাদের স্বরূপ বর্ণনা করুন। হে প্রভো! আমাকে সেই জ্ঞান বলুন, যাহা জানিয়া আমি মুক্ত হইতে পারিব। পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে গুণগুলির বিস্তৃত লক্ষণ কীর্তন করুন ॥ ২৩-২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অনঘ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার। তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থশক্তি জানিবে। নারদ! আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ অহঙ্কারের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণনা করিলাম ॥ ২৫-২৬

তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বত:।
তামস্যা দ্রব্যশক্তেশ্চ শব্দস্পর্শসমুদ্ভব: ॥ ২৭
রূপং রসশ্চ গন্ধশ্চ তন্মাত্রাণি প্রচক্ষতে।
শব্দৈকগুণমাকাশং বায়ু: স্পর্শগুণস্তথা ॥ ২৮
স্বরূপৈকগুণোঽগ্নিশ্চ জল: রসগুণাত্মকম্
পৃথ্বী গন্ধগুণা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ ॥ ২৯
দশৈতানি মিলিত্বা তু দ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ।
তামসাহঙ্কারজোঽয়ং সর্গস্তদনুবৃত্তিক: ॥ ৩০
রাজস্যাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরুৎপন্নানি শৃণুষ্ব মে।
শ্রোত্রং ত্বগ্রসনা চক্ষুর্ঘ্রাণং চৈব চ পঞ্চমম্ ॥ ৩১
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূশ্চ গুহ্যান্যানি পঞ্চ বৈ ॥ ৩২
প্রাণোঽপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়ব:।
পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজস: সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩
সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ
উপাদানং কিলৈতেষাং চিদনুবৃত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪

জ্ঞানশক্তিসমাযুক্তা: সাত্ত্বিকাচ্চ সমুদ্ভবা:।
দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ৩৫
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতা:
চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্র: ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ চতুর্থক: ॥ ৩৬
ইত্যন্ত:করণাখ্যস্য বৃত্ত্যাদেশ্চাধিদৈবতম্
চত্বার্যেব তথা প্রোক্তা: কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতা: ॥ ৩৭
মনসা সহ চৈতানি নূনং পঞ্চদশৈব তু।
সাত্ত্বিকস্য তু সর্গোঽয়ং সাত্ত্বিকাখ্য: প্রকীর্ত্তিত: ॥ ৩৮
স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন দ্বে রূপে পরমাত্মন:।
জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯
সাধকস্য তু ধ্যানাদৌ স্থূলরূপং প্রচক্ষতে।
শরীরং সূক্ষ্মমেবেদং পুরুষস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০
মম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যভিধীয়তে।
স্থূলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণ: পরমাত্মন: ॥ ৪১
শৃণু নারদ যত্নেন যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যতে।
তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২

এক্ষণে ইহাদের কার্য্যসমূহ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। তমসাহঙ্কারসম্ভবিনী দ্রব্যজনিকা শক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ। নারদ! এই সূক্ষ্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ কার্য্যজনিকা শক্তি-বিশিষ্ট হয়। পরে পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি-বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুবৃত্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭-৩০

এক্ষণে রাজসী শক্তি হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় শ্রবণ কর। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু-সমুদায়ে এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলিয়া থাকে। নারদ! এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ করণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়সকল আর ইহাদের উপাদান কারণ ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি বা মায়া বলিয়া থাকে ॥ ৩১-৩৪

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ু—এই পঞ্চদশ ও মন এই ষোড়শ পদার্থ সাত্ত্বিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫-৩৮

বৎস! স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার; তন্মধ্যে নিরাকার জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই অখিলের মূল কারণ বলিয়া থাকেন। উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীদিগেরই, অন্যের নহে। আর মায়োপহিত ব্রহ্মরূপা ভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে যে দুই রূপ আছে, তাহাও উপাসকদিগের মধ্যমাধম ভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥ ৩৯-৪০

আমার এই শরীর সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হয়। এখন তোমাকে পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাট্‌রূপ স্থূল শরীরের বিষয় বলিতেছি ॥ ৪১

হে নারদ! তুমি যত্ন সহকারে ইহা শ্রবণ কর। যথার্থ-ভাবে ইহা শ্রবণ করিলে মানব মুক্ত হয়। পূর্ব্বে যে সূক্ষ্ম ভূত-রূপ পঞ্চ তন্মাত্রের বিষয় বলিয়াছি, ঈশ্বর সেই সকলের পঞ্চী-

পঞ্চীকৃতা তু তান্যেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ
পঞ্চীকরণভেদোঽয়ং শৃণু সংবদতঃ কিল ॥ ৪৩
প্রথমং রসতন্মাত্রমুপাদায় মনস্যপি।
কল্পয়েচ্চ তথা তদ্ বৈ যথা ভবতি চোদকম্ ॥ ৪৪
শিষ্টানাং চৈব ভূতানামংশান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
উদকে মিশ্রয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫
তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্যে চ প্রবেশিতে।
চৈতন্যস্য প্রবেশাত্তু তদাহমিতি সংশয়ঃ ॥ ৪৬
প্রতীয়মানে তেনৈব বিশেষেণাভিমানতঃ।
আদিনারায়ণো দেবো ভগবানিতি চোচ্যতে ॥ ৪৭
ঘনীভূতেঽথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে।
বৃদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চৈষমেকৈকগুণবৃদ্ধিতঃ ॥ ৪৮
আকাশস্য গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ
শব্দস্পর্শৌ চ বায়োশ্চ দ্বৌ গুণৌ পরিকীর্তিতৌ ॥ ৪৯
অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসাশ্চত্বারো বৈ জলস্য চ ॥ ৫০
শব্দস্পর্শরূপরসা গন্ধশ্চ পৃথিবীগুণাঃ
এবং মিলিতযোগৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ৫১
সর্বজীবা মিলিত্বৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ।
চতুরশীতিলক্ষাশ্চ প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে গুণপ্রভেদৈস্তত্ত্বস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

করণক্রিয়া দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পঞ্চীকরণ প্রকার আমি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪২-৪৩

মনে কর—উদকনামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রস তন্মাত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের অর্ধভাগ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্ধভাগকে পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারিভাগের এক এক ভাগ নিজের অর্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি প্রভৃতি স্থূল পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি হইবে ॥৪৪-৪৫

এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য প্রবিষ্ট হন। তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে আমিই এই এইরূপ তাদাত্ম্যভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয় ॥ ৪৬

এইরূপ—প্রতীয়মান হইলে, সেই স্থূল দেহাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্য ভগবান্ আদিদেব নারায়ণ অথবা বৈষ্ণবের বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭

আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণদ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে আকাশে এক, বায়ুতে দুই এইরূপ ক্রমে ভূতসকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয় ॥ ৪৮

তদনুসারে আকাশের এক শব্দ গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পাঁচটি গুণই নির্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের মিলনপ্রক্রিয়া দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৯-৫১

অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই জীবজাতি চতুরশীতিলক্ষ প্রকার ॥ ৫২

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে গুণের পার্থক্যনিরূপণ পূর্বক তত্ত্বকথননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গুণানাং সংস্থাননিরূপণম্, রূপনিরূপণঞ্চ ।]

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্গোঽয়ং কথিতস্তাত যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা ।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১
সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকং জ্ঞেয়ং সুখাৎ প্রীতিসমুদ্ভবঃ
আর্জবঞ্চ তথা সত্যং শৌচং শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ ॥ ২
অনুকম্পা তথা লজ্জা শান্তিঃ সন্তোষ এব চ
এতৈঃ সত্ত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা ॥ ৩
শ্বেতবর্ণং তথা সত্ত্বং ধর্মে প্রীতিকরং সদা ।
সচ্ছ্রদ্ধোৎপাদকং নিত্যমসচ্ছ্রদ্ধানিবারকম্ ॥ ৪
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা
শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫
রক্তবর্ণং রজঃ প্রোক্তমপ্রীতিকরমদ্ভুতম্ ।
অপ্রীতির্দুঃখযোগত্বাদ্ ভবতোব সুনিশ্চিতা ॥ ৬
প্রদ্বেষোঽথ তথা দ্রোহো মৎসরঃ স্তম্ভ এব চ ।
উৎকণ্ঠা চ তথা নিদ্রাশ্রদ্ধা তত্র চ রাজসী ॥ ৭
মানো মদস্তথা গর্বো রজসী কিল জায়তে
প্রত্যেতব্যং রজস্ত্বেতৈর্লক্ষণৈশ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮
কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহজনকং বিষাদকৃৎ ।
আলস্যঞ্চ তথাজ্ঞানং নিদ্রা দৈন্যং ভয়ং তথা
বিষাদশ্চৈব কার্পণ্যং কৌটিল্যং রোষ এব চ ।
বৈষম্যঞ্চাতিনাস্তিক্যং পরদোষানুদর্শনম্ ॥ ১০
প্রত্যেতব্যং তমস্ত্বেতৈর্লক্ষণৈঃ সর্বথা বুধৈঃ
তামস্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১
সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা ।
সংহর্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২
অন্যোন্যাভিভবাচ্চৈতে বিরুধ্যন্তি পরস্পরম্
তথান্যোন্যাশ্রয়াঃ সর্বের্ন তিষ্ঠন্তি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩
সত্ত্বং ন কেবলং ক্বাপি ন রজো ন তমস্তথা ।
মিলিতাশ্চ সদা সর্বে তেনান্যোন্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪
অন্যোন্যমিথুনাচ্চৈব বিস্তারং কথয়াম্যহম্ ।
শৃণু নারদ ! যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫

অষ্টম অধ্যায়

[গুণসমূহের সংস্থান নিরূপণ এবং রূপনিরূপণ ।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে তাত ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই সৃষ্টির কথা তোমাকে বলিলাম। এখন একাগ্রমনে গুণগুলির রূপসংস্থার কথা শ্রবণ কর । ১

সত্ত্বকে প্রীত্যাত্মক বলিয়া জানিবে। সত্ত্বগুণ হইতে প্রীতির উদ্ভব হয়। সরলতা, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অনুকম্পা, লজ্জা শান্তি ও সন্তোষ ইহাদিগের দ্বারা সর্বদা সত্ত্বের নিশ্চিত প্রতীতি হয় । ২-৩

সত্ত্বের বর্ণ শুভ্র এবং তাহা সর্বদা ধর্মে প্রীতিবর্ধন করে। ইহা সৎ শ্রদ্ধার উৎপাদন করে এবং অসৎ শ্রদ্ধার নিবারণ করে । ৪

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং অপর তামসিক এইভাবে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন । ৫

রজোগুণ অপ্রীতিকর অদ্ভুত ও রক্তবর্ণ বলিয়া কথিত। ইহাতে দুঃখের যোগ থাকাতে অপ্রীতি নিশ্চিতভাবে ঘটিয়া থাকে । ৬

প্রদ্বেষ, দ্রোহ, মাৎসর্য্য, স্তম্ভ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রা, অশ্রদ্ধা, মান মদ এবং গর্ব এইগুলি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা রজোগুণকে জানিবেন ।৭-৮

তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, মোহজনক ও বিষাদকর। তমোগুণ হইতে আলস্য, অজ্ঞান, নিদ্রা, দৈন্য, ভয়, বিষাদ, কৃপণতা, কুটিলতা, ক্রোধ, বুদ্ধিবৈষম্য, অতিশয় নাস্তিকতা, পরদোষ-দর্শন এই সকল উৎপন্ন হয় । ৯-১০

বুধগণ এই সকল লক্ষণের দ্বারা তমোগুণের জ্ঞান করিবেন। এই তমোগুণ যখন তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখন পরের দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে । ১১

যে ব্যক্তি কল্যাণকামনা করেন, তিনি সত্ত্বগুণকে প্রকাশ করিবেন, রজোগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং তমোগুণকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ করিবেন । ১২

এই গুণত্রয় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ইহারা নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারে না। ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য পরস্পরের বিরোধিতা করে । ১৩

কোথাও কেবল সত্ত্ব, কেবল রজঃ অথবা কেবল তমঃ থাকিতে পারে না; কিন্তু মিলিতভাবেই ইহারা থাকে। তাই ইহারা পরস্পরাশ্রয়ী বলিয়া কথিত । ১৪

ইহারা পরস্পর দ্বন্দ্বভাবে অবস্থান করে। সেই কথা

সন্দেহোঽত্র ন কর্তব্যো জ্ঞাত্বেত্যুক্তং ময়া বচঃ
জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে সতি ॥
শ্রবণাদ্ দর্শনাচ্চৈব সপত্নেব মহামতে
সংস্কারানুভবাচ্চৈব পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭
শ্রুতং তীর্থং পবিত্রঞ্চ শ্রদ্ধোৎপন্না চ রাজসী।
নির্গতস্তত্র তীর্থে বৈ দৃষ্টস্তৈব যথাশ্রুতম্ ॥ ১৮
স্নাতস্তত্র কৃতং কৃত্যং দত্তং দানঞ্চ রাজসম্
স্থিতস্তত্র কিয়ৎকালং রজোগুণসমাবৃতঃ ॥ ১৯
রাগদ্বেষান্ন নির্মুক্তঃ কামক্রোধসমাবৃতঃ।
পুনরেব গৃহং প্রাপ্তো যথাপূর্বং তথাস্থিতঃ ॥ ২০
শ্রুতঞ্চ নানুভূতং বৈ তেন তীর্থং মুনীশ্বর।
ন প্রাপ্তঞ্চ ফলং যস্মাদশ্রুতং বিদ্ধি নারদ ॥ ২১
নিষ্পাপত্বং ফলং বিদ্ধি তীর্থস্য মুনিসত্তম।
কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিষ্পন্নান্নস্য ভক্ষণম্ ॥ ২২

পাপদেহবিকারা যে কামক্রোধাদয়ঃ পরে
লোভো মোহস্তথা তৃষ্ণা দ্বেষো রাগস্তথা মদঃ ॥ ২৩
অসূয়ের্ষাঽক্ষমাঽশান্তিঃ পাপান্যেতানি নারদ।
ন নির্গতানি দেহাত্তু তাবৎ পাপযুতো নরঃ ॥ ২৪
কৃতে তীর্থে যদৈতানি দেহান্ন নির্গতানি চেৎ।
নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্ষকস্য যথা তথা ॥ ২৫
শ্রমেণাপীড়িতং ক্ষেত্রং কৃষ্টা ভূমিঃ সুদুর্ঘটা।
উপ্তং বীজং মহার্ঘঞ্চ হিতা বৃত্তিরুদাহৃতা ॥ ২৬
অহোরাত্রং পরিক্লিষ্টো রক্ষণার্থং ফলোৎসুকঃ।
কালে সুপ্তস্তু হেমন্তে বনে ব্যাঘ্রাবৃতে ভৃশম্ ॥ ২৭
ভক্ষিতং শলভৈঃ সর্বং নিরাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ।
তদ্বত্তীর্থশ্রমঃ পুত্র কষ্টদো ন ফলপ্রদঃ ॥ ২৮
সত্ত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাস্ত্রদর্শনাৎ।
বৈরাগ্যং তৎফলং জ্ঞাতং তামসার্থেষু নারদ ॥ ২৯

বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। হে নারদ! যাহা শ্রবণ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৫

আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াই বলিতেছি। ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিও না। এই বিষয় অনুভূত হইলে এবং ইহার ফল প্রকাশিত হইলেই ইহার যথার্থ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় ॥ ১৬

হে মহামতে! শ্রবণ, দর্শন এবং সংস্কারহেতুক অনুভব দ্বারা ইহাকে তৎক্ষণাৎ অবগত হইতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ১৭

মুনিবর! কেহ পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, সেই তীর্থে গমনের জন্য তাহার রাজসী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তখন সে তীর্থে গমন করিল এবং শ্রবণের অনুরূপ দর্শনও করিল। তাহার পর তথায় স্নান করত সমস্ত তীর্থকার্য্য সম্পাদন এবং রাজসিক দানও করিল। রজোগুণের বশবর্ত্তী হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানও করিল; কিন্তু রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। পূর্বে যেরূপ কামক্রোধাদির বশীভূত ছিল, সেইরূপ থাকিয়াই পুনরায় নিজ গৃহে আগমন পূর্বক অবস্থান করিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সে ব্যক্তি তীর্থকথা শ্রবণ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তীর্থ যে কী তাহা অনুভব করিতে পারিল না। নারদ! অথবা সে ব্যক্তি যখন তীর্থের ফলপ্রাপ্ত হইল না, তখন ইহাকে অশ্রুত বলিয়াও জানিতে পার ॥ ১৮-২১

হে মুনিসত্তম! লোকমধ্যে উৎপন্ন শস্যাদির উপভোগ যেমন কৃষিকর্মের ফল, সেইরূপ পাপ হইতে মুক্তিই তীর্থদর্শনাদির ফল ॥ ২২

নারদ! কাম-ক্রোধাদি এবং লোভ, মোহ, তৃষ্ণা, দ্বেষ, অনুরাগ, মদ, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, অক্ষমা ও অশান্তি এই সকলের দ্বারাই পাপের অনুমান হয়, অতএব যে পর্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্যন্ত মানবগণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকে। তীর্থদর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়, তবে কৃষকের কর্ষণ দিবার ন্যায় তাহার তীর্থপর্য্যটনাদির পরিশ্রমমাত্রই সার হইয়া থাকে ॥ ২৩-২৫

কৃষক পরিশ্রম সহকারে ক্ষেত্র পরিষ্কার করিল, কঠিন ভূমি কর্ষণ করত মহার্ঘ বীজ উপ্ত করিল, কল্যাণজনক ব্যবস্থাও অবিলম্বিত হইল, ফললাভে উৎসুক হইয়া দিনরাত্র ভূমিরক্ষার জন্য কষ্টও করিল, হেমন্তকালে প্রচুর ব্যাঘ্রসমন্বিত বনে শয়নও করিল; কিন্তু যদি শলভেরা আসিয়া শস্য সকল ভক্ষণ করে তবে সে যেমন হতাশ হয়, তেমন হে পুত্র! তীর্থশ্রম কেবলমাত্র কষ্টপ্রদই হয় কিন্তু ফলপ্রদ হয় না ॥ ২৬-২৮

বেদান্তাদি শাস্ত্রদর্শনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সত্ত্বগুণ প্রবলভাবে উৎপন্ন হয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে নারদ! তাহার ফলস্বরূপ তামস ও রাজস বস্তুসমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। সেই প্রবলতার মাপ সত্ত্বগুণ বলপূর্বক রজঃ এবং তমোগুণ এই উভয়কে

প্রসহ্যাভিভবত্যেব তদ্‌রজস্তমসী উভে
রজঃ সমুৎকটং জাতং প্রবৃত্তং লোভযোগতঃ ॥ ৩০
তত্তথাভিভবত্যেব তমঃসত্ত্বে তথা উভে।
তমস্তথোৎকটং ভূত্বা প্রবৃদ্ধং মোহযোগতঃ ॥ ৩১
তৎসত্ত্বরজসী চোভে সঙ্গম্যাভিভবত্যপি
বিস্তরং কথয়ামদ্য যথাভিভবতীতি বৈ ॥ ৩২
যদা সত্ত্বং প্রবৃদ্ধং বৈ মতির্ধর্ম্মে স্থিতা তদা।
ন চিন্তয়তি বাহ্যার্থং রজস্তমঃসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৩
অর্থং সত্ত্বসমুদ্ভূতং গৃহ্নাতি চ ন চান্যথা
অনায়াসকৃতক্কার্থং ধর্ম্মং যজ্ঞঞ্চ বাঞ্ছতি ॥ ৩৪
সাত্ত্বিকেষ্বেব ভোগেষু কামং বৈ কুরুতে তদা।
রাজসেষু ন মোক্ষার্থী তামসেষু পুনঃ কুতঃ ॥ ৩৫
এবং জিত্বা রজঃ পূর্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ
সত্ত্বঞ্চ কেবলং পুত্র ! তদা ভবতি নির্মলম্ ॥ ৩৬
যদা রজঃ প্রবৃদ্ধং বৈ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মান্ সনাতনান্।
অন্যথা কুরুতে ধর্ম্মাচ্ছ্রদ্ধাং প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭

অভিভূত করে। আবার লোভবশতঃ যখন রজোগুণ বর্ধিত হইয়া উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, এইরূপে মোহযোগে তমোগুণ বর্ধিত হইয়া উৎকট হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণকে সম্যক্ রূপেই অভিভব করিয়া থাকে। হে নারদ! গুণসমূহের এই অভিভবের বিষয় আমি বিস্তৃতভাবে বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯-৩২

যখন সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয়, তখন মতি ধর্মে স্থিরা থাকে। রজঃ এবং তমঃসম্ভূত বাহ্যার্থ তখন আর চিন্তার বিষয়বস্তু হয় না ॥ ৩৩

মন তখন সত্ত্বসমুদ্ভূত বস্তুকেই গ্রহণ করে, অন্য কিছুকে নয়। অনায়াসে সম্পাদনযোগ্য-ধর্ম এবং যজ্ঞকেই তখন লোকে ইচ্ছা করেও সাত্ত্বিকভোগ্য পদার্থের প্রতিই তখন কামনা জাগে। সেই মোক্ষার্থী ব্যক্তির তখন রাজস ভোগের প্রতি কোনক্রমে কামনা জাগে না, তামসের কথা কি আর বলিব? ৩৪-৩৫

হে পুত্র! এইভাবে প্রথমতঃ রজঃকে জয় করিয়া তাহার পর তমঃকে জয় করিলে কেবল বিদ্যমান সত্ত্বগুণ নির্মলতা লাভ করে ॥ ৩৬

যখন রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হয়, তখন রাজসী শ্রদ্ধার বশবর্তী হইয়া মানুষ সনাতন ধর্মকে পরিত্যাগ করত অন্যভাবে ধর্ম আচরণ করে ॥ ৩৭

রাজসাদর্থসংবৃদ্ধিস্তথা ভোগস্তু রাজসঃ।
সত্ত্বং বিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি নিগ্রহঃ ॥ ৩৮
যদা তমো বিবৃদ্ধং স্যাদুৎকটং সম্ভবৎ হ।
তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধর্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯
শ্রদ্ধাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য করোতি চ ধনাত্যয়ম্।
দ্রোহং সর্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০
জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব ক্রোধনো দুর্মতিঃ শঠঃ।
বর্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১
একং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা।
সদৈবাশ্রিত্য বর্তন্তে গুণা মিথুনধর্মিণঃ ॥ ৪২
রজো বিনা ন সত্ত্বং স্যাদ্ রজঃ সত্ত্বং বিনা ক্বচিৎ।
তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্তন্তে পুরুষর্ষভ ॥ ৪৩
তমস্তাভ্যাং বিহীনং তু কেবলং ন কদাচন
সর্বে মিথুনধর্মাণো গুণাঃ কার্য্যান্তরেষু বৈ ॥ ৪৪
অন্যোন্যসংশ্রিতাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি ন বিযোজিতাঃ।
অন্যোন্যজনকাশ্চৈব যতঃ প্রসবধর্মিণঃ ॥ ৪৫

রজোগুণের প্রাবল্যে বিত্তসঞ্চয় ও রাজস ভোগ্য পদার্থের প্রতি স্পৃহা প্রবল হয়, সত্ত্ব অবলুপ্ত হয় এবং তমোগুণও নিগৃহীত হয় ॥ ৩৮

যখন তমোগুণ বর্ধিত হইয়া উৎকট হয়, তখন বেদে এবং ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকে না। তামস শ্রদ্ধার বশবর্তী হইয়া লোকে ধনক্ষয় করে এবং সর্বত্র দ্রোহ করে, কোথাও শান্তি লাভ করে না ॥ ৩৯-৪০

দুর্মতি শঠ এবং ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজো গুণকে অভিভূত করিয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে বহুবিধ তামসভাবে অবস্থান করে ॥ ৪১

সত্ত্ব একা থাকিতে পারে না, রজঃও সেইরূপ এবং তমোগুণ-ও সেইরূপ একা থাকিতে পারে না। যেহেতু মিথুনধর্মী এই গুণগুলি সর্বদাই পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৪২

রজোগুণ ব্যতিরেকে ঐ সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ছাড়া রজঃ এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কেবল তমোগুণ থাকিতে পারে না। গুণসকল ভিন্ন ভিন্ন কার্যে মিথুনধর্মী হইয়া কার্য্যসম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪

এই গুণগুলি পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু বিযুক্ত অবস্থায় থাকে না। প্রসবধর্মী বলিয়া ইহারা পরস্পর পরস্পরের জনক হইয়া থাকে ॥ ৪৫

সত্ত্বং কদাচিচ্চ রজস্তমসী জনয়ত্যুত
কদাচিত্তু রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যপি ॥ ৪৬ ॥
কদাচিত্তু তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যুত।
জনয়ন্ত্যেবমন্যোন্যং মৃৎপিণ্ডশ্চ ঘটং যথা ॥ ৪৭
বুদ্ধিস্থাস্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্।
দেবদত্ত-বিষ্ণুমিত্র-যজ্ঞদত্তাদয়ো যথা ॥ ৪৮
যথা স্ত্রীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্
তথা গুণাঃ সমায়ান্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্ ॥ ৪৯

কখনও সত্ত্বগুণ রজঃ এবং তমঃকে জন্ম দেয়, কখনও রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমোকে সৃষ্টি করে। কখনও তমঃ সত্ত্ব এবং রজঃ উভয়কে উৎপাদন করে। এই ভাবে মৃৎপিণ্ড যেমন ঘটকে উৎপাদন করে, তেমনি ইহারা পরস্পর পরস্পরকে জন্ম দিয়া থাকে ॥ ৪৬-৪৭

দেবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য্য করে, সেইরূপ তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীববুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক বিষয়াদির জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ৪৮

যেমন স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর মিথুন হয়, তেমনি গুণগুলিও

রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনে রজঃ।
উভে তে সত্ত্বরজসী তমসো মিথুনে বিদুঃ ॥ ৫০

নারদ উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং পিত্রা গুণরূপমনুত্তমম্।
শ্রুত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোঽপৃচ্ছং পিতামহম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে গুণানাং রূপসংস্থানকীর্তনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

পরস্পর যুগ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৯

আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের রজঃ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপ সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে ॥ ৫০

নারদ বলিলেন,—বৈপায়ন! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণসমুদায়ের উত্তম বিষয় শ্রবণ করিয়াও পুনর্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫১

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে গুণগুলির রূপ-সংস্থান কীর্তননামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[নারদপৃষ্টেন পিতামহেন গুণানাং লক্ষণকথনম্]

নারদ উবাচ।

গুণানাং লক্ষণং তাত ভবতা কথিতং কিল।
ন তৃপ্তোঽস্মি পিবন্ মিষ্টং ত্বন্মুখাৎ প্রচ্যুতং রসম্ ॥ ১
গুণানান্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয়।
যেনাহং পরমাং শান্তিমধিগচ্ছামি চেতসি ॥ ২

ব্যাস উবাচ

ইতি পৃষ্টস্তু পুত্রেণ নারদেন মহাত্মনা।
উবাচ স জগৎকর্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবর্ণনম্।
সম্যঙ্ নাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[নারদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মাকর্তৃক গুণসমূহের লক্ষণ কথন।]

নারদ বলিলেন,—হে তাত! আপনি গুণগুলির লক্ষণ বর্ণনা করিলেন। আপনার মুখ হইতে বিনির্গত এই মধুর রস পান করিয়াও আমি তৃপ্ত হইতে পারিলাম না ॥ ১

যথাযথভাবে গুণগুলির সম্যক্ জ্ঞান বর্ণনা করুন। যাহার ফলে আমি চিত্তে পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ২

ব্যাস বলিলেন,—পুত্র মহাত্মা নারদ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া রজোগুণসম্ভব জগৎকর্তা ব্রহ্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! গুণগুলির বিশেষ জ্ঞান বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। যদিও আমি সম্পূর্ণ রূপে ইহা অবগত নহি, তথাপি আমার জ্ঞান অনুসারে উহা তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪

সত্ত্বন্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিদৃশ্যতে
মিশ্রীভূতাস্তু তেষাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ ॥ ৫
যথা কাচিদ্ বরা নারী সর্বাভরণভূষিতা
হাবভাববতী কান্তা ভর্তুঃ প্রীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬
মাতাপিত্রোস্তথা সৈব বন্ধুবর্গস্য প্রীতিদা
দুঃখে মোহে সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭
এবং সত্ত্বেন তেনৈব স্ত্রীরূপাপাদিতেন চ
রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরন্যথা ॥ ৮
রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তথা পুনঃ
অন্যোন্যস্য সমাযোগাদন্যথা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৯
অবস্থানাৎ স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ।
লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগান্ নারদ কুত্রচিৎ ॥ ১০
যথা রূপবতী নারী যৌবনেন বিভূষিতা।
লজ্জা মাধুর্যযুক্তা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১
কামশাস্ত্রবিধিজ্ঞা চ ধর্মশাস্ত্রেঽপি সম্মতা
ভর্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২
মোহ-দুঃখস্বভাবস্থা সত্ত্বস্থত্বাচ্চাতে জনৈঃ।
তথা সত্ত্বং বিকুর্বাণমন্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩
চৌরৈরুপদ্রুতানাং হি সাধুনাং সুখদা ভবেৎ।
দুঃখা মূঢ়া চ দস্যূনাং সৈব সেনা তথাগুণাঃ ॥ ১৪
বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ।
যথা চ দুর্দিনং জাতং মহামেঘঘনাবৃতম্ ॥ ১৫
বিদ্যুৎস্তনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্।
সিঞ্চদ্ ভূমিং প্রবর্ষদ্ বৈ তমোরূপমুদাহৃতম্ ॥ ১৬
যদেতৎ কর্ষকাণাং বৈ তদেবাতীব দুর্দিনম্।
বীজোপস্করযুক্তানাং সুখদং প্রভবত্যুত ॥ ১৭
অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ।
তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং দুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮
প্রোষিতভর্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি।
স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্বে বিপরীতা বিভান্তি বৈ ॥ ১৯
লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র ব্রবীম্যহম্।
লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্মলং বিশদং সদা ॥ ২০
যদাঙ্গানি লঘূন্যেব নেত্রাদীন্দ্রিয়াণি চ।
নির্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহ্ণাতি বিষয়ান্ন তান্
তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ মন্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১

কেবল সত্ত্বগুণ কোথাও দৃষ্ট হয় না। সেই গুণকলের মিশ্রণ দ্বারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৫

যেমন হাব-ভাবযুক্তা সকল আভরণে ভূষিতা কোনও শ্রেষ্ঠা নারী এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের যথেষ্ট প্রীতি এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করে; সত্ত্বগুণকেও যদি তাদৃশ নারীর সহিত তুলনা করা হয়, তবে সেও কোন পুরুষের সত্ত্বসম্বন্ধিনী সুখাত্মিকা মনোবৃত্তি, কালক্রমে কোনও পুরুষের দুঃখাত্মিকা রজঃসম্বন্ধিনী মনোবৃত্তি আবার কাহারও বা মোহাত্মিকা চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করে। সমানভাবে রজঃ এবং তমোগুণ হইতেও দুঃখাত্মক মোহাত্মক এবং সুখাত্মক চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে। গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব নহে। অতএব পরস্পরের সংযোগবশতই এইরূপ প্রতিভাত হয়। ৬-৯

হে নারদ! গুণগুলি যখন নিজভাবে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ অবিকৃত স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে কোন জাত্যন্তর বা বৈপরীত্য লক্ষিত হয় না। পরস্পরের যোগেই তাহাদের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ১০

যেমন যৌবনভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্যসমন্বিতা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞা বিনীতা কামকলাবতী রসজ্ঞা ও রূপবতী যুবতি বল্লভের প্রেয়সী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের দুঃখদায়িনী হয়, সেইরূপ গুণসমূহও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে, সন্দেহ নাই। দেখ নারদ। যেমন লোকে এই একই নারীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও দুঃখপ্রদা এবং পতি প্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্ত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ১১-১৩

নারদ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন সেনাগণ চৌর কর্তৃক উপদ্রুত সাধুগণের সুখপ্রদ এবং দস্যুগণের দুঃখ ও মোহপ্রদ হয়, যেমন মহামেঘসমূহ দ্বারা ঘনরূপে আচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ ও গভীর গর্জনান্বিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ঘোরতর ধারাসারে ধরাতলপ্লাবী দুর্দিন বীজ ও উপকরণসমন্বিত কৃষকগণের সুখপ্রদ এবং সে দুর্ভাগ্য গৃহস্থগণের গৃহসকল তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের দুঃখপ্রদ এবং প্রোষিতভর্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণসকল এবং অন্য গুণের সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ১৪-১৯

হে পুত্র! পুনরায় গুণগুলির লক্ষণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ সর্বদা লঘুপ্রকাশক, নির্মল এবং শুভ্র। ২০

যখন নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি ও অঙ্গসকল লঘু এবং চিত্ত নির্মল হইয়া রাজস ও তামসাদি ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করে না, তখন শরীরে সমধিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে। ২১

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

ওরে আমার আপনহারা আনন্দের দুলাল। তুই পাগলের মত কোথায় ছুট্‌ছিস্? ফিরে আয়, ফিরে আয় তোর আনন্দসাম্রাজ্যে! এখানে রোগ, শোক, দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব—কিছু নাই। আছে শুধু আনন্দ, পরমানন্দ। কেরবার উপায়ও অতি সহজ, সকল সুগম কেবল নামকীর্ত্তন। নামরূপী আমাকে অনন্যভাবে আশ্রয় কর্—আর তোকে কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না, আমি সব করে দিব।

দেখ্‌রে, নামে ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই যে কোন প্রকারে আমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন কর্‌লে তুই কৃতার্থ হবি।

সদাচারী তো দূরের কথা, দুরাচারীও আমার নাম-ভজনে সালোক্যমুক্তি লাভ করে।

মদুক্তং সত্যমেতত্তু বাক্যং মে শৃণুতাধুনা।
সকৃদুচ্চার্য্য মন্নাম মেতুল্যোজায়তে নরঃ॥

অধুনা আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর—"মানব একবার আমার নাম উচ্চারণে আমার তুল্য হয়।"

নামকল্পতরুমূলে ভোগ-মোক্ষ যে যা চায়; সে তাই পায় সতত আমার নামকীর্ত্তনেই ভক্ত আমাতে লীন হয়।

নামই আমি; আমিই নাম—

এই কলিযুগে নামকীর্ত্তনই প্রেমলাভের পরম উপায়।

আয় আয়, আয়রে তাপিত তৃষিত-ক্ষুধিত অমৃতের সন্তান নাম করে করে মরণের পরপারে আয়। প্রেমভক্তি লাভ করে আমার হয়ে যা।

—মা ভৈঃ মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ—

সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই, হুগলী।

জয়গুরু সম্প্রদায়
৺রঘুনাথজীউর মন্দির
তেলাঙ্গা বাজার, কটক।
৭ই আশ্বিন, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩৫২

Magh 1384 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Sree Devibhagabat—3

Aryashastra

Jan.—Feb. 1978

8 SEP 1977

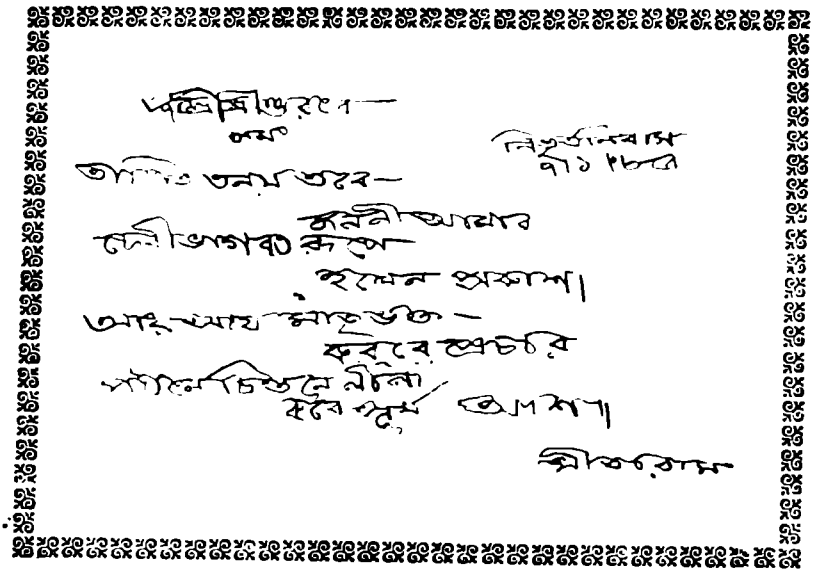

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক-মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৭ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহাত্মিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

UNIVERSITY CALCUTTA

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

তাই তো ডাকছি প্রিয়তম, ত্রিতাপের জ্বালায় বড় জ্বলছিস? জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিস্? তাই ডাকছি,—আয় আয়, আয়রে আনন্দের দুলাল। আমার বুকে আয়, নাম কর্। নিত্য নূতন বিভীষিকা দেখে শিউরে উঠছিস্? না না ভীত হোস্‌নে।

জগতঃ প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে চ কমলোদ্ভবে।
মদ্ভক্তা নৈব নশ্যন্তি স্বেচ্ছাবিগ্রহধারিণঃ॥

সৌর পুরাণ।

জগৎ প্রলয় হলে, ব্রহ্মা নাশপ্রাপ্ত হলেও লীলাবিগ্রহধারী আমার ভক্তগণ নষ্ট হয় না।

নাম আর আমি তো ভিন্ন নই নাম করা, আর আমার সঙ্গে থাকা,—এক কথা। অবিরাম নাম কর। রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্যই আনন্দরূপ ধরে তোর কাছে নিত্য করতে থাকবে, আনন্দের মহাপ্লাবনে নশ্বর বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সর্ব্বত্র অনন্দময় আমাকেই দেখবি।

সহজ সরল সুগম পথ নামসঙ্কীর্ত্তন। আমার নামের প্রভা বেদবেদান্তের পারগামিনী। যারা সর্ব্বদা নাম করে, তারাও ত্রিজগৎপূজ্য হয়। তাদের কৃপাতেও পাপী তাপী উদ্ধার হয়ে যায়

আর হেলা করিস্ না, বেলা বয়ে যাচ্ছে, নাম কর্। অখণ্ড নাম করার অভ্যাস কর্। যতক্ষণ একটি শব্দ উচ্চারণের শক্তি থাকবে, ততক্ষণ নাম ছাড়বি না। শুচি-অশুচি কিছু দেখবার প্রয়োজন নাই। ভক্তি শ্রদ্ধা থাক্ আর না থাক্ অনুক্ষণ নাম কর। নামেই প্রেম লাভ হবে। নামজপের দ্বারা আমার সাক্ষাৎ লাভ করবি। নাম কর—নাম কর—নাম কর।

— মা ভৈঃ-মা ভৈঃ-মা ভৈঃ—

সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই, হুগলী।

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ খামারগাছি, হুগলী।

২৮শে ভাদ্র, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩৫৩

১৬শ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৮৪

নবম সংখ্যা— দোল যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনীকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪··· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সকালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭,পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সকালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫১-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫' এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

ভৃম্ভা স্তব্ধস্তথা স্তব্ধশ্চলং চৈব বপুঃ পুনঃ।
যদা তদুৎকটং জ্ঞাতং দেহে যস্য চ কস্যচিৎ ॥ ২২

কলিং মৃগয়তে কর্তুং গন্তুং গ্রামান্তরং তথা
চলচিত্তশ্চ সোঽত্যর্থং বিবাদে চোদ্যতস্তথা ॥ ২৩

গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদ্ যদা।
তদাঙ্গানি গুরূণ্যাশু প্রভবন্ত্যাবৃতানি চ ॥ ২৪

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ শূন্যং নিদ্রাং নৈবাভিবাঞ্ছতি।
গুণানাং লক্ষণান্যেবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ ॥ ২৫

নারদ উবাচ

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ গুণাস্ত্রয়ঃ।
কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্বন্তি শাশ্বতম্ ॥২৬

পরস্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল।
একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি গুণাস্তে দীপবৃত্তয়ঃ।
প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮

বর্তিস্তৈলং যথাগ্নিশ্চ বিরুদ্ধানি পরস্পরম্।
বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিনা সহ সঙ্গতম্ ॥ ২৯

তৈলং বর্তিবিরোধোঽথ পাবকোঽপি পরস্পরম্।
একত্রস্থাঃ পদার্থানাং প্রকুর্বন্তি প্রদর্শনম্ ॥ ৩০

নারদ উবাচ

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীসুত।
বিশ্বস্য কারণং তে বৈ ময়া পূর্বং যথাশ্রুতম্ ॥ ৩১

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সর্বং সবিস্তরম্
গুণানাং লক্ষণং সর্বং কার্য্যানৈব বিভাগশঃ ॥ ৩২

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ যয়া সর্বমিদং ততম্।
সগুণা নির্গুণা চৈব কার্য্যভেদে সদৈব হি ॥ ৩৩

অকর্তা পুরুষঃ পূর্ণো নিরীহঃ পরমোঽব্যয়ঃ
করোত্যেষা মহামায়া বিশ্বং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৪

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ শচীপতিঃ।
অশ্বিনৌ বসবস্তুষ্টা কুবেরো যাদসাম্পতিঃ। ৩৫

চঞ্চল রজোগুণ যখন কাহারও দেহে উৎকট হয়, তখন জৃম্ভা স্তম্ভ ও তন্দ্রা হইয়া থাকে ॥ ২২

যাহার দেহে তমোগুণ উৎকট হয়, তখন সে অপরের সহিত কলহ করিতে ইচ্ছা করে এবং অন্য গ্রামে যাইতে উদ্যত হয়। তাহার দেহ যেন গুরু আবরণে আবৃত হয় অর্থাৎ ভার হইয়া যায় তাহার অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল ভার ও আবৃত এবং মন শূন্য হয়, সে নিদ্রা কামনা করে না। হে নারদ! গুণসকলের লক্ষণ এইরূপ জানিবে ॥ ২৩-২৫

নারদ বলিলেন,—হে পিতামহ! আপনি তিনটি গুণের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের কথা বলিলেন। তাহারা এক আশ্রয়ে থাকিয়া কিভাবে সর্বদা কার্য্য করে ॥ ২৬

শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া কিভাবে একত্র অবস্থান করত কার্য্য করিয়া থাকে তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্র নারদ! তাহা শ্রবণ কর। গুণসকল দীপবৃত্তি অর্থাৎ প্রদীপের ন্যায় ধর্মবিশিষ্ট, প্রদীপ যেমন দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারাও সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে। দেখ, বর্তিকা (সলিতা) তৈল ও বহ্নিশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও তাহার সহিত অবস্থান করে। তৈল, বর্তিকা ও অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহারা সকলে একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। নারদ! গুণসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপ কার্য্য নির্বাহ করে ॥ ২৮-৩০

নারদ বলিলেন,—হে সত্যবতীসুত! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া আমার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন। এই গুণসকলই বিশ্বের কারণ। আমি পূর্বে যেমন শুনিয়াছিলাম তোমাকে সেইভাবে বলিলাম ॥ ৩১

ব্যাসদেব বলিলেন—এইভাবে নারদ আমাকে গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্যসকল বিভাগক্রমে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন ॥ ৩২

সার কথা এই যে—যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি কার্য্যভেদে সগুণা বা নির্গুণা যাহাই হউন না কেন সেই পরমা শক্তিই একমাত্র আরাধ্যা ॥ ৩৩

পুরুষ অব্যয়, পরম ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। এই মহামায়াই সৎ এবং অসদাত্মক বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অশ্বিনী পুত্রদ্বয়, ও বসুগণ, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা), কুবের, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, পূষা, কার্ত্তিক,

বহ্নির্বায়ুস্তথা পূষা সেনানীশ্চ বিনায়কঃ।
সর্বে শক্তিযুতাঃ শক্তাঃ কর্তুং কার্য্যাণি স্বানি চ ॥৩৬
অন্যথা তেঽপ্যশক্তা বৈ প্রস্পন্দিতুমনীশ্বরাঃ।
সা চৈব কারণং রাজন্ জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭
সমারাধয়তাং ভূপ কুরু যজ্ঞং জনাধিপ
পূজনং পরয়া ভক্ত্যা তস্যা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮
মহালক্ষ্মীর্মহাকালী তথা মহাসরস্বতী।
ঈশ্বরী সর্বভূতানাং সর্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯
সর্বকামার্থদা শান্তা সুখসেব্যা দয়ান্বিতা।
নামোচ্চারণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা ॥ ৪০
দেবৈরারাধিতা পূর্বং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ।
মোক্ষকামৈশ্চ বিবিধৈঃ তাপসৈর্বিজিতাত্মভিঃ ॥ ৪১
অস্পষ্টমপি বন্নাম প্রসঙ্গেনাপি ভাষিতম্
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ দুর্লভানপি সর্বথা ॥ ৪২

ঐ ঐ ইতি ভয়ার্তেন দৃষ্টা ব্যাঘ্রাদিকং বনে।
বিন্দুহীনমপীত্যুক্তং বাঞ্ছিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৩
তত্র সত্যব্রতস্যৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম।
প্রত্যক্ষ এব চাস্মাকং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্যোদাহরণং বুধৈঃ।
কথ্যমানং ময়া রাজন্ শ্রুতং সর্বং সবিস্তরম্ ॥ ৪৫
অনক্ষরো মহামূর্খো নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৬
শ্রুত্বাক্ষরং কোলমুখাৎ সমুচ্চার্য্য স্বয়ং ততঃ।
বিন্দুহীনং প্রসঙ্গেন জাতোঽসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭
ঐ-কারোচ্চারণাদ্ দেবী তুষ্টা ভগবতী তদা।
চকার কবিরাজং তং দয়ার্দ্রা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮
ইতি শ্রীদেবী ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে গুণবর্ণনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

গণেশ—ইঁহারা সকলে সেই পরমা শক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৫-৩৬

অন্যথা (অর্থাৎ শক্তিবিরহিত হইয়া) তাঁহারা স্পন্দিত হইতেও পারেন না। হে রাজন্! সেই পরমেশ্বরীই জগতের কারণ। হে ভূপতে! তুমি তাঁহার আরাধনা কর। হে জনাধিপ! তুমি তদ্‌বিষয়ক যজ্ঞ কর এবং বিধান অনুসারে পরম ভক্তিতে তাহার পূজা কর ॥ ৩৭-৩৮

তিনিই মহালক্ষ্মী, মহাকালী এবং মহাসরস্বতী। তিনিই সকল প্রাণীর ঈশ্বরী এবং সকল কারণের কারণস্বরূপা ॥ ৩৯

তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রদানে সমর্থা, শান্তস্বভাবা, সুখসেব্যা এবং দয়ার্দ্রা। তিনি নামোচ্চারণ মাত্রেই বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪০

তিনি পূর্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরনামক দেবগণের কর্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন এবং মোক্ষার্থী জিতেন্দ্রিয় বহু তাপস- ও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১

প্রসঙ্গক্রমে অস্পষ্টভাবেও তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে তিনি সর্বতোভাবে দুর্লভ অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪২

বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদি দর্শনে ভয়াতুর হইয়া ঐ ঐ বীজদ্বয়ের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩

হে নৃপসত্তম! এবিষয়ে সত্যব্রতের দৃষ্টান্ত প্রথিত। ইহা আমার ও সংযত বহু মুনির প্রত্যক্ষ হইয়াছে ॥ ৪৪

ব্রাহ্মণগণের সমাজে বুধগণ তাহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! আমি তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪৫

মহারাজ! সত্যব্রতনামে এক নিরক্ষর মহামূর্খ ব্রাহ্মণ শূকরের মুখ হইতে ঐ কার অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ॥৪৬-৪৭

তাঁহার ঐ-কার উচ্চারণে করুণাময়ী পরমেশ্বরী ভগবতী মহামায়া অতীব তুষ্টা ও দয়ার্দ্রা হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতার তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণন নামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিপ্র-সত্যব্রতস্য কথাবর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ

কোঽসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমঃ
কস্মিন্ দেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১

কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ।
সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ২

কথং তুষ্টা ভবানী সা সর্বজ্ঞা সর্বসংস্থিতা।
বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ পরমোদারং বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্
শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূর্বং কুরূদ্বহ ॥ ৫

একদাহং কুরুশ্রেষ্ঠ কুর্বংস্তীর্থাটনং শুচি:
সম্প্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং পাবনং মুনিসেবিতম্ ॥ ৬

প্রণম্যাহং মুনীন্ সর্বান্ স্থিতস্তত্র বরাশ্রমে
বিধিপুত্রাস্তু যত্রাসন্ জীবন্মুক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ৭

কথাপ্রসঙ্গ এবাসীৎ তত্র বিপ্রসমাগমে
জমদগ্নিস্তু পপ্রচ্ছ মুনীনেবং সমাস্থিতঃ ॥ ৮

জমদগ্নিরুবাচ।

সন্দেহোঽস্তি মহাভাগা মম চেতসি তাপসাঃ।
সমাজেষু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোঽনলঃ।
কুবেরঃ পবনস্ত্বষ্টা সেনানীশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১০

সূর্যোঽশ্বিনৌ ভগঃ পূষা নিশানাথো গ্রহাস্তথা।
আরাধনীয়তমঃ কোঽত্র বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১

সুখসেব্যশ্চ সন্তুষ্টশ্চাশুতোষশ্চ মানদাঃ।
ব্রুবন্তু মুনয়ঃ শীঘ্রং সর্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২

এবং প্রশ্নে কৃতে তত্র লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
জমদগ্নে শৃণুষ্বৈতদ্ যৎ পৃষ্টঃ বৈ ত্বয়াধুনা ॥ ১৩

দশম অধ্যায়।

[বিপ্র সত্যব্রতের কথা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মহাত্মন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্যব্রত নামে এই ব্রাহ্মণ কে? উনি কিরূপ স্বভাবের এবং কোন্ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

কিভাবে তিনি শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে পুনরায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং সেই বিপ্রের তৎক্ষণাৎ কিপ্রকার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল? ২

কিভাবেই বা সর্বস্তুতে বিদ্যমান সর্বজ্ঞা সেই ভবানী তুষ্টা হইয়াছিলেন? আজ এই মনোরম কথা বিস্তৃতভাবে বলুন ॥ ৩

সূত বলিলেন—রাজা জনমেজয় কর্তৃক এইভাবে পৃষ্ট হইয়া সত্যবতীপুত্র ব্যাস পরম পবিত্র অতীব উদার বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! আমি সেই শুভ পৌরাণিক কথা বলিব, তুমি শ্রবণ কর। হে কুরুবংশোদ্ভূত! তাহা আমি পূর্বে মুনিসমাজে শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক সময় আমি পবিত্র তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে পাবন মুনিসেবিত নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৬

সকল মুনিকে প্রণাম করত সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে আমি অবস্থান করিলাম। সেখানে জীবন্মুক্ত মহাব্রত বিধিপুত্রগণ বাস করিতেন ॥ ৭

সেখানে ব্রাহ্মণগণের সমাগমে বিভিন্ন কথার প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছিল। তথায় বিদ্যমান জমদগ্নি মুনিগণকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮

জমদগ্নি বলিলেন,—হে মহাভাগ তাপসগণ! আমার চিত্তে এক সন্দেহ আছে। মুনিগণের সমাজে আমি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র,মঘবা,বরুণ, অনল,কুবের, পবন ত্বষ্টা কার্তিকেয়, গণেশ, সূর্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভগ, পূষা, নিশানাথ এবং গ্রহগণ ইঁহাদের মধ্যে কে আরাধনীয়তম-বাঞ্ছিতার্থফল-প্রদানকারী, অনায়াসে সেবার যোগ্য এবং সর্বদা শীঘ্র সন্তুষ্ট মন —এই কথা হে সম্মাননীয় সর্বজ্ঞ এবং ব্রতনিষ্ঠ মুনিগণ! আমাকে সত্বর বলুন ॥ ৯-১১

সেখানে এইভাবে প্রশ্ন করা হইলে লোমশ মুনি বলিলেন—হে জমদগ্নে! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা শ্রবণ করুন ॥ ১৩

সেবনীয়তমা শক্তি: সর্বেষাং শুভমিচ্ছতাম্
পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্বগা সর্বদা শিবা ॥ ১৪
দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাত্মনাম্।
আদিপ্রকৃতির্মূলং সা সংসারপাদপস্য বৈ ॥ ১৫
স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্।
সর্বদৈবার্দ্রচিত্তা সা বরদানায় সেবিতা ॥ ১৬
ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়: শুভম্।
অক্ষরোচ্চারণাদেব যথাপ্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭
কোশলেষু দ্বিজ: কশ্চিদ্ দেবদত্তেতি বিশ্রুত:
অনপত্যশ্চকারেষ্টিং পুত্রায় বিধিপূর্বকম্ ॥ ১৮
তমসাতীরমাস্থায় কৃত্বা মণ্ডপমুত্তমম্।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ সত্রকর্মবিশারদান্ ॥ ১৯
কৃত্বা বেদীং বিধানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবসুম্।
পুত্রেষ্টিং বিধিবত্তত্র চকার দ্বিজসত্তম: ॥ ২০
ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস সুহোত্রং মুনিসত্তমম্।
অধ্বর্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১
প্রস্তোতারং তথা পৈলমুদ্গাতারঞ্চ গোভিলম্
সভ্যানন্যান্ মুনীন্ কৃত্বা বিধিবৎ প্রদদৌ বসু ॥ ২২
উদ্গাতা সামগ: শ্রেষ্ঠ: সপ্তস্বরসমন্বিতম্
রথন্তরমগায়ত্তু স্বরিতেন সমন্বিতম্ ॥ ২৩
তদাস্য স্বরভঙ্গোঽভূৎ কৃতে শ্বাসে মুহুর্মুহু:।
দেবদত্তশ্চুকোপাশু গোভিলং প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৪
মূর্খোঽসি মুনিমুখ্যাদ্য স্বরভঙ্গস্ত্বয়া কৃত:।
কাম্যকর্মণি সঞ্জাতে পুত্রার্থং যজতশ্চ মে ॥ ২৫
গোভিলস্তু তদোবাচ দেবদত্তং সুকোপিত:
মূর্খস্তে ভবিতা পুত্র: শঠ: শব্দবিবর্জিত: ॥ ২৬
সর্বপ্রাণিশরীরে তু শ্বাসোচ্ছ্বাস: সুদুর্গ্রহ:
ন মেঽত্র দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভঙ্গে মহামতে ॥ ২৭
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গোভিলস্য মহাত্মন:।
শাপাদ্ ভীতো দেবদত্তস্তমুবাচাতিদু:খিত: ॥ ২৮
কথং ক্রুদ্ধোঽসি বিপ্রেন্দ্র বৃথা ময়ি নিরাগসি।
অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি সুখদা: সদা ॥ ২৯

কল্যাণার্থী সকলের শক্তিই সেবনীয়তমা। সেই শক্তি শ্রেষ্ঠা প্রথমা কল্যাণময়ী প্রকৃতি। তিনি সর্বত্র গমনে এবং সব কিছু প্রদানে সমর্থা ॥ ১৪

তিনি মহাত্মা ব্রহ্মাদি দেবতার জননী। সেই আদি প্রকৃতি সংসার-পাদপের মূল ॥ ১৫

সেই দেবীকে স্মরণ করিলে ও তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে তিনি বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন। সেবিত হইলে তাঁহার হৃদয় সর্বদা বরপ্রদানের জন্য আর্দ্র থাকে ॥ ১৬

অক্ষর উচ্চারণমাত্রই যেভাবে এক ব্রাহ্মণ অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন, সেই কল্যাণজনক ইতিহাস আমি বলিব, হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ১৭

কোশলদেশে দেবদত্ত নামে খ্যাত কোন ব্রাহ্মণ অনপত্য ছিলেন। তিনি পুত্র লাভের জন্য নিয়ম পূর্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১৮

তমসার তীরে উপস্থিত হইয়া উত্তম মণ্ডপ নির্মাণ করত যজ্ঞ-কর্মে নিপুণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৯

নিয়ম অনুসারে বেদী নির্মাণ করিয়া অগ্নি স্থাপন করত সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেস্থানে বিধিপূর্বক এক পুত্রেষ্টি (যজ্ঞ) করিয়াছিলেন ॥ ২০

তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ সুহোত্রকে ব্রহ্মা কল্পিত করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে অধ্বর্যু, বৃহস্পতিকে হোতা, পৈলকে প্রস্তোতা এবং গোভিলকে উদ্গাতা এবং অন্যান্য মুনিগণকে সভ্য করিয়া নিয়মানুসারে বিত্ত দান করিলেন ॥ ২১-২২

সেই যজ্ঞে সামবেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা গোভিল সপ্তস্বর-সমন্বিত স্বরিতযুক্ত রথন্তরগান করিলেন। তখন (অর্থাৎ গান-কালে) বার বার শ্বাস গ্রহণের ফলে তাঁহার স্বরভঙ্গ হয়। তাহা দেখিয়া দেবদত্ত ঠাঁহার কুদ্ধ হইলেন এবং গোভিলকে বলিলেন ॥ ২৩-২৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি মূর্খ। পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞকারী আমার প্রবর্ত্তমান কাম্য কর্মে আপনি স্বরভঙ্গ করিলেন ॥ ২৫

গোভিলও তখন বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবদত্তকে বলিলেন—তোমার পুত্র মূর্খ, শঠ এবং শব্দবর্জিত হইবে ॥ ২৬

সকল প্রাণীর শরীরে শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। হে মহামতে! অতএব স্বরভঙ্গ ব্যাপারে আমার কোন দোষ নাই ॥ ২৭

মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভীত দেবদত্ত অতিশয় দু:খিত হইয়া বলিলেন ॥ ২৮

হে বিপ্রেন্দ্র! নিষ্পাপ আমার উপর কেন অকারণ ক্রুদ্ধ হইলেন? মুনিগণ সর্বদাই ক্রোধরহিত এবং সুখদ হইয়া থাকেন ॥ ২৯

স্বল্পেঽপরাধে বিপ্রেন্দ্র কথং শপ্তস্ত্বয়া হ্যহম্ ।
অপুত্রোঽহং সুতপ্তঃ প্রাক্ তাপমুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০
মূর্খপুত্রাদপুত্রত্বং বরং বেদবিদো বিদুঃ ।
তথাপি ব্রাহ্মণো মূর্খঃ সর্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১
পশুবচ্ছূদ্রবচ্চৈব ন যোগ্যঃ সর্বকর্মসু ।
কিং করোমীহ মূর্খেণ পুত্রেণ দ্বিজসত্তম ॥ ৩২
যথা শূদ্রস্তথা মূর্খো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
ন পূজার্হো ন দানার্হো নিন্দ্যশ্চ সর্বকর্মসু ॥ ৩৩
দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ।
করদঃ শূদ্রবচ্চৈব মন্তব্যঃ স চ ভূভুজা ॥ ৩৪
নাসনে পিতৃকার্যেষু দেবকার্যেষু স দ্বিজঃ ।
মূর্খঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্য্যস্য ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫
রাজ্ঞা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সর্বকর্মসু
কর্ষকস্তু দ্বিজঃ কার্য্যঃ ব্রাহ্মণো বেদবর্জিতঃ ॥ ৩৬
বিনা বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ
ন তু বিপ্রেণ মূর্খেণ শ্রাদ্ধং কার্য্যং কদাচন ॥৩৭
আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে
দাতা নরকমাপ্নোতি গ্রহীতা তু বিশেষতঃ । ৩৮
ধিগ্ রাজ্যং তস্য রাজ্ঞো বৈ যস্য দেশেঽবুধা জনাঃ ।
পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা মূর্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯
আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাণ্বপি ।
মূর্খপণ্ডিতয়োর্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০
মূর্খো যত্র সুগর্বিষ্ঠো দানমানপরিগ্রহৈঃ ।
তস্মিন্ দেশে ন বস্তব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১
অসতামুপকারায় দুর্জনানাং বিভূতয়ঃ ।
পিচুমর্দ্দঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে ॥৪২
ভুক্ত্বান্নং বেদবিদ্ বিপ্রো বেদাভ্যাসং করোতি বৈ ।
ক্রীড়ন্তি পূর্বজাস্তস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩
গোভিলাস্তঃ কিমুক্তং বৈ ত্বয়া বেদবিদুত্তম ।
সংসারে মূর্খপুত্রত্বং মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪
কৃপাং কুরু মহাভাগ শাপস্যানুগ্রহং প্রতি ।
দীনোদ্ধারণশক্তোঽসি পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! অল্প অপরাধে কেন আমাকে অভিশাপ দিলেন ? অপুত্রতার জন্য পূর্বেই আমি বিশেষ অনুতপ্ত ছিলাম, তাহার উপর পুনরায় আপনি শাপ দিয়া তাপমুক্ত করিলেন ॥ ৩০

মূর্খ পুত্র হওয়া অপেক্ষা অপুত্রতা অপেক্ষাকৃত ভাল—ইহা বেদবিদ্‌গণ জানেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মূর্খ পুত্রসকলের নিন্দনীয় ॥ ৩১

পশুর মত এবং শূদ্রের মত সকল কর্মে সে অযোগ্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই জগতে মূর্খ পুত্রের দ্বারা আমি কি করিব ? ৩২

যেরূপ শূদ্র, সেইরূপ মূর্খ ব্রাহ্মণও পূজার যোগ্য নয়, দানের উপযুক্ত নয় এবং সকল কর্মে নিন্দনীয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩

দেশে বাসকারী বেদবর্জিত ব্রাহ্মণকে কর দিতে হইবে। রাজা তাহাকে শূদ্রের মত মনে করিবেন ॥ ৩৪

কর্মের যথার্থ ফল পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি পিতৃকার্যে এবং দেবকার্যে মূর্খ ব্রাহ্মণকে আসনে উপবেশন করাইবেন না ॥ ৩৫

মূর্খ বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে রাজা শূদ্রের সমান এবং সমস্ত কর্মে অযোগ্য মনে করিয়া কৃষিকার্যেই নিযুক্ত করেন ॥ ৩৬

ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র কুশবট নির্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করণীয়, কিন্তু মূর্খ বিপ্রের দ্বারা কখনও শ্রাদ্ধ করাইবে না ॥ ৩৭

অপণ্ডিতকে আহারের অধিক অন্নপ্রদান করিবে না। অধিক দান করিলে দাতা এবং বিশেষভাবে গ্রহীতা নরকে গমন করে ॥ ৩৮

যে রাজার দেশে লোকেরা অপণ্ডিত এবং দান-মানাদির দ্বারা মূর্খ ব্রাহ্মণেরা পূজিত হন এবং উপবেশনে, পূজনে ও দানবিষয়ে যেস্থানে (পণ্ডিত ও মূর্খের) সামান্যও ভেদ নাই, সেই রাজার রাজ্য নিন্দনীয়। জ্ঞানীর মূর্খ ও পণ্ডিতের ভেদ জানা উচিত ॥ ৩৯-৪০

দান, মান এবং প্রতিগ্রহের দ্বারা মূর্খ যেস্থানে অতিশয় অহংকারযুক্ত হয়, সেই দেশে পণ্ডিতের কিছুতেই বাস করা উচিত নয় ॥ ৪১

দুর্জনদিগের বিভূতি অসজ্জনের উপকারের জন্যই হইয়া থাকে। পিচুমর্দ (নিম্ববৃক্ষ) ফলাঢ্য হইলেও কাকই কেবল তাহাকে ভোগ করে ॥ ৪২

বেদবিদ্ বিপ্র অন্ন ভোজন করত বেদ অভ্যাস করিলেও তাহার পূর্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দিত হইয়া ক্রীড়া করেন ॥ ৪৩

হে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ গোভিল ! অতএব আপনি একি বলিলেন ? সংসারে মূর্খ পুত্র লাভ করা মরণ অপেক্ষাও অতিশয় গর্হিত ॥ ৪৪

হে মহাভাগ ! শাপ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য দয়া করুন। আপনি দীনকে (অর্থাৎ আর্তকে) উদ্ধার করিতে সমর্থ। আমি আপনার চরণদ্বয়ে পতিত হইতেছি ॥ ৪৫

লোমশ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তস্তু পতিতস্তস্য পাদয়োঃ
স্তবন্ দীনহৃদত্তার্থং কৃপণঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৬
গোভিলস্য দয়োৎপন্না দৃষ্ট্বা তং দীনচেতসম্।
ক্ষণকোপা মহাত্মন্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭
জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাত্তপযোগতঃ।
উষ্ণং ভবতি তচ্ছীঘ্রং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮
দয়াবান্ গোভিলস্ত্বাহ দেবদত্তং সুদুঃখিতম্।
মূর্খো ভূত্বা সুতস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯
ইতি দত্তবরঃ সোঽথ মুদিতোঽভূদ্ দ্বিজর্ষভঃ।
ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসসর্জ যথাবিধি ॥ ৫০
কালেন কিয়তা তস্য ভার্যা রূপবতী সতী।
গর্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১
গর্ভাধানাদিকং কর্ম চকার বিধিবদ্ দ্বিজঃ।
পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২
সীমন্তোন্নয়নঞ্চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ

লোমশ বলিলেন.—এইরূপ বলিয়া দেবদত্ত দুঃখিতচিত্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে অতিশয় করুণভাবে স্তব করিতে করিতে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন ॥ ৪৮

দীনচিত্ত তাঁহাকে দেখিয়া গোভিলের দয়া উৎপন্ন হইল। মহান্ ব্যক্তিদিগের ক্রোধ ক্ষণকাল থাকে, কিন্তু পাপিষ্ঠদিগের ক্রোধ কল্পকাল পর্যন্ত থাকে ॥ ৪৭

জল স্বভাবতঃ শীতল। পাবক এবং আতপের সংযোগে তাহা শীঘ্রই উষ্ণ হয়, তাহা ছাড়া শীতল থাকে। গোভিল দয়াযুক্ত হইয়া বিশেষভাবে দুঃখিত দেবদত্তকে বলিলেন। তোমার পুত্র প্রথমতঃ মূর্খ হইয়াও পরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৮-৪৯

এইভাবে বরলাভ করিয়া সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দেবদত্ত আনন্দিত হইলেন এবং ইষ্টি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যথানিয়মে বিদায় দিলেন ॥ ৫০

কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার পতিব্রতা রূপবতী রোহিণী-সদৃশী রোহিণীনামিকা স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ৫১

সেই ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক গর্ভাধানাদিকর্ম, পুংসবন বিধান এবং শৃঙ্গারকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ৫২

বেদবিধান অনুসারে সীমন্তোন্নয়নও নিষ্পাদন করিলেন।

দদৌ দানানি মুদিতো মত্বেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩
শুভেঽহ্নি সুষুবে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে।
দিনে লগ্নে শুভেঽত্যর্থং জাতকর্ম চকার সঃ ॥ ৫৪
পুত্রদর্শনকং কৃত্বা নামকর্ম চকার চ।
উতথ্য ইতি পুত্রস্য কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫
স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে।
তস্যোপনয়নং কর্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬
বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ব্রতে স্থিতম্।
নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো মুষ্কবত্তথা ॥ ৫৭
বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ।
ম ঢ়বত্তিষ্ঠতেঽত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮
এবং কুর্বন্ সদাভ্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ।
ন বেদ বিধিবৎ কর্তুং সন্ধ্যাবন্দনকং বিধিম্ ৫৯
মূর্খোঽভূদিতি লোকেষু গত্বা বার্তাতিবিস্তরম্
ব্রাহ্মণেষু চ সর্বেষু তাপসেষ্বিতরেষু চ ॥ ৬০

পুত্রেষ্টিকে সফল মনে করিয়া আনন্দিত হইয়া বিভিন্ন দান বিতরণ করিলেন ॥ ৫৩

রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত শুভদিনে রোহিণী পুত্র প্রসব করিলেন। দিবসে অতীব শুভলগ্নে তিনি (দেবদত্ত) জাতকর্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৪

পুত্রদর্শন শেষ করত নামকরণ করিলেন। পুরাবিদ্ দেবদত্ত পুত্রের নাম করিলেন উতথ্য। সেই পিতা শুভ অষ্টম বর্ষের শুভদিনে বিধিপূর্বক তাহার উপনয়নকর্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬

ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী তাহাকে গুরু বেদ পড়াইলেন। উতথ্য কিন্তু বেদ উচ্চারণ করিতে পারিল না। তখন মূর্খের মত অবস্থান করিল ॥ ৫৭

পিতাকর্তৃক বহুভাবে পাঠিত হইয়াও নির্বোধ উতথ্য কিছুই মনে রাখিতে পারিল না। মূঢ়ের মত সর্বদা অবস্থান করিল। পিতা তখন তাহার জন্য শোক করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

এইভাবে সর্বদা অভ্যাস করিতে করিতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল। পুত্র কিন্তু বিধিবৎ সন্ধ্যা-বন্দনাদি বিধি আয়ত্ত করিতে পারিল না ॥ ৫৯

উতথ্য মূর্খ হইল এইরূপ বার্তা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে, সকল তাপসের মধ্যে এবং অন্যান্য জনগণের মধ্যে অতিশয়ভাবে বিস্তার লাভ করিল ॥ ৬০

জহাস লোকস্তং বিপ্রং যত্র তত্র গতং বনে।
মাতা পিতা নিনিন্দাথ মূর্খং তমতিভর্ৎসয়ন্ ॥ ৬১
নিন্দিতোঽথ জনৈঃ কামং পিতৃভ্যামথ বান্ধবৈঃ।
বৈরাগ্যমগমদ্ বিপ্রো জগাম বনমপ্যসৌ ॥ ৬২
অন্ধো বরস্তথা পঙ্গু র্ন মূর্খস্তু বরঃ সুতঃ।
ইত্যুক্তোঽসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥৬৩

সেই বিপ্র বনে যে যে স্থানে গমন করিত, সেস্থানের লোকেরা তাহাকে নিন্দা করিত। তাহার পিতামাতাও সেই মূর্খ পুত্রকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিয়া নিন্দা করিতেন ॥ ৬১

পিতা-মাতা ও বান্ধবগণ এবং জনগণের বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়া সেই বিপ্রের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল এবং সে বনে গমন করিল। অন্ধ এবং পঙ্গু পুত্র তবু ভাল, কিন্তু মূর্খপুত্র নয়, পিতামাতা কর্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া সে কাননে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩

গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃত্বোটজমনুত্তমম্।
বন্যাং বৃত্তিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪
নিয়মঞ্চ পরং কৃত্বা নাসত্যং প্রব্রবীম্যহম্।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রতো হি সঃ ॥ ৬৫

গঙ্গানদীর তীরে পবিত্র স্থানে সাধারণ কুটীর নির্মাণ করিয়া বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাহিতভাবে অবস্থান করিল ॥ ৬৪

'অসত্য বলিব না' এইরূপ নিয়ম করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক সেই রম্য আশ্রমে সে অবস্থান করিল ॥ ৬৫

ইতি দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বাগ্‌বীজ-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে বাগ্‌বীজমাহাত্ম্যবর্ণননামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যব্রতস্যোপাখ্যানম্, উতথ্যেন বাগ্‌বীজদর্শনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্জানাতি ন জপং তথা।
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১
নাসনং বেদ বিপ্রোঽসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ।
প্রত্যাহারন্তু নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২
ন মন্ত্রং কীলকং জাপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সঃ।
শৌচং স্নানবিধিঞ্চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩
প্রাণাগ্নিহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্।
ন সন্ধ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪

একাদশ অধ্যায়।

[সত্যব্রতের উপাখ্যান এবং উতথ্য কর্তৃক বাগ্‌বীজ দর্শন।]

লোমশ বলিলেন,—ঐ ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন জানিত না, কোন জপও জানিত না, দেবতাদিগের ধ্যান ও আরাধনাও জানিত না ॥ ১

ঐ ব্রাহ্মণ আসন এবং প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণীভূত পরমাত্মা বা মহামায়াকে জানিত না ॥ ২

সে মন্ত্র, কীলক, জাপ্য (জপযোগ্য) মন্ত্রাদি এবং গায়ত্রী, শৌচ ও স্নানবিধি এবং আচমনবিধিও জানিত না ॥ ৩

প্রাণাগ্নিহোত্র, বলিদান ও অতিথিসংকার সে জানিত না। মুনিবৃত্তি অবলম্বনকারী সেই উতথ্য সন্ধ্যা, সমিদাহরণ এবং হোমের বিধি জানিত না ॥ ৪

সোঽকরোৎ প্রাতরুত্থায় যৎ কিঞ্চিদ্ দন্তধাবনম্।
স্নানঞ্চ শূদ্রবত্তত্র গঙ্গায়াং মন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৫
ফলান্যাদায় বন্যানি মধ্যাহ্নেঽপি যদৃচ্ছয়া।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬
সত্যং ব্রূতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ।
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতস্তস্য দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭
নাহিতং কস্যচিদ্ কুর্য্যান্ ন তথাপি হিতং ক্বচিৎ।
সুখং স্বপিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিন্তয়ন্নিতি ॥ ৮
কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে।
জীবিতং ধিক্ চ মূর্খস্য তরসা মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৯

প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সে কোনপ্রকারে দন্তধাবন করিত এবং গঙ্গায় মন্ত্রবর্জিত শূদ্রের মত স্নান করিত ॥ ৫

মধ্যাহ্নসময়ে ইচ্ছানুসারে ফল আহরণ করিত। সেই নির্বোধের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না ॥ ৬

সেখানে অবস্থান করিয়া সে সত্য কথা বলিত। কখনও মিথ্যা বলিত না। লোকেরা সেই ব্রাহ্মণকে সত্যতপানামে অভিহিত করিয়াছিল ॥ ৭

সে কোথাও কাহারও হিতও করিত না, অহিতও করিত না। নির্ভয়ে সুখে শয়ন করিত এবং এইরূপ চিন্তা করিত ॥ ৮

কখন আমার মরণ হইবে। বনে আমি দুঃখেই জীবন

দৈবেনাহং কৃতো মূর্খো নান্যোঽত্র কারণং মম।
প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম বৃথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০
যথা বন্ধ্যা সুরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো দ্রুমঃ।
অদুগ্ধদোহা ধেনুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১
কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নূনং কর্ম মমেদৃশম্।
ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২
ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূর্বজন্মনি নির্মলা।
তেনাহং কর্মযোগেন শঠোঽস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩
ন চ তীর্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ।
ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোঽস্মি দুর্ধীঃ ॥ ১৪
বর্ত্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ
অহং মূঢ়ঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫
ন জানামি তপস্তপ্তুং কিং করোমি সুসাধনম্।
মিথ্যায়ং মেঽত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিল ॥১৬
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবাদ্ ভবতি সর্বথা ॥ ১৭
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিল দেবতাঃ।
কালস্য বশগাঃ সর্বে কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৮
এবংবিধান্ বিতর্কাংস্তু কুর্বাণোঽহর্নিশং দ্বিজঃ।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯
বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ।
কালাতিবাহনং শান্তশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০
এবং স্থিতস্য তু বনে বিমলোদকে বৈ
বর্ষাণি তত্র নব পঞ্চগতানি কামম্।
নারাধনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং
কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥২১
জানাতি তস্য বিততং ব্রতমেব লোকঃ
সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্।
জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং
সত্যব্রতোঽয়মনিশং ন মৃষাভিভাষী ॥ ২১
তত্রৈকদা তু মৃগয়াং রমমাণ এব
প্রাপ্তো নিষাদনিশঠো ধৃতচাপবাণঃ
ক্রীড়ন্ বনেঽতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ
ক্রূরাকৃতির্হননকর্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩

ধারণ করিতেছি। মূর্খ আমার জীবনে ধিক্। সত্বর আমার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটুক ॥ ৯

দৈব আমাকে মূর্খ করিয়াছে। আমার এ বিষয়ে অন্য কারণ নাই। উত্তম জন্ম লাভ করিয়াও তাহা এখন আমার বৃথা হইল ॥ ১০

রূপবতী বন্ধ্যা স্ত্রী ও ফলহীন বৃক্ষ যেমন, দুগ্ধদানে অক্ষমা ধেনু যেমন, সেইরূপ দৈব আমাকেও ব্যর্থ করিয়াছে ॥ ১১

কেনই বা দৈবকে নিন্দা করিতেছি। আমার কর্মই এতাদৃশ। আমি পুস্তক আহরণ করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই ॥ ১২

পূর্বজন্মে নির্মল বিদ্যা দান করি নাই। সেই কর্মফলের সংযোগে আমি নির্বুদ্ধি ও দ্বিজাধম হইয়াছি ॥ ১৩

তীর্থক্ষেত্রে আমি তপস্যা করি নাই। সাধুদিগের সেবা করি নাই। বিবিধ দ্রব্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করি নাই, তাহার ফলে মূঢ়ধী হইয়াছি ॥ ১৪

মুনিপুত্রগণ বেদশাস্ত্রের অর্থবিষয়ে পারঙ্গম হইয়াছেন অথচ আমি কোন দৈববশে অতিশয় মূঢ়বুদ্ধি হইয়াছি ॥ ১৫

আমি তপস্যা করিতে জানি না। সুসাধন আর কি করিব? এখানে আমার এই সঙ্কল্প (অর্থাৎ ব্রতগ্রহণাদি) ব্যর্থ। আমার ভাগ্য প্রসন্ন নয় ॥ ১৬

দৈবকেই আমি প্রধান মনে করি। নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্। শ্রম অর্থাৎ পৌরুষের দ্বারা কৃতকর্ম ব্যর্থ। দৈব হইতেই সর্বতোভাবে সব কিছু হইয়া থাকে ॥ ১৭

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহারা সকলে কালের বশবর্তী। কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দিবারাত্র এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণ জাহ্নবীর পবিত্র তীরবর্তী স্থলভাগের আশ্রমে অবস্থান করিল ॥ ১৮-১৯

সেই আশ্রমে অবস্থানকারী ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য দেখা দিল। সে (তখন) শান্তমনে বিজন বনে কালাতিবাহন করিতে থাকিল ॥ ২০

বিমল উদকযুক্ত বনে এইভাবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বাস করিতে করিতে চতুর্দশ বৎসর অতীত হইল। ঐ ব্রাহ্মণ আরাধনা জানিল না, জপ জানিল না এবং মন্ত্রও জানিল না। সেই বনে কেবলমাত্র সময় অতিবাহিত করিতে থাকিল ॥ ২১

জনগণ তাহার বিস্তৃত ব্রতের কথা জানিতে পারিল যে, এই মুনি সত্য কথাই বলেন। সেইভাবে তাহার নাম (অর্থাৎ সত্যব্রত নাম) হইয়া গেল। এই মুনি সর্বদা সত্যে বিদ্যমান থাকেন, কখনও মিথ্যা বলেন না। সকল লোকের মধ্যে এইরূপ যথেষ্ট তাঁহার যশ হইয়াছিল ॥ ২১

সেই বনে এক সময় এক নিষাদধূর্ত্ত (অথবা নিশঠ নামে এক

তেনাতিকৃষ্টেন শরেণ বিদ্ধঃ
কোলঃ কিরাতেন ধনুর্ধরেণ।
পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ
মুনেঃ সমীপং বিবৃতো জগাম ॥ ২৪

বিকম্পমানো রুধিরার্দ্রদেহো
যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ।
কোলস্তদাতীব দয়ার্দ্রভাবং
প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫

অগ্রে ব্রজন্তং রুধিরার্দ্রদেহং
দৃষ্ট্বা মুনিঃ শূকরমাশু বিদ্ধম্।
দয়াভিবেশাদতিকম্পমানঃ
সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬

অজ্ঞাতপূর্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ
দৈবান্ মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ।
ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢো
মমজ্জ শোকে স মুনির্মহাত্মা ॥ ২৭

কোলঃ প্রবিশ্যাশ্রমমণ্ডলং তৎ
স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গূঢ়ম্।
অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নিবিণ্ণচেতাঃ
প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্বাৎ ॥ ২৮

ততঃ ক্ষণাদাকরনাস্তকৃষ্টং
চাপং দধানোঽতিকরালদেহঃ।
প্রাপ্তস্তদন্তে স চ মৃগ্যমাণো
নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯

দৃষ্ট্বা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং
নাম্না তু সত্যব্রতমদ্বিতীয়ম্।
ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোঽসৌ
পপ্রচ্ছ কোলঃ ক গতো দ্বিজেশ ॥ ৩০

জানামি তেঽহং সুব্রতং প্রসিদ্ধং
তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিদ্ধম্।
ক্ষুধার্দিতং মে সকলং কুটুম্বং
বিভর্তুকামঃ কিল আগতোঽস্মি ॥ ৩১

বৃত্তির্মমৈষা বিহিতা বিধাত্রা
নান্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ঋতং ব্রবীমি।
ভর্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা
কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২

নিষাদ) মৃগয়া করিতে করিতে ধনুর্বাণ হস্তে উপস্থিত হইল। যমতুল্য দেহ ক্রূরাকৃতি হত্যাকর্মে অভিদক্ষ সে বিশাল বনে (মৃগরূপ) ক্রীড়া করিতেছিল ॥ ২৩

ধনুর্ধারী সেই কিরাতকর্তৃক অভিসৃষ্ট আকৃষ্ট শরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া এক শূকর ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করত মুনির সমীপে দৌড়াইয়া গমন করিল ॥ ২৪

বিশেষভাবে কম্পমান রুধিরার্দ্রদেহ সেই শূকর যখন আশ্রম-মণ্ডলে উপস্থিত হইল, তখন সেই করুণ শূকরটিকে দেখিয়া মুনি তৎক্ষণাৎ অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন ॥ ২৫

শরবিদ্ধ রুধিরার্দ্রদেহ সেই শূকরকে সহসা সম্মুখভাগ দিয়া গমন করিতে দেখিয়া দয়াভিবেশে কম্পমান হইয়া সত্যব্রত 'ঐ ঐ' এইরূপ বিন্দুহীন সারস্বত বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬

অজ্ঞাতপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব অথচ সহসা মুখে সমুপস্থিত সারস্বতবীজের স্বরূপকে উনি জানিতে পারিলেন না। সেই মহাত্মা মুনি বিমূঢ় হইয়া শূকরের দুরবস্থা-নিবন্ধন শোকে নিমজ্জিত হইলেন ॥ ২৭

শূকরটি সেই আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া আর পথ না পাইয়া অতি নির্বিণ্ণচিত্তে শরপীড়াবশতঃ কম্পমান অবস্থায় নিকুঞ্জে বিলীন হইয়া অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিল ॥ ২৮

অতঃপর ক্ষণকালের মধ্যে কর্ণ পর্যন্ত আকৃষ্টচাপধারণ করিয়া অতিকরালদেহ কালস্বরূপ নিষাদরাজ শূকরের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই উতথ্যের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ২৯

দ্বিতীয়রহিত অর্থাৎ একাকী সেই সত্যব্রতনামক মুনিকে কুশাসনে অবস্থিত দেখিয়া ঐ ব্যাধ প্রণামপূর্বক সম্মুখে অবস্থান করত জিজ্ঞাসা করিল—হে দ্বিজেশ! শূকরটি কোথায় গেল? ৩০

আমি আপনাকে বিখ্যাত সুব্রত বলিয়া জানি, তাই আমার বাণবিদ্ধ শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ক্ষুধাপীড়িত আমার সকল কুটুম্বকে ভরণ করিবার জন্যই আমি এই শূকরের অন্বেষণে এস্থানে আসিয়াছি ॥ ৩১

হে বিপ্রেন্দ্র! আমি সত্য বলিতেছি। বিধাতা আমার জন্য এই বৃত্তির (পশুমারণবৃত্তি) বিধান করিয়াছেন। আমার অপর কোন বৃত্তি নাই। শুভ অথবা অশুভ যে কোন প্রকার কর্মের দ্বারা আমার পরিজনবর্গকে যথাযথভাবে পোষণ করিতে হয় ॥ ৩২

সত্যং ব্রবীত্বন্ত সত্যব্রতোঽসি
ক্ষুধাতুরো বর্ত্ততে পোষ্যবর্গ:।
কাসৌ গত: শূকরো বাণবিদ্ধ:
পৃচ্ছামাহং বাড়ব ব্রূহি তূর্ণম্ ॥ ৩৩

তেনেতি পৃষ্ট: স মুনির্মহাত্মা
বিতর্কমগ্ন: প্রবভূব কামম্।
সত্যব্রতং মেঽস্তু ভবেন্ন ভগ্নং
ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চরিতেন কিং বৈ ॥ ৩৪

গতোঽত্র কাল: শরবিদ্ধদেহ:
কথং ব্রবীমীত্ত মৃষামৃষা বা।
ক্ষুধার্দিতোঽয়ং পরিপৃচ্ছতীব
দৃষ্ট্বা হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ ॥ ৩৫

সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা
দয়ান্বিতং চানৃতমেব সত্যম্।
হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন
তদেব সত্যং ন তথাঽন্যথৈব ॥ ৩৬

হিতং কথং স্যাদুভয়োর্বিরুদ্ধয়ো-
স্তদুত্তরং কিং ন যথা মৃষা বচ:।
বিচারয়ন্ বাড়ব ধর্মসঙ্কটে
ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭

বাণাহতং বীক্ষ্য দয়ান্বিতেন
কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচ:।
তেন প্রসন্না নিজবীজত: শিবা
বিদ্যাং দুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮

বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্ফুরিতাখিলা।
বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্বং তথা স ধ্রুবৎ কবি: ॥ ৩৯

তমুবাচ দ্বিজো ব্যাধং সমুত্থস্থং ধনুর্ধরম্
সত্যকামস্তু ধর্মাত্মা শ্লোকমেকং দয়াপর: ॥ ৪০

যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে যা ব্রূতে সা ন পশ্যতি।
অহো ব্যাধ স্বকার্য্যান্ধিন্ কিং পৃচ্ছসি পুন: পুন: ॥ ৪১

ইত্যুক্তস্তু তদা তেন গতোঽসৌ পশুহা পুন:।
নিরাশ: শূকরে তস্মিন্ পরাবৃত্তে নিজালয়ে ॥ ৪২

ব্রাহ্মণস্তু কবি র্জাত: প্রাচেতস ইবাপর:।
প্রসিদ্ধ: সর্বলোকেষু নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজ: ॥ ৪৩

আপনি হইতেছেন সত্যব্রত। তাই এখন সত্য কথা বলুন। আমার পোষ্যবর্গ ক্ষুধায় আতুর। বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল? হে বিপ্র। ইহা সত্বর বলুন ॥ ৩৩

সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই মহাত্মা মুনি বিশেষভাবে বিতর্কাকুল হইলেন। 'দেখি নাই' এই কথা বলিলে আমার সত্যব্রততা কি নষ্ট হইবে না? ৩৪

শরবিদ্ধদেহ শূকরটি এইখানে রহিয়াছে, অতএব কি করিয়া মিথ্যা বলি? অথবা সত্য বলিব? এই ব্যাধটি মনে হয় ক্ষুধার্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে। দেখিতে পাইলে শূকর-টিকে অবশ্যই হত্যা করিবে। অতএব কি করিয়া মিথ্যা বা সত্য বলি? ৩৫

যে ভাষণে হিংসা আছে, সেখানে সত্যও সত্য হয় না। যেখানে দয়ার অবসর থাকে, সেখানে মিথ্যাও সত্য হয়। যাহার দ্বারা মানবের কল্যাণ হয়, তাহাই সত্য। ইহার অন্যথা হয় না ॥ ৩৬

পরস্পরবিরোধী উভয়ের কল্যাণ (এক সঙ্গে) কি করিয়া সম্ভব? সেই উত্তর কি মিথ্যা বাক্যের মত হইবে না? হে অমঙ্গল। সেই ব্রাহ্মণ ধর্মসঙ্কটে এইরূপ বিচার করত বলিবার জন্য সমুচিত কোন উত্তর স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ৩৭

শূকরটিকে বাণাহত দেখিয়া দয়ার্দ্র সেই ব্রাহ্মণ যে বীজাক্ষর 'ঐ ঐ' উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই বীজের উচ্চারণ ফলে মঙ্গলময়ী মহামায়া প্রসন্না হইয়া দুর্লভ বিদ্যা তাহাকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৮

দেবীর বীজ মন্ত্র উচ্চারণ ফলে সমস্ত বিদ্যা তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। পুরাকালে যেরূপ বাল্মীকি 'মরা মরা' এই বিপর্য্যস্ত রামনাম উচ্চারণ করিয়া কবি হইয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ত্তমানে এই ব্রাহ্মণও বিস্মৃতীন 'ঐ ঐ' এই বাগ্‌বীজ উচ্চারণ করিয়া দেবীর কৃপায় কবি হইলেন ॥ ৩৯

ধর্মাত্মা সত্যকাম সেই ব্রাহ্মণ সম্মুখস্থ সেই ধনুর্ধর ব্যাধকে দয়াপরবশে একটি শ্লোক বলিলেন ॥ ৪০

যে দেখে, সে বলে; না যে বলে, সে দেখে না। ওহে নিজ কার্যান্ধিন্ ব্যাধ! তুমি কেন বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? ৪১

দর্শনক্রিয়া সর্বপ্রকাশক চিত্তিশক্তির কাজ আর বলা ক্রিয়া বুদ্ধিশক্তির কাজ। এইভাবে উভয়ের ভিন্ন কর্তৃতা। সেই ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া এই পশুহন্তা সেই শূকর প্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশ হইল এবং নিজ ভবনে ফিরিয়া গেল ॥ ৪২

সেই ব্রাহ্মণও দ্বিতীয় বাল্মীকির ন্যায় কবি হইয়া গেলেন। সকল লোকে সত্যব্রতনামে প্রসিদ্ধ সেই ব্রাহ্মণ সারস্বত বীজ

সারস্বতং ততো বীজং জজাপ বিধিপূর্বকম্।
পণ্ডিতশ্চাভিবিখ্যাতো দ্বিজোঽসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪
প্রতিপর্বসু গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্ যশঃ সদা।
আখ্যানং চাভিবিস্তীর্ণং স্তবন্তি মুনয়ঃ কিল ॥ ৪৫
তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্য সমাগম্য তদাশ্রমে
যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতোঽতিমানিতঃ ॥ ৪৬
তস্মাদ্ রাজন্ সদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ।
আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হিংসা ॥ ৪৭
তস্যা যজ্ঞং মহারাজ কুরু বেদবিধানতঃ।
সর্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮
স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধ্যাতা চোচ্চারিতা স্তুতা।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্যতে ॥ ৪৯
অনুমানমিদং রাজন্ কর্তব্যং সর্বথা বুধৈঃ।
দৃষ্ট্বা রোগযুতান্ দীনান্ ক্ষুধিতান্নির্ধনান্ শঠান্ ॥ ৫০
জনানার্তাংস্তথা মূর্খান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা।
দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১
অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদার্তানজিতেন্দ্রিয়ান্
তৃষ্ণাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২
তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবর্ধনান্
পুষ্টদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩
রাজলক্ষ্ম্যা যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ।
স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪
ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাঞ্চ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ।
এভির্ন পূজিতা দেবী সর্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫
সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাম্বিকা।
যতোঽমী সুখিনঃ সর্বে সংসারেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজন্ শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে।
লোমশস্য মুখাৎ কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র কর্তব্যঞ্চ সদর্চনম্।
ভক্ত্যা পরময়া দেব্যাঃ প্রীত্যা চ পুরুষর্ষভ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রত-বাগ্‌বীজসিদ্ধিবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

মস্তকে 'ঐং' নিয়ম পূর্বক জপ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তখন পৃথিবীতে অতি বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেন ॥ ৪৩-৪৪

ব্রাহ্মণগণ প্রতিপর্বে যাঁহার যশ সর্বদা গান করেন এবং যাঁহার মুনিগণ অতি বিস্তীর্ণ আখ্যান স্তুতি করেন ॥ ৪৫

তাহা শ্রবণ করিয়া যে পিতা তাঁহাকে পূর্বে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি আশ্রমে তাঁর কুটীরে আসিয়া সম্মানপূর্বক তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬

অতএব হে রাজন্! জগতের কারণ আদিশক্তি সেই পরা দেবী ভক্তিসহকারে পূজনীয়া ও সেবনীয়া। হে মহারাজ! আপনি বেদবিধান অনুসারে সর্বকামপ্রদ নিত্য পূর্বকালে নিশ্চিত-ভাবে কথিত তাঁহার (সেই দেবীর) যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন ॥ ৪৭-৪৮

ভক্তিসহকারে তাঁহাকে স্মরণ করিলে, পূজা করিলে, ধ্যান করিলে, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে বা তাঁহার স্তব করিলে তিনি বাঞ্ছিত বস্তু দান করিয়া থাকেন। তাই তিনি কামদা বলিয়া কথিত হন ॥ ৪৯

রোগযুক্ত, দীন, ক্ষুধিত, নির্ধন, নির্বোধ, আর্ত ব্যক্তি এবং মূর্খ, সর্বদা শত্রুপীড়িত, দাস, আজ্ঞাকর, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোজনে অতৃপ্ত, ভোগে সর্বদা অক্ষম, অজিতেন্দ্রিয়, অধিক কামনাপরায়ণ, অসমর্থ এবং সর্বদা মানসিকপীড়াযুক্ত এবং অপরপক্ষে বিভবযুক্ত পুত্র-পৌত্রসমৃদ্ধ, পুষ্টদেহ, ভোগযুক্ত, লোকানুরাগী, স্বজনসম্পন্ন ও সর্বলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া পণ্ডিতগণের এই অনুমান করা উচিত। (অনুমান দেবীর অনুগ্রহেই সমৃদ্ধি এবং অভীষ্ট পূর্তি ঘটিয়া থাকে) বিচক্ষণেরা ব্যতিরেক ও অন্বয়ের দ্বারা ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন যে, ইহাদের কর্তৃক (রোগযুক্ত প্রভৃতি লোকের কর্তৃক) সর্বার্থফলদা দেবী শিবা পূজিত হন নাই এবং পক্ষান্তরে এই ব্যক্তিগণ কর্তৃক (অর্থাৎ বিভবযুক্ত প্রভৃতি ব্যক্তি কর্তৃক) অম্বিকা সর্বদাই সমারাধিতা হইয়াছেন। যেহেতু ইহারা সংসারে নিশ্চিতভাবে সুখী হইয়াছেন ॥ ৫০-৫৬

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! আমি সেস্থানে মুনিসমাজে লোমশের মুখ হইতে বিশেষভাবে উত্তম দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৫৭

হে রাজেন্দ্র! হে পুরুষর্ষভ! ইহা চিন্তা করিয়া পরম ভক্তিতে ও প্রীতিতে সর্বদা দেবীর অর্চনা করা উচিত ॥ ৫৮

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতবাগ্‌বীজসিদ্ধিবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিকভেদেন দেবীযজ্ঞস্য বিধান-কথনম্।]

রাজোবাচ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্ দেব্যাস্তস্যাঃ সমস্ততঃ
শ্রুত্বা করোম্যহং স্বামিন্! যথাশক্তি হৃতদ্রিতঃ॥ ১
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্।
ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ।
ত্রিবিধস্তু সদা জ্ঞেয়ঃ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৩
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসঞ্চ তথাপরম্।
মুনীনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্।৪
তামসং রাক্ষসানাং বৈ জ্ঞানিনান্তু গুণোজ্ঝিতম্।
বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাৎ প্রব্রবীমি তে॥ ৫
দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা।
শ্রদ্ধা চ সাত্ত্বিকী যত্র তং যজ্ঞং সাত্ত্বিকং বিদুঃ॥ ৬
দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ।
ভবেদ্ যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা॥ ৭
অন্যায়োপার্জিতেনৈব দ্রব্যেণ সুকৃতং কৃতম্।
ন কীর্ত্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্॥ ৮
তস্মান্ ন্যায়ার্জিতেনৈব কর্ত্তব্যং সুকৃতং সদা।
যশসে পরলোকায় ভবত্যেব সুখায় চ॥ ৯
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র পাণ্ডবৈস্তু মখঃ কৃতঃ।
রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ॥ ১০
যত্র সাক্ষাদ্ধরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিত্তাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা॥ ১১
কৃত্বা যজ্ঞং সুসম্পূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ।
প্রাপ্তং মহত্তরং কষ্টং বনবাসশ্চ দারুণঃ॥ ১২
পীড়নঞ্চৈ পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যূতে পরাজয়ঃ।
বনবাসো মহৎ কষ্টং ক গতং মখজং ফলম্॥ ১৩
দাসত্বঞ্চ বিরাটস্য কৃতং সর্বৈর্মহাত্মভিঃ।
কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা॥ ১৪
আশীর্বাদা দ্বিজাতীনাং ক গত্বাঃ শুদ্ধচেতসাম্।
ভক্তির্বা বাসুদেবস্য ক গতা তত্র সঙ্কটে॥ ১৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

[সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দেবীযজ্ঞের বিধান কথন।]

রাজা বলিলেন,—সেই দেবীর যথাযথ যজ্ঞবিধিকে সর্বতোভাবে বর্ণনা করুন। হে স্বামিন্! আমি তাহা শ্রবণ করিয়া আলস্য পরিহারপূর্বক শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিব॥ ১

পূজাবিধি এবং প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ, হোমদ্রব্য, ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিরূপ এবং দক্ষিণা (কি পরিমাণ) এইগুলি নিশ্চিতভাবে আমাকে বলুন॥ ২

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! দেবীর যজ্ঞ বিধানমত আমি বলিব, তুমি শ্রবণ কর। সমস্ত কর্ম বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সর্বদা ত্রিবিধ জানিবে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও অপরটি তামসিক। মুনিদিগের সাত্ত্বিক, রাজগণের রাজসিক এবং রাক্ষসগণের তামসিক। অপর একপ্রকার কর্ম আছে, যাহা গুণবর্জিত এবং জ্ঞানিগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন। সেই সকল তোমাকে বিস্তৃতভাবে পরে বলিব॥ ৩-৫

যেস্থানে দেশ এবং দ্রব্য, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও শ্রদ্ধা ইহারা সাত্ত্বিক সেই যজ্ঞকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে॥ ৬

হে রাজন্! যদি দ্রব্যশুদ্ধি ক্রিয়াশুদ্ধি, এবং মন্ত্রশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ফল পূর্ণ হয় অন্যথা হয় না॥ ৭

অন্যায়ভাবে উপার্জিত দ্রব্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত পুণ্য কর্ম ইহলোকে কীর্তিদান করিতে পারে না এবং পরলোকেও তাহার ফল হয় না॥ ৮

অতএব ন্যায়পথে উপার্জিত দ্রব্যের দ্বারাই সর্বদা পুণ্যকর্ম করা উচিত। তাদৃশ পুণ্যকর্মই ইহলৌকিক যশ, পারলৌকিক কল্যাণ এবং সুখে পরিণত হয়॥ ৯

হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞ আপনার প্রত্যক্ষ। সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের সমাপ্তিতে শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা দান করা হইয়াছিল॥ ১০

সেই যজ্ঞে যাদবেন্দ্র মহামতি হরি শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ভারদ্বাজ-প্রোণ প্রভৃতি পূর্ণবিত্ত ব্রাহ্মণেরা বিদ্যমান ছিলেন॥ ১১

কিন্তু সেই যজ্ঞ সমাপ্তির এক মাসের মধ্যেই পাণ্ডবেরা মহত্তর কষ্ট এবং দারুণ বনবাস, পাঞ্চালীর পীড়ন এবং পাশাখেলায় পরাজয় লাভ করিয়াছিলেন। বনবাসরূপ মহৎ কষ্ট এবং বিরাটরাজের দাসত্ব মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে স্বীকার যদি করিতে হইল, তবে যজ্ঞের ফল কোথায় গেল? রমণীশ্রেষ্ঠ দ্রৌপদী কীচক কর্তৃক পরিক্লিষ্টা হইলেন। শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ কোথায় গেল? সেই সঙ্কটে বাসুদেবের প্রতি ভক্তিই বা কোথায় গেল? ১২-১৫

ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা
প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬
কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্মবৈগুণ্যকারণম্ ।
কেশবে সতি দেবেশে ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭
ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্যাত্তদাগমঃ ।
বেদমন্ত্রাস্তথান্যে বৈ বিতথাঃ স্যুরসংশয়ম্ ॥ ১৮
সাধনং নিষ্ফলং সর্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ ।
ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ১৯
আগমোঽপ্যর্থবাদঃ স্যাৎ ক্রিয়াঃ সর্বা নিরর্থকাঃ ।
স্বর্গার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০
সর্বং প্রমাণং ব্যর্থং স্যাদ্ ভবিতব্যে কৃতে হৃদি ।
উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১
কৃতে কর্মণি চেৎ সিদ্ধি বিপরীতা যদা ভবেৎ ।
বৈগুণ্যং কল্পনীয়ং স্যাৎ প্রাজ্ঞৈঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২
তৎ কর্ম্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্‌ভিঃ কর্মকারিভিঃ ।
কর্তৃভেদাদ্ মন্ত্রভেদাদ্ দ্রব্যভেদাৎ তথা পুনঃ ॥ ২৩

দ্রুপদাত্মজাকে তখন কোন কিছুই রক্ষা করিতে পারিল না। সাধ্বী বরবর্ণিনী দ্রৌপদী সেই দুঃসময়ে কেশগ্রহকে প্রাপ্ত হইল ॥১৬

দেবশ্রেষ্ঠ কেশব এবং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এখানে ধর্মবৈগুণ্যের কি কারণ চিন্তা করা যাইতে পারে ? ১৭

ভবিতব্যের কথা যদি বলা হয়, তবে আগম নিষ্ফল হয়। বেদমন্ত্র এবং অন্যান্য অনেক কিছু নিঃসংশয়ে ব্যর্থ হয় ॥ ১৮

সাধনসমূহ হয় নিষ্ফল, উপায়গুলি হয় নিরর্থক, যদি ভবিতব্য অবশ্যই ঘটিবে এইরূপ বাক্য প্রতিপাদন করা হয় ॥ ১৯

বেদ অর্থবাদে পরিণত হয়, সকল ক্রিয়া হয় নিরর্থক, সৃষ্টির জন্য তপস্যাও হয় ব্যর্থ, বর্ণধর্মও সেইরূপ (ব্যর্থ) হয়। ভবিতব্যের কথা মনে করিলে সকল প্রমাণই ব্যর্থ হয়। অতএব দৈব এবং উপায় (অর্থাৎ পুরুষকার) এই উভয়ের কথাই মনে করিতে হইবে অর্থাৎ দৈব এবং পুরুষকার উভয়কেই কার্য্য সিদ্ধির কারণ রূপে মনে করা প্রয়োজন ॥ ২০-২১

কার্য্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিলেও যদি বিপরীত সিদ্ধি হয় তখন পণ্ডিতপ্রধান প্রাজ্ঞদিগের বৈগুণ্য কল্পনা করা উচিত ॥ ২২

কর্তৃভেদনিবন্ধন মন্ত্রভেদ জন্য এবং দ্রব্য ভেদবশতঃ সেই কর্ম বহুপ্রকার —ইহা কর্মজ্ঞ বিদ্বানেরা বলিয়াছেন ॥ ২৩

যেমন পুরাকালে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু হিসাবে বরণ করেন।

যথা মঘবতা পূর্বং বিশ্বরূপো বৃতো গুরুঃ ।
বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪
দেবেভ্যো দানবেভ্যস্তু স্বস্তীত্যুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ ।
অসুরাঃ মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫
দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পুষ্টাংশ্চুকোপ মঘবা তদা ।
শিরাংসি তস্য বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬
ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্তৃভেদাদসংশয়ম্
নোচেৎ পাঞ্চালরাজেন রোষেণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥২৭
ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্যোৎপাদনায় চ
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাচ্চ দ্রৌপদী ॥ ২৮
পুরা দশরথেনাপি পুত্রেষ্টিস্তু কৃতা যদা
অপুত্রস্য সুতাস্তস্য চত্বারঃ সম্প্রকীর্তিরে ॥ ২৯
অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্বথা ভবেৎ ।
অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্বথা নৃপসত্তম ॥ ৩০
পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিঞ্চিদ্ বৈগুণ্যযোগতঃ
বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নিজিতাস্তে দুরোদরে ॥ ৩১

সে (বিশ্বরূপ) মাতৃপক্ষীয় দেবতাগণের কল্যাণের জন্য কর্ম বিপরীত করেন ॥ ২৪

দেবতাদিগের জন্য এবং দানবদিগের জন্য বার বার স্বস্তি উচ্চারণ করত বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় অসুরদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন : ২৫

দৈত্যগণকে তৎকালে অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সত্বর বজ্রের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ২৬

এখানে কর্তৃভেদ বশতঃই নিশ্চয় ক্রিয়া বৈগুণ্য হইয়াছে। ক্রিয়া বৈগুণ্য না ঘটিলে সমধিকই ফল লাভ হয়। পাঞ্চালরাজ ক্রোধবশতঃ ভারদ্বাজের (ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণের) বিনাশের জন্য পুত্রলাভার্থ ক্রিয়া করিয়াছিলেন। (তাহার ফলে) অগ্নিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রৌপদী জন্মলাভ করে ॥২৭-২৮

পুরাকালে যখন দশরথ পুত্রেষ্টি করেন, তখন অপুত্রক তাঁহার চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৯

অতএব বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিক্রিয়া সর্বতোভাবে সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। হে নৃপোত্তম। অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলে সর্বপ্রকারে বিপরীত ফল উৎপাদন করে ॥ ৩০

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কিছু বৈগুণ্যবশতঃ পাণ্ডবদিগের যজ্ঞে বিপরীত ফল লব্ধ হইয়াছিল। হে রাজন্।

সত্যবাদী তথা রাজন্ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্রৌপদী চ তথা সাধ্বী তথান্যেঽপ্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২
কুদ্রব্যযোগাদ্ বৈগুণ্যাৎ সমুৎপন্নং মখেঽথবা।
সাভিমানৈঃ কৃতাদ্ বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩
সাত্ত্বিকস্তু মহারাজ দুর্লভো বৈ মখঃ স্মৃতঃ।
বৈখানসমুনীনাং হি বিহিতোঽসৌ মহামখঃ ॥ ৩৪
সাত্ত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্বন্তি তাপসাঃ।
ন্যায়ার্জিতঞ্চ বন্যঞ্চ তথা শুদ্ধং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫
পুরোডাশপরা নিত্যং বিধূপা মন্ত্রপূর্বকাঃ।
শ্রদ্ধাধিকা মখা রাজন্ সাত্ত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬
রাজসা দ্রব্যবহুলাঃ সুসৃপাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বিশাঞ্চৈব সাভিমানানাঞ্চ বৈ মখাঃ ॥ ৩৭
তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্ধকাঃ
সামর্ষাঃ সস্পৃহাঃ ক্রূরা মখাঃ প্রোক্তা মহাস্মৃতিঃ ॥ ৩৮
মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্।
মানসস্তু স্মৃতো যাগঃ সর্বসাধনসংযুতঃ ॥ ৩৯
অন্যেষু সর্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিন্ ন্যূনং ভবেদপি।
দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণৈস্তথা ॥ ৪০
দেশ-কাল-পৃথগ্ দ্রব্য-সাধনৈঃ সকলৈস্তথা।
নান্যো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ ॥ ৪১
প্রথমন্তু মনঃ শোধ্যং কর্তব্যং গুণবর্জিতম্।
শুদ্ধে মানসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি।
তদা তস্য মখস্যাসৌ প্রভবেদধিকারবান্ ॥ ৪৩
তদাসৌ মণ্ডপং কৃত্বা বহুযোজনবিস্তৃতম্
শুভৈশ্চ বিপুলৈঃ স্নগ্ধৈর্যজ্ঞিয়দ্রুমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪
বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ।
অগ্নয়োঽপি তথা স্থাপ্যা বিধিবন্মানসাঃ কিল ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতিপাদ্য চ।
ব্রহ্মাধ্বর্যূংস্তথা হোতা প্রস্তোতা বিধিপূর্বকম্ ॥৪৬
উদ্গাতা প্রতিহর্তা চ সভ্যাশ্চান্যে যথাবিধি।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭
প্রাণোঽপানস্তথা ব্যান সমানোদান এব চ।
পাবকাঃ পঞ্চ এবৈতে স্থাপ্যা বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮

পাণ্ডবেরায় সভ্যবাদী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সাধ্বী দ্রৌপদী ও অন্যান্য নিষ্পাপ ভ্রাতৃবৃন্দ তাহারা সকলে পরাজিত হইয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২

নিন্দিত দ্রব্যের সংযোগবশতঃ সেই যজ্ঞে বৈগুণ্য উৎপন্ন হইয়াছিল অথবা অহঙ্কারী হইয়া তাঁহারা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তাই দূষণ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৩

হে মহারাজ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ একান্তই দুর্লভ বলিয়া কথিত। যে তাপসগণ প্রতিনিয়ত ন্যায়ার্জিত বন্য ঋষিযোগ্য সুসংস্কৃত সাত্ত্বিক ভোজন করিয়া থাকেন, সেই বৈখানস মুনিদিগের জন্যই সাত্ত্বিক যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৪-৩৫

যেখানে নিত্যই পুরোডাশই প্রধান (আহুতি দ্রব্য), পশুবলির জন্য যূপ স্থাপিত হয় না, মন্ত্রের প্রাধান্য থাকে এবং শ্রদ্ধার আধিক্য ঘটে, হে রাজন্! তাহাই শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক যজ্ঞ রূপে স্মৃত হইয়াছে ॥ ৩৬

সুসংস্কৃত দ্রব্যবহুল যূপযুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অভিমানমূলক যজ্ঞ রাজস যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭

দানবদিগের ক্রোধযুক্ত মদবর্ধক অমর্ষপূর্ণ কামনাবহুল ক্রূর প্রকৃতির যজ্ঞকে মহাত্মারা তামস যজ্ঞ বলিয়াছেন ॥ ৩৮

মোক্ষার্থী বৈরাগ্যাবলম্বী মহাত্মা মুনিদিগের সর্বসাধনসংযুক্ত যজ্ঞ মানসযজ্ঞ রূপে কথিত ॥ ৩৯

মানসযজ্ঞ ব্যতীত অন্য সমস্ত যজ্ঞে দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা কিছুটা ন্যূনতা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে ॥ ৪০

দেশ, কাল, পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য এবং অন্যান্য উপকরণ দ্বারা সামগ্রিক ভাবে মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, তেমন অন্য কোন যজ্ঞ হয় না ॥ ৪১

এই মানস-যজ্ঞে প্রথমতঃ মনকে শুদ্ধ এবং গুণবর্জিত করা উচিত। মন শুদ্ধ হইলে দেহও শুদ্ধ হয়—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪২

মন যখন ইন্দ্রিয়ার্থ পরিত্যাগ করত শুচি হয়, তখন সেই মানস যজ্ঞের এই শুদ্ধমনাঃ অধিকারী হয় ॥ ৪৩

তখন সে যজ্ঞিয় দ্রুমের দ্বারা বিশাল মসৃণ শুভসংযুক্ত বহু যোজনবিস্তৃত মণ্ডপ নির্মাণ করত মনে মনে সেখানে বিশদ বেদীর কল্পনা করিবে। নিয়ম পূর্বক সেখানে মানস অগ্নির স্থাপনা করিবে ॥ ৪৪-৪৫

ব্রাহ্মণদিগের বরণও সেইভাবে নিষ্পাদন করত ব্রহ্মা, অধ্বর্যু হোতা, প্রস্তোতা, উদ্গাতা, প্রতিহর্তা এবং অন্যান্য দ্বিজোত্তম সভ্যদিগকে যথাবিধি মনে মনেই যত্নসহকারে পূজা করিবে ॥ ৪৬-৪৭

প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদান অগ্নি-স্বরূপ এই পাঁচটিকে বেদীতে বিধান পূর্বক স্থাপন করিবে ॥ ৪৮

গার্হপত্যস্তদা প্রাণোঽপানশ্চাহবনীয়কঃ।
দক্ষিণাগ্নিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯
সভ্যোদানঃ স্মৃতা হ্যেতে পাবকাঃ পরমোৎকটাঃ।
দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নির্গুণং পরমং শুচি ॥ ৫০
মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ।
যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্মা নির্গুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১
ফলদা নির্গুণা শক্তিঃ সদা নির্বেদদা শিবা।
ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপ্য সর্বত্র সংস্থিতা ॥ ৫২
তদুদ্দেশেন তদ্দ্রব্যং হুনেৎ প্রাণাগ্নিষু দ্বিজঃ।
পশ্চাচ্চিত্তং নিরালম্বং কৃত্বা প্রাণানপি প্রভো ॥ ৫৩
কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হুনেদ্ ব্রহ্মণি শাশ্বতে।
স্বাত্মভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্ ॥ ৫৪
সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়েচ্চেতস্যনাকুলঃ।
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ॥ ৫৫
যদা পশ্যতি ভূতাত্মা তদা পশ্যতি তাং শিবাম্।
দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মবিদ্ ভূয়াৎ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ৫৬

তদা মায়াদিকং সর্বং দগ্ধং ভবতি ভূমিপ।
প্রারব্ধকর্মমাত্রন্তু যাবদ্ দেহঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫৭
জীবন্মুক্তস্তদা জ্ঞাতো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
কৃতকৃত্যো ভবেৎ তাত যো ভজেজ্ জগদম্বিকাম্ ॥ ৫৮
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
শ্রোতব্যা চৈব মন্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯
রাজন্নেবং কৃতো যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যে যজ্ঞাঃ সকামাস্তু প্রভবন্তি ক্ষয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০
অগ্নিষ্টোমেন বিধিবৎ স্বর্গকামো যজেদিতি।
বেদানুশাসনঞ্চৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি চ যথামতি।
তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোঽপ্যক্ষয় এব সঃ ॥৬২
ন রাজ্ঞা সাধিতুং যোগ্যো ময়োঽসৌ জয়মিচ্ছতা।
তামসস্তু কৃতঃ পূর্বং সর্পযজ্ঞস্ত্বয়াধুনা ॥ ৬৩
বৈরং নির্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্য দুরাত্মনঃ।
যৎকৃতে নিহতাঃ সর্পাস্ত্বয়াগ্নৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪

তৎকালে প্রাণ গার্হপত্যাগ্নি, অপান আহবনীয়াগ্নি, ব্যান দক্ষিণাগ্নি, সমান আবসথ্যাগ্নি ও উদান সভ্যাগ্নি বলিয়া কথিত। এই অগ্নিসকল অতিশয় প্রবল। মনে মনে দ্রব্যকে নির্গুণ এবং পরম পবিত্র বলিয়া ভাবনা করিবে ॥ ৪৯-৫০

মনই তখন হোতা এবং যজমান হয়। যজ্ঞের অধিদেবতা নির্গুণ সনাতন ব্রহ্ম ॥ ৫১

নির্গুণ বৈরাগ্যদানকারিণী সকল ফলপ্রদাত্রী এবং যিনি সকল ব্রহ্মবিদ্যার আধাররূপা, সেই চির কল্যাণময়ী শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫২

ব্রাহ্মণ তাঁহার উদ্দেশে সেই দ্রব্য প্রাণাগ্নিতে আহুতি দান করিবেন। হে রাজন্! পরে চিত্তকে নিরালম্ব করিয়া প্রাণকে কুলকুণ্ডলীমুখমার্গ অবলম্বনে শাশ্বত ব্রহ্মে আহুতি দিতে হইবে। প্রত্যক্ষভাবে আত্মভূত মহেশ্বরীকে সমাধিযোগের দ্বারা নিজ অনুভূতির মাধ্যমে অনাকুল হইয়া ধ্যান করিবে। নিজেকে যখন সকল প্রাণীর মধ্যে এবং সমস্ত প্রাণীকে যখন নিজের মধ্যে জীবাত্মা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে সেই শক্তিরূপিণী শিবাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সচ্চিদানন্দরূপিণী তাঁহাকে দেখিয়া সাধক ব্রহ্মবিদ্ হয় ॥ ৫৩-৫৬

হে রাজন্! তাহার পর মায়াদি সব কিছুই দগ্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র প্রারব্ধ কর্মই দেহধারণ পর্যন্ত থাকে ॥ ৫৭

প্রাণী তখন জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং মৃত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। হে তাত! যে জগদম্বিকার ভজনা করে, সে কৃতার্থ হয় ॥ ৫৮

তাই সর্বপ্রযত্নে শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করা উচিত। গুরু-বাক্যানুসারে সেই পরা শক্তি শ্রোতব্যা এবং মন্তব্যা ॥ ৫৯

হে রাজন্! এইভাবে সম্পাদিত যজ্ঞ অবশ্যই মোক্ষদান করিয়া থাকে—ইহাতে সংশয় নাই। অন্য সকল সকাম যজ্ঞের ফল কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৬০

স্বর্গকামী অগ্নিষ্টোমের দ্বারা বিধিপূর্বক যজ্ঞ করিবে, মনীষীরা বলিয়া থাকেন, ইহা বেদের অনুশাসন ॥ ৬১

কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষীণ হইলে কর্মানুসারে মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। অতএব মানস যজ্ঞ (অগ্নিষ্টোমাদি দ্রব্য যজ্ঞ অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ। কারণ মানস যজ্ঞ অক্ষয় ॥ ৬২

জয়েচ্ছু রাজা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। বর্তমানকালে তুমি পূর্বে যে সর্পযজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়াছ, তাহা তামস যজ্ঞ; কারণ, সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তুমি তক্ষকের শত্রুতার সমাপ্তি ঘটাইয়াছ এবং যাহার জন্য (অর্থাৎ তক্ষকের জন্য) কোটি কোটি অন্যান্য সর্পশিশুকে তুমি অগ্নিতে হত্যা করিয়াছ। হে নৃপোত্তম! তুমি

দেবীযজ্ঞং কুরুষ্বাশু বিততং বিধিপূর্বকম্।
বিষ্ণুনা যঃ কৃতঃ পূর্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম ॥ ৬৫
তথা ত্বং কুরু রাজেন্দ্র বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্।
ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬
দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ।
যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যাজমানস্ত্বমেব হি ॥ ৬৭
কৃত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মখার্জিতম্।
সমুদ্ধর মহারাজ পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮
বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্।
তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্রা তবানঘ ॥ ৬৯
তথা দুর্মরণং প্রাপ্তঃ সর্পদংশেন ভূভুজা।
অন্তরালে তথা মৃত্যুর্ন ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০
ন সংগ্রামে ন গঙ্গায়াং স্নানদানাদিবর্জিতম্।
মরণং তে পিতুস্তত্র সৌধে জাতং কুরূদ্বহ ॥ ৭১
ক্ব পুণ্যানি চ সর্বাণি নরকস্য নৃপোত্তম।

এখন বিধি পূর্বক বিস্তৃত দেবীযজ্ঞ আরম্ভ কর। সৃষ্টির প্রথমে বিষ্ণু সেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩-৬৫

হে রাজেন্দ্র! তুমিও সেইভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তোমাকে উক্ত যজ্ঞের বিধি বলিতেছি। হে রাজেন্দ্র! বিধিজ্ঞ উত্তম বেদবিদ্ অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা দেবীর বীজমন্ত্রের বিধান বিশেষভাবে জানেন এবং মন্ত্রমার্গেও বিচক্ষণ। তাঁহারা যাজক হইবেন এবং তুমি যজমান হইবে ॥ ৬৬-৬৭

বিধিপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া যজ্ঞসম্ভূত পুণ্য প্রদান করিয়া দুর্গত তোমার পিতাকে উদ্ধার কর ॥ ৬৮

হে নিষ্পাপ! তোমার পিতা বিপ্রের অপমান হইতে উৎপন্ন দুষ্কর এবং নরকপ্রদ পাপ এবং অভিশাপসম্ভূত দোষকে প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্পদংশনে মহারাজ দুর্মরণকেই প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ব্যবহিত অবস্থাতেই (আকাশস্থিত প্রাসাদের উপরেই) তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু কুশাস্তীর্ণ ভূমিতে হয় নাই ॥ ৬৯-৭০

হে কুরুবংশসম্ভূত! স্নানদানাদি বর্জিত তোমার পিতার মরণ সংগ্রামে হয় নাই এবং গঙ্গাতেও হয় নাই। স্নানদান-বর্জিত অবস্থায় সেই সৌধেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে ॥ ৭১

হে নৃপেন্দ্র! নরক হইতে নিস্তারে সমস্ত পুণ্য কোথায়?

তত্রৈকং কারণং তস্য ন জাতং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৭২
যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জ্ঞাত্বা কালং সমাগতম্।
সাবধানানামভাবেঽপি ধ্রুবশঙ্কাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩
যদা নির্বেদমায়াতি মনসা নির্মলেন বৈ।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্র দুঃখদম্ ॥ ৭৪
পতত্বদ্য যথাকামং মুক্তোঽহং নির্গুণোঽব্যয়ঃ।
নাশাত্মকানি ভূতানি তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৭৫
ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ।
দেহেন মম সম্বন্ধঃ কর্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬
তানি সর্বাণি ভূতানি শুভানি চেতরাণি চ।
মনুষ্যদেহযোগেন সুখদুঃখানুশাসনাৎ ॥ ৭৭
বিমুক্তোঽতিভয়াদ্ ঘোরাদস্মাৎ সংসারসঙ্কটাৎ।
ইত্যেবং চিন্ত্যমানস্তু স্নানদানাদিবর্জিতঃ ॥ ৭৮
মরণং চেদবাপ্নোতি স মুচ্যেজ্ জন্মদুঃখতঃ।
এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি দুর্লভা ॥ ৭৯

অর্থাৎ সমস্ত পুণ্য তোমার পিতাতে ঘটে নাই। মুক্তির জন্য অতিশয় দুর্লভ একটি কারণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও লাভ করিতে পারে নাই ॥ ৭২

সে কারণটি এই যে, প্রাণিগণ যে কোনও স্থানে থাকুক মৃত্যুকাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া অন্য কোন প্রকার সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ্য হইলেও নির্মল চিত্তে বিষয় বৈমুখ্যরূপ নির্বেদকে লাভ করিয়া চিন্তা করিবে পাঁচটি ভূতের সমবায়ে গঠিত এই দেহ। এখানে কি আমাকে দুঃখ দিতে পারে? যথেচ্ছভাবে মহাকালের ইচ্ছা অনুসারে এই দেহ বিনষ্ট হউক। আমি ভোগমুক্ত, নির্গুণ এবং অব্যয়। সকল ভূতত্বই বিনাশশীল। এখানে বেদনার কি আছে? আমি ত' ব্রহ্ম। আমি সংসারী নই। আমি মুক্ত এবং সনাতন। দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কর্মের দ্বারাই ঘটিয়াছিল ॥ ৭৩-৭৬

সুখ-দুঃখের ভোগের হেতুভূত এই মনুষ্যদেহসংযোগে আমি শুভ ও তদিতর (অশুভ) সব কিছুই ভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭

অতিঘোর সংসারসঙ্কট হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি। এইরূপ চিন্তাকারী স্নানদানাদি বর্জিত হইয়াও যদি মরণকে লাভ করে, তাহা হইলেও সে জন্মগ্রহণের দুঃখ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। যোগিগণেরও দুর্লভ ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ কথা, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৮-৭৯

পিতা তে নৃপশার্দূল শ্রুত্বা পাপং দ্বিজোদিতম্ ।
দেহে মমত্বং কৃতবান্ ন নির্বেদমবাপ্তবান্ ॥ ৮০

নীরোগো মম দেহোঽয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্তু বৈ ॥ ৮১

ঔষধং মণিমন্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা ।
আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্ নৃপতিস্তদা ॥ ৮২

ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্ ।
ন ভূমৌ শয়নঞ্চৈব দৈবং মত্বা পরং তথা ॥ ৮৩

মগ্নো মোহার্ণবে ঘোরে মৃতঃ সৌধেঽহিনা হতঃ ।
কৃত্বা পাপং কলের্যোগাৎ তাপসস্যাবমানজম্ ॥ ৮৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমার পিতা দ্বিজদত্ত অভিশাপ শ্রবণ করিয়া দেহে মমত্ব করিয়াছিল, কিন্তু সে নির্বেদ (বৈরাগ্য) লাভ করে নাই ॥ ৮০

আমার এই দেহ নীরোগ। রাজ্য শত্রুবিরহিত। আমি ইচ্ছানুসারে কিভাবে বাঁচিব? অতএব আপনারা মন্ত্রজ্ঞদিগকে আনয়ন করুন ॥ ৮১

নৃপতি ঔষধ, মণি, মন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল এবং সৌধে আরোহণ করিয়াছিল ॥ ৮২

দৈবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া স্নানও করে নাই এবং দানও করে নাই। দেবীর স্মরণও করে নাই এবং মাটিতে শয়নও করে নাই ॥ ৮৩

অবশ্যমেব নরকমেতৈরাচরণৈর্ভবেৎ
তস্মাত্ত্বং পিতরং পাপাৎ সমুদ্ধর নৃপোত্তম ॥ ৮৫

সূত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ ।
সাশ্রুকণ্ঠোঽতিদুঃখার্ত্তো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬

ধিগিদং জীবিতং মেঽস্তু পিতা মে নরকে স্থিতঃ ।
তৎ করোমি যথৈবাশু স্বর্গং যাত্যুত্তরাসুতঃ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অশ্বাযজ্ঞবিধিপ্রশ্নো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

সে ঘোর মোহার্ণবে মগ্ন হইয়াছিল। কলির প্রভাবে তাপসের অপমান-জনিত পাপ করিয়া প্রাসাদে সর্পদষ্ট হইয়া মারা গেল। এই আচরণসমূহের দ্বারা তাঁহার নরক অবশ্যই হইবে। অতএব হে নৃপোত্তম। তুমি পিতাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর ॥ ৮৪-৮৫

সূত বলিলেন,—অমিততেজা ব্যাসদেবের এই কথা শুনিয়া জনমেজয় অতীব দুঃখিত ও অশ্রুকণ্ঠ হইল। বর্তমান আমার এই জীবনকে ধিক্কার। কারণ, আমার পিতা নরকে অবস্থান করিতেছেন। তাই আমি তেমন ব্যবস্থা করিব, যাহার ফলে উত্তরাপুত্র পিতা পরীক্ষিৎ অল্পকালের মধ্যে স্বর্গে যাইতে পারেন ॥ ৮৬-৮৭

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে অশ্বাযজ্ঞবিধিপ্রশ্ননামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[জনমেজয়েন ব্যাসসমীপে শ্রীহরিকৃতদেবীযজ্ঞবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, ব্যাসদেব-কর্তৃকং তদুত্তররূপেণ 'ব্রহ্মণা ব্রহ্মলোকস্য, শ্রীহরিণা বৈকুণ্ঠলোকস্য, শঙ্করেণ কৈলাসস্য চ নির্ম্মাণ-কথনম্, কাশ্যপ-সৃষ্টিবর্ণনম্, শ্রীবিষ্ণুকৃতদেবীযজ্ঞকথনম্,' দেব্যা বিষ্ণবে বরদানঞ্চ ।]

রাজোবাচ ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূর্বং পিতামহ ।
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১

কে সহায়াস্তু তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে!
ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞাস্তান্ মে ব্রূহি পরন্তপ ॥ ২

পশ্চাৎ করোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ।
শ্রুত্বা বিষ্ণুকৃতং যাগমস্বিকায়াঃ সমাহিতঃ ॥ ৩

ব্যাস উবাচ ।

রাজন্ শৃণু মহাভাগ বিস্তরং পরমাদ্ভুতম্ ।
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূর্বকঃ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[জনমেজয় কর্তৃক ব্যাস-সমীপে শ্রীহরিকৃত দেবীযজ্ঞবিষয়ক প্রশ্ন, ব্যাসদেব কর্তৃক তাহার উত্তররূপে 'ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মলোক, শ্রীহরির দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক এবং শঙ্করের দ্বারা কৈলাস নির্মাণ কথন, কাশ্যপী সৃষ্টিবর্ণন, শ্রীবিষ্ণুকৃত দেবীযজ্ঞ কথন" এবং দেবী কর্তৃক বিষ্ণুকে বরদান।]

রাজা বলিলেন—হে পিতামহ। জগৎকারণস্বরূপ প্রভু বিষ্ণু কিভাবে পূর্বে দেবীযজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১

হে মহামতে। সেখানে কাঁহারা ব্রাহ্মণরূপে সহায় ছিলেন, কাঁহারা কোন বেদতত্ত্বজ্ঞ বা ঋত্বিগ্‌রূপে বৃত ছিলেন। হে পরন্তপ। এই সমুদয় আমাকে বলুন ॥ ২

বিষ্ণু কর্তৃক সম্পাদিত অম্বিকার যজ্ঞ সমাহিতভাবে শ্রবণ করিয়া পরে বিধিপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিব ॥ ৩

ব্যাস বলিলেন—হে রাজন্। হে মহাভাগ। ভগবান্ বিষ্ণু যেভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বিস্তৃত পরম অদ্ভুত সেই কথা শ্রবণ কর ॥ ৪

বিসর্জিতা যদা দেব্যা দত্তা শক্তীশ্চতাস্ত্রয়:।
কাজ্ঞেশা: পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতা: ॥ ৫
প্রাপ্তা মহার্ণবং ঘোরং ত্রয়স্তে বিবুধোত্তমা:।
চক্রু: স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতা: ॥৬
আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং তত:।
তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদ:সমন্বিতা ॥ ৭
মধু-কৈটভয়োর্মেদ:সংযোগান্ মেদিনী স্মৃতা।
ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগত: ॥ ৮
মহী চাপি মহীয়ত্বাদ্ ধৃতা সা শেষমস্তকে।
গিরয়শ্চ কৃতা: সর্বে ধারণার্থং প্রবিস্তরা: ॥ ৯
লোহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়: কৃতা:।
মহীধরা মহারাজ প্রোচ্যন্তে বিবুধৈর্জনৈ: ॥ ১০
জাতরূপময়ো মেরুর্বহুযোজনবিস্তর:
কৃতো মণিময়ৈ: শৃঙ্গৈ: শোভিত:পরমাদ্ভুত: ॥ ১১
মরীচির্নারদোঽত্রিশ্চ পুলস্ত্য: পুলহ: ক্রতু:।
দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণ: প্রথিতা: সুতা: ॥ ১২
মরীচে: কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ।
তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হ্যনেকশ: ॥ ১৩
ততস্তু কাশ্যপী সৃষ্টি: প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা।
মনুষ্য-পশু-সর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪
ব্রহ্মণশ্চার্ধদেহাত্তু মনু: স্বায়ম্ভুবোঽভবৎ।
শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা কামভাগত: ॥ ১৫
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ তস্যা বভূবতু:
তিস্র: কন্যা বরারোহা হ্যতিসুন্দরা: ॥ ১৬
এবং সৃষ্টি: সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভব:।
চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭
বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রমারমণমুত্তমম্।
ক্রীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্বলোকোপরিস্থিতম্ ॥ ১৮
শিবোঽপি পরমং স্থানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ।
সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯

মহাদেবী যখন তিনটি শক্তি প্রদান করত বিদায় দিলেন, তখন সেই তিন জন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বরবিমান বা শ্রেষ্ঠ বিমানকে লাভ করিয়া (স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ পূর্বক) পুরুষ হইয়া গেলেন ॥ ৫

সেই তিনজন প্রধান দেবতা ঘোর মহার্ণবে উপস্থিত হইয়া ধরাকে উৎপাদন করত বাসের জন্য স্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬

মহাদেবী তখন নিজে অচলা আধারশক্তিকে পাঠাইলেন। আধারশক্তিকে আধাররূপে পাইয়া মেদ:সমন্বিতা ধরা স্থির হইল ॥ ৭

মধু-কৈটভের মেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে (ধরাকে) মেদিনী বলে। (সৃষ্ট প্রাণীকে) ধারণ করে বলিয়া ধরা নামে অভিহিত হয়। বিশাল বিস্তার আছে বলিয়া ইহাকে পৃথ্বী বলা হয় ॥৮

মহনীয়তার জন্য মহী বলা হয়। সেই ধরা শেষনাগের মস্তকে ধৃত আছে। ধরাকে ধারণ করিবার জন্য বিস্তৃত পর্বত করা হইয়াছে ॥ ৯

কাষ্ঠে লৌহকীলের মত ধরাতে পর্বতগুলি স্থাপিত হইয়াছে। হে মহারাজ। তাই পর্বতগুলিকে বিবুধজনেরা মহীধর বলিয়া থাকেন ॥ ১০

বহু যোজনবিস্তৃত সুবর্ণময় মণিময় শৃঙ্গে শোভিত পরম অদ্ভুত সুমেরু পর্বত সৃষ্ট হইল ॥১১

মরীচি, নারদ, অত্রি পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ইঁহারা ব্রহ্মার বিখ্যাত পুত্রগণ ॥ ১২

মরীচি হইতে কশ্যপ উৎপন্ন হইয়াছিল। দক্ষের কন্যা ছিলেন ত্রয়োদশ। এই কন্যাগণ হইতে বহু দৈত্য ও দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ১৩

তাহার পর কশ্যপের নিকট হইতে মনুষ্য পশু সর্পাদি জাতি-ভেদে অনেক প্রকার এবং অতিবিস্তৃত সৃষ্টি আরম্ভ হইল ॥১৪

ব্রহ্মার দক্ষিণ দেহার্ধ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু জন্মগ্রহণ করেন এবং বাম ভাগ হইতে শতরূপানারী জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৫

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে তাঁহার দুইটি পুত্র হয় এবং তিনটি অত্যুত্তম পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৬

ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা এইরূপ সৃষ্টি উৎপাদন করিয়া সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গে মনোহর ব্রহ্মলোক নির্মাণ করিলেন ॥ ১৭

ভগবান্ বিষ্ণুও সর্বলোকের উপরে বিদ্যমান সুরম্য ক্রীড়াস্থান এবং রমার বিনোদনের উপযোগী বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৮

শিবও কৈলাসনামক পরম স্থান নির্মাণ করিলেন এবং ভূত-গণের সহিত অভিলাষ অনুসারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

স্বর্গস্ত্রিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ
তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্য নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০
সমুদ্রমথনাৎ প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরূত্তমঃ।
চতুর্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১
উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্বো বৈ রম্ভাদ্যপ্সরসস্তথা।
ইন্দ্রেণোপাত্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥২২
ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাচ্চ সমুদ্ভবৌ
স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুগণৈর্বৃতৌ। ২৩
এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কর্মযুতাঃ কিল
বিহারং স্বেষু স্থানেষু চক্রুঃ সর্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ২৪
অন্তজা স্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।
চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কর্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫
এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
বিহারং স্বেষু স্থানেষু চক্রুঃ সর্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬
এবং প্রবর্ত্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ।
মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭
একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠে সংস্থিতঃ পুরা।
সুধাসিন্ধুস্থিতং দ্বীপং সস্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮
যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশ্চাসাদিতঃ শুভঃ।
স্মৃত্বা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যথা ॥ ২৯
যজ্ঞং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকায়া রমাপতিঃ
উত্তীর্য্য ভুবনাত্তস্মাৎ সমাহূয় মহেশ্বরম্ ॥৩০
ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্।
বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১
সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্।
মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২
মণ্ডপং বিততং যত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ।
ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবিংশতিসুব্রতান্ ॥ ৩৩
চিতিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব সুবিস্তরাঃ।
প্রজেপুর্ব্রাহ্মণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমন্বিতান্ ॥ ৩৪
জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎ পরিকল্পিতে।
কৃতে তু বিততে হোমে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫
বিষ্ণুং তদা সমাভাষ্য সুস্বরা মধুরাক্ষরা।
বিষ্ণো ত্বং ভব দেবানাং হরে শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥৩৬

ত্রিবিষ্টক স্বর্গ মেরুশিখরের উপরে কল্পিত হইল। নানা রত্নবিভূষিত সেই স্থান সুরেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট ॥ ২০

সমুদ্রমন্থনে প্রাপ্ত পারিজাততরু, চতুর্দন্ত হস্তী, কামদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব এবং রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরা—স্বর্গের ভূষণস্বরূপ এই সমস্ত ইন্দ্র লাভ করিলেন ॥ ২১-২২

সমুদ্র হইতে উত্থিত ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা দেবস্বরূপ ইঁহারা বহু গণের কর্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বর্গে অবস্থান করত বিশেষভাবে শোভিত হইলেন ॥ ২৩

হে নৃপোত্তম। এইভাবে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ সৃষ্টি—দেব, তির্য্যক্ মনুষ্যাদিভেদে বহুপ্রকারে কল্পিত হইল। অদৃষ্টানুযায়ী জীবগণ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজভেদে চারিভাগে উৎপন্ন হইল ॥ ২৪-২৫

এইভাবে সৃষ্টিকে লাভ করত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর নিজ-নিজ স্থানে ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এইভাবে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে প্রভু ভগবান্ অচ্যুত মহালক্ষ্মীর সহিত নিজ ভুবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

পুরাকালে একদা ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া সুধা-সমুদ্রে অবস্থিত মণি-মণ্ডিত দ্বীপের কথা স্মরণ করিলেন ॥ ২৮

সেই দ্বীপে তিনি পূর্বে মহামায়াকে দেখিয়াছিলেন এবং শুভ মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই পরমা শক্তিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা স্ত্রীভাব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৯

স্বীয় ভুবন হইতে বাহির হইয়া তিনি মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের, অগ্নি, যম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব এবং বৃহস্পতিকে আহ্বান করিলেন। যজ্ঞের জন্য অতি বিস্তৃত মহাবিভবযুক্ত সাত্ত্বিক এবং মনোহর যজ্ঞসম্ভার কল্পিত করিলেন ॥ ৩০-৩২

শিল্পীদিগের দ্বারা বিস্তৃতমণ্ডপ নির্মাণ করিলেন। সপ্ত-বিংশতিসংখ্যক সুব্রত ঋত্বিক্ বরণ করিলেন ॥ ৩৩

চিতি—অগ্নি-কাষ্ঠাদি* সঞ্চয়ন করাইলেন এবং বহু বিশাল বেদী নির্মাণ করাইলেন। যে সব বেদীতে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ দেবীবীজযুক্ত মন্ত্রসমূহ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তারপর অগ্নিস্থাপন করত হোতারা বিধি অনুসারে হবন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যথাবিধি হোমকার্য সম্পন্ন হইলে পর সেই সময় বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া মধুর ভাষায় সুস্বরে এই অশরীরিণী বাণী সমুত্থিত হইল—হে বিষ্ণো। হে হরে! তুমি দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হও ॥ ৩৫-৩৬

* অশ্বত্থোদুম্বর-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-সমিধস্তিলাঃ।
সিদ্ধার্থ-পায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্বুধাঃ ॥

মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ সুরেষ্বপি ।
সর্বে ত্বামর্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭
প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্বতঃ ।
বরদত্বঞ্চ সর্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮
কামদঃ সর্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ ।
সর্বযজ্ঞেষু মুখ্যত্বং পূজ্যঃ সর্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯
ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদত্বং ভবিষ্যসি ।
শ্রায়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০
শরণং ত্বঞ্চ সর্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম ।
পুরাণেষু সর্বেষু দেবেষু বিততেষু চ ।
ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১
যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূতলে ।
তদাংশেনাবতীর্য্যাশু কর্ত্তব্যং ধর্মরক্ষণম্ ॥ ৪২
অবতারাঃ সুবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ ।
ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ মাননীয়া মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩
অবতারেষু সর্বেষু নানাযোনিষু মাধব ।
বিখ্যাতঃ সর্বলোকেষু ভবিতা মধুসূদন ॥ ৪৪
অবতারেষু সর্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী ।
ভবিষ্যতি মমাংশেন সর্বকার্য্যপ্রসাধনী ॥ ৪৫
বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা ।
নানায়ুধাঃ শুভাকারাঃ সর্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬
তাভির্যুক্তঃ সদা বিষ্ণো সুরকার্য্যাণি মাধব ।
সাধয়িষ্যসি তৎ সর্বং মদ্দত্তবরদানতঃ ॥ ৪৭
তাস্ত্বয়া নাবমন্তব্যাঃ সর্বদা গর্বশেষতঃ ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়াশ্চ সর্বথা ॥ ৪৮
নূনং তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সর্বকামদাঃ ।
ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাসু চ ॥ ৪৯
তাসাং তব চ দেবেশ কীর্তিঃ স্যাদখিলেষ্বপি ।
দ্বীপেষু সপ্তস্বপি চ বিখ্যাতা ভুবি মণ্ডলে ॥ ৫০
তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ মানবা ভুবি মণ্ডলে ।
অর্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে ॥ ৫১

দেবতাগণের মধ্যে তুমি মান্য, পূজনীয় ও সমর্থ হইবে। ইন্দ্রসহ ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই তোমার অর্চনা করিবে। ভূতলবাসী সমস্ত মানবেরা তোমাকে ভক্তি করিবে এবং তুমিও মানবগণের (অভীষ্ট) বরদানে সমর্থ হইবে ॥ ৩৭-৩৮

পরম পরমেশ্বররূপে তুমি সমস্ত দেবতাগণেরও কামনা পূরণ করিতে পারিবে। তুমি সমস্ত যজ্ঞে প্রধান হইবে এবং সকল যাজ্ঞিক কর্তৃক পূজ্য হইবে ॥ ৩৯

লোকেরা তোমাকে পূজা করিবে। তুমিই বরদ হইবে। দানবগণের দ্বারা অতিশয় পীড়িত হইলে দেবতাগণ তোমাকে আশ্রয় করিবে ॥ ৪০

হে পুরুষোত্তম। তুমি সকলের রক্ষক হইবে। সকল পুরাণে এবং বিস্তৃত বেদসমূহে তুমি হইবে বিশেষভাবে পূজ্যতম। তোমার কীর্তি বিশ্বে ব্যাপ্ত হইবে ॥ ৪১

যখন যখন পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি উৎপন্ন হইবে, তখন তুমি নিজাংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম রক্ষা করিবে ॥ ৪২

তোমার অংশে অবতীর্ণ অবতারগণ পৃথিবীতে সুবিখ্যাত হইবে এবং মহাত্মাদিগের মাননীয় হইবে ॥ ৪৩

সমস্ত অবতারে আমার অংশসম্ভূতা শক্তি সকল কার্য্য সাধনের জন্য তোমার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান থাকিবে। হে মাধব। হে মধুসূদন। মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন যোনিতে তুমি অবতার গ্রহণ করিবে। তোমার এই সব অবতার সকল লোকে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৪-৪৫

বারাহী নারসিংহীরূপ নানা পার্থক্যবশতঃ সেই সব শক্তি হইবে অনেক প্রকার। শুভাকৃতি তাহাদের অনেক অস্ত্র থাকিবে এবং তাহারা সকল আভরণে মণ্ডিত হইবে ॥ ৪৬

হে বিষ্ণো। হে মাধব। তাহাদিগের দ্বারা যুক্ত হইয়া তুমি সর্বদা আমাকর্তৃক প্রদত্ত বরের শক্তিতে সেই সকল সুরকার্য্য সাধন করিবে ॥ ৪৭

সামান্য অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়াও তুমি তাহাদিগকে অপমানিত করিবে না। সর্বদা যত্নসহকারে তাহাদের পূজা করিবে এবং সর্বতোভাবে তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিবে ॥ ৪৮

ভারত ভূখণ্ডে সর্বকামপ্রদানসমর্থা সেই সব শক্তিরা প্রতিমাতেও অবশ্যই মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইবে ॥ ৪৯

হে দেবপ্রধান। ভূমণ্ডলে বিখ্যাত সপ্তদ্বীপসমূহের মধ্যে তাহাদিগের এবং তোমার কীর্তি প্রথিত হইবে ॥ ৫০

হে মহাভাগ হরে। তাহাদিগকে এবং তোমাকে ভূমণ্ডলে কামনাযুক্ত মানবগণও অভীষ্ট লাভের জন্য সর্বদা অর্চনা করিবে ॥ ৫১

অর্চ্চাসু চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমন্বিতাঃ।
পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তমন্ত্রৈর্নামজপৈস্তথা ॥ ৫২
মহিমা তব ভূর্লোকে স্বর্গে চ মধুসূদন।
পূজনাদ্দেবদেবেশ বৃদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ ॥ ৫৩

ব্যাস উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসম্ভবা।
ভগবানপি প্রীতাত্মা হৃষ্টবচ্ছ্রবণাদিব ॥ ৫৪
সমাপ্য বিধিবদ্ যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥৫৫
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রামুনীনথ।
জগামানুচরৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৬

স্বানি স্বানি চ ধিষ্ণ্যানি পুনঃ সর্ব্বে সুরাস্ততঃ।
মুনয়ো বিস্মিতা বার্ত্তাং কুর্বন্তস্তে পরস্পরম্ ॥ ৫৭
যযুঃ প্রমুদিতা. কামং স্বাশ্রমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮
শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং ব্যোমজাং শ্রোত্ররম্যাং
সর্ব্বেষাং বৈ প্রকৃতি বিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ।
চক্রুঃ সর্ব্বে দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিযুক্তা-
স্তস্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অশ্বাযজ্ঞবর্ণনং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

বহুবিধ ভাবযুক্ত হইয়া মানবগণ অর্চনাসময়ে বিবিধ উপহারে বেদোক্তমন্ত্রে এবং নামজপে তোমার পূজা করিবে ॥ ৫২

হে দেবগণের ঈশ্বর মধুসূদন! মানবগণের পূজার ফলে মর্ত্তলোকে এবং স্বর্গে তোমার মহিমা বর্দ্ধিত হইবে ॥ ৫৩

ব্যাস বলিলেন,—মহারাজ! আকাশসম্ভবা বাণী এইরূপ বরদান করিয়া বিরত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৫৪

অনন্তর সর্বেশ্বর হরি এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনিগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্বক অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৫৫-৫৬

সুরগণ সকলেই নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পরের সহিত যজ্ঞাদিবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন ও হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৭-৫৮

রাজন্! সেই বিশদাক্ষরসমন্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল। তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনিপত্নীগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া বাঞ্ছারূপে সেই পরমা প্রকৃতি দেবীর অখিল ফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রীসংহিতা তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত অশ্বাযজ্ঞ-বর্ণননামে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবীচরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গেন অযোধ্যারাজস্য ধ্রুবসন্ধের্বৃত্তান্তকথনম্, তস্য পুত্রদ্বয়প্রাপ্তিঃ, মৃগয়ার্থং বনগমনম্, তত্র সিংহেন মৃত্যুবরণম্, অযোধ্যারাজ্যমধিকৃত্য বিবাদারম্ভশ্চ]

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতো বৈ হরিণা কৃষ্ণো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজঃ।
মহিমানং তথাম্বায়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১
শ্রুত্বা দেব্যাশ্চরিত্রং বৈ কুর্বে মথমনুত্তমম্।
প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২

ব্যাস উবাচ

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ইতিহাস-পুরাণঞ্চ কথয়ামি সুবিস্তরম্ ॥ ৩
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
পুষ্পপুত্রো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪
ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ।
অযোধ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিব্রতঃ ॥ ৫

চতুর্দশ অধ্যায়।

[দেবীচরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে অযোধ্যারাজ ধ্রুবসন্ধির বৃত্তান্তকথন, তাঁহার দুইটি পুত্রলাভ, মৃগয়ার জন্য বনগমন, সেখানে সিংহের দ্বারা মৃত্যুবরণ এবং অযোধ্যার রাজ্য লইয়া বিবাদ আরম্ভ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হরিকর্তৃক সম্পাদিত অশ্বাযজ্ঞের কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিলাম। এখন সেই জগদম্বার মহিমা সবিস্তারে বর্ণনা করুন ॥ ১

হে বিপ্রেন্দ্র! দেবীর চরিত্র শ্রবণ করত আমি সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব এবং আপনার অনুগ্রহে পবিত্র হইব ॥ ২

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! দেবীর চরিত্রবিষয়ক ইতিহাস ও পুরাণ বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

পুরাকালে কোশলদেশে সূর্য্যবংশসম্ভূত পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি নামে এক মহাতেজা শ্রেষ্ঠ নৃপতি বাস করিতেন ॥ ৪

ধর্মাত্মা সত্যপ্রতিজ্ঞ বর্ণাশ্রমপালক পবিত্রব্রত সেই রাজা সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন ॥ ৫

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা: শূদ্রাশ্চান্যে তথা দ্বিজাঃ।
স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্‌রাজ্যে ধর্মতোঽভবন্ ॥ ৬
ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্তাস্তস্য রাজ্যে চ কুত্রচিৎ।
দম্ভাঃ কৃতঘ্না মূর্খাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭
এবং বৈ বর্তমানস্য নৃপস্য কুরুসত্তম।
দ্বে পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হ্যাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮
মনোরমা ধর্মপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা।
লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণান্বিতা ॥ ৯
বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষূপবনেষু চ।
ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাসু সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০
মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্।
সুদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১
লীলাবত্যপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী।
সুষুবে সুন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২
চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্মাদিকং দ্বয়োঃ
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩
প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার সুতয়োর্নৃপ।
নৃপশ্চকার সৌহার্দেঽন্তরং ন কদাচন ॥ ১৪
চূড়াকর্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ।
যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ১৫
কৃতচূড়ৌ সুতৌ কামং জহ্রতুর্নৃপতের্মনঃ।
ক্রীড়মানাবুভৌ কান্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ ॥ ১৬
তয়োঃ সুদর্শনো জ্যেষ্ঠঃ লীলাবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
শত্রুজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবাক্যো বভূব হ ॥ ১৭
নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ।
প্রজানাং বল্লভঃ সোঽভূৎ তথা মন্ত্রিজনস্য বৈ ॥ ১৮
যথা তস্মিন্ নৃপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ।
মন্দভাগ্যান্ মন্দভাবো ন তথা বৈ সুদর্শনে ॥ ১৯
এবং গচ্ছতি কালে তু ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
জগাম বনমধ্যেঽসৌ মৃগয়াভিরতঃ সদা ॥ ২০
নিঘ্নন্ মৃগান্ রুরূন্ কস্নূন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্।
মহিষান্ শরভান্ খড়্গাংশ্চিত্রক্রীড় নৃপতির্বনে ॥ ২১
ক্রীড়মানে নৃপে তত্র বনে ঘোরেঽতিদারুণে।
উদতিষ্ঠন্ নিকুঞ্জাত্তু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য দ্বিজগণ তাঁহার রাজ্যে ধর্মানুসারে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক বাস করিতেন ॥ ৬

তাঁহার রাজ্যে কোথাও চোর, খল, ধূর্ত, দাম্ভিক, কৃতঘ্ন এবং মূর্খ মানবগণ বাস করিত না ॥ ৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এইভাবে বাসকারী সেই রাজার রূপবতী এবং কামভোগপ্রদ দুই পত্নী ছিল। তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী। তাঁহারা উভয়েই পরম রূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥ ৮-৯

রাজা ধ্রুবসন্ধি সেই পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ, উপবন, ক্রীড়াপর্বত, দীর্ঘিকা এবং নানাপ্রকার সৌধে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০

অনন্তর শুভকালে মনোরমা রাজলক্ষণযুক্ত মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা তাহার নাম দিলেন সুদর্শন ॥ ১১

তাঁহার পত্নী লীলাবতীও শুভ পক্ষে এবং দিনে অপর এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ১২

রাজাও পুত্রজন্মে আনন্দিত হইয়া বিপ্রগণকে বিবিধ দান দিলেন। সেই দুই পুত্রের জাতকর্মাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩

হে রাজন্! সেই নৃপতি পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতেন, স্নেহের বিষয়ে কদাচ পার্থক্য করিতেন না ॥ ১৪

অনন্তর সেই পরমশ্রেষ্ঠ নৃপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া বিভবানুসারে বিধিপূর্বক তাহাদের চূড়াকর্ম নিষ্পন্ন করিলেন ॥ ১৫

কৃতচূড় সেই কুমারদ্বয় বিশেষভাবে নৃপতির মনকে আকৃষ্ট করিল এবং খেলা করিতে করিতে সেই সুদর্শন কুমারদ্বয় জনগণের মনও হরণ করিল ॥ ১৬

সেই পুত্রযুগলের মধ্যে সুদর্শন জ্যেষ্ঠ, কিন্তু লীলাবতীর শুভদর্শন পুত্র শত্রুজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইল ॥ ১৭

প্রিয়ভাষী ও সুদর্শন শত্রুজিৎ রাজার বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিল এবং প্রজাগণের ও মন্ত্রীদিগেরও প্রিয় হইয়া উঠিল ॥ ১৮

নানাবিধ গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শত্রুজিতের প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিলেন, সুদর্শনের মন্দভাগ্যবশতঃ তাহার প্রতি সেইরূপ প্রীতিমান্ হইলেন না ॥ ১৯

এইভাবে সময় অতিবাহিত হইতে থাকিলে একদা সেই নৃপশ্রেষ্ঠ ধ্রুবসন্ধি বনমধ্যে গমন করত সতত মৃগয়ায় নিমগ্ন থাকিলেন ॥ ২০

তিনি মৃগ, রুরু, কস্নু, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও খড়্গগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে মৃগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই দারুণ ঘোর বনে রাজা যখন মৃগয়াক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ এক সিংহ নিকুঞ্জ হইতে উত্থিত হইল ॥ ২২

রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩
কৃত্বা চোর্ধ্বং স লাঙ্গূলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ।
হন্তুং নৃপতিমাকাশাদুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪
নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা।
বামে চর্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহ ইবাপরঃ ॥ ২৫
সেবকাস্তস্য যে সর্বে তেঽপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্।
অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুষান্বিতাঃ ॥ ২৬
হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ।
উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপস্যোপরি দারুণঃ ॥ ২৭
তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভাহনন্নৃপঃ।
সোঽপি ক্রূরৈর্নখাগ্রৈশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮
স নখৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ।
চুক্রুশুঃ সৈনিকাস্তে তু নির্জ্জগ্মুর্বিংশিখৈস্তদা ॥ ২৯
মৃতঃ সিংহোঽপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ।
সৈনিকৈর্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০

রাজা কর্তৃক প্রথমতঃ বাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ সেই সিংহ নৃপতিকে দেখিয়া মেঘগর্জনের মত গর্জন করিল ॥ ২৩

সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাঙ্গূল উৎক্ষিপ্ত এবং কেশর-জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার জন্য লম্ফ প্রদান পূর্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বাম হস্তে চর্ম ও দক্ষিণ হস্তে অসি ধারণ পূর্বক অপর সিংহের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪-২৫

তাঁহার অনুচরগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রোষভরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সিংহের উপর অতিশয় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৬

তখন সেস্থানে মহান্ হাহাকার এবং দারুণ অস্ত্র-প্রহার হইল। তারপর সেই ভীষণ সিংহ নৃপের উপর পতিত হইল ॥ ২৭

নিজের উপর পতিত হইতে দেখিয়া রাজা তাহাকে খড়্গের দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই সিংহও ঘোরতর নখাগ্রদ্বারা রাজাকে বিদারিত করিল ॥ ২৮

সেই রাজা সিংহের নখে আহত হইয়া পতিত হইলেন এবং মারা গেলেন। সৈনিকেরা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বাণের দ্বারা তাহাকে হত্যা করিল ॥ ২৯

এইভাবে সেস্থানে রাজা এবং সিংহ উভয়েই মৃত হইলেন। সৈনিকেরা আসিয়া এই বার্তা মন্ত্রি-প্রধানগণকে নিবেদন করিল ॥ ৩০

পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ।
সংস্কারং কারয়ামাসুর্গত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১
পরলোকক্রিয়াং সর্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূর্বকম্।
কারয়ামাস তত্রৈব পরলোকসুখাবহাম্ ॥ ৩২
প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ
সুদর্শনং নৃপং কর্তুং মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩
ধর্মপত্নীসুতঃ শান্তঃ স্বরূপশ্চ সুলক্ষণঃ
অয়ং নৃপাসনার্হশ্চ ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪
বশিষ্ঠোঽপি তথৈবাহ যোগ্যোঽয়ং নৃপতেঃ সুতঃ।
বালোঽপি ধর্ম্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহার্হতি ॥ ৩৫
কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রিবৃন্দৈর্যুধাজিন্নাম পার্থিবঃ।
তত্রাজগাম ত্বরসা শ্রুত্বা তৃজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬
মৃতং জামাতরং শ্রুত্বা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা।
তত্রাজগাম ত্বরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কামায়া ॥ ৩৭
বীরসেনস্তথায়াতঃ সুদর্শনহিতেচ্ছয়া।
কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮

সেই সচিব-প্রধানেরা রাজাকে লোকান্তরিত জানিয়া বন-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পারলৌকিক সংস্কার করাইলেন ॥ ৩১

পুরোহিত বশিষ্ঠ সেস্থানে পরলোকে সুখাবহ সমস্ত পার-লৌকিক ক্রিয়া বিধিপূর্বক নিষ্পাদন করাইলেন ॥ ৩২

প্রজাগণ, সচিব প্রভৃতি প্রকৃতিবর্গ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইঁহারা সকলে সুদর্শনকে রাজা করিবার জন্য পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৩৩

মন্ত্রি-প্রধানেরা বলিলেন যে, সুদর্শন রাজার ধর্মপত্নী গর্ভ-জাত পুত্র শান্ত, স্বরূপ ও রাজলক্ষণে যুক্ত, অতএব এই রাজপুত্রই রাজার আসনের যোগ্য ॥ ৩৪

বশিষ্ঠও সেইরূপই বলিলেন—এই নৃপতির পুত্র উপযুক্ত, বালক হইলেও ধার্মিক, অতএব রাজসিংহাসন পাইবার যোগ্য ॥ ৩৫

মন্ত্রিবৃন্দ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে পর তাহা শুনিয়া উজ্জয়িনী-অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা সত্বর সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬

তিনি লীলাবতীর পিতা। জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া দৌহিত্রের রাজ্যলাভরূপ কল্যাণ কামনায় সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

মনোরমার পিতা কলিঙ্গদেশের অধিপতি বীরসেনও আপন দৌহিত্র সুদর্শনের কল্যাণকামনায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮

উর্ভৌ তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসসংস্থিতৌ।
চক্রতুর্মন্ত্রিমুখ্যৈস্তৈর্মন্ত্রং রাজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৩৯

যুধাজিত্তু তদাপৃচ্ছজ্জ্যেষ্ঠঃ কঃ সুতয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥৪০

বীরসেনোঽপি তত্রাহ ধর্ম্মপত্নীসুতঃ কিল।
রাজ্যার্হঃ স যথা রাজন্ শাস্ত্রজ্ঞেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১

যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠ্যোঽয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ।
রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং সুদর্শনঃ ॥ ৪২

বিবাদোঽত্র সুসম্পন্নো নৃপয়োস্তত্র লুব্ধয়োঃ।
কঃ সন্দেহমপাকর্ত্তুং ক্ষমঃ স্যাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩

যুধাজিন্মন্ত্রিণঃ প্রাহ যূয়ং স্বার্থপরাঃ কিল।
সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪

যুষ্মাকন্তু বিচারোঽয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেঙ্গিতৈঃ।
শত্রুজিৎ সবলস্তস্মাৎ সম্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫

ময়ি জীবতি কঃ কুর্য্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল।
ত্যক্ত্বা জ্যেষ্ঠং গুণাঢ্যঞ্চ সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬

নূনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্য মেদিনী।
ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুষ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭

বীরসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা যুধাজিতমভাষত।
বালৌ দ্বৌ সদৃশপ্রজ্ঞৌ কো ভেদোঽত্র বিচক্ষণ ॥ ৪৮

এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী তদা।
প্রজাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বভূবুর্ব্যাকুলমানসাঃ ॥ ৪৯

সমাজগ্মুশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্যাঃ ক্লেশতৎপরাঃ।
বিগ্রহং চাভিকাঙ্ক্ষন্তঃ পরস্পরমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৫০

নিষাদা হ্যাযযুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ।
রাজদ্রব্যমুপাহর্ত্তুং মৃতং শ্রুত্বা মহীপতিম্ ॥ ৫১

পুত্রৌ চ বালকৌ শ্রুত্বা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্।
চৌরাস্তত্র সমাজগ্মুর্দেশদেশান্তরাদপি ॥ ৫২

সৈন্যসংযুক্ত পরাক্রমশালী সেই নৃপতি দুইজন আপন আপন দৌহিত্রের রাজ্যলাভের জন্য মন্ত্রি-প্রধানদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৯

তখন যুধাজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজপুত্রমধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ, সেই রাজ্য পাইয়া থাকে; কনিষ্ঠ পুত্র কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ৪০

বীরসেন বলিলেন—রাজন্! যে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানিগণের নিকট হইতে আমি ইহা শ্রবণ করিয়াছি। ৪১

বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করত যুধাজিৎ পুনরায় বলিলেন,—এই রাজপুত্র শত্রুজিৎ যেরূপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ, সুদর্শন সেইরূপ নহে; অতএব কিরূপে সে রাজ্য পাইবার উপযুক্ত হইতে পারে? ৪২

অনন্তর রাজালুব্ধ সেই নৃপদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপ অতি সঙ্কটে সন্দেহ অপনোদন করিতে কেই বা সমর্থ হইয়া থাকে? ৪৩

তখন যুধাজিৎ মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—তোমরা স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজা করিয়া প্রভূত ধনলাভের ইচ্ছা করিয়াছ। ৪৪

তোমাদের এইরূপ বিচার আমি ইঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়াছি। বহুগুণের অধিকারী বলিয়া শত্রুজিৎই সুদর্শন অপেক্ষা রাজাসনের প্রবল অধিকারী। ৪৫

আমি বাঁচিয়া থাকিতে কোন্ ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত গুণহীনকে রাজা করিতে পারে? ৪৬

আমি অবশ্যই যুদ্ধ করিব। তাই খড়্গের ধারায় এই পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হউক। ইহাতে তোমাদিগের আর কি বলিবার আছে? ৪৭

বীরসেন যুধাজিৎকে বলিলেন—এই দুইজন বালক এবং ইহাদিগের প্রজ্ঞাও সদৃশী। হে বিচক্ষণ! আপনি ইহাদিগের মধ্যে কি প্রভেদ দেখিলেন? ৪৮

সেই নৃপতি দুইজন এইভাবে বিবাদ করত তথায় অবস্থান করিলেন। তাহাতে প্রজাবৃন্দ ও ঋষিগণ বিশেষভাবে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উঠিলেন। ৪৯

সামন্ত-রাজগণ পরস্পরের বিবাদ কামনা করত সৈন্যসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫০

শৃঙ্গবের পুরবাসী নিষাদসকল রাজার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজার দ্রব্যসমূহ লুণ্ঠন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। ৫১

রাজপুত্র দুইটিকে বালক এবং আত্মীয়-দ্বয়ের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে চৌরেরাও সেস্থানে উপস্থিত হইল। ৫২

সম্মর্দ্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে।
যুধাজিদ্-বীরসেনৌ চ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ ॥৫৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ধ্রুবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং
নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

এইভাবে নৃপতিদ্বয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে ঘোর রাত্রি-বিপ্লব উপস্থিত হইল। যুধাজিৎ এবং বীরসেনও যুদ্ধ কামনায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধবর্ণনম্, তত্র যুধাজিতা বীরসেনস্য বিনাশঃ, পিতুর্মরণেন ভীতায়া মনোরমায়াশ্চিন্তা, বিদল্লেন সহ পরামৃশ্য তস্যাঃ পলায়নম্, বনে ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপয়োরাহবায় সমুপাত্তশস্ত্রয়োঃ
ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ সম্বভূব তুমুলস্তু বিমর্দঃ ॥১

সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ
পার্থিবঃ পৃথুলবাহুযুধাজিৎ।
সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-
রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২

বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ
ক্ষাত্রধর্মমনুসৃত্য সঙ্গরে।
পুত্রিকাত্মজহিতায় পার্থিবঃ
সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩

স বাণবৃষ্টিং বিসসর্জ পার্থিবো
যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ।
গিরিং তড়িদ্বানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ
ক্রোধান্বিতঃ সত্যপরাক্রমোঽসৌ ॥ ৪

তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিতৈঃ
সমাবৃণোদাশুগমৈরজিহ্মগৈঃ।
চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখাননৌ
তেনৈব মুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫

গজরথতুরগাণাং সম্বভূবাতিযুদ্ধং
সুরনরমুনিসঙ্ঘৈর্বীক্ষিতং চাতিঘোরম্।
বিততবিহগবৃন্দৈরাবৃতং ব্যোম সদ্যঃ
পিশিতমশিতুকামৈঃ কাকগৃধ্রাদিভিশ্চ ॥৬

তত্রাদ্ভুতা ক্ষতজসিন্ধুরুবাহ ঘোরা
বৃন্দেভ্য এব গজবীরতুরঙ্গমাণাম্।
ত্রাসাবহা নয়ননার্গগতা নরাণাং
পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্ ॥৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[যুদ্ধ বর্ণন, সেই যুদ্ধে যুধাজিৎ কর্তৃক বীরসেনের বিনাশ, পিতার মরণে ভীতা হইয়া মনোরমার চিন্তা, বিদল্লের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার পলায়ন এবং বনে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ।]

ব্যাস বলিলেন—সেই নৃপতি দুইজন ক্রোধ এবং লোভের বশবর্তী হইয়া এক সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করিলেন। তাহার পর তাহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রবল সংঘর্ষ আরম্ভ হইল ॥ ১

দীর্ঘবাহু রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ করত স্বীয় সৈন্য ও বাহনাদি সমভিব্যাহারে যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২

অপর দিকে সুরপতির সমান তেজঃসম্পন্ন রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের কল্যাণ-কামনায় ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুসরণ পূর্বক সৈন্যযুক্ত হইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিৎকে যুদ্ধস্থলে দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪

বীরসেন শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণ বেগগামী শরসমূহের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্বর অতিবেগে বাণ-সমূহ দ্বারা তাঁহার বাণসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

অশ্বারোহী এবং রথারূঢ় সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন সুরগণ, মুনিগণ এবং নরগণ অতিঘোর সেই যুদ্ধকে দেখিতে লাগিলেন। অবিলম্বে মৃত সৈন্যগণের মাংসভক্ষণে অভিলাষী হইয়া বিস্তৃত বিহগকুল আকাশকে আচ্ছন্ন করিল ॥৬

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজবাজী ও বীরগণের দেহসমূহ হইতে অদ্ভুতাকার রক্তনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী পাপাত্মাদিগের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথে উদিত হইয়া ত্রাসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭

কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমন্তকানি
কেশাবৃতানি চ বিভান্তি যথৈব সিন্ধৌ।
তুম্বীফলানি বিহিতানি বিহর্তুকামৈ-
র্বালৈর্যথা রবিসুতাপ্রভবৈশ্চ নূনম্ ॥৮

বীরং মৃতং ভুবি গতং পতিতং রথাদ্ বৈ
গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মত্বা।
জীবোঽপ্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কান্তং
কাঙ্ক্ষত্যহোঽতিবিবশোঽপি পুনঃ প্রবেষ্টুম্ ॥৯

আজৌ হতোঽপি নৃবরঃ সুবিমানরূঢ়ঃ
স্বাঙ্কে স্থিতাং সুরবধূং প্রবদত্যভীষ্টম্
পশ্যাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং
বাণাহতং নিপতিতং করভোরু কান্তম্ ॥১০

একো হতস্তু রিপুণৈব গতোঽন্তরিক্ষং
দেবাঙ্গনাং সমধিগম্য মৃতো বিমানে।
তাবৎ প্রিয়া হুতবহে সুসমর্প্য দেহং
জগ্রাহ কান্তমবলা সবলা স্বকীয়া ॥ ১১

যুদ্ধে মৃতৌ চ সুভটৌ দিবি সঙ্গতৌ
তাবন্যোন্যশস্ত্রনিহতৌ সহ সম্প্রয়াতৌ।
তত্রৈব জগ্নতুরলং পরমাহিতাত্রা-
বেকাপ্সরোঽর্থবিহতৌ কলহাকুলৌ চ ॥১২

কশ্চিদ্ যুবা সমধিগম্য সুরাঙ্গনাং বৈ
রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিযুক্তঃ।
স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ
তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥১৩

ভৌমং রজোঽতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ
রাত্রিং চকার তরণিঞ্চ সমাবৃণোদ্ যৎ।
মগ্নং তদেব রুধিরাম্বুনিধাবকস্মাৎ
প্রাদুর্বভূব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ ॥ ১৪

কশ্চিদ্গতস্তু গগনং কিল দেবকন্যাং
সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিযুক্তাম্।
নাঙ্গীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো
যাস্যত্যয়ং মম বৃথা হ্যনুকূলশব্দঃ ॥ ১৫

সংগ্রামে সংবৃতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জঘান বীরসেনং তং বাণৈস্তীব্রৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ১৬

ঐ নদী বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত নরমুণ্ডসমূহ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালকবৃন্দ ক্রীড়া করিবার জন্য তুম্বীফলসমূহ রাখিয়া দিয়াছে। ৮

কোন মৃত বীরকে রথ হইতে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন সেই জীব আপনার মনোহর শরীর দেখিয়া অবশ হইয়া পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ৯

কোন বীর যুদ্ধে নিহত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করত নিজ অঙ্কে স্থিত দিব্যাঙ্গনাকে নিজ অভীষ্ট বাক্য বলিতেছে—হে করভোরু! আমার এই সুন্দর শরীর বাণাহত হইয়া পৃথিবীতে কেমন পতিত রহিয়াছে তাহা দেখ। ১০

অপর কোন বীর রিপু কর্তৃক নিহত হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করত বিমানে আরোহণ করিয়া দিব্যাঙ্গনাকে যখন লাভ করিল তৎকালের মধ্যে তাহার পূর্বপত্নী অগ্নিতে নিজ দেহ সমর্পণ করত অর্থাৎ সহমরণে প্রবৃত্তা হইয়া দিব্য দেহে বলশালিনী হইয়া পুনরায় নিজ কান্তকে গ্রহণ করিল। ১১

দুই বীর পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল। পরে একমাত্র অপ্সরার জন্য পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরিক্ষেই অস্ত্রগ্রহণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ১২

কোন যুবক আপন অপেক্ষা অধিক রূপ-গুণবতী সুরাঙ্গনা লাভ করিয়া তাহার প্রতি প্রেমযুক্ত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপে আপনার গুণবর্ণন পূর্বক প্রণয় সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অনুকরণ করিতে লাগিল। ১৩

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরাশি সৈন্যগণের বিমর্দহেতু বিস্তৃত হইয়া অন্তরিক্ষে উত্থান ও অবস্থান পূর্বক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরাশি শোণিত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ সূর্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১৪

কোনও ব্রহ্মচারী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়া গগনে গমন করিলে এক সুন্দরী দেবকন্যা ভক্তিযুক্তচিত্তে তাঁহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'আপনার ব্রহ্মচারী-রূপ প্রিয়নাম বিফল হইবে' এই ভাবিয়া ব্রতভঙ্গভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না। ১৫

নিহতঃ স পপাতোর্ব্যাং ছিন্নমূর্ধা মহীপতিঃ
প্রভগ্নং তদ্‌বলং সর্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দিশম্ ॥ ১৭
মনোরমা হতং শ্রুত্বা পিতরং রণমূর্ধনি।
ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৮
হনিষ্যতি যুধাজিদ্ বৈ পুত্রং মম দুরাশয়ঃ।
রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতি চিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে।
ভর্তা চাপি মৃতোঽভৈব পুত্রোঽয়ং মম বালকঃ ॥ ২০
লোভোঽতীব চ পাপিষ্ঠস্তেন কো ন বশীকৃতঃ।
কিং ন কুর্য্যাত্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২১
পিতরং মাতরং ভ্রাতৃন্ গুরূন্ স্বজনবান্ধবান্।
হন্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২
অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা।
করোতি কিল তৃষ্ণার্তো ধর্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩
ন সহায়োঽস্তি মে কশ্চিন্নগরেঽত্র মহাবলঃ।
যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি সুতং শুভম্ ॥ ২৪

সংগ্রাম প্রবলভাবে প্রবৃত্ত হইলে পর রাজা যুধাজিৎ নিশিত ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন। রাজা বীরসেন তাহাতে ছিন্নমস্তক এবং মৃত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। তাহার সৈন্যসমূহও তখন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১৬-১৭

যুদ্ধস্থলে পিতাকে নিহত শুনিয়া মনোরমা ভয়ত্রস্তা হইয়া উঠিল এবং চিন্তা করিল দুরাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ আমার পিতার শত্রুতা স্মরণ করিয়া রাজ্য-লোভবশতঃ আমার পুত্রকে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে ॥ ১৮-১৯

মনোরমা আরও চিন্তা করিল—আমি এখন কি করি? কোথায় যাই? পিতা যুদ্ধে নিহত, স্বামীও অল্পকাল পূর্বে মৃত হইয়াছেন এবং পুত্রও ত' বালক। লোভ অত্যন্ত পাপজনক বস্তু। তাহার দ্বারা কে না বশীভূত হয়? মহান্ রাজাও লোভাবিষ্ট হইয়া কি পাপ কার্য্য না করিতে পারে? লোভাবিষ্ট মানুষ পিতা, মাতা, ভ্রাতৃবর্গ, গুরুজন, আত্মীয় এবং বন্ধুবর্গকেও কোন কিছু বিচার না করিয়া হত্যা করে ॥ ২০-২২

বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতু অগম্যাগমন, লোভ হেতুই অভক্ষ্যভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম পরিবর্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩

এই নগরে মহাবল কোন সহায় আমার নাই, যাহাকে অবলম্বন করত অবস্থান করিয়া আমি পুত্রকে পালন করিব ॥ ২৪

হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ।
ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং সুস্থিতা ভবেৎ ॥ ২৫
সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্বদা ভবেৎ
লীলাবতী ন মে পুত্রে দয়াবতী ভবিষ্যতি ॥ ২৬
যুধাজিতি সমায়াতে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ।
জ্ঞাত্বা বালং সুতং সোঽদ্য কারাগারে নিধাস্যতি ॥ ২৭
শ্রূয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতুর্গর্ভগতঃ শিশুঃ
কৃন্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কুক্ষান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮
প্রবিশ্য চোদরং মাতুঃ করে কৃত্বাঞ্জলিং পবিম্
একোনপঞ্চাশদপি তেঽভবন্ মরুতো দিবি ॥ ২৯
সপত্ন্যৈ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্য্যয়া।
গর্ভনাশার্থমুদ্দিশ্য পুরেত্দ্ বৈ ময়া শ্রুতম্ ॥৩০
জাতস্তু বালকঃ পশ্চাদ্‌দেহে বিষযুতঃ কিল।
তেনাসৌ সগরো নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১
জীবমানোঽথ ভর্তা বৈ কৈকেয্যা নৃপভার্য্যয়া।
রামঃ প্রব্রাজিতো জ্যেষ্ঠো মৃতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২

রাজা যুধাজিৎ যদি পুত্রকে হত্যা করে, তবে আমি কি করিব? জগতে আমার কোন ত্রাতা নাই, যাহার উপর নির্ভর করত আমি সুস্থিতা হইব ॥ ২৫

সপত্নী লীলাবতীও যথেষ্ট ভাবে শত্রুতা করিবে। সে কখন আমার পুত্রের প্রতি দয়া করিবে না ॥ ২৬

যুধাজিৎ এখানে উপস্থিত হইলে আমার আর নগর হইতে বহির্গমন হইবে না। সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুঝিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিবে ॥ ২৭

শোনা যায় যে, পুরাকালে ইন্দ্র ক্ষুর এক বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উদরে প্রবেশ পূর্বক মাতার গর্ভস্থ শিশুকে প্রথমে সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে সেই সপ্তভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ত্রিদিবমধ্যে ঊনপঞ্চাশদ্ মরুদ্‌গণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৮-২৯

আরও শুনিয়াছি যে, কোন এক রাজমহিষী পুরাকালে সপত্নীর গর্ভনাশের জন্য তাহাকে গরল খাওয়াইয়াছিল। পরে সেই বালক বিষযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ফলে সে ভূমণ্ডলে 'সগর' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩০-৩১

রাজা দশরথ বাঁচিয়া ছিলেন, তথাপি রাজমহিষী কৈকেয়ী রামকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়াছিল এবং রাজা দশরথও সেই শোকে মারা গেলেন ॥ ৩২

মন্ত্রিণস্ত্ববশাঃ কামং যে মে পুত্রং সুদর্শনম্ ।
রাজানং কর্তুকামা বৈ যুধাজিদ্‌বশগাশ্চ তে ॥ ৩৩
ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ ।
মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪
উত্তমঃ সর্বথা কার্য্যঃ সিদ্ধির্দৈবাদ্ধি জায়তে ।
উপায়ঃ পুত্ররক্ষার্থং করোমাদ্য ত্বরান্বিতা ॥ ৩৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা বিদল্লং চাভিমানিনম্ ।
নিপুণং সর্বকার্য্যেষু চিন্ত্য মন্ত্রিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬
সমাহূয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদুঃখিতা ।
গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭
পিতা মে নিহতঃ সঙ্খ্যে পুত্রোঽয়ং বালকস্তথা ।
যুধাজিদ্ বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮
তামুবাচ বিদল্লোঽসৌ নাত্র স্থাতব্যমেব চ ।
গমিষ্যামো বনে কামং বারাণস্যাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯
তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ততে বলবত্তরঃ ।
সুবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০

যে সকল মন্ত্রী পূর্বে আমার পুত্র সুদর্শনকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বর্তমানে পরাধীন এবং যুধাজিতের বশীভূত ॥ ৩৩

আমার তেমন কোন বীর ভ্রাতা নাই, যে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে : অতএব দৈবযোগে আমি মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৪

সর্বতোভাবে উত্তম পোষণ করা উচিত। সিদ্ধি দৈবের অনুকূল্যবশতই হইয়া থাকে ; অতএব পুত্রের রক্ষার জন্য আমি সত্বর কোন ব্যবস্থা করিব ॥ ৩৫

এইভাবে চিন্তাকরত সেই রাজমহিষী অতীব মনস্বী বিদল্ল-নামক সর্বকার্য্যকুশলী মন্ত্রিবরকে আহ্বান করত দুঃখিতান্তঃ-করণে এবং দীনমানসে বালককে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—আমার পিতা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং এই পুত্রও বালক। রাজা যুধাজিৎ বিশেষ বলশালী ; অতএব এখন আমার কি করণীয় তাহা বলুন ॥ ৩৬-৩৮

ঐ বিদল্ল তাহাকে বলিল—এখানে থাকা উচিত নয়। আমরা বারাণসীর কাননে নিজের ইচ্ছামত গমন করিব ॥ ৩৯

সেখানে আমার সুবাহুনামে বলবান্ মাতুল বাস করেন, তিনিই আমাদিগের রক্ষক হইবেন। যুধাজিৎকে দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে যেন গমন করিতেছি এইরূপ, ছল করিয়া আমরা

যুধাজিদ্‌দর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদ্ বহিঃ ।
নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১
ইত্যুক্তা তেন সা রাজ্ঞী গত্বা লীলাবতীং প্রতি ।
উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য সুলোচনে ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সৈরন্ধ্রীসংযুতা তদা ।
বিদল্লেন চ সংযুক্তা নিঃসৃতা নগরাদ্ বহিঃ ॥ ৪৩
ত্রস্তা হ্যার্তাতিকৃপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা ।
দৃষ্ট্বা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪
সংস্কার্য্যা চ ত্বরাযুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা ।
দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫
নিষাদৈর্লুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বসু ।
রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দস্যবঃ শঠাঃ ॥ ৪৬
রুদতী সুতমাদায় চারুবক্ত্রা মনোরমা ।
নির্যযৌ জাহ্নবীতীরে সৈরন্ধ্রীকরলম্বিতা ॥ ৪৭
আরুহ্য চ ভয়াচ্ছীঘ্রমুডুপং সা ভয়াকুলা ।
তীর্ত্বা ভাগীরথীং পুণ্যাং যযৌ ত্রিকূটপর্বতম্ ॥ ৪৮

বাহিরে গমন করিব এবং তারপর রথে আরোহন করত গমন করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪০-৪১

বিদল্ল তাহাকে এই কথা বলিলে রাজ্ঞী মনোরমা লীলা-বতীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন—সুলোচনে ! আজ আমি পিতা যুধাজিৎকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব ॥ ৪২

এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ করত পরিচারিকা এবং বিদল্লের সহিত নগরের বাহিরে গমন করিলেন ॥ ৪৩

পিতৃশোকে সমাকুলা ভয়ত্রস্তা কাতরা দীনা মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্বক পিতা বীরসেনের অগ্নি-সংস্কারাদিকার্য্য সমাধা করিয়া ভয়-ব্যাকুলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে সত্বর গমন পূর্ব্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪-৪৫

সঙ্গে গৃহীত সকল বিত্ত নিষাদেরা লুণ্ঠন করিল। সেই ত্বরাত্মা দস্যুগণ রথ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ৪৬

তখন বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট মনোরমা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিকার হস্ত অবলম্বনপূর্বক জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭

ভয়াকুলা মনোরমা সত্বর ভেলায় আরোহণ করত পুণ্য-তোয়া ভাগীরথীকে অতিক্রম করত ত্রিকূট (চিত্রকূট) পর্বতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৮

ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা ত্বরয়া চ ভয়াকুলা।
সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯
মুনিনা সা তদা পৃষ্টা কাসি কস্য পরিগ্রহঃ।
কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রূহি শুচিস্মিতে ॥ ৫০
দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্।
রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ॥ ৫১
এবং সা মুনিনা পৃষ্টা নোবাচ বরবর্ণিনী।
রুদতী দুঃখসন্তপ্তা বিদল্লঞ্চ সমাদিশৎ ॥ ৫২
বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
তস্য ভার্য্যা ধর্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩
সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ।
পুত্রোঽয়ং নৃপতেস্তস্য নাম্না চৈব সুদর্শনঃ ॥ ৫৪
অস্যাঃ পিতাতিধর্মাত্মা দৌহিত্রার্থে মৃতো রণে।
যুধাজিদ্‌ভয়সন্তপ্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫
ত্বামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাত্মজা।
ত্রাতা ভব মহাভাগ ত্বমস্যাঃ মুনিসত্তম ॥ ৫৬
আর্ত্তস্য রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্।
ভয়ত্রস্তস্য দীনস্য বিশেষফলদং স্মৃতম্ ॥ ৫৭

ঋষিরুবাচ।

নির্ভয়া বস কল্যাণি পুত্রং পালয় সুব্রতে
ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি কর্তব্যং শক্রসম্ভবম্ ॥ ৫৮
পালয়স্ব সুতং কান্তং রাজা তেঽয়ং ভবিষ্যতি।
নাত্র দুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্বভূব হ।
উটজে মুনিনা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ ॥ ৬০
সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা।
সুদর্শনং পালয়ানা ন্যবসৎ সা মনোরমা ॥ ৬১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে স্কন্ধে যুধাজিদ্-বীরসেনয়োর্যুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ভয়াকুলচিত্তে সত্বর ভারদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাপসদিগকে অবলোকন করত তখন মনোরমা নির্ভয়া হইলেন ॥ ৪৯

ভারদ্বাজ মুনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে শুচিস্মিতে! তুমি কে? কাহার স্ত্রী? এত কষ্ট সহ্য করত এখানে আসিলে কেন? এই সমস্ত কথা যথার্থভাবে বল ॥ ৫০

হে কমললোচনে! তুমি দেবী না মানবী? বালকপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বনে কেন আসিয়াছ? হে বামোরু! তুমি রাজ্য-ভ্রষ্টার মত প্রতিভাত হইতেছ ॥ ৫১

মুনি কর্তৃক এইভাবে পৃষ্ট হইয়াও বরবর্ণিনী মনোরমা দুঃখসন্তপ্তচিত্তে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। উত্তর দিবার জন্য বিদল্লকে আদেশ করিলেন ॥ ৫২

বিদল্ল মুনিকে এইভাবে উত্তর দিলেন—ধ্রুবসন্ধি নামে যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, তাঁহার ইনি ধর্মপত্নী, নাম মনোরমা ॥ ৫৩

সূর্য্যবংশীয় বলশালী সেই রাজা সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। তাঁহার এই পুত্রের নাম সুদর্শন ॥ ৫৪

ইহার (অর্থাৎ মনোরমার) পিতা অতীব ধর্মাত্মা দৌহিত্রের নিমিত্ত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। যুধাজিৎ নৃপের ভয়ে ইনি (মনোরমা) এই নির্জনবনে উপস্থিত হইয়াছেন ॥৫৫

এই নৃপনন্দিনী বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ইহার রক্ষক হউন ॥৫৬

যে কোন আর্তের রক্ষায় যজ্ঞের অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়। ভয়ত্রস্ত দীনেরও আর্তের রক্ষায় আরও অধিক ফল কথিত আছে ॥ ৫৭

ঋষি বলিলেন—হে কল্যাণি! তুমি নির্ভয় চিত্তে এস্থানে বাস কর। হে সুব্রতে! তুমি পুত্রের যথোচিত কর্তব্য পালন কর। হে বিশালাক্ষি! এখানে শত্রু হইতে কোন ভয়ের আশঙ্কা তোমার নাই ॥ ৫৮

প্রিয়তম পুত্রকে পালন কর, তোমার এই পুত্র রাজা হইবে। এস্থানে তোমার দুঃখ বা শোক কিছুই কখনও উৎপন্ন হইবে না ॥ ৫৯

ব্যাস বলিলেন—মুনি এইরূপ বলিলে সেই রাজ্ঞী সুস্থা হইলেন। মুনিনির্দিষ্ট কুটীরে শোকাহতা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

পরিচারিকা এবং মন্ত্রী বিদল্লের সহিত সেই মনোরমা সুদর্শনকে পালন করিতে করিতে সেখানে বাস করিলেন ॥ ৬১

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে যুধাজিৎ এবং বীর-সেনের যুদ্ধবর্ণন নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[দৌহিত্রং শত্রুজিতং রাজ্যে অভিষিচ্য যুধাজিতঃ স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তনম্, মুনীনামাশ্রমে সুদর্শনস্যাবস্থানবার্ত্তাং শ্রুত্বা সসৈন্যস্য যুধাজিতস্তত্র গমনম্, তং দৃষ্ট্বা মনোরমায়াশ্চিন্তা, ধর্ম্মনীতিপর্য্যালোচনা, ভরদ্বাজেন সহ যুধাজিতো বিবাদশ্চ।

ব্যাস উবাচ।

যুধাজিত্বথ সংগ্রামাদ্ গত্বাযোধ্যাং মহাবলঃ।
মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ সুদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১
সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক্ব গতেতি মুহুর্বদন্।
শুভে দিনেঽথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২
মন্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্বণৈঃ শুভৈঃ
অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলসৈর্জ্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ।
উৎসবস্তু নগর্য্যাং বৈ সম্বভূব কুরূদ্বহ ॥ ৪
বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা।
অযোধ্যা মুদিতেবাসীজ্জয়শব্দৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ৫
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রনিঃস্বনা
নবে তস্মিন্ মহীপালে পূর্ব্বভো নূতনেব সা ॥ ৬
কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ।
সুদর্শনং বিচিন্ত্যাথ ক্ব গতোঽসৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭
মনোরমাতিসাধ্বী সা ক্ব গতা সুতসংযুতা।
পিতাস্যা নিহতঃ সঙ্খ্যে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮
ইত্যেবং চিন্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
অতিষ্ঠন্ দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৯
যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ।
রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাৎ কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০
শ্রুত্বা সুদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্।
হন্তুকামো ভৃগামাশু চিত্রকূটং স পর্বতম্ ॥ ১১
নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্।
দুর্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২
শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিসুদুঃখিতা।
আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্ত্তা সৈন্যসংযুতম্ ॥ ১৩
তমুবাচাতিশোকার্ত্তা মুনিং সাশ্রুবিলোচনা
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪

ষোড়শ অধ্যায়।

[দৌহিত্র শত্রুজিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুধাজিতের স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন, মুনিগণের আশ্রমে সুদর্শনের অবস্থানের বার্ত্তা শুনিয়া সসৈন্যে যুধাজিতের সেস্থানে গমন, তাঁহাকে দেখিয়া মনোরমার চিন্তা, ধর্ম্মনীতির পর্য্যালোচনা এবং ভরদ্বাজ-মুনির সহিত যুধাজিতের বিবাদ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—অনন্তর যুধাজিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রাম হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া সুদর্শনের হত্যারমানসে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

কোথায় গিয়াছে অনুসন্ধান কর বার বার এই কথা বলিয়া সেবকদিগকে পাঠাইলেন এবং শুভদিনে দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ॥ ২

মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অথর্ববেদোক্ত কল্যাণজনক মন্ত্রের দ্বারা এবং সম্পূর্ণ জলপূরিত কলসসমূহের দ্বারা শত্রুজিতের অভিষেক সম্পন্ন হইল ॥ ৩

হে কুরূদ্বহ। ভেরী ও শঙ্খের শব্দে এবং তূর্য্যের নিনাদে অযোধ্যা নগরীতে মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল ॥ ৪

ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠে, বন্দিগণের স্তুতিপাঠে, সুমঙ্গল জয় শব্দে অযোধ্যা নগরী যেন প্রমুদিতা হইল ॥ ৫

সেই শত্রুজিৎ নূতন রাজা হইলে পর অযোধ্যা অতীব আনন্দিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র স্তুতিধ্বনি ও বাদিত্র শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তাহাতে মনে হইতেছিল যেন অযোধ্যা নগরী নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে ॥ ৬

কেহ কেহ সাধু ব্যক্তি কিন্তু সুদর্শনের কথা চিন্তা করিয়া গৃহে বসিয়া শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—হায়! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল? সাধ্বী মনোরমাও পুত্রকে লইয়া কোথায় গেল? এই মনোরমার পিতা রাজ্যলোভী শত্রুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সমবুদ্ধিসম্পন্ন সাধুগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শত্রুজিতের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখিতচিত্তে কাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৭-৯

যুধাজিৎও দৌহিত্রকে বিধিমানুযায়ী সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া রাজ্য মন্ত্রিগণের পরিচালনাধীন করত নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১০

অনন্তর যুধাজিৎ সুদর্শনকে মুনিদিগের আশ্রমে বাস করিতে শুনিয়া তাহাকে হত্যা করিবার মানসে সত্বর চিত্রকূট পর্বতে গমন করিলেন ॥ ১১

বীরবলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি দুর্দর্শনামক শৃঙ্গবের পুরের অধিপতির নিকট গমন করিলেন ॥ ১২

সৈন্যবলসহ যুধাজিৎকে আসিতে শুনিয়া মনোরমা বালকপুত্রের কথা চিন্তা করিয়া অতীব দুঃখিত ও ভয়ার্ত্ত হইলেন ॥ ১৩

অতিশয় শোকার্ত্তা হইয়া তিনি মুনিকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—হে মুনিবর। আমি কি করিব? কোথায় যাইব।

পিতা মে নিহতোঽনেন দৌহিত্রৌ ভূপতিঃ কৃতঃ।
সুতং মে হন্তুকামোঽত্র সমায়াতি বলান্বিতঃ॥ ১৫
পুরা শ্রুতং ময়া স্বামিন্ পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ।
মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা॥ ১৬
গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে।
দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে॥ ১৭
ধৌম্যোঽত্রির্গালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ।
চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণ্বশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ॥ ১৮
বীতিহোত্রঃ সুমন্তশ্চ যজ্ঞদত্তোঽথ বৎসলঃ।
রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্যজ্ঞকৃৎ ক্রতুঃ॥ ১৯
এতে চান্যে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ।
বেদপাঠযুতাঃ সর্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ॥ ২০
দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনে।
আশ্রমে চারুসর্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংবৃতে॥ ২১
পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্ বনম্।
ধনুর্বাণধরা বীরাঃ পঙ্ক্তৌ শত্রুতাপনাঃ॥ ২২
তাবৎ সিন্ধুপতিঃ শ্রীমান্ মার্গস্থো বলসংযুতঃ।
আগতশ্চাশ্রমাভ্যাসে শ্রুত্বা তু নিগমধ্বনিম্॥ ২৩
শ্রুত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ॥ ২৪
যদা নিরগমত্তত্র ভৃত্যদ্বয়সমন্বিতঃ
বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীন্ শুভমনঃস্থিতঃ॥ ২৫
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্বামিন্ সংস্থিতোঽথ জয়দ্রথঃ
আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিবেশ হ॥ ২৬
তত্রোপবিষ্টং রাজানং দৃষ্ট্বাকামাস্ত্রিয়স্তদা
আযযুর্মুনিভার্যাশ্চ কোঽয়মিত্যব্রুবন্ নৃপম্॥ ২৭
তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা।
জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরা॥ ২৮
তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকন্যামিবাপরাম্।
পপ্রচ্ছ নৃপতিঃ ধৌম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা॥ ২৯
ভার্যা কস্য সুতা কস্য নাম্না কা বরবর্ণিনী
রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা॥ ৩০
বর্বূলবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা
রাক্ষসীবৃন্দগা নূনং রম্ভেবাভাতি ভামিনী॥ ৩১

যুধাজিৎ উপস্থিত হইয়াছে। সে আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। এখানে পুনরায় আমার পুত্রকে হত্যা করিবার জন্য সৈন্য সহ আসিতেছে॥ ১৪-১৫

প্রভো! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে পাণ্ডবগণ বনগমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। একদিন সেই পঞ্চ ভ্রাতারা সকলেই মৃগয়া করিতে গমন করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী বেদপাঠে নিরত ধৌম্য অত্রি, গালব, পৈল, জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণ্ব জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, সুমন্ত, যজ্ঞদত্ত, বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকৃৎ এবং ক্রতু ও অন্যান্য পুণ্যাত্মা এবং মহাত্মা ভারদ্বাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ১৬-২১

এদিকে শত্রুবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্বাণ ধারণ করত মৃগগণের অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীমান্ সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রমসন্নিধানে আগমন করিলেন॥ ২২-২৩

সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের সেই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন॥ ২৪

প্রভো! দুইজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যখন রাজা গমন করিলেন, তখন মুনিগণকে বেদপাঠে নিযুক্ত দেখিয়া উৎসাহ সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষা করত অবস্থান করিলেন। ভূপতি মুনিশোভিত সেই আশ্রমে উপবেশন করিলেন॥ ২৫-২৬

সেখানে উপবিষ্ট সেই রাজাকে দেখিবার জন্য মুনিপত্নী স্ত্রীগণ "ইনি কে" রাজার সম্পর্কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আগমন করিলেন॥ ২৭

তাঁহাদের মধ্যে উত্তমাঙ্গনা যাজ্ঞসেনীও আসিলেন। তখন জয়দ্রথ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রীদেবী বলিয়া মনে করিলেন॥ ২৮

অসিতাপাঙ্গী দেবকন্যাসদৃশী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজা জয়দ্রথ ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই শ্যামা উত্তমাঙ্গনা কে॥ ২৯

এই বরবর্ণিনী—কাহার পত্নী, কাহার কন্যা এবং ইহার নাম কি? রূপলাবণ্যসংযুক্তা এই উত্তমাঙ্গনা পৃথিবীতে অবতীর্ণা শচীর ন্যায় মনে হইতেছে॥ ৩০

এই ভামিনী কণ্টকবৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় এবং রাক্ষসীবৃন্দের মধ্যগত রম্ভার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৩১

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[দৌহিত্রং শত্রুজিতং রাজ্যে অভিষিচ্য যুধাজিতঃ স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তনম্, মুনীনামাশ্রমে সুদর্শনস্যাবস্থানবার্ত্তাং শ্রুত্বা সসৈন্যস্য যুধাজিতস্তত্র গমনম্, তং দৃষ্ট্বা মনোরমায়াশ্চিন্তা, ধর্ম্মনীতিপর্য্যালোচনা, ভরদ্বাজেন সহ যুধাজিতো বিবাদশ্চ।

ব্যাস উবাচ।

যুধাজিত্বথ সংগ্রামাদ্ গত্বাযোধ্যাং মহাবলঃ।
মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ সুদর্শনজিঘাংসয়া ॥ ১
সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক্ব গতেতি মুহুর্বদন্।
শুভে দিনেঽথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে ॥ ২
মন্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্বণৈঃ শুভৈঃ
অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলসৈর্জ্জলপূরিতৈঃ ॥ ৩
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ।
উৎসবস্তু নগর্য্যাং বৈ সম্বভূব কুরূদ্বহ ॥ ৪
বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা।
অযোধ্যা মুদিতেবাসীজ্জয়শব্দৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ৫
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রনিঃস্বনা
নবে তস্মিন্ মহীপালে পূর্ব্বভৌ নূতনেব সা ॥ ৬
কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ।
সুদর্শনং বিচিন্ত্যাহু ক্ব গতোঽসৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭
মনোরমাতিসাধ্বী সা ক্ব গতা সুতসংযুতা।
পিতাস্যা নিহতঃ সঙ্খ্যে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮
ইত্যেবং চিন্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
অতিষ্ঠন্ দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৯
যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ।
রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাৎ কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০
শ্রুত্বা সুদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্।
হন্তুকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্ব্বতম্ ॥ ১১
নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্।
দুর্দ্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২
শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিসুদুঃখিতা।
আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্ত্তা সৈন্যসংযুতম্ ॥ ১৩
তমুবাচাতিশোকার্ত্তা মুনিং সাশ্রুবিলোচনা।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪

ষোড়শ অধ্যায়।

[দৌহিত্র শত্রুজিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুধাজিতের স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন, মুনিগণের আশ্রমে সুদর্শনের অবস্থানের বার্ত্তা শুনিয়া সসৈন্যে যুধাজিতের সেস্থানে গমন, তাঁহাকে দেখিয়া মনোরমার চিন্তা, ধর্ম্মনীতির পর্য্যালোচনা এবং ভরদ্বাজ-মুনির সহিত যুধাজিতের বিবাদ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—অনন্তর যুধাজিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রাম হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া সুদর্শনের হন্ত্যার-মানসে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

কোথায় গিয়াছে অনুসন্ধান কর বার বার এই কথা বলিয়া সেবকদিগকে পাঠাইলেন এবং শুভদিনে দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ২

মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অথর্ব্ববেদোক্ত কল্যাণ-জনক মন্ত্রের দ্বারা এবং সম্পূর্ণ জলপূরিত কলসসমূহের দ্বারা শত্রুজিতের অভিষেক সম্পন্ন হইল। ৩

হে কুরূদ্বহ! ভেরী ও শঙ্খের শব্দে এবং তূর্য্যের নিনাদে অযোধ্যা নগরীতে মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। ৪

ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠে, বন্দিগণের স্তুতিপাঠে, সুমঙ্গল জয় শব্দে অযোধ্যা নগরী যেন প্রমুদিতা হইল। ৫

সেই শত্রুজিৎ নূতন রাজা হইলে পর অযোধ্যা অতীব আনন্দিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র স্তুতিধ্বনি ও বাদিত শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তাহাতে মনে হইতেছিল যেন অযোধ্যা নগরী নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ৬

কেহ কেহ সাধু ব্যক্তি কিন্তু সুদর্শনের কথা চিন্তা করিয়া গৃহে বসিয়া শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—হায়! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল? সাধ্বী মনোরমাও পুত্রকে লইয়া কোথায় গেল? এই মনোরমার পিতা রাজ্যলোভী শত্রুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সমবুদ্ধিসম্পন্ন সাধুগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শত্রুজিতের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখিতচিত্তে কাল অতিবাহিত করিলেন। ৭-৯

যুধাজিৎও দৌহিত্রকে নিয়মানুযায়ী সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া রাজ্য মন্ত্রিগণের পরিচালনাধীন করত নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১০

অনন্তর যুধাজিৎ সুদর্শনকে মুনিদিগের আশ্রমে বাস করিতে শুনিয়া তাহাকে হত্যা করিবার মানসে সত্বর চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১১

বীরবলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি দুর্দ্দর্শনামক শৃঙ্গবের পুরের অধিপতির নিকট গমন করিলেন। ১২

সৈন্যবলসহ যুধাজিৎকে আসিতে শুনিয়া মনোরমা বালক-পুত্রের কথা চিন্তা করিয়া অতীব দুঃখিত ও ভয়ার্ত্ত হইলেন। ১৩

অতিশয় শোকার্ত্তা হইয়া তিনি মুনিকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—হে মুনিবর! আমি কি করিব? কোথায় যাইব।

পিতা মে নিহতোঽনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ।
সুতং মে হন্তুকামোঽত্র সমায়াতি বলান্বিতঃ ॥ ১৫
পুরা শ্রুতং ময়া স্বামিন্ পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ।
মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা ॥ ১৬
গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে।
দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে ॥ ১৭
ধৌম্যোঽত্রিগালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ।
চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণ্বশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮
রৌদ্রিহোত্রঃ সুমন্তশ্চ যজ্ঞদত্তোঽথ বৎসলঃ।
রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্যজ্ঞকৃৎ ক্রতুঃ ॥ ১৯
এতে চান্যে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ।
বেদপাঠযুতাঃ সর্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ ॥ ২০
দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনে।
আশ্রমে চারুসর্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংবৃতে ॥ ২১
পার্থা মৃগানুসান্ত্বাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্ বনম্।
ধনুর্বাণধরা বীরাঃ পঞ্চৈব শক্রতাপনাঃ ॥ ২২
তাবৎ সিন্ধুপতিঃ শ্রীমান্ মার্গস্থো বলসংযুতঃ।
আগতশ্চাশ্রমাভ্যাশে শ্রুত্বা তু নিগমধ্বনিম্ ॥ ২৩
শ্রুত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
উত্তস্তার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ ॥ ২৪
যদা নিরগমত্তত্র ভৃত্যদ্বয়সমন্বিতঃ
বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীন্ শুভ্রমসংস্থিতঃ ॥ ২৫
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্বামিন্ সংস্থিতোঽথ জয়দ্রথঃ
আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিবেশ হ ॥ ২৬
তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রষ্টুকামাঃ স্ত্রিয়স্তদা
আযযুর্মুনিভার্য্যাশ্চ কোঽয়মিত্যব্রুবন্ নৃপম্ ॥ ২৭
তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা।
জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরা ॥ ২৮
তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকন্যামিবাপরাম্।
পপ্রচ্ছ নৃপতিঃ ধৌম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা ॥ ২৯
ভার্যা কস্য সুতা কস্য নাম্না কা বরবর্ণিনী
রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০
বর্বূলবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা
রাক্ষসীবৃন্দগা নূনং রম্ভেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১

বৃদ্ধক্ষত্র উপস্থিত হইয়াছে। সে আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। এখানে পুনরায় আমার পুত্রকে হত্যা করিবার জন্য সৈন্য সহ আসিতেছে ॥ ১৪-১৫

প্রভো! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে পাণ্ডবগণ বনগমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। একদিন সেই পঞ্চ ভ্রাতারা সকলেই মৃগয়া করিতে গমন করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী বেদপাঠে নিরত ধৌম্য অত্রি, গালব, পৈল, জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণ্ব জতু, ক্রতু, রৌদ্রিগোত্র, সুমন্ত, যজ্ঞদত্ত, বৎসল, রাশাসন, কহোড় যবক্রী, যজ্ঞকৃৎ এবং ক্রতু ও অন্যান্য পুণ্যাত্মা এবং মহাত্মা ভারদ্বাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-২১

এদিকে শত্রুবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্বাণ ধারণ করত মৃগগণের অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীমান্ সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রমসন্নিধানে আগমন করিলেন ॥ ২২-২৩

সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের সেই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ২৪

প্রভো! দুইজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যখন রাজা গমন করিলেন, তখন মুনিগণকে বেদপাঠে নিযুক্ত দেখিয়া উৎসাহ সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষা করত অবস্থান করিলেন। ভূপতি মুনিশোভিত সেই আশ্রমে উপবেশন করিলেন ॥ ২৫-২৬

সেখানে উপবিষ্ট সেই রাজাকে দেখিবার জন্য মুনিপত্নী স্ত্রীগণ "ইনি কে" রাজার সম্পর্কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আগমন করিলেন ॥ ২৭

তাঁহাদের মধ্যে উত্তমাঙ্গনা যাজ্ঞসেনীও আসিলেন। তখন জয়দ্রথ তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রীদেবী বলিয়া মনে করিলেন ॥ ২৮

অসিতাপাঙ্গী দেবকন্যাসদৃশী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজা জয়দ্রথ ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই শ্যামা উত্তমাঙ্গনা কে ॥ ২৯

এই বরবর্ণিনী—কাহার পত্নী, কাহার কন্যা এবং ইহার নাম কি? রূপলাবণ্যসংযুক্তা এই উত্তমাঙ্গনা পৃথিবীতে অবতীর্ণা শচীর ন্যায় মনে হইতেছে ॥ ৩০

এই ভামিনী কণ্টকবৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় এবং রাক্ষসীবৃন্দের মধ্যগত রম্ভার ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৩১

সত্যং বদ মহাভাগ কস্যেয়ং বল্লভাবলা।
রাজপত্নীব চাভাতি নৈষা মুনিবধূদ্বিজ ॥ ৩২

ধৌম্য উবাচ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা।
পাঞ্চালী সিন্ধুরাজেন্দ্র বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩

জয়দ্রথ উবাচ।

ক্ব গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিশ্রুতাঃ।
বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪

ধৌম্য উবাচ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ।
আগমিষ্যন্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পার্থিবাঃ ॥ ৩৫

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ।
দ্রৌপদীসন্নিধৌ গত্বা প্রণমোদমুবাচ হ ॥ ৩৬

কুশলন্তে বরারোহে ক্ব গতাঃ পতয়শ্চ তে।
একাদশ গতান্যদ্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭

দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেঽস্তু নৃপাত্মজ।
বিশ্রমস্বাশ্রমাভ্যাসে ক্ষণাদায়ান্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮

এবং ব্রুবন্ত্যাং তস্যান্তু লোভাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ।
জহার দ্রৌপদীং বীরোঽনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯

কস্যচিন্নৈব বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ সর্বথা বুধৈঃ।
কুর্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০

বিরোচনসুতঃ শ্রীমান্ ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ।
যজ্ঞকর্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১

নাধর্মে নিরতঃ কাপি প্রহ্লাদস্য চ পৌত্রকঃ
একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২

সত্ত্বমূর্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি।
নির্বিকারোঽপি ভগবান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবামনঃ।
রাজ্যং ছলেন হৃতবান্ মহীঞ্চৈব সসাগরাম্ ॥ ৪৪

সোঽভবৎ সত্যবাগ্ রাজা বলির্বৈরোচনিস্তদা।
কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫

অন্যঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্তিনা।
বামনং রূপমাস্থায় যজ্ঞঘাতং চিকীর্ষতা ॥ ৪৬

হে মহাভাগ! আপনি সত্য করিয়া বলুন, এই অবলা কাহার প্রেয়সী? হে দ্বিজ! আমার মনে হয়, ইনি মুনিবধূ নহেন, কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২

ধৌম্য বলিলেন,—হে সিন্ধুরাজ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা পাঞ্চালরাজতনয়া এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় ভার্য্যা দ্রৌপদী। সে এখন এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থান করিতেছে ॥ ৩৩

জয়দ্রথ বলিলেন—সেই বীরখ্যাতিসম্পন্ন পাণ্ডবগণ এখন কোথায় গিয়াছেন? সেই মহাবল বীরগণ বিগতশোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন? ৩৪

ধৌম্য বলিলেন,—পঞ্চ পাণ্ডব রথে আরোহণ করত মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন। মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া সেই রাজগণ ফিরিবেন ॥ ৩৫

ধৌম্যের সেই বাক্য শুনিয়া সেই রাজা উঠিলেন এবং দ্রৌপদীর নিকট গিয়া প্রণাম করত বলিলেন ॥ ৩৬

হে সুন্দরি! তোমার কুশল ত'? তোমার পতিগণ কোথায়? একাদশ বৎসর অতীত হইল তোমরা বনে বাস করিতেছ ॥ ৩৭

দ্রৌপদী তখন তাহাকে বলিলেন,—হে নৃপনন্দন! তোমার কল্যাণ হউক। আশ্রমসন্নিধানে বিশ্রাম কর। ক্ষণকালের মধ্যে পাণ্ডবেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ॥ ৩৮

দ্রৌপদী এই কথা বলিলে লোভাকৃত রাজা জয়দ্রথ মুনিপ্রধানদিগকে গণনা না করিয়া বীরগর্বে দ্রৌপদীকে অপহরণ করিল ॥ ৩৯

পণ্ডিতগণের কাহাকেও সর্বতোভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। যদি তাহা করা হয়, তবে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিরাজ ॥ ৪০

বিরোচন-পুত্র শ্রীমান্ বলি সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধার্মিক, যজ্ঞকর্ত্তা দাতা, রক্ষক এবং সাধুগণের সম্মানিত ছিলেন ॥ ৪১

তাঁহার মন কখনও অধর্ম পথে গমন করিত না। তিনি ছিলেন প্রহ্লাদের পৌত্র। তিনি নবনবতিসংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪২

কিন্তু যোগিগণ সর্বদা যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই সত্ত্বমূর্তি নির্বিকার ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগের কার্য্যসাধনের জন্য কপট বামনরূপে কশ্যপ ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়া ছলপূর্বক তাঁহার রাজ্য এবং সসাগরা পৃথিবী হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩-৪৪

বিরোচনের পুত্র তৎকালে অঙ্গীকার পূরণ করত সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য কপট করিয়াছিলেন— এইরূপ আমি শুনিয়াছি ॥ ৪৫

যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার জন্য বামনরূপ ধারণ করত স্বয়ং

ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা।
লোভশ্চেত্তসি চেৎ স্বামিন্ কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭
লোভহতাঃ প্রকুর্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল।
পরলোকাদ্ ভয়ং নাস্তি কস্যচিৎ কর্হিচিন্মুনে ॥ ৪৮
মনসা কর্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ।
প্রপতন্তি নরাঃ সম্যক্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯
দেবানারাধ্য সততং বাঞ্ছন্তি চ ধনং নরাঃ।
ন দেবাস্তৎ করে কৃত্বা সমর্থা দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০
অন্যস্থানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্।
বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১
বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধান্যবস্ত্রাদিকং বহু।
দেবানর্চয়তে বৈশ্যো মহর্দ্ধির্মে ভবেদিতি ॥ ৫২
অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরন্তপ।
গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩

এবং হি প্রাণিনঃ সর্বে পরস্বাদানতৎপরাঃ।
বর্তন্তে সততং ব্রহ্মন্ বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪
বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যায়নমেব চ।
লোভমোহবৃতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫
তস্মাদেনং মহাভাগ বিসর্জয় গৃহং প্রতি।
সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম ॥ ৫৬
ইত্যুক্তোঽসৌ মুনিস্তাবদ্ গত্বা যুধাজিতং নৃপম্।
উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭
গচ্ছ রাজন্ যথাকামং স্বপুরং নৃপসত্তম।
নেয়ং মনোরমাভোতি বালপুত্রা সুদুঃখিতা ॥ ৫৮

যুধাজিদুবাচ।

মুনে মুঞ্চ হঠং সৌম্য বিসর্জয় মনোরমাম্।
ন চ যাস্যাম্যহং মুক্ত্বা নেষ্যাম্যস্তু বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯

সত্যমূর্ত্তি বিষ্ণু যদি এইরূপ করেন, তবে অন্য সাধারণ ব্যক্তি কি এইরূপ করিবে না? ৪৬

অতএব কাহারও কখনও কাহাকেও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা করা উচিত নয়। মুনিনাথ! চিত্তে যদি লোভ জাগরিত হয়, তবে পাপের ভয় আর থাকে না ॥ ৪৭

হে মুনিবর! লোভাহত প্রাণিগণ পাপ করিয়া থাকে। লোভাহত কোন ব্যক্তির পারলৌকিক ভয় কখনও থাকে না ॥ ৪৮

মনে, কর্মে এবং বাক্যে পরস্ব অপহরণ করত লোভাকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ সমাগ্‌ভাবে অধঃপতিত হয় ॥ ৪৯

মানবেরা সততই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন কামনা করে, কিন্তু দেবতারা সত্বর হাতে করিয়া সেই ধন প্রদানে সমর্থ হন না ॥ ৫০

তাঁহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য্য বা বলাদি দ্বারা অন্যের নিকট হইতে আনয়ন পূর্বক ভক্তকে প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫১

বৈশ্যগণ বহুতর ধান্য-বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ পূর্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে এই ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২

হে সংযতাত্মন্! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পরধন গ্রহণেচ্ছা নাই? অবশ্যই আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৫৩

হে ব্রহ্মন্! এইরূপে সকল প্রাণী পরস্বগ্রহণে উন্মুখ হইয়া থাকে, অতএব তাহাদের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা চলে? ৫৪

যাহারা লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থপর্য্যটন ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই বিফল হয়। যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকে, তবুও তাহা অকৃতের মত হইয়া যায় ॥৫৫

অতএব আপনি এই যুধাজিৎকে গৃহগমনে প্রবৃত্ত করুন। হে দ্বিজবর! তাহা হইলে আমি এখানে জানকীর ন্যায় নিশ্চিন্তে পুত্রের সহিত বাস করিতে পারিব ॥ ৫৬

মনোরমা কর্তৃক এইভাবে উক্ত হইয়া মহাতেজা মুনি ভরদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন করত রাজাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৭

হে রাজন্! তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে নিজ পুরে গমন কর। নৃপোত্তম! মনোরমা শিশু-পুত্রের অত্যন্ত দুঃখে এখানে বাস করিতেছে, সে তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না ॥৫৮

যুধাজিৎ বলিলেন,—হে সৌম্য মুনে! আপনি হঠকারিতা ত্যাগ করুন। মনোরমাকে প্রেরণ করুন। আমি তাহাকে না লইয়া ফিরিব না। প্রয়োজন হইলে বলপূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিব ॥ ৫৯

ঋষিরুবাচ

নরস্য যদি শক্তিস্তে বলেনাস্য মমাশ্রমাৎ।
বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্য মুনেঃ পুরা ॥৬০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে ভরদ্বাজাশ্রমগমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়: ॥ ১৬

ঋষি বলিলেন—হে রাজন্। তোমার যদি শক্তি থাকে, তবে তাহাকে বলপূর্বক আমার আশ্রম হইতে লইয়া যাও, যেমন করিয়া পূর্বে বিশ্বামিত্র মুনি বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে ভরদ্বাজাশ্রমগমননামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধাজিতা মন্ত্রিসবিধে কর্ত্তব্যস্য জিজ্ঞাসা, তদুত্তররূপেণ মন্ত্রিকর্তৃকং বিশ্বামিত্রবৃত্তান্তকথনম্, কামধেনুপ্রাপ্তিবর্ণনম্, রাজপুত্র-সুদর্শনস্য বীজমন্ত্রজপপ্রভাবেণ অস্ত্রাদিলাভঃ, কাশিরাজকন্যায়াঃ শশিকলায়া বৃত্তান্তশ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনেস্তত্রাবনীপতিঃ।
মন্ত্রিবৃন্দং সমাহূয় পপ্রচ্ছ তদতন্দ্রিতঃ ॥
কিং কর্তব্যং সুবুদ্ধেঽত্র ময়াদ্য বদ সুব্রত।
বলান্ নয়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ সুভাষিণীম্ ॥ ২
রিপুরল্পোঽপি নোপেক্ষ্যঃ সর্বথা শুভমিচ্ছতা।
রাজযক্ষ্মেব সংবৃদ্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩
নাত্র সৈন্যং ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ।
গৃহীত্বা হনিষ্যামি তং তত্র দৌহিত্রস্য রিপুং কিল ॥ ৪
নিষ্কণ্টকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্।
হতে সুদর্শনে নূনং নির্ভয়োঽসৌ ভবেদিতি ॥ ৫

প্রধান উবাচ।

সাহসং ন হি কর্তব্যং শ্রুতং রাজন্ মুনের্বচঃ
বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ ॥ ৬
পুরা গাধিসুতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোঽতিবিশ্রুতঃ।
বিচরন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৭
নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনা দত্তবিষ্টরঃ ॥ ৮
নিমন্ত্রিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা।
সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯
নন্দিন্যাসাদিতং সর্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ।
ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাঞ্ছিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[যুধাজিৎ কর্তৃক মন্ত্রীর নিকটে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা, তাহার উত্তররূপে মন্ত্রিকর্তৃক বিশ্বামিত্রের বৃত্তান্ত কথন, কামধেনু-প্রাপ্তি বর্ণন, বীজমন্ত্রজপের প্রভাবে রাজপুত্র সুদর্শনের অস্ত্রাদি লাভ এবং কাশিরাজকন্যা শশিকলার বৃত্তান্ত।]

ব্যাস বলিলেন,—রাজা সেই মুনির এই বাক্য শ্রবণ করত মন্ত্রিবৃন্দকে আহ্বান করত অবহিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

হে সুবুদ্ধি ও সুব্রত মন্ত্রিবর! আমার এখন কি করা উচিত তাহা বলুন। আমি কি ইচ্ছানুসারে সুভাষিণী সেই মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূর্বক লইয়া যাইব? ২

যিনি সর্বথা কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তিনি সামান্যতম রিপুকেও উপেক্ষা করিবেন না। সেই রিপু রাজযক্ষ্মার ন্যায় বর্ধিত হইয়া মৃত্যুর কারণ হইতে পারে ॥ ৩

এখানে তাহার (অর্থাৎ মনোরমার) কোন সৈন্য বা যোদ্ধা নাই যে, আমাকে নিবারিত করিবে। আমি আমার দৌহিত্রের রিপু সেই সুদর্শনকে গ্রহণ করত হত্যা করিব ॥ ৪

দৌহিত্রের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে, অতএব আমি বল অবলম্বন করত লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। সুদর্শন নিহত হইলে আমার দৌহিত্র নির্ভয় হইবে ॥ ৫

মন্ত্রিপ্রধান বলিলেন—হে রাজন্! আপনি এই মুনির বাক্য শ্রবণ করিলেন, অতএব এ বিষয়ে সাহস করিবেন না। সেই মুনিও বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত বলিলেন ॥ ৬

পুরাকালে গাধিপুত্র অতি বিখ্যাত শ্রীমান্ নৃপশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিচরণ করিতে করিতে বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিলেন ॥ ৭

প্রতাপবান্ নৃপশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনি আসন দিলেন এবং বিশ্বামিত্র তাহাতে উপবেশন করিলেন ॥ ৮

অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থান করিলেন ॥ ৯

নন্দিনী কর্তৃক সম্পাদিত বাঞ্ছিত সকল ভক্ষ্য এবং ভোজ্যাদি সৈন্যগণের সহিত রাজা ভোজন করত নন্দিনীর প্রভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে যাচ্ঞা করিলেন ॥ ১০-১১

প্রতাপং তঞ্চ নন্দিন্যাঃ পরিজ্ঞায় স পার্থিবঃ
যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১

বিশ্বামিত্র উবাচ

মুনে ধেনুসহস্রং তে ঘণ্টোধ্নীনাং দদাম্যহম্
নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরন্তপ ॥ ১২

বশিষ্ঠ উবাচ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ ন দদামি কথঞ্চন।
সহস্রঞ্চাপি ধেনূনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অযুতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেপ্সিতম্।
দেহি মে নন্দিনীং সাধো গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪

বশিষ্ঠ উবাচ।

কামং গৃহাণ নৃপতে বলাদদ্য যথারুচি।
নাহং দদামি তে রাজন্ স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাৎ ॥ ১৫

তচ্ছ্রুত্বা নৃপতির্ভৃত্যানাদিদেশ মহাবলান্
নয়ধ্বং নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পসমন্বিতাঃ ॥ ১৬

তে ভৃত্যা জগৃহুর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্।
বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাশ্রুলোচনা ॥ ১৭
মুনে ত্যজসি মাং কস্মাৎ কর্ষয়ন্তি সুযন্ত্রিতাম্।
মুনিস্তাং প্রত্যুবাচেদং ত্যজে নাহং সুদুঃখদে ॥ ১৮
বলান্ নয়তি রাজাসৌ পূজিতোঽস্মি ময়া শুভে।
কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯
ইত্যুক্তা মুনিনা ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ।
হাম্বারবং চকারাশু ক্রূরশব্দং সুদারুণম্ ॥ ২০
উদ্গতাস্তত্র দেহাস্তু দৈত্যা ঘোরতরাস্তদা।
সায়ুধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্রুবন্তঃ কবচাবৃতাঃ ॥ ২১
সৈন্যং সর্বং হতং তৈস্তু নন্দিনী প্রতিমোচিতা।
একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোঽতিদুঃখিতঃ ॥ ২২
হন্ত পাপোঽতিদীনাত্মা নিন্দন্ ক্ষাত্রবলং মহৎ।
ব্রাহ্মং বলং দুরারাধ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩
তপ্ত্বা বহূনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে।
ঋষিত্বং প্রাপ গাধেয়স্ত্যক্ত্বা ক্ষাত্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হে মুনে! আমি ঘণ্টোধ্নী ধেনু সহস্র আপনাকে প্রদান করিব। হে পরন্তপ! আপনি নন্দিনীকে প্রদান করুন, আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১২

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে রাজন্! ইহা হোম ধেনু, অতএব কোন প্রকারে আমি ইহা দান করিতে পারিব না। তোমার এই ধেনুসহস্র তোমারই থাকুক, আমাকে দিতে হইবে না ॥ ১৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন—হে সাধো! আপনি মনে যাহা অভিলাষ করেন, সেইরূপ অযুত বা লক্ষ ধেনু আপনাকে দান করিব। নন্দিনী আমাকে দান করুন, অন্যথায় আমি সবলে (জোর করিয়া) ইহাকে গ্রহণ করিব ॥ ১৪

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নৃপতে! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনার অভিলাষ অনুসারে আপনি উহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারেন। হে রাজন্! আমি স্বেচ্ছায় নন্দিনীকে আমার গৃহ হইতে যাইতে দিব না ॥ ১৫

এই কথা শ্রবণ করত রাজা বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন—হে বলদর্পযুক্ত সৈন্যগণ! তোমরা ধেনু নন্দিনীকে বল পূর্বক গ্রহণ কর ॥ ১৬

আদেশ পাইয়া ভৃত্যেরা হঠাৎ আক্রমণ করত সেই ধেনুকে বাঁধিয়া ফেলিল। সুরভি তখন কম্পিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিকে বলিল ॥ ১৭

হে মুনে! আপনি কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? ইহারা আমাকে কঠিনভাবে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। মুনি তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে শুভদে! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি না। হে শুভে! রাজা আমা কর্তৃক পূজিত হইয়া বল পূর্বক তোমাকে লইতেছে। আমি কি করিতে পারি? তোমাকে কখনও আমি মন হইতে পরিত্যাগ করিতে পারি না ॥ ১৮-১৯

মুনি এই কথা বলিলে নন্দিনী ক্রোধযুক্তা হইয়া ক্রূরধ্বনিবিশিষ্ট হাম্বারব করিল ॥ ২০

তখন তাহার দেহ হইতে অস্ত্রধারী কবচাবৃত ঘোরতর দৈত্যবৃন্দ উদ্গত হইয়া বলিল—থাক থাক, প্রতিফল দিতেছি ॥ ২১

তাহারা বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যকে হত্যা করিয়া নন্দিনীকে মুক্ত করিল। অতীব দুঃখিত চিত্তে একাকী রাজা বিশ্বামিত্র নির্গত হইয়া গেলেন ॥ ২২

হায়! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ ক্ষত্রিয় বলের নিন্দা করত ব্রাহ্ম বলকে অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া তপস্যাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র মা কৃথা বৈরমদ্ভুতম্
কুলনাশকরং নূনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫
মুনিবর্য্যং ব্রজাশু ত্বং সমাশ্বাস্য তপোনিধিম্ ।
সুদর্শনোঽপি রাজেন্দ্র তিষ্ঠত্বত্র যথাসুখম্ ॥ ২৬
বালোঽয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্ ।
বৃথা তে বৈরভাবোঽয়মনাথে দুর্বলে শিশৌ ॥ ২৭
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা দৈবাধীনমিদং জগৎ
ঈর্ষ্যয়া কিং নৃপশ্রেষ্ঠ যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৮
বজ্রং তৃণায়তে রাজন্ দৈবযোগান্ ন সংশয়ঃ ।
তৃণং বজ্রায়তে ক্বাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯
শশকো হন্তি শার্দ্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্ ।
সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্ কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যুধাজিন্নৃপসত্তমঃ
প্রণম্য তং মুনিং মূর্দ্ধ্না জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১

মনোরমাপি স্বস্থাভূদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা ।
পালয়ামাস পুত্রং তং সুদর্শনমুত্তব্রতম্ ॥ ৩২
দিনে দিনে কুমারোঽসৌ জগামোপচয়ং ততঃ ।
মুনিবালগতঃ ক্রীড়ন্নির্ভয়ঃ সর্বতঃ শুভঃ ॥ ৩৩
একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লঃ সমুপাগতঃ ।
ক্লীবেতি মুনিপুত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদন্তিকে ॥ ৩৪
সুদর্শনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্ ।
অনুস্বারযুতং তচ্চ প্রোবাচাপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা
জজাপ বালকোঽত্যর্থং ধৃত্বা চেতসি সাদরম্ ॥ ৩৬
ভাবিযোগান্ মহারাজ কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্ ।
স্বভাবেনৈব তেনেশ্বং গৃহীতং বালকেন বৈ ॥ ৩৭
তদাসৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্ ।
ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানন্যাসবিবর্জিতম্ ॥ ৩৮
প্রজপন্ মনসা নিত্যং ক্রীড়ন্ত্যপি স্বপিন্ত্যপি ।
বিসস্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯

গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থান করত বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ঋষিধর্ম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৪

অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনিও তাপসদিগের সহিত কুলনাশকর এবং ঘোরতর অভদ্রতাজনক সংগ্রাম করিবেন না ॥ ২৫

তপোনিধি মুনিপ্রধানকে সন্তোষিত করিয়া আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। হে রাজেন্দ্র! সুদর্শনও এখানে যথাসুখে বাস করুক ॥ ২৬

সেই বালক সুদর্শন অতীব নির্ধন, অতএব হে নৃপ! সে আপনার কি অনিষ্ট করিতে পারে? অনাথ দুর্বল শিশুর প্রতি আপনার এই বৈরভাব বৃথা ॥ ২৭

আপনার সর্ব্বত্র দয়া করা উচিত। এই জগৎ দৈবের অধীন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে ॥ ২৮

দৈবপ্রভাবে বজ্রও তৃণ-সদৃশ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আবার সেই দৈবের প্রভাবে কখনও কখনও তৃণও বজ্র-সদৃশ হয় ॥ ২৯

সেই দৈবপ্রভাবে মশকও ব্যাঘ্রকে হত্যা করে যেমন মশক হস্তীকে হত্যা করে। হে মেধাবিন্! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করুন। আমার হিতকর বাক্য পালন করুন ॥ ৩০

ব্যাস বলিলেন,—তাহার সেই বাক্য শুনিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ সেই মুনিকে প্রণাম করত নিজপুরে ফিরিয়া গেলেন ॥ ৩১

মনোরমাও সেই আশ্রমে স্বস্থচিত্তা হইয়া বাস করিতে লাগিল এবং সত্যব্রত পুত্র সুদর্শনকে পালন করিতে লাগিল ॥ ৩২

সর্ব্বাঙ্গে শুভলক্ষণযুক্ত সেই কুমারও প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং নির্ভয়চিত্তে মুনিবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৩৩

একদিন মন্ত্রী বিদল্ল সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ করিয়া সুদর্শনের সন্নিধানে তাহাকে ক্লীব ক্লীব বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ।

সুদর্শন সেই ক্লীবশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর 'ক্লী' এই শব্দ ধরিয়া লইল এবং অনুস্বারবর্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিল ॥ ৩৫

তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে নিরন্তর জপ করিতে লাগিল ॥ ৩৬

মহারাজ! ভবিতব্যের প্রভাবে বালক সুদর্শন সেই প্রকারে কামরাজনামক অদ্ভুত বীজ মন্ত্র স্বীয় স্বভাববশতঃই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৭

সেই পঞ্চম বর্ষে সেই উত্তম মন্ত্র লাভ করত ঋষিচ্ছন্দো-বিহীন এবং ধ্যান ও ন্যাসবর্জিত ভাবে মনে মনে নিত্য শয়নে এবং ক্রীড়ায় জপ করিতে লাগিল। সেই মন্ত্রকে সার মনে করিয়া কখনও বিস্মৃত হইল না ॥ ৩৮-৩৯

বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোঽসৌ নৃপাত্মজঃ।
মুনিনা চোপনীতোঽথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০
ধনুর্বেদং তথা সাঙ্গং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ
অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১
কদাচিৎ সোঽপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ
রক্তাম্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২
গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্ভুতাম্।
দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৩
বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোঽথ সর্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ
মাতরং সেবমানস্তু বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪
শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ।
তূণীরকবচং তস্মৈ দত্তং চাম্বিকয়া বনে ॥ ৪৫
এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্য সুপ্রিয়া।
নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬
শুশ্রাব নৃপপুত্রং তং বনস্থঞ্চ সুদর্শনম্
সর্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭
বন্দীজনমুখাচ্ছ্রুত্বা রাজপুত্রং সুসম্মতম্
চকমে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮
স্বপ্নে তস্যাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে।
উবাচ বচনঞ্চেদং সমাশ্বাস্য সুসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯
বরং বরয় সুশ্রোণি মম ভক্তঃ সুদর্শনঃ
সর্বকামপ্রদস্তেঽস্তু বচনান্ মম ভামিনি ॥ ৫০
এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্।
অম্বায়া বচনং শ্রুত্বা জহর্ষ ভৃশমানিনী ॥ ৫১
উত্থিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্টা মাত্রা পুনঃ পুনঃ।
প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্রপান্বিতা ॥ ৫২
জহাস মুদমাপন্না স্মৃত্বা স্বপ্নং মুহুর্মুহুঃ।
সখীং প্রাহ তদাস্যাং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩
কদাচিৎ সা বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্।
সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪
পুষ্পাণি চিন্বতী বালা চম্পকাধঃস্থিতাবলা
অপশ্যদ্ ব্রাহ্মণং মার্গে আগচ্ছন্তং ত্বরান্বিতম্ ॥ ৫৫
তং প্রণম্য দ্বিজং শ্যামা বভাষে মধুরং বচঃ।
কুতো দেশান্ মহাভাগ কৃতমাগমনং ত্বয়া ॥ ৫৬

একাদশবর্ষ প্রাপ্ত হইলে নৃপাত্মজ এই কুমারকে মুনি উপনয়ন দান করত বেদ অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৪০

অনন্তর মন্ত্র-প্রভাবেই যেন সেই বালক সাঙ্গ ধনুর্বেদসকল ও নীতিশাস্ত্র বিধান মত অভ্যাস করিল ॥ ৪১

অনন্তর কোন একসময় সে রক্তবর্ণ রক্তবস্ত্রপরিহিত এবং রক্ত আভরণে ভূষিত দেবীরূপকে প্রত্যক্ষ করিল ॥ ৪২

গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্ভুত বৈষ্ণবী শক্তি দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদন আনন্দে উৎফুল্ল হইল ॥ ৪৩

সর্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ সেই রাজকুমার সেই বনে অবস্থান করত মায়ের সেবা করিত এবং নদীতীরে বিচরণ করিত ॥ ৪৪

সেই বনে অম্বিকা তাহাকে শরাসন (ধনু) শিলাশিত শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করিলেন ॥ ৪৫

একদা সর্বলক্ষণসমন্বিতা সুপ্রিয়া দিব্যসৌন্দর্য্যযুক্তা কাশীরাজ-পুত্রী শশিকলা সুলক্ষণ দ্বিতীয় কামের ন্যায় বনমধ্যে অবস্থিত সেই নৃপপুত্র সুদর্শনের কথা শ্রবণ করিল ॥ ৪৬-৪৭

বন্দীদের মুখে সুসম্মত সেই রাজপুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহাকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইল ॥ ৪৮

একদা নিশাকালে স্বপ্নে জগদম্বা প্রত্যক্ষ হইয়া সেই রাজ-নন্দনীকে আশ্বস্ত করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে সুমধ্যমে! তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। সুদর্শন আমার ভক্ত। হে ভামিনি! আমার আশীর্ব্বাদে সে কালে তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিবে ॥ ৪৯-৫০

সেই অভিমন্য মানিনী শশিকলা স্বপ্নে দেবীর মনোহর রূপ দেখিয়া এবং বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিতা হইল ॥ ৫১

তাহাকে অতীব আনন্দিত চিত্তে শয্যাত্যাগ করিতে দেখিয়া জননী তাহার আনন্দের কারণ জানিতে চাহিলেন, কিন্তু লজ্জা-বশতঃ তাহা বলিতে পারিল না ॥৫২

স্বপ্নের কথা স্মরণ করত সে বার বার হাসিতে লাগিল। কোন এক সখীকে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলিল ॥ ৫৩

অনন্তর কোন এক সময় সে বিহার-মানসে সখীযুক্ত হইয়া চম্পকবৃক্ষশোভিত উপবনে উপস্থিত হইল ॥ ৫৪

সেই তরুণী বালিকা চম্পকবৃক্ষের নিম্নে থাকিয়া পুষ্প চয়ন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণকে ত্বরিতগতিতে পথে আসিতে দেখিল ॥ ৫৫

সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করত শশিকলা জিজ্ঞাসা করিল,—হে মহাভাগ! আপনি কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে তরুণি! আমি কার্য্যবশতঃ ভরদ্বাজের আশ্রম

দ্বিজ উবাচ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদ্ বালে নূনমাগমনং মম।
জ্ঞাতং বৈ কার্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭

শশিকলোবাচ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ।
লোকাভিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শ্রীমানাস্তে সুদর্শনো নৃপঃ।
যথার্থনামা সুশ্রোণি বর্ত্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯

হইতে আসিতেছি। তুমি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৬-৫৭

শশিকলা বলিল—হে মহাভাগ! সেই আশ্রমে অলৌকিক দর্শনীয় রূপে বর্ণনীয় কী আছে বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে সুশ্রোণি! সেখানে ধ্রুবসন্ধির পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যথার্থ-নামা শ্রীমান্ সুদর্শন নামে এক রাজপুত্র আছে ॥ ৫৯

হে বামোরু! যে কুমার সুদর্শনকে দেখে নাই, তাহার

তস্য লোচনমত্যন্তং নিষ্ফলং প্রতিভাতি মে।
যেন দৃষ্টো ন বামোরু কুমারস্তু সুদর্শনঃ ॥ ৬০

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সর্বে সিসৃক্ষুণা।
গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্যে তেনৈব কৌতুকাৎ ॥ ৬১

তব যোগ্যঃ কুমারোঽসৌ ভর্ত্তা ভবিতুমর্হতি।
যোগোঽয়ং বিহিতোঽপ্যাসীন্মণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্রকথাকথন-
পূর্বক-কামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

লোচন অতীব বিফল আমার এইরূপ বিশ্বাস ॥ ৬০

আমার মনে হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা গুণাকরকে একত্র দেখিবার জন্যই যেন তাহাতে সকল গুণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন ॥৬১

অধিক আর কি বলিব—সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত। আমি বিবেচনা করি, বিধাতা মণি-কাঞ্চনের ন্যায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্রকথাকথন-পূর্ব্বক কামবীজপ্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[শশিকলায়াঃ প্রণয়বর্ণনম্, সুদর্শনস্য রথপ্রাপ্তিঃ, দেবীমাহাত্ম্যকথনম্, শশিকলায়ৈ স্বয়ংবরসভা, তেন শশি-কলাশ্চিন্তা, সখীমুখেন স্বমাতরে নিজাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ

শ্রুত্বা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা বভূব হ।
প্রতস্থে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎ স্থানাদুক্ত্বা সমাহিতঃ ॥ ১

সা তু পূর্বানুরাগাদ্ বৈ মগ্না প্রেম্নাতিচঞ্চলা।
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২

অথ কামার্দিতা প্রাহ সখীং ছন্দোঽনুবর্ত্তিনীম্।
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যদ্ ব্রুবণাদনু ॥ ৩

অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্।
দুনোতি মদনঃ পাপঃ কিং করোমি ক্ব যামি চ ॥৪

স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ।
তপতে মে মনোঽত্যর্থং বিরহাকুলিতং মুহু ॥ ৫

চন্দনং দেহলগ্নং মে বিষবদ্ ভাতি ভামিনি।
স্রগিয়ং সর্পবচ্চৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহ্নিবৎ ॥ ৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[শশিকলার প্রণয়বর্ণন, সুদর্শনের রথপ্রাপ্তি, দেবীমাহাত্ম্যকথন-জন্য স্বয়ংবর সভা, সেইহেতু শশিকলার চিন্তা, নিজমাতাকে সখী-মুখে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন।

ব্যাস বলিলেন,—ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করত সেই শ্যামা শশিকলা সুদর্শনের প্রতি অতীব প্রেমযুক্তা হইল। সমাহিতমতি সেই ব্রাহ্মণও এই কথা বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ॥ ১ ॥

সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পূর্বানুরাগের বৃদ্ধিহেতু প্রেমমগ্না শশিকলা কামবাণে আহতা হইয়াই যেন অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিল ॥ ২

অনন্তর কামার্দিতা সেই শশিকলা মনোবৃত্তানুসারিণী সখীকে সেই সকল কামবিকারের কথা বলিল—যাহা ব্রাহ্মণবাক্য শ্রবণের পর তাহার দেহে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩

আমি যদিও কুমার সুদর্শনের প্রেমরসের আস্বাদ গ্রহণ করি নাই, তথাপি সেই অভিজাত কুমারকে অবলম্বন করত পাপী মদন আমার চিত্তকে বিশেষভাবে বিধুর করিতেছে। আমি এখন কি করি, কোথায় যাই ॥ ৪

আমি স্বপ্নেও দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় তাহাকে দেখিয়াছি। আমার মন তাহার বিরহে আকুল হইয়া অতিশয় তাপিত হইতেছে ॥ ৫

হে ভামিনি! দেহলগ্ন চন্দন আমার নিকট বিষের মত মনে হইতেছে। এই মাল্য সর্পের মত এবং চন্দ্রের কিরণ বহ্নির মত মনে হইতেছে ॥ ৬

ন চ হর্ম্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্বতে।
ন দিবা ন নিশায়াং বা ন সুখং সুখসাধনৈঃ ॥ ৭
ন শয্যা ন চ তাম্বূলং ন চ গীতং ন চ বাদনম্।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮
প্রয়ামাদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ততে শঠঃ
ভীতাস্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতুস্তথা ॥ ৯
স্বয়ংবরং পিতা মেঽদ্য ন করোতি কবোমি কিম্।
দাস্যামি রাজপুত্রায় কামং সুদর্শনায় বৈ ॥ ১০
সন্ত্যন্যে পৃথিবীপালঃ শতশঃ সমৃতর্দ্ধয়ঃ।
রমণীয়া ন মে তেঽদ্য রাজ্যহীনোঽপ্যসৌ মতঃ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সুদর্শনঃ।
বনবাসী ফলাহারস্তস্যাশ্চিত্তে সুসংস্থিতঃ ॥ ১২
বাগ্ বীজস্য জপাৎ সিদ্ধিস্তস্যা এষাপ্যপস্থিতা।
সোঽপি ধ্যানপরোঽত্যন্তং জজাপ মনুমুত্তমম্ ॥ ১৩
স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্

বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্বসম্পৎকরাম্বিকাম্ ॥ ১৪
শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্।
দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫
চতুর্ভিস্তুরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্।
জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬
সোঽপি জগ্রাহ তৎপ্রীত্যা মিত্রত্বেন সুসংস্থিতম্।
বন্যৈর্মূলফলৈঃ সমাগর্চয়ামাস শম্বরম্ ॥ ১৭
কৃতাতিথ্যে গতে তস্মিন্ নিষাদাধিপতৌ তদা।
মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমূচুস্তাপসাঃ মিথঃ ॥ ১৮
রাজপুত্র ধ্রুবং রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ত্বঞ্চ সর্বথা।
স্বতেজোভিরবাগ্রঃ প্রতাপান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
প্রসন্না তেঽম্বিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী।
সহায়স্তু সুসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু সুব্রত ॥ ২০
মনোরমাং তথোচুস্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুত্রস্তেঽদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ॥ ২১

প্রাসাদেও আমি সুখ লাভ করিতেছি না; বনেও না, দীর্ঘিকাতেও না, পর্ব্বতেও না। সুখসম্পাদক দ্রব্যসমূহের দ্বারা দিবসেও আমার সুখ হয় না, রাত্রিতেও হয় না ॥ ৭

শয্যা, তাম্বূল, গীত বা বাদ্য এখন আর আমার মনকে তৃপ্ত করে না, আমার নয়নযুগলও তৃপ্ত নয় ॥ ৮

সেই আমার মনচোর যেখানে আছে, আমি সেই বনে আজই গমন করিতে চাই; কিন্তু পিতার পারতন্ত্র্য এবং কুল-লজ্জার ভয়ে যাইতে পারিতেছি না ॥ ৯

পিতা আজ পর্যন্ত আমার স্বয়ংবরের আয়োজন করিতেছেন না। আমার এখন করণীয় কি? আমি রাজপুত্র সুদর্শনকে আমার ইচ্ছানুসারে আত্মদান করিব ॥ ১০

সমৃদ্ধিসম্পন্ন শত শত রাজপুত্র আছে, কিন্তু তাহারা এখন আমার কাছে রমণীয় নয়। রাজ্যহীন হইলেও সুদর্শনই এখন আমার অভিমত ॥ ১১

ব্যাস বলিলেন,—এইভাবে ধনহীন, বলহীন, বনবাসী ও ফল-মাত্র আহারকারী কেবল সুদর্শনই তাহার চিত্তভূমিতে সুস্থির হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ॥ ১২

বাগ্‌বীজের জপের ফলে সেই শশিকলার চিত্তে এইরূপ সিদ্ধি উপস্থিত হইল। রাজপুত্র সুদর্শনও ধ্যানপরায়ণ হইয়া উক্ত মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতে লাগিল ॥ ১৩

তাহার ফলে সুদর্শন স্বপ্নে অখণ্ডিতা বিষ্ণুমায়াস্বরূপিণী দেবী বিশ্বমাতা অম্বিকাকে সমস্ত সম্পদ্‌করূপে দর্শন করিল ॥ ১৪

তাহার পর শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সেই সুদর্শনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সমস্ত উপকরণযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথ প্রদান করিল ॥ ১৫

সেই নিষাদরাজ চারিটি অশ্বযুক্ত এবং পতাকাসমন্বিত জয়শীল রথ উপহাররূপে প্রদান করিল ॥ ১৬

সুদর্শনও মিত্রভাবে অবস্থিত সেই নিষাদের প্রতি প্রীতিবশতঃ সেই রথ গ্রহণ করিল। সেই নিষাদরাজকে বন্য ফলমূলের দ্বারা অর্চনা করিল ॥ ১৭

সেই নিষাদাধিপতি তখন আতিথ্য লাভ করত গমন করিলে সেই তপস্যাপরায়ণ মুনিবৃন্দ পরস্পর মিলিত হইয়া তাহাকে বলিলেন ॥ ১৮

হে রাজপুত্র! তুমি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থিরচিত্তে অবশ্যই স্বীয় প্রতাপে রাজ্য লাভ করিবে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ১৯

বরদা বিশ্বমোহিনী দেবী অম্বিকা তোমার প্রতি প্রসন্না, অতএব তিনি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবেন। হে সুব্রত! তোমার চিন্তা করিবার কিছু নাই ॥ ২০

সেই কঠোরব্রতধারী মুনিগণ মনোরমাকেও সেইভাবে বলিলেন,—হে শুচিস্মিতা! এখন তোমার পুত্র ধরাধীশ হইবে ॥ ২১

সা তানুবাচ তন্বঙ্গী বচনং বোঽস্তু সৎফলম্।
দাসোঽয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সদুপাসনাৎ ॥২২
ন সৈন্যং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কশ্চন।
কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্নুমিহার্হতি ॥২৩
আশীর্বাদৈশ্চ বো নূনং পুত্রোঽয়ং মে মহীপতিঃ
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৪

ব্যাস উবাচ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি সুদর্শনঃ।
অক্ষৌহিণীসনাবৃত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫
প্রভাবো মন্ত্রবীজস্য নান্যঃ কশ্চন ভূয়তে।
এবং বৈ জপতস্তস্য প্রীতিযুক্তস্য সর্বথা ॥ ২৬
সম্প্রাপ্য সদ্‌গুরোর্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্।
জপেদ্ যস্তু শুচিঃ শান্তঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি সুদুর্লভম্।
প্রসন্নায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্যং নৃপোত্তম ॥ ২৮
তে মন্দাস্তেঽতিদুর্ভাগ্যা রোগৈস্তে সমভিদ্রুতাঃ।
যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বার্চনাদিষু ॥ ২৯
যা মাতা সর্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীর্তিতা।
আদিমাতেতি বিখ্যাতা নাম্না তেন কুরূদ্বহ ॥ ৩০
বুদ্ধিঃ কীর্তির্ধৃতির্লক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ।
সর্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥৩১
ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল।
ন ভজন্তি কুতর্কজ্ঞা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্বসবো বরুণো যমঃ।
বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ ত্বষ্টা পূষাশ্বিনৌ ভগঃ ॥ ৩৩
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্‌গণাঃ
সর্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥৩৪
কো ন সেবেত বিদ্বান্ বৈ তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্
সুদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫
ব্রহ্মৈব সাতিদুষ্প্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী।
যোগগম্যা পরা শক্তির্মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬

সেই কৃশাঙ্গী মনোরমা তাঁহাদিগকে বলিল—আপনাদিগের বচন সফল হউক। হে বিপ্রগণ! এই সুদর্শন আপনাদিগের দাস। সজ্জনগণের উপাসনার ফলে সমস্ত অভীষ্টই সিদ্ধ হয় ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? ২২

আমার পুত্রের সৈন্য নাই, সচিব নাই, কোশ নাই এবং কোন সহায়ও নাই। তবু কোন্ প্রভাবে আমার পুত্র রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ২৩

অথবা আপনাদিগের আশীর্বাদের বলেই আমার পুত্র অবশ্যই রাজা হইবে— ইহাতে সংশয় নাই; কারণ আপনারা মন্ত্রবিত্তম ॥ ২৪

ব্যাস বলিলেন—সেই মেধাবী সুদর্শন রথে আরোহণ করত যেখানে যায়, সেখানেই সে স্বকীয় তেজে অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবৃত বলিয়া প্রতিভাত হয় ॥ ২৫

সর্বতোভাবে প্রীতিযুক্ত হইয়া জপ্যমান মন্ত্র বীজেরই ইহা প্রভাব, অন্য কিছু নয় ॥ ২৬

শুচি ও শান্তচিত্ত যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে অদ্ভুত এই কামরাজাখ্য বীজ মন্ত্রগ্রহণ করত জপ করে, সে অবশ্যই সকল কাম্য বস্তু লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৭

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে বা স্বর্গে তেমন কোন দুর্লভ বস্তু নাই, যাহা প্রসন্না শিবার নিকট লাভ করা যায় না ॥২৮

অম্বিকার অর্চনা প্রভৃতিতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা হতভাগ্য, অতীব মন্দমতি এবং রোগের দ্বারা আক্রান্ত ॥ ২৯

হে কুরূদ্বহ! যুগারম্ভে যিনি সকল দেবতার মাতা বলিয়া কীর্তিতা, সেইহেতু তিনি আদিমাতা নামে খ্যাতা ॥ ৩০

সকল প্রাণীর তিনিই প্রত্যক্ষ বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা ও স্মৃতি রূপে প্রতিভাত হন ॥ ৩১

যে মানুষগণ মায়ায় মোহিত, তাহারা এই জগজ্জননীর স্বরূপ জানিতে পারে না। যাহারা কুতর্কে রত, তাহারাও কল্যাণময়ী দেবী বিশ্বেশ্বরীকে ভজনা করে না ॥ ৩২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, ত্বষ্টা, পূষা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভগ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ এবং মরুদ্‌গণ সকলেই সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকারিণী দেবীকে ধ্যান করেন ॥ ৩৩-৩৪

কোন্ বিদ্বান ব্যক্তি সেই পরাত্মিকা শক্তির সেবা না করিয়া থাকেন? সেই কল্যাণময়ী সর্বার্থদা দেবী সুদর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫

ব্রহ্মের মত তিনিও দুষ্প্রাপ্য এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপা। মুমুক্ষুগণ যোগবলে সেই পরম প্রিয়া পরা শক্তিকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬

পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং বিনা।
যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃত্বা দর্শয়ত্যখিলাত্মনে ॥ ৩৭
সুদর্শনস্তু তাং দেবীং মনসা পরিচিন্তয়ন্
রাজ্যলাভাৎ পরং প্রাপ্য সুখং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥৩৮
সাপি চন্দ্রকলাভার্থং কামবাণপ্রপীড়িতা।
নানোপচারৈরনিশং দধার দুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯
ভাবজ্ঞস্যাঃ পিতা জ্ঞাত্বা কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্।
সুবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪০
স্বয়ংবরস্তু ত্রিবিধো বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্তিতঃ
রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নান্যেষাং কথিতঃ কিল ॥৪১
ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ
যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্য শরাসনম্ ॥ ৪২
তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুল্কশ্চ শূরাণাং পরিকীর্তিতঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩
শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরণৈর্যুতাঃ।
ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সুকল্পাস্তাঃ সভামণ্ডপাঃ ॥ ৪৪

সেই অম্বিকাদেবীর কৃপা বিনা পরমাত্মার স্বরূপকে কে জানিতে পারে? সেই দেবীই ত্রিবিধ সৃষ্টি করত পরমাত্মাকে প্রদর্শন করেন ॥ ৩৭

সুদর্শন সেই দেবীকে মনে মনে ধ্যান করত রাজ্যলাভের অপেক্ষাও অধিক সুখ কাননে বাস করিয়াই লাভ করিয়াছিল ॥ ৩৮

সেই শশিকলাও কামবাণে অতীব পীড়িতা হইয়া দুঃখিত দেহকে বিবিধ উপাচারের মাধ্যমে কোনক্রমে ধারণ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

পিতা সুবাহুও ইতিমধ্যে কন্যাকে বরার্থিনী জানিয়া যত্নসহকারে স্বয়ংবরের আয়োজন করিলেন ॥ ৪০

বিদ্বান্‌গণ স্বয়ংবরকে তিন প্রকার বলিয়াছেন। এই স্বয়ংবর কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়গণেরই গ্রহণযোগ্য, অন্যদের নয় ॥ ৪১

ইহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছে ইচ্ছাস্বয়ংবর। দ্বিতীয় পণস্বয়ংবর। পণস্বয়ংবরের উদাহরণ রামকর্তৃক শিবধনু ভঙ্গ। তৃতীয়টি হইতেছে শৌর্য্যশুল্কস্বয়ংবর। ইহা বীর ক্ষত্রিয়গণের জন্যই নির্দিষ্ট। ইহাদের মধ্যে রাজা সুবাহু ইচ্ছা স্বয়ংবরেরই আয়োজন করিলেন ॥ ৪২-৪৩

শিল্পিগণ শুভ আস্তরণযুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করিল। তাহার পর বিবিধ আকারবিশিষ্ট সভামণ্ডপ সম্পাদন করিল ॥ ৪৪

এইভাবে বিবাহের জন্য অভিবিস্তৃত সভার আয়োজিত হইলে

এবং কৃতেঽতিসম্ভারে বিবাহার্থং সুবিস্তরে।
সখীং শশিকলা প্রাহ দুঃখিতা চারুলোচনা ॥ ৪৫
ইদং মে মাতরং ব্রূহি ত্বমেকান্তে বচো মম
ময়াবৃতঃ পতিশ্চিত্তে ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শুভঃ ॥ ৪৬
নান্যং বরং বরিষ্যামি তমৃতে বৈ সুদর্শনম্।
স মে ভর্তা নৃপসুতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বরা।
বৈদর্ভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণীম্ ॥ ৪৮
পুত্রী তে দুঃখিতা প্রাহ সাদ্ধি ত্বাং মনসুখেন যৎ।
শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি তদ্ধিতং ত্বরিতাধুনা ॥ ৪৯
ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিসুতোঽস্তি যঃ।
স মে ভর্তা বৃতশ্চিত্তে নান্যং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০

ব্যাস উবাচ

রাজ্ঞী তদ্ বচনং শ্রুত্বা স্বপতেঃ গৃহমাগতে।
নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্ ॥ ৫১

পর চারুলোচনা শশিকলা দুঃখিতচিত্তে সখীকে বলিল ॥ ৪৫

হে সখি! তুমি আমার মাতাকে নির্জনে এই কথা বল—সৌম্য ধ্রুবসন্ধি-পুত্র সুদর্শনকে আমি মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি ॥ ৪৬

সুদর্শনকে বাদ দিয়া আমি অন্যকে বররূপে বরণ করিব না। ভগবতী সেই রাজপুত্রকেই আমার স্বামী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ৪৭

ব্যাস বলিলেন—শশিকলা এই কথা বলিলে সখী সত্বর গমন করত নির্জনে মঞ্জুভাষিণী বৈদর্ভীকে মধুর বাক্যে সব কথা নিবেদন করিল ॥ ৪৮

হে সাদ্ধি! আপনার তনয়া দুঃখিতচিত্তে আমার মুখে যে কথা বলিয়াছে, হে কল্যাণি! হিতকর সেই বাক্য এখন আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৪৯

পবিত্র ভারদ্বাজের আশ্রমে ধ্রুবসন্ধির পুত্র বাস করিতেছে, তাহাকেই আমি চিত্তে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছি। অপর রাজকুমারকে বরণ করিব না। ব্যাস বলিলেন—রাজ্ঞী সেই কথা শুনিয়া নিজ স্বামী-গৃহে সমাগত হইলে তাঁহাকে যথার্থভাবে পুত্রী-বাক্য নিবেদন করিলেন ॥ ৫০-৫১

সেই বাক্য শুনিয়া রাজা বিস্মিতচিত্তে বার বার হাস্য করত প্রিয়া বৈদর্ভীকে বলিলেন—পুত্রীর বাক্য শুনিলাম, কিন্তু হে

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞা বিস্মিতঃ প্রহসন্ মুহুঃ
ভার্য্যামুবাচ বৈদর্ভীং সুবাহুস্তু শ্রুতং বচঃ ॥ ৫১
শুভ্রু জানাসি বালোঽসৌ রাজ্যান্নিষ্কাসিতে বনে
একাকী সহ মাত্রা বৈ বসতে নির্জনে বনে ॥ ৫৩
তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা।
স কথং নির্ধনো ভর্তা যোগ্যঃ স্যাচ্চারুলোচনে ॥ ৫৪

ব্রূহি পুত্রীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্।
আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥৫৫
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীরাজকন্যায়া
বিবাহোদ্‌যোগবর্ণনং নামাষ্টদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

সুভ্রু। তুমি শোন, সেই বালক রাজা হইতে নির্বাসিত হইয়াছে এবং একাকী মাতার সহিত নির্জন বনে বাস করিতেছে। তাহার জন্য যুধাজিৎ বীরসেনকে হত্যা করিয়াছে। হে চারু-লোচনে। নির্ধন ব্যক্তি কিভাবে তোমার কন্যার ভর্তা হইবার যোগ্য হইতে পারে? ৫২-৫৩

অতএব তুমি পুত্রীকে বলিবে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য যেন সে কখনও আর না বলে। তাহার স্বয়ংবরে মর্য্যাদাসম্পন্ন অনেক রাজপুত্র আগমন করিবেন। ৫৫

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে কাশীরাজকন্যার বিবাহের উদ্‌যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিবাহমুপলক্ষ্য মাতৃ-কন্যয়োরালাপঃ, ভরদ্বাজাশ্রমে সুদর্শনসমীপে শশিকলয়া দূতরূপেণ কস্যচিদ্ ব্রাহ্মণস্য প্রেষণম্, কাশীরাজকন্যায়াঃ শশিকলায়াঃ স্বয়ংবরবর্ণনম্, স্বয়ংবরসভায়াং সুদর্শনাদি-রাজ্ঞামাগমনঞ্চ।)

ব্যাস উবাচ।

ভর্ত্রা সাভিহিতা বালাং পুত্রীং কৃত্বাঙ্কসংস্থিতাম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সমাশ্বাস্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ১
কিং বৃথা সুদতি ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাষসে।
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যেনানেন সুব্রতে ॥ ২
সুদর্শনোঽতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ।
বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্তু বান্ধবৈঃ ॥ ৩
মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলাশনঃ কৃশঃ।
ন তে যোগ্যো বরোঽয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪

রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ সুসম্মতাঃ।
তবার্হাঃ পুত্রি সন্ত্যন্যে রাজচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৫
ভ্রাতাস্য বর্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ।
করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬
অন্যচ্চ কারণং শুভ্রু শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্।
যুধাজিৎ সততং তস্য বধকামোঽস্তি ভূমিপঃ ॥ ৭
দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্।
বীরসেনং নৃপং হত্বা সম্মন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হন্তুকামঃ সুদর্শনম্।
মুনিনা বারিতঃ পশ্চাজ্ জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯

একোনবিংশ অধ্যায়।

[বিবাহ উপলক্ষ্যে মাতা ও কন্যার আলাপ, ভারদ্বাজ আশ্রমে সুদর্শনের নিকট শশিকলাকর্তৃক দূতরূপে কোনও এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ, কাশীরাজকন্যা শশিকলার স্বয়ংবরবর্ণন এবং স্বয়ংবর-সভায় সুদর্শনাদি রাজাদের আগমন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—স্বামী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রাজ্ঞী তরুণী শুচিস্মিতা দুহিতাকে অঙ্কে করিয়া আশ্বাস দিতে দিতে এই মধুর বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১

হে সুদতি। তুমি কেন বৃথা আমার অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিতেছ? হে সুব্রতে। এই বাক্যে তোমার পিতা দুঃখ পাইতেছেন ॥ ২

রাজপুত্র সুদর্শন অতীব ভাগ্যহীন। সে রাজ্যভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোশবিহীন এবং বান্ধবগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মাতার সহিত বনে আগমন করত ফলমূল ভোজন করত অতীব কৃশ হইয়াছে। সেই হতভাগ্য বনবাসী তোমার যোগ্য বর হইতে পারে না ॥ ৩-৪

হে পুত্রি! কৃতপ্রজ্ঞ, রূপবান্, সম্মানিত এবং রাজচিহ্নযুক্ত অনেক রাজপুত্র তোমার বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র আছে ॥ ৫

রূপবান্ এবং সকল রাজকীয় লক্ষণে যুক্ত তাহার ভ্রাতাও কোশলে রাজ্য করিতেছে। সেও তোমার যোগ্য বর হইতে পারে ॥ ৬

এই নিষেধের প্রতি অপর একটি কারণ যাহা আমি শুনিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। রাজা যুধাজিৎ সর্বদাই তাহাকে হত্যা করিতে চায় ॥ ৭

সেই যুধাজিৎ প্রবল যুদ্ধে রাজা বীরসেনকে হত্যা করত সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজ্যে স্বীয় দৌহিত্রকে স্থাপিত করিয়াছে ॥ ৮

সে একদা সুদর্শনকে হত্যা করিবার মানসে ভারদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। মুনি কর্তৃক নিবারিত হইয়া পরে নিজ মন্দিরে ফিরিয়া গিয়াছিল ॥ ৯

শশিকলোবাচ ।

মাতর্মমেপ্সিতঃ কামো বনস্থোঽপি নৃপাত্মজঃ
শর্য্যাতিবচনেনৈব সুকন্যা চ পতিব্রতা ॥
চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা ॥ ১০
ভর্তৃশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ।
অকৈতবকৃতং নূনং সুখদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১
ভগবত্যা সমাদিষ্টং স্বপ্নে বরমনুত্তমম্ ।
তমৃতেঽহং ন চান্যং বৈ সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥১২
মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতো ভগবত্যা সুদর্শনঃ ।
তং বিহায় প্রিয়ং কান্তং করিষ্যেঽহং ন চাপরম্ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ ।

প্রত্যাদিষ্টাথ বৈদর্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ ।
ভর্ত্তারং সর্বমাচষ্ট পুত্র্যোক্তং বচনং ভৃশম্ ॥ ১৪
বিবাহস্য দিনাদর্বাগাপ্তং শ্রুতসমন্বিতম্ ।
দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫

যথা ন বেদ মে তাতস্তথা গচ্ছ সুদর্শনম্
ভারদ্বাজাশ্রমে ব্রূহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভো ॥ ১৬
পিত্রা মে সম্ভৃতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ ।
আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হ্যনেকশঃ ॥ ১৭
ময়া ত্বং বৈ বৃতশ্চিত্তে সর্বথা প্রীতিপূর্বকম্
ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ॥ ১৮
বিষমগ্নিং হুতাশে বা প্রপামি প্রদীপিতে ।
বরয়ে ত্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯
মনসা কর্মণা বাচা সংবৃতস্তু ময়া বরঃ ।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শর্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০
আগন্তব্যং ত্বয়াত্রৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্ ।
যদধীনং জগৎ সর্বং বর্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১
ভগবত্যা যদাদিষ্টং ন তন্ মিথ্যা ভবিষ্যতি
যদ্বশে দেবতাঃ সর্বা বর্ত্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২
বক্তব্যোঽসৌ ত্বয়া ব্রহ্মন্নেকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ ।
যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কর্তব্যং ত্বয়ানঘ ॥ ২৩

শশিকলা বলিল—হে জননি! সেই রাজপুত্র বনবাসী হইলেও আমার বিশেষ ঈপ্সিত। যেমন শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা সুকন্যা চ্যবনকে লাভ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিল ॥ ১০

স্বামীর শুশ্রূষা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বর্গদ এবং মোক্ষদ। তাহা যদি আবার অকপট হয়, তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে অবশ্যই সুখপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১

ভগবতী স্বপ্নে সুদর্শনকেই উত্তম বররূপে আদেশ দিয়াছেন। তাহাকে বাদ দিয়া অপর কোন রাজপুত্রকে আমি পতিরূপে গ্রহণ করিব না ॥ ১২

আমার চিত্তভিত্তিতে ভগবতী সুদর্শনকেই বররূপে লিখিয়াছেন। তাহাকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও আমি প্রিয়তম কান্ত বলিয়া গ্রহণ করিব না ॥ ১৩

ব্যাস বলিলেন—অনন্তর শশিকলা কর্তৃক বহু উদাহরণের দ্বারা জননী বৈদর্ভী যখন প্রত্যাখ্যাতা হইলেন, তখন পুত্রী কর্তৃক উক্ত বচনসমূহ স্বামীকে নিবেদন করিলেন ॥ ১৪

বিবাহের পূর্বদিন শশিকলা আপ্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞানী কোন এক ব্রাহ্মণকে সেই ভরদ্বাজ আশ্রমে প্রেরণ করিল ॥ ১৫

তাহাকে বলিল—হে প্রভো! আমার পিতা যাহাতে না জানিতে পারেন, সেইভাবে ভারদ্বাজ আশ্রমে সুদর্শনের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্রুত গতিতে আমার বাক্য অনুসারে তাঁহাকে বলিবেন ॥ ১৬

আমার পিতা আমার জন্য স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছেন। সেই স্বয়ংবরে বলবান্ অনেক রাজা উপস্থিত হইবেন ॥ ১৭

আমি তোমাকে প্রীতি পূর্বক পতিরূপে চিত্তে বরণ করিয়াছি। হে দেবতুল্য! দেবী ভগবতী স্বপ্নে আমাকে এই আদেশ দিয়াছেন ॥ ১৮

আমি বরং বিষভক্ষণ করিব অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিব, তথাপি পিতামাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও তোমাকে ছাড়া অপরকে বরণ করিব না ॥১৯

মনে, কর্মে এবং বাক্যে আমি তোমাকে বররূপে বরণ করিয়াছি। ভগবতীর প্রসাদে আমাদিগের সুখ হইবে ॥ ২০

তুমি দৈবকে শ্রেষ্ঠ বল চিন্তা করত এখানে আসিবে। এই সচরাচর জগৎ সেই দৈবেরই অধীনে বিদ্যমান ॥ ২১

ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবে না। শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণও সেই ভগবতীরই অধীনে বাস করেন ॥ ২২

হে ব্রহ্মন্! আপনি নির্জনে সেই রাজপুত্রকে এই কথা বলিবেন। হে নিষ্পাপ! যেভাবে আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, আপনি তাহা করিবেন ॥ ২৩

ইত্যুক্ত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনির্ব্যাপারিতস্তয়া।
গত্বা সর্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪
সুদর্শনস্তু তজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা।
চকার মুনিনা তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা।
বেপমানাতিদুঃখার্তা জাতত্রাসাশ্রুলোচনা ॥ ২৬
কুত্র গচ্ছসি পুত্রাদ্য সমাজে ভূভৃতাং কিল।
একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭
যুধাজিদ্বধকামস্ত্বাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ
ন তেঽন্যোঽস্তি সহায়শ্চ তস্মান্ মা ব্রজ পুত্রক ॥ ২৮
একপুত্রাভিদীনাস্মি তবাধারা নিরাশ্রয়া
নার্হসি ত্বং মহাভাগ নিরাশাং কর্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯
পিতা মে নিহতো যেন সোঽপি তত্রাগতো নৃপঃ।
একাকিনং গতং তত্র যুধাজিত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৩০

সুদর্শন উবাচ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১
মা শোকং কুরু কল্যাণি ক্ষত্রিয়াসি বরাননে।
ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরন্তরম্ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য গন্তুকামং সুদর্শনম্।
দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমাশীর্ভিশ্চাপ্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা।
পার্বতী পার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪
বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কহিচিৎ।
কালিকা কলহে ঘোরে পাতু ত্বাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫
মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে।
ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু ত্বাং ভবমোচনী ॥ ৩৬
গিরিজা গিরিদুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ।
কামগা কাননেষ্বেবং রক্ষতু ত্বাং সনাতনী ॥ ৩৭

শশিকলা এই কথা বলিয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দান করত এক মুনিকে সেই কর্মে নিযুক্ত করিল। সেই ব্রাহ্মণও সত্বর গমন করিয়া সব কিছু নিবেদন করত ফিরিয়া আসিল ॥ ২৪

তাহা জানিয়া সুদর্শনও তখন গমনে নিশ্চয় করিল। মুনিও তাহাকে পরম সমাদরে প্রেরণ করিতে চাহিলেন ॥ ২৫

ব্যাস বলিলেন,—গমনে উদ্যত সেই পুত্রকে মাতা মনোরমা অতীব দুঃখে কম্পমানা হইয়া অশ্রুপূর্ব লোচনে বলিলেন ॥ ২৬

হে পুত্র! তুমি একাকী এবং তোমার শত্রু রহিয়াছে; অতএব তুমি কি চিন্তা করিয়া আজ নৃপ-সমাজে স্বয়ংবরের জন্য গমন করিতেছ? ২৭

রাজা যুধাজিৎ তোমাকে হত্যা করিবার মানসে সেখানে উপস্থিত হইবে। তোমার অপর কোন সহায় নাই, অতএব হে পুত্র! তুমি গমন করিও না ॥ ২৮

নিরাশ্রয়া আমি একমাত্র পুত্র তোমাকে অবলম্বন করিয়া অতিদীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছি। হে মহাভাগ! তুমি আমাকে নিরাশা করিও না ॥ ২৯

আমার পিতাকে যে হত্যা করিয়াছিল সেই যুধাজিৎ নৃপতি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া একাকী উপস্থিত তোমাকে অবশ্যই হত্যা করিবে ॥ ৩০

সুদর্শন বলিল—যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। তাহাতে কোন বিচারের প্রয়োজন নাই। জগন্মাতার আদেশে আমি আজ স্বয়ংবরে গমন করিব ॥ ৩১

হে কল্যাণি জননি। আপনি শোক করিবেন না। কারণ, হে বরাননে! আপনি ক্ষত্রিয়তনয়া। ভগবতীর প্রসাদে আমি সর্বদাই ভয়বিহীন ॥ ৩২

ব্যাস বলিলেন,—এই কথা বলিয়া সুদর্শনকে রথে আরোহণ করত গমনেচ্ছু দেখিয়া মাতা মনোরমা আশীর্বাদের দ্বারা আনন্দিত করিয়াছিল ॥ ৩৩

অম্বিকা তোমার সম্মুখভাগ রক্ষা করুন। পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন পদ্মদলেক্ষণা। পার্বতী তোমার পার্শ্বদেশ রক্ষা করুন এবং এখন শিবা তোমার সকল দিক্ রক্ষা করুন ॥ ৩৪

বিষম মার্গে বারাহী, কোনও দুর্গম স্থলে দুর্গা এবং ঘোর সংগ্রামে পরমেশ্বরী কালিকাদেবী তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৫

সে মণ্ডপে মাতঙ্গী এবং স্বয়ংবরে সৌম্যা তোমাকে রক্ষা করুন। রাজাদিগের মধ্যে ভবমোচনী ভবানী তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৬

গিরিদুর্গসমূহে গিরিজা এবং চত্বরসমূহে চামুণ্ডা এবং এইভাবে সনাতনী কামগা সকল কাননে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৭

বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাত্ত্বাং রঘূদ্বহ।
ভৈরবী চ রণে সৌম্য শত্রূণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮
সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু ত্বাং ভুবনেশ্বরী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা।
উবাচাহং ত্বয়া সার্দ্ধমাগমিষ্যামি সর্বথা ॥ ৪০
নিমিষার্দ্ধং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্থাতুমিহোৎসহে।
সহৈবং নয় মাং বৎস যত্র তে গমনে মতিঃ ॥৪১
ইত্যুক্ত্বা নিঃসৃতা মাতা ধাত্রেয়ী সংযুতা তদা
বিপ্রৈর্দত্তাশিষঃ সর্বে নির্গযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২
বারাণস্যাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ।
জ্ঞাতঃ সুবাহুনা তত্র পূজিতশ্চার্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩
নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা।
সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪
মিলিতাস্তত্র রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল।
যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪৫
করূষাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেশ্বরো নৃপঃ
সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬
পাঞ্চালঃ পার্বতীয়শ্চ কামরূপোঽতিবীর্য্যবান্।
কর্ণাটশ্চোলদেশীয়ো বৈদর্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭
অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যয়া তদা।
বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সর্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া।
মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতাঃ ॥ ৪৯
অন্যোন্যনৃপপুত্রাস্তু ইত্যূচুর্মিলিতাস্তদা।
সুদর্শনো নৃপসুতো ত্বাগতোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০
একাকী রথমারুহ্য মাত্রা সহ মহামতিঃ
বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১
এতান্ রাজসুতাংস্তাক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ।
কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্ ॥ ৫২
যুধাজিদথ রাজেশঃ তানুবাচ মহীপতীন্।
অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩

হে রঘুবংশসম্ভূত! বিবাদে তোমাকে বৈষ্ণবী শক্তি রক্ষা করুন। হে সৌম্য! শত্রুসঙ্কুল যুদ্ধে ভৈরবী তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৮

সকল দেশে সকল সময়ে মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দ-রূপিণী ভুবনেশ্বরী তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩৯

ব্যাস বলিলেন—এইরূপ আশীর্বাদ করিয়াও জননী ভয়ে আকুল ও কম্পমানা হইয়া সুদর্শনকে বলিলেন—আমি সর্বথা তোমার সহিত গমন করিব ॥ ৪০

হে বৎস! আমি অর্দ্ধনিমেষ কালও তোমাকে বাদ দিয়া এখানে থাকিতে চাই না। তুমি যেখানে যাইতে ইচ্ছা কর, আমাকেও সেখানে লইয়া যাও ॥ ৪১

এই কথা বলিয়া পরিচারিকার সহিত জননীও বহির্গত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ দান করিলেন এবং তাঁহারা সকলে হর্ষসংযুক্ত হইয়া গমন করিলেন ॥ ৪২

তারপর রঘুবংশসম্ভূত সেই সুদর্শন একটি রথে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সুবাহু তাঁহাদের পরিচয় জানিতে পারিয়া বিভিন্ন উপচারে তাঁহাদের পূজা করিলেন ॥ ৪৩

পরিচর্য্যার জন্য সেবকদিগকে আদেশ করত তাঁহাদিগের বাসের জন্য গৃহ এবং অন্ন ও পানাদির ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৪৪

বিভিন্ন দেশের অধিপতি রাজারা আসিয়া মিলিত হইলেন। দৌহিত্রের সহিত যুধাজিৎও উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

করূষদেশের অধিপতি এবং মদ্রদেশের অধিপতি, রাজা সিন্ধুরাজ এবং বীরযোদ্ধা মাহিষ্মতীপতি, পাঞ্চালদেশের রাজা, পার্বতীয় রাজা, শক্তিমান কামরূপরাজ, কর্ণাটরাজ, চোলরাজ এবং বলশালী বিদর্ভরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাহাদের মিলিত ত্রিষষ্টিসংখ্যা অক্ষৌহিণী কর্তৃক সমস্ত নগরী বেষ্টিত হইল। সৈন্যগণ সর্বত্র অবস্থান করত নগরীকে বেষ্টন করিল ॥ ৪৬-৪৮

ইহারা এবং অপরাপর অনেক রাজা উত্তম হস্তীতে আরোহণ করত স্বয়ংবর দেখিবার জন্য সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯

সেই রাজপুত্রগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন—রাজপুত্র সুদর্শন একাই রথে আরোহণ করত মাতার সহিত এখানে আসিয়া নিরাকুল চিত্তে অবস্থান করিতেছে। রঘুবংশ-সম্ভূত সুদর্শন কি এখন বিবাহের জন্য এখানে আসিয়াছে? ৫০-৫১

সৈন্য এবং আয়ুধযুক্ত এই সকল রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রী কি বলশালী ইহাকে বরণ করিবে? ৫২

রাজেন্দ্র যুধাজিৎ সেই নৃপবৃন্দকে বলিলেন—কন্যার জন্য আমি ইহাকে হত্যা করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৫৩

কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ
নাত্র যুদ্ধং প্রকর্তব্যং রাজন্নিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪
বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুল্কস্বয়ংবরঃ
কন্যেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্ত্বিহ ॥ ৫৫
অন্যায়েন ত্বয়া পূর্বমসৌ রাজ্যাৎ প্রবাসিতঃ।
দৌহিত্রায়াপিতং রাজ্যং বলবন্ নৃপসত্তম ॥ ৫৬
কাকুৎস্থোঽয়ং মহাভাগ কোশলাধিপতেঃ সুতঃ।
কথমেনং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭
লপ্স্যসে তৎফলং নূনমনয়স্য নৃপোত্তম।
শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুষ্মন্ জগতোঽস্য জগৎপতিঃ ॥ ৫৮
ধর্মো জয়তি নাধর্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।
মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র ত্যজ পাপমতিং কিল ॥ ৫৯
দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ সোঽপি রূপসমন্বিতঃ।
রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০
অন্যে রাজসুতাঃ কামং বর্তন্তে বলবত্তরাঃ।
কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৬১
কৃতে তথা বিবাদঃ কঃ প্রবদন্তু মহীভুজঃ।
পরস্পরং বিরোধোঽত্র ন কর্তব্যো বিজানতা ॥ ৬২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে স্কন্ধে সুদর্শনাদি-নৃপাণাং স্বয়ংবর-সভাগমনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

তখন নীতিবিৎ কেরলাধিপতি তাঁহাকে বলিলেন—হে রাজন্! ইহা ইচ্ছাস্বয়ংবর, অতএব ইহাতে যুদ্ধ করা উচিত নয় ॥ ৫৪

ইহ ত' শুল্ক স্বয়ংবর নহে, অতএব এখানে বলপূর্বক অপহরণের কোন প্রশ্নই উঠে না। কন্যার ইচ্ছা অনুসারেই এখানে বরণ, অতএব বিবাদ কিরূপে হইবে? ৫৫

হে নৃপোত্তম! আপনি ত' বলপূর্বক অন্যায়ভাবে পূর্বে ইহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন এবং দৌহিত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন ॥ ৫৬

হে মহাভাগ! রঘুবংশীয় এই সুদর্শন ত' কোশলাধিপতির পুত্র, অতএব আপনি নিরপরাধ এই রাজপুত্রকে কি ভাবে হত্যা করিবেন? ৫৭

হে নৃপোত্তম! সেই দুর্নয়ের ফল আপনি অবশ্যই লাভ করিবেন। হে আয়ুষ্মন্! কোন এক জগৎপতি এই জগতের শাসক আছেন ॥ ৫৮

ধর্ম জয়যুক্ত হয়, অধর্ম হয় না। সত্য জয়যুক্ত হয়, মিথ্যা নয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি অনীতি করিবেন না, আপনি পাপমতি পরিত্যাগ করুন ॥ ৫৯

এই রূপবান্ এবং রাজ্যযুক্ত আপনার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে। রাজকন্যা তাহাকেই বা কেন বরণ করিবে না? ৬০

সুদর্শন অপেক্ষাও বলবত্তর অনেক রাজপুত্র আছে। কন্যাস্বয়ংবরে রাজকন্যা শশিকলা তাহাদিগকে এখন বরণ করিতেও পারে ॥ ৬১

হে নৃপগণ! রাজনন্দিনী এইভাবে ইচ্ছা পূর্বক বরণ করিলে আপনাদের বিবাদের অবসর কোথায় বলুন। জ্ঞানবান্ কোন ব্যক্তিরই এখানে পরস্পর বিরোধ করা উচিত নয় ॥ ৬২

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন প্রভৃতি রাজাগণের স্বয়ংবরসভায় আগমন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কেরলরাজস্য বাক্যং শ্রুত্বা যুধাজিতঃ প্রত্যুত্তরদানম্, রাজসভায়াং সুবাহুমাহূয় বিবাহবিষয়ে তস্যাভিপ্রায়-জিজ্ঞাসা, সুবাহোরুত্তরদানম্, সুদর্শনমাহূয় তেন সহ নৃপাণাং কথোপকথনম্, স্বয়ংবরসভায়াং যাতুং শশিকলাং প্রতি নৃপতি-সুবাহোরুক্তিঃ, স্বপিত্রে সুবাহবে শশিকলায়াঃ স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ

ইতিবাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতৌ তদা।
প্রত্যুবাচ মহাভাগ যুধাজিদপি পার্থিবঃ ॥ ১
নীতিরেবং মহীপাল যদ্ভবীতি ভবানিহ।
সমাজে পার্থিবানাং বৈ সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২
যোগ্যেষু বর্ত্তমানেষু কন্যারত্নং কুলোদ্বহ।
অযোগ্যোঽর্হতি ভূপাল ন্যায্যোঽয়ং তব রোচতে ॥ ৩
ভাগঃ সিংহস্য গোমায়ুর্ভোক্তুমর্হতি বা কথম্।
তথা সুদর্শনোঽয়ং বৈ কন্যারত্নং কিমর্হতি ॥ ৪
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্।
কিমন্যায্যং মহারাজ ব্রবীমাহমিহাধুনা ॥ ৫
বলং শুল্কং তথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্ত্তিতম্।
বলবানেব গৃহ্নাতু নাবলস্তু কদাচন ॥ ৬
তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃত্বা নীতিবত্ত্বং বিধীয়তাম্।
অন্যথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭
এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্
আহূতস্তু সভামধ্যে সুবাহুর্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮
সমাহূয় নৃপাঃ সর্বে তমূচুস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
রাজন্ নীতিস্ত্বয়া কার্য্যা বিবাহেঽত্র সমাহিতাঃ ॥ ৯
কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্ব্রবীহি সমাহিতঃ।
পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে নৃপ চেতসি ॥ ১০

সুবাহুরুবাচ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল সুদর্শনঃ।
ময়া নিবারিতাত্তার্থং ন সা প্রত্যেতি মে বচঃ ॥ ১১
কিং করোমি সুতায়া মে ন বশে বর্ত্ততে মনঃ।
সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ।

সম্পন্নভূভুজঃ সর্বে সমাহূয় সুদর্শনম্।
ঊচুঃ সমাগতং শান্তমেকাকিনমতন্দ্রিতম্ ॥ ১৩
রাজপুত্র মহাভাগ কেনাহূতোঽসি সুব্রত।
একাকী যঃ সমায়াতঃ সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ১৪

বিংশ অধ্যায়।

[কেরলরাজের বাক্য শুনিয়া যুধাজিতের প্রত্যুত্তরদান, রাজসভায় সুবাহুকে আহ্বান করিয়া বিবাহ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা, সুবাহুর উত্তর দান, সুদর্শনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত নৃপগণের কথোপকথন, স্বয়ংবর-সভায় যাইবার জন্য শশিকলার প্রতি নৃপতি সুবাহুর উক্তি এবং নিজ পিতা সুবাহুকে শশিকলার স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপন।]

ব্যাস বলিলেন,— হে মহাভাগ। কেরলাধিপতি রাজা তখন এইরূপ বলিলে নৃপতি যুধাজিৎও প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ১

হে মহীপাল। নৃপসমাজে সত্যবাক্ এবং জিতেন্দ্রিয় আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা নীতিসম্মত ॥ ২

কিন্তু হে কুলোদ্বহ। ভূপাল। যোগ্য নৃপসমূহ বিদ্যমান থাকিতে অযোগ্য কন্যারত্নকে গ্রহণ করিবে, এই নীতি আপনার সম্মত হইতেছে ॥ ৩

সিংহের ভাগকে শৃগালের গ্রহণ করা কি সমীচীন? সেইভাবে এই সুদর্শন কি কন্যারত্নকে লাভ করিতে পারে? ৪

ব্রাহ্মণগণের বেদই বল এবং নৃপতিগণের ধনুই বল। হে মহারাজ। আমি এ বিষয়ে কি অন্যায় কথা বলিতেছি ॥ ৫

বিবাহবিষয়ে নৃপতিগণের বলই শুল্করূপে কথিত হয়, অতএব বলবান্‌ই কন্যারত্নকে গ্রহণ করুক, দুর্বল জন যেন কখনও গ্রহণ না করে ॥ ৬

অতএব কন্যা গ্রহণ বিষয়ে শুল্ককে পণ করত নীতিপ্রণয়ন করুন। অন্যথা নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর কলহ হইবে ॥ ৭

নৃপগণের মধ্যে এইভাবে পারস্পরিক বিবাদ প্রবৃত্ত হইলে নৃপোত্তম সুবাহু সভামধ্যে আহূত হইলেন ॥ ৮

তত্ত্বদর্শী নৃপতিবৃন্দ তাঁহাকে আহ্বান করত বলিলেন—হে রাজন্। এই বিবাহে আপনার সুস্থির নীতি করা উচিত ॥ ৯

হে ভূপতে। আপনার অভিলাষ কি তাহা সমাহিত হইয়া বলুন। হে রাজন্। আপনি কাহাকে তনয়া প্রদান করিতে অন্তরে ইচ্ছা করেন? ১০

সুবাহু বলিলেন—পুত্রী সুস্থিরভাবে মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে। আমি তাহাকে বিশেষ ভাবে নিবারণ করিয়াছি, কিন্তু সে আমার কথা শুনিতেছে না ॥ ১১

আমার তনয়ার চিত্ত তাহার বশীভূত নয়—অতএব আমি কি করিতে পারি? সুদর্শন একাই নিরাকুলচিত্তে এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১২

ব্যাস বলিলেন,— প্রখ্যাত নৃপতিগণ সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন। শান্ত, একাকী এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে উপস্থিত সুদর্শনকে তাঁহারা বলিলেন ॥ ১৩

হে সুব্রত মহাভাগ রাজনন্দন। তোমাকে কে আহ্বান করিয়াছে? তুমি ত' এই রাজাদিগের সমাজে একাকী আসিয়াছ ॥ ১৪

ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্বলম্ ।
কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্ত্বং ব্রূহি মহামতে ॥ ১৫

যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্তন্তেঽত্র সমাগমে ।
কন্যার্থং সৈন্যসম্পন্নাঃ কিং ত্বং কর্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬

ভ্রাতা তে সুবলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোঽস্তি জিঘৃক্ষয়া ।
যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কর্তুমাগতঃ ॥ ১৭

গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র যথাতথ্যমুদাহৃতম্ ।
ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে চ যত্নেষ্টং কুরু সুব্রত ॥ ১৮

সুদর্শন উবাচ ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ ।
ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯

অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ ।
স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোঽস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০

নান্যচ্চিকীর্ষিতং মেঽদ্য মামাহ জগদীশ্বরী
তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাস্তু ন সংশয়ঃ ॥ ২১

ন শক্রস্তি সংসারে কোঽপাত্র জগতীশ্বরাঃ ।
সর্বত্র পশ্যতো মেঽদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্ ॥ ২২

যঃ করিষ্যতি শক্রত্বং ময়া সহ নৃপাত্মজাঃ ।
শাস্তা তস্য মহাবিদ্যা নাহং জানামি শক্রতাম্ ॥ ২৩

যদ্ভাবি তদ্বৈ ভবিতা নান্যথা নৃপসত্তমাঃ ।
কা চিন্তা হ্যত্র কর্তব্যা দৈবাধীনোঽস্মি সর্বদা ॥ ২৪

দেব-ভূত-মনুষ্যেষু সর্বভূতেষু সর্বদা
সর্বেষাং তৎকৃতা শক্তির্নান্যথা নৃপসত্তমাঃ ॥ ২৫

সা যং চিকীর্ষতে ভূপং তং করোতি নৃপাধিপাঃ ।
নির্ধনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥২৬

তামৃতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাদয়ঃ ।
ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ॥ ২৭

অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ।
তদাজ্ঞয়া নৃপাস্ত্বৈব সম্প্রাপ্তোঽস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮

সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্যান্ন মম কিং চিন্তনেন বৈ
নাত্র শঙ্কা প্রকর্তব্যা সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৯

তোমার সৈন্য নাই, সচিব নাই, কোশও নাই, বিশাল বলও নাই, তথাপি তুমি আসিয়াছ, ইহার কারণ কি ? এই প্রসঙ্গে তুমি যথার্থ কথা বল ॥ ১৫

নৃপতিগণ কন্যা স্বয়ংবরের জন্য সৈন্যসমন্বিত হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় এস্থানে সমাগত হইয়াছেন। তুমি এস্থানে কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ? ১৬

তোমার বলশালী ও শক্তিমান্ ভ্রাতাও রাজকন্যাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছে। মহাবাহু যুধাজিৎও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগত হইয়াছেন ॥ ১৭

হে রাজপুত্র ! তোমার ইচ্ছা অনুসারে তুমি যাও অথবা থাক। আমরা যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তুমি একান্তই সৈন্যবিহীন, অতএব হে সুব্রত ! তোমার যাহা অভিলাষ তাহা কর ॥ ১৮

সুদর্শন বলিল—আমার বল নাই, সহায় নাই, অর্থও নাই এবং দুর্গও নাই। মিত্রগোষ্ঠীও নাই, কোন সুহৃদ্‌ও নাই। কোন নৃপবৃন্দও আমার রক্ষকরূপে বিদ্যমান নাই ॥ ১৯

এখানে স্বয়ংবর হইতেছে শুনিয়া দেখিবার জন্য আসিয়াছি। দেবী ভগবতী স্বয়ং স্বপ্নে আমাকে এ-বিষয়ে প্রেরিত করিয়াছেন —ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২০

জগদীশ্বরী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিব। অপর কোন চিকীর্ষা আমার নাই। তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই ঘটিবে—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ২১

হে নৃপবৃন্দ ! এই জগতে সর্বত্র আমি জননী জগদম্বিকাকে দেখিতেছি, অতএব কোন শত্রুই আমার চোখে পড়িতেছে না ॥ ২২

হে নৃপবৃন্দ ! যে আমার সহিত শত্রুতা করিবে, মহাবিদ্যাই তাহাকে শাসন করিবেন। আমি কোন শত্রুতা জানি না ॥ ২৩

হে উত্তম নৃপতিবৃন্দ ! যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাহার অন্য প্রকার হইবার নয়। এ বিষয়ে চিন্তা করিবার কি আছে ? আমি সর্বদা দৈবের অধীন ॥ ২৪

হে নৃপোত্তমগণ ! দেব, ভূত ও মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সেই মহামায়ারই শক্তি বিদ্যমান, অন্য প্রকার নয় ২৫

হে নরপতিগণ ! তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সে নির্ধন মানুষ হইলেও তাহাকে রাজা করেন। অতএব আমার এখন চিন্তা করিবার কি থাকিতে পারে ? ২৬

সেই পরমা শক্তিকে বাদ দিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণও স্পন্দিত হইতে পারেন না। অতএব হে নৃপবৃন্দ ! আমার চিন্তার অবসর কোথায় ? ২৭

হে নৃপতিবর্গ ! সমর্থ অথবা অসমর্থ অথবা যে প্রকার বা সে প্রকার আমি হইতে পারি। কিন্তু তাঁহার আদেশেই এই স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৮

তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা করিবেন ; আমার চিন্তা

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেঽত্রাপি পার্থিবাঃ।
ভগবত্যাস্তু লজ্জাস্তি তদধীনোঽস্মি সর্বদা ॥৩০

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য তদাকর্ণ্য বচনং রাজসত্তমাঃ
উচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১
সত্যমুক্তং ত্বয়া সাধো ন মিথ্যা কর্হিচিদ্ ভবেৎ।
তথাপ্যুজ্জয়িনীনাথস্ত্বাং হন্তুং পরিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩২
ত্বৎকৃতেন দয়াদিষ্টাস্ত্বাং ব্রবীমো মহামতে।
যদ্ যুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ॥ ৩৩

সুদর্শন উবাচ।

সত্যমুক্তং ভবদ্ভিশ্চ কৃপাবদ্ভিঃ সুহৃজ্জনৈঃ।
কিং ব্রবীমি পুনর্ব্বাক্যমুক্ত্বা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪
ন মৃত্যুঃ কেনচিদ্ ভাব্যঃ কস্যচিদ্ বা কদাচন।
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ৩৫
স্ববশোঽয়ং ন জীবোঽস্তি স্বকর্ম্মবশগঃ সদা।
তৎ কর্ম্মত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৩৬

সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্
কালকর্ম্মস্বভাবৈশ্চ ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥৩৭
ন দেবো মানুষং হন্তুং শক্তঃ কালাগমং বিনা।
হতং নিমিত্তমাত্রেণ হন্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮
যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ।
তথা মাতামহোঽপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥৩৯
যত্নকোটিং প্রকুর্ব্বাণো হন্যতে দৈবযোগতঃ।
জীবেদ্ বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০
নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ।
দৈবমেব পরং মত্বা সুস্থিতোঽস্মি সদা নৃপাঃ ॥৪১
স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্।
বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২
পূর্ব্বার্জ্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা।
স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥৪৩
স্বকর্ম্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ
নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্পমতিঃ কিল - ৪৪

করিবার কি আছে? আমি ইহা সত্য বলিতেছি, অতএব আপনাদের এ বিষয়ে চিন্তা করিবার কিছু নাই ॥ ২৯

হে পার্থিববৃন্দ! জয় এবং পরাজয় যাহাই ঘটুক তাহাতে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই। ভগবতীর লজ্জা আছে, আমি সব সময় তাঁহারই অধীন ॥ ৩০

ব্যাস বলিলেন—সুদর্শনের এইরূপ কথা শুনিয়া জ্ঞানী নরাধিপ রাজশ্রেষ্ঠগণ পরস্পরকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১

হে সাধো! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, ইহা কোন সময়ই মিথ্যা হইবে না, তথাপি উজ্জয়িনীরাজ (যুধাজিৎ) তোমাকে হত্যা করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩২

হে মহামতি অনঘ! তোমার জন্যই দয়াপরবশ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি। মনের দ্বারা বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত তাহা কর ॥ ৩৩

সুদর্শন বলিলেন—হে রাজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা কৃপাবান্ বন্ধুলোক ঠিকই বলিয়াছেন। পুনর্ব্বার আমি কি বলিব—এই কথা বলিয়া ॥ ৩৪

কোন লোকের কোনও সময় মরণ চিন্তা করা উচিত নয়। স্থাবর-জঙ্গমময় এই সমস্ত জগৎ দৈবের অধীন ॥ ৩৫

জীবগণ কখনও নিজের বশে নয়, সব সময় নিজ কর্ম্মের বশীভূত। আবার তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বান্‌গণ সেই কর্ম্ম তিন প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬

সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও তৃতীয় প্রারব্ধ (এই তিন প্রকার কর্ম্ম)। কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাবের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৭

যথাসময় বাতীত দেবতারাও মানুষকে হত্যা করিতে সমর্থ হন না। নিত্য কাল সামান্য কারণের দ্বারা বধযোগ্যকে বধ করেন ॥ ৩৮

যেইরূপ শত্রুজয়ী আমার পিতাকে সিংহ বধ করিয়াছিল, সেইরূপই যুদ্ধেতে আমার মাতামহকে যুধাজিৎ বধ করিয়াছেন ॥ ৩৯

কোটি যত্ন করিলেও দৈবযোগেতে জীব নষ্ট হয়, রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও মানুষ সহস্র বৎসর বাঁচিতে পারে ॥ ৪০

হে ধার্ম্মিক নরপতিগণ! কোন সময়ই আমি যুধাজিৎকে ভয় করি না, সব সময় দৈবই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সুস্থ আছি ॥ ৪১

সব সময় ভগবতীরই স্মরণ করি। সেই বিশ্বমাতা দেবী আমার কল্যাণ করিবেন ॥ ৪২

যেহেতু শুভ বা অশুভ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই ভোগ করিতে হয়, নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা বিবেকী পুরুষগণের কিরূপে শোক হইতে পারে? ৪৩

অল্পবুদ্ধি মূর্খ নিজ কর্ম্মফলের দ্বারা দুঃখ পাইয়া নিষ্কর নিমিত্ত কারণেতেই শত্রুতা করে ॥ ৪৪

ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা।
নি:শঙ্কমিহ সম্প্রাপ্ত: সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ৪৫
একাকী দ্রষ্টুকামোঽহং স্বয়ংবরমনুত্তমম্।
ভবিষ্যতি চ যদ্ভাব্যং প্রাপ্তোঽস্মি চণ্ডিকাজ্ঞয়া ॥ ৪৬
ভগবত্যা: প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযত:।
তৎকৃতঞ্চ সুখং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭
যুধাজিৎ সুখমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমা:।
য: করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্স্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজ: স্থিতা:।
সোঽপি স্বমাশ্রমং প্রাপ্য সুস্থিত: সম্বভূব হ ॥ ৪৯
অপরেঽহ্নি শুভে কালে নৃপা: সম্মন্ত্রিতা: কিল।
সুবাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০
দিব্যান্তরণযুক্তেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
উপবিষ্টাশ্চ রাজান: শুভালঙ্করণৈর্যুতা: ॥ ৫১
দিব্যবেশধরা: কামং বিমানেস্বমরা ইব।
দীপ্যমানা: স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২

ইতি চিন্তাপরা: সর্বে কদা সাপ্যাগমিষ্যতি
ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩
যদি সুদর্শনং দৈবাৎ স্রজা সভূষয়েদিহ
বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়: ॥ ৫৪
ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতা:
বাদিত্রঘোষ: সুমহানুত্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫
অথ কাশীপতি: প্রাহ সুতাং স্নাতাং স্বলঙ্কৃতাম্।
মধুকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬
বিবাহোপস্করৈর্যুক্তাং দিব্যাং সিন্ধুসুতোপমাম্।
চিন্তাপরাং সুবসনাং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচ: ॥ ৫৭
উত্তিষ্ঠ পুত্রি সুনসে করে ধৃত্বা শুভাং স্রজম্।
ব্রজ মণ্ডপমধ্যেঽস্মান্ সমাজং পশ্য ভূভুজাম্ ॥ ৫৮
গুণবান্ রূপসম্পন্ন: কুলীনশ্চ নৃপোত্তম:।
তব চিত্তে বসেদ্ যস্তু তং বৃণীষ্ব সুমধ্যমে ॥ ৫৯
দেশদেশাধিপা: সর্ব্বে মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
সংবিষ্টা: পশ্য তদ্বাঙ্গি বরয়স্ব যথারুচি ॥ ৬০

সেইরূপ শত্রুতা, শোক ও ভয় আমি জানি না। সেইহেতু এইস্থানে রাজদিগের সভায় কোনরূপ ভয় পাই নাই ॥ ৪৫

আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় একাকী উৎকৃষ্ট স্বয়ংবর সভা দেখিবার মানসে উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হইবার, তাহাই হইবে ॥৪৬

যেহেতু ভগবতীরই প্রমাণ আমি জানি, অন্য কিছু জানি না, তাঁহারই দেওয়া সুখ-দুঃখই হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না ॥৪৭

হে উত্তম নরপতিগণ! যুবাজিৎ সুখ লাভ করুন, আমার তাহাতে শত্রুতা নাই; যে আমার শত্রুতা করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে ॥ ৪৮

ব্যাস কহিলেন,—এই কথা রাজাদিগকে বলার পর রাজগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলেন, সেই সুদর্শনও নিজ বাসস্থানে যাইয়া সুস্থ থাকিলেন ॥ ৪৯

তারপর সুন্দর স্বয়ংবর সভাতে শুভ সময়ে পরের দিন সুবাহু নৃপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া নৃপতিগণ আসিলেন ॥ ৫০

নির্ম্মিত দিব্য আস্তরণযুক্ত মঞ্চেতে রাজগণ শুভ অলঙ্কারযুক্ত হইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৫১

সেই সব রাজগণ স্বয়ংবর দেখিবার ইচ্ছায় সেস্থানে যেন বিমানেতে দেবতাদের ন্যায় দিব্য বেশ ধারণ করিয়া কন্দর্পের মত শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫২

কখন সেই শশিকলা কন্যা আসিবে, কোন্ ভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ নৃপতিশ্রেষ্ঠকে বরণ করিবে, সেই সমস্ত নৃপতিগণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

যদি এস্থানে মাল্য দ্বারা দৈবাৎ সুদর্শনকে ভূষিত করে তাহা হইলে নরপতিগণের বিবাদ নিশ্চয় হইবে, এবিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৫৪

এইরূপ চিন্তাপরায়ণ সেই সব রাজগণ মঞ্চেতে আছেন; সেই সময় রাজার ভবনে বিরাট্ বাদ্য-বাজনা ও শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৫৫

তারপর যথাযোগ্য অলঙ্কৃত মধুক-মালাসংযুক্ত পট্টবস্ত্র-বিভূষিত স্নানকৃত কন্যাকে কাশীপতি বলিলেন ॥ ৫৬

বিবাহযৌতুকদ্রব্য দ্বারা যুক্ত শুভলক্ষ্মীর ন্যায় শুভ বস্ত্রযুক্ত চিন্তান্বিতা কন্যাকে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন ॥ ৫৭

হে সুনাসিকে কন্যে! তুমি উঠ, হাতে শুভ মালা ধারণ করিয়া আজকে মণ্ডপের মধ্যে যাও, রাজাদিগের সভাকে দেখ ॥ ৫৮

হে সুমধ্যমে! গুণবান্ রূপবান্ কুলীন ও রাজশ্রেষ্ঠ, এইরূপ তোমার মনে যিনি বাস করেন, সেইরূপ রাজাকে বরণ কর ॥ ৫৯

নির্ম্মিত মঞ্চেতে বিভিন্ন দেশের রাজগণ সকলে উপবেশন করিয়াছেন। হে কৃশাঙ্গি! তাঁহাদিগকে অবলোকন কর এবং যথাভিরুচি বরণ কর ॥ ৬০

ব্যাস উবাচ

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী
উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্ম্মসংযুতম্ ॥ ৬১

শশিকলোবাচ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ কিল
কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৬২
ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত ময়েদং বচনং কিল।
একএব বরো নার্য্যা নিরীক্ষ্য স্যান্ন চাপরঃ ॥ ৬৩
সতীত্বং নির্গতং তস্যাঃ যা প্রয়াতি বহূনথ
সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্বে দৃষ্টা মে ভবতাদিতি ॥ ৬৪
স্বয়ংবরে ব্রজং ধৃত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে।
সামান্যা সা তদা জ্ঞাতা কুলটেবাপরা বধূঃ ॥ ৬৫
বারস্ত্রী বিপণে গত্বা তথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্।
গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে ॥ ৬৬

ব্যাস বলিলেন, পিতা এইরূপ কহিলে তাঁহাকে অল্পভাষিণী কন্যা শশিকলা মধুর ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ৬১

শশিকলা বলিলেন—হে পিতঃ! কামুক রাজাদিগের সামনে আমি নিশ্চয় যাইব না। অন্য স্ত্রীলোকগণ যাউন ॥ ৬২

হে পিতঃ! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রেতে এইরূপ বচন নিশ্চয় শুনিয়াছি, নারীর একটি মাত্র বর দ্রষ্টব্য, অন্য বর দ্রষ্টব্য নয় ॥ ৬৩

বিশেষ বহু লোকের প্রতি যে স্ত্রীলোক ধাবিত হয়, তাহার সতীত্ব নষ্ট হইয়া যায়; কারণ, তাঁহারা দেখিয়া মনে মনে ভাবেন এই স্ত্রীলোক আমার হউক ॥ ৬৪

স্ত্রীলোক স্বয়ংবর সভামণ্ডপে যখনই মালা ধারণ করিয়া যায়, সেই কুলবধূও তখন অন্য কুলটার ন্যায় সামান্যা হইয়া যায় ॥ ৬৫

বাজারে কুলটা বা বেশ্যা যাইয়া পুরুষসকলকে থাকিতে দেখিয়া নিজ মনে তাহাদের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখে ॥ ৬৬

নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথা পশ্যতি কামুকম্
তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্য্যে বারস্ত্রিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭
বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্।
পত্নীব্রতং তথা কামং চরিষ্যেঽহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮
সামান্যা প্রথমং গত্বা কৃত্বা সঙ্কল্পিতং বহু।
বৃণোতি চৈকং তদ্বদ্ বৈ বৃণোমি কথমন্য বৈ ॥ ৬৯
সুদর্শনো ময়া পূর্ব্বং বৃতঃ সর্ব্বাত্মনা পিতঃ
তমৃতে নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম ॥ ৭০
বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে
সুদর্শনায় নৃপতে যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১

বেশ্যা যেরূপ এক ভাবে না থাকিয়া কামুক ব্যক্তিগণকে বৃথা দেখে থাকে, সেরূপ কি আমি মণ্ডপে গিয়া বেশ্যার কার্য্য করিব? ৬৭

এই বৃদ্ধগণ যে ধর্ম্ম কার্য্য আচরণ করিয়াছেন, আমি কি এখন সে কার্য্য আচরণ করিব না, আমি এখন ব্রতধারণ করিয়া যথাভিলষিত পত্নীব্রত আচরণ করিব ॥ ৬৮

সামান্যা স্ত্রীলোক যেরূপ স্বয়ংবর সভায় প্রথম গিয়া অনেককে সঙ্কল্প করিয়া একজনকে শেষে বরণ করিয়া থাকেন, আমি কি আজকে তাহাদেরই মত বরণ করিব? ৬৯

হে নৃপশ্রেষ্ঠ পিতঃ! সকল প্রকারে আমি পূর্ব্বে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি, তাঁহাকে ব্যতীত কোন প্রকারে আমি অন্য কাহাকেও বরণ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৭০

হে রাজন্! যদি আমার মঙ্গল কামনা করেন, তবে শুভ দিনে সুদর্শনকে বিবাহ বিধি দ্বারা কন্যা দান করুন ॥ ৭১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে রাজ্ঞাং পরস্পরসংবাদকথনপূর্ব্বকং কন্যায়া বোধবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে রাজাদিগের পরস্পর সংবাদ কথন পূর্ব্বক কন্যার বোধ বর্ণন নামক বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সুতাবাক্যং শ্রুত্বা চিন্তান্বিতস্য সুবাহোর্নৃপসভায়াং গমনম্, তত্র ক্ষমাপ্রার্থনা, তস্য বাক্যমাকর্ণ্য যুধাজিতঃ ক্রোধপ্রকাশঃ, তেন ভীতস্য নৃপস্য ভার্য্যয়া সহ পরামর্শঃ, কন্যাং শশিকলাং বোধয়িতুমুভয়োশ্চেষ্টা, শশিকলায়াঃ প্রেমবর্ণনঞ্চ ।]

ব্যাস উবাচ ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা যুক্তমুক্তং তয়া তদা ।
চিন্তাবিষ্টো বভূবাশু কিং কর্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১
সজ্জতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যাঃ সপরিগ্রহাঃ ।
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধুকামাঃ মহাবলাঃ ॥ ২
যদি ব্রবীমি তান্ সর্ব্বান্ সুতা নায়াতি সাম্প্রতম্ ।
তথাপি কোপসংযুক্তা হন্যুর্মাং দুষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩
ন মে সৈন্যবলং তাদৃঙ্ ন দুর্গবলমদ্ভুতম্ ।
যেনাহং নৃপতীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যাদেষ্টুমিহোৎসহে ॥ ৪
সুদর্শনস্তথৈকাকী হ্যসহায়োঽধনঃ শিশুঃ ।
কিং কর্ত্তব্যং নিমগ্নোঽহং সর্ব্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫
ইতি চিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসন্নিধৌ ।
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬
কিংকর্ত্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে সুতা ।
বহুশঃ প্রেষ্যমাণাপি সা মাত্রাপি ময়াপিচ ॥ ৭
মূর্দ্ধা পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোঽস্মি সাম্প্রতম্ ।
পূজাদিকং গৃহীত্বাশু ব্রজন্তু সদনানি বঃ ॥ ৮
দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্ ।
গৃহীত্বাশু কৃপাং কৃত্বা ব্রজন্তু ভবনান্যুত ॥ ৯
ন বশে মে সুতা বালা যদি ম্রিয়েত খেদিতা ।
তদা মে স্যান্মহদ্দুঃখং তেন চিন্তাতুরোঽস্ম্যহম্ ॥ ১০
ভবন্তঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্যা মহৌজসঃ ।
কিমেতয়া দুহিত্রা মে মন্দয়া দুর্ব্বিনীতয়া ॥ ১১
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি বঃ কামং দাসোঽহমিতি সর্ব্বদা ।
সুতা সুতেব মন্তব্যা ভবদ্ভিঃ সর্ব্বথা মম ॥ ১২

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা সুবাহুবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ ।
যুধাজিৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমুবাচ রুষান্বিতঃ ॥ ১৩

একবিংশ অধ্যায় ।

[কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিত সুবাহুর রাজসভায় গমন, সেস্থানে ক্ষমা প্রার্থনা, তাঁহার বাক্য শুনিয়া যুধাজিতের ক্রোধপ্রকাশ, তাহাতে ভীত হইয়া রাজার ভার্য্যার সহিত পরামর্শ, কন্যা শশিকলাকে বুঝাইবার জন্য উভয়ের চেষ্টা এবং শশিকলার প্রেম বর্ণন ।]

ব্যাস বলিলেন,—তখন কন্যা যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছে, সুবাহুও সেই কথা শুনিয়া শীঘ্র চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। এরপর আমার কি কর্ত্তব্য ? ১

মঞ্চেতে উপবিষ্ট মহাবলশালী রাজগণ সৈন্য-সামন্ত পরিজন-সহ যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মিলিত হইয়াছেন ॥ ২

যদি এখন কন্যা আসিতেছে না বলিয়া সেই সমস্ত নৃপতি-দিগকে বলি, তাহা হইলে ক্রোধযুক্ত হইয়া দুষ্টবুদ্ধি তাঁহারা আমাকে বধ করিবে ॥ ৩

এখানে আমার অভেদ্য দুর্গ বল সেরূপ নাই, যাহাতে আমি সেই সমস্ত নৃপতিগণকে প্রত্যাদেশ দিতে উৎসাহিত হই ॥ ৪

সেইরূপ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, ধনহীন ও বালক, এক্ষেত্রে আমার কি করা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া দুঃখসাগরে আমি নিপতিত হইয়াছি ॥ ৫

এইভাবে চিন্তান্বিত হইয়া রাজা নৃপতিদিগের নিকট গেলেন, তারপর প্রণয়ের দ্বারা অবনত হইয়া প্রণাম করত তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৬

হে নৃপতিগণ। বহু প্রকারে মাতা ও আমা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়াও আমার কন্যা যথাভিমত এই মণ্ডপে আসিতেছে না, এখন কি কর্ত্তব্য ? ৭

এখন আপনাদের পাদে মস্তক নত করিয়া পতিত হইতেছি, আপনাদের দাস হইতেছি, আজকে এই অভ্যর্থনাদি গ্রহণ করিয়া আপনাদের গৃহে আপনারা যান ॥ ৮

আমি আপনাদিগকে প্রচুর রত্ন বস্ত্র গজ রথ প্রদান করিতেছি। দয়া করিয়া সেই সকল লইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউন ॥ ৯

কি করি আমার কন্যা বশে নয় এবং সে বালিকা যদি কোনরূপ খেদ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমার অশেষ দুঃখ হইবে এই জন্যই চিন্তায় আকুল হইতেছি ॥ ১০

আপনারা সকলেই ভাগ্যশালী, মহাতেজস্বী ও দয়াবান্ দুর্ব্বিনীতা মন্দবুদ্ধি আমার এই কন্যাকে লইয়া আপনাদের কি হইবে ॥ ১১

আমি আপনাদিগের দাস, অতএব অনুগ্রহযোগ্য ; দয়া করিয়া আপনারা আমার কন্যাকে স্বীয়কন্যা বলিয়াই বিবেচনা করুন ॥ ১

রাজান্ মূর্খোঽসি কিং ব্রূষে কৃত্বাকার্য্যং সুনিন্দিতম্
স্বয়ংবরঃ কথং মোহাদ্ রচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪
মিলিতা ভূভুজাঃ সর্ব্বে ত্বয়াহূতাঃ স্বয়ংবরে।
কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫
অবমান্য নৃপান্ সর্ব্বাংস্ত্বং কিং সুদর্শনায় বৈ।
দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্য্যমতঃ পরম্ ॥ ১৬
বিচার্য্য পুরুষেণাদৌ কার্য্যং বৈ শুভমিচ্ছতা।
আরব্ধব্যং ত্বয়া তত্তু কৃতং রাজন্নজানতা ॥ ১৭
এতান্ বিহায় নৃপতীন্ বলবাহনসংবৃতান্।
বরং সুদর্শনং কর্ত্তুং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮
অহং ত্বাং হন্মি পাপিষ্ঠ তথা পশ্চাৎ সুদর্শনম্।
দৌহিত্রায়াদ্য মে কন্যাং দাস্যামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯
ময়ি তিষ্ঠতি কোঽন্যোঽস্তি যঃ কন্যাং হর্ত্তুমিচ্ছতি।
সুদর্শনঃ কিয়ানন্ধ নির্ধনো নির্বলঃ শিশুঃ ॥ ২০
ভারদ্বাজাশ্রমে পূর্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া।
নাদ্যাহং মোচয়িষ্যামি সর্ব্বথা জীবিতং শিশোঃ ॥ ২১
তস্মাদ্ বিচার্য্য সমাক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যয়া সহ
দৌহিত্রায় প্রিয়াং কন্যাং দেহি মে সুব্রতং কিল ॥ ২২
সম্বন্ধী ভব দত্ত্বা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্।
উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা শুভমিচ্ছতা ॥ ২৩
সুদর্শনায় দত্ত্বা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্।
একাকিনেঽপ্যরাজ্যায় কিং সুখং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৪
কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং সুহৃজ্জনম্।
দৃষ্ট্বা কন্যা প্রদাতব্যা নান্যথা সুখমিচ্ছতা ॥ ২৫
পরিচিন্ত্য ধর্ম্মং ত্বং রাজনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কৃথা মতিমন্যথা ॥ ২৬
সুহৃদসি মমাত্যর্থং হিতস্তে প্রব্রবীম্যহম্।
সমানয় সুতাং রাজন্ মণ্ডপে তাং সখীবৃতাম্ ॥ ২৭
সুদর্শনমৃতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যসৌ
বিগ্রহো মে তদা ন স্যাদ্ বিবাহোঽস্য ভবেদ্ধিতঃ ॥ ২৮
অন্যে নৃপতয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ সবলাঃ সমাঃ
বিরোধঃ কীদৃশস্তেন বৃণেদ যদি নৃপোত্তম ॥ ২৯

ব্যাস বলিলেন,—সুবাহুর এরূপ বাক্য শুনিয়া কোন রাজা কিছু বলিলেন না। কেবল যুবাজিৎ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষের সহিত বলিলেন ॥ ১৩

হে রাজন্! তুমি মূর্খ; যদি সংশয় ছিল, তবে কেন মোহের বশে স্বয়ংবর সভা করিলে? এরূপ নিন্দিত কার্য্য করে এখন কি বলিতেছ? ১৪

স্বয়ংবর সভায় তোমার নিমন্ত্রিত সমস্ত রাজগণ মিলিত হইয়াছেন। তখন কিরূপে আজকে রাজাগণ নিজের গৃহপ্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন? ১৫

তুমি কি সমস্ত রাজগণকে অবমাননা করিয়া অতঃপর তোমার কন্যাকে সুদর্শনকে দিতে ইচ্ছা কর? ওঃ ইহা অপেক্ষা অন্যায় কার্য্য আর কি আছে? ১৬

যে পুরুষ নিজের শুভ কামনা করে সে আগে বিচার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করে, হে রাজন্! তুমি না জানিয়াই ইহা আরম্ভ করিয়াছ ॥ ১৭

এই সমস্ত বল-বাহনসংবৃত রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য সুদর্শনকে এখন বর করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ১৮

হে পাপিষ্ঠ নৃপ! তোমাকে আগে বধ করিব পরে সুদর্শনকে বধ করিব। আমার দৌহিত্রকে তোমার কন্যা প্রদান করিব,—ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ১৯

নির্ধন দুর্বল বালক সুদর্শন ত' তুচ্ছ! আমি থাকিতে কন্যা হরণ করিতে এমন কে আছে? ২০

আমি পূর্ব্বে ভরদ্বাজমুনির সম্মান রক্ষার্থে তাঁহার আশ্রমে সুদর্শনকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমি কোন প্রকারে এই বালকের জীবন রক্ষা করিব না ॥ ২১

অতএব তুমি ভার্য্যা ও কন্যার সহিত সমাক বিচার করিয়া আমার দৌহিত্রকে সুলোচনা প্রিয় কন্যা সম্প্রদান কর ॥ ২২

তুমি এই মনোরমা কন্যাকে আমার দৌহিত্র হস্তে দান করিয়া আমার কুটুম্ব হও। সব সময় মঙ্গল কামনাকারীর উন্নত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ২৩

তুমি এই রাজাহীন অসহায় সুদর্শনকে সুলক্ষণা প্রাণপ্রিয়া কন্যাদান করিয়া কি সুখের অভিলাষ করিতেছ? ২৪

কুল, ধন, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও সুহৃদ দেখিয়া কন্যা দান করা উচিত। অন্যথায় কেহ সুখী হয় না ॥ ২৫

অতএব তুমি ধর্ম্ম ও চিরন্তন রাজনীতির বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য কার্য্য কর। অন্যরূপ বুদ্ধি করিও না ॥ ২৬

হে রাজন্! তুমি আমার অত্যন্ত বন্ধুলোক, তোমাকে হিত-কথা বলিতেছি। এখন স্বয়ংবর সভায় সখীপরিবেষ্টিত কন্যাকে আনয়ন কর ॥ ২৭

তোমার কন্যা সুদর্শন ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তিকে বরণ

অন্যথাহং হরিষ্যেঽদ্য বলাৎ কন্যামিমাং শুভাম্।
মা বিরোধং সুহৃৎসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ

সুধাজিতা সমাদিষ্টঃ সুবাহুঃ শোকসংযুতঃ
নিঃশ্বসন্ ভবনং গত্বা ভার্য্যাং প্রাহ শুচাবৃতঃ ॥ ৩১

পুত্রীং ব্রূহি সুধর্ম্মজ্ঞে কলহে সমুপস্থিতে।
কিংকর্ত্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোঽস্মি সুলোচনে ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ।

সা শ্রুত্বা পতিবাক্যান্তে গত্বা প্রাহ সুতান্তিকম্।
বৎসে রাজাস্তিহুঃখার্ত্তঃ পিতা তেঽদ্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৩৩

ত্বদর্থে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোঽস্তু ভূভৃতাম্।
অন্যং বরয় সুশ্রোণি সুদর্শনমৃতে নৃপম্ ॥ ৩৪

যদি সুদর্শনং বৎসে হঠাদ্বা বৈ বরিষ্যসি।
সুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব হনিষ্যতি বলান্বিতঃ ॥ ৩৫

সুদর্শনঞ্চ রাজাসৌ বলমত্তঃ প্রতাপবান্।
দ্বিতীয়স্তে পতিঃ পশ্চাদ্ভবিতা কলহে সতি ॥ ৩৬

তস্মাৎ সুদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্যং নৃপোত্তমম্।
সুখমিচ্ছসি চেন্মহ্যং তুভ্যং বা মৃগলোচনে ॥ ৩৭

ইতি মাত্রা বোধিতায়াং তাং পশ্চাদ্ রাজাপ্যবোধয়ৎ।
উভয়োর্ব্বচনং শ্রুত্বা নির্ভয়োবাচ কন্যকা ॥ ৩৮

কন্যোবাচ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ জানামি চ ব্রতং মম।
নান্যং বৃণোমি ভূপালং সুদর্শনমৃতে ক্বচিৎ ॥ ৩৯

বিভেষি যদি রাজেন্দ্র নৃপেভ্যঃ কিল কাতরঃ।
সুদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জ্জয় পুরাদ্বহিঃ ॥ ৪০

স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ।
ভবিতব্যান্ত পশ্চাদ্বৈ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪১

নাত্র চিন্তাত্বয়া কার্য্যা ভবিতব্যো নৃপোত্তম।
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২

করিলে আমার কোন প্রকার বিরোধ নাই, তখন তুমি নিজ-মতানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিও ॥ ২৮

অন্য নরপতিগণের কুল ও বলাদি সমান। অতএব হে নৃপোত্তম! যদি তোমার কন্যা তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বরণ করে, তাহাতে আর বিরোধ কি? ২৯

কিন্তু হে পার্থিবসত্তম! ইহার অন্যথা হইলেই আজকে তোমার সেই সুলক্ষণা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিব। দেখ যেন ভীষণ বিবাদে পতিত না হও ॥ ৩০

ব্যাস বলিলেন—সুধাজিৎ এইরূপ বলিলে সুবাহু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গৃহে গিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ভার্য্যাকে বলিলেন—অয়ি সুধর্ম্মজ্ঞে! তুমি তোমার কন্যাকে বল যে, অয়ি সুলোচনে! তোমার পিতা বলিতেছেন—রাজগণের সহিত বিবাদ ঘটিলে আমি কি করিব; যাহা করিতে হয় কর, আমি এখন তোমার বশতাপন্ন হইয়াছি ॥ ৩১-৩২

ব্যাস বলিলেন—রাজপত্নী স্বামীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যার নিকটে গিয়া বলিলেন,—বৎসে! তোমার পিতা আজ বড়ই দুঃখার্ত্ত হইতেছেন। আজকে তোমার জন্য সমস্ত রাজাদের সহিত নিশ্চয় বিরোধ ঘটিবে ॥ ৩৩

অতএব হে সুশ্রোণি! সুদর্শন ভিন্ন অপর যাহাকে হয় বরণ কর। অন্যথায় আজকে তোমার জন্য অন্য রাজাদের সহিত ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইবে ॥ ৩৪

হে বৎসে! যদি হঠাৎ তুমি সুদর্শনকে বরণ কর, তাহা হইলে অত্যন্ত বলমত্ত প্রতাপশালী বলবান্ সুধাজিৎ তোমাকে, আমাকে ও সুদর্শনকে সংহার করিবে। সুতরাং বিবাদ উপস্থিত হইলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তিই তোমার পতি হইবে ॥ ৩৫-৩৬

অতএব হে মৃগলোচনে! যদি তুমি নিজের ও আমার সুখ ইচ্ছা কর, তবে সুদর্শনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে কোন নৃপবরকে বরণ কর ॥ ৩৭

মাতা এইরূপ বুঝাইলে পর রাজাও বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু কন্যা শশিকলা উভয়ের বাক্য শ্রবণান্তর নির্ভয়ে বলিল ॥ ৩৮

কন্যা বলিল—হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন, কিন্তু আপনি ত' আমার ব্রত জানেন যে, আমি সুদর্শন ব্যতীত অন্য কোন রাজাকে কখনও বরণ করিব না ॥ ৩৯

হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি নৃপগণ হইতে ভীত ও কাতর হইয়া থাকেন, তবে আমায় সুদর্শনকে দান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন ॥ ৪০

সুদর্শন আমাকে রথে লইয়া আপনার নগর হইতে নির্গত হইবেন। পরে যাহা হইবার তাহাই হইবে, কখনও অন্যথা হইবে না ॥ ৪১

রাজোবাচ।

ন পুত্রি সাহসং কার্য্যং মতিবদ্ভিঃ কদাচন।
বহুভির্ন বিরোধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ॥ ৪৩
বিসৃক্ষ্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ।
রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুরসাম্প্রতম্॥ ৪৪
যদি তে রোচতে বৎসে পণং সংবিদধাম্যহম্
জনকেন যথা পূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে॥ ৪৫
শৈবং ধনুর্যথা তেন ধৃতং কৃত্বা পণং তথা
তথাহমপি তদ্বঙ্গি করোম্যদ্য দুরাসদম্॥ ৪৬
বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ব্রজেৎ।
পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥৪৭
সুদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদ্ বলবত্তরঃ।
পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সর্ব্বথা॥ ৪৮
এবং কৃতে নৃপাণান্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ।
সুখেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃ পরম্॥৪৯

হে নৃপোত্তম। ভবিতব্য বিষয়ে এখানে আপনি চিন্তা করিবেন না। এখানে যাহা হইবার তাহাই হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৪২

রাজা বলিলেন—হে পুত্রি। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কখনও সাহস করা উচিত নয়। বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, বহু লোকের সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৪৩

এবং আমি সুদর্শনকে কন্যাদান করিয়া কিরূপেই বা একাকী বিদায় করিব? সমুদয় রাজগণ শত্রু হইলে কোন্ অকার্য্য না করিতে পারেন? ৪৪

হে বৎসে। যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে পূর্ব্বে যেমন জনক রাজা সীতার স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পণ করি॥ ৪৫

হে তন্বঙ্গি। তিনি যেরূপ হরধনু ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ আজ দুঃসাধ্য পণ করি॥ ৪৬

যে পণ করিলে পর পণের দ্বারা রাজাগণের বিবাদ প্রশমিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সেই পণ পালন করিতে পারিবে, সেই তোমার ভর্ত্তা হইবে॥ ৪৭

এতে সুদর্শনই হউক অথবা যে কোন বলশালী ব্যক্তিই হউন পণ রক্ষা করিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন॥ ৪৮

এইরূপ করিলে নৃপতিগণের বিবাদ প্রশমিত হইবে। তার পরে আমিও সুখে তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব॥ ৪৯

কন্যোবাচ

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মূর্খকৃত্যমিদং যতঃ।
ময়া সুদর্শনঃ পূর্ব্বং বৃতশ্চেতসি নান্যথা॥ ৫০
কারণং পুণ্য-পাপানাং মন এব মহীপতে।
মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ॥ ৫১
কৃতে পণে মহারাজ সর্ব্বেষাং বশগা হ্যহম্।
একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ॥৫২
কিং কর্ত্তব্যং তদা তাত বিবাদে সমুপস্থিতে।
সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্য্যে মতিং নাহং করোম্যতঃ॥ ৫৩
মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র দেহি সুদর্শনায় মাম্।
বিবাহং বিধিনা কৃত্বা শং বিধাস্যতি চণ্ডিকা॥ ৫৪
যন্নামকীর্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ।
তাং স্মৃত্বা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতন্দ্রিতঃ॥ ৫৫
গত্বা বদ নৃপেভ্যস্ত্বং কৃতাঞ্জলিপুটোঽদ্য বৈ।
আগন্তব্যঞ্চ ঋং সর্ব্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে॥ ৫৬

কন্যা বলিলেন—আপনার কথায় আমি এখন সন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। (কারণ আপনি যাহা বলিলেন) উহা ত' মূর্খের কার্য্য। যাহা হউক পূর্ব্বে আমি যখন (চিত্তপটে) মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি, তখন কিছুতেই তাহার অন্যথা করিব না॥ ৫০

হে মহীপতে। মনই যখন পাপ-পুণ্যের কারণ, তখন যাহাকে মনোমধ্যে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য জনকে বরণ করিতে কি করিয়া পারিব? ৫১

হে মহারাজ। পণ নির্দ্ধারণ করিলে ত' আমি সকলের বশীভূতা হইয়া পড়িলাম। তখন একজন, দুইজন বা বহুজন পণ রক্ষা করিতে পারে॥ ৫২

হে তাত। তখন কে পাইবে বলিয়া বিবাদ ঘটিলে আমি কি করিব বলুন দেখি, এইরূপ সংশয়াধিষ্ঠিত কার্য্যে কিছুতেই আমি সম্মতি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না॥ ৫৩

হে রাজেন্দ্র। আপনি চিন্তা করিবেন না। যথাবিধি বিবাহ কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্বক সুদর্শনকে আমায় দান করুন। ভগবতী চণ্ডিকা আমাদের মঙ্গল করিবেন॥ ৫৪

যাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই দুঃখসমূহ বিলয় পায়, আপনি সমাহিতচিত্তে সেই পরমা শক্তিকে স্মরণ করিয়া কার্য্য সমাধা করুন॥ ৫৫

আপনি এখন নৃপতিগণের কাছে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলুন, কন্যা স্বয়ংবর সভায় আপনারা সকলে উপস্থিত হইবেন॥ ৫৬

ইত্যুক্ত্বা ত্বং বিসৃজ্যাশু সর্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্ ।
বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ॥ ৫৭
পারিবর্হং যথাযোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জ্জয় ।
গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিসুতঃ কিল ॥ ৫৮
কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ ।
ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৯
সোঽপি রাজসুতস্তৈস্তু সংগ্রামং সংবিধাস্যতি ।
দৈবাস্মৃধে মৃতে তস্মিন্ মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৬০

হে নৃপ। আপনি এই কথা বলিয়া সমুদয় রাজগণকে আবাসে পাঠাইয়া দিয়া বেদবিধি অনুসারে আমার বিবাহ দিন ॥ ৫৭

যথাযোগ্য যৌতুক-দ্রব্য দিয়া সুদর্শনকে বিদায় করুন। ধ্রুবসন্ধি-পুত্র নিশ্চয় আমাকে লইয়া যাইবেন ॥ ৫৮

কোনও সময় সেই নৃপতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হন, তখন চণ্ডিকাদেবী আমাদের সাহায্য করিবেন ॥ ৫৯

সেই রাজপুত্র সুদর্শনও সেই সমস্ত রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধে

স্বস্তি তেঽস্তু গৃহে তিষ্ঠ দত্ত্বা মাং সহসৈন্যকঃ ।
একৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্দ্ধং রিরংসয়া ॥ ৬১

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ ।
মতিং চক্রে তথা কর্ত্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতেঃ কন্যায়া মতানুসরণং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

প্রবৃত্তি হইবেন। দৈবক্রমে সমরে যদি সুদর্শন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে আমিও জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৬০

আপনার মঙ্গল হউক! আমার সুদর্শনকে দান করত সৈন্যগণসহ ঘরে থাকুন। ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সহিত আমি একাকিনীই যাইব ॥ ৬১

ব্যাস বলিলেন—রাজা সুবাহু শশিকলার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাহাতে বিশ্বাস করত স্থিরনিশ্চয় হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৬২

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতার তৃতীয় স্কন্ধে কাশীরাজের কন্যার মতানুসরণনামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[স্বঃ স্বয়ংবরো ভবিষ্যতীতি নিগদ্য সুবাহুনা নৃপেভ্যঃ সান্ত্বনাদানম্, শশিকলয়া সহ সুদর্শনস্য বিবাহবর্ণনম্, বিবাহবার্ত্তাং শ্রুত্বা রাজ্ঞাং ক্রোধঃ, তৈর্মার্গস্যাবরোধশ্চ ।]

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা সুতাবাক্যমনিন্দিতাত্মা
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জগাদ ।
ব্রজন্তু কামং শিবিরাণি ভূপাঃ
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাস্যে ॥ ১
ভক্ষ্যাণি পেয়ানি ময়ার্পিতানি
গৃহ্ণন্তু সর্ব্বে ময়ি সুপ্রসন্নাঃ ।
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেঽত্র
সমেত্য সর্ব্বৈরিহ সংবিধেয়ম্ ॥ ২

নায়াতি পুত্রী কিল মণ্ডপেঽদ্য
করোমি কিং ভূপতয়োঽত্র কামম্ ।
প্রাতঃ সমাশ্বাস্য সুতাং নয়িষ্যে
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরাণি ভূপাঃ ॥ ৩
ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে
কৃপা বিধেয়া সততং হ্যপত্যে ।
বিধায় তাং প্রাতরিহানয়িষ্যে
সুতাস্তু গচ্ছন্তু নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

['আগামীকাল স্বয়ংবর হইবে' এই কথা বলিয়া সুবাহু কর্ত্তৃক নৃপগণকে সান্ত্বনাদান, শশিকলার সহিত সুদর্শনের বিবাহবর্ণন, বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজাদের ক্রোধ এবং তাহাদের দ্বারা পথ অবরোধ।]

ব্যাস বলিলেন,—অনিন্দিতাত্মা নৃপতি সুবাহু কন্যাবাক্য শ্রবণানন্তর নৃপতিগণের নিকটে গিয়া বলিলেন,—হে ভূপালগণ। অদ্য আপনারা শিবিরে যান, কল্য কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১

আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মৎপ্রদত্ত অন্ন-পানাদি গ্রহণ করুন। আগামী দিনে আপনারা এই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ॥ ২

হে ভূপতিগণ। আমি কি করি বলুন, আমার কন্যা কিছুতেই আজ সভামণ্ডপে আসিতেছে না। আমি প্রাতঃকালে তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া আনয়ন করিব, অতএব অদ্য আপনারা স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিজ আশ্রিত সন্তানের প্রতি দয়া করাই উচিত, কখনও বিরোধ করা কর্ত্তব্য নয়। আমি কল্য প্রাতঃকালে

ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিত্তে
প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্ ।
সর্ব্বৈঃ সমেত্যাত্র নৃপৈঃ সমেতৈঃ
স্বয়ংবরঃ সর্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫
শ্রুত্বা নৃপাস্তেঽবিতথং বিদিত্বা
বচো যযুঃ স্বানি নিকেতনানি ।
বিধায় পার্শ্বে নগরস্য রক্ষাং
চক্রুঃ ক্রিয়া মধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬
সুবাহুরপ্যার্য্যজনৈঃ সমেত-
শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে ।
পুত্রীং সমাহূয় গৃহে সুগুপ্তে
পুরোহিতৈর্বেদবিদাং বরিষ্ঠৈঃ ॥ ৭
স্নানাদিকং কর্ম্ম বরস্য কৃত্বা
বিবাহভূষাকরণং তথৈব ।
আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ
তস্যার্হণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮
সবিষ্টরং চাচমনীয়মর্ঘ্যং
বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বে ।
সমর্প্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র
ঐচ্ছৎ সুতাদানমহীনসত্ত্বঃ ॥ ৯
সোঽপ্যগ্রহীৎ সর্বমদীনচেতাঃ
শশাম চিন্তাথ মনোরমায়াঃ ।
কন্যাং সুকেশীং নিধিকন্যকাসমাং
মেনে তদাত্মানমনুত্তমঞ্চ ॥ ১০
সুপূজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-
র্বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্ ।
নিন্যুশ্চ তে কৌতুকমণ্ডপান্তং
মুদান্বিতা বীতভয়াশ্চ সর্বে ॥ ১১
সমাপ্তভূষাং বিধিবদ্ বিধিজ্ঞাঃ
স্ত্রিয়শ্চ তাং রাজসুতাং সুযানে ।
আরোপ্য নিন্যুর্বরসন্নিধানং
চতুষ্কযুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২
অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোঽসৌ
হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে ।
আহ্বায়য়ত্তৌ কৃতকৌতুকৌ তু
বধূবরৌ প্রেমযুতৌ নিকামম্ ॥ ১৩

নিশ্চয়ই কন্যাকে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা দয়া করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪

অদ্য ইচ্ছাপণ বা সৌর্য্যপণ যাহা আপনাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা মনে মনে বিচার করিয়া প্রাতঃকালে বিবাহ সম্পাদন করিব। অথবা আপনারা সমস্ত নৃপতি মিলিত হইয়া এস্থানে আগমন পূর্বক সকলের মতানুরূপ স্বয়ংবর কার্য্য সম্পাদন করিবেন ॥ ৫

সুবাহুর এই কথা শুনিয়া নৃপতিগণ সত্যবোধে স্ব স্ব আবাসে গমন পূর্বক নগরের চতুঃপার্শ্বে রক্ষা বিধান করিয়া মধ্যাহ্ন কালোচিত সমস্ত কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন ॥ ৬

এদিকে সুবাহুও মাননীয় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া একটি সুগুপ্ত গৃহে কন্যাকে ডাকাইয়া বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরোহিতগণের সহিত বিবাহকালোচিত কার্য্যসকল সম্পন্ন করিলেন ॥ ৭

ভূমিপতি বরের স্নানাদি কার্য্যসকল সমাপনান্তে তাহার বিবাহ-কালোচিত বেশভূষাদি করাইয়া গৃহমধ্যে বেদিকার উপরে জামাতাকে আনয়ন পূর্বক তাহার অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ৮

উন্নতমনা নৃপতি সুবাহু আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, পট্ট-বস্ত্রযুগ্ম, একটি গরু, দুইটি কুণ্ডল প্রদান করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৯

উদারচেতা সুদর্শনও সেই সকল দ্রব্য ও রাজতনয়াকে গ্রহণ করিলেন। তখন মনোরমার চিন্তা দূর হইল এবং তিনি সেই সুকেশিনী রাজনন্দিনীকে সাগরকন্যা লক্ষ্মী-সদৃশী কন্যা মনে করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন ॥ ১০

তখন সমস্ত মন্ত্রিগণ পরম আনন্দিত হইয়া নির্ভয়ে বসন-ভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত উত্তম বর সুদর্শনকে কৌতুক-মণ্ডপে লইয়া গেলেন ॥ ১১

এদিকে বিবাহবিধিবিষয়ে অভিজ্ঞা রমণীগণও নৃপনন্দিনী শশিকলাকে যথোচিত বেশভূষাদি দ্বারা সুশোভিতা করিয়া সুন্দর স্থানে সংস্থাপন পূর্বক বেদিকাসমন্বিত গৃহমধ্যে বরের নিকট লইয়া গেল ॥ ১২

তারপর পুরোহিত যথাবিধি অগ্নি স্থাপন পূর্বক তন্মধ্যে আহুতি প্রদান করিয়া পরস্পর প্রেমাসক্ত বর-বধূর কৌতুকক্রিয়া-বসানে তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন ॥ ১৩

লাজাবিসর্গং বিধিবদ্ বিধায়
কৃত্বা হুতাশস্য প্রদক্ষিণাঞ্চ।
তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ
সর্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪
শতদ্বয়ং চাশ্বযুজাং রথানাং
সুভূষিতঞ্চাপি শরৌঘসংযুতম্।
দদৌ নৃপেন্দ্রস্তু সুদর্শনায়
সুপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫
মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ
গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্।
শতং সপাদং নৃপসুনবেঽসৌ
দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ১৬
দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ
করেণুকানাঞ্চ শতং সুচারু।
সমর্পয়ামাস বরায় রাজা
বিবাহকালে মুদিতোঽনুবেলম্ ॥ ১৭
অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং
সর্বায়ুধৈঃ সম্ভৃতভূষিতঞ্চ।
রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি
দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮

পরে বরবধূ বিধিবৎ লাজাহোম সমাপনান্তে অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্বক কৌলিক ও গোত্রানুযায়িক সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৪

তারপর নৃপেন্দ্র সুবাহু জামাতা সুদর্শনকে অস্ত্রসমন্বিত শর-সমূহপূর্ণ সুন্দররূপে সুসজ্জিত দুই শত রথ বিবাহে যৌতুক দিলেন ॥ ১৫

এই নৃপেন্দ্র হৃষ্ট হইয়া প্রেমপূর্ণহৃদয়ে গিরিশৃঙ্গতুল্য সমুন্নত-শরীর স্বর্ণালঙ্কারভূষিত এক শত পঞ্চবিংশতি মদমত্ত মাতঙ্গ দিলেন ॥ ১৬

স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত শত দাসী সুন্দর শতসংখ্যক হস্তিনী রাজা সুবাহু হর্ষান্বিত হইয়া বিবাহকালে বরকে প্রতিনিয়ত যেন সমর্পণ করিতে থাকিলেন ॥ ১৭

পুনঃ মহামূল্য ভূষণে ভূষিত সর্ব্ববিধ আয়ুধধারী সহস্র ভৃত্য, বিবিধ রত্ন, যথোচিত বস্ত্রনিচয়, দিব্য ও বিচিত্র ঊর্ণাতন্তু বিনির্ম্মিত আস্তরণসকল তাহাকে দিলেন ॥ ১৮

পুনর্ব্বার রমণীয় সুপ্রশস্ত বিচিত্র বাসগৃহসমূহ এবং দুই সহস্র
দদৌ পুনর্ব্বাসগৃহাণি তস্মৈ
রম্যাণি দীর্ঘাণি বিচিত্রিতানি।
সিন্ধুদ্ভবানাং তুরগোত্তমানা-
মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং সুরম্যম্ ॥ ১৯
ক্রমেলকানাঞ্চ শতত্রয়ং বৈ
প্রত্যাদিশদ্ভারভৃতাং সুচারু।
শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং
তস্মৈ দদৌ ধান্যরসৈঃ প্রপূরিতাম্ ॥ ২০
মনোরমাং রাজসুতাং প্রণম্য
জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ।
দাসোঽস্মি তে রাজসুতে বরিষ্ঠে
তদ্ ব্রূহি যৎ স্যাত্তু মনোগতং তে ॥ ২১
তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি
স্বস্ত্যস্তু তে ভূপ কুলস্য বৃদ্ধিঃ।
সম্মানিতাহং মম সূনবে ত্বয়া
দত্তা যতো রত্নবরা স্বকন্যা ॥ ২২
ন বন্দিপুত্রী নৃপ মাগধী বা
স্তোমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহন্তরম্।
সুমেরুতুল্যস্তু কৃতঃ সুতোঽস্য মে
সম্বর্দ্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন ॥ ২৩

সিন্ধু দেশজাত উৎকৃষ্ট সুন্দর অশ্ব, তাঁহাকে দিলেন ॥ ১৯

তারবহনক্ষম তিন শত উত্তম উষ্ট্র এবং ধান্যরস পরিপূর্ণ দুই শত উৎকৃষ্ট শকট বিবাহের যৌতুক তাহাকে দিলেন ॥ ২০

অনন্তর রাজা সুবাহু রাজপুত্রী মনোরমাকে অগ্রে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন। হে পরম পূজনীয়া রাজ-সুতে! আমি আপনার দাস, অতএব এক্ষণে আপনার যাহা মনোগতভাব, তাহা আমায় বলুন ॥ ২১

তচ্ছ্রবণে মনোরমাও তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন, হে ভূপ। আপনার মঙ্গল হউক, আপনার কুলবৃদ্ধি হউক, আপনি আমার পুত্রকে রত্নস্বরূপা নিজ তনয়া দান করিয়া আমার সমধিক সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন ॥ ২২

হে নৃপবর! আমি বন্দিপুত্রী বা স্তুতিবাদিকা নই, সুতরাং আমি আর আপনার মত মহত্তর স্বজনকে কি স্তুতিবাদ করিব? এইমাত্র বলিতে পারি যে, নৃপকুলাগ্রগণ্য আপনি আমার পুত্রের শ্বশুর হইয়া তাহাকে সুমেরুর ন্যায় শ্লাঘ্য ও বর্দ্ধিত করিলেন ॥ ২৩

অহোঽতিচিত্রং নৃপতেশ্চরিত্রং
পরং পবিত্রং তব কিং বদামি
যদ্ ভ্রষ্টরাজ্যায় সুতায় মেঽদ্য
দত্তা ত্বয়া পূজ্যসুতা বরিষ্ঠা ॥ ২৪
বনাধিবাসায় কিলাধনায়
পিত্রা বিহীনায় বিসৈন্যকায়।
সর্ব্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়
ফলাশনায়ার্থবিবর্জিতায় ॥ ২৫
সমানবিত্তেঽথ কুলে বলে চ
দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ।
ন কোঽপি মে ভূপসুতেঽর্থহীনে
গুণান্বিতাং রূপবতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬
বৈরন্তু সর্ব্বৈঃ সহ সংবিধায়
নৃপৈর্বরিষ্ঠৈর্বলসংযুতৈশ্চ।
সুদর্শনায়াথ সুতাপিতা মে
কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং ত্বদীয়ম্ ॥ ২৭
নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ
কৃতাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ।
গৃহাণ রাজ্যং মম সুপ্রসিদ্ধং
ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮

হে নৃপতে! আমি আর কি বলিব? আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; কারণ, আপনি আজ অখিল নৃপনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, ধনসম্পত্তি-বর্জ্জিত পিতৃহীন, সৈন্যাদি-শূন্য ও ফলভোজী মদীয় পুত্রকেই প্রশংসনীয় কন্যারত্ন দান করিলেন॥ ২৪-২৫

হে ভূপ! সকল রাজাই আত্মতুল্য ধনসম্পত্তি কুল ও বলশালী ব্যক্তিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন, কেহই আমার পুত্রের ন্যায় নির্ধন রাজকুমারকে শ্রেষ্ঠ রূপ-গুণশালিনী কন্যাদান করেন না॥ ২৬

আপনি যখন প্রধানতম সসৈন্য নৃপতিবৃন্দের সহিত শত্রুতা করিয়াও আমার সুদর্শনকে কন্যাদান করিলেন, তখন আপনার ধৈর্য্যের বিষয় কি আর বর্ণনা করিব? ২৭

রাজা সুবাহু মনোরমার এইরূপ বাক্যাবলী শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—রাজ্ঞি! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করুন, আমি আজ আপনার সেনাপতি হই॥ ২৮

নোচেত্তদর্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্র
সুতান্বিতা রাজ্যফলানি ভুঙ্ক্ষ্ব।
বিহায় বারাণসিকানিবাসং
বনে পুরে বা স মতো ন মেঽস্তি ॥ ২৯
নৃপাস্তু সর্ব্বেব রুষান্বিতা বৈ
গত্বা করিষ্যে প্রথমন্তু সান্ত্বনম্।
ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ
নোচেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০
জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি
ধর্ম্মে জয়ো নৈব কৃতেঽপ্যধর্ম্মে।
তেষাং কিলাধর্ম্মবতাং নৃপাণাং
কথং ভবিষ্যত্যুহচিন্তিতং বৈ ॥ ৩১
আকর্ণ্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ
জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্।
মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ
সর্ব্বাত্মনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২
রাজান্ শিবং তেঽস্তু কুরুষ্ব রাজ্যং
ত্যক্ত্বা ভয়ং ত্বং স্বসুতৈঃ সমেতঃ
সুতোঽপি মে নূনমবাপ্য রাজ্যং
সাকেতপূর্য্যাং প্রচরিষ্যতীহ ॥ ৩৩

এতেও যদি অসন্তুষ্ট হন, তবে আমার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রের সহিত এইস্থানে রাজ্যফল ভোগ করুন। বারাণসী বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনি বনে বা অন্য কোন নগরে বাস করেন—ইহা আমার কাম্য নয়॥ ২৯

নৃপতিগণ সমস্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য প্রথমে তাঁহাদের কাছে গিয়া বিনয়বচনে সান্ত্বনাদান করিব, তাহাতে ক্রোধ শান্তি না হইলে পরে দান ও ভেদরূপ উপায়দ্বয় অবলম্বন করিব। তাহাতে শান্ত না হইলে নিশ্চয় আমি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব॥ ৩০

যদিও জয় পরাজয় দৈববশ, তথাপি ধর্ম্মানুসরণে নিশ্চয় জয় হয়, অধর্ম্মে কখনও জয় হয় না। সেই নৃপতিগণ যখন অধার্ম্মিক, তখন তাহাদিগের কিরূপে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে?৩১

মনোরমা সুবাহুরাজের এইরূপ সদর্থ-পূর্ণ বচনাবলী শ্রবণে সাতিশয় সম্মান বোধ করত পরম আনন্দিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুনরায় ইদৃশ হিতকর বাক্য কহিতে লাগিলেন॥ ৩২

হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি নিজ পুত্রগণের

বিসর্জ্জয়াস্মান্নিজসদ্ম গন্তুং
শিবা ভবানী তব সংবিধাস্যতি।
ন কাপি চিন্তা মম ভূপ বর্ত্ততে
সঞ্চিন্তয়ন্ত্যাঃ পরমাম্বিকাং বৈ ॥ ৩৪

দোষাগতা বিবিধবাক্যপটৈরসালৈ-
রন্যোন্যভাষণপটৈরমৃতোপমৈশ্চ
প্রাতর্নৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং
রোষান্বিতা নগরবাহ্যগতাস্তথোচুঃ ॥৩৫

অদ্যৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হত্বা
বালং তথৈব কিল তং ন বিবাহযোগ্যম্।
গৃহ্ণীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং
লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম কথং ব্রজেম ॥ ৩৬

শৃণ্বন্তু তূর্য্যনিনদান্ কিল বাদ্যমানান্।
শঙ্খস্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ।
গীতধ্বনিঞ্চ বিবিধং নিগমস্বনঞ্চ
মন্যামহে নৃপতিনাত্র কৃতো বিবাহঃ ॥৩৭

অস্মান্ প্রতার্য্য বচনৈর্বিধিবচ্চকার
বৈবাহিকেন বিধিনা করপীড়নং বৈ।
কর্ত্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিন্তয়ন্তু
ভূপাঃ পরস্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্তু ॥ ৩৮

এবং বদৎসু নৃপতিষ্বথ কঞ্চুকায়াঃ
কৃত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ।
ভূপান্নিমন্ত্রয়িতুমাশু জগাম রাজা
কাশীপতিঃ স্বসুহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ ॥৩৯

আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কাশীপতিং তদা।
নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মৌনমাধায় সংস্থিতাঃ ৪০

স গত্বা প্রণিপত্যাহ কৃতাঞ্জলিরভাষত।
আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্ব্বৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১

কন্যয়াসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্।
ভবদ্ভিস্তু শমঃ কার্য্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২

সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে রাজ্য ভোগ করুন। আমার পুত্র-ও নিশ্চয় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যানগরীতে সুখে বিচরণ করিবে ॥ ৩৩

এখন আমাদিগকে স্বস্থানে গমননিমিত্ত বিদায় দিন, ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। হে ভূপ! আমি যখন সততই সেই পরমা শক্তি অম্বিকাকে স্মরণ করিয়া থাকি, তখন আমার আর অন্য কোন প্রকার চিন্তা নাই ॥ ৩৪

সুবাহু ও মনোরমা পরস্পর এবম্বিধ অমৃত-তুল্য সুমধুর বাক্যালাপে রজনী অতিবাহিত করিলেন। এদিকে নৃপতিগণ "বিবাহ হইয়া গিয়াছে" এইরূপ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং নগরের বাহিরে থাকিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

আমরা অদ্যই সেই নৃপকুলকলঙ্ক সুবাহুকে ও বিবাহের অযোগ্য বালক সুদর্শনকে নিহত করিয়া শশিকলাকে ও সুবাহুর রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিব। নতুবা আমরা এইরূপে লজ্জিত হইয়া কি প্রকারে গৃহে ফিরিয়া যাইব? ৩৬

ঐ শুনুন রাজবাটীতে তূর্য্য ধ্বনি হইতেছে। নৃপতিগণ! শুনিতেছেন ত' মৃদঙ্গ শব্দ শঙ্খধ্বনিকে কিরূপ তিরোহিত করিতেছে? এবং বিবিধ গীতধ্বনি ও বেদপাঠ শুনা যাইতেছে? অতএব মনে হয় যে, সত্যসত্যই রাজা সুবাহু বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছে ॥ ৩৭

হে নৃপতিগণ! নৃপতি সুবাহু যখন বাক্‌চাতুর্য্যে আমাদিগকে প্রতারণাপূর্ব্বক যথোচিত বৈবাহিক বিধি অনুসারে কন্যার বিবাহ দিয়াছে, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? তদ্বিষয়ে চিন্তা করত পরস্পরের মত সমর্থন করুন ॥ ৩৮

নৃপতিগণ পরস্পর এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে অপ্রতিম প্রভাবশালী কাশীপতি রাজা সুবাহু যথাবিধি বিবাহ সম্পাদনান্তে নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত ত্বরায় প্রসিদ্ধ পৌরুষ-সম্পন্ন স্বীয় সুহৃদ্‌গণের সহিত তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন ॥ ৩৯

তখন নৃপতিগণ কাশীপতি সুবাহুকে আগমন করিতে দেখিয়া পরস্পর আর কোন কথাই বলিলেন না। ক্রোধভরে মৌনাবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

সুবাহু তাঁহাদের নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—অদ্য আপনারা সকলে ভোজনার্থ আমার গৃহে আগমন করিবেন ॥ ৪১

হে নৃপগণ! আমার কন্যা স্বয়ংই সেই রাজকুমার সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, অতএব আমি এবিষয়ে আর কি হিতাহিত বিধান করিব বলুন। যাহাই হউক আপনারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না; কারণ, সজ্জনগণ স্বভাবই দয়ালু হইয়া থাকেন ॥ ৪২

তন্নিশম্য বচস্তস্য নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ।
প্রত্যূচুর্ভুক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩
কুরু কার্য্যাণ্যশেষাণি যথেষ্টং সুকৃতং কৃতম্।
নৃপাঃ সর্বে প্রায়াস্যন্ত্য স্বানি স্বানি গৃহাণি বৈ ॥ ৪৪
সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্
কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥৪৫
গতে তস্মিন্ মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ
রুদ্ধা মার্গং গ্রহীষ্যামঃ কন্যাং হত্বা সুদর্শনম্ ॥ ৪৬

নৃপতিগণ সুবাহুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—হে নৃপতে! আমরা যথেষ্ট ভোজন করিয়াছি, এখন আপনি নিজ গৃহে গমন করুন। ৪৩

অবশিষ্ট কার্য্যসকল সমাধা করুন, আপনি আমাদিগের যথেষ্ট সৎকার করিয়াছেন। এখন সমস্ত নৃপতিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন ॥ ৪৪

সুবাহু রাজগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সমস্ত নৃপতিগণ যেরূপ দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি না আমার কি অনিষ্ট ঘটান) এইরূপ শঙ্কা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন ॥ ৪৫

কেচনোচুঃ কিমস্মাকং হন্ত তেন নৃপেণ বৈ।
দৃষ্ট্বা তু কৌতুকং সর্বং গমিষ্যামো যথাগতম্ ॥ ৪৭
ইত্যুক্ত্বা তে নৃপাঃ সর্বে মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ।
চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সুবাহু গৃহে গমন করিলে মহীপালগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমরা সুদর্শনের গমনমার্গ অবরোধ করত তাহাকে সংহার পূর্বক নিশ্চয়ই রাজকুমারীকে হরণ করিব ॥ ৪৬

তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন,—নৃপনন্দন সুদর্শনকে সংহার করিয়া আমাদের কি ফল আছে? আমরা সর্বপ্রকার কৌতুক দেখিয়াই স্ব-স্থানে যাইব ॥ ৪৭

সমস্ত নৃপগণ ইত্যাদি কহিয়া মার্গ অবরোধ পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে সুবাহুও নিজগৃহে গমনানন্তর অবশিষ্ট কর্ত্তব্যসমূহ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রীসংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে সুদর্শনের বিবাহনামক দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দূতমুখেন মার্গাবরোধবার্ত্তাং শ্রুত্বা সুবাহোশ্চিন্তা, তদদৃষ্ট্বা রাজসমীপে সুদর্শনস্যাশ্রমে গমনানুমতিপ্রার্থনা, পথি গচ্ছতা তেন সহ শত্রুজিদ্-যুধাজিতোর্যুদ্ধম্, দেবীশস্ত্রেণ তয়োর্মৃত্যুঃ, সুবাহুনা দেব্যাঃ স্তুতিশ্চ।]

ব্যাস উবাচ।
তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবৎ তদা।
বাসরাণি চ ষড়্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১
এবং বিবাহকার্য্যাণি কৃত্বা সর্ব্বাণি পার্থিবঃ।
পারিবর্হং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২
দূতস্তু কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্।
বভূব বিমনা রাজা সুবাহুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩
সুদর্শনস্তদোবাচ শ্বশুরং সংশিতব্রতঃ।
অস্মান্ বিসর্জ্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হ্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৪
ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ।
নিবাসায় বিচারো বৈ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপ ॥ ৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[দূতমুখে পথরোধের সংবাদ শুনিয়া সুবাহুর চিন্তা, তাহা দেখিয়া রাজার নিকটে সুদর্শনের আশ্রমে গমনের অনুমতি-প্রার্থনা, পথে গমনকারী তাহার সহিত শত্রুজিৎ ও যুধাজিতের যুদ্ধ, দেবীর অস্ত্রে তাহাদের মৃত্যু এবং সুবাহু কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি।]

ব্যাস কহিলেন,—অমিতদ্যুতি রাজা সুবাহু সম্মান সহকারে বিবিধ ভোজ্যবস্তু প্রদানে পরম সমাদরে ছয় দিবস জামাতাকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বিবাহের কর্ত্তব্য কার্য্যসকল সম্পাদনান্তে বর-কন্যাকে বিবিধ রত্ন, বস্ত্রাদি ও যৌতুক দিয়া দূতমুখে নৃপতিগণের মার্গাবরোধের বিষয় শ্রবণে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ১-৩

তখন কঠোর ব্রতপরায়ণ সুদর্শন শ্বশুরকে কহিলেন,—আমাদিগকে শীঘ্র বিদায় করুন, আমরা অশঙ্কিত চিত্তে গমন করিব ॥ ৪

হে নৃপ! আমরা অগ্রে পবিত্র ভরদ্বাজাশ্রমে যাইয়া পরে সমাহিতচিত্তে কোথায় বাস করা উচিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিব ॥ ৫

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্ত্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিদ্বয়ানঘ।
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬

ব্যাস উবাচ।

তস্যেতি মতমাজ্ঞায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ।
বিসসর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতস্থে সোঽপি সত্বরঃ ॥ ৭
বলেন মহতাবিষ্টো যযাবসু নৃপোত্তমঃ
সুদর্শনো বৃতস্তত্র চচাল পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ।
গচ্ছন্ দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯
সুবাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ
বিধিৎসু স শিবাং চিত্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০
জজ্ঞাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্।
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১
ততঃ সর্ব্বে মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা।
উত্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্ত্তুকামাস্তু কন্যকাম্ ॥ ১২
কাশীরাজস্তু তান্ দৃষ্ট্বা হন্তুকামো বভূব হ।
নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩
তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চানকদুন্দুভিঃ।
সুবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪
শত্রুজিত্তু সুসংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া।
যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সন্নদ্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫
কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্য সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা।
যুধাজিদগ্রতো গত্বা সুদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬
শত্রুজিত্তেন সহিতো হন্তুং ভ্রাতরমাযুজাঃ।
পরস্পরং তে বাণৌঘৈস্তক্ষুঃ ক্রোধমুচ্ছ্রিতাঃ ॥ ১৭
সম্মর্দ্দঃ সুমহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ সুমর্গণৈঃ
কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহুনা বৃতঃ।
সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮
এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে।
প্রাদুর্বভূব সহসা দেবী সিংহোপরি স্থিতা ॥ ১৯
নানায়ুধধরারম্যা বরভূষণভূষিতা।
দিব্যাম্বরপরীধানা মন্দারস্রক্সুসংযুতা ॥ ২০

হে অনঘ! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভবানীই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—নৃপবর সুবাহু জামাতার গমনে নিতান্ত অভিপ্রায় জানিয়া প্রভূত ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিলেন, সুদর্শনও শীঘ্র গমন করিলেন ॥ ৭

পরে নৃপসত্তম সুবাহুও বিপুল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সুদর্শনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বৃত সুদর্শনও সেখানে নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন ॥ ৮

সৌর্য্যশালী রঘুবংশসম্ভূত সুদর্শন রথসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পত্নীর সহিত রথোপরি অবস্থান করত যাইতে যাইতে নৃপতিগণের অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শন করিলেন ॥ ৯

নৃপবর সুবাহু সেই অসংখ্য সৈন্য সন্দর্শনে অতিশয় চিন্তাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মনোমধ্যে সানন্দে ভগবতী শিবানীর যথাবিধি শরণ লইলেন ॥ ১০

সুদর্শনও নির্ভয় ও শোকশূন্য হৃদয়ে নব-বধূর সহিত অভ্যাভূত কল্যাণপ্রদ একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র (ক্লীং) জপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

তারপর সমস্ত সসৈন্য মহীপালগণ রাজকন্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাকোলাহল করত যুদ্ধার্থে উত্থিত হইলেন ॥ ১২

তদ্দর্শনে কাশীরাজ সুবাহুও তাঁহাদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিলে রঘুবংশধর সুদর্শন অতি যত্নের সহিত নিবারণ করিলেন ॥ ১৩

তৎকালে পরস্পর সংহারাভিলাষী সুবাহুর ও নৃপতিগণের শঙ্খ ভেরী জয়ঢক্কা দুন্দুভি প্রভৃতি রণ-বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল ॥ ১৪

নৃপনন্দন শত্রুজিৎ সুদর্শনের সংহারকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলে যুধাজিৎও তৎ সাহায্যে সুসজ্জিত হইলেন ॥ ১৫

তখন কতিপয় নৃপতি সৈন্যগণ সহিত অবস্থিত থাকিয়া কেবল সেই ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। যুধাজিৎ সুদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

সুদর্শনানুজ শত্রুজিৎ ভ্রাতার বিনাশার্থ যুধাজিতের সহিত যোগদান করিলেন। পরে তাঁহারা ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন ॥ ১৭

শরজালবর্ষণে বিষম সমর্দ্দ উপস্থিত হইল। তখন কাশীরাজ সুবাহুও জামাতার সাহায্যার্থ প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্র জামাতর নিকট গমন করিলেন ॥ ১৮

এইরূপে নিদারুণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সহসা সিংহবাহিনী দুর্গাদেবী প্রাদুর্ভূতা হইলেন ॥ ১৯

বিচিত্র ভূষণে বিভূষিতাঙ্গী নানাযুধধরা রমণীয় মূর্ত্তি এই দেবী দিব্য বস্ত্র-পরিহিতা ও মন্দার পুষ্পমালাশোভিতা ছিলেন ॥ ২০

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

ওরে আনন্দের দুলাল। তোর কোন ভয় নাই। অবিরাম নাম কর, সকল দুঃখ দূর হবে। আমার ভক্তগণের কুত্রাপি ভয় থাকে না। তা'দের জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির ভয় হয় না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা অন্য জাতিগণও ভক্তির দ্বারা পবিত্র হয়ে পরমপদলাভে সমর্থ হয়। ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ, মনের মন, সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, তুই অনুক্ষণ নাম কর্—দুর্ল্লভ প্রেমভক্তিলাভে কৃতার্থ হবি।

নাহং বেদৈর্ন তপসা নেজ্যয়া নাপি তীর্থতঃ।
সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্ত্তনাৎ
গানেন গুণনাময়োর্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

—আমার সামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই, নিখিল বেদ, তপস্যা, যজ্ঞতীর্থাদির দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। নামগুণকীর্ত্তনের দ্বারা ভক্ত আমার সহিত অভেদভাব লাভ করে থাকে।

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমিই নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। নাম আমি, আমিই নাম -নামেতে আমাতে কোন ভিন্নতা নাই। নাম কর, কেবল নাম কর, তা'হলে ভক্ত তোর ইষ্টরূপে অব্যক্ত জগদ্রূপে একমাত্র আমিই আছি, তা প্রত্যক্ষ করতে পারবি। আমার নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, লিখন, দর্শন কিম্বা ধারণ করলে আমি অখিল ইষ্টদান করে থাকি।

আয় আয় পথভ্রান্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত পথিক! আয় আয় রোগী শোকী, পাপী, তাপী! আয় আয় মূর্খ, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল! আয় আয় বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী আমার নামের শান্ত সুশীতল ছায়ায় ছুটে আয়। তোদের সব ব্যথা দূর করে দিয়ে বুকে করে রাখ্‌বো। শয়নে স্বপনে-জাগরনে জনমে-মরমে, আমার বুকে পরমানন্দে খেলা করবি। নামকর্—নাম কর্।

—মা ভৈঃ মা ভৈঃ মা-ভৈঃ—

জয়গুরু সম্প্রদায়
শ্রীরামদয়াল আশ্রম
দশেড়ে, আমদহি, বাঁকুড়া।
১৫ই আশ্বিন, কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩৫৪

সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই, হুগলী।

Falgun 1384 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Sree Devibhagabat—4

Aryashastra

Feb.—Mar. 1978

৪ ১৭২

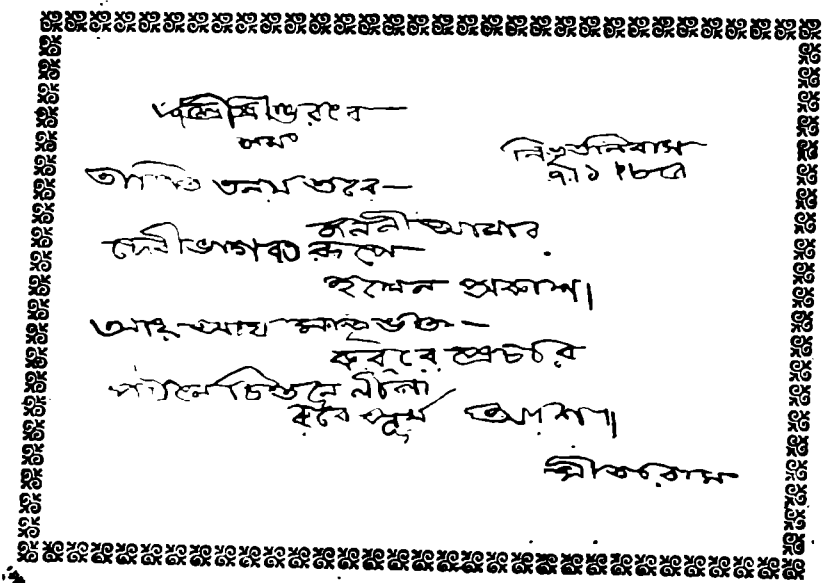

শ্রীরামরঞ্জন ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্র ভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ-পি. ডব্লিউ ডি রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

দয়িত। আয় আয়, আমার কাছে আয়! দেখ্ একবার নয়, যুগ যুগান্তর ডাকছি—আয় আয়। উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের দ্বারা ডাকছি—সাধুসন্ত, মহাপুরুষরূপে ডাকছি, জন্মে জন্মে অনুক্ষণ স্বয়ং আত্মার আত্মারূপে ডাকছি,—আয় আয়। তোর দৃষ্টি-ভ্রম দূর করে দেখ্‌রে—এ সমস্ত *দৃশ্যজাল* আমি।

এ সংসারে রোগ, শোক, অভাব আদি কত তাপ ভোগ কর্‌লি আহা, তাপিত। আয় আয়। এই যে আমি, এই যে আমার প্রসারিত বক্ষ—তোকে বুকে লুকিয়ে ফেলে তোর সব তাপ দূর করে দিব।

আমার কাছে কোন তাপ নাই। এখানে প্রাণজুড়ান আলোয় সব ভরিত—বেণু বীণা, মুরজ মুরলীরবে এস্থান নিয়ত মুখরিত। আকাশ থেকে সতত সুধা ঝরে ঝরে সুধার নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এখানকার সকলেই আনন্দ দিয়ে গড়া—আনন্দ হেথা মূর্ত্ত হয়ে নৃত্য কর্‌ছে। ছুটে আয়, দেখবি আয়।

কেমন করে আসবি? নাম আর আমি পৃথক্ নই। রসনায় শ্বাসে, মনে-প্রাণে নাম রাখ, নামে ডুবে থাক, তাহলেই আমার বুকে থাকা হবে—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

বহু দর্শনে ভীত হয়েছিস্? ভয় নাই—সব আমি। ওরে দয়িত। ওরে প্রিয়তম। নাম কর্—নাম কর্ নাম কর্।

—মা ভৈঃ-মা ভৈঃ-মা ভৈঃ—

সাধন সমিতি
দিগ্‌সুই, হুগলী

জয়গুরু সম্প্রদায়
আনন্দমঠ, একলকী, বর্দ্ধমান।
৫ই আশ্বিন কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩৫৫

১৬শ বর্ষ, চৈত্র ১৩৮৪ দশম সংখ্যা—মদনভস্মিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনীকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, সি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭,পি,ডব্লিউ,ডি.রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩· এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

তাং দৃষ্ট্বা তেঽথ ভূপালা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
কেয়ং সিংহসমারূঢা কুতো বেতি সমুত্থিতা ॥ ২১
সুদর্শনস্তু তাং বীক্ষ্য সুবাহুমিতি চাব্রবীৎ।
পশ্য রাজন্ মহাদেবীমাগতাং দিব্যদর্শনাম্ ॥ ২২
অনুগ্রহায় মে নূনং প্রাদুর্ভূতা দয়ান্বিতা।
নির্ভয়োঽহং মহারাজ জাতোঽস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩
সুদর্শনঃ সুবাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্।
প্রণামং চক্রতুস্তস্যা মুদিতৌ দর্শনেন চ ॥ ২৪
ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে।
ববুর্বাতা মহাঘোরা দিশশ্চাসন্ সুদারুণাঃ ॥ ২৫
সুদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রতি।
মার্গে ব্রজ ত্বং ত্বরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬
কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা দুষ্টচেতসঃ।
শরণার্থঞ্চ সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭
নিরাতঙ্কৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেঽস্মিন্ ভূপসঙ্কুলে।
স্মৃতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থমুপাগতা ॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাব্রজৎ ॥ ২৯
যুধাজিত্তু সুসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন্।
কিং স্থিতা ভয়সন্ত্রস্তা নিষ্ক্রম্য কন্যকান্বিতম্ ॥ ৩০
অবমন্য চ নঃ সর্বান্ বলহীনো বলাধিকান্।
কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১
কিং ভীতাঃ কামিনাং বীক্ষ্য সিংহোপরি সুসংস্থিতাম্।
নোপেক্ষ্যো হি মহাভাগা হন্তব্যোঽত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২
হত্বৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্।
নায়ং কেশরিণাদত্তাং ছেত্তুমর্হতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা সৈন্যসংযুক্তঃ শত্রুজিৎ সহিতস্তথা।
যোদ্ধুকামঃ সুসম্প্রাপ্তো যুধাজিৎ ক্রোধসংবৃতঃ ॥ ৩৪
মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঞ্জিলাশিতান্।
ধনুরাকৃষ্য কর্ণান্তং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতান্ ॥ ৩৫

তত্রস্থ নৃপতিগণ দেবীকে দেখিয়া এই সিংহবাহিনী রমণী কে? কোথা হইতে বা এখানে উপস্থিত হইলেন? এই ভাবিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ২১

কিন্তু সুদর্শন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বশুর সুবাহুকে বলিলেন,—রাজন্! ঐ দেখুন দিব্যদর্শনা মহাদেবী নিষ্কৃপা দয়াপরবশ হইয়া প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন ॥ ২২

হে মহারাজ! নিশ্চয় আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই এই স্থানে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন, অতএব আমি ভয় হইতেও নির্ভয় হইয়াছি ॥ ২৩

সুদর্শন ও সুবাহু সেই বরাননা জগদম্বিকাকে দেখিয়া তদ্দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ২৪

দেবীর বাহন সিংহ এরূপ গর্জ্জন করিল যে, তাহাতে হস্তি সকল ভীত ও কম্পিত হইল। ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হইল, দিক্‌সকল ভীষণ ভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ২৫

তৎকালে সুদর্শন নিজ সেনাপতিকে কহিলেন, যেস্থানে ভূপালগণ অবস্থিত করিতেছেন, তুমি শীঘ্র সেই পথে গমন কর ॥ ২৬

দুর্মতি নৃপতিগণ কুপিত হইয়া আমাদিগের কি করিবে? স্বয়ংদেবী ভগবতী আমাদের রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৭

আমি স্মরণ করিবামাত্র যখন মহাদেবী আমাদের রক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন, তখন তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে নৃপতি-সঙ্কুল মার্গে গমন কর ॥ ২৮

সুদর্শনের এই বাক্য শ্রবণে সেনাপতি সেই পথ দিয়া যাইলেন ॥ ২৯

যুধাজিৎ সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া মহীপতিগণকে কহিলেন, আপনারা কি জন্য ভয়ত্রস্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন? অবিলম্বে পত্নী-সমন্বিত সুদর্শনকে সংহার করুন ॥ ৩০

কি আশ্চর্য্য? এই বলবিহীন শিশু সমধিক বলশালী আমাদের সকলকে অবমাননা করত নির্ভয়চিত্তে রাজকুমারীকে লইয়া দ্রুতগতিতে যাইতেছে ॥ ৩১

আপনারা সিংহোপরি অবস্থিতা একজন স্ত্রীলোককে দেখিয়া কেন ভীত হইতেছেন? হে মহাভাগগণ। উপেক্ষা করা আর উচিত নহে। সকলে সাবধান হইয়া সত্বর সুদর্শনকে সংহার করুন ॥ ৩২

আমরা উঁহাকে অগ্রে সংহার করিয়া পরে চারুবিভূষণা রাজকুমারীকে আত্মসাৎ করিব। ঐ শৃগাল কখন কেশরীর হস্তগত নৃপবালাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে না ॥ ৩৩

যুধাজিৎ এইরূপ কহিয়া সৈন্য সহ শত্রুজিতের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধবাসনায় ক্রোধভরে সুদর্শনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪

এবং ত্বরায় কর্ণান্তপর্য্যন্ত ধনুঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুদর্শনের উপর নিরন্তর কর্ম্মার (কামার) কর্ত্তৃক পরিশোধিত, সুতীক্ষ্ণ ও শিলা-শাণিত সমপুঙ্খশরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

হন্তুকামঃ সুদুর্দ্ধর্ষঃ সুদর্শনমথোপরি ।
সুদর্শনস্তু তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ ক্ষণাৎ ॥৩৬
এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেঽথ চুকোপ চণ্ডিকা ভৃশম্ ।
দুর্গাদেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিতং প্রতি ॥ ৩৭
নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা ।
সম্প্রাপ্তা তুমুলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮
শত্রুজিন্নিহত-তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ ।
পতিতৌ তৌ রথাভ্যাস্তু জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্ব্বে বিলোক্য তান্
নিধনং মাতুলস্যাপি ভাগিনেয়স্য সংযুগে ॥ ৪০
সুবাহুরপি তদ্দৃষ্ট্বা নিধনং সংযুগে তয়োঃ ।
তুষ্টাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১

সুবাহুরুবাচ

নমো দেব্যৈ জগন্মাত্রে শিবায়ৈ সততং নমঃ ।
দুর্গায়ৈ ভগবত্যৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২
নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে নমঃ ।
বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ শিবে ॥ ৪৩
নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিন্তয়ন্ বৈ
জানামি দেবি সগুণঃ কিল নির্গুণায়াঃ
কিং স্তৌমি বিশ্বজননি প্রকটপ্রভাবাং
ভক্তার্ত্তিনাশনপরাং পরমাঞ্চ শক্তিম্ ॥ ৪৪
বাগ্‌দেবতা ত্বমসি সর্ব্বগতৈব বুদ্ধি-
বিদ্যা মতিশ্চ গতিরপ্যসি সর্ব্বজন্তোঃ
ত্বাং স্তৌমি কিং ত্বমসি সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী
কিং স্তূয়তে হি সততং খলু চাত্মরূপম্ ॥৪৫
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তবন্তো
নান্তং গতাঃ সুরবরাঃ কিল তে গুণানাম্ ।
কাহং বিভেদমতিরস্ত গুণৈর্বৃতো বৈ
বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোঽপ্রসিদ্ধঃ ॥৪৬

সুদর্শনকে বিনাশ করিবার জন্য দুর্গতি যুধাজিৎ পূর্ব্বোক্ত শরবর্ষণ করিলে পর সুদর্শনও তৎক্ষণাৎ সেই শরসমূহকে না আসিতে আসিতেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকরদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৬

এইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইলে দুর্গতিহারিণী দুর্গাদেবী (চণ্ডিকা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধাজিতের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭

অনন্তর সেই কল্যাণময়ী জগদম্বিকা নানারূপধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যুধাজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিলেন ॥ ৩৮

শত্রুজিৎ ও যুধাজিৎ উভয়েই নিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। তখন সুদর্শনের সৈন্যমধ্যে মহান্ জয় শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৩৯

যুধাজিতের পক্ষাবলম্বী সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয় ঐ যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহাদিগকে নিহত দেখিয়া সমুদয় ভূপতিগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ৪০

সুবাহু যুদ্ধেতে শত্রুপক্ষের ও মাতুল ভাগনেয়ের নিধন দর্শনে পরমপ্রীত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

সুবাহু বলিলেন,—যিনি সর্ব কল্যাণময়ী এবং অখিল জগতের পালয়িত্রী, আমি সেই দেবীকে সতত প্রণাম করি। যিনি সর্ব-কামনাসিদ্ধিদাত্রী, সেই ভগবতী দুর্গাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥ ৪২

হে জগন্মাতঃ! আপনি বিশ্বব্যাপিনী ও বিশ্বপালনকর্ত্রী। হে মোক্ষদে। আপনিই শান্তি ও বিদ্যাস্বরূপা, আপনিই সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গলের আকর। অতএব হে শিবে! আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৪৩

হে দেবি! আপনি যখন সগুণ এবং সর্ব্বগুণাতীতা, তখন আমি নিজ বুদ্ধি দ্বারা আপনার প্রভাবাদির বিষয় চিন্তা করত কিরূপে জানিতে পারিব? হে বিশ্বজননি। আপনার প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ, আপনি ভক্তগণের দুঃখনিবারণে সতত সমুৎসুক, আমি সামান্য মানব হইয়া পরমা শক্তি আপনার আর কি স্তব করিব? ৪৪

হে মাতঃ। আপনিই বাগ্‌দেবতা এবং আপনিই অখিল প্রাণীর বুদ্ধি, বিদ্যা, মতি ও গতি। সর্বত্রই আপনার সত্তা বিরাজমান, সতত আপনি সকলের মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রী, অতএব আমি কিরূপে আপনার স্তুতি করিব? বাক্য ও মনের অগোচর আত্মরূপের কি স্তব করা যাইতে পারে? ৪৫

হে অম্ব! সুরবর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও যখন নিরন্তর আপনাকে স্তব করিয়া আপনার গুণের সীমা পান নাই, তখন ভেদবুদ্ধিসমন্বিত গুণত্রয়বদ্ধ নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ সামান্য মানব হইয়া আমিই আপনার চরিত্রবিষয় বর্ণন করিতে কোন কালেই সমর্থ হইতে পারি না ॥ ৪৬

সৎসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং
প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ
জামাতুরস্য বিহিতেন সমাগমেন
প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭

ব্রহ্মাপি বাঞ্ছতি সদৈব হরো হরিশ্চ
সেন্দ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ।
যদ্দর্শনং জননি তেঽদ্য ময়া দুরাপম্
প্রাপ্তং বিনা দম-শমাদিসমাধিভিশ্চ ॥৪৮

কাহং সুমন্দমতিরাশু তবাবলোকং
কেদং ভবানি ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্।
জাতাসি দেবি সততং কিল ভাবযুক্তা
ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্যা ॥ ৪৯

কিং বর্ণয়ামি তব দেবি চরিত্রমেতদ্
যদ্রক্ষিতোঽস্তি বিষমেঽত্র সুদর্শনোঽয়ম্।
শত্রূ হতৌ সুবলিনৌ তরসা ত্বয়া যদ্
ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০

নাশ্চর্য্যমেতদিতি দেবি বিচারিতেঽর্থে
ত্বং পাসি সর্ব্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং বৈ।
ত্রাতস্ত্বয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দুরাত্মা
সংরক্ষিতোঽয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥৫১

ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোঽভিদীপ্তং
কর্ত্তুং ভবানি রচিতং চরিতং ত্বয়ৈতৎ।
নোচেৎ কথং সুপরিগৃহ্য সুতাং মদীয়াং
যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫১

শক্তাসি যন্মরণাদিভয়ান্ বিহন্তুং
কিং চিত্রমত্র কিল ভক্তজনস্য কাম্যম্।
ত্বং গীয়সে জননি ভক্তজনৈরপারা
ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩

ত্বদ্দর্শনাদহমহো সুকৃতী কৃতার্থো
জাতোঽস্মি দেবি ভুবনেশ্বরি ধন্যজন্মা।
বীজং ন তে ন ভজনং কিল বেদ্মি মাতঃ!
জাতস্তবাদ্য মহিমা প্রকটপ্রাভাবঃ ॥৫৪

হে মাতঃ! সৎসঙ্গ কি জন্যই না সর্বকামনা পূর্ণ করিবে? কারণ, সৎসঙ্গ জন্যই'ত প্রসঙ্গাধীন মানবগণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই'ত স্বরূপ দর্শন করা যায়; দেখুন, এই আমি আপনার ভক্ত, মদীয় জামাতার সমাগম-নিবন্ধনই চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় আপনার এই অদ্ভুত রূপের দর্শন পাইলাম ॥ ৪৭

হে জননি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি সুরগণ এবং তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ সর্বদা যাঁহার দর্শন বাসনা করেন, আমি কিনা আজ শম, দম ও সমাধি ব্যতীত আপনার এই দুষ্প্রাপ্য দর্শন লাভ করিলাম। ॥ ৪৮ ॥

হে ভবানি! অতি মূঢ়মতি আমিই বা কোথায়, আর ভবরোগের একমাত্র ঔষধ-স্বরূপ আপনার দুর্লভ দর্শনই বা কোথায়? মাদৃশ ব্যক্তির আপনার দর্শনলাভ নিতান্তই অসম্ভব। এক্ষণে বুঝিলাম, আপনি অপনার প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন ভক্তগণের উপর সর্ব্বদাই অনুকম্পা করিয়া থাকেন বলিয়াই অমরগণ সততই আপনার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৪৯

হে দেবি! আপনি যে এই বিষম সঙ্কটে মহাবলপরাক্রান্ত শত্রুদ্বয়কে শীঘ্র নিহত করিয়া নিজভক্ত সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন, আপনার এই ভক্তের প্রতি অনুকম্পান্বিত পরম পবিত্র চরিত্রের বিষয় আমি আর কি বর্ণনা করিব? ৫০

হে দেবি! প্রকৃত বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে সুদর্শনকে রক্ষা করাত' বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; কারণ, আপনিই যখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অখিল জগতের পালনকর্ত্রী, তখন আপনি যে শত্রুকে সংহার পূর্ব্বক তাহাকে ভবসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করিলেন এবং ধ্রুবসন্ধিপুত্র সুদর্শনকেও এক্ষণে দয়া করিয়া রক্ষা করিলেন, (ইহা আর বিচিত্র কি?) ॥ ৫১

হে ভবানি! আপনার সেবাপরায়ণ ভক্তজনের সমুজ্জ্বল যশোবিস্তারের জন্যই আপনি এই লীলা করিলেন। তাহা না হইলে সাধুশীল সুদর্শন নিঃসহায় হইয়াও আমার কন্যাকে পরিগ্রহ পূর্বক কিরূপে ভীষণ সমরক্ষেত্রে কুশলী হইবে? ৫২

হে জননি! আপনি যে ভক্তজনের সামান্য কামনা পূর্ণ করিবেন—ইহা আর বিচিত্র কি? কারণ, আপনিত' সকলের জন্ম-মরণাদি ভয় নিবারণেও সমর্থ, এইজন্যই ভক্তগণ সর্ব্বদা আপনাকে অপার মহিমান্বিতা বলিয়া গান করিয়া থাকে। হে দেবি! আপনি পাপ-পুণ্যবিরহিতা এবং সগুণা ও নির্গুণা ॥৫৩

হে দেবি! ভুবনেশ্বরি! আমার কি সৌভাগ্য! আমি আজ আপনার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার জন্মগ্রহণ ধন্য হইল, হে মাতঃ! আমি ভবদীয় বীজমন্ত্র ও

ব্যাস উবাচ।
এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা
উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় সুব্রত ॥ ৫৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনশত্রুসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়: ॥ ১৩

তজ্জনাদি কিছুই না জানিলেও আজ আপনার অপার মহিমা ও অতুলনীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রভাবের বিষয় অবগত হইলাম ॥ ৫৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজা সুবাহু এইরূপ স্তুতি করিলে পর পরম কল্যাণময়ী দেবী দুর্গা প্রসন্না হইলেন। সেই দেবী তখন রাজা সুবাহুকে কহিলেন,—হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতার তৃতীয় স্কন্ধে সুদর্শনের শত্রুসংহারনামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দুর্গাদেবীসমীপে সুবাহোর্বরপ্রার্থনা, তস্মৈ দেব্যা বরদানম্, দেবীসম্মুখে সুদর্শনস্যাগমনম্, স্তুতিপূর্বকং স্বকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা, দেব্যা উত্তরদানম্, সুদর্শনং প্রণম্য রাজ্ঞির্দেবীমাহাত্ম্যস্য জিজ্ঞাসা, সুদর্শনেন দেবীমাহাত্ম্যস্য বর্ণনম্, অযোধ্যায়াং সুদর্শনস্যাগমনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভবান্যাঃ সা নৃপোত্তমঃ।
প্রোবাচ বচনং তত্র সুবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১

সুবাহুরুবাচ।
একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ।
একতো দর্শনস্যে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন ॥ ২
দর্শনাৎ সদৃশং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু নাস্তি মে।
কং বরং দেবি যাচেঽহং কৃতার্থোঽস্মি ধরাতলে ॥ ৩
এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্যাচিতুং বাঞ্ছিতং বরম্।
তব ভক্তিঃ সদা মেঽস্তু নিশ্চিতা হ্যনপায়িনী ॥ ৪
নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্ব্বদা।
দুর্গাদেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥ ৫
রক্ষা ত্বয়া চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা নগরস্য হি
যথা সুদর্শনত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ ॥ ৬
তথাত্র রক্ষা কর্ত্তব্যা বারাণস্যাম্বয়াম্বিকে।
যাবৎ পুরী ভবেদ্ ভূমৌ সুপ্রতিষ্ঠা সুসংস্থিতা ॥ ৭
তাবত্ত্বয়াত্র স্থাতব্যং দুর্গে দেবি কৃপানিধে।
বরোঽয়ং মম তে দেয়: কিমন্যৎ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮
বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি।
অভক্তাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্য সর্ব্বদা। ৯

ব্যাস উবাচ।
ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০

দুর্গোবাচ।
রাজন্ সদা নিবাসো মে মুক্তিপূর্য্যাং ভবিষ্যতি।
রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[দুর্গাদেবীর নিকট সুবাহুর বরপ্রার্থনা, তাঁহাকে দেবীর বরদান, দেবীসম্মুখে সুদর্শনের আগমন ও স্তুতি করিয়া নিজের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা, দেবীর উত্তরদান, সুদর্শনকে প্রণাম করিয়া রাজাদের দেবীমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা, সুদর্শন কর্ত্তৃক দেবীমাহাত্ম্য বর্ণন এবং অযোধ্যায় সুদর্শনের আগমন।]

ব্যাসদেব কহিলেন—নৃপসত্তম সুবাহু দেবী ভবানীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভক্তিসংযুত হইয়া বলিলেন ॥ ১

সুবাহু কহিলেন—হে মাতঃ! যদি একদিকে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের রাজত্ব ও অপর দিকে আপনার দর্শনকে রাখিয়া তুলনা করা হয়, তবে ঐ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের রাজত্ব আপনার দর্শনের তুল্য কদাচ হইবে না ॥ ২

হে দেবি! আমার নিশ্চয় জানা আছে যে, ত্রিলোকমধ্যে তবদীয় দর্শনতুল্য সুখকর আর কিছুই নাই; অতএব আমি যখন আপনার দর্শন পাইলাম, তখন কৃতার্থ হইয়াছি, আর কি বর প্রার্থনা করিব? ৩

তথাপি হে মাতঃ! আমি এই বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি, যেন আপনার প্রতি আমার চিরস্থায়িনী অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৪

হে জননি! পরমা শক্তি আপনি দুর্গাদেবী নামে বিখ্যাতা হইয়া সর্ব্বদা এই আমার বারাণসী নগরীতে যেন অবস্থান করেন ॥ ৫

হে অম্বিকে! আপনি যেমন সুদর্শনকে শত্রুসমূহ হইতে অক্ষত রাখিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ এই বারাণসী যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিয়া ইহাকেও রক্ষা করিবেন। হে কৃপাময়ি! দুর্গে! মাতঃ! আমি অন্য আর কি প্রার্থনা করিব? এই বর আমাকে প্রদান করুন ॥ ৬-৮

আপনি সদা আমার শত্রুগণের সংহার এবং জগতের দুষ্টমতি ব্যক্তিগণকে সংহার করুন ও আমার বিবিধ প্রকার কামনাসকল পূরণ করুন ॥ ৯

ব্যাসদেব কহিলেন—রাজা সুবাহু স্তুতিবাদান্তে সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবী নৃপতিকে কহিলেন ॥ ১০

দুর্গাদেবী বলিলেন—হে রাজন্! যাবৎ কাল মেদিনী

অথ সুদর্শনস্তত্র সমাগম্য মুদান্বিত:
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥১১
অহো কৃপা তে কথয়ামাংং কিং
ত্রাতস্ত্বয়া যৎ কিল ভক্তিহীন:।
ভক্তানুকম্পী সকলো জনোঽস্তি
বিমুক্তভক্তেরবনং ব্রতং তে ॥ ১৩
ত্বং দেবি সর্ব্বং সৃজসি প্রপঞ্চং
শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্।
ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে
ন তেঽত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ ॥১৪
করোমি কিং তে বদ দেবি কার্য্যং
ক্ব বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু
কার্য্যে বিমূঢ়োঽস্মি তবাজ্ঞয়াহং
গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাত:॥ ১৫
ব্যাস উবাচ।
তং তথা ভাষমাণন্তু দেবী প্রাহ দয়ান্বিতা।
গচ্ছাযোধ্যাং মহাভাগ কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্ ॥ ১৬
স্মরণীয়া সদাঽং তে পূজনীয়া প্রযত্নত:।
শং বিধাস্যামহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ॥১৭
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষত:।
মম পূজা প্রকর্ত্তব্যা বলিদানবিধানত: ॥ ১৮
অর্চ্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্বয়ানঘ
পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯
শরৎকালে মহাপূজা কর্ত্তব্যা মম সর্ব্বদা।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০
চৈত্রেঽশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসব:
নবরাত্রে মহারাজ পূজা কার্য্যা বিশেষত: ॥ ২১
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মম ভক্তিসমন্বিতৈ:
কর্ত্তব্যা নৃপশার্দ্দূল তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈ: ॥ ২২
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
নত্বা সুদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩

থাকিবে, তাবৎকাল আমি সর্ব্বলোকের রক্ষার্থে এই মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীতে অবস্থান করিব ॥ ১১

অনন্তর সুদর্শন সেই স্থানে আসিয়া সানন্দচিত্তে পরমভক্তি সহকারে জগদম্বিকাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন ॥১২

হে মাত:! আপনি যে ভক্তিহীনব্যক্তিকেও পরিত্রাণ করিলেন, ইহাতে আপনার কিরূপ কৃপাপ্রকাশ পাইল, তাহা আমি আর কি বর্ণনা করিব? সকলেই ভক্তের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিহীন ব্যক্তিকেও রক্ষা করা আপনার ব্রত ॥ ১৩

হে দেবি! আমি মুনিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, আপনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সৃজন পূর্ব্বক পালন করিতেছেন এবং আপনিই আবার সংহারকালে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিবেন; অতএব জননি! আপনি যে আমায় রক্ষা করিবেন; ইহা আর বিচিত্র কি? ১৪

হে দেবি! শীঘ্র আজ্ঞা করুন আমি এক্ষণে আপনার প্রীতিকর কি কার্য্য করিব এবং কোথায়ই বা আমাকে গমন করিতে হইবে? মাত:! আমি কর্ত্তব্যবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, অতএব আপনার আজ্ঞানুসারেই গমন, অবস্থান ও বিহার করিব ॥ ১৫

ব্যাসদেব বলিলেন—সুদর্শন এইরূপ বলিতে লাগিলে, দেবী-ভগবতী তাঁহার প্রতি দয়ান্বিতা হইয়া কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি অযোধ্যায় গমন করত কুলোচিত ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্য পালন কর ॥ ১৬

হে নৃপসত্তম! তুমি সতত আমাকে স্মরণ ও পূজা করিবে। আমি সততই স্বদীয় রাজ্যে মঙ্গল বিধান করিব ॥ ১৭

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমীতিথিতে যথাবিধি বলিপ্রদান করত বিশেষভাবে আমার পূজা করিবে ॥ ১৮

হে অনঘ! তুমি নিজ নগরীতে আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যায় সযত্নে পূজা করিবে ॥ ১৯

প্রতিবৎসর শরৎকালে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নবরাত্র বিধানানুসারে আমার মহাপূজা করিবে ॥ ২০

এবং চৈত্র, আশ্বিন, আষাঢ় ও মাঘমাসে ও নবরাত্রে বিশেষ-রূপে আমার মহোৎসব ও পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য ॥ ২১

হে নৃপশার্দ্দূল! কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে ও চতুর্দ্দশীতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিসহকারে আমার পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ২২

ব্যাসদেব বলিলেন—দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা এইরূপ উপদেশ প্রদানান্তে সুদর্শন কর্ত্তৃক বহু বিস্তৃতরূপে স্তুতা ও নমস্কৃতা হইয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ২৩

অন্তর্হিতা তু তাং দৃষ্ট্বা রাজান: সর্ব্ব এব তে
প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শক্রং সুরাস্তথা ॥ ২৪
সুবাহুরপি তং নত্বা স্থিতশ্চাগ্রে মুদান্বিত:।
উচু: সর্ব্বে মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫
ত্বমস্মাকং প্রভু: শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা।
কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াস্মান্ নৃপোত্তম ॥ ২৬
ত্বৎপ্রসাদান্মহারাজ দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা।
আদিশক্তির্ভবানী সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ২৭
ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি বহুপুণ্যো ধরাতলে
যস্মাচ্চ ত্বৎকৃতে দেবী প্রাদুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮
ন জানীমো বয়ং সর্ব্বে প্রভাবং নৃপসত্তম।
চণ্ডিকায়াস্তমোবৃত্তা মায়য়া মোহিতা: সদা ॥ ২৯
ধনদারসুতানাঞ্চ চিন্তনেঽভিরত: সদা
মগ্না মহার্ণবে ঘোরে কাম-ক্রোধরষাকুলে ॥৩০

দেবীকে অন্তর্হিতা দেখিয়া সেই সব রাজগণ সুদর্শনের নিকট আগমন পূর্ব্বক দেবগণ যেরূপ দেবরাজকে প্রণাম করেন, সেইরূপ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৪

নৃপবর সুবাহুও নতভাবে সানন্দচিত্তে সুদর্শনের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহীপালসকল অযোধ্যাধিপতি সুদর্শনকে কহিলেন ॥ ২৫

হে নৃপোত্তম! আপনি আমাদিগের প্রভু ও শাসক, আমরা সতত আপনার সেবক আপনি অযোধ্যায় রাজ্য করত আমাদিগকে পালন করুন ॥ ২৬

হে মহারাজ! আমরা আপনারই প্রসাদে চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়িনী সর্ব্বকল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী আদ্যাশক্তি ভবানীকে সন্দর্শন করিলাম ॥ ২৭

যখন আপনার নিমিত্ত সনাতনী দুর্গা ভগবতী দেবী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন, তখন ধরাতলে আপনিই ধন্য, আপনিই কৃতকৃত্য ও আপনিই পরম পুণ্যবান্ ॥ ২৮

হে নৃপসত্তম! আমরা সকলে সেই চণ্ডিকার প্রভাব কিছুই জানি না, আমরা নিরন্তর তমোগুণে পরিবৃত হইয়া মায়া দ্বারা মোহিত আছি ॥ ২৯

আমরা কাম-ক্রোধাদিরূপ জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ ঘোর সংসার-মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই কেবল স্ত্রী-পুত্র ধন চিন্তায় আসক্ত ॥৩০

পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে
কেয়ং শক্তি: কুতো জাতা কিম্প্রভাবা বদস্ব তৎ ॥৩১
ভব ত্বং নৌশ্চ সংসারে সাধবোঽতিদয়াপরা:।
তস্মান্নো বদ কাকুৎস্থ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৩২
যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রূহি নৃবরোত্তম ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তৈস্তু ধ্রুবসন্ধিসুতো নৃপ:।
বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদান্বিত: ॥৩৪

সুদর্শন উবাচ।

কিং ব্রবীমি মহীপালাস্তস্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশা: সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫
সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীর্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা
সাত্ত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬

হে মহাভাগ! হে মহামতে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি কৃপা করিয়া বলুন,—এই শক্তি কিরূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন ও ইঁহার প্রভাবই কি প্রকার? ৩১

আপনি এই তথা বলিয়া আমাদিগের অকূল সংসারার্ণবে নৌকারূপ হউন। হে কাকুৎস্থ! সাধুগণ অতি দয়াপরায়ণ হইয়া থাকেন, অতএব আপনি দয়াপরবশ হইয়া সর্ব্বোত্তম দেবীমাহাত্ম্য বলুন ॥ ৩২

হে নৃপবর! আমরা সেই দেবীর প্রভাব ও উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিস্তৃতভাবে সেই সব বলুন ॥ ৩৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—ধ্রুবসন্ধিপুত্র নৃপতি সুদর্শন রাজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মনোমধ্যে দেবীকে চিন্তা করত সানন্দচিত্তে তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৩৪

সুদর্শন বলিলেন,—হে মহীপালগণ! ইন্দ্রাদি অতিবলবান্ দেবগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও যখন তাঁহার মহিমা জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, তখন আমিই বা তাঁর উত্তম মাহাত্ম্য কি বলিব? কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৫

সেই সর্ব্বোত্তমা সর্ব্বপূজ্যা আদ্যাশক্তি সত্ত্বগুণময়ী বরণীয়া মহালক্ষ্মীরূপে অধিস জগৎকে পালন করিয়া থাকেন ॥ ৩৬

সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে।
সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭

নির্গুণা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা।
সর্ব্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ ॥৩৮

নির্গুণা সর্ব্বথা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিভির্নৃপাঃ
সগুণা সুখসেব্যা সা চিন্তনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৩৯

রাজান উচুঃ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্ত্বং নূনং ভয়াতুরঃ
কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা ॥৪০

উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ।
যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্বরয়ান্বিতা ॥৪১

সুদর্শন উবাচ

বালভাবাশ্রয়া প্রাপ্তং বীজং তস্যাঃ সুসম্মতম্
স্মরামি প্রজপন্নিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ॥ ৪২

ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাম্বিকা শিবা।
স্মরামি তাং দিবারাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাঃ।
তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪

সুবাহুরগমৎ কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্।
সুদর্শনোঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্জ্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫

মন্ত্রিণস্তু নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং মৃধে
জিতং সুদর্শনঞ্চৈব বভূবুঃ প্রেমস যুতাঃ ॥ ৪৬

আগচ্ছন্তং নৃপং শ্রুত্বা তং সাকেতনিবাসিনঃ।
উপায়নান্যুপাদায় প্রযযুঃ সম্মুখে জনাঃ ॥ ৪৭

তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে নানোপায়নপাণয়ঃ
ধ্রুবসন্ধিসুতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮

স্ত্রিয়োপসংযুতঃ সোঽথ প্রাপ্যাযোধ্যাং সুদর্শনঃ।
সম্মান্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯

বন্দিভিস্তূয়মানস্তু বন্দ্যমানশ্চ মন্ত্রিভিঃ
কন্যাভিঃ কীর্য্যমাণশ্চ লাজৈঃ সুমনসৈস্তথা ॥ ৫০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

রজোগুণ মূর্ত্তিতে সৃজন, সত্ত্বগুণ মূর্ত্তিতে পালন, তমোগুণ মূর্ত্তিতে সংহারকালে সংহার করিয়া থাকেন বলিয়াই জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ত্রিগুণময়ী বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭

হে নৃপোত্তমগণ! কিন্তু যিনি ঐ গুণত্রয়ের অতীতা সর্ব্বকামফলপ্রদা চতুর্থী পরমা শক্তি, তিনিই ব্রহ্মাদি সকলের কারণ ॥ ৩৮

হে নৃপগণ! যাঁহারা যোগী নন, তাঁহারা কোন মতেই ঐ নির্গুণ শক্তিকে অবগত হইতে পারেন না। এজন্য তাঁহার সগুণ মূর্ত্তিই সুখসেব্য এবং পণ্ডিতগণের সেই সগুণ মূর্ত্তিই সর্ব্বদা চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৯

রাজগণ বলিলেন,—আপনি'ত শত্রুভয়ে ভীত হইয়া বাল্যকালেই বনে গমন করেন, কিন্তু কিরূপে সেই দেবী পরমা শক্তিকে আপনি জানিতে পারিলেন? ৪০

হে নৃপ! আপনি কি প্রকারে তাঁহার অর্চ্চনা ও উপাসনা করিয়া থাকেন? যে জন্য তিনি আপনার প্রতি প্রসন্না হইয়া ত্বরান্বিতভাবে আপনার সাহায্য করিলেন? ৪১

সুদর্শন কহিলেন,—হে নৃপগণ! আমি বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পরম প্রিয় কামরাজনামক বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর সেই বীজমন্ত্র জপ ও স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২

এবং ঋষিগণের মুখে যখন সর্ব্বকল্যাণময়ী জগদম্বিকাকে জানিতে পারি, তদবধি দিবারাত্র পরম ভক্তিসহকারে সেই পরাৎপরা পরমা শক্তিকে স্মরণ করিতে থাকি ॥ ৪৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজগণ সুদর্শনের তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সেই দেবীকেই পরমা শক্তি বলিয়া বোধ করত তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমনার্থ তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৪

অনন্তর রাজা সুবাহুও সুদর্শনকে প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কাশীতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুদর্শনও কোশলরাজ্যে গমন করিলেন ॥ ৪৫

তৎকালে অযোধ্যারাজ্যের মন্ত্রিগণ শত্রুজিৎ সমরে নিহত হইয়াছেন এবং সুদর্শন জয়লাভ করিয়াছেন শ্রবণে প্রেমানন্দে পুলকিত হইলেন ॥ ৪৬

অযোধ্যাবাসী মহাজনসকল এবং সাধারণ প্রজাবর্গও সুদর্শনের আগমন-বার্ত্তাশ্রবণে তাঁহার সম্মুখমার্গে বিবিধ উপহার লইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

এবং তাঁহাকে ধ্রুবসন্ধির পুত্রজ্ঞানে আনন্দপূর্ণহৃদয়ে প্রজাগণ সকলে হস্তে নানাবিধ উপহার লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪৮

এদিকে রাজা সুদর্শনও নববধূর সহিত অযোধ্যামধ্যে উপস্থিত হইয়া সমস্ত জনগণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯

তখন বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ, মন্ত্রিগণ বন্দনা এবং কন্যাগণ লাজ (খৈ) ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে শতসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর কাশীনিবাসবর্ণননামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অযোধ্যায়ামাগত্য প্রণতিপূর্ব্বকং সুদর্শনস্য বিমাত্রা সহ কথোপকথনম্, তত্র দেবীপ্রতিমাস্থাপনম্, কাশ্যামপি রাজ্ঞা সুবাহুনা দুর্গাদেব্যা মূর্ত্তিস্থাপনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ।

গত্বাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজ্ঞাঃ সুহৃদ্বৃতঃ।
শত্রুজিন্মাতরং প্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কুলাম্ ॥ ১

মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল।
ন পিতা তে বৃথাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২

দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ।
অবশ্যম্ভাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩

ন শোকোঽত্র ত্বয়া কার্য্যো মৃতপুত্রস্য মানিনি।
স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথাসুখান্ ॥ ৪

দাসোঽস্মি তব ভো মাতর্যথা মম মনোরমা।
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে ন ভেদোঽস্তি মনাগপি ॥ ৫

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্
তস্মান্ন শোচিতব্যং তে সুখদুঃখে কদাচন ॥ ৬

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্।
আত্মানং শোক-হর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৭

দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং নাত্মাধীনং কদাচন।
ন শোকেন তদাত্মানং শোষয়েন্মতিমান্ নরঃ ॥ ৮

যথা দারুময়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে।
তথা স্বকর্ম্মবশগো দেহী সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ॥ ৯

অহং বনগতো মাতর্নাভবং দুঃখমানসঃ।
চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্মি চ ॥ ১০

মৃতো মাতামহোঽত্রৈব বিধুরা জননী মম।
ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১

লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথাকৃতা।
পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্ব্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২

মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি।
বিদল্লোঽয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাবলা ॥ ১৩

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[অযোধ্যায় আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক সুদর্শনের বিমাতার সহিত কথোপকথন, অযোধ্যায় দেবীপ্রতিমাস্থাপন এবং কাশীতেও রাজা সুবাহু কর্ত্তৃক দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—নৃপবর সুদর্শন এইরূপে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক সুহৃদ্‌গণের সহিত রাজগৃহে প্রবেশান্তে শত্রুজিতের শোকাকুলা জননীকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ১

মাতঃ! আমি আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, সংগ্রামস্থলে আপনার পুত্র শত্রুজিৎকে ও পিতা বৃথাজিৎকে বিনাশ করি নাই ॥২

ভগবতী দুর্গাই তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমার অপরাধ নাই। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার কিছু মাত্র প্রতীকার নাই ॥ ৩

হে মানিনি মাতঃ! আপনি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিবেন না; কারণ, জীবমাত্রেই নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মের বশীভূত হইয়াই সুখ-দুঃখ ভোগ করে ॥ ৪

হে ধর্ম্মজ্ঞে! মাতঃ! আমি আপনার দাস, আমার জননী মনোরমা যেরূপ আমার পরমারাধ্যা, আপনিও তদ্রূপ; অণুমাত্র প্রভেদ নাই ॥ ৫

জীবগণকে স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আপনি সুখ-দুঃখে শোক করিবেন না ॥ ৬

দুঃখের সময় অধিক দুঃখানুভব, সুখের সময় অধিক সুখানুভব হয় বলিয়াই বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, মানবিক শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য, এজন্য কদাপি তাহার অধীন হইবে না ॥ ৭

অখিল জগৎই দৈবাধীন কদাচ স্বাধীন নহে; এজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কখনও আপনাকে শোকাকুল করা উচিত নহে ॥ ৮

কাষ্ঠপুত্তলিকা যেমন রঙ্গালয়ে নটাদির বশতাপন্ন হইয়াই নৃত্যাদি করিয়া থাকে, তদ্রূপ দেহীমাত্রেই নিজ নিজ কর্ম্মের বশীভূত হইয়া বিবিধ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে ॥ ৯

হে মাতঃ! নিজ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আমি অরণ্যবাসী হইয়াও মনে অণুমাত্র দুঃখিত হই নাই ॥ ১০

এই অযোধ্যাতেই যখন আমার মাতামহ নিহত হইলেন, তখন আমার মাতা ভয়াতুরা হইয়া আমাকে লইয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন ॥ ১১

তখন পথিমধ্যে তস্করগণ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক সমস্ত পাথেয় পর্য্যন্ত অপহরণ করিলে বালকপুত্রা নিরাশ্রয়া আমার মাতার মাত্র পরিধেয় বস্ত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ১২

তখন মাতা আমাকে ক্রোড়ে লইয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মন্ত্রিবর বিদল্ল ও অবলা ধাত্রীমাত্র জননীর সহিত গমন করেন ॥ ১৩

মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমন্ততঃ
পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪
দুঃখং ন মে তদা স্তাসীৎ সুখং নাস্ত ধনাগমে।
ন বৈরং ন চ মাৎসর্য্যং সমচিত্তে তু কর্হিচিৎ ॥ ১৫
নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে।
তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬
ধর্ম্মস্যাচরণং কার্য্যং পুরুষেণ বিজানতা।
সঞ্জিত্যেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭
মনুষ্যং দুর্ল্লভং মাতঃ খণ্ডেঽস্মিন্ ভারতে শুভে।
আহারাদি সুখং নূনং ভবেৎ সর্ব্বাসু যোনিষু ॥ ১৮
প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কর্ত্তব্যং ধর্ম্ম-সাধনম্।
স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাং দুর্ল্লভং চান্যযোনিষু ॥ ১৯

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যতিলজ্জিতা।
পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রুবিলোচনা ॥ ২০

সাপরাধাস্মি পুত্রাহং কৃতা পিত্রা বৃধাজিতা।
হত্বা মাতামহং তেঽত্র সতং রাজ্যং তু যেন বৈ ॥২১
ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন সুতং মম।
যৎ কৃতং কর্ম্ম তেনৈব নাপরাধোঽস্তি মে সুতে ॥২২
তৌ মৃতৌ স্বকৃতেনৈব কারণং ত্বং তয়োর্ন চ।
নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩
পুত্রস্ত্বমসি কল্যাণ ভগিনী মে মনোরমা।
ন ক্রোধো ন চ শোকো মে ত্বয়ি পুত্র মনাগপি ॥ ২৪
কুরু রাজ্যং মহাভাগ প্রজাঃ পালয় সুব্রত।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্ ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নৃপা তাং নৃপনন্দনঃ।
জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূর্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬
স্থাবসন্তং গত্বা তু সর্ব্বানাহূয় মন্ত্রিণঃ
দৈবজ্ঞানথ পপ্রচ্ছ মুহূর্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭

অনন্তর মুনি ও মুনিপত্নীগণ দয়াপরবশ হইয়া নীবার ও ফলমূলাদি দ্বারা তথায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে থাকেন ॥ ১৪

তৎকালে আমার কিছুমাত্র দুঃখবোধ হয় নাই এবং অদ্য এই ঐশ্বর্য্য লাভেও আমার সুখ বোধ হইতেছে না। ফলে আমার অন্তরে কদাচ বৈর বা মাৎসর্য্য স্থান পায় না ॥ ১৫

হে শত্রুসন্তাপদায়িনি! আমার বিবেচনায় রাজভোগ অপেক্ষা নীবার ভক্ষণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, রাজভোগী পুরুষ নরকে গমন করিতে পারে, কিন্তু নীবারভোগী মুনিগণ কদাচ নরকে গমন করেন না ॥ ১৬

এজন্য জ্ঞানবান্ পুরুষগণ নরক-নিবারণার্থ ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক একমাত্র ধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭

মাতঃ! এই শুভপ্রদ ভারতখণ্ডে মানব-জন্ম অতি দুর্ল্লভ। অন্য সর্ব্বপ্রকার জন্মেই আহারাদি জন্য সুখ সমান আছে ॥ ১৮

এজন্য এই ভারতে মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া অন্য জন্মে যাহা দুর্ল্লভ, সেই স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ ধর্ম্মসাধনই মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য জানিবেন ॥ ১৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—লীলাবতী সুদর্শন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন এবং পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুদর্শনকে কহিলেন ॥ ২০

পুত্র! আমার পিতা বৃধাজিৎ যে তোমার মাতামহকে বিনাশ করিয়া তোমার রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট অপরাধিনী ॥ ২১

তৎকালে তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। তিনি স্ব-ইচ্ছায় তাহা করেন। আমি কোন ক্রমেই তাঁহাকে ও তাঁহার বন্য পুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই। পুত্র! এজন্য বস্তুতঃ আমার অপরাধ নাই ॥২২

তাঁহারা নিজকর্ম্ম-দোষেই মরিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ নহ। এজন্য আমি পুত্রের নিমিত্ত শোক করি না, মাত্র সেই দুষ্কর্ম্মের জন্যই শোকাকুল হইতেছি ॥ ২৩

হে কল্যাণীয় পুত্র! তুমিই আমার পুত্র এবং মনোরমা আমার ভগিনী, হে পুত্র! তোমার উপর আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্রোধ নাই ॥ ২৪

হে মহাভাগ! তুমি দেবী ভগবতীর প্রসাদেই অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব হে সুব্রত! এক্ষণে রাজ্য-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাগণকে প্রতিপালন কর ॥ ২৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—নৃপনন্দন সুদর্শন মাতা লীলাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক পূর্ব্বে মনোরমা যে সুরম্য ভবনে বাস করিতেন, তথায় গেলেন ॥ ২৬

অনন্তর সেই স্থানে যাইয়া মন্ত্রিগণকে ডাকাইলেন এবং দৈবজ্ঞগণকে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন ॥ ২৭

সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।
সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িষ্যে সদাম্বাহম্ ॥ ২৮
স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্
রাজ্যং পশ্চাৎ-করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯
পূজনীয়া সদা দেবী সর্ব্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ
মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০
ইত্যুক্তা মন্ত্রিণস্তে তু চক্রুর্বৈ রাজশাসনম্ ।
প্রাসাদং কারয়ামাসুঃ শিল্পিভিঃ সুমনোরমম্ ॥ ৩১
প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূর্ত্তেঽথ শুভে দিনে ।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২
হবনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজয়িত্বাথ দৈবতান্ ।
প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩
উৎসবস্তত্র সংবৃত্তো বাদিত্রাণাঞ্চ নিস্বনৈঃ ।
ব্রাহ্মণানাং বেদঘোষৈর্গানৈস্তু বিবিধৈ র্নৃপ ॥ ৩৪

ব্যাস উবাচ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্ বেদবাদিভিঃ ।
পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫
কৃত্বা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্ব-পৈতৃকম্ ।
বিখ্যাতা চাম্বিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬
রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্ব্বং সামন্তকনৃপানথ ।
বশে চক্রেঽতিধর্ম্মাত্মা সদ্ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭
যথা রামস্য রাজ্যেঽভূদ্দিলীপস্য রঘোর্যথা ।
প্রজানাং বৈ সুখং তদ্বন্মর্য্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮
ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবত্তথা ।
নাধর্ম্মে রমতে চিত্তং কেষামপি মহীতলে ॥ ৩৯
গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশ্চক্রুঃ সর্ব্বে জনাধিপাঃ ।
দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্ত্তিতা ॥ ৪০
সুবাহুরপি কাশ্যান্তু দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্
কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১
তত্র তস্যা জনাঃ সর্ব্বে প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।
পূজাং চক্রুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্য হ ॥ ৪২
বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গা দেবী ধরাতলে ।
দেশে দেশে মহারাজ তস্যা ভক্তির্বাবর্দ্ধত ॥ ৪৩

হে মন্ত্রিগণ ! আমি অগ্রে মনোরম স্বর্ণ-সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া সর্ব্বদা সেই সিংহাসনস্থিত দেবী ভগবতীকে পূজা করি ॥ ২৮

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রদায়িনী দেবী জগদম্বিকাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পূজাপূর্ব্বক যেরূপ শ্রীরামাদি রাজা করিয়াছিলেন, আমিও পশ্চাৎ তদ্রূপ রাজা করিব ॥ ২৯

এই অযোধ্যানগরবাসী সকল ব্যক্তিরই সেই সর্ব্বাভীষ্টফলদাত্রী সর্ব্ব কল্যাণময়ী সকলের মাননীয়া পরমাশক্তিকে সর্ব্বদা পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০

নৃপতি সুদর্শন এইরূপ কহিলে মন্ত্রিগণ রাজার আদেশানুসারে শিল্পিগণ দ্বারা এক অতি মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৩১

পরে ভূপতি দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া, শুভদিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক পূজাদি করাইয়া প্রাসাদমধ্যে সিংহাসনে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২

মতিমান্ রাজা বিধিবদ্ভাবে হোম ও দেবতার পূজাদি করাইয়া প্রাসাদে দেবী জগদম্বিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩

তখায় বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে, ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ শব্দে এবং নানাপ্রকার সঙ্গীত নিনাদে মহাউৎসব আরম্ভ হইল ॥ ৩৪

ব্যাসদেব বলিলেন—রাজা সুদর্শন এইরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বারা দেবীকে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করাইয়া যথাবিধানে বিবিধপ্রকারে তাঁহার মহতী পূজা করিলেন ॥ ৩৫

স্ব-পৈতৃকরাজ্য পাইয়া রাজা সেই দেবীর পূজা ব্যবস্থা করিয়া দিলেন সেই কোশলদেশে তখন অম্বিকাদেবী বিখ্যাতা হইলেন ॥ ৩৬

অনন্তর ধার্ম্মিক ধর্ম্মবিজয়ী রাজা সুদর্শন এইরূপে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী করদ সমস্ত রাজাগণকে আপনার বশীভূত করিলেন ॥ ৩৭

পূর্ব্বতন মহারাজ দিলীপ, রঘু ও শ্রীরামের রাজ্যে প্রজাগণের যেরূপ সুখ ও সম্মান ছিল, তাঁহার রাজ্যেও সেরূপ ছিল ॥ ৩৮

তৎকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পূর্ণ চতুষ্পাদ হইল। মহীতলে তখন কাহারও চিত্ত অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল না ॥ ৩৯

ঐ সময়ে জনাধিপ ব্যক্তিমাত্রেই স্ব স্ব গ্রামে দেবীর প্রাসাদ ও মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পূজা করায় কোশলদেশে পূজা প্রচার হইয়া পড়িল ॥ ৪০

এদিকে রাজা সুবাহুও স্বরাজ্যে কাশীতে দুর্গাদেবীর প্রাসাদ ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবীকে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪১

তত্রত্য জনগণ প্রেম ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া বিশ্বেশ্বরের ন্যায় তাঁহারও যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

হে মহারাজ ! অনন্তর সুবাহুপ্রতিষ্ঠিতা সেই দুর্গাদেবী অখিল ধরাতলে বিখ্যাতা হইয়া পড়িলেন। তৎকালে ভারতের

সর্ব্বত্র ভারতে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বথা।
ভজনীয়া ভবানী তু সর্ব্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪
শক্তিভক্তিরতাঃ সর্ব্বে মানিনশ্চাভবন্নৃপ।
আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫

সর্ব্বত্র দুর্গাদেবীর প্রতি সকলের ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩

তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্ববর্ণের মধ্যে সকলেরই সেই ভবানী পূজ্যা হইলেন ॥ ৪৪

হে নৃপ! তদবধি ভারতীয় সমুদয় মানবই দেবী আদ্যাশক্তির প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া সতত আগমোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহাকে

নবরাত্রেষু সর্ব্বেষু চক্রুঃ সর্ব্বে বিধানতঃ।
অর্চ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরা জনাঃ ॥ ৪৬
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যায়াং কাশ্যাঞ্চ
দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

স্তব, ধ্যান ও তন্ত্রোক্ত জপপরায়ণ হইলেন ও সম্মানভাজন হইলেন ॥ ৪৫

যথাবিধানানুসারে দেবীর ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমুদয় মানব সমুদয় (চৈত্র, আশ্বিন, আষাঢ়, মাঘ মাসে। নবরাত্রে দেবীর অর্চ্চনা, হোম ও যাগ করিলেন ॥ ৪৬

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশ সাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে অযোধ্যাতে ও কাশী-ধামেতে দেবীসংস্থাপন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জনমেজয়স্য নবরাত্রবিষয়কঃ প্রশ্নস্তথা ব্যাসদেবেন নবরাত্রবিধানস্য কুমারীপূজাবিধানস্য চ কথনম্।]

জনমেজয় উবাচ।
নবরাত্রে তু সংপ্রাপ্তে কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজোত্তম।
বিধানং বিধিবদ্ ব্রূহি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥ ১
কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্য্যো মহামতে।
এতদ্ বিস্তরতো ব্রূহি কৃপয়া দ্বিজসত্তম ॥ ২
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রব্রতং শুভম্।
শরৎকালে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩

ব্যাস উবাচ।
বসন্তে চ প্রকর্ত্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্ব্বকম্।
দ্বাবৃতূ যমদংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্ব্বজনেষু বৈ ॥ ৪
শরদ্-বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ।
তস্মাদ্ যত্নাদিদং কার্য্যং সর্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥ ৫
দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতূ রোগকরৌ নৃণাম্।
বসন্ত-শরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥ ৬
তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ।
চৈত্রেঽশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ ॥ ৭
অমাবস্যাঞ্চ সম্প্রাপ্য সম্ভারং কল্পয়েচ্ছুভম্।
হবিষ্যাশ্যশনং কার্য্যমেকভুক্তন্তু তদ্দিনে ॥ ৮

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

[জনমেজয়ের নবরাত্রবিষয়ক প্রশ্ন এবং বেদব্যাস কর্ত্তৃক নবরাত্র-বিধান ও কুমারী পূজা-বিধান কথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! উক্ত নবরাত্র ব্রতের সময়ে কি কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ শরৎকালে কিরূপ বিধানানুসারে ঐ ব্রত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইতে পারে? ১

হে মহামতে! দ্বিজসত্তম! উহার ফলই বা কিরূপ এবং ঐ সময়ে কিরূপ নিয়মই বা করিতে হয়? কৃপা করিয়া ঐ সমস্ত বিষয় আমায় সবিস্তারে বলুন ॥ ২

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্! পরম শুভপ্রদ নবরাত্র ব্রতের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ ব্রত শরৎকালে বিশেষরূপে যথাবিধি করিতে হয় ॥ ৩

এবং বসন্তকালেও প্রেমভক্তি পূর্ব্বক সেইরূপ ঐ নবরাত্র ব্রত কর্ত্তব্য। কারণ শরৎ ও বসন্ত ঋতুদ্বয় প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হয় বলিয়া ঐ দুই ঋতু সমস্ত লোকের নিকট যমদংষ্ট্রা বলিয়া বিখ্যাত। এজন্য সর্ব্বত্র শুভার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই ঐ সময়ে যত্ন পূর্ব্বক উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় ॥ ৪-৫

বসন্ত ও শরৎ ঋতু এই দুইটি ঋতুই মনুষ্যগণের ভয়ঙ্কর, বিবিধ পীড়াদায়ক ও জননাশকর অতএব হে নরাধিপ! চৈত্র ও আশ্বিন মাসে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের ভক্তি পূর্ব্বক চণ্ডিকার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৬-৭

ব্রতের পূর্ব্বদিন অমাবস্যাতে উপকরণ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে এবং ঐদিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে ॥ ৮

আর ঐ দিবসেই পবিত্র সমতল প্রদেশে ষোড়শ হস্ত পরিমিত শুভ্র ও ধ্বজসমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করাইবে ॥ ৯

গৌরমৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা উহা লেপন করাইবে। পরে তন্মধ্যে দেবীপীঠ স্থাপনার্থ চতুর্হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ও এক হস্ত

মণ্ডপস্তু প্রকর্ত্তব্য: সমে দেশে শুভে স্থলে।
হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভ-ধ্বজাসমন্বিত: ॥ ৯
গৌরমৃদ্-গোময়াভ্যাক্ত লেপনং কারয়েত্ততঃ।
তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্ত্তব্যা চ সমা স্থিরা ॥ ১০
চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রা পীঠার্থ স্থানমুত্তমম্।
তোরণানি বিচিত্রাণি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১
রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্র্য দেবীতত্ত্ববিশারদান্।
আচারনিরতান্ দান্তান্ বেদ-বেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২
প্রতিপদ্দিবসে কার্য্য: প্রাত:স্নানং বিধানত:।
নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽথবা ॥১৩
প্রাতর্নিত্যং পুর: কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং তত:।
অর্ঘ্য-পাদ্যাদিকং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং মধুপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিত:।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং বিভবে সতি কর্হিচিৎ ॥ ১৫
বিপ্রৈ: সন্তোষিতৈ: কার্য্য: সম্পূর্ণ: সর্ব্বথা ভবেৎ
নব পঞ্চ ত্রয়শ্চৈকো দেব্যা: পাঠে দ্বিজা: স্মৃতা: ॥ ১৬
বরয়েদ্ ব্রাহ্মণং শান্তং পরায়ণকৃতে তদা।
স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানত: ॥ ১৭
বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্যং ক্ষৌমবস্ত্রসমন্বিতম্
তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধান্বিতা ॥ ১৮
রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা
দিব্যাম্বরধরা সৌম্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরা সিংহে স্থিতা শিবা।
অষ্টাদশভুজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥২০
অর্চ্চাভাবে তথা যন্ত্র: নবার্ণমন্ত্রসংযুতম্।
স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলস: তত্র পার্শ্বত: ॥ ২১
পঞ্চপল্লবসংযুক্ত: বেদমন্ত্রৈ: সুসংস্কৃতম্।
সুতীর্থজলসম্পূর্ণ: হেমরত্নৈ: সমন্বিতম্ ॥ ২২
পার্শ্বে পূজার্থসম্ভারান্ পরিকল্প্য সমন্ততঃ
গীতবাদিত্রনির্ঘোষান্ কারয়েন্মঙ্গলায় বৈ ॥ ২৩
তিথৌ হস্তান্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্।
প্রথমে দিবসে রাজন্ বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥২৪
নিয়মং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ।
উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুন: ॥ ২৫

পরিমিত উচ্চ, সর্ব্বত্র সমান সুদৃঢ় বেদিকা রূপ উত্তম স্থান প্রস্তুত করাইয়া চতুর্দ্দিকে বিচিত্র তোরণ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ আলম্বিত করিবে ॥ ১০-১১

অনন্তর রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে দেবীতত্ত্ববিষয়ে বিশারদ সদাচারসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ উপবাসক্লেশসহিষ্ণু দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক পরদিন প্রতিপৎ তিথিতে নদী নদ তড়াগ বাপী কূপ অথবা নিজ গৃহেই শাস্ত্র বিধানানুসারে প্রাতঃস্নানান্তে অগ্রে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পরে পাদ্য-অর্ঘ্য মধুপর্ক ও যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি দিয়া ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে। সম্পদরূপ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে কৃপণতা বা বিত্তশাঠ্য করা কখনও উচিত নহে ॥ ১২-১৫

কারণ ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কার্য্য সম্পূর্ণ ফলজনক হইয়া থাকে। ঐ কার্য্যে চণ্ডী পাঠার্থ বা দেবী ভাগবত পাঠার্থ সামর্থ্যানুরূপ নয়জন, পাঁচজন, তিনজন অভাব পক্ষে একজন ব্রাহ্মণকেও বরণ করার বিধান আছে (১) ॥ ১৬

পারায়ণ কার্য্যের জন্য শান্তাদি গুণযুক্ত একজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া বেদমন্ত্রবিধানানুসারে স্বস্তিবাচন করাইবে ॥ ১৭

তৎপরে বেদীর উপরিভাগে ক্ষৌম বস্ত্রসমন্বিত সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে রত্নভূষণে ভূষিতা গলদেশে মুক্তাহারবিরাজিতা হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারিণী সর্ব্বলক্ষণান্বিতা দিব্যাম্বর-পরিধায়িনী, সিংহবাহিনী, সর্ব্ব সর্ব্বকল্যাণময়ী সৌম্যমূর্ত্তি চতুর্ভুজা দেবী অম্বিকা প্রতিমা অথবা অষ্টাদশভুজা দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০

প্রতিমার অভাব হইলে সেই সিংহাসনের উপর মধ্যস্থলে লিখিত নবাক্ষর মন্ত্র-সমন্বিত দেবীযন্ত্র এবং তাহার পার্শ্বে পঞ্চ-পল্লবযুক্ত বেদমন্ত্রে সুসংস্কৃত তীর্থজলপূর্ণ স্বর্ণ ও রত্নসমন্বিত একটি কলস পীঠপূজার্থ স্থাপন করিবে ॥ ২১-২২

অনন্তর নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে পূজোপকরণ দ্রব্যসকল সংস্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গলার্থ গীত ও বাদ্যধ্বনি করাইবে ॥ ২৩

হে রাজন্! পূজার প্রথম দিন নন্দাতিথিতে(২) যদি হস্তানক্ষত্র-যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা অতি প্রশস্ত, ঐ দিনে দেবীর যথাবিধি পূজা করিতে পারিলে মানবগণের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৪

প্রথমে নিয়ম যথা পূর্ব্বদিন নিরম্বু উপবাস কিম্বা রাত্রিকালে

(১)

নবরাত্রে দেবী ভাগবত পাঠে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—
"নবরাত্রে তু দেবেশি দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত:॥
দেবী ভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতন্দ্রিত:।
নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদা॥"

(২)

প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও একাদশী তিথি—নন্দা। এস্থলে নন্দাপদে প্রতিপৎ তিথিই বুঝিতে হইবে।

করিষ্যামি ব্রতং মাতর্নবরাত্রমনুত্তমম্
সাহায্যং কুরু মে দেবি জগদম্ব নমোঽস্তু তে ॥ ২৬
যথাশক্তি প্রকর্ত্তব্যো নিয়মো ব্রতহেতবে।
পশ্চাৎ পূজা প্রকর্ত্তব্যা বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ২৭
চন্দনাগুরু-কর্পূরৈঃ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
মন্দার-করঞ্জাশোক-চম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮
মালতী-ব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথা বিল্বদলৈঃ শুভৈঃ
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯
ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘ্যং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ।
নারিকেলৈর্মাতুলিঙ্গৈর্দাড়িমী-কদলীফলৈঃ ॥ ৩০
নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথাপূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ
অন্নদানং প্রকর্ত্তব্যং ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ ॥ ৩১
মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্।
মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২
দেব্যগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বর্গমব্যয়ম্।
ন হিংসা পশুজা তত্র নিষ্পতাং তৎকৃতেনহনঘ ॥ ৩৩
অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ে।
দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতির্ধ্রুবা ॥ ৩৪
হোমার্থঞ্চৈব কর্ত্তব্যং কুণ্ডঞ্চৈব ত্রিকোণকম্।
স্থণ্ডিলং বা প্রকর্ত্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫
ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ
গীত-বাদিত্র-নৃত্যৈশ্চ কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬
নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীণাঞ্চ পূজনম্।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্দিব্যৈর্ভোজনৈশ্চ সুধাময়ৈঃ ॥ ৩৭
একৈকাং পূজয়েন্নিত্যং একবৃদ্ধ্যা তথা পুনঃ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮
বিভবস্যানুসারেণ কর্ত্তব্যং পূজনং কিল।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং রাজন্ শক্তিমবেহি সদা ॥ ৩৯
একবর্ষা ন কর্ত্তব্যা কন্যা পূজাবিধৌ নৃপ।
পরমজ্ঞা তু ভোগানাং গন্ধাদীনাঞ্চ বালিকা ॥ ৪০

হবিষ্যান্ন ভোজন অথবা দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া পরদিন প্রথমে সঙ্কল্পানুষ্ঠান পূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবে। ২৫

সঙ্কল্পানন্তর দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে, হে মাতঃ! আমি অত্যুত্তম ভবদীয় নবরাত্র ব্রত করিব মানস করিয়াছি; অতএব হে দেবি! জগদম্বিকে! এ বিষয়ে আপনি আমার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করুন। ২৬

যিনি পূর্ব্বোক্ত উপবাসাদিতে অসক্ত, তিনি নিজ শক্তির অনুরূপ নিয়ম করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবেন। ২৭

চন্দন, অগুরু, কর্পূর এবং মন্দার, করঞ্জ (ব্যাঘ্রনখী, বা করঞ্জ) অশোক, চম্পক, করবীর, মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্প, উত্তম বিল্বপত্র ও ধূপ-দীপাদি দ্বারা ভগবতী জগদ্ধাত্রীর যথাবিধি পূজা করিবে। ২৮-২৯

পূজাকালে তাঁহাকে যে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, তাহা নারিকেল, মাতুলঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস, বিল্বকলাদি বিবিধ ফলের সহিত দেওয়া কর্ত্তব্য। হে নরাধিপ! ঐ সকল উপকরণ দানের পর ভক্তি সহকারে অন্নদান করিবে। ৩০-৩১

যাহারা মাংস ভোজন করে, তাহারা দেবীর প্রীত্যর্থে পশুহিংসা করিবে। তন্মধ্যে মহিষ, ছাগ ও বরাহ বলিদানই প্রশস্ত। ৩২

দেবীর সম্মুখে যে সকল পশু নিহত হয়, তাহারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। হে অনঘ! এই দেবীর প্রীত্যর্থে এই যে পশু বলিদানরূপ হিংসা, তাহা হিংসাই নহে। ৩৩

যজ্ঞার্থে পশুবধ হইলে পশুগণের স্বর্গগতি নিশ্চিতভাবে হয় বলিয়াই তাহাদের পরম উপকার করা হয়। এইজন্যই যজ্ঞীয় হিংসা যে হিংসার মধ্যে পরিগণিত নহে, ইহা সমস্ত শাস্ত্রেই নির্ণীত হইয়াছে। ৩৪

হোমের জন্য পরিমাণানুসারে একহস্তাদি পরিমিত ত্রিকোণাকার সুন্দর কুণ্ড বা স্থণ্ডিল কর্ত্তব্য। ৩৫

প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা নানাবিধ মনোহর দ্রব্যসমূহের দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা ও অর্চ্চনান্তে নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা মহোৎসব করণীয়। ৩৬

প্রতিদিন ভূতলে শয়ন করিবে এবং প্রত্যহ বস্ত্রালঙ্কার ও অমৃততুল্য সুমিষ্ট খাদ্য বস্তু দিয়া কুমারী পূজা বিধেয়। ৩৭

নিত্য এক একটি অথবা প্রতিদিন এক একটি বৃদ্ধি করিয়া কিম্বা প্রত্যহ দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করিয়া কিম্বা প্রতি দিবসেই নয়টি করিয়া কুমারী পূজা করিবে। ৩৮

হে রাজন্! শক্তি পূজায় বিত্তশাঠ্য করা কদাচ উচিত নহে; বিভবানুরূপ পূজা করাই কর্ত্তব্য। ৩৯

হে নৃপ। কুমারী পূজায় একবর্ষীয়া কন্যাকে কুমারী করিবে না; কারণ, সেই বালিকা গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞা। ৪০

কুমারিকা তু সাপ্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ।
ত্রিমূর্ত্তিশ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুরব্দিকা ॥ ৪১
রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্বর্ষা কালিকা স্মৃতা
চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্যাদষ্টবর্ষা চ শাম্ভবী ॥ ৪২
নববর্ষা ভবেদ্দুর্গা সুভদ্রা দশবার্ষিকী।
অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বকার্য্যবিগর্হিতা ॥ ৪৩
এভিশ্চ নামভিঃ পূজা কর্ত্তব্যা বিধিসংযুতা।
তাসাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪
কুমারী পূজিতা কুর্য্যাদ্দুঃখদারিদ্র্যনাশনম্।
শত্রুক্ষয়ং ধনায়ুষ্যং বলবৃদ্ধিং করোতি বৈ ॥ ৪৫
ত্রিমূর্ত্তিপূজনাদায়ুস্ত্রিবর্গস্য ফলং ভবেৎ।
ধনধান্যাগমশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬
বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্থিবঃ।
সুখার্থী পূজয়েন্নিত্যং কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥৪৭
রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্ বিধিবন্নরঃ
কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েদ্ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮
ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ।
পূজয়েচ্ছাম্ভবীং নিত্যং নৃপসম্মোহনায় চ ॥ ৪৯
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ।
ক্রূরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্ম্মসাধনে ॥ ৫০
দুর্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরলোকসুখায় চ।
বাঞ্ছিতার্থস্য সিদ্ধ্যর্থং সুভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১
শ্রীরস্ত্বিতি চ মন্ত্রেণ পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
শ্রীযুক্তমন্ত্রেরথবা বীজমন্ত্রেরথাপি বা ॥ ৫২
কুমারস্য চ তত্ত্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া।
কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩
সত্ত্বাদিভিস্ত্রিমূর্ত্তিথা ভৈদৈহি নানারূপিণী।
ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪
কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্।
পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৫৫

দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী বলিয়া কথিত আছে। আর ত্রিবর্ষীয়াকে ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্ষীয়াকে কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়াকে রোহিণী, ষড়্বর্ষীয়াকে কালিকা, সপ্তবর্ষীয়াকে চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়াকে শাম্ভবী, নববর্ষীয়াকে দুর্গা, দশবর্ষীয়া বালিকাকে সুভদ্রা বলা হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত বয়স্কাকে পূজা করা উচিত নহে; কারণ সে কোন, কার্য্যেই পূজা গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে ॥ ৪১-৪৩

উক্ত নববিধ নাম দ্বারা যথাবিধি দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে উল্লিখিত নববিধ কুমারী পূজার ফল বলিতেছি ॥ ৪৪

দ্বিবর্ষীয়া কুমারীকে পূজা করিলে দুঃখ-দারিদ্র্যনাশ, শত্রুক্ষয় এবং ধন, আয়ু ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৫

ত্রিমূর্ত্তি কুমারীপূজনে আয়ুবৃদ্ধি, ত্রিবর্গ ফল, ধনধান্যাগম ও পুত্রাদি বৃদ্ধি হয় ॥ ৪৬

সর্ব্বকামপ্রদা কল্যাণী কুমারীর পূজা বিদ্যার্থী, বিজয়ার্থী, রাজ্যার্থী ও রাজাদিগের কর্ত্তব্য ॥ ৪৭

মানবগণ রোগনাশের নিমিত্ত রোহিণী কুমারীকে এবং শত্রুনাশের নিমিত্ত কালিকা কুমারীকে বিধিবদ্ভাবে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ৪৮

হে নৃপ! যিনি ধনৈশ্বর্য্যের ইচ্ছা করেন, তিনি চণ্ডিকা কুমারীকে পূজা করিবেন এবং যিনি শত্রুদিগকে সম্মোহিত করিতে কামনা করেন, তিনি শাম্ভবী কুমারীকে পূজা করিবেন ॥ ৪৯

দুঃখ-দারিদ্র্যনাশ, সংগ্রামে বিজয়, ক্রূর শত্রুবিনাশ, উগ্রতম কার্য্য সাধন এবং পারত্রিক সুখের জন্য সকলেই ভক্তি সহকারে দুর্গানামিকা কুমারীকে পূজা করিবেন এবং বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির জন্য সতত সুভদ্রানামিকা কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৫০-৫১

মানবগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীরস্তু ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা শ্রীযুক্ত-যুক্ত অন্যবিধ মন্ত্রে অথবা বীজ মন্ত্রে কুমারীকে পূজা করিবে ॥ ৫২

এক্ষণে নববিধ কুমারীর নববিধ বিশেষ মন্ত্রের কথা বলা হইতেছে। যিনি লীলাচ্ছলে ব্রহ্মাদি দেবগণের সৃজন করিয়াছেন এবং বালকবৃন্দের রহস্য বিষয়সকল প্রকাশ করিতেছেন, আমি সেই দেবী কুমারীকে পূজা করি ॥ ৫৩

যিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ভেদে প্রথমে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্রমে ঐ গুণত্রয়ের বহু প্রকার ভেদবশতঃ নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, যে পরমাশক্তি ত্রিকালব্যাপিনী, আমি সেই ত্রিমূর্ত্তি দেবীকে পূজা করি ॥ ৫৪

যিনি নিত্য পূজিতা হইলে ভক্তগণের নিরন্তর কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী ও সিদ্ধিদায়িনী কল্যাণীকে পরমভক্তি সহকারে পূজা করি ॥ ৫৫

রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্জন্মসঞ্চিতানি বৈ।
যা দেবী সর্ব্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥৫৬

কালী কালয়তে সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
কল্পান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭

চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ড-মুণ্ডবিনাশিনীম্।
তাং চণ্ডপাপহারিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮

অকারণাৎ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈঃ পরিকীর্ত্তিতা।
যস্যাস্তাং সুখদাং দেবীং শান্তবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯

যে দেবী সমস্ত জীবগণের পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্মবীজ-সকলকে অঙ্কুরিত করিতেছেন, আমি সেই রোহিণী দেবীকে পূজা করি ॥ ৫৬

যিনি কল্পান্তকালে মহাকালী রূপে সচরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে কবলিত করিয়া থাকেন, আমি সেই দেবী কালিকাকে পূজা করি ॥ ৫৭

যিনি প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করত চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করিয়াছেন এবং যিনি ভক্তগণের প্রচণ্ড পাপরাশিকে বিদূরিত করেন, আমি সেই দেবী চণ্ডিকাকে পূজা করি ॥ ৫৮

অখিল বেদ যাঁহার স্বরূপ এবং সেই বেদে যাঁহার উৎপত্তির কোন কারণই নিরূপিত হয় নাই, আমি সেই সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী দেবী শান্তবীকে পূজা করি ॥ ৫৯

দুর্গাং ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গাত্তিনাশিনী।
দুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০

শুভদ্রাণি চ ভক্তানাং করুতে পূজিতা সদা।
অভদ্রনাশিনীং দেবীং শুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১

এভির্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়াঃ কন্যকাঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্গন্ধৈর্ভূষাচ্ছাদবচৈরপি ॥ ৬২

ইতি দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রি-
বিধিকীর্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

যিনি ভক্তগণের দুর্গতি এবং দুঃখনাশিনী ও পরিত্রাণকারিণী যিনি সমস্ত দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়া, আমি সেই দেবী দুর্গাকে পূজা করি ॥ ৬০

যিনি পূজিতা হইলে ভক্তগণের অশুভ নিবারণ পূর্ব্বক সতত কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, আমি সেই দেবী সুভদ্রাকে পূজা করি ॥ ৬১

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের উক্ত নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, অলঙ্কার গন্ধমাল্য ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়া উল্লিখিত কুমারী প্রভৃতি নববিধ কন্যাগণের পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৬২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রিবিধিকীর্ত্তন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

কুমারীপূজায়াং বর্জ্জনীয়ানাং কন্যানাং লক্ষণকথনম্, বৈশ্যবৃত্তান্তপ্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ।

হীনাঙ্গীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ব্রণান্বিতাম্
গন্ধস্ফুরিতহীনাঙ্গীং বিশালকুলসম্ভবাম্ ॥ ১
জাত্যন্ধাং কেকরাং কাণীং কুরূপাং বহুরোমশাম্।
সন্ত্যজেদ্রোগিণীং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনান্বিতাম্ ॥ ২
ক্ষামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্
বর্জ্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্ব্বপূজাদিকর্ম্মসু ॥ ৩
অরোগিণীং শুভ্রপাঙ্গীং সুন্দরীং ব্রণবর্জ্জিতাম্
একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪
ব্রাহ্মণী সর্ব্বকার্য্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা।
লাভার্থে বৈশ্যবংশোত্থা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়।

[কুমারীপূজায় বর্জ্জনীয় কন্যাগণের লক্ষণ কথন এবং এক বৈশ্যের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণন।]

ব্যাসদেব কহিলেন—হে রাজন্! হীনাঙ্গী, কুষ্ঠরোগান্বিতা, ব্রণান্বিতা, দুর্গন্ধদেহা, কন্যা বিশালকুল সম্ভূতা হইলেও কুমারী পূজায় বর্জ্জনীয়া ॥ ১

জন্মান্ধা, বক্রদর্শনা, একচক্ষুহীনা, কুরূপা, লোমপূর্ণাঙ্গী, চিররোগিণী, ঋতুমতী, যৌবনচিহ্নযুক্তাও বর্জ্জনীয়া ॥ ২

অতি কৃশা, অতিবালা, উপপতি কর্ত্তৃক বিধবার গর্ভজাত ও অবিবাহিতার গর্ভসম্ভূতা কন্যাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পূজাদি কার্য্যেই পরিত্যাগ করিবে। কদাচ কুমারী করিবে না ॥ ৩

যাহার শরীরে কোন রোগ নাই, যাহার গঠন সুন্দর, যাহার কোন অঙ্গে ব্রণচিহ্ন নাই, এবং যে জারজা নহে, ঈদৃশী সুন্দরী কন্যাই কুমারী পূজায় সম্যক্‌রূপে পূজনীয়া ॥ ৪

ব্রাহ্মণকন্যা সর্ব্বকার্য্যে এবং ক্ষত্রিয়কন্যা জয়ার্থে, বৈশ্য-কন্যা লাভার্থে ও শূদ্রকন্যা মঙ্গলার্থে কুমারী হইতে পারে ॥ ৫

ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মজাঃ পূজ্যা রাজন্যৈস্ত্রক্ষত্রজাঃ।
বৈশ্যৈস্ত্রিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬
কারুভিশ্চৈব বংশোত্থা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭
অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্ত্তুং চৈত্রবরাত্রকে।
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮
পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
প্রাদুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনী কোটিভিঃ সহ ॥ ৯
অতোঽষ্টম্যাং বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা।
নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০
পায়সৈরামিষৈর্হোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ
ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১১
উপবাসে হ্যশক্তানাং নবরাত্রে ব্রতে পুনঃ।
উপোষণত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ ॥ ১২
সপ্তম্যাঞ্চ তথাষ্টম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ।
ত্রিরাত্রকরণাৎ সর্ব্বং ফলং ভবতি পূজনাৎ ॥ ১৩

পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা।
সম্পূর্ণং তদ্ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাঞ্চৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪
ব্রতানি যানি চান্যানি দানানি বিবিধানি চ।
নবরাত্রব্রতস্যাস্য নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫
ধনধান্যপ্রদং নিত্যং সুখসন্তানবৃদ্ধিদম্।
আয়ুরারোগ্যদঞ্চৈব স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬
বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ।
তেনেদং বিধিবদ্ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭
বিদ্যার্থী সর্ব্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাৎ।
রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সর্ব্বথা ॥ ১৮
পূর্ব্বজন্মনি যৈর্নূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্।
তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯
বন্ধ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবর্জ্জিতা
অনুমা তত্র কর্ত্তব্যা নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০
নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে।
স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেঽত্র তথা দিবি ॥ ২১

ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ কন্যাকে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কন্যাকে, বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাকে এবং শূদ্রগণ চতুর্ব্বর্ণের কন্যাকেই কুমারী পূজা করিতে পারিবে ॥৬

কেবল শিল্পজীবী ব্যক্তিগণ নিজবংশজাত কন্যাকেই যথাযোগ্য পূজা করিবে। সমুদয় কার্য্যেই নবরাত্র বিধানানুসারে ভক্তি সহকারে কুমারী পূজা আবশ্যক ॥ ৭

উক্ত নবরাত্রব্রতে যদি প্রত্যহ কুমারীপূজায় অশক্ত হয়, তবে কেবল অষ্টমীতেই বিশেষরূপে কুমারীর অর্চ্চনা করিবে ॥ ৮

পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ঘোরাকৃতি দেবী ভদ্রকালী অষ্টমীতেই কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত প্রাদুর্ভূতা হন ॥ ৯

অতএব ঐ অষ্টমী তিথিতে গন্ধমাল্য, অনুলেপন, পায়স, আমিষ এবং বিবিধ ফল ও পুষ্পাদি উপহারে তাঁহার বিশেষরূপে পূজা করা এবং হোম ও ব্রাহ্মণভোজনাদি দ্বারা সেই জগদম্বিকার সবিশেষ সন্তোষ বিধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য ॥ ১০-১১

হে নৃপ! যাহারা নবরাত্রব্রতে নয় দিবস উপবাস করিতে অশক্ত, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞগণ ত্রিরাত্র উপবাসেই সম্পূর্ণ ফল হয় বলিয়াছেন ॥ ১২

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিলেও সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় ॥ ১৩

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন পূজা, হোম, কুমারীপূজা ও ব্রাহ্মণভোজন দ্বারাই নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হয় ॥ ১৪

ভূতলে যত প্রকার ব্রত ও দান আছে, তৎ সমস্তই নবরাত্রব্রতের তুল্য নহে ॥ ১৫

উহাতে সর্ব্ব প্রকার সুখ ও সন্তান বৃদ্ধি হয় এবং উহা ধন, ধান্য, আয়ুঃ ও আরোগ্য দান করে এবং অন্তিমে স্বর্গ ও মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৬

যে মানব বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী হইবেন, তাঁহার এই ব্রত সৌভাগ্যপ্রদ ব্রতের যথাবিধি অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ১৭

এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই লাভ করিতে পারেন এবং রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতিও নিশ্চয় নষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন ॥ ১৮

যাহারা পূর্ব্বজন্মে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, নিশ্চয় তাহারাই সতত রোগগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রহীন হইয়া থাকে ॥ ১৯

বন্ধ্যা, বিধবা ও ধনহীনা রমণীকে দেখিলে এইরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য যে, সেই রমণী কখনও নবরাত্র ব্রত করে নাই ॥ ২০

যে ব্যক্তি ভূতলে আসিয়া উল্লিখিত নবরাত্র ব্রত না করে সে কি প্রকারে ইহ জীবনে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সুখী হইবে এবং দেহান্তেই বা কি প্রকারে স্বর্গে সুখ ভোগ করিবে? ২১

রক্তচন্দনসম্মিশ্রৈঃ কোমলৈর্বিল্বপত্রকৈঃ
ভবানী পূজিতা যেন স ভবেদ্ ভূপতিঃ ক্ষিতৌ ॥২২
নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী
দুঃখাত্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্ধরা
দুঃখাবৃতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে
নূনং দরিদ্রো ভবতীহ মানবঃ ॥২৩
যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হর-পদ্মজৌ তথা
বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ।
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা-
স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥২৪
স্বাহা-স্বধানামমন্ত্রপ্রভাবৈ-
স্তৃপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মুদা হরন্তি
যন্নাময়ুগ্মং শ্রুতিভির্মুনীন্দ্রাঃ ॥২৫
যচ্ছেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ।
নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শম্ভু-
স্তাং শর্ম্মদাং ন ভজতে হ্যু কথং মনুষ্যঃ ॥২৬
নৈকোঽস্তি সর্ব্বভুবনেষু ত্বয়া বিহীনো
দেবো নরোঽথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা
গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস-পিশাচ-নগেষু নূনং
যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিযুতো যথেচ্ছম্ ॥২৭
তাং ন সেবেত কস্তণ্ডাং সর্ব্বকামার্থদাং শিবাম্।
ব্রতং তস্যা ন কঃ কুর্য্যাদ্ বাঞ্ছন্নর্থচতুষ্টয়ম্ ॥২৮
মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রব্রতং চরেৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৯
পুরা কশ্চিদ্ বণিগ্দাসো ধনহীনঃ সুদুঃখিতঃ।
কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসত্তম ॥৩০
অপত্যানি বহূন্যস্যাভবন্ ক্ষুৎপীড়িতানি চ
ভক্ষ্যং কিঞ্চিত্তু সায়াহ্নে প্রাপ্নুতস্য চ বালকাঃ ॥৩১
ভুঙ্‌ক্তে স্ম কার্য্যকর্ত্তাসৌ পরস্যাথ বুভুক্ষিতঃ।
কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥৩২

রক্তচন্দনমিশ্রিত কোমল বিল্বপত্রসমূহের দ্বারা যিনি ভবানীর অর্চ্চনা করিতে পারেন, তিনিই পৃথিবীতে রাজা হইয়া থাকেন ॥২২

যে মানব সেই সর্ব্বকল্যাণকরী, সর্ব্বদুঃখনাশিনী, সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, জগতের সারভূতা সনাতনী শিবানীকে আরাধনা করে না, সেই মানব এই ধরাতলে নিশ্চয়ই সতত দুঃখান্বিত, শত্রুগণে পরিবৃত ও দরিদ্র হয় ॥২৩

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বহ্নি, কুবের, বরুণ ও দিবাকরাদি দেবগণ যখন সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট বিষয়লাভে সানন্দচিত্ত থাকিয়া এই দেবী চণ্ডিকাকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন সর্ব্ববিষয়ে দরিদ্র মানবগণ যে, কেন তাঁহাকে ভজনা করে না—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥২৪

যাঁহার স্বাহা ও স্বধা এই নামরূপ মন্ত্রপ্রভাবে সমস্ত দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন বলিয়াই মুনীন্দ্রগণ সমস্ত যজ্ঞেই সানন্দ হৃদয়ে বেদমন্ত্রের সহিত যাঁহার সেই নামদ্বয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥২৫

যাঁহার ইচ্ছায় ব্রহ্মা এই অখিল বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছায় হরি বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুসারে মহেশ্বর কল্পান্তকালে অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ কেন সেই সুখদায়িনী ভগবতীকে ভজনা করে না ? ২৬

অখিল ভুবনমধ্যে দেবতা, মানব, বিহগ, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পিশাচাদির মধ্যে এমন কেহই নাই যে নিশ্চয় সেই শক্তি-বিহীন হইয়া যথেচ্ছ স্পন্দিত হইতে সক্ষম হইতে পারে ? ২৭

অতএব কোন ব্যক্তি সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী সর্ব্ব-কল্যাণময়ী পরমা শাম্ভবীর সেবা না করিবে ? এবং কেহই বা চতুর্ব্বর্গ ফল বাসনা করিয়া সেই দেবীর প্রীত্যর্থে নবরাত্র ব্রতা-চরণে বিমুখ হইবে ? ২৮

মহাপাতকযুক্ত মানবও যদি নবরাত্র ব্রত করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহাতে আর কিছু মাত্র বিচার করিবার নাই ॥২৯

হে নৃপসত্তম ! পূর্ব্বে কোশলদেশে বহুপোষ্য ও দরিদ্র এক বণিক্ (বৈশ্য) অতি দুঃখে বাস করিত ॥৩০

তাহার অনেক গুলি বালক সন্তান ছিল। তাহারা সমস্ত দিন ক্ষুধায় সাতিশয় ক্লেশ পাইয়া সায়ংকালে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য পাইত ॥৩১

বণিক্‌ও সমস্ত দিন পরের কার্য্য করত ক্ষুধায় আকুল হইয়া প্রত্যহ সায়ংকালে ভোজন করিত। সে এইরূপেও নিরাকুল-চিত্তে পোষ্যবর্গের পোষণ করিতেছিল ॥৩২

সদা ধর্ম্মরত: শান্ত: সদাচারশ্চ সত্যবাক্
অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্ নির্ম্মদশ্চানসূয়ক: ॥ ৩৩
সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা।
ভুঞ্জানে পোষ্য-বর্গেঽথ কৃতবান্ ভোজনং বণিক্ ॥ ৩৪
এবং গচ্ছতি কালে বৈ সুশীলো নামতো গুণৈঃ।
দারিদ্র্যার্ত্তো দ্বিজং শান্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিত: ॥ ৩৫

সুশীল উবাচ।

ভো ভূদেব কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে।
কথং দারিদ্র নাশ: স্যাদিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥৩৬
ধনৈষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্যামিতি মানদ।
কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তম ॥ ৩৭
পুত্রী সুতস্তু মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্।
তাবন্মাত্রং গৃহে নাস্ত মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮
বিসর্জ্জিতো যতো গেহাদ্ গতো বালো রুদন্ময়া
অতো মে দহ্যতেঽত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯

সে সর্ব্বদাই ধর্ম্মপরায়ণ, শান্তস্বভাব, সদাচার সম্পন্ন, সত্যবাদী, ক্রোধহীন, ধৈর্য্যশীল, অহঙ্কারশূন্য, ও অসূয়াহীন ছিল ॥ ৩৩

প্রত্যহ দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিগণের যথাসাধ্য পূজা করিয়া পোষ্যবর্গের ভোজনান্তে সে ভোজন করিত ॥ ৩৪

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সুশীলনামক সেই সর্ব্বগুণান্বিত বণিক্ একদা দারিদ্র্যবশতঃ অতি দুঃখিত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩৫

সুশীল বলিল—হে মহামতে! ভূদেব। আপনি কৃপা করিয়া নিশ্চিতরূপে আমায় বলুন কিরূপে আমার দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইবে ? ৩৬

হে মানদ! আমি ধনী হইব বলিয়া আশা করি না। হে দ্বিজবর! কেবল কুটুম্বভরণার্থই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭

আমার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি, তন্মধ্যে একটি বালক পুত্র কিছু খাইবার জন্য ক্ষুধাবশতঃ অত্যন্ত রোদন করিতেছে, কিন্তু আমার গৃহে এমন অন্ন নাই যে, তাহাকে এক মুষ্টি প্রদান করিতে পারি ॥ ৩৮

তাহার রোদনে আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ায় সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মন এক্ষণে দুঃখে দগ্ধ হইতেছে, হায়! অর্থ ভিন্ন আমি এক্ষণে কি করি ? ৩৯

বিবাহোঽস্তি সুতায়া মে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্
দশবর্ষাধিকায়াস্তু দানকালোঽপি যাত্যলম্ ॥ ৪০
তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে।
তপোদানং ব্রতং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি মন্ত্রজপং তথা ৪১
যেনাহং পোষ্যবর্গস্য করোমি দ্বিজ পোষণম্।
তাবন্মে স্যাদ্ধনপ্রাপ্তির্নাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২
ত্বৎপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে সুখিতং প্রভবেদিহ।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ জ্ঞানেন পরিচিন্ত্য চ ॥৪৩

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম ॥ ৪৪
বৈশ্যবর্য্য কুরুষ্বাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্।
পূজনং ভগবত্যাশ্চ হবনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫
বেদপারায়ণং শক্তি-জপহোমাদিকং তথা।
কুরুষ্বাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥৪৬

আমার কন্যারও বিবাহকাল উপস্থিত, কিন্তু আমার অর্থ নাই, সুতরাং কি করি ? তাহার এক্ষণে বয়:ক্রম দশ বর্ষেরও অধিক হইল, এজন্য সম্প্রদানেরও সময় বিনষ্ট হইতেছে ॥ ৪০

হে বিপেন্দ্র! আমি এই সকল কারণেই শোকাকুল হইতেছি। হে দয়ানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমায় কৃপা করিয়া এরূপ কোন তপস্যা, ব্রত, দান বা মন্ত্রজপের বিষয় বলুন ॥ ৪১

হে দ্বিজবর! যাহাতে আমি পোষ্যবর্গের পোষণ করিতে পারি বা প্রতিপালনোপযোগী ধন পাইতে পারি, তাহার উপায় বলুন। আমি অধিক ধন প্রার্থনা করি না ॥ ৪২

হে মহাভাগ! যাহাতে আপনার প্রসাদে আমার পোষ্যবর্গ সুখী হইতে পারে, আপনি জ্ঞানবলে চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিন ॥ ৪৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! ব্রতপরায়ণ সেই দ্বিজবর বণিক্ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই বৈশ্যবরের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং বলিলেন ॥ ৪৪

হে বণিকবর! তুমি এক্ষণে পরম শুভপ্রদ নবরাত্র ব্রত কর এবং যথাশক্তি দেবী ভগবতীর পূজা ও হোম কর এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও ॥ ৪৫

তুমি এখন সামর্থ্য অনুসারে বেদপারায়ণ ও শক্তিমন্ত্রের জপাদি কর, ইহাতে তোমার নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধি হইবে ॥ ৪৬

এতস্মাদপরং কিঞ্চিদ্ ব্রতং নাস্তি ধরাতলে
নবরাত্রাভিধং বৈশ্য পাবনং সুখদং তথা ॥ ৪৭
জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব সুখসন্তানবর্দ্ধনম্
শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮
রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ।
কিষ্কিন্ধ্যায়াং ব্রতঞ্চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥৪৯
প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহ্নিনা
বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০
তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃত্বা সেতুং মহার্ণবে।
হত্বা মন্দোদরীনাথং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১
মেঘনাদমুতং হত্বা কৃত্বা ভূপং বিভীষণম্।
পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২
নবরাত্রব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ বিশাং বর।
সুখং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩

ব্যাস উবাচ

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্।
কৃত্বা জগ্রাহ সম্মন্ত্রং মায়াবীজাভিধং নৃপ ॥ ৫৪
জজাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতন্দ্রিতঃ
নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫
নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ।
নবমে বৎসরান্তে তু মহাষ্টম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬
অর্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

হে বণিক্‌বর! উক্ত নবরাত্রনামক ব্রত মানবগণের পরম পবিত্রতাকারক ও সুখপ্রদ, ইহা অপেক্ষা ধরাতলে উৎকৃষ্ট ব্রত অন্য কিছুই নাই ॥ ৪৭

নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে মানবগণের শত্রুনাশ এবং সমুদায় সুখ ও সন্তানবৃদ্ধি সতত হইয়া থাকে। অধিক কি, উহা তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪৮

পূর্ব্বে রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীরামচন্দ্র সীতাবিরহে দুঃখিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যাতে এই ব্রত করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

তিনি সীতার বিরহানলে সতপ্তচিত্ত হইয়া উক্ত নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করত দেবীকে যথাবিধি পূজা করিয়াছিলেন ॥৫০

সেজন্য মহার্ণবে সেতু বন্ধন পূর্ব্বক মন্দোদরীপতি রাবণ, মহাবলশালী কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিকে সংহার পূর্ব্বক সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫১

এবং রাবণাত্মজ মেঘনাদকে সংহার ও বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্যের অধীশ্বর করত পরে অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫২

হে বৈশ্যবর! অমিততেজা শ্রীরামচন্দ্র এই নবরাত্র ব্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে অসীম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে নৃপ! সেই বৈশ্যবর দ্বিজবরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার নিকটে মায়াবীজ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪

পরম ভক্তি সহকারে নিরলসভাবে নবরাত্র ব্রত জপ এবং সাদরে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৫

সে নিয়ত মায়াবীজ জপে আসক্ত থাকিয়া এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করত নয় সংবৎসরকাল অতীত করিলে পর দশম বৎসরে মহাষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রিসময়ে ভগবতী মহেশ্বরী তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিলেন ॥ ৫৬-৫৭

শ্রীদেবী ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে দেবী-মাহাত্ম্যবর্ণন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সমাসেন রামচরিত্রবর্ণনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সোঽথ কথং সীতা হৃতা পুনঃ ॥১

ব্যাস উবাচ

রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ অযোধ্যায়াঃ পতিঃ পুরা
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদ্ দেব-ব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্য পুত্রা লোকেষু বিশ্রুতাঃ ।
রাম-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩
রাজ্ঞঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বে সদৃশা গুণরূপতঃ ।
কৌশল্যায়াং সুতো রামঃ কৈকয্যা ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪
সুমিত্রাতনয়ৌ জাতৌ সবলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।
তে জাতা বৈ কিশোরাশ্চ ধনুর্ব্বাণধরাঃ কিল ॥৫
সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ সুখবর্দ্ধকাঃ
কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬
রাঘবং মখরক্ষার্থং সুহৃদং যোড়শবার্ষিকম্ ।
তস্মৈ সোঽয়ং দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষ্মণম্ ॥ ৭
তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুশ্চারুদর্শনৌ ।
তাড়কা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮
রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা ।
যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র সুবাহুনিহতঃ শঠঃ ॥ ৯
মারীচোঽথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ ।
এবং কৃত্বা মহৎ কর্ম্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০
গতান্তে মিথিলাং সর্ব্বে রাম-লক্ষ্মণ-কৌশিকাঃ
অহল্যা মোচিতা শাপান্নিষ্পাপা সা কৃতাবলা ॥ ১১
বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুর্মুনিনা সহ ।
ভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১১
উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশজাম্
লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুত্রীমেকাং তথোর্ম্মিলাম্ ॥ ১৩
কুশধ্বজসুতে কন্যে প্রাপতুর্ভ্রাতরাবুভৌ
তথা ভরত-শত্রুঘ্নৌ সুশীলৌ গুণলক্ষণৌ ॥ ১৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[সংক্ষেপে রামচরিত্রবর্ণন]

জনমেজয় কহিলেন,—মহর্ষে! শ্রীরামচন্দ্র কিপ্রকারে দেবীর সেই সুখপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হন ও সীতাদেবী অপহৃতা হন ॥ ১

ব্যাসদেব কহিলেন,—পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে শ্রীমান্ দশরথ-নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অযোধ্যার অধিপতি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজক ছিলেন ॥ ২

তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই চারিটি পুত্রই সমান রূপ-গুণশালী ও রাজার প্রিয় কার্য্যকারী হন। তন্মধ্যে কৌশল্যার পুত্র শ্রীরাম, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত হইলেন। সুমিত্রার পুত্র যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইলেন। উক্ত রাজপুত্রচতুষ্টয় কিশোর বয়সেই ধনুর্ব্বাণ লইয়া থাকিতেন ॥ ৩-৫

ক্রমে পুত্রগণের সংস্কারকার্য্য সমাধা হইলে ভূপতি তাঁহাদিগকে লইয়া সুখে আছেন। এমন সময়ে একদিন কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র তথায় আগমন পূর্ব্বক যজ্ঞরক্ষার জন্য দশরথের নিকট ষোড়শ-বর্ষবয়স্ক তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রার্থনা করিলেন। সেই দশরথ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৬-৭

অনন্তর চারুদর্শন রাম-লক্ষ্মণ মুনিবর বিশ্বামিত্রের সহিত পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমনপথে সর্ব্বদা মুনিগণের দুঃখপ্রদা ঘোরাকৃতি তাড়কানামে এক রাক্ষসী থাকিত। শ্রীরামচন্দ্র এক বাণেই তাহাকে সংহার পূর্ব্বক যজ্ঞ রক্ষা করত সুবাহুনামক শঠপ্রকৃতি রাক্ষসকে নিহত করিয়া মারীচনামক রাক্ষসকে মৃতপ্রায় করত বাণবেগে বহু দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে যজ্ঞ রক্ষারূপ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনান্তে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র তিনজনে মিথিলা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শ্রীরামচন্দ্র অবলা অহল্যাকে নিষ্পাপকরেন ও শাপমুক্ত করেন ॥ ৮-১১

অতঃপর রাম লক্ষ্মণ মুনিবরের সহিত বিদেহনগরে গমন করিলেন। পরে জনকরাজা সীতাবিবাহ-সম্বন্ধে যে হরধনু ভঙ্গ পণ করিয়া ছিলেন, রাম সেই ধনু ভঙ্গ করিলেন ॥ ১২

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীর অংশে উৎপন্না জনকনন্দিনী সীতাকে বিবাহ করিলেন এবং জনক উর্ম্মিলা নাম্নী আর একটি কন্যাকে লক্ষ্মণকে দিলেন ॥ ১৩

এদিকে শুভ লক্ষণান্বিত ও সুশীল ভরত এবং শত্রুঘ্নও তথায় গিয়া জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামে দুইটি কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪

এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভবন্নৃপ।
চতুর্ণাং মিথিলায়াস্তু যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ১৫
রাজ্যযোগ্যং সুতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা
রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রেঽগ্রজায় বৈ ॥১৬
সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্ব্বকল্পিতৌ।
বরৌ সংপ্রার্থয়ামাস ভর্ত্তারং বশবর্ত্তিনম্ ॥ ১৭
রাজ্যং সুতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে।
রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দ্দশসমাস্তথা ॥ ১৮
রামস্তু বচনাত্তস্যাঃ সীতা-লক্ষ্মণসংযুতঃ।
জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯
রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ।
জহৌ প্রাণানময়াত্মা পূর্ব্বশাপমনুস্মরন্ ॥ ২০
ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা মৃতং মাতৃকৃতেন বৈ।
রাজ্যমৃদ্ধং ন জগ্রাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১
পঞ্চবট্যাং বসন্ রামো রাবণাবরজাং বনে।
শূর্পণখাং বিরূপাং বৈ চকারাতিস্মরাতুরাম্ ॥ ২২
খরাদয়স্তু তাং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ
চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩
স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্
মুনীনাং হিতমন্বিচ্ছন্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪
গত্বা শূর্পণখা লঙ্কাং খর-দূষণঘাতনম্
দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাৎ ॥ ২৫
সোঽপি শ্রুত্বা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ।
জগাম রথমারুহ্য মারীচস্যাশ্রমং তদা ॥ ২৬
কৃত্বা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসম্ভবম্ ॥ ২৭
সোঽথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ।
মায়াবী চাতিচিত্রাঙ্গশ্চরন্ প্রবলমন্তিকে ॥ ২৮
তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা।
চর্ম্মানয়স্ব কান্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা ॥ ২৯

হে নৃপ। সেই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মিথিলায় এইরূপে যথাবিধানে বিবাহ হইবার কিছুদিবস পরে রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ্য ভারবহনে যোগ্য দেখিয়া এবং ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহাকেই রাজ্যভার দেওয়ার মনস্থ করিলেন ॥ ১৫-১৬

কৈকেয়ী শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের দ্রব্যসম্ভার ও উদ্যোগ দেখিয়া বশবর্ত্তী স্বামীর নিকট পূর্ব্ব স্বীকৃত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭

তাঁহার এক বরে স্বীয় পুত্র মহাত্মা ভরতের রাজ্য ও অপর বরে শ্রীরামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৮

রাম কৈকেয়ীর বচনানুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষস-সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১৯

এদিকে অমেয়াত্মা দশরথ রাজা পুত্রবিরহে ব্যথিত হইয়া নিজের প্রতি অন্ধমুনির অভিসম্পাত স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ২০

ভরত মাতার দোষে পিতাকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় সেই সমৃদ্ধ রাজ্যও গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে বাস করত একদা রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখাকে স্মরাতুরা দেখিয়া লক্ষ্মণ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করাইয়া বিকৃতাকার করিয়া দিলেন ॥ ২২

অনন্তর খর প্রভৃতি রাক্ষসগণ তাহাকে ছিন্ননাসা দেখিয়া অমিততেজা শ্রীরামের সহিত অতুল সংগ্রাম করিল ॥ ২৩

সত্যপরাক্রম শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণের হিতাভিলাষে অতি বলশালী খর প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন ॥ ২৪

তদ্দর্শনে দুষ্ট শূর্পণখা লঙ্কায় যাইয়া রাবণের নিকট রাম হইতে খর-দূষণের সংহার আপনার বিকৃতাকারের বৃত্তান্ত সমস্ত বলিল ॥ ২৫

তখন সেই খলপ্রকৃতি রাবণ খরাদির বিনাশবিবরণ শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক মারীচাশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬

সে রামকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে সীতার প্রলোভনার্থ সেই অদ্ভুত মায়াবী মারীচকে স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়া যাইতে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৭

সেও অতি বিচিত্রাঙ্গ স্বর্ণমৃগ হইয়া সীতার দৃষ্টিপথে গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৮

তখন জানকী দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সেই স্বর্ণমৃগ দর্শনে স্বাধীনভর্ত্তৃকা রমণীর ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন, হে কান্ত! আপনি এই মৃগের চর্ম্ম আনিয়া দিন ॥ ২৯

অবিচার্য্যাথ রামোঽপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্
সশরং ধনুরাদায় যযৌ মৃগপদানুগঃ ॥ ৩০
সারঙ্গোঽপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোটিবিশারদঃ
দৃশ্যাদৃশ্যো বভূবাথ জগাম চ বনান্তরম্ ॥ ৩১
গত্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ
জঘান চাতিতীক্ষ্ণেন শরেণ কৃত্রিমং মৃগম্ ॥ ৩২
মহতোঽতিবলাত্তেন চুক্রোশ ভৃশদুঃখিতঃ
হা লক্ষ্মণ হতোঽস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ ॥ ৩৩
স শব্দস্তুমুলস্তাবজ্জানক্যা সংশ্রুতস্তদা।
রাঘবস্যেতি সা মত্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ ॥ ৩৪
গচ্ছ লক্ষ্মণ তূর্ণং ত্বং হতোঽসৌ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাহ্বয়তি সৌমিত্রে সাহায্যং কুরু সত্বরম্ ॥ ৩৫
তত্রাহ লক্ষ্মণঃ সীতামস্য রামবধাদপি
নাহং গচ্ছেঽদ্য মুক্ত্বা ত্বমসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬
আজ্ঞা মে রাঘবস্যাত্র তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে

তদতিক্রমভীতোঽহং ন ত্যজামি তবান্তিকম্ ॥৩৭
হৃতঃ বৈ রাঘবং দৃষ্ট্বা বনে মায়াবিনা কিল।
ত্যক্ত্বা ত্বাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ॥ ৩৮
কুরু ধৈর্য্যং ন মন্যেঽদ্য রামং হন্তুং ক্ষমং ক্ষিতৌ।
নাহং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি বিলঙ্ঘ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯

ব্যাস উবাচ।

রুদতী সুদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা।
অক্রূরা বচনং ক্রূরং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০
অহং জানামি সৌমিত্রে সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি।
প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১
নাহং তথাবিধা নারী স্বৈরিণী কুহকাধম।
মৃতে রামে পতিং ত্বাং ন কর্ত্তুমিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২
নাগমিষ্যতি চেদ্ রামো জীবিতং সন্ত্যজাম্যহম্।
বিনা তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩

তচ্ছ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই তথায় লক্ষ্মণকে রাখিয়া সশর শরাসন (ধনু) গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

অসংখ্য মায়াবিশারদ মৃগরূপী মারীচও ভগবান্ হরিকে পশ্চাৎ ধাবমান দেখিয়া কখন দৃশ্য ও কখন অদৃশ্য ভাবে বনান্তরে গমন করিল ॥ ৩১

রাম এইরূপে অনুসরণ ক্রমে বহুদূর যাইয়া ক্রোধে পুনর্ব্বার শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক একটি সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা সেই কৃত্রিম মৃগকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২

তখন সেই খল মায়াবী মৃগরূপী মারীচ রামশরে আহত ও অতি ব্যথিত হইয়া "হা লক্ষ্মণ! হত হইলাম" বলিয়া মৃত্যুকালে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে সেই শব্দ জানকীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জানকী তাহা শ্রীরামের আর্ত্তনাদ মনে করিয়া সাতিশয় কাতরহৃদয়ে দেবর লক্ষ্মণকে কহিলেন ॥ ৩৩-৩৪

হে লক্ষ্মণ! ত্বরায় যাও, রঘুনন্দন আহত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, অতএব হে সৌমিত্রে! অবিলম্বে তাঁহার সাহায্য কর ॥ ৩৫

তদাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ সীতাকে বলিলেন,—মাতঃ! এই আশ্রমে যখন কেহই আপনার সহায় নাই, তখন রাম নিহত হইলেও আমি আপনাকে ছাড়িয়া এক্ষণে কোন মতেই যাইতে পারি না ॥ ৩৬

হে জনকাত্মজে! শ্রীরাম আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, হে লক্ষ্মণ! তুমি এস্থানে অবস্থান কর; অতএব আমি সেই আজ্ঞালঙ্ঘনে ভীত হইয়াই আপনাকে একা রাখিয়া যাইতে পারিব না ॥ ৩৭

হে শুচিস্মিতে! নিশ্চয় সেই মায়াবী শ্রীরামকে দূর দেশে লইয়া গিয়াছে; অতএব তদ্দর্শনে আপনাকে ছাড়িয়া একপদও যাইতে পারি না ॥ ৩৮

আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, বর্ত্তমান সময়ে ক্ষিতিতলে এমন কেহই নাই যে, শ্রীরামকে সংহার করিতে পারে এবং আমি ইহাই মনে করি, এজন্য শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৯

ব্যাসদেব কহিলেন,—তৎকালে সুদতী জানকী ক্রূরস্বভাবা না হইলেও যেন দৈবপ্রেরিতা হইয়াই রোদন করিতে করিতে শুভ লক্ষণান্বিত লক্ষ্মণকে এইরূপ ক্রূর বাক্য বলিলেন ॥ ৪০

হে সৌমিত্রে! আমি বিবেচনা করি, তুমি আমার প্রতি অনুরাগান্বিত এবং তুমি ভরত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমাকে পাইবার জন্য এস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছ ॥ ৪১

কিন্তু হে ছলনাপ্রিয় ক্ষত্রিয়াধম! তুমি জানিও আমি সেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি। শ্রীরামচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেও আমি কখনই তোমাকে পতি করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৪২

যদি শ্রীরাম না আসেন, তবে আমি জীবন ত্যাগ করিব। আমি শ্রীরাম ভিন্ন নিতান্ত শোকাকুল চিত্তে কখনই জীবন ধারণ করিব না ॥ ৪৩

গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ন জানেঽহং তবেপ্সিতম্।
ক গতং তেঽত্র সৌহার্দ্দং জ্যেষ্ঠে ধর্ম্মরতে কিল ॥৪৪

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ
প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্তু তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫

কিমার্য্যে ক্ষিতিজে বাক্যং ময়ি ক্রূরতরং কিল।
কিং বদস্যত্যনিষ্টং তে ভাবি জানে ধিয়া হৃতম্ ॥ ৪৬

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ বীরস্তাং ত্যক্ত্বা প্ররুদন্ ভৃশম্।
অগ্রজস্য পদং পশ্যন্ শোকার্ত্তঃ পৃথিবীপতে ॥ ৪৭

গতেঽথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
ভিক্ষুবেশং ততঃ কৃত্বা প্রবিবেশ তদাশ্রমে ॥ ৪৮

জানকী তং যতিং মত্বা দত্ত্বার্ঘ্যং বন্যমাদরাৎ।
ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় দুরাত্মনে ॥ ৪৯

তাং পপ্রচ্ছ স দুষ্টাত্মা নম্রশীর্ষ্ণং মৃদুস্বরঃ।
কাসি পদ্মপলাশাক্ষি বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে ॥ ৫০

পিতা কস্তেঽথ বামোরু ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব।
মূঢ়ে বৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনি ॥ ৫১

নির্জ্জনে বিপিনে কিং ত্বং সৌধার্হা ত্বমসি প্রিয়ে।
উটজে মুনিপত্নীব দেবকন্যা সমপ্রভা ॥ ৫২

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিদেহজা।
দিব্যং দিষ্ট্যা যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদর্য্যাঃ পতিং তদা ॥ ৫৩

রাজা দশরথঃ শ্রীমাংশ্চতুরন্তস্য বৈ সুতাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মেঽস্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥৫৪

বিবাসিতোঽথ কৈকেয্যা কৃতে ভূপতিনা বনে।
চতুর্দ্দশসমা রামো বসতেঽত্র সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫

জনকস্য সুতা চাহং সীতানাম্নেতি বিশ্রুতা।
ভঙ্ক্ত্বা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬

হে সৌমিত্রে! তুমি শ্রীরামের নিকট গমন কর বা এখানেই থাক, তজ্জন্য আমি আর কিছু বলিব না; কারণ, তোমার মনোভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য যে, ধর্ম্মরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার তাদৃশ সৌহার্দ্দ এখন কোথায় গেল? ৪৪

লক্ষ্মণ জানকীর এইরূপ ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সেই জনকনন্দিনীকে কহিলেন ॥ ৪৫

হে ভূমিপুত্রি! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে এরূপ ক্রূরতর বাক্য বলিতেছেন? ইহাতে আমি অন্তরে বুঝিতেছি যে, অচিরে আপনার বিষম অনিষ্ট ঘটিবে ॥ ৪৬

হে রাজন্! বীরবর লক্ষ্মণ সীতাকে এই কথা বলিয়াই সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকার্ত্তহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অগ্রজের পদচিহ্ন দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

এইরূপে লক্ষ্মণ গমন করিলে, মায়াবী রাবণ ভিক্ষুক বেশ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮

তখন জানকী যতি (সন্ন্যাসী)* মনে করিয়া দুরাত্মা রাবণকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সাদরে বনজাত ফল-মূলাদি ভক্ষ্যবস্তু সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৯

তখন সেই দুরাত্মা নম্রভাবে মৃদুস্বরে সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে? কিজন্যই বা বনে একাকিনী রহিয়াছ? ৫০

হে বামোরু! তোমার পিতা কে? এবং তোমার ভ্রাতা কে? পতিই বা কে? তুমি পরম রূপ-লাবণ্যবতী হইয়া কি নিমিত্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞার ন্যায় এই বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছ? ৫১

হে প্রিয়দর্শনে! তোমার দেহকান্তি দেবকন্যার ন্যায়, অতএব তুমি সৌধোপরি অবস্থিতি করিবার উপযুক্তা হইয়াও কি কারণে বিজন বিপিনে মুনিপত্নীর ন্যায় পর্ণকুটীরে রহিয়াছ? ৫২

ব্যাসদেব কহিলেন,—বিদেহরাজনন্দিনী সীতা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তখন মন্দোদরীপতি রাবণকে উত্তম যতিজ্ঞানে কহিলেন ॥ ৫৩

হে যোগিবর! দশরথনামে এক মহাসমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন, তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ রামনামে প্রসিদ্ধ তিনিই আমার পতি ॥ ৫৪

ভূপতি দশরথ পত্নী কৈকেয়ীর নিমিত্ত রামকে চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যে নির্ব্বাসিত করায় তিনি এস্থানে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৫

আমি জনকরাজের কন্যা, আমার নাম সীতা, শ্রীরাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া আমায় বিবাহ করিয়াছেন ॥ ৫৬

* সন্ন্যাসীর ভেদ দুই প্রকার—একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী। একদণ্ডী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ত্রিদণ্ডী ভগবান্ রামানুজাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এইভাবে ভিক্ষুরূপ ধারণ করত রাবণ সীতার নিকটে আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আনন্দ রামায়ণে দেখা যায়—"এতস্মিন্নন্তরে তত্র রাবণো ভিক্ষুরূপধৃক্"। বাল্মীকি-রামায়ণেও ইহার প্রমাণ আছে—"উপতস্থে চ বৈদেহীং ভিক্ষুরূপেণ রাবণঃ"।

রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে
কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হন্তুং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥৫৭
লক্ষ্মণোঽপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোঽধুনা।
তয়োর্বাহুবলাদত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥৫৮
ময়েদং কথিতং সর্ব্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্।
তেঽত্রাগত্যার্হণাং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯
যতির্বিষ্ণুস্বরূপোঽসি তস্মাত্ত্বং পূজিতো ময়া।
আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতোঽস্তি রক্ষঃসঙ্কুলে ॥৬০
তস্মাত্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
কোঽসি ত্রিদণ্ডিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ ॥৬১

রাবণ উবাচ

লঙ্কেশোঽহমরালাক্ষি শ্রীমান্ মন্দোদরীপতিঃ।
ত্বৎকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েত্থং শোভনাকৃতে ॥ ৬২
আগতোঽহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোঽত্র বৈ।
জনস্থানে হতৌ শ্রুত্বা ভ্রাতরৌ খর-দূষণৌ ॥ ৬৩

আমরা শ্রীরামের বাহুবলে নির্ভয়চিত্তে এখানে বাস করিতেছি। আমার পতি স্বর্ণ মৃগ দেখিয়া তাহার সংহারার্থ নির্গত হইয়াছেন ॥ ৫৭

লক্ষ্মণও ভ্রাতার আর্ত্তরব শুনিয়া এই মাত্র যাইতেছেন। সেই দুইজনের বাহুবলে নির্ভয় হইয়া এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে বাস করিতেছি ॥ ৫৮

এই আমি আপনার নিকট বনবাসাদি সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, তাঁহারা আসিয়া যথাবিধি আপনার অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৫৯

আপনি যতি, সুতরাং বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া আমি আপনার পূজা করিলাম। আমাদিগের আশ্রম ও রাক্ষসসঙ্কুল ঘোর অরণ্যের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৬০

এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমায় সত্য বলুন, কে আপনি এই ত্রিদণ্ডিরূপে এই বিপিনে (বনে) উপস্থিত হইলেন ? ৬১

রাবণ কহিল—অয়ি অরালাক্ষি! আমি শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, এবং মন্দোদরীর পতি। হে সুন্দরি! আমি তোমার জন্যই এবম্বিধ রূপ ধারণ করিয়াছি ॥ ৬২

হে বরারোহে! আমি ভগিনী শূর্পণখার মুখে জনস্থানে ভ্রাতৃদ্বয় খর-দূষণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এস্থানে আসিয়াছি ॥ ৬৩

অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্।
হৃতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্ ॥ ৬৪
পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্য্যাপরিস্ফুটম্।
দাসোঽস্মি তব ভদ্রঙ্গি স্বামিনী ভব ভামিনি ॥৬৫
জেতাহং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ।
করং গৃহাণ মেঽদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি ॥ ৬৬
পিতা তে যাচিতঃ পূর্ব্বং ময়া বৈ ত্বৎকৃতেঽবলে
জনকো মানুষাচেষ্টং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭
রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্ত্বয়ম্বরে।
মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥৬৮
বনেঽত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূর্ব্বানুরাগমোহিতঃ।
আগতোঽস্মাসিতাপাঙ্গি সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯
ইতিশ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণ-বর্ণনং
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীহীন নির্ধন বনবাসী মনুষ্য পতি রামকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকেই পতিরূপে অঙ্গীকার কর ॥ ৬৪

অয়ি ভদ্রঙ্গি! তুমি আমাকে ভজনা করিয়া রাজমহিষী মন্দোদরীর অপেক্ষাও প্রধানা মহিষী হও। হে ভামিনি! আমি তোমার দাস হইতেছি। তুমি আমার স্বামিনী হও ॥ ৬৫

আমি লোকপালগণের জেতা হইয়া তোমার পাদদ্বয়ে পতিত হইতেছি, অতএব হে জানকি! এক্ষণে তুমি আমার কর গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে সনাথ কর ॥ ৬৬

হে অবলে! আমি পূর্ব্বে তোমার নিমিত্ত তোমার পিতা জনকরাজের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন কি করিব আমি ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছি ॥ ৬৭

আমি তচ্ছ্রবণে রুদ্রদেব আমার ইষ্টদেব বলিয়া তাঁহার ধনু ভঙ্গ করিতে ভীত হইয়াই তোমার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু আমার চিত্ত তদবধি তোমাতেই অনুরক্ত ও আমি তোমার বিরহে কাতর রহিয়াছি ॥ ৬৮

অয়ি অসিতাপাঙ্গি! এক্ষণে তুমি এই অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতেছ শুনিয়া পূর্ব্বানুরাগবশতঃ মোহিত হইয়াই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব আমার পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৯

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনানামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রামায়ণবর্ণনপ্রসঙ্গেন সীতাহরণকথনম্, শ্রীরামস্য শোক-সন্তাপবর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচো দুষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা ।
বেপমানা স্থিরং কৃত্বা মনো বাচমুবাচ হ ॥ ১
পৌলস্ত্য কিমসদ্ বাক্যং ত্বমাত্থ স্মরমোহিতঃ ।
নাহং বৈ স্বৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা ॥ ২
গচ্ছ লঙ্কাং দশাস্য ত্বং রামস্ত্বাং বৈ হনিষ্যতি ।
মৎকৃতে মরণং ত্বত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩
ইত্যুক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসন্নিধৌ ।
গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ৪
সোঽথ কৃত্বা নিজং রূপং জগামোদ্যন্মনস্তিকম্ ।
বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদন্তীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৫
রাম রামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুর্মুহুঃ
গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ ॥ ৬
গচ্ছন্নরুণপুত্রেণ মার্গে রুদ্ধো জটায়ুষা ।
সংগ্রামোঽভূন্মহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনান্তরে ॥ ৭
হত্বা তং তাং গৃহীত্বা চ গতোঽসৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
লঙ্কায়াং ক্রন্দতী তাত কুররীব দুরাত্মনা ॥ ৮
অশোকবনিকায়াং সা স্থাপিতা রাক্ষসীবৃতা ।
স্বরত্তাম্নৈব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯
রামোঽপি তং মৃগং হত্বা জগামাদায় নির্বৃতঃ ।
আয়ান্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেঽনুজাসমম্ ॥ ১০
একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
শ্রুত্বা স্বনং তু পাপস্য রাঘবস্তু ব্রবীদিদম্ ॥ ১১
সৌমিত্রিস্তু ব্রবীদ্ বাক্যং সীতাবাগ্বাণতাড়িতঃ ।
প্রভোঽত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২
তদা তৌ পর্ণশালায়াং গত্বা বীক্ষ্যাতিদুঃখিতৌ ।
জানক্যন্বেষণে যত্নমুভৌ কর্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[রামায়ণবর্ণনপ্রসঙ্গে সীতাহরণকথন ও শ্রীরামের শোক-সন্তাপবর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! জানকী রাবণের সেই দুষ্ট বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বলা হইয়া অতিক্লেশে চিত্তকে স্থির করত কম্পিত কলেবরে কহিলেন ॥ ১

হে পৌলস্ত্য! তুমি মন্মথশরে মোহিত হইয়া একি অসদ্‌বাক্য বলিতেছ? আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি, আমি পবিত্র জনকরাজের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি ॥ ২

হে দশানন! তুমি এখনই লঙ্কায় ফিরিয়া যাও। নতুবা শ্রীরাম তোমায় বিনাশ করিবেন। আমার কথা না শুনিলে নিশ্চয় আমার জন্য তোমার এইখানে মৃত্যু হইবে ॥ ৩

সীতা এই কথা বলিয়া লোকবিত্রাসকর রাবণকে বার বার যাও, যাও, এইরূপ বলিতে বলিতে পর্ণশালামধ্যে অগ্নিসন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ৪

রাবণও নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পর্ণশালার নিকটে গিয়া রোরুদ্যমানা ভয়বিহ্বলা সীতাকে সবলে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫

তৎকালে সীতা 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলেও পাপিষ্ঠ রাবণ তাঁহাকে লইয়া রথোপরি স্থাপন পূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬

রাবণ সীতাকে লইয়া বনমধ্যে যাইতেছে, এমন সময়ে অরুণের পুত্র বিহগবর জটায়ু আসিয়া তাঁহার পথ অবরোধ করায় পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ হইল ॥ ৭

হে তাত! যুদ্ধে জটায়ুকে সংহার পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া রাক্ষসাধিপ রাবণ লঙ্কায় গমন করিল। পরে সেই দুরাত্মা কুররীর (পক্ষি বিশেষের) ন্যায় সীতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া রাক্ষসীগণের মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া অশোকবনে রাখিয়া দিল এবং সাম-দানাদি বিবিধ উপায়ে সীতাকে প্রলোভিত করিতে থাকিলেও তিনি নিজ পবিত্র চরিত্র হইতে কিছুতেই বিচলিতা হইলেন না ॥ ৮-৯

এদিকে শ্রীরামচন্দ্রও সেই মায়ামৃগকে সংহার পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আগমন করিতে করিতে লক্ষ্মণ আসিতেছেন দেখিয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ! একি অন্যায় করিলে? তুমি পাপিষ্ঠ নিশাচরের আর্ত্তরব শ্রবণে প্রিয়াকে একাকিনী রাখিয়া এস্থানে কিজন্য আসিলে? শ্রীরাম এই কথা বলিলেন ॥ ১০-১১

তখন লক্ষ্মণ কহিলেন—হে প্রভো! আমি সীতাদেবীর বাক্য-বাণে মর্ম্মাহত হইয়াই নিঃসন্দেহ কালচক্রানুসারে এস্থানে আগমন করিয়াছি ॥ ১২

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পর্ণশালায় আগমন পূর্ব্বক জানকীকে দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩

মার্গমাণৌ তু সংপ্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ।
জটায়ুঃ প্রাণশেষস্তু পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪
তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হৃতাসৌ জনকাত্মজা
ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পতিতোঽহং যুধে পুনঃ ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বাসৌ গতঃ প্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ।
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং রাম-লক্ষ্মণৌ নির্গতৌ ততঃ ॥১৬
কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎ প্রভুঃ
বচনাত্তস্য হরিণা সখ্যং চক্রেঽথ রাঘবঃ ॥ ১৭
হত্বা চ বালিনং বীরং কিষ্কিন্ধারাজ্যমুত্তমম্।
সুগ্রীবায় দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ৮
তত্রৈব বার্ষিকান্মাসাংস্তস্থৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ
চিন্তয়ন্ জানকীং চিত্তে দশাননহৃতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯
লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্তু সীতাবিরহপীড়িতঃ।
সৌমিত্রে কৈকয়সুতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০

অনুসন্ধান করিতে করিতে যেস্থানে বিহগবর জটায়ু কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

উপস্থিত হইলে জটায়ু বলিল, অদ্য রাবণ জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি সেই পাপাত্মাকে অবরোধ করায় তাহার সহিত আমার সংগ্রাম হয় এবং সেই সংগ্রামেই আমি নিপাতিত হইয়াছি ॥ ১৫

জটায়ু এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলে শ্রীরাম তাহার সৎকার করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনান্তে লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৬

তারপর প্রভু রাঘব কবন্ধকে সংহার পূর্ব্বক শাপমুক্ত করিয়া তাহারই বাক্যানুসারে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন ॥ ১৭

অনন্তর কার্য্যানুরোধে বীরবর বালিকে বিনাশ করিয়া মিত্রবর সুগ্রীবকে শ্রীরামচন্দ্র উত্তম কিষ্কিন্ধারাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৮

এবং সেই স্থানে বর্ষাকাল চার মাস মনোমধ্যে সর্ব্বদা রাবণাপহৃতা প্রিয়তমা জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম অবস্থান করিলেন ॥ ১৯

একদা শ্রীরাম সীতাবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হে সৌমিত্রে! এতদিনে বোধ হয় মাতা কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল ॥ ২০

ন প্রাপ্তা জানকী নূনং নাহং জীবামি তাং বিনা
নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়ামৃতে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১
গতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতো হৃতা প্রিয়া।
পীড়য়ন্ মাং স দুষ্টাত্মা দৈবোঽগ্রে কিং করিষ্যতি ॥২২
দুর্জ্ঞেয়ং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতানুজ।
আবয়োঃ কা গতিস্তাত ভবিষ্যতি সুদুঃখদা ॥ ২৩
প্রাপ্য জন্ম মনোর্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল।
বনেঽতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্ব্বকৃতে ন চ ॥ ২৪
ত্যক্ত্বা ত্বমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ।
দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্তে দুঃখং দুরত্যয়ম্ ॥২৫
ন কোঽপ্যস্মৎকুলে পূর্ব্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ।
অকিঞ্চনোঽক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬
কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে মগ্নোঽস্মি দুঃখসাগরে।
ন চাস্তি তরণোপায়ো হ্যসহায়স্য মে কিল ॥ ২৭

দেখ, জানকীকে যখন পাইলাম না, তখন নিশ্চয় আমি আর জানকীবিহীন জীবন ধারণ করিতে পারিব না। কোন গতিকে জীবিত থাকিলেও জনকনন্দিনী ব্যতীত কখনই অযোধ্যায় যাইব না ॥ ২১

হায়! রাজ্যনাশ, বনবাস, পিতার মৃত্যু ও পত্নীর হরণ, দুষ্ট দৈব কি আমাকে এই ক্লেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইবে? জানি না, ভবিষ্যতে আরও কি ঘটায় ॥ ২২

হে বৎস ভরতানুজ! প্রাণিগণের ভবিতব্য অতি দুর্জ্ঞেয়। বুঝিতে পারি না, আমাদিগের আরও কি দারুণ দুঃখদশা উপস্থিত হইবে? ২৩

দেখ, আমরা উভয়ে রাজপুত্ররূপে মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে বনমধ্যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ২৪

হে সৌমিত্রে! তুমিও দৈবনির্ব্বন্ধ-হেতু রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন আমার সহিত আসিয়াছ, তখন দুরতিক্রম্য দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ২৫

হায়! আমাদের বংশে পূর্ব্বে কখন আমার ন্যায় চিরদুঃখী অকিঞ্চনও অক্ষম কোন পুরুষই জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং বোধ হয় ভবিষ্যতেও করিবে না ॥ ২৬

হে সৌমিত্রে! এখন আমি কি করি? আমি যে ক্রমেই দুঃখসাগরে অধিকতর নিমগ্ন হইতেছি। হায়! আমি অসহায়, নিশ্চয় আমার আর দুঃখার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই ॥২৭

ন বিত্তং ন বলং বীর ত্বমেকঃ সহচারকঃ
কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেঽস্মিন্ স্বকৃতেঽনুজ ॥ ২৮
গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিন্দ্রসমোপমম্ ।
বনে বাসস্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৯
বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ ।
নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০
লঙ্কেশস্য গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতি ।
পতিব্রতা সুশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা ভৃশম্ ॥ ৩১
ন চ লক্ষ্মণ বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ ।
স্বৈরিণীব বরারোহা কথং স্যাজ্জনকাত্মজা ॥ ৩২
ত্যজেৎ প্রাণান্নিয়ন্তৃত্বে মৈথিলী ভরতানুজা ।
ন রাবণস্য বশগা ভবেদিতি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩
মৃতা চেজ্জানকী বীর প্রাণাংস্তক্ষ্যাম্যসংশয়ম্ ।
মৃতা চেদসিতাপাঙ্গী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ॥ ৩৪
এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্ ।
লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা সান্ত্বয়ন্ সত্যয়া গিরা ॥ ৩৫
ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো ত্যক্ত্বা কাতরতামিহ
আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হত্বা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ৩৬
আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্য্যাস্তবস্তি তে ধীরাঃ ।
অল্পধিয়স্তু নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেঽপি ॥ ৩৭
সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ দৈবাধীনাবুভাবপি ।
শোকস্তু কীদৃশস্তত্র দেহেঽনাত্মনি চ ক্বচিৎ ॥ ৩৮
রাজ্যাদ্ যথা বনে বাসো বৈদেহ্যা হরণং যথা ।
তথা কালে সমীচীনে সংযোগোঽপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
প্রাপ্তব্যাং সুখ-দুঃখানাং ভোগাদ্বির্ব্বর্ত্তনং ক্বচিৎ ।
নান্যথা জানকীজানে তস্মাচ্ছোকং ত্যজাধুনা ॥ ৪০
বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দ্দিশম্ ।
তথ্যং (শুদ্ধিং) জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১
জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃত্বা পরাক্রমম্ ।
হত্বা তং পাপকর্ম্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২

হে বীরবর! আমার না আছে বল, না আছে ধন কেবল একমাত্র তুমিই সহচর, অতএব হে অনুজ! নিজকর্ম্মকৃত ঈদৃশ দুঃখ ভোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি আর কাহার উপর ক্রোধ করিব ॥ ২৮

হায়! দৈবনির্ব্বন্ধ বিষয় কে বুঝিতে পারে? দেখ ইন্দ্রের সদৃশ রাজ্য হস্তগত হইয়াও ক্ষণমধ্যে হারাইলাম এবং বনমধ্যে বাস হইল ॥ ২৯

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৈদেহী আমাদিগের সহিত আসিয়া দুর্দ্দৈববশতঃ বিষম দুঃখদশা প্রাপ্ত হইলেন, কেবল বালচাপলাহেতু ॥ ৩০

হায়! আমার প্রতি সাতিশয় প্রীতিমতী পতিব্রতা সুশীলা অপ্রসূতা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সীতা জানি না লঙ্কানাথের গৃহে কিরূপে দুঃখ সহ্য করিয়া কাটাইতেছে? ৩১

হে লক্ষ্মণ! সেই বৈদেহী কদাচ রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবে না। সেই বরারোহা জনকের দুহিতা হইয়া কিপ্রকারে স্বেচ্ছাচারিণী রমণীর ন্যায় কার্য্য করিবে? ৩২

হে ভরতানুজ! রাবণ বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে, নিশ্চয় সে প্রাণ ত্যাগ করিবে, কদাচ তাহার বশীভূতা হইবে না ॥ ৩৩

হে বীর! আর যদি সেই অসিতাপাঙ্গী জানকী জীবন বিসর্জ্জন করে, তবে আমারই বা দেহরক্ষার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে আমিও নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৩৪

কমললোচন রামচন্দ্রকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ সত্যবচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করত কহিলেন ॥ ৩৫

হে মহাবাহো! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন। আমি নিশ্চয়ই সেই রাক্ষসাধমকে সংহার পূর্ব্বক বৈদেহীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬

ধীর ব্যক্তিগণ কি সম্পদ্ কি বিপদ্ উভয়কালেই স্বীয় ধৈর্য্যবলে সমভাবাপন্ন থাকেন, কিন্তু যাহাদিগের বুদ্ধি অতি অল্প, তাহারা বিভব সত্ত্বেও কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭

বিচ্ছেদ ও মিলন উভয়ই দৈবাধীন ও দেহের কার্য্য, সুতরাং এই অনাত্ম দেহের জন্য আবার শোক কি? ৩৮

কাল গতিতে যেমন রাজ্য হইতে বনে বাস ও বৈদেহীর হরণ হইয়াছে, তদ্রূপ আবার উপযুক্ত সময়ে সীতার সহিত সম্মিলনও ঘটিতে পারে ॥ ৩৯

জীবগণের সুখ-দুঃখভোগ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, অতএব হে জানকীনাথ! এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করুন ॥ ৪০

প্রচুর বানর-সৈন্য আছে, ইহারা চতুর্দ্দিকে গমন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই জানকীর সংবাদ আনিয়া দিবে ॥ ৪১

তখন আমি লঙ্কাগমনের পথ জানিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক পরাক্রমপ্রকাশে সেই পাপিষ্ঠকে সংহার করিয়া অবশ্যই মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২

সসৈন্যং ভরতং বাপি সমাহূয় সহানুজম্ ।
হনিষ্যামো বয়ং শত্রুং কিং শোচসি বৃথাগ্রজ ॥ ৪৩
রঘুণৈকরথেনৈব জিতাঃ সর্ব্বা দিশঃ পুরা ।
তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্ত্তুমর্হসি রাঘব ॥ ৪৪
একোঽহং সকলান্ জেতুং সমর্থোঽস্মি সুরাসুরান্ ।
কিং পুনঃ সসহায়ো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫
জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন
হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।
চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্ রঘুনন্দন ॥ ৪৭
মনোঽভিকাতরং যস্য সুখ-দুঃখসমুদ্ভবে ।
স শোকসাগরে মগ্নো ন সুখী স্যাৎ কদাচন ॥ ৪৮
ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন ।
নহুষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্ব্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯
স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি ।
অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্ত্বা নিজং পদম্ ॥ ৫০
পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালে বিপরিবর্ত্তিতে ।
নহুষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১
ইন্দ্রাণীং কাময়ানস্তু ব্রাহ্মণানবমন্য চ ।
আগস্ত্যকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ ॥৫২
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব ।
উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্থাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাভাগ সমর্থোঽসি জগৎপতে ।
কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪

ব্যাস উবাচ ।

ইতি লক্ষ্মণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ ।
ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণং রামশোকবর্ণনঞ্চ নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

অথবা সৈন্যগণের সহিত সানুজ ভরতকে আহ্বান পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া শত্রুকে বিনাশ করিব। অতএব হে অগ্রজ! কেন বৃথা শোক করিতেছেন ? ৪৩

হে রঘুবংশজাতে! রাঘব! পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রঘু একাই রথারূঢ় হইয়া সর্ব্ব দিগ্ জয় করিয়াছিলেন,তখন আপনার তদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শোক করা উচিত নহে ॥ ৪৪

আমি একাই সুরাসুরগণকে জয় করিতে পারি, তখন সহায়ান্বিত হইয়া রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে জয় করিব, তাহার আর কথা কি ? ৪৫

হে রঘুনন্দন। কিম্বা সাহায্যার্থ জনকরাজাকে আনয়ন করিয়া সেই সুরকণ্টক দুরাচার রাবণকে সংহার করিব ॥ ৪৬

হে রাঘব। সুখ-দুঃখ নিয়তই চক্রনেমিবৎ পরিবর্ত্তিত হয়, কখনই চিরস্থায়ী সুখ বা দুঃখ হয় না, এজন্য সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ চির প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭

যাহার মন সুখ দুঃখে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, কদাচ সুখী হইতে পারে না ॥ ৪৮

হে রঘুনন্দন। আপনিও জানেন পূর্ব্বে এক সময়ে দেবরাজও মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ভীতচিত্তে স্বস্থান পরিত্যাগ করত অজ্ঞাতভাবে বহুবর্ষ পঙ্কজমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই সময় সমস্ত দেবগণ রাজা নহুষকে তাঁহার পদে স্থাপন করেন ॥ ৪৯

পরে সময় পরিবর্ত্তিত হইলে দেবরাজও পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং মহীপতি নহুষও ইন্দ্রাণীকে কামনা করত ব্রাহ্মণগণের অবমাননা পূর্ব্বক অগস্ত্যমুনির ক্রোধোৎপাদন হেতু তদীয় শাপে অজগর সর্প-দেহ ধারণ করিয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ৫০-৫২

অতএব হে রাঘব। বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে, উদ্যমে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক নিরাকুল-হৃদয়ে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য ॥ ৫৩

হে মহাভাগ। জগৎপতে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও প্রাকৃত পুরুষের ন্যায়, কিজন্য নিরতিশয় শোকাকুল হইতেছেন ? ৫৪

ব্যাসদেব কহিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের এবম্বিধ বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইলেন ॥ ৫৫

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয় স্কন্ধে সীতাহরণ ও রামের শোকবর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামসমীপে নারদস্যাগমনম্, সীতাহরণকারণবর্ণনম্, ব্রতবিধানকথনম্, বরলাভঃ, দেবীচরিত্রবর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ

এবং তৌ সংবিদং কৃত্বা যাবত্তূষ্ণীং বভূবতুঃ।
আজগাম তদাকাশান্নারদো ভগবানৃষিঃ॥ ১
রণয়ন্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্।
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্॥ ২
দৃষ্ট্বা তং রাম উত্থায় দদাবর্ঘং বৃষিং শুভম্।
আসনং চার্ঘ্যপাদ্যাঞ্চ কৃতবানমিতদ্যুতিঃ॥ ৩
পূজাং পরমিকাং কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্ঞো মুনিনা হরিঃ॥ ৪
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং দুঃখমানসম্।
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ॥ ৫
কথং রাঘব শোকার্ত্তো যথা বৈ প্রাকৃতো নরঃ।
হৃতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৬
সুরসদ্মগতশ্চাহং শ্রুতবান্ জনকাত্মজাম্
পৌলস্ত্যেন হৃতাং মোহান্মরণং স্বমজানতা॥ ৭
তব জন্ম চ কাকুৎস্থ পৌলস্ত্যনিধনায় বৈ।
মৈথিলীহরণং জ্ঞাতমেতদর্থং নরাধিপ॥ ৮
পূর্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী।
রাবণেন বনে দৃষ্টা তপস্যন্তী শুচিস্মিতা॥ ৯
প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব।
তিরস্কৃতস্তয়াসৌ বৈ জগ্রাহ কবরীং বলাৎ॥ ১০
শশাপ তৎক্ষণং রাম রাবণং তাপসী ভৃশম্।
কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্॥ ১১
দুরাত্মংস্তবনাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে।
অযোনিজা বরা নারী ত্যক্ত্বা দেহং দ্রুতাবপি॥ ১২
সেয়ং রমাংশসম্ভূতা গৃহীতা তেন রক্ষসা।
বিনাশার্থং কুলস্যৈব ব্যালীস্ত্রগিব সম্ভ্রমাৎ॥ ১৩

ত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীরামের নিকট নারদের আগমন, সীতাহরণের কারণ বর্ণন, ব্রতবিধানকথন, বরলাভ এবং দেবীচরিত্রবর্ণন।]

বেদব্যাস কহিলেন,—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ বিচার করিয়া যেমন মৌনাবলম্ব করিলেন, অমনি তখন আকাশ হইতে ভগবান্ নারদ ঋষি আসিলেন॥ ১

সেই নারদ স্বরগ্রামবিভূষিত নিজ বীণাযন্ত্র বাদন করত সামবেদের রথন্তর গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ২

অমিতদ্যুতি শ্রীরামচন্দ্র সেই মঙ্গলকারক ঋষিকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উত্তম আসন এবং পাদ্য অর্ঘ্যদানে যথাবিধি পূজা করিলেন॥ ৩

যথাবিধি পূজা করিয়া মুনিবরের আজ্ঞানুসারে শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট হইলেন॥ ৪

অনন্তর মুনিসত্তম নারদ দুঃখিতান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট শ্রীরামকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাঘব! আপনার কুশল ত?॥ ৫

আপনি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কিজন্য এত শোকার্ত্ত হইতেছেন? আমি জানি দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে॥ ৬

আমি সুরপুরে থাকিয়া শুনিলাম, পুলস্ত্যনন্দন দশানন মরণ সন্নিকট না জানিয়াই মোহবশতঃ জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে॥ ৭

হে ককুৎস্থকুলভূষণ নরাধিপ! দশাননকে সবংশে নিধন করিবার জন্যই ত' আপনার জন্মগ্রহণ এবং তন্নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছে॥ ৮

বৈদেহী পূর্ব্ব জন্মে তপস্বিনী মুনিকন্যা ছিলেন, সেই চারু-হাসিনী যখন বনমধ্যে তপস্যা করেন, তখন রাবণ তাঁহাকে দেখে॥ ৯

হে রাঘব! রাবণ দর্শনানন্তর "আমার ভার্য্যা হও" বলিয়া প্রার্থনা করিলে, তিনি রাবণকে তিরস্কার করায় সেই রাবণ বল-পূর্ব্বক তাঁহার বক্র কেশপাশ গ্রহণ করে॥ ১০

তৎক্ষণাৎ সেই তাপসী সাতিশয় কুপিতা এবং রাবণের স্পর্শে দেহ দূষিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়া রাবণকে এইরূপ শাপ প্রদান করেন যে, "রে দুরাত্মন্! আমি দেহত্যাগ করিয়া তোমারই বিনাশার্থ ধরাতলে অযোনিজা রমণীরূপে উৎপন্ন হইব" তিনি এই কথা বলিয়া জীবন ত্যাগ করেন*॥ ১১-১২

রাক্ষসরাজ রাবণ আত্মকুল বিনাশার্থই মালাস্ত্রাস্তিতে ফণিনীর ন্যায় সেই রমাংশসম্ভূতা জানকীকে গ্রহণ করিয়াছে॥ ১৩

* এই মুনি-কন্যার বিবরণ স্কন্দপুরাণে বিস্তৃতভাবে আছে।

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ তস্য নাশায় চামরৈঃ।
প্রার্থিতস্ত্বং হরেরংশাদজবংশেঽপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪
কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো তত্র সা বর্ত্ততেঽবশা।
সতীধর্ম্মরতা সীতা ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫
কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কৃত্বা মঘবতা স্বয়ম্।
পানার্থং প্রেষিতং তস্যাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬
সুরভী দুগ্ধপানাৎ সা ক্ষুত্তৃড়্দুঃখবিবর্জ্জিতা।
জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ত্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥১৭
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য নাশায় রাঘব।
ব্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম জপ-হোমবিধানতঃ ॥ ১৯
মেধ্যৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ।
দশাংশং হবনং কৃত্বা সুশক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২০
বিষ্ণুনাচরিতং পূর্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা।
তথা মঘবতা চীর্ণং স্বর্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১

হে কাকুৎস্থ! সেই দুষ্ট দশাননের সংহারার্থ অমরগণ সেই অনাদিপুরুষ ভগবান্ হরিকে প্রার্থনা করাতেই সেই জন্মরহিত ভগবান্ নারায়ণের অংশে অজকুলে জন্ম হইয়াছে। ১৪

হে মহাবাহো! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী সীতা দিবানিশি আপনাকে স্মরণ করত রাবণের বশবর্ত্তিনী না হইয়া লঙ্কায় অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫

স্বয়ং সুররাজ তাঁহার পানার্থ স্বর্ণপাত্রে করিয়া কামধেনুর দুগ্ধ ও অমৃত প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাহা পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণাবর্জ্জিত হইয়াছেন। সেই কমলপত্রাক্ষীকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে আমি দেখিয়াছি। ১৬-১৭

হে রাঘব! এক্ষণে রাবণের বিনাশার্থ এক উপায় বলিতেছি, সম্প্রতি এই আশ্বিন মাসে পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ নবরাত্র ব্রত করুন। ১৮

ঐ ব্রতে নব রাত্র উপবাসী থাকিয়া যথা বিধানে জপ-হোমাদি সমন্বিত ভগবতীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১৯

দেবীর প্রীত্যর্থে প্রশস্ত ও পবিত্র পশুবলিসমূহ প্রদান পূর্ব্বক জপের দশাংশ হোম করিলে আপনি রাবণবিনাশে সক্ষম হইবেন। ২০

পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও স্বর্গস্থ সুররাজও এই ব্রত করিয়াছিলেন। ২১

সুখিনা রাম কর্ত্তব্যং নবরাত্রব্রতং শুভম্
বিশেষেণ চ কর্ত্তব্যং পুংসা কষ্টগতেন বৈ ॥ ২২
বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ।
ভৃগুণাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩
গুরুণা হৃতদারেণ কৃতমেতন্মহাব্রতম্।
তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৪
ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ॥২৫
হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে।
বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ ব্রতমেতদতন্দ্রিতঃ ॥ ২৬

শ্রীরাম উবাচ।

কা দেবী কিম্প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া।
ব্রতং কিং বিধিবদ্ ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ॥ ২৭

নারদ উবাচ।

শৃণু রাম সদা নিত্যা শক্তিরাদ্যা সনাতনী।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা দুঃখনাশিনী ॥ ২৮

হে রাম! সর্ব্ববিষয়ে সুখী ব্যক্তিরও এই শুভপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আর যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত হইয়াছে, তাহারও উহা বিশেষরূপে করণীয়। ২২

হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ অসংশয়িত ভাবে এই মহাব্রত করিয়াছিলেন। আর হৃতদার বৃহস্পতিও এই ব্রত করিয়াছিলেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনিও রাবণ বিনাশার্থ উক্ত নবরাত্র ব্রত করুন। ২৩-২৪

হে মহামতে! পূর্ব্বে সুররাজ বৃত্রাসুরের বিনাশার্থ এবং মধুসূদন মধুকৈটভের সংহারার্থ এই ব্রত করিয়াছিলেন। অতএব হে কাকুৎস্থ! আপনি এক্ষণে রাবণবধার্থ সমাহিতচিত্তে যথা-বিধানে এই ব্রত করুন। ২৫-২৬

শ্রীরাম বলিলেন,—হে দয়ানিধে! আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি দয়া করিয়া বলুন সেই দেবী কে? তাঁহার প্রভাব কিরূপ? তিনি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার নাম কি? এবং কি প্রকার নিয়মেই বা ঐ ব্রত করিতে হয়? ২৭

নারদ কহিলেন,—হে রাম! শ্রবণ করুন, সেই সনাতনী দেবী আদ্যা শক্তি নামে বিখ্যাতা, তিনি সততই একভাবাপন্না, নিত্যা, তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, তিনি পূজিতা হইলে সমস্ত দুঃখ বিনাশ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। ২৮

কারণং সর্ব্বজন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘূদ্বহ।
তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোঽপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ॥২৯
বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তুশক্তিঃ পিতুর্মম
রুদ্রস্য নাশশক্তিঃ সা ত্বস্যা শক্তিঃ পরা শিবা॥ ৩০
যচ্চ কিঞ্চিদ্ কচিদ্ বস্তু সদসদ্ ভুবনত্রয়ে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিস্তুৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ॥ ৩১
ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ।
ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ॥ ৩২
তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরেণ বৈ।
সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নির্গুণা শিবা॥ ৩৩
সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্।
পূর্ব্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৩৪
তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী॥ ৩৫
অসংখ্যাতানি নামানি তস্যা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল
গুণকর্ম্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে॥ ৩৬
অকারাদি-ক্ষকারান্তৈঃ স্বরৈর্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ।
অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন॥ ৩৭

রাম উবাচ।

বিধিং মে ব্রূহি বিপ্রর্ষে ব্রতস্যাস্য সমাসতঃ।
করোম্যদ্যৈব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্যাঃ পূজনং তথা॥ ৩৮

নারদ উবাচ

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্।
উপবাসান্নবৈব ত্বং কুরু রাম বিধানতঃ॥ ৩৯
আচার্য্যোঽহং ভবিষ্যামি কর্ম্মণ্যস্মিন্মহীপতে।
দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্॥ ৪০

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং মত্বা রামঃ প্রতাপবান্।
কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাম্বিকাং শিবাম্॥ ৪১
বিধিবৎ পূজনং তস্যাশ্চকার ব্রতবান্ হরিঃ।
সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা॥৪২

হে রঘুবহ! তিনিই ব্রহ্মাদি অখিল জীবের কারণ, তাঁহার শক্তি ভিন্ন কেহ স্পন্দিত হইতেও সক্ষম হয় না॥ ২৯

তিনিই বিষ্ণুর পালনীশক্তি, মদীয় পিতা ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, রুদ্রদেবের সংহার শক্তি এবং পরম কল্যাণময়ী পরাৎপরা পরব্রহ্ম শক্তিও তিনি॥ ৩০

ত্রিভুবন মধ্যে যেস্থানে যে কোন সদসদ্ বস্তু আছে, তিনিই সমূহের শক্তি, সুতরাং তাঁহার আর উৎপত্তি কোথা হইতে সম্ভব হইতে পারে? ৩১

যৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, দিবাকর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি কিছুই ছিল না, সেই মহাপ্রলয়কালে সর্ব্ব কল্যাণময়ী সর্ব্বগুণাশ্রিতা সেই পূর্ণা প্রকৃতি আদ্যাশক্তিই চিন্ময় পরমপুরুষ পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন॥ ৩২-৩৩

অনন্তর যুগাদিসময়ে সেই নির্গুণা দেবীই আবার সগুণা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃজন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৃষ্ট্যাদির সমস্ত শক্তি দান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা ভুবনত্রয় সৃষ্টি করেন॥ ৩৪

বেদসকল তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এজন্য তিনি বেদেরও আদি, তাঁহাকেই পরমা বিদ্যা বলিয়াই জানিবে। জীবগণ তাঁহাকে জানিতে পারিলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুময় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে॥ ৩৫

ব্রহ্মাদি দেবগণ গুণ ও কর্ম্মভেদে যে সকল অসংখ্য নাম তাঁহার কল্পনা করিয়াছেন, আমি আর তৎসম্বন্ধে কি বলিব?৩৬

হে রঘুনন্দন! অকারাদি-ক্ষকারান্ত সমুদয় বর্ণে সর্ব্বপ্রকার স্বরবর্ণ যোগে তাঁহার অসংখ্য নাম হইয়াছে॥ ৩৭

শ্রীরাম কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আপনি এক্ষণে সংক্ষেপে সেই ব্রতের বিধান বলুন। আমি অদ্যই পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহার অনুষ্ঠান করত দেবীর পূজা করিব॥ ৩৮

নারদ কহিলেন,—হে রাম! আপনি সমতল প্রদেশে বেদিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি জগদম্বিকাকে স্থাপন পূর্ব্বক যথা-বিধানে নবরাত্র উপবাস করুন॥ ৩৯

হে মহীপতে! আপনার এই কার্য্যে আমি আচার্য্য হইব। দেবগণের কার্য্য সাধনার্থে আমি এ বিষয়ে সাতিশয় উৎসাহ করিতেছি॥ ৪০

ব্যাসদেব কহিলেন,—তখন প্রতাপবান্ রামচন্দ্র নারদের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহা সত্য জ্ঞান করত সেই পর্ব্বতের উপরি-ভাগে শুভ বেদিকা নির্ম্মাণান্তে আশ্বিন মাস সমাগত হইলে ব্রতানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া সর্ব্ব কল্যাণকারিণী জগদম্বিকার প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলেন ও দেবীর পূজা করিলেন॥ ৪১-৪২

উপবাসপরো রাম: কৃতবান্ ব্রতমুত্তমম্ ।
হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩
ভ্রাতরৌ চক্রতু: প্রেম্না ব্রতং নারদসম্মতম্ ।
অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥৪৪
সিংহারূঢ়া দদৌ তত্র দর্শনং প্রতিপূজিতা ।
গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা ।
মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫

দেব্যুবাচ

রাম রাম মহাবাহো তুষ্টাস্মাদ্য ব্রতেন তে
প্রার্থয়স্ব বরং কামং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥৪৬
নারায়ণাংশসম্ভূতস্ত্বং বংশে মানবেঽনঘে ।
রাবণস্য বধায়ৈব প্রার্থিতস্ত্বমরৈরসি ॥ ৪৭
পুরা মৎস্যতনু: কৃত্বা হত্বা ঘোরঞ্চ রাক্ষসম্ ।
ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদা: সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮
ভূত্বা কচ্ছপরূপস্তু ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্
অকূপার: প্রমন্থানং কৃত্বা দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯
কোলরূপং পুরা কৃত্বা দশনাগ্রেণ মেদিনীম্ ।
ধৃতবানসি যদ্ রাম হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০
নারসিংহীং তনুং কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুরা ।
প্রহ্লাদং রাম রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব ॥ ৫১
বামনং বপুরাস্থায় পুরাচ্ছলিতবান্ বলিম্ ।
ভূত্বেন্দ্রস্যানুজ: কামং দেবকার্য্যপ্রসাধক: ॥ ৫২
জমদগ্নিসুতস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সম্ভত: ।
কৃত্বাস্তং ক্ষত্রিয়াণাস্তু দানং ভূমেরদাদ্ দ্বিজে ॥ ৫৩
তদেদানীং তু কাকুৎস্থ জাতো দশরথাত্মজ: ।
প্রার্থিতস্তু সুরৈ: সর্ব্বৈ: রাবণেনাতিপীড়িতৈ: ॥ ৫৪
কপয়স্তে সহায়া বৈ দেবাংশা বলবত্তরা:
ভবিষ্যন্তি নরব্যাঘ্র মচ্ছক্তিসংযুতা: ক্ষমী ॥ ৫৫
শেষাংশোঽপ্যনুজস্তেঽয়ং রাবণান্তকনাশক: ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহ: কর্ত্তব্যোঽত্র ত্বয়ানঘ ॥৫৬
বসন্তে সেবনং কার্য্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া ।
হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্ ॥ ৫৭
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীপতে ।
কৃত্বা রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ গন্তাসি ত্রিদিবং পুন: ॥ ৫৮

রামচন্দ্র ব্রতী হইয়া উপবাস করত দেবী ভগবতীর যথাবিধি পূজা, হোম ও বলিদানাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এইরূপে নারদোক্ত ব্রত করিলেন, দেবী ভগবতী তাঁহাদিগের ভক্তিতে সন্তুষ্টা হইয়া মহাষ্টমীর মধ্যরাত্রে সিংহবাহনে অবস্থান করত তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং সেই গিরিশৃঙ্গেই অবস্থিতি করত ভ্রাতৃসমন্বিত শ্রীরামকে মেঘগম্ভীরবচনে কহিলেন ॥ ৪৪-৪৫

দেবী কহিলেন,—হে মহাবাহো রাম! অদ্য আমি তুমীর ব্রতে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার মনোঽভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৪৬

তুমি অমরগণের প্রার্থনানুসারেই রাবণবধার্থে নারায়ণাংশে পবিত্র মনুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭

পূর্ব্বে তুমিই সুরগণের হিতসাধনবাসনায় মৎস্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়া বেদরক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪৮

তুমি কচ্ছপ শরীর ধারণ করত পৃষ্ঠদেশে মন্দরাদ্রি ধারণ পূর্ব্বক মহাসমুদ্র মন্থন করাইয়া সুরবৃন্দকে পরিপুষ্ট করিয়াছ ॥৪৯

হে রাম! পূর্ব্বে তুমিই বরাহরূপ ধরিয়া দশনাগ্রদ্বারা মেদিনীমণ্ডল ধারণ করত হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়াছিলে ॥৫০

হে রাম! তুমিই-ত পূর্ব্বে নরসিংহ-শরীর ধারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করত হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছ ॥ ৫১

তুমি পূর্ব্বকালে সুরকার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া দেবরাজের কনিষ্ঠ বামন মূর্ত্তিধারণে বলিরাজকে ছলনা করিয়াছিলে ॥ ৫২

তুমিই বিষ্ণুর অংশে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করিয়াছ ॥ ৫৩

হে কাকুৎস্থ! সেই তুমি এক্ষণে রাবণপ্রপীড়িত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই দশরথাত্মজ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥৫৪

অতএব হে নরব্যাঘ্র! দেবাংশসম্ভূত মদীয় শক্তিসমন্বিত মহাবলশালী এই সকল বানরগণ তোমার সহায় হইবে ॥ ৫৫

হে অনঘ! আমার কথায় তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না, তোমার এই অনুজ লক্ষ্মণ অনন্তদেবের অংশসম্ভূত, সে রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎকে ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবে ॥ ৫৬

হে রাঘব! তুমি লঙ্কায় বসন্তকালে পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার আরাধনা করিও, পরে পাপমতি দশাননকে সংহার পূর্ব্বক যথাসুখে রাজ্য করিতে পারিবে ॥ ৫৭

হে রঘুবর! তুমি পৃথিবীতলে একাদশ সহস্রবর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া পুনরায় সুরপুরে গমন করিবে ॥ ৫৮

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্দধে দেবী রামস্তু প্রীতমানসঃ।
সমাপ্য তদ্‌ব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে ॥ ৫৯
বিজয়াপূজনং কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
নারদায় প্রভূস্ত্বেষ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ ॥ ৬০
কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ
প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ।
উদধিতটগতোঽসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-
ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্তিঃ ॥ ৬১
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥৬২
সন্ত্যন্যানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহূনি চ।
শ্রীমদ্‌ভাগবতস্যাস্য ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০
(দেব্যা ভাগবতস্যাস্য তৃতীয়স্কন্ধবিস্তরম্।
সার্দ্ধৈঃ ষড়ব্ধি-শৈলেন্দুপদ্মৈর্ব্যাসো ব্যরীরচৎ ॥)
(রস-শ্রুতি-মুনি-ভূমিগণিতৈঃ শ্লোকসমূহৈঃ।
তৃতীয়স্কন্ধসম্পূর্ত্তির্দেবীভাগবতস্য চ ॥)
তৃতীয়স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবী ভগবতী এইরূপ কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং শ্রীরামও তৎশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া সেই ব্রত সমাপন পূর্ব্বক বিজয়া দশমী দিনে যাত্রা করিলেন ॥ ৫৯

বিজয়া দশমী দিনে বিজয়ার পূজা সম্পাদনান্তে দেবর্ষি নারদকে প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে এই শ্রীরাম চলিলেন ॥ ৬০

প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিশালী শ্রীপতি রামচন্দ্র এইরূপে সফল মনোরথ ও প্রত্যক্ষ পরমা শক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সভ্রাতৃক সুগ্রীবের বিপুল বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সাগর-তীরে গিয়া সেই সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক অমরশত্রু রাবণকে সংহার করেন ॥ ৬১

যে মানব ভক্তিভাবে দেবীর এই অত্যুত্তম চরিত্র কথা শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ উপভোগ পূর্ব্বক অন্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২

হে রাজন্! অন্য প্রকার সুবিস্তৃত বহু পুরাণ থাকিলেও আমার মতে কোন পুরাণই এই দেবী ভাগবতনামক পুরাণের তুল্য নহে ॥ ৬৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণননামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

(১৭৯৬টি শ্লোকের দ্বারা এই দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে।)

তৃতীয় স্কন্ধ সম্পূর্ণ

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[বেদব্যাসসমীপে জনমেজয়স্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়কো বিবিধঃ প্রশ্নঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

ব্যাসদেব* মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞাননিধেঽনঘ।
প্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্নস্মাকং কুলবর্দ্ধন ॥ ১
শূরসেনসুতঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
শ্রুতং ময়া হরির্যস্য পুত্রভাবমবাপ্তবান্ ॥ ২
দেবানামপি পূজ্যোঽভূন্নাম্না চানকদুন্দুভিঃ।
কারাগারে কথং বদ্ধঃ কংসস্য ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৩
দেবক্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কিমাগঃ কৃতবানসৌ।
দেবক্যা বালষট্কস্য বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪
তেন কংসেন কস্মাদ্ বৈ যযাতিকুলজেন চ।
কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবস্য বৈ হরেঃ ॥ ৫
গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬
দেবকী-বসুদেবৌ চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
কথং ন মোচিতৌ বদ্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭
জগৎকর্ত্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে।
প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কর্ম্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং মহাত্মভিঃ ॥ ৮
জন্ম বৈ বাসুদেবস্য যত্রাসীৎ পরমাত্মনঃ।
কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোথিতা ॥৯
শিলায়াং নির্গতা ব্যোম্নি জাতা ত্বষ্টভুজা পুনঃ।
গার্হস্থ্যঞ্চ হরের্ব্রহ্মন্ বহুভার্য্যস্য চানঘ ॥ ১০
কার্য্যাণি তত্র তান্যেব দেহত্যাগঞ্চ তস্য বৈ।
কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যত্তন্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১
চরিতং বাসুদেবস্য ত্বমাখ্যাহি যথাতথম্।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ১২
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তপশ্চেরতুরুত্তমম্।
যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

[বেদব্যাসের নিকট জনমেজয়ের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে! অনঘ! মুনিবর! ব্যাসদেব! হে প্রভো! আপনি আমাদের বংশের কল্যাণকারী। আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১

আমি শুনিয়াছি পূর্ব্বে শূরসেন-পুত্র প্রতাপশালী শ্রীমান্ বসুদেব নামে এক নরপতি ছিলেন; ভগবান্ হরি যাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন ॥ ২

তাঁহার এক নাম আনকদুন্দুভি ছিল, সেই ধর্ম্মতৎপর নৃপতি দেবগণেরও পূজ্য ছিলেন, তথাপি তিনি কি জন্য কংসের কারাগারে বদ্ধ ছিলেন? ৩

তিনি ভার্য্যা দেবকীর সহিত কি অপরাধ করিয়াছিলেন, পুনঃ দেবকীর ছয়টি পুত্রকে যযাতি-কুলনন্দন কংস কি হেতু বিনাশ করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা হরি বসুদেবের ঔরসে কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন? ৪-৫

কি জন্যই বা সাত্বত-কুলপতি ভগবান্ হরি গোকুলে নীত হইয়া জাত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কারণেই বা তাঁহার জনকজননী কারাগারে ছিলেন? ৬

অমিততেজাঃ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা হইয়া কি কারণে কারাগারে থাকিলেন এবং এই হরি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও জননীর জঠরে বাস করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিলেন না কেন? মহাত্মাগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় এমন কি প্রাক্তন কর্ম্ম তাঁহাদের দুই জনের ছিল? ৭-৮

সাক্ষাৎ পরমাত্মা বাসুদেব যাঁহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গর্ভজাত যে সকল পুত্র-কন্যা কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, জন্মান্তরে তাহারা কে ছিল? ৯

যিনি কংস কর্ত্তৃক আহত হইয়া আকাশে উঠিয়া অষ্টভুজা হইয়াছিলেন, তিনিই বা কে? হে অনঘ! সেই হরি আবার বহু ভার্য্যা-সমন্বিত হইয়া কিরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করিলেন? সে সমস্ত বলুন ॥ ১০

তিনি সেইজন্মে যে যে কার্য্য করিয়া যেরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার নিকট তৎসমুদয় বর্ণন করুন। আমি কিম্বদন্তীতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতেই আমার মন মোহিত হইয়া আছে ॥ ১১

আপনি বাসুদেবের চরিত্র যথাযথ বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় দূর করুন। পুরাকালে ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা পুরাতন মুনিবর নর-নারায়ণ নামক দেবতাদ্বয় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১২-১৩

---

* কোন কোন দেবীভাগবতে এই 'ব্যাসদেব' স্থলে 'বাসবের' পদ দেখা যায়। তাহার অর্থ হইল—"বাসোঽস্তি অস্যামিতি বাসবী, বাসব্যা যোজনগন্ধায়াঃ সম্ভবত্যাঃ অপত্যং পুমান্ ইতি বাসবেয়ঃ, তৎসম্বোধনে বাসবেয়।

নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতষড়্‌গুণৌ
বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্থেম্নে তপশ্চরতুরুত্তমম্ ॥ ১৪
তয়োরংশাবতারৌ হি জিষ্ণু-কৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
প্রসিদ্ধৌ মুনিভিঃ প্রোক্তৌ সর্ব্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫
বিদ্যমানশরীরৌ তৌ কথং দেহান্তরং গতৌ।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুনঃ কথম্ ॥ ১৬
যৌ চক্রতুস্তপশ্চোগ্রং মুক্ত্যর্থং মুনিসত্তমৌ
তৌ কথং প্রাপতুর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭
শূদ্রঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
বৈশ্যঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥১৮
ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো মৃতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ
ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১৯
বিপরীতমিদং ভাতি নর-নারায়ণৌ চ তৌ।
তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ২০
কেন তৌ কর্ম্মণা শান্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে বদ ॥২১
যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি শ্রুতিঃ।
কৃষ্ণস্যাপি হি গান্ধার্য্যাঃ শাপেনৈব কুলক্ষয়ঃ ॥ ২২
প্রদ্যুম্নহরণং চৈব শম্বরেণ কথং কৃতম্
বর্ত্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনার্দ্দনে।
পুত্রস্য সূতিকাগেহাদ্ধরণঞ্চাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩
দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশ্মাদ্দুরত্যয়াৎ।
ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪
সন্দেহোঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ নিঃসন্দেহং কুরু প্রভো।
যৎপত্ন্যো বাসুদেবস্য দস্যুভিঃ লুণ্ঠিতাহৃতাঃ ॥ ২৫
স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম
সংশয়োঽন্যোঽস্তি মে ব্রহ্মংশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬
বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূভারহারকৃৎ।
স কথং মথুরারাজ্যং ভয়াৎ ত্যক্ত্বা জনার্দ্দনঃ ॥ ২৭

বিষ্ণুর অংশসম্ভূত এই মুনিদ্বয় জগতের হিতার্থে নিঃস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ও উপবাসী থাকিয়া কামাদি ছয় রিপুকে জয় করিয়া উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১৪

নারদ প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ মহাবলশালী অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে তাঁহাদের অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৫

সেই দেবতাদ্বয় নর ও নারায়ণ পূর্ব্ব শরীর থাকিতেও কিরূপে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ১৬

যে মুনিসত্তমদ্বয় মুক্তির নিমিত্ত উগ্র তপস্যা করিয়া যোগসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার কি জন্য দেহ ধারণ করিলেন ? ১৭

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শূদ্র মরিলে পরে বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্য মৃত্যুর পর ক্ষত্রিয় জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর ব্রাহ্মণ নিঃস্পৃহ ও শান্তি পথাবলম্বী হইলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন ॥ ১৮-১৯

এইত' নিয়ম, তবে সেই নর-নারায়ণ তপস্যাদ্বারা শরীর শোষণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইলেন কেন ? ইহা আমার নিকট নিয়মের বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২০

তাঁহারা শান্ত হইয়া কি কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ হইয়া কোন্ অভিসম্পাত বলে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন ? হে মুনে ! আপনি ইহার কারণ বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় দূর করুন ॥ ২১

আমি শুনিয়াছি, ব্রহ্মশাপে ও কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপে যদুকুল ক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

শম্বরাসুর কি জন্য প্রদ্যুম্নকে হরণ করিল ? দেবদেব বাসুদেব জনার্দ্দন বিদ্যমান থাকিতে সূতিকাগার হইতে পুত্র হরণ অতি দুর্ঘট ব্যাপার ॥ ২৩

শম্বরাসুর দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ মধ্যস্থিত দ্বারকাপুরী হইতে প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, বাসুদেব তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন না কেন ? ২৪

হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব স্বর্গে গমন করিলে দস্যুগণ আসিয়া তাঁহার পত্নীগণকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, প্রভো ! এই সমস্ত বলিয়া আমাকে নিঃসন্দেহ করুন ॥ ২৫

হে মুনিসত্তম ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব স্বর্গারোহণ করিবামাত্রই এইরূপ ঘটনা ঘটিল কেন ?, এইরূপ আরও কতকগুলি সন্দেহ আমার মানসপথে উদিত হইয়া চিত্ত আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভারহরণের জন্যই বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ, কিন্তু

দ্বারবত্যাং গত: সাধো সসৈন্য: সমুদ্রদ্গণ: ।
অবতারো হরে: প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮
পাপাত্মনাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ।
তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরান্তে ন নিপাতিতা: ॥ ২৯
যৈর্হৃতা বাসুদেবস্য পত্ন্য: সংলুঠিতাশ্চ তা: ।
তেনান্তে কিং ন বিজ্ঞাতা: সর্ব্বজ্ঞেন সতা পুন: ॥৩০
ভীষ্ম-দ্রোণবধ: কামং ভূভারহরণে মত: ।
অচিন্ত্যাশ্চ মহাত্মান: পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরা: ॥ ৩১
কৃষ্ণভক্তা: সদাচারা যুধিষ্ঠিরপুরোগমা: ।
তে কৃত্বা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানত: ॥ ৩২
দক্ষিণা বিবিধা দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যোঽভিভাবত: ।
পাণ্ডুপুত্রাস্তু দেবাংশা বাসুদেবাশ্রিতা মুনে ॥ ৩৩
ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তা: ক গতং সুকৃতঞ্চ তৎ ।
কিং তৎ পাপং মহারৌদ্রং যেন তে পীড়িতা: সদা ॥৩৪

দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা
রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিযুতা তথা ॥ ৩৫
সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুন: পুন: ।
দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥৩৬
রজস্বলা সভায়াং তু নীতাভীতৈকবাসসা
বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎসস্য সা পুন: । ৩৭
ধর্ষিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা
হৃতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮
মোচিতা পাণ্ডবৈ: পশ্চাৎ বলবদ্ভির্মহাত্মভি:
পূর্ব্বজন্মকৃতং কিং তৎ পাতকং যেন পীড়িতা: ॥ ৩৯
দুঃখান্যনেকান্যাপ্তাস্তে কথয়াশু মহামতে ।
রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃত্বা তে মম পূর্ব্বজা: ॥৪০
দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তা: পূর্ব্বজন্মকৃতেন বৈ ।
দেবাংশানাং কথং তেষাং সংশয়োঽয়ং মহান্ হি মে॥৪১

সেই জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা রাজ্য ত্যাগ করিলেন কেন ? ২৭

হে সাধো ! ভূভারহরণের জন্যই ভগবানের অবতার বলা হইয়া থাকে, কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও সৈন্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-নগরীতে গেলেন কেন ? ২৮

যদি পাপাত্মাদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত বিষ্ণুই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে কি নিমিত্ত তিনি সেই লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগকে নিপাত করিলেন না ? ২৯

তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহারা বাসুদেবের পত্নীগণকে হরণ করিয়াছিল ও লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে কি জানিতেন না ? ৩০

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতিকেও ভূ-ভারকারী মনে করিয়া বধ করিলেন, কিন্তু দস্যুগণকে বধ করিলেন না। এ বিষয়ে আমার মনে সাতিশয় সন্দেহ হইতেছে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডু-পুত্রগণ সদাচারপরায়ণ, ধর্ম্মবিষয়ে তৎপর, মহৎ কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ও দেবাংশসম্ভূত, তাঁহারা ভক্তিভাবে যথাবিধি রাজসূয়মহাযজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেবের আশ্রিত হইয়াছিলেন। তথাপি হে মুনে ! ॥ ৩১-৩৩

তাঁহারা কি কারণে ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? তাঁহাদের সেই সব সৎ কর্ম্মের ফল কোথায় গেল ? তাঁহারা কি এমন ঘোরতর পাপ করিয়াছিলেন যে, নিরন্তর কেবল ক্লেশ পাইলেন ? ৩৪

মহাভাগা দ্রৌপদী বেদীর মধ্য হইতে লক্ষ্মী অংশে উৎপন্না পতিব্রতা এবং কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা। ৩৫

এরূপ হইয়াও কি কারণে বারবার অতুল দুঃখভোগ করিলেন। দুষ্ট দুঃশাসন একবস্ত্র-পরিহিতা সেই রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভায় আনিয়া কত কষ্ট দিয়াছিল। পুন: বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী হইতে হইয়াছিল ॥ ৩৬-৩৭

কীচক যখন তাঁহাকে ধর্ষণ করে, তখন তিনি কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, আর জয়দ্রথ আসিয়া যখন তাঁহাকে হরণ করে, তখন তিনি অতি দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

পরিশেষে মহাত্মা বলবান্ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে মুক্ত করেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যে, এরূপ কষ্ট পাইলেন ॥ ৩৯

হে মহামতে ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজসূয়মহাযজ্ঞ করিয়াও কি কারণে এইরূপ অনেক কষ্ট পাইলেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪০

তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে এরূপ কষ্ট পাইলেন এ-কথা বলিতে পারি না, কেননা, তাঁহারা দেবাংশসম্ভূত, তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্ম নাই। অতএব কি কারণে, তাঁহাদের কষ্ট ভোগ হইল ? ইহাতে আমার যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১

সদাচারৈস্তু কৌন্তেয়ৈর্ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ো হতাঃ।
ছলেন ধনলাভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪১
প্রেরিতা বাসুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা
কুলং ক্ষয়িতবন্তস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪০
বরং ভিক্ষাটনং সাধোনীবারৈর্জীবনং বরম্
যোধান্ন হত্বা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪
বিচ্ছিন্নস্তু ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম
সমুৎপাদ্য সুতানাশু গোলোকাক্রুরনাশনান্ ॥ ৪৫
সোঽন্নেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়াসুতঃ

তাপসস্য গলে সর্পং ন্যস্তবান্ কথমদ্ভুতম্ ॥ ৪৬
ন কোঽপি ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ।
তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং মুনে ॥৪৭
এতৈরন্যৈশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং সে মনোঽধুনা।
স্থিরং কুরু পিতঃ সাধো সর্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ॥৪৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়স্য সন্দেহকথনপূর্বকঃ কৃষ্ণাবতার-প্রশ্নকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

কুরুপুত্রগণ সদাচারসম্পন্ন হইয়া জগতের অনিত্যতা জানিয়াও কি কারণে ধনলোভে ছল পূর্ব্বক ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ করিলেন ? ৪২

মহাত্মা পরমাত্মা হরি বাসুদেব কি জন্যই বা এইরূপ কুলক্ষয়কর ঘোরতর পাপকার্য্যে নিয়োগ করিলেন ? ৪৩

ভিক্ষা করা বরং ভাল এবং নীবার-কণা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাও ভাল, অথবা অন্য কোন প্রকার শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাও ভাল, তথাপি লোভবশে অন্যায় যুদ্ধে যোধগণকে বধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৪

হে মুনিসত্তম! আপনি শত্রুবিনাশী গোলোক-পুত্রগণ (মৃতস্বামিকার পুত্রগণ)-কে উৎপন্ন করিয়া শীঘ্র এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৫

বিরাটতনয়া উত্তরার গর্ভজাত মদীয় পিতৃদেব তপস্বীর গলদেশে কি জন্যই বা মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ? ইহা আমার নিকট অতি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৪৬

ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ করেন না, তবে আমার পিতৃদেব মৌনী তপস্বীকে এইরূপ করিলেন কেন ? ৪৭

হে সাধো! হে দয়ানিধে! হে তাত! আমার মন নানাপ্রকার সন্দেহজালে জড়িত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করুন ॥ ৪৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থ স্কন্ধে জনমেজয়ের সন্দেহ কথনপূর্ব্বক কৃষ্ণের অবতারবিষয়ে প্রশ্নকথননামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবেন জনমেজয়কৃত-প্রশ্নস্যোত্তরদানম্]

সূত উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ
পরীক্ষিতসুতং শান্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্।
উবাচ সংশয়চ্ছেত্তা, বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

রাজন্ কিমেতদ্ বক্তব্যং কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ।
দুর্জ্ঞেয়া কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা ॥ ২
যদা সমুত্থিতং চৈতদ্ ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্।
কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ব্যাসদেব কর্ত্তৃক জনমেজয়-কৃত প্রশ্নের উত্তর দান।]

সূত কহিলেন,—অনন্তর সত্যবতীপুত্র পুরাণজ্ঞ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শান্তপ্রকৃতি পরীক্ষিতপুত্র জনমেজয়কে সংশয়-ছেদি বাক্য বলিলেন ॥ ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? এই সংসারে কর্ম্মসমূহের গতি অতি দুর্ব্বোধ্য, দেবগণও ইহা বুঝিতে পারেন না, মনুষ্যগণের ত' কথাই নাই ॥ ২

ত্রিগুণময় এই ব্রহ্মাণ্ড যখন উৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্ম দ্বারাই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩

অনাদিনিধনা জীবাঃ কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ।
নানাযোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪
কর্ম্মণা রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫
শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কর্ম্মভির্বেষ্টিতং ত্বিদম্।
ত্রিবিধানি হি তান্যাহুর্বুধাস্তত্ত্ববিদশ্চ যে ॥ ৬
সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারব্ধানি তথা পুনঃ।
বর্ত্তমানানি দেহেঽস্মিংস্ত্রৈবিধ্যং কর্ম্মণাং কিল ॥ ৭
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদবশত্বং নরাধিপ
সুখ-দুঃখ-জরা-মৃত্যু-হর্ষ-শোকাদয়স্তথা ॥ ৮
কাম-ক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্ব্বে দেহগতা গুণাঃ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ॥ ৯
রাগদ্বেষাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি প্রভবন্তি হি।
দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥১০
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেহেন সহসঙ্গতাঃ।
পূর্ব্ববৈরানুযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১
উৎপত্তি-সর্ব্বজন্তূনাং বিনা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
কর্ম্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২
কপালী চ তথা রুদ্রঃ কর্ম্মণৈব ন সংশয়ঃ।
অনাদিনিধনঞ্চৈতৎ কারণং কর্ম্ম সম্ভবে ॥ ১৩
তেনেহ শাশ্বতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
নিত্যানিত্যবিচারেঽত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥১৪
ন জানন্তি কিমেতদ্ বৈ নিত্যং বাণিজ্যমেব চ।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্নিত্যং প্রতীয়তে ॥১৫
কার্য্যাভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে গতিঃ সর্ব্বথা।
মায়া নিত্যা কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬
কর্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ।
ভ্রমতোব জগৎ সর্ব্বং রাজন্ কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭
নানাযোনিষু রাজেন্দ্র নানাধর্ম্মময়েষু চ।
ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮
যুগে যুগেঽনেকাসু নীচযোনিষু তৎ কথম্।
ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠসংবাসং সুখভোগাননেকশঃ ॥
বিণ্মূত্রমন্দিরে বাসং সস্মরন্তঃ কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ১৯

জীবসকল কর্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহারা ঐ কর্ম্মবীজ দ্বারাই নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৪

সেই কর্ম্মবীজের ক্ষয় হইলে জীবকে আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৫

এই জীবজগৎ শুভ, অশুভ ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা জড়িত, এই কারণে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ জীবগণের কর্ম্মসমূহকে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন ॥ ৬

সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রত্যেককে আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারব্ধ ভেদে তিন প্রকার। জীবদেহে ঐ তিন প্রকার কর্ম্মই নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৭

হে নরপতে! ব্রহ্মাদি সকলেই ঐ কর্ম্মের বশীভূত। সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোকাদি, কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি গুণসকল, কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন এবং এই সমস্ত গুণ সকলেরই দেহে অবস্থিতি করে ॥ ৮-৯

রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ভাবসকল দেবতা ও মনুষ্য, এমন কি তির্য্যগ্ জাতিরও সমভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০

এই সকল বিকার পদার্থ দেহের সহিত জড়িত, (যেখানে দেহ, সেইখানেই বিকারগুলি আধিপত্য করিতে থাকে) কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বের বৈরিতা বা স্নেহনিবন্ধন সবই দেহের সহিত জড়িত। কর্ম্মপ্রভাবে সূর্য্যদেব গগনে ভ্রমণ করেন, কর্ম্মফলে চন্দ্র রাজযক্ষ্মাক্রান্ত হইয়াছেন ॥ ১১-১২

রুদ্রদেবও কর্ম্মবলেই কপালী হইয়াছেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কর্ম্মের আদি নাই এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মের বিনাশও নাই। এই কর্ম্ম জগতের উৎপত্তিবিষয়ে একমাত্র কারণ, সেই কর্ম্মফলেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ নিত্য ভ্রম হইতেছে। মুনিগণ সর্ব্বদা ইহার নিত্যানিত্য বিচারে মগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১৩-১৪

কিন্তু তাঁহারা ইহা নিত্য কি অনিত্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মায়া বিদ্যমান থাকিতে জগৎ নিত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয় ॥ ১৫

কারণ বিদ্যমান থাকিতে, কার্য্যের অভাব কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? মায়া নিত্য এবং সর্ব্বদাই সকলের কারণ-স্বরূপ ॥ ১৬

অতএব হে রাজন্! পণ্ডিতগণ কর্ম্মবীজকে নিত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই নিখিল জগৎ সেই কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ১৭

হে রাজেন্দ্র! যদি বল অমিততেজা বিষ্ণু ইচ্ছা করিয়াই নানাবিধ ধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন ॥ ১৮

তাহার উত্তরে বলি, তিনি বৈকুণ্ঠের সুখভোগ পরিত্যাগ

পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্
ত্যক্ত্বা গর্ভগৃহে বাসং কোঽভিবাঞ্ছতি বুদ্ধিমান্ ॥১০
তূলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনির্ম্মিতাম্।
ত্যক্ত্বাধোমুখবাসঞ্চ কোঽভিবাঞ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥ ১১
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
মুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ ॥১২
সিদ্ধুজাদ্ভুত-ভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজাম্।
বিণ্মূত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্মতিমান্ নরঃ ॥ ১৩
গর্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে
তস্তীতাশ্চ প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ ॥ ১৪
হিত্বা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ।
যদ্‌ভীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ১৫
গর্ভে তুদন্তি কৃময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ।
বপাসংবেষ্টনং ক্রূরং কিং সুখং তত্র ভূপতে ॥ ১৬
বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্বরম্
অল্পমাত্রং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুভঃ ॥ ১৭
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং দশমাসনিবাসনম্
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে ॥ ১৮
বালভাবে তথা দুঃখং মূকাজ্ঞভাবসংযুতম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোঽতিকাতরঃ ॥ ১৯
ক্ষুধিতে রুদিতে বালে মাতা চিন্তাতুরা তদা
ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০
নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ।
কিং সুখং বিবুধা দৃষ্টা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১
সংগ্রামমমরৈঃ সার্দ্ধং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্।
কর্ত্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং সুখনাশনম্ ॥ ৩২
সর্ব্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ
কৃতকর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে ॥ ৩৩
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
দেহবদ্ভির্নৃভির্দেবৈস্তির্য্যগ্‌ভিশ্চ নৃপোত্তম ॥ ৩৪

করিয়া যুগে যুগে বিবিধ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবেন কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক কে বিষ্ঠা-মূত্রাগারে বাস করিতে চায়? ১৯

কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন, জলক্রীড়া ও সুখে অবস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া গর্ভগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করেন? ২০

কোন্ পণ্ডিত তূলানির্ম্মিত সুকোমল দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অধোমুখে গর্ভবাস করিতে ইচ্ছা করেন? ২১

নানাবিধ ভাবপূর্ণ নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া নরকে বাস করিতে মনে মনে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? ২২

কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি লক্ষ্মীর দুষ্পরিহরণীয় হাব ভাব মাধুরীর আস্বাদ ছাড়িয়া বিষ্ঠা মূত্রের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন? ২৩

এই ত্রিভুবনমধ্যে গর্ভবাস অপেক্ষা নরক ভোগ আর নাই। মুনিগণ তাহা হইতেই ভীত হইয়া দুশ্চর তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন। ২৪

মনস্বিগণ যাহার ভয়ে রাজ্যভোগ ছাড়িয়া বনে গিয়া বাস করেন, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়ে যাইতে চায়? ২৫

গর্ভবাসে কৃমিকুল পীড়ন করিতে থাকে, জঠরানলে তাপিত হইতে হয় এবং নিয়তই বক্ত জরায়ুর ভিতরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। হে ভূপতে! তাহাতে আবার সুখ কি? ২৬

ইহা অপেক্ষা কারাগারে বাস করা বা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকা বরং ভাল, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও গর্ভবাস শুভপ্রদ নহে। ২৭

প্রথমতঃ দশমাস গর্ভে বাস করা কত কষ্টকর, তাহার পরে অতি দারুণ যোনি যন্ত্র দিয়া নির্গমন আরও কষ্টকর। ২৮

জীবগণ শৈশবে বাক্‌শক্তিহীনতা ও অজ্ঞানতাবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অক্ষম হইয়া পরাধীন হওয়ায় বড়ই ক্লেশ পায়। ২৯

বালক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রোদন করিলে মাতা বালকের অতিশয় পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে ঔষধ পান করাইতে ইচ্ছা করেন। ৩০

এইরূপে শৈশবাবস্থায় নানাবিধ দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব কি সুখ দেখিয়া দেবগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন? ৩১

কোন্ মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা সুখাবস্থিতি ত্যাগ করিয়া দেবতাদিগের সহিত শ্রমদায়ক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে? ৩২

হে নৃপবর! ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সর্ব্বথা কৃতকর্ম্মের ফলে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৩

হে নৃপোত্তম! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি তির্য্যগ্ যোনি, দেহীমাত্রকেই নিজকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয়। ৩৪

অনাদিনিধনা জীবাঃ কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ
নানাযোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪
কর্ম্মণা রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫
শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কর্ম্মভির্বেষ্টিতং ত্বিদম্।
ত্রিবিধানি হি তান্যাহুর্বুধাস্তত্ত্ববিদশ্চ যে ॥ ৬
সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারব্ধানি তথা পুনঃ।
বর্ত্তমানানি দেহেঽস্মিংস্ত্রৈবিধ্যং কর্ম্মণাং কিল ॥ ৭
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদবশত্বং নরাধিপ
সুখ-দুঃখ-জরা-মৃত্যু-হর্ষ-শোকাদয়স্তথা ॥ ৮
কাম-ক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্ব্বে দেহগতা গুণাঃ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ ॥ ৯
রাগদ্বেষাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি প্রভবন্তি হি।
দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥১০
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেহেন সহসঙ্গতাঃ।
পূর্ব্ববৈরানুষোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১
উৎপত্তি-সর্ব্বজন্তূনাং বিনা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
কর্ম্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২
কপালী চ তথা রুদ্রঃ কর্ম্মণৈব ন সংশয়ঃ।
অনাদিনিধনঞ্চৈতৎ কারণং কর্ম্ম সম্ভবে ॥ ১৩
তেনেহ শাশ্বতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
নিত্যানিত্যবিচারেঽত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥১৪
ন জানন্তি কিমেতদ্ বৈ নিত্যং বাণিজ্যমেব চ।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্নিত্যং প্রতীয়তে ॥১৫
কার্য্যাভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে গতিঃ সর্ব্বথা।
মায়া নিত্যা কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬
কর্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ।
ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্ কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭
নানাযোনিষু রাজেন্দ্র নানাধর্ম্মময়েষু চ।
ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮
যুগে যুগেঽনেকাসু নীচযোনিষু তৎ কথম্।
ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠসংবাসং সুখভোগাননেকশঃ ॥
বিষ্ণুর্ভ্রমন্দিরে বাসং সন্ত্রস্তঃ কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ১৯

জীবসকল কর্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের আদিও নাই, অন্তও নাই, ইহারা ঐ কর্ম্মবীজ দ্বারাই নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ৪

সেই কর্ম্মবীজের ক্ষয় হইলে জীবকে আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না। ৫

এই জীবজগৎ শুভ, অশুভ ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বারা জড়িত, এই কারণে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ জীবগণের কর্ম্মসমূহকে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন। ৬

সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রত্যেককে আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারব্ধ ভেদে তিন প্রকার। জীবদেহে ঐ তিন প্রকার কর্ম্মই নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ৭

হে নরপতে! ব্রহ্মাদি সকলেই ঐ কর্ম্মের বশীভূত। সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোকাদি, কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি গুণসকল, কর্ম্মজন্য অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন এবং এই সমস্ত গুণ সকলেরই দেহে অবস্থিতি করে। ৮-৯

রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ভাবসকল দেবতা ও মনুষ্য, এমন কি তির্য্যগ্ জাতিরও সমভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০

এই সকল বিকার পদার্থ দেহের সহিত জড়িত, (যেখানে দেহ, সেইখানেই বিকারগুলি আধিপত্য করিতে থাকে) কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বের বৈরিতা বা স্নেহনিবন্ধন সবই দেহের সহিত জড়িত। কর্ম্মপ্রভাবে সূর্য্যদেব গগনে ভ্রমণ করেন, কর্ম্মফলে চন্দ্র রাজযক্ষ্মাক্রান্ত হইয়াছেন। ১১-১২

রুদ্রদেবও কর্ম্মবলেই কপালী হইয়াছেন। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কর্ম্মের আদি নাই এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মের বিনাশও নাই। এই কর্ম্ম জগতের উৎপত্তিবিষয়ে একমাত্র কারণ, সেই কর্ম্মফলেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ নিত্য ভ্রম হইতেছে। মুনিগণ সর্ব্বদা ইহার নিত্যানিত্য বিচারে মগ্ন রহিয়াছেন। ১৩-১৪

কিন্তু তাঁহারা ইহা নিত্য কি অনিত্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মায়া বিদ্যমান থাকিতে জগৎ নিত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ১৫

কারণ বিদ্যমান থাকিতে, কার্য্যের অভাব কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? মায়া নিত্য এবং সর্ব্বদাই সকলের কারণ-স্বরূপ। ১৬

অতএব হে রাজন্! পণ্ডিতগণ কর্ম্মবীজকে নিত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই নিখিল জগৎ সেই কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ১৭

হে রাজেন্দ্র! যদি বল অমিততেজা বিষ্ণু ইচ্ছা করিয়াই নানাবিধ ধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ১৮

তাহার উত্তরে বলি, তিনি বৈকুণ্ঠের সুখভোগ পরিত্যাগ

পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্
ত্যক্ত্বা গর্ভগৃহে বাসং কোঽভিবাঞ্ছতি বুদ্ধিমান্ ॥২০
তূলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনির্ম্মিতাম্।
ত্যক্ত্বাধোমুখবাসঞ্চ কোঽভিবাঞ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥ ২১
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
মুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ ॥২২
সিন্ধুজাদ্ভুত-ভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজাম্।
বিণ্মূত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্মতিমান্ নরঃ ॥ ২৩
গর্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে
তস্মাদ্বিভ্যতি প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ ॥ ২৪
হিত্বা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ।
যদ্‌ভীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ২৫
গর্ভে তুদন্তি কৃময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ।
বপাসংবেষ্টনং ক্রূরং কিং সুখং তত্র ভূপতে ॥ ২৬
বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্বরম্
অল্পমাত্রং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ ক্বচিচ্ছুভঃ ॥ ২৭
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং দশমাসনিবাসনম্
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে ॥ ২৮
বালভাবে তথা দুঃখং মূকাজ্ঞভাবসংযুতম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোঽতিকাতরঃ ॥ ২৯
ক্ষুধিতে রুদিতে বালে মাতা চিন্তাতুরা তদা
ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০
নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ।
কিং সুখং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১
সংগ্রামমমরৈঃ সার্দ্ধং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্।
কর্ত্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং সুখনাশনম্ ॥ ৩২
সর্ব্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ
কৃতকর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে ॥ ৩৩
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
দেহবদ্ভির্নৃভির্দেবৈস্তির্য্যগ্‌ভিশ্চ নৃপোত্তম ॥ ৩৪

করিয়া যুগে যুগে বিবিধ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবেন কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক কে বিষ্ঠা-মূত্রাগারে বাস করিতে চায়? ১৯

কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন, জলক্রীড়া ও সুখে অবস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া গর্ভগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করেন? ২০

কোন্ পণ্ডিত তূলানির্ম্মিত সুকোমল দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অধোমুখে গর্ভবাস করিতে ইচ্ছা করেন? ২১

নানাবিধ ভাবপূর্ণ নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া নরকে বাস করিতে মনে মনে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? ২২

কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি লক্ষ্মীর দুষ্পরিহরণীয় হাব ভাব মাধুরীর আস্বাদ ছাড়িয়া বিষ্ঠা মূত্রের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন? ২৩

এই ত্রিভুবনমধ্যে গর্ভবাস অপেক্ষা নরক ভোগ আর নাই। মুনিগণ তাহা হইতেই ভীত হইয়া দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন। ২৪

মনস্বিগণ যাহার ভয়ে রাজ্যভোগ ছাড়িয়া বনে গিয়া বাস করেন, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়ে যাইতে চায়? ২৫

গর্ভবাসে কৃমিকুল পীড়ন করিতে থাকে, জঠরানলে তাপিত হইতে হয় এবং নিয়তই বক্ত জরায়ুর ভিতরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। হে ভূপতে! তাহাতে আবার সুখ কি? ২৬

ইহা অপেক্ষা কারাগারে বাস করা বা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকা বরং ভাল, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও গর্ভবাস শুভপ্রদ নহে। ২৭

প্রথমতঃ দশমাস গর্ভে বাস করা কত কষ্টকর, তাহার পরে অতি দারুণ যোনি যন্ত্র দিয়া নির্গমন আরও কষ্টকর। ২৮

জীবগণ শৈশবে বাক্‌শক্তিহীনতা ও অজ্ঞানতানিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অক্ষম হইয়া পরাধীন হওয়ায় বড়ই ক্লেশ পায়। ২৯

বালক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রোদন করিলে মাতা বালকের অতিশয় পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে ঔষধ পান করাইতে ইচ্ছা করেন। ৩০

এইরূপে শৈশবাবস্থায় নানাবিধ দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব কি সুখ দেখিয়া দেবগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন? ৩১

কোন্ মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা সুখাবস্থিতি ত্যাগ করিয়া দেবতাদিগের সহিত শ্রমদায়ক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে? ৩২

হে নৃপবর! ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সর্ব্বথা কৃতকর্ম্মের ফলে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৩

হে নৃপোত্তম! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি তির্য্যগ্ যোনি, দেহমাত্রকেই নিজকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয়। ৩৪

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চেন্দ্রতাং ব্রজেৎ
ক্ষীণে পুণ্যেঽথ শক্রোঽপি পততেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫
রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ
তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপ-যাদবতাং গতাঃ ॥৩৬
এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ
করোতি ধর্ম্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভৃশম্ ॥ ৩৭
পুনঃ পুনর্হরেরেবং নানাযোনিষু পার্থিব।
অবতারা ভবন্ত্যন্যে রথচক্রবদদ্ভুতাঃ ॥ ৩৮
দৈত্যানাং হননং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং হরিণা স্বয়ম্
অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃত্বা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্
স এব ভগবান্ বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥৪০
কশ্যপস্য মুনেরংশো বসুদেবঃ প্রতাপবান্
গোবৃত্তিরভবদ্ রাজন্ পূর্ব্বশাপানুভাবতঃ ॥৪১
কশ্যপস্য চ দ্বে পত্ন্যৌ শাপাদত্র মহীতলে।
অদিতিঃ সুরসা চৈবমাস্তাং পৃথিবীপতে ॥ ৪২
দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ।
বরুণেন মহাঞ্ছাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩

রাজোবাচ।
কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ
সভার্য্যঃ স কথং জাতস্তদ্ বদস্ব মহামতে ॥৪৪
কথঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্র জাতোঽস্তি গোকুলে।
বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরখণ্ডিতঃ ॥ ৪৫
নির্দ্দেশাৎ কস্য ভগবান্ বর্ত্ততে প্রভুরব্যয়ঃ।
নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্ব্বধারকঃ ॥ ৪৬
স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কর্ম্মবানিব মানুষে।
করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭
প্রাপ্য মানুষদেহন্তু করোতি চ বিড়ম্বনম্
ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্টজন্মনি ॥ ৪৮
কামঃ ক্রোধোঽমর্ষ-শোকৌ বৈরং প্রীতিশ্চ কর্হিচিৎ
সুখং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্যমার্জ্জবমেব চ ॥৪৯
দুষ্কৃতং সুকৃতঞ্চৈব বচনং হননং তথা।
পোষণং চলনং তাপো বিমর্ষশ্চ বিকত্থনম্ ॥৫০
লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শৌচনং তথা
এতে চান্যে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১
স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা সুখমনশ্বরম্
করোতি মানুষং জন্ম ভাবৈরেতৈরভিদ্রুতম্ ॥ ৫২

মনুষ্য তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্ব পাইতে পারে, পুণ্যক্ষয় হইলে ইন্দ্রেরও পতন হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৩৫

রামাবতারকালে দেবগণ বানরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতার সময়ে তাঁহারা যাদব ও গোপ হইয়াছিলেন ॥ ৩৬

ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে যুগে যুগে অনেকভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৭

হে পার্থিব! নানা যোনিতে রথচক্রের ন্যায় বার বার হরির এইরূপ অদ্ভুত অবতারসকল হইয়া থাকে ॥ ৩৮

মহাত্মা স্বয়ং হরিকে এইরূপে অংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যহননরূপ কর্ম্ম করিতে হয় ॥ ৩৯

অতএব আমি তোমার নিকট সেই শুভ কৃষ্ণ-জন্মকথা কীর্ত্তন করিব, সেই ভগবান বিষ্ণুই যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥৪০

হে রাজন্! কশ্যপমুনির অংশসম্ভূত প্রতাপশালী বসুদেব পূর্ব্ব শাপপ্রভাবে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুপালন বৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন ॥ ৪১

হে পৃথিবীপতে! অদিতি ও সুরসানাম্নী কশ্যপের দুই পত্নী শাপবশে ভূতলে দেবকী ও রোহিণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হে ভরতর্ষভ! শুনিয়াছি, বরুণদেব কোন সময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ॥ ৪২-৪৩

রাজা বলিলেন,—হে মহামতে! মহর্ষি কশ্যপ এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, ভার্য্যার সহিত এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইলেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৪৪

বৈকুণ্ঠনিবাসী অখণ্ডিতাত্মা ভগবান্ রমাপতি বিষ্ণুই বা কিজন্য গোকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন? ৪৫

ভগবান্ দেবদেব সর্ব্বযুগাদি সর্ব্বাধার অব্যয় প্রভু নারায়ণ কাহার আদেশে বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করিয়া সামান্য মানবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিলেন? এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ৪৬-৪৭

তিনি মনুষ্য দেহধারণ করিয়া মনুষ্যজন্মে মনুষ্যের ভাব-সকল অনুকরণ করিয়াছিলেন। দুঃখদ মনুষ্য জন্মে কাম, ক্রোধ, অমর্ষ, শোক, বৈর, প্রীতি, সুখ, দুঃখ, ভয়, দৈন্য, সরলতা, সুকৃত, দুষ্কৃত, বচন, হনন, পোষণ, চলন, তাপ, বিতর্ক, আত্মশ্লাঘা, লোভ, দম্ভ, মোহ, কপট ও অনুশোচনা প্রভৃতি যে সকল ভাব এবং অন্যান্য যে যে ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৮-৫১

সেই ভগবান্ বিষ্ণু নিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে

কিং সুখং মানুষং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর।
কিং নিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদ্ গর্ভবাসং করোতি বৈ ॥৫৩
গর্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ।
যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেঽতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪
দুঃখান্যেতান্যবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসত্তম।
কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫
প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিনা
দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেঽতিদারুণে ॥ ৫৬
সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃ পুনঃ

মনুষ্য জন্মে প্রাপ্ত সেই দুষ্ট মনুষ্য ধর্ম্মসকল গ্রহণ করিলেন ? ৫২

হে মুনীশ্বর ! ভূতলে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণে এমন কি সুখ আছে ? যাহার জন্য সাক্ষাৎ হরি গর্ভবাস করিলেন ? ৫৩

মনুষ্যজন্মে প্রথমতঃ গর্ভবাস দুঃখ, জন্ম দুঃখ, শৈশবে দুঃখ, যৌবন কালে কামজ-দুঃখ, গার্হস্থ্যে ঘোরতর দুঃখ, ইত্যাদি কত দুঃখ পাইতে হয়। হে দ্বিজসত্তম ! তথাপি ভগবান্ হরি কি নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বহুভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? ৫৩-৫৫

সেই ব্রহ্মযোনি হরি রামাবতার গ্রহণ করিয়া বনবাসে অতিকঠোর কত ক্লেশ পাইয়াছিলেন ॥ ৫৬

কান্তাত্যাগোঽপানেনৈবমনুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭
তথা কৃষ্ণাবতারেঽপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ।
গোকুলে গমনঞ্চৈব গবাঙ্কারণমিত্যুত ॥ ৫৮
কংসস্য হননং কষ্টাদ্ দ্বারকাগমনং পুনঃ
নানা সংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯
স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্।
সংশয়ং ছিন্দি সর্ব্বজ্ঞ মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশ-সাহস্র্যাং সংহিতায়াং কর্ম্মফলপ্রাধান্যকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

সেই মহাত্মা সীতাবিরহজ দুঃখ ও বার বার সংগ্রাম এবং প্রিয়তমা পত্নীত্যাগ প্রভৃতি কত দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৫৭

সেইরূপ কৃষ্ণাবতারেও কারাগারে জন্ম, গোকুলে গমন, গোচারণ, কংসবধ, পুনর্ব্বার দ্বারকা গমন ইত্যাদি নানা প্রকার কষ্ট ভোগ কেন করিয়াছিলেন ? ৫৮-৫৯

কোন্ জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ? হে সর্ব্বজ্ঞ ! আমার চিত্ত-শান্তির জন্য আমার এই সকল সন্দেহ ছেদন করুন ॥ ৬০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে কর্ম্মফলের প্রধানতাকথননামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[কশ্যপস্য শাপপ্রাপ্তিকথনম্, শাপপ্রাপ্ত্যা অদিত্যা দেবকীরূপেণ জন্মগ্রহণঞ্চ।

ব্যাস উবাচ।

কারণানি বহূন্যত্রাপ্যবতারে হরেঃ কিল
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানামংশাবতরণেঽপি ॥ ১
বসুদেবাবতারস্য কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্য কারণম্ ॥ ২
একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেনুমাহরৎ।

তৃতীয় অধ্যায়।

[কশ্যপের শাপপ্রাপ্তি কথন এবং শাপপ্রাপ্তা অদিতিদেবীর দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—জনমেজয় ! এই হরির অবতার বিষয়ে এবং অখিলদেবগণের অংশাবতার বিষয়ে বহুতর কারণ আছে ॥ ১

বাসুদেব, দেবকী এবং রোহিণী কিজন্য অবতীর্ণ হইলেন ও অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ কর ॥ ২

একদা শ্রীমান্ কশ্যপ যজ্ঞের জন্য বরুণদেবের ধেনু অপহরণ

যাচিতোঽয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেনুমুত্তমাম্ ॥৩
বরুণস্তু ততো গত্বা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুম্।
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪
কিং করোমি মহাভাগ মত্তোঽসৌ ন দদাতি গাম্।
শাপো ময়া বিসৃষ্টোঽস্মৈ গোপালো ভব মানুষে ॥ ৫

করিয়াছিলেন। তৎপরে বরুণদেব ঐ ধেনুর নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ কামধেনু প্রত্যর্পণ করেন নাই ॥ ৩

অনন্তর বরুণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া জগৎ-প্রভু ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নিজের দুঃখ নিবেদন করিয়া বলিলেন ॥ ৪

হে মহাভাগ ! কি করিব ? কশ্যপ মত্ত হইয়া আমাকে কোন মতেই গো প্রত্যর্পণ করিতেছেন না, আমি তাঁহাকে "মনুষ্যলোকে গোপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর" এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছি ॥ ৫

ভার্যো দ্বে অপি তত্রৈব ভবেয়াতাং সুদুঃখিতে।
যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৬
মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাত্তবিষ্যতি ধরাতলে।
কারাগাররিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যাদোনাথস্য পদ্মভূঃ।
সমাহূয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮
কস্মাত্ত্বয়া মহাভাগ লোকপালস্য ধেনবঃ।
হৃতা পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোষি বৈ ॥৯
জানন্ ন্যায়ং মহাভাগ পরবিত্তাপহারণম্।
কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে ॥ ১০
অহো লোভস্য মহিমা মহতোঽপি ন মুঞ্চতি।
লোভং নরকদং নূনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১
কস্যপোঽপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্ ॥১২
ধন্যাস্তে মুনয়ঃ শান্তা জিতো যৈর্লোভ এব চ।
বৈখানসৈঃ শমপরৈঃ প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখৈঃ ॥ ১৩
সংসারে বলবাঞ্জন্তুর্লোভোঽমেধ্যবরঃ সদা।
কস্যপোঽপি দুরাচারঃ কৃতস্নেহো দুরাত্মনা ॥ ১৪
ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কস্যপং মুনিসত্তমম্।
মর্য্যাদারক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫
অংশেন ত্বং পৃথিব্যাং হি প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে।
ভার্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালত্বং করিষ্যসি ॥১৬

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তঃ কস্যপোঽসৌ বরুণে ন চ ব্রহ্মণা।
অংশাবতারণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭
তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভৃশম্।
জাতা জাতা বিনশ্যেরংস্তব পুত্রাস্তু সপ্ত বৈ ॥ ১৮

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাদ্দিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী মুনে।
কারণং বদ শাপে চ শোকস্য মুনিসত্তম ॥ ১৯

মদীয় কামধেনুর বৎসগণ মাতৃহীন হইয়া অতি দুঃখে রোদন করিতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। সেই কারণে তাঁহার ভার্য্যাদ্বয়কেও অভিসম্পাত করিয়াছি। বলিয়াছি, আপনার ভার্য্যাদ্বয় ও আপনার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিবে ॥ ৬

বিশেষতঃ অদিতি ধরাতলে গিয়া কারাগারে বাস করত অতিশয় দুঃখ ভোগ করিবে এবং মৃতবৎসা হইবে ॥ ৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—পদ্মযোনি প্রজাপতি যাদোনাথ বরুণের সেই বাক্য শুনিয়া কস্যপমুনিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ৮

হে মহাভাগ! তুমি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু অপহরণ করিলে? কি জন্যই বা প্রত্যর্পণ করিতেছ না, এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতেছ কেন? ৯

হে মহামতে! হে মহাভাগ! তুমি ন্যায়বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত পরধন হরণরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে? ১০

অহো! লোভের মহিমা, লোভ মহৎ ব্যক্তিকেও বশীভূত করিয়া ফেলে, লোভ পাপের আকর ও নরকপ্রদ, এই কারণে সাধুগণের অসম্মত ॥ ১১

যখন কস্যপও লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না, তখন আমি আর কি করিব, এক্ষণে আমি লোভকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম ॥ ১২

যে সেই শমশীল মুনিগণ, যাঁহারা লোভ জয় করত প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ হইয়া বৈখানসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ১৩

এই সংসারে লোভই বলবান্ শত্রু, লোভ অপেক্ষা অপবিত্র বস্তু আর নাই। হায়, সেই দুরাত্মা লোভ মহর্ষি কস্যপকে সামান্য বিষয়ে অনুরাগী ও দুরাচার করিল ॥ ১৪

অনন্তর ব্রহ্মাও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আপনার পরম-প্রিয় পৌত্র* মুনিসত্তম কস্যপকে শাপ দিলেন ॥ ১৫

বলিলেন, তুমি যদুকুলে পৃথিবীতে স্বীয় অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে গোপালন করিবে ॥ ১৬

ব্যাসদেব কহিলেন—ব্রহ্মা ও বরুণ অংশাবতার ও ভূভার-হরণ নিমিত্ত মহর্ষি কস্যপকেও এইরূপে অভিসম্পাত করিলেন ॥ ১৭

এবং দিতিও অতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া অদিতিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তোমার সাতটি পুত্র জন্মিবামাত্রই বিনষ্ট হইবে ॥ ১৮

জনমেজয় বলিলেন—হে মুনিসত্তম! দিতি ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অভিসম্পাত করিলেন? তাঁহার শাপের কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। তখন তাঁহার কি হইয়াছিল? ১৯

---

* ব্রহ্মার পুত্র হইলেন মরীচি এবং মরীচির পুত্র এই কস্যপ, সুতরাং ব্রহ্মার পৌত্র হইলেন কস্যপ।

সূত উবাচ।

পারীক্ষিতেন পৃষ্টস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
রাজানং প্রত্যুবাচেদং কারণং সুসমাহিতঃ॥ ২০

ব্যাস উবাচ।

রাজন্ দক্ষসুতে দ্বে তু দিতিশ্চাদিতিরুত্তমে।
কশ্যপস্য প্রিয়ে ভার্য্যে বভূবতুরুরুক্রমে॥ ২১
অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীর্য্যবান্।
তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরোজসা॥ ২২
পতিমাহাসিতাপাঙ্গী পুত্রং মে দেহি মানদ।
ইন্দ্রতুল্যং বলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীর্য্যবত্তমম্॥ ২৩
তামুবাচ মুনিঃ কান্তে স্বস্থা ভব ময়োদিতে।
ব্রতান্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ সুতঃ॥ ২৪
সা তথেতি প্রতিশ্রুত্য চকার ব্রতমুত্তমম্।
নিষিক্তং মুনিনা গর্ভং বিভ্রাণা সুমনোহরম্॥ ২৫
ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা।
পবিত্রা ধারণাযুক্তা বভূব বরবর্ণিনী॥ ২৬

এবং জাতঃ সুসম্পূর্ণো যদা গর্ভোঽতিবীর্য্যবান্।
শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্ট্বা তু দুঃখিতা॥ ২৭
মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
দিত্যাস্তদা মম সুতস্তেজোহীনো ভবেৎ কিল॥ ২৮
ইতি চিন্তাপরা পুত্রমিন্দ্রঞ্চোবাচ মানিনী।
শক্রস্তেঽন্ত সমুৎপন্নো দিতিগর্ভেঽতিবীর্য্যবান্॥ ২৯
উপায়ং কুরু নাশায় শত্রোরস্য বিচিন্ত্য চ।
উৎপত্তিরেব হন্তব্যা দিত্যা গর্ভস্য শোভন॥ ৩০
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্।
দুনোতি হৃদয়ে চিন্তা সুখমর্ম্মবিনাশিনী॥ ৩১
রাজযক্ষ্মেব সংবৃদ্ধো নষ্টো নৈব ভবেদ্ রিপুঃ।
তস্মাদঙ্কুরিতো হন্যাদ্ বুদ্ধিমানহিতং কিল॥ ৩২
লৌহশঙ্কুরিব ক্ষিপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াস্য শতক্রতো॥ ৩৩
সাম-দান-বলেনাপি হিংসনীয়স্ত্বয়া সুত
দিত্যা গর্ভো মহাভাগ মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্॥ ৩৪

সূত কহিলেন,—পরীক্ষিত-পুত্র জনমেজয় সত্যবতী-পুত্র ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সমাহিত হইয়া এইরূপে সেই বিষয়ের কারণ বলিতে লাগিলেন। ২০

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্! দিতি ও অদিতি নামে দক্ষপ্রজাপতির দুইটি উত্তমা কন্যা ছিলেন, সেই সাধুশীলা কন্যাদ্বয় মহর্ষি কশ্যপের প্রিয় ভার্য্যা হন। ২১

অদিতির গর্ভে অতিবীর্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র যখন জন্ম প্রাপ্ত হন, তখন দিতিও সেইরূপ বীর্য্যবান্ পুত্র কামনা করিলেন। ২২

সেই অসিতাপাঙ্গী দিতি পতি কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মানদ! আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী বীর্য্যবান্ এক ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রপ্রদান করুন। ২৩

মুনি কহিলেন,—কান্তে! সুস্থা হও, আমি তোমাকে এক ব্রত করিবার কথা বলিতেছি, সেই ব্রত করিলে পরে তুমি ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভ করিবে। ২৪

দিতি "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিয়া সেই ব্রত অনুষ্ঠান করিলে মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভনিষেক করিলেন। দিতি সেই মনোহর গর্ভধারণ করিলেন। ২৫

তখন দিতি নিয়মবতী হইয়া পবিত্রভাবে পয়োব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। ২৬

যখন অতি বীর্য্যবান্ গর্ভ এইরূপে সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন অদিতি দিতিকে দীপ্তাঙ্গী ও শুভ্রবর্ণা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৭

যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবলশালী পুত্র হইবে, তখন আমার পুত্র নিশ্চয়ই তেজোহীন হইয়া যাইবে। ২৮

অভিমানিনী অদিতি এইরূপ চিন্তা করত পুত্র ইন্দ্রকে কহিলেন, অতি বীর্য্যবান্ তোমার এক শত্রু দিতি-গর্ভে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২৯

তুমি এখন হইতে শত্রুবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর, হে শোভন! দিতির গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই শত্রুবধ করিতে যত্নবান্ হও। ৩০

সেই সপত্নীভাবকারিণী অসিতাপাঙ্গী সপত্নীকে দেখিয়া সুখনাশিনী মর্ম্মঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে সাতিশয় তাপিত করিতেছে। ৩১

শত্রু রাজযক্ষ্মার ন্যায় বাড়িয়া উঠিলে আর তাহাকে বিনাশ করা কঠিন, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অঙ্কুরিত অবস্থায়ই শত্রুকে বধ করা উচিত। ৩২

হে শতক্রতো! দিতির গর্ভ আমার হৃদয়ে লৌহশঙ্কুর ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে, তুমি যে কোন উপায়ে উহাকে নিপাত কর। ৩৩

হে বৎস! হে মহাভাগ! যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে

ব্যাস উবাচ

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্রো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ।
জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫
ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতির্নৃপ।
প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্ ॥৩৬

ইন্দ্র উবাচ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্ব্বলা।
সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব মে ॥৩৭
পাদসংবাহনং তেঽহং করিষ্যামি পতিব্রতে
গুরুশুশ্রূষণাৎ পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮
ন মে কিমপি ভেদোঽস্তি তবাদিত্যাঃ শপে কিল
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ স্পৃষ্টা সংবাহনপরোঽভবৎ ॥ ৩৯
সংবাহনসুখং প্রাপ্য নিদ্রামাপ সুলোচনা।
শ্রান্তা ব্রতকৃশা সুপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥৪০
তাং নিদ্রাবশমাপন্নাং বিলোক্য প্রাবিশত্তনুম্।
রূপং কৃত্বাতিসূক্ষ্মঞ্চ শস্ত্রপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১

উদরং প্রবিবেশাশু তস্যা যোগবলেন বৈ।
গর্ভং চকর্ত্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২
রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা।
মা রুদেতি শনৈর্ধাক্যমুবাচ মঘবানমূম্ ॥ ৪৩
শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কর্ত্তিতানি চ।
তদা চৈকোনপঞ্চাশন্মরুতস্তান্ডবন্নৃপ ॥ ৪৪
তদা প্রবুদ্ধা সুদতী জ্ঞাত্বা গর্ভং তথা কৃতম্
ইন্দ্রেণ ছলরূপেণ চুকোপ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৫
ভগিনীকৃতং সা বুদ্ধা শশাপ কুপিতা তদা।
অদিতিং মঘবন্তঞ্চ সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৪৬
যথা মে কর্ত্তিতো গর্ভস্তব পুত্রেণ ছদ্মনা।
তথা তন্নাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনস্য তু ॥ ৪৭
যথা গুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ।
অদিত্যা পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ সুতঃ ॥ ৪৮
তস্যাঃ পুত্রাস্তু নশ্যন্তু জাতা জাতাঃ পুনঃ পুনঃ।
কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্ ॥
অস্য জন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯

ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সাম, দান ও বল যে কোন উপায়ে পার, দিতির গর্ভ বিনাশ কর। ৩৪

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্র মাতার বাক্য শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন। ৩৫

হে নৃপ! সেই পাপমতি ইন্দ্র বিনীতভাবে দিতির পাদ বন্দনা পূর্ব্বক বিষগর্ভ মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন। ৩৬

হে মাতঃ! আপনি ব্রতাচরণে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবা করিতে আসিয়াছি, এক্ষণে কি করিতে হইবে বলুন? ৩৭

হে পতিব্রতে! আমি আপনার পদসেবা করিব; কারণ, গুরুশুশ্রূষা করিলে অক্ষয় গতি ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ৩৮

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে আমি অদিতি হইতে কিছু মাত্র ভিন্ন দেখি না, এই বলিয়া চরণস্পর্শ পূর্ব্বক পদসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৯

ব্রতানুষ্ঠানে পরিশ্রান্তা কৃশা সুলোচনা দিতি পদসম্বাহন-সুখ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া নিদ্রিতা হইলেন। ৪০

শস্ত্রপাণি ইন্দ্র তাঁহাকে নিদ্রিতা দেখিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বজ্রপাণি ইন্দ্র উদরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বজ্র দ্বারা তদীয় গর্ভ সপ্তখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৪১-৪২

তখন গর্ভস্থ বালক বজ্রাহত হইয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্র তাহাকে 'রোদন করিও না' বলিয়া ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। ৪৩

(বালক রোদন হইতে নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া) সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককে পুনরায় সপ্ত খণ্ড করিলেন। হে নৃপ! তাহাতে উনপঞ্চাশৎ মরুতের উৎপত্তি হইল। ৪৪

সুদতী দিতি তখন জাগরিত হইয়া ইন্দ্র কপটতা করিয়া তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে জানিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও কুপিত হইলেন। ৪৫

এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিতে পারিয়া সেই সত্যনিরতা ব্রতপরায়ণা দিতি সাতিশয় কুপিতা হইয়া ইন্দ্র ও অদিতিকে শাপ দিলেন। ৪৬

তোমার পুত্র যেরূপ ছল পূর্ব্বক আমার গর্ভচ্ছেদন করিল, তদ্রূপ তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক। ৪৭

পাপচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র বিনাশ করিল, তেমনই তাহার পুত্রসকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হউক এবং সে নিজে পুত্র-শোকে একান্ত অধীর হইয়া কারাগারে বাস করুক। এইরূপে অদিতি জন্মান্তরে মৃতবৎসা হইবে। ৪৮-৪৯

ব্যাস উবাচ

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ
উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০
মা কোপং কুরু কল্যাণি পুত্রাস্তে বলবত্তরাঃ।
ভবিষ্যন্তি সুরাঃ সর্ব্বে মরুতো মঘবৎসখাঃ ॥ ৫১
শাপোঽয়ং তব বামোরু ত্বষ্টাবিংশেঽথ দ্বাপরে।
অংশেন মানুষং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ষ্যতি ভামিনী ॥ ৫২
বরুণেনাপি দত্তোঽস্তি শাপঃ সন্তাপিতেন চ।
উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—মরীচিনন্দন কশ্যপ অভিশাপ শুনিয়া প্রণয় বচনে তাঁহার কোপ শান্ত করিয়া কহিলেন ॥ ৫০

হে কল্যাণি! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্রেরাও অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের সখা হইবে ॥ ৫১

হে বামোরু! কোপনস্বভাবা অদিতি অষ্টাবিংশ মন্বন্তরে দ্বাপর যুগের অবসানে অংশ দ্বারা মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া তোমার এই শাপের ফলভোগ করিবে। বরুণও সন্তাপিত হইয়া ইহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন। তোমাদের উভয়ের শাপে এই অদিতি মানুষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে ॥ ৫১-৫৩

ব্যাস উবাচ

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সাভবত্তদা।
নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥৫৪
ইতি তে কথিতং রাজন্ পূর্ব্বশাপস্য কারণম্।
অদিতির্দেবকী জাতা স্বাংশেন নৃপসত্তম ॥ ৫৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—তখন বরবর্ণিনী দিতি পতি কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তুষ্টা হইলেন এবং আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন ॥ ১৪

হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্ব শাপের কারণ বলিলাম। হে নৃপসত্তম! এইরূপে অদিতি আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্মিয়াছিলেন ॥ ৫৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে অদিতিশাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে অদিতিশাপকথন নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ক্রূরতাপূর্ণ-নানাকর্ম্মবিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, বেদব্যাসস্যোত্তরদানঞ্চ।]

রাজোবাচ।

বিস্মিতোঽস্মি মহাভাগ শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে।
সংসারোঽয়ং পাপরূপঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১
কশ্যপস্যাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥২
গর্ভে প্রবিশ্য বালস্য হননং দারুণং কিল।
সেবামিষেণ মাতুশ্চ কৃত্বা শপথমদ্ভুতম্ ॥ ৩
শাস্তা ধর্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোকাঃ পতিরপ্যুত।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪
পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
কৃতবন্তস্তথাশ্চর্য্যং দুষ্টং কর্ম্ম জগদ্গুরো ॥ ৫

চতুর্থ অধ্যায়।

[ক্রূরতাপূর্ণ নানা কর্ম্মবিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন এবং বেদব্যাসের উত্তরদান।]

রাজা কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমি এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। হে মহামতে! এই সংসার কেবল পাপপূর্ণ, সুতরাং জীবগণ এই সংসারে আসিয়া কিরূপে মুক্তি লাভ করে? ১

কারণ যিনি কশ্যপের ঔরস-জাত, ত্রৈলোক্য যাঁহার বিভব, সেই দেবরাজ যখন এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না? ২

সেবাচ্ছলে শপথ পূর্ব্বক মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া বালকের প্রাণ বধ করা অতিশয় দারুণ কার্য্য ॥ ৩

যিনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি, নিখিলের শাসক এবং ধর্ম্মের রক্ষক, তিনিও যখন এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিলেন, তখন অন্যে কেন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিবে না? ৪

হে জগদ্গুরো! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যসকল করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৫

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধর্ম্মাংশোঽপি যুধিষ্ঠিরঃ
সর্ব্বে বিরুদ্ধধর্ম্মেণ বাসুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬
অসারতাং বিজানন্তঃ সংসারস্য সুমেধসঃ।
দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৭
কাস্থা ধর্ম্মস্য বিপ্রেন্দ্র প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্।
চলচ্চিত্তোঽস্মি সঞ্জাতঃ শ্রুত্বা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮
আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্।
পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৯
রাগো দ্বেষো ভবেন্নূনমর্থনাশাদসংশয়ম্।
দ্বেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১০
জরাসন্ধবিঘাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্ত্তিনা।
ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্য বিজানতা ॥ ১১
তদাপ্তঃ কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্ত্তিরপীদৃশঃ।
অর্জ্জুনোঽপি তথৈবাত্র কার্য্যে যজ্ঞবিনিশ্মিতে ॥ ১১
কীদৃশোঽয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবর্জ্জিতঃ।
পরলোকপদার্থং বা যশসে বাঽন্যথা কিল ॥ ১৩
ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতের্বচঃ।
দ্বিতীয়স্তু তথা শৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৪
দানং পাদশ্চতুর্থশ্চ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ।
তৈর্বিহীনঃ কথং ধর্ম্মস্তিষ্ঠেদিহ সুসম্মতঃ ॥ ১৫
ধর্ম্মহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎ ফলদং ভবেৎ।
ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ ক্বাপি ন কস্যাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬
ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোঽভুজ্জগৎপ্রভুঃ।
যেন বামনরূপেণ বঞ্চিতোঽসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭
বিহর্ত্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোঽকস্মাদ্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥১৮
জিতং কেন ভয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা।
ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোঽত্র মহাত্মন ॥ ১৯
বঞ্চয়িত্বা বঞ্চিতেন সতং বদ দ্বিজোত্তম।
পুরাণকর্ত্তা ত্বমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ এমন কি সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির-ও বাসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অধর্ম্মকার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৬

তাঁহারা দেবাংশসম্ভূত, ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও এবং সংসারের অসারতা বুঝিয়াও কি নিমিত্ত তাদৃশ গর্হিত কার্য্য করিলেন ? ৭

হে বিপ্রেন্দ্র ! ইঁহাদের যখন এইরূপ আচরণ, তখন ধর্ম্ম-বিষয়ে আস্থা বা নিশ্চিত প্রমাণ কি ? আপনার নিকট এই সকল উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত বিচলিত হইয়াছে ॥ ৮

যদি বলেন, আপ্তবাক্যই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট দেহবান্ এমন আপ্ত কে আছে ? আমি ত' দেখিতেছি সকলে বিষয়ানুরাগী ; সুতরাং তাঁহারা কি প্রকারে আপ্ত হইবেন ? ৯

স্বার্থহানি হইলে নিশ্চয়ই রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত বিদ্বেষবশতঃ অসত্য বাক্যও বলিতে হয় ॥১০

সত্ত্বমূর্ত্তি হরিও জানিয়া শুনিয়া জরাসন্ধবধের নিমিত্ত ছল পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১

সত্ত্বমূর্ত্তি কৃষ্ণ যেরূপ ছল অবলম্বন করিলেন, অর্জ্জুনও যজ্ঞ কার্য্যের জন্য তদ্রূপ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আপ্তই বা কে ? আর প্রমাণই বা কি ?১১

যাহাতে শিশুপাল-বধাদিরূপ অনর্থ ঘটিল, সেই যজ্ঞই বা কিরূপ ? এই যজ্ঞ কি কারণে শান্তিহীন হইল ? এই যজ্ঞ পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত, কি যশের নিমিত্ত, অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ? ১৩

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সত্য ধর্ম্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ, এবং দান চতুর্থ পাদ। ইহা শ্রুতিবাক্য, এই পাদচতুষ্টয়বিহীন ধর্ম্মই বা কিরূপে সম্মত হইতে পারে ? ১৪-১৫

পাণ্ডবেরা সত্য-দয়াবর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞ কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে ? আমার মনে হইতেছে, তাঁহাদের কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে মতি স্থির ছিল না কোথাও ॥ ১৬

জগৎপ্রভু বিষ্ণু ছল করিবার জন্যই বামনাবতার হইয়াছিলেন, তিনি বামনরূপে বলি রাজাকে ছলনা করিয়াছিলেন ॥ ১৭

যিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, বেদের আদেশপালনকারী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, দানশীল ও ধর্ম্মিষ্ঠ এইরূপ নরপতিকে জগৎপ্রভু বিষ্ণু অকস্মাৎ স্থানভ্রষ্ট করিলেন কেন ? ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হে ব্যাসদেব ! এ বিষয়ে কাহার জয় হইল, বলির ? না ছলধর্ম্মজ্ঞ বামনের ? অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে ? এবিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে ॥ ১৮-১৯

হে দ্বিজোত্তম ! আপনি পুরাণকর্ত্তা, ধর্ম্মজ্ঞ এবং মহামতি। আপনি এ বিষয়ে তথ্যনিরূপণ করিয়া দিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করুন ॥ ২০

ব্যাস উবাচ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্ দত্তা যেন চ মেদিনী।
ত্রিবিক্রমোঽপি নাম্না যঃ প্রথিতো বামনোঽভবৎ ॥ ২১
ছলনার্থমিদং রাজন্ বামনত্বং নরাধিপ।
সম্প্রাপ্তঃ হরিণা ভূয়ো দ্বারপালত্বমেব চ ॥ ২২
সত্যাদন্যতরং নাস্তি মূলং ধর্ম্মস্য পার্থিব।
দুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্ সত্যং সর্ব্বাত্মনা কিল ॥২৩
মায়া বলবতী ভূপ ত্রিগুণা বহুরূপিণী।
যয়েদং নির্ম্মিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪
তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোঽবিদ্ধং ভবেন্নৃপ।
মিশ্রেণ জনিতঞ্চৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥২৫
বৈখানসাশ্চ মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিষ্প্রতিগ্রহাঃ।
সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬
দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্ম্মিতাস্তে চ তাদৃশাঃ।
অন্যৎ সর্ব্বং শবলিতং গুণৈরেভিস্ত্রিভির্নৃপ ॥ ২৭
নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাঙ্গেষু সগুণৈরচিতেদিহ ॥ ২৮
সগুণঃ সগুণং কুর্য্যান্নির্গুণো ন করোতি বৈ।
গুণাস্তে মিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ন পৃথগ্‌ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯
নির্ব্বালীকে স্থিরে ধর্ম্মে মতিঃ কস্যাপি ন স্থিরা।
ভবোদ্ভবে মহারাজ মায়য়া মোহিতস্য বৈ ॥ ৩০
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি তদাসক্তং মনস্তথা।
করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভৃশম্ ॥৩১
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।
সর্ব্বে মায়াবশা রাজন্ সাধুক্রীড়তি তৈরিহ ॥৩২
সর্ব্বান্ বৈ মোহয়ত্যেষা বিকুর্ব্বত্যনিশং জগৎ।
অসত্যো জায়তে রাজন্ কার্য্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়ার্থাংশ্চিন্তয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ।
তদর্থং ছলমাদত্তে ছলাৎ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবত্তরাঃ।
কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্‌বশংগতাঃ ॥ ৩৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্! যিনি ভূমি দান করিয়া সত্য রক্ষা করেন, সেই বলিরাজেরই জয় হইয়াছিল। ত্রিবিক্রম নাম যাঁহার, তিনিই আবার বামন নামে খ্যাত হইলেন ॥ ২১

হে নরপতে! তিনি ছলাবলম্বী হইয়া বামনত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! পুনর্ব্বার হরিকে দ্বারপাল হইতে হইল ॥ ২২

হে পার্থিব! সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। হে রাজন্! সর্ব্বতোভাবে সত্যরক্ষা করা দেহীর পক্ষে দুঃসাধ্য ॥২৩

হে ভূপ! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী মায়াই বলবতী, সেই মায়া স্বীয় মিশ্রিত গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে নৃপ! কপটাচারী ব্যক্তিগণ কিভাবে অক্ষুণ্ণরূপে সত্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? এই বিশ্ব মিশ্র গুণত্রয় দ্বারাই নির্ম্মিত। এই কারণে এই বিশ্বে অক্ষুণ্ণ নির্ম্মল সত্য দুর্লভ। ইহাকেই সনাতনী স্থিতি অর্থাৎ বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য বলিয়া জানিবে ॥ ২৪-২৫

বীতরাগ নিষ্প্রতিগ্রহ নিঃসঙ্গ শ্রমরহিত বৈখানস মুনিগণ নির্ম্মল সত্যরক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৬

কিন্তু তাঁহারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত এরূপ নির্ম্মিত হইয়াছেন। হে নৃপ! অন্যান্য সকলে এই গুণত্রয়মিশ্রিত বলিয়া বৈখানসাদির কথা ধর্ত্তব্য নহে ॥ ২৭

হে নৃপসত্তম! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র সাঙ্গ বেদ ও পুরাণ প্রভৃতির রচয়িতার গুণভেদ ঘটিয়াছে ॥ ২৮

কারণ সগুণ ব্যক্তি সগুণ কর্ম্ম করেন, নির্গুণ ব্যক্তি তাহা করেন না। গুণসকল মিলিত হইলে পৃথক্ হয় না। যে যে গুণের সহিত মিলিত হয়, সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করে ॥ ২৯

হে মহারাজ! এই সংসারে সকলেই মায়ামোহিত, অতএব অকপট অটলধর্ম্মে কাহারও মতি স্থির নাই ॥ ৩০

ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটাইয়া দেয়, মন সেই ইন্দ্রিয়গণের উপর আসক্ত, এই কারণে মন গুণত্রয়চালিত হইয়া নানাভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১

হে রাজন্! আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীই মায়ার বশীভূত, মায়া সকলকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন এখানে ॥ ৩২

হে রাজন্! এই মায়া সকলকেই মোহিত করিতেছেন। সর্ব্বদা জগতের বিকৃতি সাধন করিতেছেন, এই কারণে মানব কার্য্যবশে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩

মানব যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য বিষয় চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয়, তখন তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য ছল গ্রহণ করিয়া পাপে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৪

কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা অতি বলবান্ শত্রু, প্রাণিগণ

বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি ।
অহঙ্কারাদ্ভবেন্মোহো মোহাস্মরণমেব চ ॥ ৩৬
সঙ্কল্পা বহবস্তত্র বিকল্পাঃ প্রভবন্তি চ ।
ঈর্ষ্যাসূয়া তথা দ্বেষঃ প্রাদুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭
আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্যং দম্ভোঽধর্ম্মমতিস্তথা ।
প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবাঃ মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮
যজ্ঞ-দানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা ।
অহঙ্কারাভিভূতশ্চ করোতি পুরুষোঽধমঃ ॥ ৩৯
অহন্ত্বাকৃতং সর্ব্বং প্রভবেৎ বৈ ন শৌচবৎ ।
রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪০
প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্যা বিবুধৈঃ কিল
অদ্রোহেণার্জ্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্ম্ম-কর্ম্মণি ॥ ৪১
দ্রোহার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ করোতি শুভং নরঃ ।
বিপরীতং ভবেত্তস্তু ফলকালে নৃপোত্তম ॥ ৪২
মনোঽতিনির্ম্মলং যস্য স সম্যক্ ফলভাগ্ ভবেৎ ।
তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থং ফলং লভেৎ ॥ ৪৩

কর্ত্তারঃ কর্ম্মণাং সর্ব্বে আচার্য্যা-ঋত্বিজাদয়ঃ
স্যুস্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূর্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥৪৪
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকর্ত্তৃণাং শুদ্ধতা যদি ।
মন্ত্রাণাঞ্চ তদা পূর্ণং কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫
শত্রূণাং নাশমুদ্দিশ্য স্ববৃদ্ধিং পরমাং তথা
করোতি সুকৃতং তদ্বদ্ বিপরীতং ভবেৎ কিল ॥ ৪৬
স্বার্থাশক্তঃ পুমান্নিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্ ।
দৈবাধীনঃ সদা কুর্য্যাৎ পাপমেব ন সৎকৃতম্ ॥ ৪৭
প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হ্যসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ ।
সর্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮
সত্ত্বোদ্ভবাঃ সুরাঃ সর্ব্বেঽপ্যুক্তা বেদেষু মানুষাঃ
রজোদ্ভবাস্তামসাস্তু তির্য্যাঞ্চঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৯
সত্ত্বোদ্ভবানাং তৈর্বৈরং পরস্পরমনাবৃতম্ ।
তিরশ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥৫০
সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিঘ্নকরাস্তথা ।
অসন্তুষ্টা দ্বেষপরাঃ পরস্পর-বিরোধিনঃ ॥ ৫১

ইহার বশীভূত হইয়া পড়িলে, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। ৩৫

সম্পদ হইলে অহঙ্কার আপনা হইতেই প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করে, সেই অহঙ্কার হইতেই মোহ এবং সেই মোহ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। ৩৬

প্রাণিগণের চিত্তে বহুতর সঙ্কল্প, বিকল্প, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও দ্বেষ প্রাদুর্ভূত হয়। ৩৭

ক্রমে আশা, তৃষ্ণা, দৈন্য, দম্ভ ও অধর্ম্ম বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল মনোবৃত্তি মোহ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। ৩৮

পুরুষগণ অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থদর্শন ও ব্রত নিয়মাদি করিয়া থাকে। ৩৯

এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কার ভাব দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায় শুদ্ধি-প্রদ হইতে পারে না, রাগ ও লোভবশতঃ যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না। ৪০

অতএব কোন সৎকর্ম করিতে হইলে পণ্ডিতগণের প্রথমে দ্রব্য শুদ্ধি দর্শন করা উচিত। হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জ্জিত হয়, তাহাই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রশস্ত। ৪১

হে নৃপোত্তম! মানব দ্রোহার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা যে শুভ কর্ম্ম করে, ফল প্রাপ্তিসময়ে বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হয়। ৪২

যাহার মন অতিশয় নির্ম্মল, সেই ব্যক্তিই সম্যক্ ফলভাগী হইয়া থাকে। মন অনির্ম্মল হইলে যথোক্ত ফল লাভ করিতে পারে না। ৪৩

ঋত্বিক্, আচার্য্য প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তৃগণ বিশুদ্ধমনা হইলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, যজমান ও মন্ত্র এই সমস্ত পরিশুদ্ধ হইলেই কর্ম্মের পূর্ণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪৪-৪৫

শত্রুবিনাশ এবং আপনার উন্নতির উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করিলে তাহার বিপরীত ফল হইবে। ৪৬

স্বার্থমত্ত পুরুষ জানে না, কিসে শুভ, কিসে অশুভ হয়। দৈবের অধীন হইয়া সে পাপ কর্ম্মই করিতে থাকে, পুণ্য কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না। ৪৭

সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা সকলেই স্বার্থসাধনতৎপর, তাই পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে। ৪৮

বেদে কথিত আছে দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মনুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং তির্য্যগ্‌জাতীয়গণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন। ৪৯

সত্ত্বগুণসম্ভূত দেবগণ যখন পরস্পর শত্রুতা করিতে উদ্যত হন, তখন তির্য্যগ্‌জাতিগণের যে পরস্পর শত্রুতা ঘটিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৫০

দেবগণ সর্ব্বদা পরের অপকারে নিরত, তপোবিঘ্নকারক, অসন্তুষ্ট, বিদ্বেষপরায়ণ এবং পরস্পর বিরোধী। ৫১

অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোঽয়ং যতো নৃপ।
রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপ ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে জগতোঽধর্ম্মে স্থিতি-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

অতএব এই সংসার অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং হে নৃপ! ইহা কিরূপেই বা রাগ-দ্বেষ শূন্য হইবে ॥ ৫২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে জগতের অধর্ম্মেই অবস্থিতি বর্ণননামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[নর-নারায়ণবৃত্তান্তকথনম্, মায়াবৃতস্য জগতো বর্ণনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেঽস্মিন্নৃপোত্তম।
ধর্ম্মাত্মা দ্রোহবুদ্ধিস্তু কশ্চিদ্ ভবতি ক্বচিৎ ॥ ১
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
আদ্যে যুগেঽপি রাজেন্দ্র কিমদ্য কলিদূষিতে ॥ ২
দেবাঃ সের্ষ্যাশ্চ সদ্রোহাশ্ছল-কর্ম্মরতাঃ সদা
মনুষ্যাণাং তিরশ্চাঞ্চ কা বার্ত্তা নৃপ গণ্যতে ॥ ৩
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা।
অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ।
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকর্ত্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫

সত্যাং সত্যযুগঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বদৈবাসতাং কলিঃ।
মধ্যমো মধ্যমানান্তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬
কশ্চিৎ কদাচিদ্ ভবতি সত্যধর্ম্মানুবর্ত্তকঃ।
অন্যপ্যন্যযুগানাং বৈ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭
বাসনা কারণং রাজন্ সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংস্থিতৌ।
তস্যাং বৈ মলিনায়াস্তু ধর্ম্মোঽপি মলিনো ভবেৎ।
মলিনা বাসনা সত্যং বিনাশয়েতি সর্ব্বথা ॥ ৮
ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৯
দক্ষস্য দুহিতরো হি বৃতা দশ মহাত্মনা।
বিবাহবিধিনা সমাঙ্ মুনিনা গৃহধর্ম্মিণা ॥ ১০

পঞ্চম অধ্যায়।

[নর-নারায়ণের বৃত্তান্ত কথন এবং মায়াবৃত জগতের বর্ণন।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! অধিক আর কি বলিব। এই সংসারে রাগদ্বেষাদিশূন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১

হে রাজেন্দ্র! সত্যযুগেও যখন এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ রাগ-দ্বেষ পূর্ণ ছিল, তখন এই কলিকালে যে মানব রাগ-দ্বেষ পূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ২

দেবগণই যখন ঈর্ষ্যাপরায়ণ প্রবঞ্চনারত এবং পরের অপকারে একাগ্রচিত্ত, তখন মানুষ ও তির্য্যগ্ জাতির কথা ত' কিছুই বলিবার নাই ॥ ৩

অবশ্য যে বিদ্রোহ করিতেছে, তাহার উপরে বিদ্রোহ করিলে বিদ্বেষ কোন দোষ দেখা যায় না; সমানে সমানে তাহা একরূপ মিলিয়া যায়, কিন্তু যে বিদ্রোহী নহে, সর্ব্বদা শান্তস্বভাব, তাহার উপর বিদ্বেষ করাকে খলতা কহে ॥ ৪

যে কোন তপস্বী শান্তস্বভাব হইয়া জপ ও ধ্যানে মগ্ন হইবেন, তখন ইন্দ্রই তাহার তপোবিঘ্ন করিবেন ॥ ৫

সকল যুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই ত্রিবিধ মানব দেখা যায়, তন্মধ্যে যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সর্ব্বদাই সত্যযুগ, যাঁহারা অসাধু তাঁহাদের সর্ব্বদাই কলিযুগ, যে যুগে যোগ ও ক্রিয়া দুইই ব্যবস্থিত, এরূপ মধ্যমদের নিকট সর্ব্বদাই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ প্রত্যমান হয় ॥ ৬

কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, নতুবা ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিই সেই সেই যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিত ॥ ৭

হে রাজন্! ধর্ম্মস্থিতি বিষয়ে সর্ব্বত্র বাসনাকেই সর্ব্বত্র কারণ বলিয়া জানিবে, মলিন বাসনায় ধর্ম্মও মলিন হইয়া থাকে। এই মলিন বাসনাই জীবের বিনাশের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৮

হে রাজন্! ইন্দ্রাদি দেবগণ কেন অধর্ম্মাচরণ করেন তাহার উত্তর দিলাম, এখন নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্মনামক এক পুত্র হন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ও সর্ব্বদাবেদধর্ম্মরত ছিলেন ॥ ৯

সেই মহাত্মা গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর ধর্ম্ম দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করেন ॥ ১০

তাবজ্জীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্ম্মঃ সত্যবতাং বরঃ।
হরিং কৃষ্ণং নরঞ্চৈব তথা নারায়ণং নৃপ ॥ ১১
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো বভূব হ।
নর-নারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ॥ ১২
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩
তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ।
গৃণন্তৌ তৎ পরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ১৪
হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নর-নারায়ণাবৃষী।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫
তাপিতঞ্চ জগৎ সর্ব্বং তপসা স চরাচরম্।
নর-নারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রঃ ক্ষোভং যদা যযৌ ॥ ১৬
চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ।
কিং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মপুত্রৌ তাপসৌ ধ্যানসংযুতৌ ॥ ১৭
সিদ্ধার্থৌ সুদৃঢ়ং শ্রেষ্ঠমাসনং মেঽগ্রহীষ্যতঃ।
বিঘ্নঃ কথং প্রকর্ত্তব্যস্তপো যেন ভবেন্নহি ॥ ১৮

উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্
ইত্যুদ্দিশ্য সহস্রাক্ষঃ সমারুহ্য গজোত্তমম্ ॥ ১৯
বিঘ্নকামস্তু ত্বরসা জগাম গন্ধমাদনম্।
গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে ভাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০
তপসা দীপ্ত-দেহৌ (তৌ) তু ভাস্করাবিব চোদিতৌ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু কিমেতৌ বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসূ ॥
ধর্ম্মপুত্রাবৃষী এতৌ তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ।
কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রূতাং ধর্ম্মসুতৌ কিল ॥ ২২
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যাতোঽস্ম্যহমৃষী।
অদেয়মপি দাস্যামি তুষ্টোঽস্মি তপসা কিল ॥ ২৩

ব্যাস উবাচ।

এবং পুনঃ পুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুরঃ স্থিতঃ।
নোচতুস্তাবৃষী ধ্যান-সংস্থিতৌ দৃঢ়-চেতসৌ ॥ ২৪
ততো বৈ মোহিনীং মায়াং চকার ভয়দাং বৃষাঃ।
বৃকান্ সিংহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাবিভীষয়ৎ ॥ ২৫

হে নৃপ! সত্যপরায়ণদের অগ্রগণ্য সেই ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন হন ॥ ১১

তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ নিয়ত যোগাভ্যাসে নিরত হন। নর ও নারায়ণ হিমাচলে বদরিকাশ্রমে তীর্থে গিয়া অত্যুত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্বিদিগের অগ্রগণ্য সেই পুরাতন মুনিদ্বয় সুপ্রশস্ত গঙ্গাতটে গায়ত্রীনামক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৪

হরির অংশসম্ভূত নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় তথায় পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করিলেন ॥ ১৫

তাঁহাদের তপস্যায় চরাচর সকল জগৎ তাপিত হইয়া উঠিল, তখন দেবরাজ ইন্দ্রও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬

সহস্রাক্ষ চিন্তান্বিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, এখন উপায় কি? এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় তপস্যারত হইয়া ধ্যান-মগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১৭

ইহারা তপস্যায় সিদ্ধ মনোরথ হইলে নিশ্চয়ই আমার এই অত্যুত্তম রাজাসন গ্রহণ করিবেন, অতএব যাহাতে ইহাদের তপস্যা ভঙ্গ হয়, সেইরূপ কোন প্রকার বিঘ্ন কিরূপে করা যায় ॥ ১৮

সহস্রাক্ষ এই কথা ভাবিয়া স্থির করত কাম, ক্রোধ ও অতি দারুণ লোভ উৎপাদন পূর্ব্বক গজবর ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের তপোবিঘ্নমানসে দ্রুতবেগে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। শতক্রতু সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন, সেই তপস্বিদ্বয় তপস্যা-জনিত তেজে ভাস্করের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে করিলেন, ইহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা বিভাবসুদ্বয় হইবেন। এই ধর্ম্মপুত্র ঋষিদ্বয় তপস্যা দ্বারা কি করিবেন? ১৯-২১

এইরূপ চিন্তা করিয়া শচীপতি তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগ ধর্ম্মতনয় ঋষিদ্বয়! আপনাদের কি কার্য্য আমাকে বলুন ॥ ২২

আমি আপনাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আপনাদিগকে উত্তম বর দিতে আসিয়াছি, আপনারা যাহা চাহিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আপনাদিগকে প্রদান করিব ॥ ২৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—ইন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে থাকিয়া বারংবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই ঋষিদ্বয় দৃঢ়চিত্তে ধ্যানমগ্ন ছিলেন বলিয়া কোন কথাই বলিলেন না ॥ ২৪

তৎপরে ইন্দ্র ভীষণ মোহিনী মায়া করিলেন, মায়াবলে তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও বৃক উৎপাদন পূর্ব্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃ পুনঃ।
ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃত্বা বিমোহিনীম্ ॥২৬
ভয়তোঽপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মসুতৌ (মুনে) মুনী।
নর-নারায়ণৌ দৃষ্ট্বা শক্রঃ স্বভবনং গতঃ ॥ ২৭
বরদানে প্রলুব্ধৌ ন ন ভীতৌ বহ্নি-বায়ুতঃ।
ব্যাঘ্র-সিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥২৮
ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্ত্তুং কোঽপি ক্ষমোঽভবৎ।
ইন্দ্রোঽপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২৯
চলিতৌ ভয়-লোভাভ্যাং নেমৌ মুনিবরোত্তমৌ।
চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যামাদিশক্তিং সনাতনীম্ ॥ ৩০
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমদ্ভুতাম্।
ধ্যায়তাং কঃ ক্ষমো লোকে বহুমায়াবিদপ্যুত ॥ ৩১
যন্মূলাঃ সকলা মায়া দেবাসুরকৃতাঃ কিল।
তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ ॥ ৩২
বাগ্‌বীজং কামবীজঞ্চ মায়াবীজং তথৈব চ।
চিন্তে যস্য ভবেত্তস্য বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষমঃ ॥৩৩
মায়য়া মোহিতঃ শক্রো ভূয়স্তস্য প্রতিক্রিয়াম্।
কর্ত্তুং কাম-বসন্তৌ তু সমাহূয়াব্রবীদ্ বচঃ ॥৩৪
মনোভব বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা।
অপ্সরোভিঃ সমাযুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫
নর-নারায়ণৌ তত্র পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬
গত্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্মন্মথমার্গণৈঃ।
চিত্তং কামাতুরং কার্য্যং কুরু কার্য্যং মমাধুনা ।৩৭
মোহয়োচ্চাটয়েনৌ ত্বং বিশিখৈস্তাড়য়াশু চ।
বশীকুরু মহাভাগ মুনী ধর্ম্মসুতাবপি ॥ ৩৮
কো হ্যস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোঽথ মানবঃ।
যস্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভৃশতাড়িতঃ ॥ ৩৯
ব্রহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্বিমোহিতঃ।
গণনা কানয়োঃ কাম ত্বদ্‌বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০

ইন্দ্র মায়াবলে এইরূপ বড়বৃষ্টি ও অগ্নি উৎপাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

কিন্তু সেই ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণ ভয়ের বশীভূত হইলেন না দেখিয়া ইন্দ্র নিজ লোকে গমন করিলেন ॥ ২৭

ইন্দ্র স্বভবনে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ইঁহারা বরদানে লুব্ধ হইলেন না, অগ্নি ও বায়ু হইতেও ভয় পাইলেন না, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে একটুও বিচলিত হইলেন না ॥ ২৮

অতএব বোধ হইতেছে কেহই ইঁহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিবে না, এইরূপ চিন্তা করত ইন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

নিশ্চয় এই মুনিশ্রেষ্ঠযুগল সনাতনী মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তির ধ্যান করিতেছেন, সেই কারণে ভয় ও লোভ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না ॥ ৩০

যাঁহারা সর্ব্বলোকেশ্বরী অদ্ভুতরূপিণী পরমা প্রকৃতির ধ্যান করেন, এই লোকে বহু মায়াবিশারদ হইয়াও এমন কে আছে যে তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে? দেবাসুরকৃত নিখিল মায়া যাহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া সেই আদ্যাশক্তির ধ্যান করেন, কে তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে পারে? ৩১-৩২

যাঁহার চিত্তে সরস্বতী বীজ, কামবীজ এবং মায়াবীজ সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, কেহই তাঁহাদের বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৩

দেবরাজ এই সব জানিয়া শুনিয়াও মায়ামোহিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার প্রতীকারমানসে কাম বসন্তকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৩৪

হে মনোভব! তুমি এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া অপ্সরোগণসমভি-ব্যবহারে সত্বর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৫

সেই স্থানে বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষি-প্রবরদ্বয় একান্তে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন ॥ ৩৬

হে মন্মথ! তুমি সত্বর তথায় গিয়া তাঁহাদের সমীপে গমন করত চিত্ত শরাঘাতে কামাতুর কর, এই এক্ষণে আমার কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ৩৭

তুমি বাণাঘাতে তাঁহাদিগকে শীঘ্র মোহিত, উচ্চাটিত ও ব্যথিত করিবে। হে মহাভাগ! এইরূপে সেই ধর্ম্মপুত্রদ্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮

এই সংসারে দেব, দৈত্য ও মানবের মধ্যে এমন কে আছে যে তোমার শরপীড়িত হইয়া বশীভূত না হয়? ৩৯

হে কাম! তোমার বাণের পরাক্রমে ব্রহ্মা আমি, ইন্দ্র, গিরিজানাথ শিব, চন্দ্র ও বহ্নি পর্য্যন্ত যখন বিমোহিত, তখন ইঁহাদের কথা কি? ৪০

বারাঙ্গনাগণোঽয়ন্তে সহায্যার্থং ময়েরিতঃ।
আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১
একা তিলোত্তমা রম্ভা কার্য্যং সাধয়িতুং ক্ষমা।
ত্বমেবৈকঃ ক্ষমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্ত সংশয়ঃ ॥ ৪২
কুরু কার্য্যং মহাভাগঃ দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥৪৩
প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থং বরদানৈস্তপস্বিনৌ।
স্থানান্ন চলিতৌ শান্তৌ বৃথায়ং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪
তথা বৈ মায়য়া কৃত্বা ভীষিতৌ তাপসৌ ভৃশম্।
তথাপি নোত্থিতৌ স্থানাদ্দেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫

ব্যাস উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ।
বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মানসেপ্সিতম্ ॥৪৬
যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥৪৭
দেবীভক্তং বশীকর্ত্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন।
কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তং মনস্থলম্ ॥ ৪৮
তাং দেবীং চেন্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ।
ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিল ॥৪৯

ইন্দ্র উবাচ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ সর্ব্বৈস্তত্র সমুদ্যতৈঃ।
কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কর্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেন সমুদ্দিষ্টা যযুঃ সর্ব্বে সমুদ্যতাঃ।
যত্র তৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতেঽতিচরং তপঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

এই বরাঙ্গনাগণকে তোমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অপ্সরাগণ তথায় গমন করিবে ॥ ৪১

তিলোত্তমা, রম্ভা, অথবা তুমি একাকীই এই কার্য্য সাধন করিতে পার, সকলে মিলিত হইলেই ত' কথাই নাই ॥৪২

হে মহাভাগ! তুমি আমার এই কার্য্যটি সম্পন্ন কর, তাহা হইলে তোমার যাহা অভিলষিত, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪৩

আমি উঁহাদিগকে বর দিব বলিয়া লোভ দেখাইয়াছি, কিন্তু এই শান্ত মুনিদ্বয় কিছুতেই বিচলিত হন নাই, আমার সে শ্রম বৃথা হইয়াছে ॥ ৪৪

আমি এই তপস্বিদ্বয়কে মায়া দ্বারা অনেক ভয় দেখাইয়াছি তথাপি তাঁহারা স্থান হইতে উত্থিত হন নাই। এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা দেহরক্ষায়ও যত্নবান্ নহেন ॥ ৪৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—মনোভব দেবরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে বাসব! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য করিব ॥ ৪৬

যদি তাঁহারা বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা কিংবা দিবাকরের ধ্যান করিতে থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিব ॥ ৪৭

কিন্তু যে দেবীভক্ত কামরাজ মহাবীজ মন্ত্র চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাকে কখনই বশ করিতে পারিব না ॥ ৪৮

যদি সেই তপস্বিদ্বয় ভক্তিভাবে সেই দেবী মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বাণে তাঁহাদের কিছুই হইবে না ॥ ৪৯

ইন্দ্র কহিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি নিখিল কার্য্য-সাধনোদ্যত অনুচর বর্গ-সমভিব্যাহারে গমন কর, একমাত্র তুমিই আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ ॥ ৫০

ব্যাসদেব কহিলেন,—এইরূপে ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা সকলেই যেখানে সেই ধর্ম্মপুত্র নর-নারায়ণ তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন ॥ ৫১

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে নর-নারায়ণকথাবর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[সানুচর-ঋতুরাজ-বসন্তবর্ণনম্, নর-নারায়ণসমীপে অপ্সরসাং বরপ্রার্থনা চ।]

ব্যাস উবাচ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পর্ব্বতো মমে
পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সর্ব্বে দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ ॥ ১
আম্রাশ্চ বকুলা রম্যাস্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ।
সালাস্তালাস্তমালাশ্চ মধুকাঃ পুষ্পিতা বভুঃ ॥ ২
বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ।
বল্ল্যোঽপি পুষ্পিতাঃ সর্ব্বা আলিলিঙ্গুর্নগোত্তমান্ ॥৩
প্রাণিনঃ স্বাসু ভার্য্যাসু প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ।
বভূবুশ্চাতিমত্তাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪
ববুর্মন্দাঃ সুগন্ধাশ্চ সুস্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাভবন্ ॥ ৫
রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্।
চকার ত্বরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬
রম্ভা তিলোত্তমাদ্যাশ্চ গত্বা তত্র বরাশ্রমে।
গানং চক্রুঃ সুগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমন্বিতম্ ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদ্গীতং কোকিলানাঞ্চ কূজিতম্।
ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮
ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্ট্বা তৌ পুষ্পিতং বনম্।
জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ৯
কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা।
প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্ব্বে লক্ষ্যন্তেঽতিস্মরাতুরাঃ ॥১০
কালধর্ম্মবিপর্য্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ।
নরং নারায়ণঃ প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১

নারায়ণ উবাচ

পশ্য ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভান্তি বৈ।
কোকিলালাপসঙ্ঘুষ্টা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১১
শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বনখৈরিখৈঃ।
বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে ॥ ১৩
রক্তাশোককরা তন্বী দেবর্ষে কিংশুকাঙ্ঘ্রিকা।
নীলাশোককচা শ্যামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[অনুচরবর্গের সহিতে ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণন এবং নর-নারায়ণের নিকটে অপ্সরোগণের বর প্রার্থনা।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে মহারাজ! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত হইলেন। তখন বৃক্ষসকল পুষ্পিত ভৃঙ্গমালায় পরিশোভিত হইল ॥ ১

মনোহর আম, বকুল, তিলক, কিংশুক, শাল, তাল বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২

বৃক্ষের উপরে কোকিলকুলের মধুর আলাপ হইতে লাগিল, বল্লীসকল পুষ্পিতা হইয়া তরুবরগণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ ৩

প্রাণিগণ কামাতুর হইয়া ভার্য্যায় প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত হইয়া অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪

সুখস্পর্শ সুগন্ধি মলয়ানিল মন্দ মন্দভাবে বহিতে লাগিল। তৎকালে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণও আপন আপন ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিতে পারিলেন না ॥ ৫

তখন কামদেব রতির সহিত মিলিত হইয়া ধনুতে পঞ্চবাণ যোজনা পূর্ব্বক ত্বরিতপদে সেই বদরিকাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬

সঙ্গীতনিপুণা রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ সেই রমণীয় আশ্রমে গিয়া তানলয়-সমন্বিত গান করিতে লাগিল ॥ ৭

সেই মহর্ষিদ্বয় অপ্সরাগণের সেই মধুর সঙ্গীত, কোকিলের কূজন ও ভ্রমরঝঙ্কার শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন ॥ ৮

সেই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় অসময়ে ঋতুরাজের আবির্ভাব এবং বনতরুগণের পুষ্পোদ্গম দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

অসময়ে অদ্য বসন্তকাল উপস্থিত হইল কেন? দেখিতেছি সকল প্রাণীই অতিশয় কামাতুর হইয়া বিহ্বল হইয়াছে ॥ ১০

হঠাৎ অদ্য দুরতিগম্য কালধর্ম্মের এরূপ বিপর্য্যয় হইল কেন? নারায়ণ ঋষি বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে নরনামক ঋষিকে কহিলেন ॥ ১১

নারায়ণ কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! এই দেখ, বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইয়া শোভা পাইতেছে, কোকিলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতেছে, ভ্রমরসকল মধুর ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১২

হে মুনে! এই দেখ, বসন্তরূপ সিংহ পলাশপুষ্পরূপ খর নখর দ্বারা ভীষণ শিশিরমাতঙ্গকে বিদীর্ণ করত উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩

হে দেবর্ষে! ঐ দেখ, বসন্তলক্ষ্মী কেমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। রক্তাশোক

নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিম্ববৃক্ষফলস্তনী
প্রোৎফুল্লকুন্দরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫
বন্ধুজীবাধরা শুভ্রা সিন্ধুবারনখান্বিতা।
পুংস্কোকিলস্বরা পুণ্যা কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬
বর্হিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননূপুরা।
বাসন্তী বন্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭
পুত্রজীবাংশুকস্যন্তরোমরাজিবিরাজিতা।
বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্ বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮
অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োঽয়ং মমাধুনা।
তপোবিঘ্নকরা নূনং দেবর্ষে পরিচিন্ত্য ॥ ১৯
শ্রূয়তে সুরনারীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্।
আবয়োস্তপি ভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০
ঋতুরাড়স্মথাকালে প্রীতিঃ সঞ্জনয়েৎ কথম্
বিঘ্নোঽয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাসুরশত্রুণা ॥ ২১
বাতাঃ সুগন্ধাঃ শীতাশ্চ সামায়ান্তি মনোহরাঃ।
নান্যৎ কারণমস্তীহ শতক্রতুকৃতিং বিনা ॥ ২২

ইতি ব্রুবতি বিপ্রাগ্র্যে দেবে নারায়ণে বিভৌ
সর্ব্বে দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্মথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩
দদর্শ ভগবান্ সর্ব্বান্ নরো নারায়ণস্তথা
বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪
মন্মথং মেনকাঞ্চৈব রম্ভাঞ্চৈব তিলোত্তমাম্।
পুষ্পগন্ধাং সুকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫
প্রমদ্বরাং ঘৃতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্।
চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোমাঞ্চ কোকিলালাপশোভিতাম্ ॥ ২৬
বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্।
এতাশ্চান্যা বরারোহা দৃষ্ট্বা স্তাভ্যাং তদান্তিকে ॥ ২৭
তাসাং হৃষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ।
বীক্ষ্য তৌ বিস্মিতৌ জাতৌ কামসৈন্যসুবিস্তরম্ ॥ ২৮
প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা।
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯
জগুশ্চলেন তাঃ সর্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্।
তত্তথাবস্থিতং দিব্যং মন্মথাদিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩০

ইহার করতল, কিংশুক কুসুম ইহার চরণ, নীলালোক ইহার শ্যামল কেশকলাপ, বিকসিত কমল ইহার বদন ॥ ১৪

নীল ইন্দীবর ইহার নয়ন, বিল্ববৃক্ষ ফল ইহার পয়োধর, প্রফুল্লকুন্দ ইহার দশন ও মঞ্জরী ইহার কর্ণ ॥ ১৫

বন্ধুজীব ইহার অধর, সিন্ধুবার ইহার শুভ্র অপূর্ব্বনখ, পুংস্কোকিলকূজন ইহার স্বর, মনোহর কদম্বকুসুম ইহার বসন ॥ ১৬

ময়ূরসকল অলঙ্কার, সারসকূজন নূপুরধ্বনি, বাসন্তী-কুসুমদাম কাঞ্চীদাম, মত্তহংসগতি গমন ॥ ১৭

কদম্বকেশর রোমরাজী। হে ব্রহ্মন্! বদরিকাশ্রমে এই বসন্তলক্ষ্মী উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৮

হে দেবর্ষে! ইনি অকালে উপস্থিত হইলেন কেন? এ বিষয়ে এক্ষণে আমার বড়ই বিস্ময় হইতেছে। চিন্তা করিয়া দেখ, ইনি নিশ্চয় তপস্যার বিঘ্ন করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন! ॥ ১৯

ঐ শুন সুরকামিনীগণ আমাদের ধ্যানভঙ্গের জন্য গান করিতেছে। বোধ হয় দেবরাজ আমাদের তপোভঙ্গের জন্য নিশ্চয় এই সকল আয়োজন করিয়াছেন ॥ ২০

অসুরারি ইন্দ্র ভীত হইয়া আমাদের তপোবিঘ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, নতুবা ঋতুরাজ অসময়ে এরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে আসিবেন কেন? ২১

সুগন্ধ মনোহর শীতল বায়ু বহিতেছে, ইহাতে ইন্দ্রের কার্য্য ব্যতীত আর কোন কারণ নাই ॥ ২২

হে বিপ্র! দেবদেব বিভু নারায়ণ এই কথা বলিতেছেন এমন সময় মন্মথাদি সকলেই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥ ২৩

ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—মন্মথ, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা, পুষ্পগন্ধা, সুকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদ্বরা, ঘৃতাচী, সঙ্গীতজ্ঞা, চারুমানিনী, চন্দ্রপ্রভা, কোকিলভাষিণী, সোমা বিদ্যুন্মালা, অম্বুজাক্ষী, কাঞ্চনমালিনী এবং অন্যান্য অপ্সরোগণ তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৪-২৭

তাঁহারা পঞ্চাশৎ অধিক অষ্টদশ সহস্র বিস্তৃত কামসৈন্য অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮

দিব্য ভূষণভূষিতা দিব্যমালাধারিণী সেই সকল স্বর্গবেশ্যা সেই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৯

সেই সকল স্বর্গবেশ্যা সেইরূপে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে অতি দুর্লভ কামোদ্দীপক সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০

শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা।
শ্রুত্বা প্রোবাচ তাংস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ॥ ৩০
আস্যতাং সুখমত্রৈব করোম্যাতিথ্যমদ্ভুতম্।
ভবন্তোঽতিথিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ সুমধ্যমাঃ॥ ৩১

ব্যাস উবাচ।

সাভিমানস্তু সঞ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ।
ইন্দ্রেণ প্রেষিতা নূনং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া॥ ৩৩
বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্ব্বাঃ সৃজাম্যন্যা নবাঃ কিল।
এতাভ্যো দিব্যরূপাংশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্॥ ৩৪
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা করেণোরুং প্রতাড্য বৈ।
তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্॥ ৩৫
নারায়ণোরুসম্ভূতা হ্যর্ব্বশীতি ততঃ শুভা।
দদৃশুস্তা স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৩৬
তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ
প্রাদুশ্চকার তরসা তদা মুনিরসম্ভ্রমঃ॥ ৩৭
গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ।
প্রণেমুস্তা মুনী সর্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃতাঞ্জলিং পুরঃ॥ ৩৮

ভাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং
দেবাঙ্গনা হি মুমুহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ।
উচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা
রোমোদ্গমোল্লসিতচারুনিজাঙ্গবল্ল্যঃ॥ ৩৯
কুর্য্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহত্ত্বং
ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ।
অস্মৎকটাক্ষবিষদিগ্ধশরেণ দগ্ধঃ
কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন॥৪০
জ্ঞাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ
দেবৌ মুনী শম-দমাদিনিধী সদৈব।
সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং
কার্য্যাং হরেঃ শতমখস্য বিধাতুমেব॥ ৪১
ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ
সম্পাদিতং ন বিদিতং খলু সঞ্চিতং তৎ।
চিত্তং ক্ষমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-
মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্॥
কুর্ব্বন্তি নৈব বিবুধাস্তপসো ব্যয়ং বৈ
শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ॥৪২

ভগবান বিষ্ণুস্বরূপ নর ও নারায়ণ সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মুনিবর নারায়ণ সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে বলিলেন॥ ৩১

হে সুমধ্যমাগণ! তোমরা স্বর্গ হইতে এখানে অতিথি হইয়া আসিয়াছ, এই স্থানে সুখে উপবেশন কর। আমরা তোমাদিগের উত্তমরূপে আতিথ্য করিব॥ ৩২

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবরাজ তপোবিঘ্ন করিবার মানসে ইহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া মুনিবর নারায়ণ অভিমানসহকারে মনে মনে ভাবিলেন॥ ৩৩

এই অপ্সরোগণ কে? ইহারা ত' অতি সামান্য, আমি ইহাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপ-সম্পন্না নূতন অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিব, অদ্য আমি তপোবল দেখাইব॥ ৩৪

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হস্তের দ্বারা উরু তাড়ন পূর্ব্বক হঠাৎ এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিলেন॥ ৩৫

সেই শোভনা রমণী নারায়ণের উরু হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উর্ব্বশী নামে খ্যাত হইল। তথায় অবস্থিত অপ্সরোগণ তাহাকে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল॥ ৩৬

তৎপরে নারায়ণ মুনি তাহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিরুদ্বেগে ইন্দ্রপ্রেষিত অপ্সরোগণ যতসংখ্যক ছিল, ততসংখ্যক অতি সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিলেন॥ ৩৭

সেই তপস্বিসৃষ্ট অপ্সরাসকল তাঁহার সম্মুখে বিবিধ উপঢৌকন হস্তে লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবরকে প্রণাম করিল এবং সহাস্যবদনে গান করত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ৩৮

তৎপরে সেই ইন্দ্রপ্রেরিত দেবাঙ্গনাগণ নিজেরা অন্যের মোহনকারিণী হইলেও সেই অপূর্ব্ব তপোবল দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইল এবং বিস্ময়ে মনোহর অঙ্গলতা রোমাঞ্চিত করত প্রফুল্লবদনে তাঁহাদিগকে কহিল, আমরা বালিকা, আমরা আপনাদের তপোবল ও ধৈর্য্য দর্শন করিয়া কিরূপে আপনাদের স্তব করিতে সমর্থ হইব? এই পৃথিবীতে আমাদের কটাক্ষ-রূপ বিষ-দিগ্ধ শরে দগ্ধ হয় না এমন কেহই নাই, কিন্তু আপনাদের তাহাতে কিছু মাত্র মনোব্যথা হইল না॥ ৩৯-৪০

এক্ষণে বুঝিলাম, আপনারা দুই জনে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার দেব, মননশীল ও শম-দমাদিনিধিসম্পন্ন। আমরা আপনাদের সেবা করিতে আসি নাই, আপনাদের তপোভঙ্গরূপ ইন্দ্র-কার্য্য করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি॥ ৪১

আমরা এইরূপ কুৎসিত অভিপ্রায়ে আসিলেও সঞ্চিত কোন

ব্যাস উবাচ

ইত্থং নিশম্য বচনং সুরকামিনীনাং
তাবূচতুর্মুনিবরৌ বিনয়াবনম্রাম্।
প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকাম-লোভৌ
ধর্ম্মাত্মজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ ॥ ৪৩

নর-নারায়ণাবূচতুঃ

ক্রিয়তাং বাঞ্ছিতান্ কামান্ দদাবস্তুষ্টমানসৌ
যাতু স্বর্গং গৃহীত্বেমামুর্ব্বশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪
উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বস্তু মনোহরা।
দত্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসম্ভবা ॥ ৪৫
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বদেবেভ্যো যথেষ্টং প্রব্রজন্তু চ
ন কস্যামি তপোবিঘ্নং প্রকর্ত্তুমমতঃ পরম্ ॥ ৪৬

দেবা ঊচুঃ

ক্ব গচ্ছামো মহাভাগ প্রাপ্তাস্তে পাদপঙ্কজম্।
নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭

বাঞ্ছিতং চেদ্ বরং নাথ দদাসি মধুসূদন।
তুষ্টঃ কমলপত্রাক্ষ ব্রবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮
পতিস্ত্বং ভব দেবেশ বরমেনং পরন্তপ।
ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্ত্বাং সেবিতুং জগদীশ্বর ॥ ৪৯
ত্বয়া চোৎপাদিতা নার্য্যঃ সন্ত্যন্যাশ্চারুলোচনাঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাস্তথা যান্তু স্বর্গং বৈ ভবদাজ্ঞয়া ॥ ৫০
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতার্দ্ধকম্।
সেবাং তেঽত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোত্তমৌ ॥ ৫১
বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ সত্যবাগ্ ভব মাধব।
আশাভঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্ত্তিতম্
কামার্ত্তানাঞ্চ মুনিভির্ধর্ম্মজ্ঞৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫২
ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ত্যক্তুং নার্হসি দেবেশ সমর্থোঽসি জগৎপতে ॥ ৫৩

নারায়ণ উবাচ

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ।
জিতেন্দ্রিয়েণ চার্ব্বঙ্গ্যঃ কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ ॥ ৫৪

ভাগ্যবলে আপনাদের দর্শন লাভ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমরা আপনাদের নিকট ঘোরতর অপরাধী, সুতরাং আপনাদের আমাদের উপর অভিসম্পাত করা উচিত হইলেও আত্মীয়-জন ভাবিয়া যে আপনারা আমাদিগকে কিছু বলিলেন না, তাহাতে বোধ হইতেছে আপনারা অতি মহান্। কারণ মহামহিমশালী বুধগণ তুচ্ছ ফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা তপস্যা ক্ষয় করেন না ॥ ৪২

ব্যাসদেব কহিলেন,—নিজ নিজ তপোবলে প্রদীপ্তমূর্ত্তি কাম-লোভজয়ী সেই ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণ বিনয়াবনত সুরকামিনীগণের উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া প্রসন্নবদনে তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৪৩

নর ও নারায়ণ বলিলেন,—তোমরা কি অভিলাষ কর, তাহা বল, সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছি। তোমরা এই সুলোচনা উর্ব্বশীকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ৪৪

আমি উরুসম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেবরাজের সন্তোষের নিমিত্ত তাঁহাকে উপঢৌকন দিলাম, এই সুন্দরী বালিকা তোমাদের সহিত গমন করুক ॥ ৪৫

সমস্ত দেবগণের মঙ্গল হউক, তোমরা অভিমত স্থানে গমন কর, অতঃপর আর কাহারও তপোভঙ্গ করিতে যাইও না ॥ ৪৬

অপ্সরোগণ কহিল,—হে মহাভাগ! হে সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আমরা ভক্তিযোগে আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, আমরা এক্ষণে কোথায় যাইব? হে নাথ! হে পদ্মলোচন মধুসূদন! যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদের বাঞ্ছিত বর কি, তাহা বলিতেছি ॥ ৪৭-৪৮

হে দেবেশ! আপনি আমাদের পতি হউন। হে পরন্তপ! আমরা এই বর চাই! হে জগদীশ্বর! সন্তুষ্টচিত্তে আমরা আপনাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৯

আপনার উৎপাদিত অন্যান্য চারুনেত্রা রমণীগণও এখানে রহিয়াছে, আপনার আজ্ঞানুসারে এই উর্ব্বশী প্রভৃতি রমণীগণ স্বর্গে গমন করুক ॥ ৫০

হে তপস্বিবরদ্বয়! আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই স্থানে আপনাদের সেবা করিব ॥ ৫১

হে দেবেশ! আপনি আমাদিগকে বাঞ্ছিতবর প্রদান করুন, হে মাধব! আপনি সত্যবাদী হউন, তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কামার্ত্তনারীদিগের আশাভঙ্গ করাকে হিংসা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৫২

আমরা ভাগ্যবলে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে আপ্লুত হইয়াছি। হে দেবেশ! হে জগৎপতে! আমাদিগকে আপনার ত্যাগ করা উচিত নহে ॥ ৫৩

নারায়ণ বলিলেন,—হে সুশ্রোণীগণ! আমি এই স্থানে পূর্ণ

নেচ্ছা কামে সুখে কাচিৎ সুখধর্ম্মবিনাশকে।
পশূনামপি সাধর্ম্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্ ॥ ৫৫

অপ্সরস উচুঃ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শসুখং বরম্।
আনন্দরসমূলং বৈ নান্যদস্তি সুখং কিল ॥ ৫৬
অতোঽস্মাকং মহারাজ বচনং কুরু সর্ব্বথা।
নির্ভরং সুখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭
যদি বাঞ্ছসি নাকত্বং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ।
রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৮
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীসম্ভবো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

সহস্র বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছি, অতএব তপস্যা ভঙ্গ করি কিরূপে ? ৫৪

ধর্ম্ম-বিনাশকর কামসুখে আমার কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পশুর বিষয়-সম্ভোগরূপ ধর্ম্মে কিরূপে আসক্ত হইবেন ?৫৫

অপ্সরোগণ কহিলেন,—শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে আনন্দ-মূলীভূত স্পর্শ সুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা অপেক্ষা পরম সুখ আর কিছুই নাই ॥ ৫৬

অতএব আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন, আপনি এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৭

যদি আপনি স্বর্গ কামনা করেন, তাহা হইলে এই গন্ধমাদনই স্বর্গ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই। আপনি সমুদয় সুরাঙ্গনাদিগকে লইয়া এই রমণীয় গন্ধমাদনে বিহার করুন ॥৫৮

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীসম্ভবনামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অপ্সরসাং বাক্যমাকর্ণ্য নারায়ণস্য চিন্তা, চিন্তাবিষ্টং নারায়ণং প্রতি নরস্যোক্তিঃ, জগতোঽহঙ্কারাবৃতত্বকথনম্, নর-নারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্য সঙ্ঘটিত-যুদ্ধবিষয়কঃ প্রশ্নশ্চ।]

ব্যাস উবাচ

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধর্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১
হাস্যোঽহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ।
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্র বিচারণা।
মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২
মূলং সংসারবৃক্ষস্য যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ।
দৃষ্ট্বা মৌনং সমাধায় ন স্থিতোঽহং সমাগতম্ ॥ ৩
বারাঙ্গনাগণং জুষ্টং তেনাসং দুঃখভাজনম্।
উৎপাদিতাস্তথা নার্য্যো ময়া ধর্ম্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪
তাস্তু মাং বাধিতুং বৃত্তাঃ কামার্ত্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
ঊর্ণনাভিরিবাদ্যাহং জালেন স্বকৃতেন বৈ।
বদ্ধোঽস্মি সুদৃঢ়েনাত্র কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫
যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজামাবলা ইমাঃ।
শপ্তা ভ্রষ্টা ব্রজিষ্যন্তি সর্ব্বা ভগ্নমনোরথাঃ ॥ ৬

সপ্তম অধ্যায়।

[অপ্সরাগণের বাক্য শুনিয়া নারায়ণের চিন্তা, চিন্তাবিষ্ট নারায়ণের প্রতি নরের উক্তি, জগতের অহঙ্কারাবৃতত্ব কথন এবং নর-নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের সঙ্ঘটিত যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—প্রতাপশালী ধর্ম্ম-পুত্র নারায়ণ সেই অপ্সরাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে আমি এক্ষণে কি করি ? এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১

ভাবিলেন, এক্ষণে বিষয়াসক্ত হইলে মুনিগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। অহঙ্কার হইতেই এই দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ; কারণ, অহঙ্কারই বিনাশের প্রধান কারণ ॥ ২

মহাত্মা ব্যক্তিগণ অহঙ্কারকে সংসার-বৃক্ষের মূল কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমি বারাঙ্গনাগণকে দেখিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক থাকিতে পারি নাই ॥ ৩

তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি, সেই কারণেই দুঃখ-ভাজন হইলাম, আবার ধর্ম্ম ক্ষয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি ॥ ৪

সেই উত্তমা প্রমদাগণ কামার্ত্তা হইয়া আমাকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হায়! এক্ষণে আমি ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজেরই স্বকৃত সুদৃঢ় জালে নিবদ্ধ হইলাম। অতঃপর আমার কি করা উচিত ? ৫

যদি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহারা সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যাইবে ॥ ৬

মুক্তোঽহং সঙ্করিষ্যামি বিজনে পরমং তপঃ।
তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ষ্যামি সুন্দরীগণম্ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা মুনির্নারায়ণস্তদা
বিমর্দ্দমকরোচ্চিত্তে সুখোৎপাদনসাধনে ॥ ৮
দ্বিতীয়োঽয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ।
কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥৯
ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্।
দুঃখদাং সর্ব্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্ ॥১০
যথাগ্নির্ঘর্ষণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেত্তথা।
দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধো দেহং দহতি দারুণঃ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ

ইতি সঞ্চিন্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্।
উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মসুতোঽমুজঃ ॥ ১২

নর উবাচ

নারায়ণ মহাভাগ কোপং যচ্ছ মহামতে।
শান্তং ভাবং সমাশ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্ ॥ ১৩

পুরাহঙ্কারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ
সংগ্রামশ্চাভবত্তাভ্যামাবাভ্যামসুরেণ হ ॥ ১৪
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু প্রহ্লাদেন মহাদ্যুতম্।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তত্রাবাভ্যাং সুরোত্তম ॥ ১৫
তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ্য শান্তো ভব মুনীশ্বর।
শান্তত্বং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৬

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শান্তোঽভূদ্ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ১৭

জনমেজয় উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
বিষ্ণুভক্তেন শান্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নর-নারায়ণাবৃষী।
তাপসৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ সুশান্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯
সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োর্দৈত্যসুতস্য চ।
সংগ্রামস্তু কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০
প্রহ্লাদোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ।
নর-নারায়ণৌ তদ্বত্তাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥২১

এ বিপত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বিজন কাননে গিয়া তপস্যা করিতে পারিব, অতএব ক্রোধ করিয়া এই সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৭

বাসদেব কহিলেন—মুনিবর নারায়ণ এই চিন্তা করিয়া সুখোৎপাদনসাধনার্থ মনে মনে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮

এই ক্রোধ দ্বিতীয় মহাশত্রু ও সন্তাপদায়ক, ইহা কাম অপেক্ষাও বলবান্ এবং লোভ অপেক্ষাও মহাদারুণ ॥ ৯

লোক ক্রোধের বশীভূত হইয়া প্রাণঘাতিনী হিংসা করিয়া থাকে; এই হিংসা নরকরূপ উদ্যানের সম্মুখবর্ত্তিনী দীর্ঘিকা এবং ইহা সর্ব্ব জীবের দুঃখদায়িনী ॥ ১০

বৃক্ষসকলের পরস্পর ঘর্ষণজাত অগ্নি যেমন সেই বৃক্ষসকলকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ দারুণ ক্রোধ দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া এবং দেহকেই দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১১

ব্যাসদেব কহিলেন—নরনামক ধর্ম্ম-পুত্র এইরূপে চিন্তাতুর দীনমানস ভ্রাতাকে যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১২

হে মহাভাগ! হে মহামতে! হে নারায়ণ! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্জ্জয় অহঙ্কারকে বিনাশ করুন ॥ ১৩

এই অহঙ্কারদোষেই পূর্ব্বে আমাদের তপস্যা নষ্ট হইয়াছিল। তাহা কি আপনার মনে নাই? সেই সূত্রে অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সহিত দিব্য সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। হে সুরোত্তম! তাহাতে আমরা বহুতর ক্লেশ পাইয়াছিলাম ॥ ১৪-১৫

অতএব হে মুনীশ্বর! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন। মুনিগণ শান্ত ভাবকেই তপস্যার মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৬

ব্যাসদেব কহিলেন—মহাত্মা নরের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ শান্ত হইলেন ॥ ১৭

জনমেজয় কহিলেন—হে মুনিবর! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও শান্ত হইয়া কি জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় রহিয়াছে ॥ ১৮

ধর্ম্মপুত্র ঋষিপ্রবর নর-নারায়ণ সুশান্তচিত্ত হইয়াও কি কারণে প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ১৯

কিরূপে তাঁহাদের সেই দৈত্যনন্দনের সহিত মিলন হইল? সেই মহাত্মা কিরূপে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন ॥ ২০

মহাত্মা প্রহ্লাদ অতিশয় ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্ ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, সেইরূপ তপস্বী নর ও নারায়ণ সত্যপরায়ণ ছিলেন ॥ ২১

তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরস্পরম্ ।
তদা তপসি ধর্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্ ।
ক জপঃ ক তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেঽপি চ ॥ ২২
তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্ ।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যমহঙ্কারাঙ্কুরং বিনা ॥ ২৩
অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কাম-ক্রোধাদয়ঃ কিল ।
বর্ষকোটিসহস্রন্তু তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্ ।
অহঙ্কারাঙ্কুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্ব্বথা ॥২৪
যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি ।
অহঙ্কারাঙ্কুরস্যাগ্রে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি ॥ ২৫
প্রহ্লাদোঽপি মহাভাগ হরিণা সমযুধ্যত ।
তদা ব্যর্থং কৃতং সর্ব্বং সুকৃতং কিল ভূতলে ॥ ২৬
নর-নারায়ণৌ শান্তৌ বিহায় পরমং তপঃ ।
কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ সুকৃতং পুনঃ ॥ ২৭
ঈদৃগ্‌ভ্যাং সত্ত্বযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্বহঙ্কৃতিঃ
মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা মুনেঽহঙ্কারসঙ্ক্ষয়ে ॥ ২৮

অহঙ্কারপরিত্যক্তো ন কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে ।
ন ভূতো ন ভবিতা নৈব যস্ত্বক্তস্তেন সর্ব্বথা ॥ ২৯
মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্বদ্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা
অহঙ্কারনিবদ্ধস্তু ন কদাচিদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩০
অহঙ্কারাবৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিতে ॥ ৩১
ব্রহ্মজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃতে ।
মতং মীমাংসকানাং বৈ সম্মতং ভাতি সুব্রত ॥ ৩২
মহান্তোঽপি সদা যুক্তাঃ কামক্রোধাদিভির্মুনে ।
মাদৃশানাং কলাবস্মিন্ কা কথা মুনিসত্তম ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ ।

কার্য্যং বৈ কারণাদ্ ভিন্নং কথং ভবতি ভারত ।
কটকং কুণ্ডলঞ্চৈব সুবর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪
অহঙ্কারোদ্ভবং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
পটস্তন্তুবশঃ প্রোক্তস্তদ্‌বিযুক্তং কথং ভবেৎ ॥ ৩৫

প্রহ্লাদের সহিত তাঁহাদের যদি এইরূপ বৈরভাব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বোধ হয় পূর্ব্বে সত্যযুগেও তপস্যা ধর্ম্ম কেবল পরিশ্রমই দেখা যাইতেছে। কোথায় জপ, কোথায় তপস্যা অর্থাৎ জপ তপ সমস্তই বিফল মনে হইতেছে। ২২

তাঁহারাও অহঙ্কারাচ্ছন্ন কোপকলুষিত চিত্তকে জয় করিতে পারিলেন না; কারণ, অহঙ্কারের অঙ্কুর ব্যতীত ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। ২৩

অহঙ্কার হইতেই কাম-ক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কোটি সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়াও অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। ২৪

যেরূপ সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে কিছুমাত্র পুণ্য থাকে না। ২৫

হে মহাভাগ! প্রহ্লাদও যখন হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন ভূতলে সমস্ত সুকৃতই ব্যর্থ হইয়াছে। ২৬

যখন শমশীল নর-নারায়ণও পরম তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিলেন, তখন শান্তি ও পুণ্য কোথায়? ২৭

হে মুনে! এবম্বিধ সাত্ত্বিক মহর্ষিগণ যখন অহঙ্কার জয় করিতে পারিলেন না, তখন মাদৃশ ব্যক্তির অহঙ্কারক্ষয়ের কথাই ত' নাই। ২৮

অহঙ্কারপরিত্যক্ত কেহই নাই, তখন ত্রিভুবনমধ্যে অহঙ্কারমুক্ত কেহই নাই ও কেহ হইবে না। ২৯

লৌহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু অহঙ্কার-নিবদ্ধ ব্যক্তি কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ৩০

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া এই বিষ্ঠামূত্র-দূষিত সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। ৩১

হে সুব্রত! মোহাচ্ছন্ন সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়? "কর্ম্মই প্রধান" মীমাংসকদিগের এই মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। ৩২

হে মুনিসত্তম! মহৎ ব্যক্তিরাও যখন কাম-ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন এই কলিযুগে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি বর্গের কথাই ত নাই। ৩৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে ভরতবংশধর! কার্য্য কিরূপে কারণ হইতে ভিন্ন হইতে পারে? কারণ, কটক ও কুণ্ডল উপাধিভেদে ভিন্ন হইলেও উহারা নিজ কারণ সুবর্ণের সমানই হইয়া থাকে। ৩৪

তন্তু হইতে উৎপন্ন বস্ত্র যেরূপ তন্তু-বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে? ৩৫

মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ সর্ব্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্।
সতৃণং স্তম্বপর্য্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রাস্তে চাহঙ্কারমোহিতাঃ।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ মহাগাধে সংসারে নৃপসত্তম ॥ ৩৭
বশিষ্ঠ-নারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে।
তেঽভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেঽস্মিন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৮
ন কোঽপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু দেহভৃৎ।
এভির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শান্ত আত্মসুখে স্থিতঃ ॥ ৩৯
কাম-ক্রোধো তথা লোভো মোহোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
ন মুঞ্চন্তি নরং সর্ব্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম ॥৪০
অধীত্য বেদশস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ।
কৃত্বা তীর্থাটনং দানং ধ্যানঞ্চৈব সুরার্চ্চনম্ ॥ ৪১
করোতি বিষয়াসক্তঃ সর্ব্বং কর্ম্ম চ চৌরবৎ।
বিচারয়তি নো পূর্ব্বং কামমোহমদান্বিতঃ ॥ ৪২
কৃতে যুগেঽপি ত্রেতায়াং দ্বাপরে কুরুনন্দন।
বিদ্ধোঽদ্যাস্তি চ ধর্ম্মোঽপি কা কথাদ্য কলৌ পুনঃ ॥৪৩

ক্ষুদ্র তৃণ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্ব ত্রিবিধ মায়াগুণে রচিত, অতএব মায়াময় বলিয়া ইহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানিগণের ইহাতে অনুশোচনার বিষয় কি আছে ? ৩৬

হে নৃপসত্তম। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও অহঙ্কারে মোহিত হইয়া এই সংসার-সমুদ্রে ফিরণ করিতেছেন ॥ ৩৭

বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি মহাজ্ঞানী মুনিগণও অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছেন ॥ ৩৮

হে নৃপবর! এই ত্রৈলোক্যমধ্যে এমন কোন দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি একেবারে মায়াগুণমুক্ত ও শান্ত হইয়া পরমাত্ম সুখে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৯

হে নৃপসত্তম! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ ইহারা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, ইহারা দেহীদিগের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৪০

সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, সমস্ত পুরাণ শাস্ত্রের আলোচনা, তীর্থপর্য্যটন, দান, ধ্যান ও দেবার্চ্চনা করিয়াও মানবগণ বিষয়াসক্ত হইয়া চোরের মত সমস্ত কর্ম্মই করিয়া থাকে। তাহারা কাম, মোহ ও মদে হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১-৪২

হে কুরুনন্দন! সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগেও ধর্ম্ম ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছেন, এখন ত' কলিযুগ, সুতরাং এখন ত' কথাই নাই ॥৪৩

স্পর্দ্ধা সদৈব সদ্রোহো লোভামর্ষৌ চ সর্ব্বদা
এবংবিধোঽস্তি সংসারো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪
সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ।
জিতক্রোধা জিতামর্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৫

রাজোবাচ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদ-মোহবিবর্জ্জিতাঃ
জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারা জিতং তৈর্ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪৬
দুনোমি পাতকং স্মৃত্বা পিতুর্মম মহাত্মনঃ।
কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসর্পো হ ঘং বিনা ॥ ৪৭
অতস্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠ ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ।
ন জানে বুদ্ধিসম্মোহাৎ কিং বা কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮
মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ ॥ ৪৯
কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্ বদস্ব মে
প্রহ্লাদেন যথা চোগ্রং নর-নারায়ণস্য বৈ ॥ ৫০

এ সময়ে সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা, বিদ্রোহ, লোভ ও ক্রোধ বিদ্যমান রহিয়াছে, সমস্ত সংসারই এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং বিচার করিবার কিছুই নাই ॥ ৪৪

এক্ষণে জিতক্রোধ বিগতমৎসর জিতামর্ষ সাধুলোক অতি দুর্লভ, কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ দুই একটি আছেন মাত্র ॥ ৪৫

রাজা কহিলেন,—যাঁহারা মদ-মোহ-বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারাই ধন্য ও পুণ্যবান্, তাঁহারাই এই ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬

আমার মহাত্মা পিতা বিনা অপরাধে তপস্বীর কণ্ঠদেশে মৃত সর্প সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি ॥ ৪৭

অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহার কি প্রতীকার হইবে ? ভবিষ্যতে যে কি করিতে হইবে, আমি বুদ্ধিদোষে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনি বলুন ॥ ৪৮

যেরূপ মূঢ়াত্মা ব্যক্তি মধুলোভে মধু দেখিতে পায়, কিন্তু সম্মুখে যে প্রাণঘাতী প্রপাত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পায় না, সেইরূপ লোকসকলও নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু সম্মুখে যে ভীষণ নরক রহিয়াছে, তাহা হইতে ভীত হয় না ॥ ৪৯

হে মুনিবর! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত নর-নারায়ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনি বিস্তৃতভাবে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৫০

প্রহ্লাদস্তু কথং যাতঃ পাতালাত্তদ্বদস্ব মে
সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১
নর-নারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ।
কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ॥ ৫২
বৈরং ভবতি বিত্তার্থং দারার্থং বা পরস্পরম্
এষণারহিতৌ কস্মাচ্চক্রতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩

প্রহ্লাদোঽপি চ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ।
কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নর-নারায়ণৌ মুনী ॥ ৫৪
এতদ্ বিস্তরতো ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে বিশ্বস্তোহঙ্কারাবৃতত্ব-
বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

প্রহ্লাদ পাতাল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে পবিত্র বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন ॥ ৫১

হে মানদ! শান্তপ্রকৃতি মুনিসত্তম নর-নারায়ণ ঋষিই বা কি কারণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বলুন ॥ ৫২

সম্পত্তি লইয়া বা স্ত্রী লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু বাসনাশূন্য হইয়া তপস্বিযুগল কি কারণে তাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? ৫৩

ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদও মুনিবর নর এবং নারায়ণকে সাক্ষাৎ সনাতনদেব জানিয়াও কি কারণে যুদ্ধ করিলেন ? ৫৪

হে ব্রহ্মন্! আমি এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৫

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে বিশ্বের অহঙ্কারাবৃতত্ববর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[পুত্র-নাম্নঃ সার্থকতাকথনম্, চ্যবনমুনিবৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ।
উবাচ বিস্তরাৎ সর্ব্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১
জনমেজয়োঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্ব্বেদং পরমং গতঃ
পিতুর্দুশ্চরিতং মত্বা বৈরাটীতনয়স্য বৈ ॥ ২
তস্যোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ।
বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতস্য বৈ ॥ ৩
পুন্নামনরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্।
পুত্রেতি নাম সার্থং স্যাত্তেন তস্য মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪

সর্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হর্ম্ম্যোপরি মৃতং তথা
বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫
পিতুর্গতিং নিশম্যাসৌ নির্ব্বেদং গতবান্ নৃপঃ।
পারীক্ষিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬
পপ্রচ্ছাথ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতম্।
নর-নারায়ণস্যেমাং কথাং পরাবিস্তৃতাম্ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্নৃপ।
অভিষিক্তস্তদা রাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ ॥ ৮

অষ্টম অধ্যায়।

[পুত্র-নামের সার্থকতা কথন এবং চ্যবনমুনির বৃত্তান্তবর্ণন।]

সূত কহিলেন,—পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব বিস্তৃতভাবে এই সমস্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১

ধর্ম্মাত্মা জনমেজয়ও পিতা উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের দুশ্চরিত্র মনে করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২

তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ পাপকার্য্য করিয়া যমলোক গিয়াছেন, এইজন্য সততই তিনি তাঁহার উদ্ধারের জন্য ভাবিতেন ॥ ৩

হে মুনীশ্বর! যে আপন পিতাকে পুন্নামনরক হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, তাহারই পুত্র নাম সার্থক, সেই কারণেই তিনি পিতার উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা ভাবিতেন ॥ ৪

উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের শাপে স্নান-দানাদি বর্জ্জিত হইয়া, সর্পদংশনে প্রাসাদের উপরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, তদীয় পুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া বড় হইয়াছিলেন এবং পিতার এইরূপ অবস্থার কথা শুনিয়া নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫-৬

উপযুক্তসময়ে নিষ্পাপাত্মা অনিন্দিত মুনিবর ব্যাসদেব তাঁহার গৃহে আসিলে তিনি তাঁহাকে নর-নারায়ণের এই অতি বিস্তৃত কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন ॥ ৭

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে নৃপ! যখন ভীমপরাক্রম হিরণ্যকশিপু নিহত হয়, তখন প্রহ্লাদ নামে তদীয় পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৮

তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে।
মখৈর্ভূম্যাং নৃপতয়োঽযজন্ত শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্ব্বতে
বৈশ্যাশ্চ স্ব-স্ববৃত্তিস্থাঃ শূদ্রঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০
নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোঽথ দৈত্যরাট্।
রাজ্যং চকার ধর্ম্মেণ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১১
কদাচিদ্ ভৃগুপুত্রোঽথ চ্যবনাখ্যো মহাতপাঃ।
জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহ্রতীশ্বরম্ ॥ ১২
রেবাং মহানদীং দৃষ্ট্বা ততস্তস্যামবাতরৎ।
উত্তরন্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩
গৃহীতো ভয়ভীতস্তু পাতালে মুনিসত্তমঃ।
সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৪
স্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ব্বিষোঽভূন্মহোরগঃ।
ন আপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫
দ্বিজিহ্বেন মুনিস্তাক্তো নির্ব্বিণ্ণেনাতিশঙ্কিনা।
মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোঽয়ং মহানিতি ॥ ১৬
চচার নাগকন্যাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ।
বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭
কদাচিদ্ ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে।
দদর্শ দৈত্যরাজোঽসৌ প্রহ্লাদো ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৮
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিস্তদা।
পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯
প্রেষিতোঽসি কিমিন্দ্রেণ সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম।
দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যদিদৃক্ষয়া ॥ ২০

চ্যবন উবাচ।

কিং মে মঘবতা রাজন্ যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ।
দূতকার্য্যং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১
বিদ্ধি মাং ভৃগুপুত্রং ত্বং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্।
মা শঙ্কাং কুরু দৈত্যেন্দ্র বাসবপ্রেষিতস্য বৈ ॥ ২২

সেই দ্বে-ব্রাহ্মণপূজক দৈত্যবর প্রহ্লাদ রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, ভূতলবাসী নরপতিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাগ-যজ্ঞাদি করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তাঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা, ধর্ম্ম ও তীর্থ-যাত্রা করিতে লাগিলেন, বৈশ্যগণ স্ব-স্ব বৃত্তিতে থাকিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং শূদ্রগণ সেবাকার্য্যে রত থাকিলেন ॥ ১০

নৃসিংহদেব দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে পাতালরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ প্রজাপালনে তৎপর হইয়া তথায় রাজ্য করিতেন ॥ ১১

একদা ভৃগুনন্দন চ্যবননামক মহাতপস্বী নদীতে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহ্রতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২

সেই স্থানে রেবানাম্নী মহানদী দর্শন করিয়া স্নান করিবার নিমিত্ত তাহাতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পর স্নান করিয়া উঠিবার সময় ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প আসিয়া তাঁহাকে ধরিল ॥ ১৩

সেই মুনিসত্তম নাগকর্ত্তৃক পাতালে নীত হইয়া সাতিশয় ভয়ে বেদদেব জনার্দ্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

বিষ্ণুর স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ব্বিষ হইয়া গেল, এই কারণে চ্যবন পাতালে নীত হইয়াও কোন ক্লেশ পাইলেন না ॥ ১৫

পাছে এই মহাতপস্বী ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ দেন, এই ভাবিয়া সেই দ্বিজিহ্ব সর্প দুঃখিত হইয়া সেই মুনিকে ছাড়িয়া দিল ॥ ১৬

মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্যাগণের নিকট পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর তিনিও দানবদিগের মনোহর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭

ধর্ম্মবৎসল দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ কোন সময় সেই ভৃগুনন্দনকে সেই পুরীমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ ১৮

দৈত্যপতি তখন সেই মুনিবরকে দর্শন করিয়া পূজা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! আপনি কি জন্য পাতালে আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন ॥ ১৯

হে দ্বিজোত্তম! দৈত্যবিদ্বেষী ইন্দ্র কি আমার রাজ্য দেখিবার নিমিত্ত আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন? তাহা আপনি সত্য বলুন ॥ ২০

চ্যবন কহিলেন—হে রাজন্! ইন্দ্রের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই যে, আমি তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার জন্য আপনার নগরীতে আগমন করিব ॥ ২১

হে দৈত্যেন্দ্র! আপনি আমাকে ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোন আশঙ্কা করিবেন না। আপনি আমাকে ভৃগুপুত্র ধর্ম্ম-পরায়ণ জ্ঞানচক্ষু চ্যবন বলিয়া জানিবেন ॥ ২২

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

ওরে প্রিয়তম স্বরূপহারা সন্তান। অভয়দান করাই ত আমার ব্রত। যে কেউ হোক না, সে যদি শরণাগত হয়, আমি তাকে বুকে তুলে নিয়ে আমার করে নিই। তুই একবার মাত্র "তোমার আমি" বলে জীবনে-মরণে নিশ্চিন্ত হয়ে যা।

যেদিন গুরু সেজে তোকে আমার নাম দিয়েছি, সেদিন ত আমি আত্মদানই করেছি, আমাকেই ত পেয়েছিস্। ওরে প্রিয়। কণ্ঠহার কণ্ঠেই আছে রে, আর বাইরে ছুটিস্ না। তোর হৃদয়কমলই আমার সুকোমল আসন। আমি সেখানে বসে প্রতিনিয়ত ডাকছি আয়, ফিরে আয়, আপন ঘরে ফিরে আয়।

শোন্ প্রিয়তম। নামই ভক্তি নামই ভাব, নামই প্রেম,"আমিই নাম নামই আমি" —নামরূপে আমাকে লাভ করেছিস্— আর ভয় নাই। নামই ধ্যেয়, নামই ধ্যান, নামই সাধ্য, নামই সাধন, নামই উপায়, নামই প্রাপ্য, নামই প্রাপক, নামই পূজ্য, নামই পূজা, নামই উপচার। দেখরে আমি পুলকমালা ভূষিত গলাপ্রাণ ভক্তের চোখের জল বড় ভালবাসি। তুই চোখের জলে, নাম উপাচারে পূজা করতে করতে নাম কর, নাম কর।

—মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ—

সাধন সমিতি
দিগসুই
হুগলী।

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ,
হুগলী।

বঙ্গ উড়িষ্যা মহামন্ত্র
সংকীর্তন মহামণ্ডল
জয়গুরু সম্প্রদায়
শ্রীমন্দির, নীলাচল আশ্রম
বালুসাহী, পুরীধাম।
১৪ই ভাদ্র, কৃষ্ণা তৃতীয়া
১৩৫৬

Chaitra 1384 B. S. Regd. No. W B NC-57 Sree Devibhagabat—5

Aryashastra

Mar.—April 1978

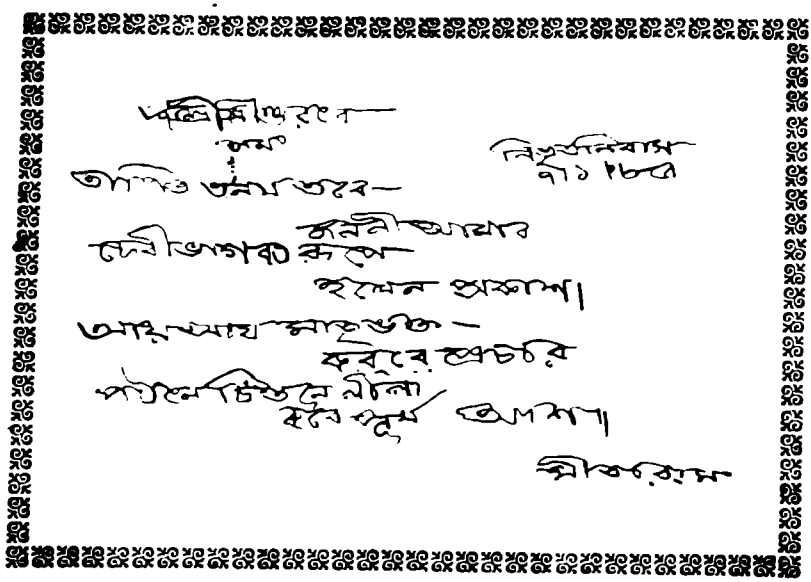

1 JUN '379

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি ডব্লিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ. পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

জয়গুরু

অভয় বাণী

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

প্রিয়তম!

আমি যে তোকে সতত ডাকৃচি রে! তোর রোগ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা অভাব দূর ক'রে তোকে পরমানন্দসাগরে চিরতরে নিমজ্জিত করবার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে 'আয়—আয়—আয়' বলে অনুক্ষণ আহ্বান করৃচি রে।

ওরে আমার আনন্দের দুলাল! আর আমায় ভুলে থাকিস না। ওরে প্রাণাধিক! সংসারতাপে মনোবেদনায় তুই একলা কাঁদিস্ না—আমিও তোর সঙ্গে কাঁদি, আয় বলি—তুই আমায় ডাক, তোর সকল দুঃখের অবসান ক'রে দোব দোব দোব। আমি যে জনমে-মরণে তোর প্রাণসম চিরসহচর, তোর হৃদয়-কমলই যে আমার নিত্য নিকেতন—তোর হৃদয় ছেড়ে আমি ক্ষণমাত্র থাকি না।

ডাক, ডাক—নাম কর্, নাম কর্। আমার নাম তোর ভিতর বা'র আলোকে পুলকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে—আমার নূপুর ও বংশীধ্বনি শুনতে তুই আমার দর্শন পাবি, আমাতে ডুবে যাবি। "আমি আছি, নামকারী আমায় দেখতে পায়, আমি ভক্তকে আত্মসাৎ করি" একথা ধ্রুব সত্য। কেবল নাম কর্, নাম কর্, নাম কর্। মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ—

উঠিতে বসিতে আর খাইতে শুইতে।
যে জপে নিয়ত নাম সে তরে তরিতে॥

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী

অখিল ভারত মহামন্ত্র
সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
শ্রীগোপালমঠ
পোঃ গোপালপুর, হুগলী।
২৯শে কার্ত্তিক সংক্রান্তি ১৩৬২

১৬শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৮৫ একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনীকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭,পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৫।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম
নক্তামেবাবভীর্ণোঽহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩
জাতোঽহমো নির্ব্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্মরণাদিব।
মুক্তোঽহং তেন নাগেন প্রভাবাৎ স্মরণস্য বৈ ॥ ২৪
অত্রাগতেন রাজেন্দ্র ময়াপ্তং তব দর্শনম্।
বিষ্ণুভক্তোঽসি দৈত্যেন্দ্র তত্তকং মাং বিচিন্তয় ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম।
পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭

চ্যবন উবাচ।

মনোবাক্কায়শুদ্ধানাং রাজংস্তীর্থং পদে পদে।
তথা মলিনচিত্তানাং গঙ্গাপি কীকটাধিকা ॥ ২৮
প্রথমং চেন্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জ্জিতম্।
তদা তীর্থানি সর্ব্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯
গঙ্গাতীরে হি সর্ব্বত্র বসন্তি নগরাণি চ।
ব্রজাশ্চৈবাকরা গ্রামাঃ সর্ব্বে শ্বেটাস্তথাপরে।
নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্ত্তানাং তথাপরে।
হূণবঙ্গখসানাঞ্চ ম্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ॥ ৩১
পিবন্তি সর্ব্বদা গাঙ্গং জলং ব্রহ্মোপমং সদা।
স্নানং কুর্ব্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ত্রিকালং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২
তত্রৈকোঽপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ।
কিং ফলং তর্হি তীর্থস্য বিষয়োপহতাত্মসু ॥ ৩৩
কারণং মন এবাত্র নান্যদ্ রাজন্ বিচিন্তয়।
মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্ত্তব্যা সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪
তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তত্রান্যবঞ্চনাৎ।
তত্রৈবাচরিতং পাপমনন্তায় প্রকল্পতে ॥ ৩৫
যথেন্দ্রবারুণং পক্কং মিষ্টং নৈবোপজায়তে।
ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটিস্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬

হে নৃপোত্তম! আমি স্নানার্থ নর্ম্মদার পবিত্রতীর্থে জলে অবতীর্ণ হইলে এক বিষধর মহাসর্প আসিয়া আমাকে গ্রহণ করিল ॥ ২৩

তখন আমি বিষ্ণুর স্মরণ করাতে সেই সর্প নির্ব্বিষ হইয়া যাইল এবং বিষ্ণুর স্মরণের প্রভাবে আমি সেই নাগ কর্ত্তৃক মুক্ত হইলাম ॥ ২৪

হে রাজেন্দ্র! তৎপরে আমি এখানে আসিয়া আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আপনি বিষ্ণুভক্ত, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাকে আপনি বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫

ব্যাসদেব কহিলেন—হিরণ্যকশিপুনন্দন প্রহ্লাদ তাঁহার সেই মধুর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬

হে মুনিসত্তম! ভূতলে, পাতালে ও আকাশে কতকগুলি তীর্থ আছে, তাহা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭

চ্যবন বলিলেন—হে রাজন্! যাঁহাদের বাক্য, শরীর ও মন পরিশুদ্ধ, তাঁহাদের পদে পদে-ই তীর্থ। যাহারা মলিনচিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও অপবিত্র কীকট দেশ অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট ॥ ২৮

প্রথমে মন যদি পবিত্র ও পাপবর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহাদের নিকট সকল তীর্থই পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ২৯

হে দৈত্যেন্দ্র! সেখানকার জনগণ সর্ব্বদা ইচ্ছামত ব্রহ্মতুল্য অতি পবিত্র গঙ্গাজল পান করেন এবং সেই গঙ্গাজলে ত্রিকাল স্নান করেন। কিন্তু হে মারিষ! তাহাদের মধ্যে একজনও পবিত্র হইতে পারে না; সুতরাং যাহাদের আত্মা বিষয় উপভোগে কলুষিত, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইবে? অতএব হে রাজন্! মনকেই একমাত্র শুদ্ধির কারণ বলিয়া জানিবে। যিনি শুদ্ধিলাভেচ্ছু, প্রথমে তাঁহার মন শুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন ॥ ৩২-৩৪

তীর্থবাসী মানুষ তীর্থস্থানে অপরকে বঞ্চনা করার জন্য মহাপাপী হইয়া থাকে। তীর্থস্থানে যে পাপ করা হয়, তাহা অক্ষয় অনন্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫

ইন্দ্র-বারুণ নামে এক প্রকার ফল আছে, তাহা যেমন সুপক্ক হইলেও মিষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহার মন শুদ্ধ নয়, সে তীর্থ জলে কোটিবার স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬

প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা শুভমিচ্ছতা।
শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৭
তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্যাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি।
অন্যথা তু কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮
হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গত্বা সদা ত্যজেৎ।
ভূতানুকম্পনং চৈব কর্ত্তব্যং কর্ম্মণা ধিয়া ॥ ৩৯
যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্।
প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্ ॥ ৪০
অন্যেষাং চৈব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে।
পাবনানি চ স্থানানি বহূনি নৃপসত্তম ॥ ৪১

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নৈমিষং গন্তুমুদ্যতঃ।
নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪২

প্রহ্লাদ উবাচ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোঽদ্য নৈমিষম্।
দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্ব্বে তে দানবাস্তদা।
তেনৈব সহ পাতালান্নির্যযুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৪
তে সমেত্য চ দৈত্যেন্দ্রা দানবাশ্চ মহাবলাঃ।
নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৪৫
প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈত্যৈঃ সমান্বিতঃ।
সরস্বতীং মহাপুণ্যাং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৬
তীর্থে তত্র নৃপশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
মনঃ প্রসন্নং সঞ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৭
বিধিবত্তত্র দৈত্যেন্দ্রঃ স্নানদানাদিকং শুভে।
চকারাতি প্রসন্নাত্মা তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৪৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদস্য তীর্থসমাগমো-নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

শুদ্ধেচ্ছু ব্যক্তির প্রথমেই মন শুদ্ধি করা প্রয়োজন। মন শুদ্ধ হইলে দ্রব্যশুদ্ধি; দ্রব্যশুদ্ধি হইলে আচারশুদ্ধি এবং আচারশুদ্ধি হইলেই তীর্থগমন সিদ্ধ হয়। অন্যথায় সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭-৩৮

তীর্থে যাইয়া নীচজাতির সংসর্গ একেবারেই ত্যাগ করিবে এবং কায়মনে প্রাণীর প্রতি দয়া করিবে। হে রাজেন্দ্র! আপনি যখন তীর্থবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তখন আমি অত্যুত্তম-তীর্থের কথা আপনার কাছে বলিব। হে নৃপোত্তম। নৈমিষারণ্যই তীর্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অতি পবিত্র। তৎপরে চক্রতীর্থ ও তৎপরে পুষ্করতীর্থ। ইহা ছাড়া এই ভূমণ্ডলে আরও অসংখ্য তীর্থ আছে এবং বহু পবিত্র স্থানসকল আছে ॥ ৩৯-৪১

ব্যাসদেব বলিলেন—রাজা প্রহ্লাদ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন এবং আনন্দচিত্তে দৈত্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন ॥ ৪২

প্রহ্লাদ বলিলেন—হে মহাভাগ দৈত্যগণ! তোমরা গাত্রোত্থান কর। আমরা অদ্য নৈমিষারণ্যে যাইব এবং সেখানে পীতবাসা পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতকে দর্শন করিব ॥ ৪৩

ব্যাসদেব বলিলেন—বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের এই বাক্য শুনিয়া মহাবল সকল দানবগণও পরমানন্দে তাঁহার সহিত পাতাল হইতে নির্গত হইলেন এবং নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া সেখানে স্নান করিলেন ॥ ৪৪-৪৫

দৈত্যগণসহ প্রহ্লাদ সেই তীর্থসমূহে বিচরণ করিতে করিতে অতি পবিত্রা নির্ম্মলসলিলা সরস্বতী নদীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৬

হে নৃপেন্দ্র! সেই সরস্বতীতীর্থে নির্ম্মল সরস্বতী জলে স্নান করিলেন। তাহাতে সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৭

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ অতি পবিত্র হইয়া পরম পবিত্র সেই তীর্থে যথাবিধি স্নান-দানাদি কার্য্য করিলেন ॥ ৪৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থসমাগমনামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পবিত্রতীর্থে বাণান্ দৃষ্ট্বা প্রহ্লাদস্য চিন্তা, ততো নর-নারায়ণয়োর্দর্শনম্, তাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্য বাক্যালাপঃ, নরেণ সহ তস্য যুদ্ধারম্ভঃ, তেন নরস্য ক্লান্তিলাভঃ, প্রহ্লাদেন সহ নারায়ণস্য সংগ্রামঃ, সংগ্রামস্থলে লক্ষ্মীপতেঃ বিষ্ণোরাগমনম্, তদ্বচসা যুদ্ধবিরতিশ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
ন্যগ্রোধং সুমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১

দদর্শ বাণানপরান্নানাজাতীয়কাংস্তদা
গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীব্রাঞ্ছিলাধৌতান্ মহোজ্জ্বলান্ ॥ ২

চিন্তয়ামাস মনসা কস্যেমে বিশিখাস্ত্বিহ।
ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩

এবং চিন্তয়তস্তানেন কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনী।
সমুন্নতজটাভারৌ দৃষ্টৌ ধর্ম্মসুতৌ তদা ॥ ৪

তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুষী লক্ষণান্বিতে।
শার্ঙ্গমাজগবঞ্চৈব তথাক্ষয্যৌ মহেষুধী ॥ ৫

ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নর-নারায়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মসুতৌ তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬

ক্রোধরক্তেক্ষণস্তৌ তু প্রোবাচাসুরপালকঃ।
কিং ভবদ্ভ্যাং সমারব্ধো দম্ভো ধর্ম্মবিনাশনঃ ॥ ৭

ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেঽস্মিন্ কদাপি হি।
তপশ্চরণং তীব্রং তথা চাপস্য ধারণম্ ॥ ৮

বিরোধোঽয়ং যুগে চান্তে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯

ক্ব জটাধারণং দেহে কেষুধী চ বিড়ম্বনৌ
ধর্ম্মস্যাচরণং যুক্তং যুবয়োর্দিব্যভাবয়োঃ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত।
কা তে চিন্তাত্র দৈত্যেন্দ্র বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১

সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্য হি।
আবাং কার্য্যদ্বয়ে মন্দ সমর্থৌ লোকবিশ্রুতৌ ॥ ১২

যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি।
গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকত্থসে ॥ ১৩

ব্রাহ্মং তেজো দুরারাধ্য ন ত্বং বেদ বিমোহিতঃ।
বিপ্রচর্চ্চা ন কর্ত্তব্যা প্রাণিভিঃ সুখমীপ্সুভিঃ ॥ ১৪

নবম অধ্যায়।

[পবিত্রতীর্থে বাণসকল দেখিয়া প্রহ্লাদের চিন্তা, তাহার পর নর-নারায়ণের দর্শনপ্রাপ্তি, তাঁহাদের সহিত প্রহ্লাদের বাক্যালাপ, নরের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ, সেই যুদ্ধে নরের ক্লান্তিলাভ, প্রহ্লাদের সহিত নারায়ণের সংগ্রাম, সংগ্রামস্থলে লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর আগমন এবং তাঁহার বাক্যে যুদ্ধবিরতি।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—হিরণ্যকশিপুনন্দন প্রহ্লাদ সেই পবিত্র তীর্থে তীর্থ-কার্য্যসম্পাদনে রত থাকিয়া সম্মুখে ঘনচ্ছায় একটী বটবৃক্ষ দেখিলেন এবং তাহাতে গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত শানিত তীক্ষ্ণ মহোজ্জ্বল নানা জাতীয় কতকগুলি বাণ দেখিতে পাইলেন। সেই বাণগুলি দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র তীর্থে ঋষিদিগের আশ্রমে কাহার এই বাণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে? ১-৩

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সম্মুখে দেখিলেন, ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক উন্নত জটাভারে শোভিত হইয়া তপস্যা করিতেছেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে লক্ষণান্বিত শার্ঙ্গ ও আজগব নামক দুই শুভ্র ধনু ও দুই অক্ষয় তূণীর রহিয়াছে। সেই ঋষিদ্বয় তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ক্রোধে আরক্ত চক্ষু হইয়া বলিলেন,—হে তপস্বিদ্বয়! আপনারা কি ধর্ম্মবিনাশকারী দম্ভ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? ৪-৭

এই সংসারে একসঙ্গে তপস্যাচরণ ও তীব্র ধনুর্ধারণ কখনই দেখি নাই বা শুনি নাই। সত্য যুগে এই রূপ ব্যবহার অসঙ্গত। কলিযুগে সঙ্গত হইতে পারে। তপস্যাচরণ ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত, তাহাতে ধনুর্ধারণ কিরূপে সঙ্গত হয়? কোথায় জটাধারণ, আর কোথায় বা তূণীর ধারণ রূপ বিড়ম্বনা! দেখিতেছি আপনারা দিব্য ভাবাপন্ন, অতএব আপনাদের একমনে ধর্ম্মাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত ॥ ৮-১০

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে ভরতবংশধর! মুনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের এই দুইজনের তপস্যা বিষয়ে তোমার বৃথা এত চিন্তা কি? ১১

সামর্থ্য থাকিলে যে যাহা করিবে, তাহার তাহাই সুসংগত হইবে। রে মূঢ়! আমরা দুই জনই তপস্যা ও ধনুর্ধারণ উভয় কার্য্যেই সমর্থ, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। ১২

আমাদের যুদ্ধ ও তপস্যা উভয় কার্য্যেই সামর্থ্য আছে, তাই আমরা করিতেছি। তুমি কি পুনরায় করিবে? যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও; বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ? ১৩

তুমি অত্যন্ত অজ্ঞান, সুতরাং সুদুর্লভ ব্রহ্মতেজ কিরূপে জানিতে পারিবে? যাহারা সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে চর্চ্চা করা উচিত নয় ॥ ১৪

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী স্থো মৃষা বাং গর্ব্বমোহিতৌ।
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্মসেতুপ্রবর্ত্তকে ॥ ১৫
ন যুক্তমেতত্তীর্থেঽস্মিন্ নধর্ম্মাচরণং পুনঃ।
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেঽস্তি দর্শয়াদ্য তপোধন ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্য নরস্তং প্রত্যুবাচ হ
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্দ্ধং যদি তে মতিরীদৃশী ॥ ১৭
অদ্য তে স্ফোটয়িষ্যামি মূর্দ্ধানমসুরাধম
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা
প্রহ্লাদো বলবানত্র প্রতিজ্ঞামারুরোহ সঃ ॥ ১৯
যেন কেনাপ্যুপায়েন জেষ্যামি তাবুভাবপি।
নর-নারায়ণৌ দান্তাবৃষী তপিসমন্বিতৌ ॥ ২০

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং দৈত্যঃ প্রতিগৃহ্য শরাসনম্।
আকৃষ্য ত্বরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১

নরোঽপি ধনুরাদায় শরাংস্তীব্রাঞ্জিলাশিতান্।
মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্থিব ॥ ২২
তান্ দৈত্যরাজস্তপনীয়পুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেতা।
সমীক্ষ্য ছিন্নাংশ্চ নরঃ স্বসৃষ্টা-
নন্যান্ মুমোচাশু রুষান্বিতো বৈ ॥ ২৩
দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-
শ্ছিত্ত্বা জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্।
নরোঽপি পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ
ক্রুদ্ধোঽহনদ্দৈত্যপতিং ভুজান্তে ॥২৪
সেন্দ্রাঃ সুরাস্তত্র ভয়োহি যুদ্ধং
দ্রষ্টুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ।
নরস্য বীর্য্যং যুধি সংস্থিতস্য
তে তুষ্টুবুঃ দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥২৫
ববর্ষ দৈত্যাধিপ আততাপঃ
শিলীমুখানম্বুধরো যথাপঃ।
গিরৌ নরে চাতিরুষান্বিতোঽসৌ
নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্ ॥ ২৬

প্রহ্লাদ কহিলেন—হে তপস্বিদ্বয়! তোমরা মন্দমতি বলিয়া বৃথা গর্ব্ববিমোহিত হইতেছ। ধর্মসেতুর প্রবর্ত্তক দৈত্যরাজ আমি উপস্থিত থাকিতে এই পবিত্র তীর্থভূমিতে তোমাদের অধর্মাচরণ করা উচিত নহে। হে তপোধন! তোমাদের কত শক্তি আছে, তাহা অদ্য যুদ্ধে দেখাও ॥ ১৫-১৬

ব্যাস কহিলেন,—তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নর উত্তর করিলেন। যদি তোমার এইরূপই বুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর। ১৭

হে অসুরাধম! অদ্য আমি তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তাহা হইলে আর কখনও তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইবে না ॥ ১৮

ব্যাস কহিলেন,—বলশালী দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়ে এই দান্ত ঋষি নর-নারায়ণ তপস্বিদ্বয়কে জয় করিব ॥ ১৯-২০

ব্যাস কহিলেন,—দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ এই কথা বলিয়া শরাসন (ধনু) গ্রহণ করিয়া সত্বর ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক জ্যা-শব্দ করিলেন ॥ ২১

হে ভূপাল! মুনিবর নরও কুপিত হইয়া ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের উপরে নিশিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদও স্বর্ণপুঙ্খ বাণসমূহ দ্বারা সত্বর সেই নরনিক্ষিপ্ত বাণসকল ছেদন করিতে লাগিলেন। ঋষিবর নরও নিজনিক্ষিপ্ত বাণসকল ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আরও বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

দৈত্যপতি তীব্র বেগশালী বাণ দ্বারা সেই বাণসমূহকেও ছেদন করিয়া সেই মুনীন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ বাণ দ্বারা দৈত্যপতির বাহুমূলে আঘাত করিলেন ॥ ২৪

ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাদের যুদ্ধ দেখিবার জন্য বিমানারোহণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে অবস্থান করত সেই যুদ্ধে কখনও নরের কখনও বা দৈত্যপতি প্রহ্লাদের বীর্য্য-প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

মেঘ যেরূপ পর্ব্বতের উপরে জল বর্ষণ করে, সেই দৈত্যপতি প্রহ্লাদ ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অতি ক্রোধে নরের উপরে সেইরূপ বাণ

গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ
নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব।
আদায় শার্ঙ্গং ধনুরপ্রমেয়ং
মুমোচ বাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭
বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্তু
জয়ৈষিণোঃ পার্থিব দেব-দৈত্যয়োঃ।
ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতাস্তে
পুষ্পাণি দিব্যানি প্রহৃষ্টচিত্তাঃ ॥ ২৮
চুকোপ দৈত্যাধিপতির্হরৌ স
মুমোচ বাণানতিতীব্রবেগান্।
চিচ্ছেদ তান্ ধর্মসুতঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্ধনুর্বিমুক্তৈর্বিশিখৈস্তদাসৌ ॥ ২৯
ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্মিভিঃ।
ববর্ষ সুস্থিতং বীরং ধর্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০
নারায়ণোঽপি তং বেগাদ্যুক্তৈর্বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ।
তুতোদাভীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১

সন্নিপাতোঽভবত্তত্র দিদৃক্ষূণাং বভূব হ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্বতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২
উভয়োঃ শরবর্ষেণ চ্ছাদিতে গগনে তদা।
দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩
ঊচুঃ পরস্পরং দেবা দৈত্যাশ্চাতীব বিস্মিতাঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ত্ততেঽদ্য সুদারুণম্ ॥ ৩৪
দেবর্ষয়োঽথ গন্ধর্ব্বা যক্ষ-কিন্নর-পন্নগাঃ।
বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনী।
নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা ॥ ৩৬
তারকাসুরযুদ্ধঞ্চ তথা বৃত্রাসুরস্য চ
মধু-কৈটভয়োর্যুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭
প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ।
করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্ভুতকর্মণা ॥ ৩৮

ব্যাস উবাচ

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
চক্রতুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্য-তাপসৌ ॥ ৩৯

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই সময় নরমুনি অতিশয় বাণবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

তখন নরকে ক্লান্ত দেখিয়া নারায়ণ সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং অপ্রমেয় শার্ঙ্গধনু ধারণ পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

হে পার্থিব। তখন পরস্পর জয়াভিলাষী সেই দেব ও দৈত্যের ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আকাশমার্গে অবস্থিত দেব-গন্ধর্ব্বাদিগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদের উপরে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২৮

সেই দৈত্যপতি প্রহ্লাদ নারায়ণের উপরে কুপিত হইলেন এবং অতি তীব্রবেগী বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধর্মপুত্রও ধনুর্যুক্ত অতি সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তদীয় বাণসকল ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

তাহার পরে প্রহ্লাদও সুশানিত বাণ দ্বারা বীর ধর্মপুত্র সনাতন নারায়ণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

নারায়ণও বেগযুক্ত শিলা-শানিত বাণদ্বারা সম্মুখবর্ত্তী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে সাতিশয় ব্যথিত করিলেন ॥ ৩১

বহুতর দেব-দৈত্যগণ সেই যুদ্ধ দেখিবার জন্য আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

তখন আকাশ উভয়ের শরবর্ষণে আচ্ছন্ন হওয়াতে দিন ও রাত্রির ন্যায় গাঢ় অন্ধকারময় হইয়া উঠিল ॥ ৩৩

দেব ও দৈত্যগণ সেই যুদ্ধ দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—অদ্য যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এইরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে কোথাও দৃষ্ট হয় নাই ॥ ৩৪

দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৫

সেই যুদ্ধ দেখিবার জন্য পর্ব্বত ও নারদ মুনি সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারদ পর্ব্বতকে বলিলেন এইরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই ॥ ৩৬

পূর্ব্বে যে তারকাসুরের যুদ্ধ, বৃত্রাসুরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধ হইয়াছিল—তাহাও এরূপ নহে ॥ ৩৭

প্রহ্লাদ সাতিশয় বলবান্ বীর; কারণ, অদ্ভুতকর্মা সিদ্ধপুরুষ নারায়ণের সহিত সমান যুদ্ধ করিতেছে ॥ ৩৮

ব্যাস কহিলেন,—তখন সেই দৈত্য ও তপস্বী দিবারাত্র পুনঃ পুনঃ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্য শরাসনম্
তরসৈকেন বাণেন স চান্যদ্ধনুরাদদে ॥ ৪০
নারায়ণস্তু তরসা মুক্ত্বান্যচ্চ শিলীমুখম্ ।
তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১
ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুরন্যৎ সমাদদে ।
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রঃ পরিঘং তু সমাদদে ।
জঘান ধর্মজং তূর্ণং বাহ্বোর্মধ্যেঽতিকোপনঃ ॥৪৩
তমায়ান্তং স বলবান্ মার্গণৈর্নবভির্মুনিঃ ।
চিচ্ছেদ পরিঘং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪
গদামাদায় দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বায়সময়ীং দৃঢ়াম্ ।
জানুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুষা ॥ ৪৫
গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ ।
ধর্মপুত্রোঽতিবলবান্ মুমোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬
গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতের্দৃঢ়াম্ ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥৪৭

স তু শক্তিং সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা ।
চিক্ষেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্নারায়ণোরসি ॥ ৪৮
তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া ।
সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯
দিব্যবর্ষসহস্রং তু তদ্ যুদ্ধং পরমং তয়োঃ ।
জাতং বিস্ময়দং রাজন্ সর্ব্বেষাং তত্র চাশ্রমে ॥ ৫০
তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ।
প্রহ্লাদস্যাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ ।
চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথাঙ্গ-গদ-পদ্মভৃৎ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫২

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেব দেব জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ।
কথং ন জিতবানাজাবহমেতৌ তপস্বিনৌ ॥ ৫৩
সংগ্রামস্তু ময়া দেব কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।
সুরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৫৪

নারায়ণ বেগের সহিত এক বাণে প্রহ্লাদের শরাসন ছিন্ন করিয়া দিলেন। প্রহ্লাদও আর একটি শরাসন গ্রহণ করিলেন ॥ ৪০

ক্ষিপ্রহস্ত নারায়ণ অন্য একটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই ধনুরও মধ্যভাগ ছেদন করিলেন ॥ ৪১

এইরূপে বারংবার ধনু ছিন্ন হইতে থাকিলে প্রহ্লাদও অন্য ধনু গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণও কুপিত হইয়া সত্বর বাণদ্বারা তাহা ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

এইরূপে সমস্ত ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যেন্দ্র পরিঘ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া নারায়ণের বাহুদ্বয়ের মধ্যে সেই পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৩

বলবান্ নারায়ণ মুনি সেই পরিঘ অস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া সত্বর নয়টী বাণদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন এবং দশটী বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে তাড়িত করিলেন ॥ ৪৪

অনন্তর প্রহ্লাদ লৌহময়ী সুদৃঢ় গদা লইয়া ক্রোধে নারায়ণের জানুদেশে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৫

অতি বলবান্ ধর্ম-পুত্রও সেই গদাপ্রহারে পর্ব্বতের ন্যায় অচল থাকিয়া সুস্থির চিত্তে সত্বর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৪৬

ভগবান্ সেই দৈত্যপতির গদা ছেদন করিয়া দিলেন। আকাশস্থিত দর্শকগণ সেই গদাচ্ছেদন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৪৭

তৎপর পরবীরহা প্রহ্লাদ ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তি লইয়া বেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে সবলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮

নারায়ণ সেই শক্তি আসিতে দেখিয়া এক বাণদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহা সপ্ত খণ্ড করিলেন এবং সপ্তবাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৯

হে রাজন্! এইরূপে সেই আশ্রমে তাঁহাদের দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া বিস্ময়প্রদ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫০

তখন পীতবস্ত্র পরিধারী চতুর্ভুজ গদাধর সেই প্রহ্লাদের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন। হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রমাকান্ত বিষ্ণুকে তথায় আগত দেখিয়া সাতিশয় ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫২

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! হে ভক্তবৎসল মাধব! আমি দিব্য শত বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলাম। হে দেব! তথাপি আমি এই তপস্বিদ্বয়কে যুদ্ধে জয় করিতে পারিলাম না কেন? এবিষয়ে আমার অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৩-৫৪

বিষ্ণুরুবাচ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কুত্র মারিষ।
তাপসৌ ন জিতাত্মানৌ নর-নারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫
গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ কুরু ভক্তিং মমাচলাম্।
নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে ॥ ৫৬

বিষ্ণু কহিলেন,—হে জ্ঞানিপ্রবর! জিতাত্মা এই নর ও নারায়ণনামক তপস্বিদ্বয় আমার অংশসম্ভূত। এই কারণেই ইঁহাদিগকে জয় করিতে পার নাই। ইহাতে আর বিস্ময় কি আছে? ৫৫

হে রাজন্! তুমি পাতালে গমন কর। আমার উপরে অচলা ভক্তি রাখ। হে মহামতে! তুমি এই তপস্বিদ্বয়ের সহিত আর বিরোধ করিও না ॥ ৫৬

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তো দৈত্যরাজো নির্যযাববসুরৈঃ সহ।
নর-নারায়ণৌ ভূয়স্তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৭

ব্যাস বলিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ আদেশ করিলে অসুররাজ প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন। সেই নর ও নারায়ণ পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে নর-নারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্য সমরবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে নর-নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের সমরবর্ণনানামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[নর-নারায়ণয়োর্যুদ্ধবিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, তদুত্তররূপেণ ব্যাসকর্তৃকং ত্রিবিধাহঙ্কারবর্ণনম্, বিষ্ণুং 'প্রতি ভৃগুমুনেঃ শাপকথনম্', দেবৈঃ সহ যুদ্ধে প্রহ্লাদস্য পরাজয়ঃ, বলে রাজ্যলাভঃ, দেবৈঃ সহ যুদ্ধম্, রাজ্যচ্যুতিশ্চ, পরাজিতানাং দৈত্যানাং শুক্রাচার্য্যস্য শরণগ্রহণঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহানত্র পারাশর্য্য কথানকে।
নর-নারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১
তীর্থাশ্রয়ৌ সত্ত্বযুক্তৌ বন্যাশনপরৌ সদা।
ধর্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্ত্বসংস্থিতৌ ॥ ২
কথং রাগসমাযুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরস্পরম্।
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্ত্বা তপিমনুত্তমম্ ॥ ৩
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যাবর্ষশতং কিল।
হিত্বা শান্তিসুখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং মুনী ॥ ৪

দশম অধ্যায়।

[নর-নারায়ণের যুদ্ধবিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন, তাহার উত্তররূপে ব্যাস কর্তৃক ত্রিবিধ অহঙ্কার বর্ণন, বিষ্ণুর প্রতি ভৃগু মুনির শাপ কথন, দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রহ্লাদের পরাজয়, বলির রাজ্যলাভ, দেবগণের সহিত যুদ্ধ ও রাজ্যচ্যুতি এবং পরাজিত দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্যের শরণ গ্রহণ।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে পরাশরপুত্র! আপনার কথিত এই উপাখ্যানে আমার সাতিশয় সন্দেহ রহিয়াছে। এই তপস্বী নর ও নারায়ণ শান্ত, বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, তীর্থাশ্রয়, মহাত্মা, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, বনজাত ফলাহারী এবং ধর্মপুত্র হইয়া কি কারণে এইরূপ যুদ্ধে অনুরাগী হইলেন? কি হেতু বা তাঁহারা অনুত্তম তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? ১-৩

এই মুনিদ্বয় শান্তিসুখ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য শত বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন কেন? ৪

কথং তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং মুনী।
কথয়স্ব মহাভাগ কারণং বিগ্রহস্য বৈ ॥ ৫
কামিনী কনকং কার্য্যং কারণং বিগ্রহস্য বৈ
যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬
তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাঞ্চ কেন হেতুনা।
মোক্ষার্থং সুখভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরন্তপ ॥ ৭
কৃতমত্যুৎকটং তাভ্যাং তপঃ সর্ব্বফলপ্রদম্।
মুনিভ্যাং শান্তচিত্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্ভুতম্ ॥ ৮
তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃ পুনঃ।
দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং শ্রমেণ পরিপীড়িতৌ ॥ ৯

হে মহাভাগ! এই দুই মুনি নর ও নারায়ণ কেন প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন? আপনি তাঁহাদের এইরূপ যুদ্ধ করিবার কারণ আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৫

কামিনী, কাঞ্চন বা কোন বৈষয়িক কার্য্য যুদ্ধের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এই সব বিষয় হইতে বিরাগী, তবে তাঁহাদের এইরূপ যুদ্ধ করিবার বুদ্ধি হইল কেন? ৬

হে পরন্তপ! তাঁহারা কি জন্য তাদৃশ কঠোর তপস্যা করিলেন? তাহা কি মোক্ষার্থ? সুখ-ভোগার্থ? কিংবা স্বর্গ-ভোগার্থ? ৭

সেই মুনিদ্বয় শান্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বফলপ্রদ কঠোর তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাহার কি অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮

তাঁহাদের শরীর একে ত' তপস্যায় জীর্ণ শীর্ণ, তাহার উপরে এইরূপ দিব্য শত বর্ষ ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন, ইহাতে তাঁহারা কি পরিশ্রমে পীড়িত হন নাই? ৯

ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ।
কিমর্থন্তু কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০
নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্য্যাদ্ যুদ্ধমীদৃশম্।
দুঃখদং সর্ব্বথা দেহে জানন্ ধর্মং সনাতনম্ ॥ ১১
সুবুদ্ধিঃ সুখদানীহ কর্মাণি কুরুতে সদা।
ন দুঃখদানি ধর্মজ্ঞ স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২
ধর্মপুত্রৌ হরেরংশৌ সর্ব্বজ্ঞৌ সর্ব্বভূষিতৌ
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং দুঃখং ধর্ম্মবিনাশকম্ ॥ ১৩
ত্যক্ত্বা তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্।
সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ নৈব মূর্খোঽপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪
শ্রুতো ময়া যযাতিস্তু চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ
অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫
যজ্ঞকৃদ্দানকর্ত্তা চ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
শব্দোচ্চারণমাত্রেণ পাতিতে বজ্রপাণিনা ॥ ১৬
অহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ।
কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মুনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭

ব্যাস উবাচ।

রাজন্ সংসারমূলং হি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
অহঙ্কারস্তু সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮
স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভৃতা কিল।
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯
তপোদানং তথা যজ্ঞাঃ সাত্ত্বিকাৎ প্রভবন্তি তে।
রাজসাদ্ বা মহাভাগ তামসাৎ ফলহস্তথা ॥ ২০
ক্রিয়া স্বল্পাপি রাজেন্দ্র নাহঙ্কারং বিনা ক্বচিৎ।
শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যাপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১
অহঙ্কারাদ্ বন্ধকারী নান্যোঽস্তি জগতীতলে।
তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২
ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারবৃতাত্মনঃ।
অন্যেষাঞ্চৈব কা কর্ত্তা মুনীনাং বসুধাধিপ ॥ ২৩
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমত্যেতদ্ চরাচরম্।
পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্ব্বং কর্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪

তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ, ধনলাভার্থ বা স্ত্রীলাভের নিমিত্ত অথবা গৃহলাভের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন নাই। তবে কি জন্য তাঁহারা মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন? ১০

নিরীহ পুরুষ সনাতন ধর্ম অবগত হইয়াও এবং সর্ব্বথা দেহে দুঃখদায়ক জানিয়াও কি কারণে এইরূপ যুদ্ধ করিবেন? ১১

হে ধর্মজ্ঞ। সুবুদ্ধি ব্যক্তি সদা সুখপ্রদ কার্য্য করিয়া থাকেন, কখনও দুঃখপ্রদ কার্য্য করেন না, ইহাই সনাতন নিয়ম। ১২

সেই ধর্ম-পুত্রদ্বয় হরির অংশসম্ভূত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগুণভূষিত হইয়াও কি কারণে এইরূপ ধর্মবিনাশী দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন? ১৩

হে দ্বৈপায়ন। মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখময় মহাফলপ্রদ তপস্যা সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। ১৪

আমি শুনিয়াছি যে, রাজা যযাতি যজ্ঞ ও দানাদি ধর্মকর্ম করিয়াও অহঙ্কার-জনিত পাপে স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। ১৫

সেই রাজা "আমি যজ্ঞ ও দান করিয়াছি" এই শব্দ উচ্চারণ করাতে বজ্রপাণি ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিয়াছিলেন। ১৬

অহঙ্কার ব্যতিরেকে কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত। তদ্ভিন্ন ব্যক্তির তাদৃশ যুদ্ধে পুণ্যবিনাশ ভিন্ন আর কি ফল হইয়াছে? ১৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ধর্মবিষয়ে নিশ্চিত বুদ্ধি, সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ অহঙ্কারকে সংসারের মূলীভূত কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৮

দেহধারী তপস্বী কিরূপে সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন? কারণ ব্যতীত কোনও কার্য্য হয় না—ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। ১৯

হে মহাভাগ! সাত্ত্বিক ও রাজসিক অহঙ্কার হইতে তপস্যা, দান ও যজ্ঞ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২০

হে রাজেন্দ্র! এই জগতে অহঙ্কার ব্যতীত কোনও অল্প ক্রিয়াও সাধিত হয় না এবং শুভ বা অশুভ কোন কার্য্য কোথাও হয় না। ২১

এই জগতে অহঙ্কার অপেক্ষা বন্ধনকারী আর কিছুই নাই। এই দৃশ্যমান বিশ্বও অহঙ্কার দ্বারা রচিত, সুতরাং ইহা কিরূপে অহঙ্কারশূন্য হইবে? ২২

হে বসুধাধিপ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারাও অহঙ্কারের বশীভূত। অন্য মুনিগণের ত' কথাই নাই। ২৩

এই চরাচর বিশ্ব অহঙ্কার কর্তৃক আবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু, সমস্তই কর্ম্মের অনুগামী। ২৪

দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং সংসারেঽস্মিন্ মহীপতে।
রথাঙ্গবদসর্ব্বার্থং ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫
বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্।
বিততেঽস্মিংস্তু সংসারে উত্তমাধমযোনিষু ॥ ২৬
নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্যং বপুরুপাশ্রিতঃ।
কামঠং শৌকরং চৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭
যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিবস্তিতঃ ॥ ২৮
বৈবস্বতে মহারাজ সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ।
মন্বন্তরেঽবতারান্ বৈ চক্রে তান্ শৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৯
ভৃগুশাপান্মহারাজ বিষ্ণুর্দেববরঃ প্রভুঃ।
অবতারাননেকাংস্তু কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০

রাজোবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ হৃদয়ে মম জায়তে।
ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ ॥ ৩১
হরিণা চ মুনেস্তস্য বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে।
যত্রোষাদ্ ভৃগুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ভৃগোঃ শাপস্য কারণম্।
পুরা কশ্যপদায়াদো হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ ॥ ৩৩
যদা তদা সুরৈঃ সার্দ্ধং কৃতং সংখ্যং পরস্পরম্।
কৃতে সঙ্খ্যে জগৎ সর্ব্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪
হতে তস্মিন্ নৃপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত।
দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥ ৩৫
সংগ্রামো দ্রুভবদ্‌ঘোরঃ শক্র-প্রহ্লাদয়োস্তদা।
পূর্ণং বর্ষশতং রাজন্লোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬
দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং ঘোরং প্রহ্লাদস্য পরাজিতঃ।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ৩৭
বিরোচনসুতং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ।
জগাম স তপস্তপ্তুং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮
প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ সুরৈর্বৈরং চকার হ।
ততঃ পরস্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯

হে মহীপতে। এই সংসারে দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণ অহঙ্কারবশে রথচক্রের ন্যায় সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫

এই সংসারে অহঙ্কারহেতু উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান্ বিষ্ণুরই বা কতবার যে অবতার হইয়াছে, কোন্ মানুষ তাহার সংখ্যা করিতে পারে ? ২৬

সাক্ষাৎ নারায়ণ হরি অহঙ্কারনিবন্ধন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ ও বামনরূপ ধারণ করিয়াছেন। ২৭

জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন প্রতি যুগে বিধির নিয়মানুসারে অসংখ্য বার অবতীর্ণ হইতেছেন। ২৮

হে মহারাজ। বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে ভগবান্ হরির যে সমস্ত অবতার হইয়াছিল, তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৯

হে মহারাজ। অখিলেশ্বর দেবশ্রেষ্ঠ প্রভু বিষ্ণু ভৃগুমুনির শাপে অনেকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০

রাজা কহিলেন,—হে মহাভাগ পিতামহ। ভৃগুমুনি কি জন্য ভগবান্ বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় হইতেছে ॥ ৩১

হে মুনে। ভগবান্ হরি সেই ভৃগুমুনির কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন যে, ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবমান্য বিষ্ণুকেও অভিশাপ দিলেন ? ৩২

ব্যাসদেব বলিলেন,—ভৃগুমুনি কি জন্য অভিশাপ দিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি কশ্যপের পুত্র ॥৩৩

তিনি যখন তখন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তাঁহাদের সেই ঘোর যুদ্ধে সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হইত ॥ ৩৪

সেই রাজা হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে তদীয় পুত্র প্রহ্লাদ রাজা হইলেন। সেই শত্রুকর্ষণ রাজা প্রহ্লাদও দেবতাগণের উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

হে রাজন্। পূর্ণ শত বৎসর ধরিয়া সেই প্রহ্লাদের সহিত ইন্দ্রের ঘোরতর অতি অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৬

সেই ভীষণ যুদ্ধে দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়া প্রহ্লাদ সনাতন ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া সাতিশয় নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭

হে নৃপ। তাহার পর তিনি বিরোচন-পুত্র বলিকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন ॥ ৩৮

এদিকে শ্রীমান্ বলি রাজ্য পাইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দেবগণের সহিত বলির ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩৯

ততঃ সুরৈর্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা।
বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যাভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ॥ ৪০
ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য শরণং গতাঃ।
কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥৪১
স্থাতুং ন শক্নুমো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্।
যদি ত্বং ন সহায়োঽসি ত্রাতুং মন্ত্রবিদুত্তম ॥ ৪২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীদ্দৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন ভোঽসুরাঃ ॥ ৪৩
মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি।
করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪

ব্যাস উবাচ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য সংশ্রয়াৎ।
দৈবৈঃ শ্রুতস্তু বৃত্তান্তঃ সর্ব্বৈশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫

নৃপ! সেই যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যদিগকে জয় করিলেন এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সাহায্যে তাহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন।৪০

তাহার পর পরাজিত দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রতাপশালী হইয়া আমাদের সাহায্য করিতেছেন না কেন? ৪১

আপনি মন্ত্রবিদ্‌গণেরউত্তম হইয়াও যদি আমাদের সহায়ক না হন, তাহা হইলে আমরা এখানে থাকিতে পারিব না, রসাতলে চলিয়া যাইব। ৪২

ব্যাসদেব বলিলেন—দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর দয়াময় মুনিবর শুক্র তাহাদিগকে বলিলেন,—অসুরগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করিব। ৪৩

আমি মন্ত্র ও ওষধিবলে তোমাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিব। তোমরা বিজ্বর হইয়া উৎসাহসহকারে স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাক। ৪৪

ব্যাস কহিলেন—অনন্তর দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের আশ্রয় পাইয়া নির্ভয় হইল। দেবগণও চরমুখে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে

তত্র সম্মন্ত্র্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরস্পরম্।
মন্ত্রং চক্রুঃ সুসংবিগ্নাঃ কাব্যমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬
যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ।
প্রসহ্য হত্বা শিষ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭
দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংরুষ্টাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
জঘ্নুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণোদিতাঃ ॥ ৪৮
বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্ত্রস্তা ভয়পীড়িতাঃ।
কাব্যস্য শরণং জগ্মুর্ রক্ষ রক্ষেতি চাব্রুবন্ ॥ ৪৯
তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্ মহাবলান্।
মা ভৈষ্টেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধিবলাদ্ বিভুঃ ॥
দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযযুঃ কিল ॥৫০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপস্য প্রশ্নবীজকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

পাইলেন ॥ ৪৫

শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রবলের বিষয় অবগত হইয়া দেবগণ সাতিশয় ভয় পাইয়া ইন্দ্রের সহিত পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন ॥৪৬

যে যাবৎ এই দৈত্যগণ আমাদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট না করে, তাহার মধ্যেই অবিলম্বে আমরা যুদ্ধ করিতে যাই এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া হতাবশিষ্ট দৈত্যগণকে পাতালে পাঠাইয়া দিই ॥ ৪৭

তৎপরে দেবগণ বিষ্ণুর পরামর্শে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্র-পাণি হইয়া ক্রোধভরে দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৮

তাঁহারা এইভাবে দৈত্যগণকে বধ করিতে থাকিলে দৈত্যগণ সাতিশয় ভীত হইয়া "রক্ষা করুন রক্ষা করুন" এই বলিয়া শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইল ॥৪৯

বিভু শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্ত্তৃক পীড়িত দেখিয়া মন্ত্রৌষধি বলে "ভীত হইও না ভীত হইও না" এইরূপ বলিতে লাগিলেন। দেবগণ সেই শুক্রাচার্য্যকে দেখিয়া দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৫০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগু-শাপের প্রশ্নবীজকথন নামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পরাজিতানাং দৈত্যানাং সমীপে কাব্যস্য পরাজয়কারণবর্ণনম্, মন্ত্রবিদ্যালাভায় কাব্যস্য মহাদেবসমীপে গমনম্, শঙ্করস্য তস্মৈ কঠোরতরং তপঃ কর্ত্তুমুপদেশঃ, শুক্রাচার্য্যস্য কঠোরতরতপস্যারম্ভঃ, দেব-দৈত্যানাং সন্ধিস্থাপনম্, শুক্রাচার্য্যস্য তপস্যায়াঃ কারণং বিদিত্বা দৈত্যান্ হন্তুং দেবানাং প্রয়াসঃ, দৈত্যানাং শুক্রমাতুঃ শরণগ্রহণম্, শুক্রমাত্রা দেবানাং নিদ্রাভিভূতানাং সম্পাদনম্, বিষ্ণুনা শুক্রমাতুঃ শিরশ্ছেদশ্চ ।]

ব্যাস উবাচ ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রত্যুবাচ হ ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বমুক্তং যৎ শৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ ॥ ১
বিষ্ণুর্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দ্দনঃ ।
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ।
তথা সর্ব্বান্ কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৩
নমে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্ ।
জেতুং যূয়ং সমর্থাঃ স্থ ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ ॥ ৪
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিয়ন্তং দানবোত্তমাঃ ।
অহমদ্য মহাদেবং মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫
প্রাপ্য মন্ত্রান্ মহাদেবাদাগমিষ্যামি সাম্প্রতম্ ।
যুষ্মভ্যং তান্ প্রদাস্যামি যথার্থং দানবোত্তমাঃ ॥ ৬

দৈত্যা উচুঃ ।

পরাজিতাঃ কথং স্থাতুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম ।
শক্তা ভবামোঽপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭
নিহতা বলিনঃ সর্ব্বে কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ ।
নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্থাতুমেবং সুখাবহাঃ ॥ ৮

শুক্র উবাচ ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ ।
তাবদ্ ভবদ্ভিঃ স্থাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমন্বিতৈঃ ॥ ৯
সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ সময়োচিতাঃ ।
দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্ঞাত্বা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০
সেবাথ সময়ে কার্য্যা শত্রূণাং শুভকাম্যয়া ।
স্বশক্ত্যুপচয়ে কালে হন্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১
তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূর্ব্বং ছলেন বৈ ।
তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১২
প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ ।
যুধ্যামহে পুনর্দেবান্ মন্ত্রমাস্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ
মহাদেবং মহারাজ মন্ত্রার্থং মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪

একাদশ অধ্যায় ।

[পরাজিত দৈত্যগণের নিকট শুক্রাচার্য্যের পরাজয়কারণবর্ণন, মন্ত্র বিদ্যালাভের জন্য শুক্রাচার্য্যের মহাদেবের নিকট গমন, শঙ্কর কর্ত্তৃক তাঁহাকে কঠোরতর তপস্যা করিবার উপদেশ, শুক্রাচার্য্যের কঠোর তপস্যারম্ভ, দেব-দৈত্যগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপন, শুক্রাচার্য্যের তপস্যার কারণ জানিতে পারিয়া দৈত্যদিগকে বধ করিতে দেবগণের প্রয়াস, দৈত্যদিগের শুক্রমাতার শরণ গ্রহণ, শুক্রমাতা কর্ত্তৃক দেবগণকে নিদ্রাভিভূতকরণ এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক শুক্রমাতার শিরশ্ছেদ ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—দেবগণ সমর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে পর শুক্রাচার্য্য দানবগণকে বলিলেন—হে দানবপ্রবরগণ ! ব্রহ্মা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।১

পূর্ব্বে জনার্দ্দন বিষ্ণু যেরূপ বরাহ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে বধ করিবেন । ২

যেরূপে নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উৎসাহসহকারে তিনি সমস্ত অসুরগণকে বধ করিবেন, ইহার অন্যথা হইবে না । ৩

এক্ষণে আমার সেইরূপ মন্ত্রবল নাই, যাহাতে তোমরা আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া হরিকে ও দেবগণকে জয় করিতে পারিবে । ৪

অতএব দৈত্যেন্দ্রগণ ! তোমরা কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর । আমি অদ্যই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য দেবদেব মহাদেবের নিকট গমন করিব ॥ ৫

আমি এখন মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া আসিতেছি । হে দানবোত্তমগণ ! আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া তাহা তোমাদিগকে নিশ্চয়ই দিব ॥ ৬

দৈত্যগণ বলিল—হে মুনিসত্তম ! আমরা পরাজিত হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছি, অতএব ভূতলে থাকিয়া কিরূপে তাবৎকাল প্রতীক্ষা করিতে সমর্থ হইব ? ৭

বলবান্ দানবসকল নিহত হইয়াছে । যে কয়জন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাদের এক্ষণে সংগ্রামে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৮

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আমি শঙ্করের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া যে পর্য্যন্ত না আসি, সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে শান্তিশীল তপস্বী হইয়া থাকিতে হইবে ॥ ৯

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বীরগণ দেশ, কাল এবং বল জানিয়া সময়মত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায় প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০

নিজের দুঃসময় উপস্থিত হইলে হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শত্রুদিগের সেবা করিবে । আবার যখন নিজ শক্তির উপচয় হইবে, তখন তাহাদিগকে বিনাশ করিতে যত্ন করিবে ॥ ১১

অতএব সম্প্রতি তোমরা ছল পূর্ব্বক বিনীতভাবে সাম অবলম্বন করিয়া আমার প্রতীক্ষায় স্ব স্ব গৃহে অবস্থান কর ॥ ১২

হে দানবগণ ! মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া

দানবাঃ প্রেষয়ামাসুঃ প্রহ্লাদং সুরসন্নিধৌ।
সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫
প্রহ্লাদস্তু সুরান্ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ
অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নম্রভাষিতম্ ॥ ১৬
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্ব্বে নিঃসন্নাহাস্তথৈব চ।
দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃত্য বল্কলৈর্বৃতাঃ ॥১৭
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহৃতস্য তৎ।
ততো দেবা ন্যবর্ত্তন্ত বিজয়া মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮
ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ।
বিশ্রব্ধাঃ স্বগৃহান্ গত্বা ক্রীড়াসক্তাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯
দৈত্যা দত্তং সমালম্ব্য তাপসাস্তপি সংবৃতাঃ।
কশ্যপস্যাশ্রমে বাসং চক্রুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০
কাব্যো গত্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ।
উবাচ বিভুনা পৃষ্টঃ কিং তে কার্য্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১

শুক্র উবাচ

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ।
পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩
সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মন্ত্রার্থমিহ সাম্প্রতম্।
প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তস্যাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥২৪
রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঞ্চিন্ত্য শঙ্করঃ।
দুষ্করং ব্রতমত্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫
পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু কণধূমমবাক্‌শিরাঃ।
যদি পাস্যসি ভদ্রং তে ততো মন্ত্রানবাপ্স্যসি ॥ ২৬
ইত্যুক্তোঽসৌ প্রণম্যেশং বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ বচঃ।
ব্রতং চরাম্যহং দেব ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ॥ ২৭

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমম্।
ধূমপানরতঃ শান্তো মন্ত্রার্থকৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮
ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা।
দৈত্যান্ দস্তরতাংশ্চৈব বভূবুর্মন্ত্রতৎপরাঃ ॥ ২৯

আসিলে, সেই মন্ত্রবলে পুনর্বার দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। ১৩

হে মহারাজ! শুক্র চার্য্য এইরূপ বলিয়া মন্ত্রানয়নের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ১৪

এদিকে দানবেরা দেবগণের বিশ্বাসী সত্যবাদী স্থিরমতি প্রহ্লাদকে দেবতাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ১৫

রাজা প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত তথায় বিনীতভাবে দেবগণকে এই নম্রতাযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১৬

হে দেবগণ! আমরা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, যুদ্ধ করিতে আর উদ্যোগী হইতেছি না। এক্ষণ আমরা বল্কল পরিধান পূর্ব্বক তপস্যা করিব ॥ ১৭

দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং সংগ্রামজনিত ক্লেশ বিদূরিত হওয়ায় আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮

দৈত্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করত বিশ্বস্তচিত্তে আমোদ-প্রমোদরত হইলেন ॥ ১৯

দৈত্যগণ দম্ভ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্বী হইয়া শুক্রাচার্য্যের আগমন প্রতীক্ষায় কশ্যপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন ॥২০

এদিকে শুক্রাচার্য্য কৈলাসে গিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলে "তুমি কি করিতে আসিয়াছ" সেই প্রভু ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২১

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে দেব! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকটে নাই, দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের জন্য সেই সকল মন্ত্র লইতে ইচ্ছা করি ॥ ২২

ব্যাসদেব বলিলেন,—মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সম্প্রতি কর্ত্তব্য কি, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

তৎপরে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দৈত্যগুরু শুক্র দৈত্যগণকে বিজয়ী করিবার জন্য দেবগণের প্রতি বিদ্রোহবুদ্ধিতে আমার নিকট আসিয়াছে ॥ ২৪

কিন্তু দেবগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া মহাদেব শুক্রাচার্য্যকে অতি কঠোর দুঃসাধ্য তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন ॥ ২৫

তিনি বলিলেন,—তুমি পূর্ণ সহস্র বৎসর অধোমুখ হইয়া ভূমের ধূমপান করত তপস্যা কর, তাহা হইলে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে, আমার নিকট মন্ত্র পাইবে ॥২৬

মহেশ্বর এই কথা বলিলে পর শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! আপনি যে ভাবে অনুমতি করিতেছেন "সেই ভাবেই সেই ব্রত করিব" এই বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—শুক্রাচার্য্য শঙ্করের নিকট এইরূপ স্বীকার করিয়া মন্ত্র লইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া শান্তভাবে ধূমপান করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

অনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে তপস্যাপরায়ণ এবং অসুরগণকে দম্ভযুক্ত দেখিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

বিচার্য্য মনসা সর্ব্বে সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ
যযুর্ব্বর্ম্মায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০

তানাগতান্ সমীক্ষ্যাথ সায়ুধান্ দংশিতাংস্তথা।
আসংস্তে ভয়সংবিগ্না দৈত্যা দেবান্ সমন্ততঃ ॥ ৩১

উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সন্নদ্ধান্ ভয়কম্পিতাঃ
অব্রুবন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ৩২

ন্যস্তশস্ত্রে ভয়ত্যক্তি আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে।
দত্ত্বাভয়ং পুরা দেবাঃ সংপ্রাপ্তা নো জিঘাংসয়া ॥ ৩৩

সত্যং বঃ ক্ব গতং দেবা ধর্ম্মশ্চ শ্রুতিনোদিতঃ
ন্যস্তশস্ত্রে ন হন্তব্যা ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ৩৪

দেবা ঊচুঃ

ভবদ্ভিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ।
তপো জ্ঞাতং হি যুষ্মাকং তেন যুধ্যামহে ভৃশম্ ॥ ৩৫

সজ্জা ভবন্ত যুদ্ধায় সংরব্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
শক্রশ্ছিদ্রেণ হন্তব্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬

ব্যাস উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য্য চ পরস্পরম্।
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৭

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতাস্তে কাব্যমাতরম্।
দৃষ্ট্বা তানতিসন্তপ্তানভয়ঞ্চ দদাবথ ॥ ৩৮

কাব্যমাতোবাচ

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ।
মৎসন্নিধৌ বর্ত্তমানান্ন ভীর্ভবিতুমর্হতি ॥ ৩৯

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ।
নিরায়ুধা হ্রসন্ত্রাস্তাস্তত্রাশ্রমবরেঽসুরাঃ ॥ ৪০

দেবাস্তান্ বিক্রমান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পরাদ্রুবন্।
অভিজগ্মুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্ ॥ ৪১

তত্রাগতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হন্তুং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ।
বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি ক্রুদ্ধস্তন্নাশ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২

হন্যমানান্ সুরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা।
উবাচ সর্ব্বান্ সনিহাংস্তপসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩

হে নৃপ! দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া যথায় সেই দানবোত্তমগণ অবস্থিতি করিতেছিল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধোদ্যত হইয়া তথায় গমন করিলেন ॥ ৩০

দৈত্যগণ দেবগণকে অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক চারিদিক্ দিয়া আসিতে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল ॥ ৩১

তাহারা দেবগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেখিয়া ভয়ে চকিত হইয়া বলদর্পিত দেবগণকে কাতরভাবে কহিল ॥ ৩২

হে দেবগণ! আমরা অস্ত্রত্যাগ করিয়াছি। আমাদের আচার্য্য তপস্যা করিতে গিয়াছেন। আপনারাও পূর্ব্বে আমাদিগকে অভয়দান করিয়াছেন, তবে আবার এক্ষণে আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছেন কেন? ৩৩

আপনাদের সেই বেদবিহিত সত্য ধর্ম্ম কোথায় গেল? ভীত ও শরণাপন্ন শস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিবেন না ॥ ৩৪

দেবগণ বলিলেন,—তোমরা মন্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে ছলপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছ, তোমাদের তপস্যার মর্ম্ম আমরা জানিতে পারিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমাদের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব ॥ ৩৫

তোমরা এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও। "ছিদ্র পাইলেই শত্রুকে বধ করিবে" ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৩৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর বিচার করিয়া সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিল ॥ ৩৭

দৈত্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া শুক্রাচার্য্যের জননীর নিকট শরণাপন্ন হইল। শুক্রমাতা সেই দৈত্যগণকে ভয়ে অতিসন্তপ্ত দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৩৮

তিনি কহিলেন,—"হে দৈত্যগণ! ভয় নাই ভয় নাই, তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার নিকটে রহিয়াছ, তখন তোমাদের ভয় কি?" ৩৯

দৈত্যগণ অস্ত্রহীন হইয়াও তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্বেগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০

এদিকে দেবগণ দানবদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে গমন করিলেন ॥ ৪১

তাহারা সেই আশ্রমে গিয়া শুক্রমাতা কর্ত্তৃক বারিত হইয়াও তাঁহার কথা না শুনিয়া সেই আশ্রমে অবস্থিত দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

দেবগণকে দৈত্যবধ করিতে দেখিয়া শুক্রজননী সাতিশয়

ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ।
সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মূকত্বমাস্থিতাঃ ॥ ৪৪
ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত।
মাং ত্বং প্রবিশ তস্মাৎ তে নহি ত্বাঞ্চ সুরোত্তম ॥ ৪৫
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬
রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্
কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭
মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ।
পশ্যন্তাং সর্ব্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো তু তয়া দেবো বিষ্ণুশ্চন্দ্রো যোগবিস্তরা।
অভিভূতো মহাত্মানো স্তব্ধো তৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪৯
বিস্মিতাস্তু ততো দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ।
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০
ক্রোশমানান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ।
বিশেষেণাভিভূতোঽস্মি ত্বত্তোঽহং মধুসূদন ॥ ৫১
জহ্যেনাং ত্বরসা বিষ্ণো যাবন্নো ন দহেৎ প্রভো
তপসা দর্পিতাং দুষ্টাং মা বিচারয় মাধব ॥ ৫২
ইত্যুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেণ ব্যথিতেন চ।
চক্রং সস্মার ত্বরসা ঘৃণাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩
স্মৃতমাত্রন্তু সংপ্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্।
দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪
গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা।
হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাভবত্তদা ॥ ৫৫
দেবাশ্চাতীব সন্তুষ্টা হরিং জয় জয়েতি চ।
তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে সঞ্জাতা বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬
ইন্দ্রাবিষ্ণু চ সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাদ্ বিগতজ্বরৌ।
স্ত্রীবধাৎ শঙ্কমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং দুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যস্য মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

কুপিত হইয়া কহিলেন,—আমি তপোবলে সমস্ত দেবগণকে নিদ্রিত করিব ॥ ৪৩

এই বলিয়া নিদ্রাকে প্রেরণ করিলে নিদ্রা আসিয়া দেবগণ আক্রমণ করিল। তখন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ নিদ্রাবশ হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

বিষ্ণু ইন্দ্রকে নিদ্রাভিভূত ও দীনভাবে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন,—হে সুরোত্তম! তুমি আমাতে প্রবেশ কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব ॥ ৪৫

পুরন্দর বিষ্ণু কর্তৃক উক্ত হইয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি জাগরিত ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬

শ্রীহরি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রকে ব্যথাহীন হইতে দেখিয়া শুক্রমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা কহিলেন ॥ ৪৭

হে মঘবন্! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব। সমস্ত দেবগণ আজ আমার এইরূপ তপোবল দর্শন করুক ॥ ৪৮

ব্যাস কহিলেন,—শুক্রমাতা এইরূপ বলিলে সেই মহাত্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র যোগমায়ার অভিভূত এবং স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ৪৯

তখন দেবগণ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ॥ ৫০

শচীপতি দেবগণকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন,—হে মধুসূদন! আমি আপনা অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১

হে প্রভু বিষ্ণো! হে মাধব! যে পর্য্যন্ত এই তপোদর্পিতা দুষ্টা আমাদিগকে দগ্ধ না করে, তাহার মধ্যে আপনি সত্বর ইহাকে বধ করুন, কোন বিচার করিবেন না ॥ ৫২

ইন্দ্র ব্যথিত হইয়া এইরূপ বলিলে পর বিষ্ণু স্ত্রীবধে ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩

স্মৃতমাত্রই চক্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুক্রমাতাকে বধ করিবার জন্য ক্রোধে সেই চক্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪

সেই চক্র হস্তে লইয়া বেগে সেই শুক্রমাতার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে নিহত দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ৫৫

দেবগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হরিকে জয় জয় করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকলেই বিজ্বর হইলেন ॥ ৫৬

ইন্দ্র ও বিষ্ণু তখন কষ্ট হইতে মুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীবধ করিয়াছেন সেইজন্য তাঁহার অলঙ্ঘনীয় অভিশাপের শঙ্কা মনে মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভের জন্য মহাদেবের নিকট গমন নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীবিষ্ণবে ভৃগুমুনেরভিশাপদানম্, ভৃগুমুনিনা স্ব-স্ত্রিয়ৈ পুনর্জীবনদানম্, শুক্র-তপো বিলোকা ইন্দ্রস্য চিন্তা, শুক্রারাধনায় স্বসুতায়া জয়ন্ত্যাঃ প্রেষণম্, জয়ন্ত্যা শুক্রাচার্য্যস্য সেবা, মহেশ্বরাৎ কাব্যস্য বরলাভঃ, শুক্র-জয়ন্ত্যোরালাপঃ, শুক্রাচার্য্যেণ জয়ন্ত্যাঃ পাণিগ্রহণম্, বৃহস্পতিনা সহেন্দ্রস্য পরামর্শঃ, শুক্রবেশং ধৃত্বা দৈত্যানাং সমীপে বৃহস্পতের্গমনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ।
বেপমানোঽতিদুঃখার্ত্তঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১

ভৃগুরুবাচ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো জ্ঞানন্ পাপং মহামতে।
বধোঽয়ং বিপ্রজাতায়া মনসা কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ২

আখ্যাতস্ত্বং সত্ত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা চ রাজসঃ
তথাসৌ তামসঃ শম্ভুর্বিপরীতং কথং স্মৃতম্ ॥৩

তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কর্ম্মাতিনিন্দিতম্।
অবধ্যা স্ত্রী ত্বয়া বিষ্ণো হতা কস্মান্নিরাগসা ॥ ৪

শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে
বিধুরোঽহং কৃতঃ পাপ ত্বয়াহং শক্রকারণাৎ ॥ ৫

ন শপেঽহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন।
সদা ছলপরোঽসি ত্বং কীটযোনির্দুরাশয়ঃ ॥ ৬
যে চ ত্বাং সাত্ত্বিকং প্রাহুস্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিল।
তামসস্ত্বং দুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দ্দন ॥ ৭
অবতীর্য্য মৃত্যুলোকে সপ্ত মজ্জাপসম্ভবাঃ।
প্রায়ো গর্ভভবং দুঃখং ভুঙ্ক্ষ পাপাজ্জনার্দ্দন ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ৯

রাজোবাচ।

ভৃগুভার্য্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা
গার্হস্থ্যঞ্চ পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরিং রোষাৎ তদাদায় শিরস্তরম্।
কায়ে সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১
অদ্য ত্বাং বিষ্ণুনা দেবি হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জ্ঞায়তে চরিতোঽপি চ ॥ ১২
তেন সত্যেন জীবেত যদি সত্যং ব্রবীম্যহম্।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্বা মম তেজোবলং মহৎ ॥ ১৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রীবিষ্ণুকে ভৃগুমুনির অভিশাপদান, ভৃগুমুনি কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে পুনরায় জীবনদান, শুক্রাচার্য্যের তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্রের চিন্তা, শুক্রাচার্য্যের আরাধনার জন্য স্বকন্যা জয়ন্তীকে প্রেরণ, জয়ন্তী কর্তৃক শুক্রাচার্য্যের সেবা, মহেশ্বরের নিকট হইতে শুক্রাচার্য্যের বরলাভ, শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর আলাপ, শুক্রাচার্য্য কর্তৃক জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ, বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের পরামর্শ এবং শুক্রাচার্য্যের বেশ ধারণ করিয়া দৈত্যগণের নিকট বৃহস্পতির গমন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ ভৃগু সেই স্ত্রীবধ দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতি দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে মধুসূদনকে বলিলেন ॥ ১

হে মহামতে বিষ্ণো! তুমি জানিয়া শুনিয়াও স্ত্রীবধরূপ কি অকার্য্য করিলে? কি আশ্চর্য্য! এই ব্রাহ্মণকন্যার বধ মনেও আনিতে পারা যায় না। (তুমি ইহা অক্লেশে করিলে।২)

তুমি সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ব্রহ্মা রজোগুণসম্পন্ন এবং মহেশ্বর তমোগুণসম্পন্ন কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখন তাহার বিপরীত হইল কেন? ৩

হে বিষ্ণো! তুমি তমোগুণসম্পন্ন হইয়া এইরূপ নিন্দিত কার্য্য করিলে কেন? তুমি বিনা অপরাধে স্ত্রীলোককে বধ করিলে কেন? ৪

ওহে পাপাচারিন্! তুমি অতি দুরাচার, তোমার আর কি করিব? তোমাকে অভিশাপ দিব। তুমি ইন্দ্রের জন্য আমাকে অতিশয় কাতর করিয়াছ ॥ ৫

হে মধুসূদন! আমি তোমাকে অভিশাপ দিব, ইন্দ্রকে অভিশাপ দিব না। তুমিই ইন্দ্রের নিমিত্ত কপট ব্যবহার করিয়া আমাকে কষ্ট দিলে। তুমি অত্যন্ত দুষ্টাশয়, তোমার ব্যবহার কৃষ্ণসর্পের ন্যায় খলতাময় ॥ ৬

হে জনার্দ্দন! যাঁহারা তোমাকে সাত্ত্বিক বলেন, সেই মুনিগণ মূর্খ। তুমি অতিশয় দুরাচার ও তামসপ্রকৃতি। তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৭

হে জনার্দ্দন! তুমি আমার শাপে মর্ত্ত্যলোকে বহুবার অবতীর্ণ হও এবং পাপের ফল স্বরূপ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ কর ॥ ৮

ব্যাসদেব কহিলেন,—ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পর সেই অভিশাপে বিষ্ণু লোকের হিতের জন্য মনুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯

রাজা জনমেজয় কহিলেন,—অমিততেজঃসম্পন্ন চক্রদ্বারা ভৃগুর ভার্য্যা নিহত হইলে সেই মহাত্মার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিরূপে সম্পন্ন হইল? ১০

ব্যাস বলিলেন,—কার্য্যজ্ঞ ভৃগু এই বলিয়া হরিকে শাপ দিয়া ত্বরা সহকারে সেই ছিন্ন মস্তক লইয়া দেহে যোজন পূর্ব্বক বলিলেন—হে দেবি! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন। আমি তোমাকে জীবিত করিতেছি। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্ম জানিয়া থাকি, যদি ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকি,

অস্তিত্বাং প্রোক্ষ্য শীতাভির্জীবয়ামি তপোবলাৎ
সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪

ব্যাস উবাচ।

অস্তিঃ সংপ্রোক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা।
উত্থিতা পরমপ্রীতা ভৃগোর্ভার্য্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫
ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধু সাধ্বিতি তং তাং তু তুষ্টুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১৬
এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭
ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী।
কাব্যস্তপ্ত্বা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্দবিৎ ॥১৮

ব্যাস উবাচ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রস্য দেহেঽক্ষেমমভূন্নৃপ।
স্মৃত্বা কাব্যস্য বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯
বিমৃশ্য মনসা শক্রো জয়ন্তীং স্বসুতাং তদা।
উবাচ কন্যাং চার্ব্বঙ্গীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০

গচ্ছ পুত্রি ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে।
সমারাধয় তদ্বঙ্গি মৎকৃতে তং বশে কুরু ॥ ২১
উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মনঃপ্রিয়ৈঃ।
ভয়ং মে তরসা গত্বা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২
সা পিতুর্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্মনোরমা
তমপশ্যদ্ বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমমাশ্রমে ॥ ২৩
তস্য দেহং সমালোক্য স্মৃত্বা বাক্যং পিতুস্তথা।
কদলীদলমাদায় বীজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ২৪
নির্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসিতম্।
পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫
ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি।
রচয়ামাস তদ্বঙ্গী স্বয়ং ধর্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬
ফলান্যানীয় দিব্যানি পক্কানি মধুরাণি চ।
মুমোচাগ্রে মুনেস্তস্য ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭
কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হরিতাঃ শুকসন্নিভাঃ।
দধারাগ্রেঽথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমৃদ্ধয়ে ॥ ১৮

যদি সত্যবাদী হই, তাহা হইলে সেই সত্য বলে তুমি জীবিতা হও। সমস্ত দেবগণ অদ্য আমার তেজ ও মহৎ বল দেখুক ॥ ১১-১৩

যদি আমার সত্য, শৌচ, বেদজ্ঞান ও তপোবল থাকে, তাহা হইলে তোমাকে শীতলজলে প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে জীবিত করিব ॥ ১৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—ভৃগুকর্ত্তৃক মন্ত্রপূত জল দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়া দেবী ভৃগুভার্য্যা জীবনলাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া হাস্য করিলেন ॥ ১৫

তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দর্শন করিয়া সেই ভৃগু ও ভৃগুপত্নীকে চতুর্দ্দিক হইতে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬

এইরূপে সেই বরবর্ণিনী ভৃগুর দ্বারা জীবনপ্রাপ্ত হইলেন। তখন ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৭

ভৃগুমুনির দ্বারা শুক্রমাতা জীবিতা হইলে ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন,—অতঃপর শুক্রাচার্য্য ঘোর তপোবলে মন্ত্রজ্ঞ হইয়া আমাদের যে কি অনিষ্ট করিবেন বুঝিতে পারিতেছি না ॥১৮

ব্যাস কহিলেন—নৃপ। ইন্দ্রের সেই মায়ানিদ্রা অপগত হইল বটে, কিন্তু মন্ত্রলাভের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যের সেই ঘোরতর তপস্যা ব্যাপারে মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহার শরীরে অসুখ হইতে লাগিল ॥ ১৯

তখন ইন্দ্র মনে মনে বিচার করিয়া নিজ তনয়া সুশ্রোণী জয়ন্তীকে ডাকিয়া সস্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০

হে পুত্রি। তোমাকে তপস্বী শুক্রাচার্য্যের হস্তে অর্পণ করিলাম। হে তন্বঙ্গি! তুমি তথায় গিয়া আমার হিতের জন্য সেই শুক্রকে আরাধনা করিয়া বশ কর ॥ ২১

সেই রমণীয় আশ্রমে সত্বর গমন করিয়া সেই মুনির মনঃপ্রীতিকর বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া আমার ভয় নিবারণ কর ॥ ২২

সেই বিশালাক্ষী মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, শুক্রাচার্য্য সেই আশ্রমে ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩

তখন সেই জয়ন্তী সেই মুনির দেহ দেখিয়া পিতার বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক কদলীপত্র লইয়া তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

সেই ইন্দ্রকন্যা তাঁহার পানের নিমিত্ত পরমভক্তিসহকারে সুবাসিত নির্মল জল আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন ॥ ২৫

সেই ক্ষীণাঙ্গী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্মে থাকিয়া মধ্যাহ্নকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে অবস্থান করত বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র (ছত্র) রচনা করিয়া ছায়া করিতেন ॥ ২৬

সেই মুনির ভক্ষণের নিমিত্ত বিবিধ সুপক্ক দিব্য মধুর ফল আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭

তাঁহার নিত্য কর্ম সমাধার জন্য শুকপক্ষীর ন্যায় হরিতবর্ণ প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ও কুসুম আনিয়া দিতেন ॥ ২৮

নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস সংস্তরং পল্লবাদ্বিতম্ ।
তস্মিন্ মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯
হাবভাবাদিকং কিঞ্চিৎ বিকারজননঞ্চ তৎ
ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেস্তদা ॥ ৩০
স্তুতিং চকার তদ্বজ্ঞী গীর্ভিস্তস্য মহাত্মনঃ ।
সুভাষিণ্যনুকূলাভিঃ প্রীতিকর্ত্রীভিরপ্যত ॥ ৩১
প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ
মনোঽনুকূলং সততং কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২
ইন্দ্রোঽপি সেবকাংস্তত্র প্রেষয়ামাস চাতুরাঃ ।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুকামোঽপি মুনেস্তস্য জিতাত্মনঃ ॥ ৩৩
এবং বহূনি বর্ষাণি পরিচর্য্যাপরাভবৎ ।
নির্ব্বিকারা জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যপরা সতী ॥ ৩৪
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ ।
বরেণ ছন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫

ঈশ্বর উবাচ ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্ বিদ্যতে ভৃগুনন্দন ।
প্রতিপশ্যসি যৎ সর্ব্বং যচ্চ বাচ্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৩৬
সর্ব্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭

ব্যাস উবাচ ।

এবং দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮
কাসি কস্যাসি সুশ্রোণি ব্রূহি কিং তে চিকীর্ষিতম্ ।
কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু মে ॥ ৩৯
কিং বাঞ্ছসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ সুলোচনে ।
প্রীতোঽস্মি তৎকৃতেনাদ্য বরং বরয় সুব্রতে ॥ ৪০
ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা ।
চিকীর্ষিতং মে ভগবংস্তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১

কাব্য উবাচ ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্ ।
করোমি সর্বথা ভদ্রং প্রীতোঽস্মি পরিচর্য্যয়া ॥ ৪২

জয়ন্ত্যুবাচ ।

শক্রস্যাহং সুতা ব্রহ্মন্ পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা ।
জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে ॥ ৪৩

সেই মুনির শয়নের জন্য পল্লব শয্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং ভক্তি পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহাকে বীজন করিতেন ॥ ২৯

সেই জয়ন্তী মুনির শাপভয়ে কখনই হাবভাবাদি বিকারজনক কোন কার্য্যই কিছুই করিতেন না ॥ ৩০

সেই সুভাষিণী কৃশাঙ্গী জয়ন্তী প্রীতিকর অনুকূল বাক্যে সেই মহাত্মার স্তব করিতেন ॥ ৩১

তিনি জাগরিত হইলে মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত জল আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিতেন। জয়ন্তী এইরূপে সর্ব্বদা মুনির অনুকূল কার্য্য করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

ভয়ার্ত্ত ইন্দ্রও সেই জিতেন্দ্রিয় মুনির প্রবৃত্তি জানিবার ইচ্ছায় সেবকগণকে তথায় প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৩

সেই ইন্দ্রপুত্রী জয়ন্তী এইরূপে নির্বিকারা, জিতক্রোধা ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা থাকিয়া বহুবৎসর সেই মুনির পরিচর্য্যা করিলেন ॥ ৩৪

ক্রমে সহস্রবৎসর পূর্ণ হইলে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া বর দিবার জন্য সেখানে আসিয়া শুক্রকে বলিলেন ॥ ৩৫

মহেশ্বর বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন। এই জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, যে সমস্ত ইন্দ্রিগোচর করিতেছ এবং যাহা বাক্যের গোচর নহে, তুমি তৎসমুদয়ের অভিভাবক হইবে এবং সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য, প্রজাগণের ঈশ্বর ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬-৩৭

ব্যাস কহিলেন,—এইরূপে বরদান করিয়া শম্ভু তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য সেই জয়ন্তীকে দেখিয়া কহিলেন ॥ ৩৮

হে নিতম্বিনি! তুমি কে? কাহার কন্যা ও তোমার অভিলাষ কি? হে বরোরু! তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ? তোমার কার্য্য কি? তাহা বল ॥ ৩৯

হে সুলোচনে। আমি তোমার কার্য্যে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছ? তাহা বল, তাহা অতি দুষ্কর হইলেও আমি প্রদান করিব। হে সুব্রতে। তুমি আমার নিকট বরপ্রার্থনা কর ॥ ৪০

সেই জয়ন্তী ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে প্রফুল্লবদনা হইয়া কহিলেন,—হে ভগবন্। আপনি তপোবলে আমার মনোভাব জানিতে পারেন ॥ ৪১

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আমি তোমার মনোভাব অবগত হইয়াছি, তথাপি ব্যক্ত করিয়া বল। আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। সর্ব্বপ্রকারে তোমার হিত করিব ॥ ৪২

জয়ন্তী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আমি ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী আমার নাম জয়ন্তী। মুনে। পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৪৩

সকামাস্মি ত্বয়ি বিভো বাঞ্ছিতং কুরু মেঽধুনা
রংস্তে ত্বয়া মহাভাগ ধর্ম্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪

শুক্র উবাচ।

ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি দশ বর্ষাণি ভামিনি।
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যাঞ্চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫

ব্যাস উবাচ

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্বহন্
তয়া সহাবসদ্দেব্যা দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ।
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রুত্বা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭
অভিজগ্মুর্গৃহে তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
নাপশ্যন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮
তদা বিমনসঃ সর্ব্বে জাতা ভগ্নোদ্যমাশ্চ তে।
চিন্তাপরাভিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
অদৃষ্ট্বা তং তু সুসংবৃত্তং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্য্যাস্তে চিন্তাবিষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০
রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্।
বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কর্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ৫১
গচ্ছাশু দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়য়া ত্বং প্রলোভয়।
অস্মাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সংচিন্ত্য মানদ ॥ ৫২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ প্রতি যযৌ গুরুঃ ॥ ৫৩
গত্বা তত্রাতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাহ্বয়ৎ।
আগতাস্তেঽসুরাঃ সর্ব্বে দদৃশুঃ কাব্যমগ্রতঃ ॥ ৫৪
প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্ব্বে কাব্যং মত্বাতিমোহিতাঃ।
ন বিদুস্তে গুরোর্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্ ॥ ৫৫
তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া।
স্বাগতং মম যাজ্যানাং প্রাপ্তোঽহং বো হিতায় বৈ ॥ ৫৬
অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া।
তপসা তোষিতঃ শম্ভুর্মৎকল্যাণহেতবে ॥ ৫৭

হে বিভো! আমি আপনার উপরে সকামা, এক্ষণে আপনি আমার কামনা পূরণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধর্মানুসারে আপনার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক রমণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৪

শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—হে সুশ্রোণি! তুমি দশবৎসর কাল সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া ইচ্ছামত আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—এই বলিয়া শুক্রনন্দন গৃহে যাইয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করত মায়ায় আবৃত ও সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্য থাকিয়া দশবৎসর কাল তাহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্য মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি জয়ন্তীর সহিত অদৃশ্যভাবে রত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬-৪৮

তখন তাহারা সকলে সাতিশয় বিমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া চিন্তামগ্ন ও দীনভাবে পুনঃ পুনঃ ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৪৯

কিন্তু মায়াচ্ছন্ন শুক্রাচার্য্যকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া চিন্তান্বিত ও ভয়াতুর হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ দৈত্যগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল ॥ ৫০

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর সহিত রত আছেন জানিতে পারিয়া মহাভাগ গুরুদেব বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে গুরো! অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা বলুন ॥ ৫১

হে ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবদিগের নিকট গমন করুন। হে মানদ! তথায় গিয়া আপনি মায়াবলে দৈত্যগণকে প্রলোভিত করুন। মানদ! আপনি বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া আমাদের কার্য্য করুন ॥ ৫২

দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত শুক্রাচার্য্য মায়াবৃত হইয়া জয়ন্তীর সহিত রমণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার রূপ ধারণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের নিকট গমন করিলেন ॥ ৫৩

বৃহস্পতি তথায় গিয়া অতি ভক্তিসহকারে দৈত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং দৈত্যগণও সেস্থানে উপস্থিত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইল ॥ ৫৪

দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যরূপধারী বৃহস্পতিকে শুক্রাচার্য্য মনে করিয়া আনন্দে মোহিত হইয়া ভক্তিও শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিল এবং একপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বৃহস্পতি যে শুক্রাচার্য্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাহারা জানিতে পারিল না ॥ ৫৫

মায়াবলে শুক্ররূপধারী বৃহস্পতি তাহাদিগকে বলিলেন।—হে যজমানগণ! তোমাদের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ॥ ৫৬

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনসা জ্ঞাতাস্তে দানবোত্তমাঃ।
কৃতকার্য্যং গুরুং মত্বা জহ্নুযুস্তে বিমোহিতাঃ ॥৫৮
প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরাতঙ্কা গতব্যথাঃ।
দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্ত্বা তস্থুঃ সর্ব্বে নিরাময়াঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

আমি হরের তপস্যা দ্বারা শম্ভুকে পরিতুষ্ট করিয়া যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে অকপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭

তাহা শুনিয়া দানবোত্তমগণ সাতিশয় প্রীত হইল। গুরুদেব কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন জানিয়া আনন্দে মোহিত হইল ॥ ৫৮

তখন তাহারা সকলে পরমাহ্লাদে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ হইয়া দেবতাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ মনে বাস করিতে লাগিল ॥ ৫৯

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপকথননামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহস্পতেঃ শুক্রবেশধারণমুপলক্ষ্য ব্যাসসমীপে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, বেদব্যাসেন তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন বিষয়ানুরাগস্য গুণত্রয়প্রাধান্যস্য চ কথনম্, ভুবনেশ্বর্য্যা আরাধনয়া মুক্তিলাভবর্ণনম্, শুক্রাচার্য্যেণ দৈত্যগণমধ্যে স্বরূপধারিণো বৃহস্পতের্দর্শনঞ্চ।]

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাদ্ ভৃগুরূপেণ তিষ্ঠতা।
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমতা ॥ ১
গুরুঃ পুরাণামনিশং সর্ব্ববিদ্যানিধিস্তথা।
সুতোঽঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃন্মুনিঃ ॥ ২
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু সত্যং ধর্ম্মস্য কারণম্।
কথিতং মুনিভির্যেন পরমাপ্তাপি লভ্যতে ॥ ৩
বাচস্পতিস্তথা মিথ্যা বক্তা চেদ্দানবান্ প্রতি
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪

আহারাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেঽপি ন।
তদর্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্ত্তন্তে কথং মুনে ॥ ৫
শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিষ্টাভাবে গতং ন কিম্
ছলকর্ম্ম প্রবৃত্তে বা বিগীতত্বং গুরৌ কথম্ ॥ ৬
দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা রাজসা মানবাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যঞ্চস্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল ॥ ৭
অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষাৎ মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি।
ক স্থিতিস্তস্য ধর্ম্মস্য সন্দেহোঽয়ং মহান্ মম।
কা গতিঃ সর্ব্বজন্তূনাং মিথ্যাভূতে জগত্রয়ে ॥ ৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[বৃহস্পতির শুক্রবেশ-ধারণ উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাসদেবের নিকট জনমেজয়ের প্রশ্ন, বেদব্যাসকর্ত্তৃক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে 'বিষয়ানুরাগ ও গুণত্রয়ের প্রাধান্য' কথন, ভুবনেশ্বরীর আরাধনায় মুক্তিলাভবর্ণন এবং শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক নিজের রূপধারী বৃহস্পতিকে দর্শন।]

রাজা জনমেজয় কহিলেন,—ধীমান্ বৃহস্পতি অসুরালয়ে ছলপূর্ব্বক শুক্ররূপে বাস করত দৈত্যগণের পুরোহিত হইয়া কি করিয়া ছিলেন ? ১

বৃহস্পতি দেবগণের গুরু, সমস্ত বিদ্যার আধার এবং মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র হইয়া কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়া ছিলেন ?২

মুনিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—সত্যই ধর্ম্মের কারণ এবং সত্য হইতেই পরমার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

বৃহস্পতি যদি দানবদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেন, তবে এসংসারে কোন গৃহাশ্রমী সত্যবাদী হইবে ? ৪

যদি বলেন, লোভে লোক মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, অতি লোভে লোক বহুতর অর্থ উপার্জ্জন করে, কিন্তু ঐ অর্থ তাহার উদর পূরণ ব্যতীত অন্য কোন কাজে লাগে না ; হে মুনে ! সুতরাং মুনিগণ জানিয়া শুনিয়া ও তুচ্ছ লোভের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিবেন কেন ? ৫

শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদাহরণ অবশ্যই আছে। সেই শব্দ শিষ্ট বাক্য বা আপ্ত বাক্য অন্যতম প্রমাণ মধ্যে গণ্য। কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় আদর্শবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি এইরূপ নিন্দ্য কার্য্য করেন, তাহা হইলে শিষ্টব্যক্তির অভাবে সে প্রমাণ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না কি ? ৬

উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ বলিয়াছেন,—দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মনুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং তির্য্যক্‌গণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন ॥ ৭

তবে সেই সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণের গুরু স্বয়ং বৃহস্পতি যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহা হইলে আর রাজসিক ও তামসিকদিগের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে ? ৮

হরির্ব্রহ্মা শচীকান্তস্তথান্যে সুরসত্তমাঃ।
সর্ব্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ১০
কামক্রোধাভিসন্তপ্তা লোভোপহতচেতসঃ।
ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১১
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা।
এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্ম্মস্য মানদ ॥ ১২
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ।
আর্য্যত্বং ভুবনেষেষু স্থিতং কুত্র মুনে বদ ॥ ১৩
বচনং কস্য মন্তব্যমুপদেশধিয়ানঘ।
সর্ব্বে লোভাভিভূতাস্তে দেবাশ্চ মুনয়স্তদা ॥ ১৪

ব্যাস উবাচ

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ।
দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা ॥ ১৫
রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ।
রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন করোতি নরাধিপ ॥ ১৬
রাগবানপি চাতুর্য্যাদ্ বিদেহ ইব লক্ষ্যতে।
সংপ্রাপ্তে সঙ্কটে সোঽপি গুণৈঃ সংবধ্যতে কিল।
কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণা এব হি কারণম্।
পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহাস্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮
কালে মরণধর্ম্মাস্তে সন্দেহঃ কোঽত্র তে নৃপ।
পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি চ ॥ ১৯
বিপ্লুতির্হ্যবিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভ-দ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥২০
দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুমীশো ভবতি তান্ পুনঃ
সংসারোঽয়ং মহারাজ সদৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥২১
নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল।
কদাচিদ্ভগবান্ বিষ্ণুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২
কদাচিদ্ বিবিধান্ যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ।
কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩
রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তত্তশ্চরুণো বিভুঃ।
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪

এইরূপে সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যাপূর্ণ হইয়া যায়, সনাতন ধর্ম্মের আর স্থান কোথায়? সমস্ত জীবগণেরই বা উপায় কি? ৯

হরি, ব্রহ্মা, শচীকান্ত ইন্দ্র ও প্রধান প্রধান দেবগণ যখন কপট কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তখন মনুষ্যগণের ত' আর কথাই নাই ॥ ১০

হে মানদ! যখন সমস্ত দেবগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি তপোধন মুনিগণ, সকলেই কামক্রোধে অভিভূত ও লোভে আক্রান্ত হইয়া ছলকর্ম্মে দক্ষও পাপাসক্ত হইলেন, তখন ধর্ম্মের আর উপায় কি? ১১-১২

হে মুনে! যখন ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা ও অগ্নি ইঁহারা পরদারাসক্ত, তখন এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে? তাহা বলুন ॥ ১৩

হে অনঘ! যখন সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ লোভে আসক্ত, তখন কাহার বাক্য উপদেশজ্ঞানে গ্রহণ করা যাইবে? ১৪

ব্যাসদেব কহিলেন,—কি শিব, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি বৃহস্পতি দেহীমাত্রকেই পূর্ব্বোক্ত বিকারে আক্রান্ত হইতে হয় ॥১৫

হে নরাধিপ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারা সকলেই বিষয়ানুরাগী। বিষয়ানুরাগী কি অকার্য্য না করিয়া থাকে? ১৬

যে ব্যক্তি রাগবান্, সে-ও চতুরতাবশতঃ কখনও বিদেহের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কটকাল আসিলে সেই ব্যক্তিও গুণসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। হে রাজন্! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়কেই ইহার কারণ বলিয়া জানিবে। যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। গুণত্রয় ব্রহ্মাদিরও কারণ। কেননা ব্রহ্মাদির দেহও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ॥ ১৭-১৮

হে নৃপ! যথাকালে মৃত্যু সকলেরই আছে, তাহাতে আপনার আর সন্দেহ কি? পরকে উপদেশ দিতে গিয়া শিষ্টতা প্রকাশ সকলেই করিয়া থাকেন ॥ ১৯

আবার স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। তখন তাঁহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার উপস্থিত হইয়া পড়ে ॥ ২০

হে মহারাজ! কোন দেহবান্ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব, এই সংসার সর্ব্বদাই এইরূপ ॥ ২১

তাহা না হইলে শুভ বা অশুভ দুইই ঘটিতে পারিত না। ভগবান্ বিষ্ণু কখনও কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন ॥ ২২

দেবরাজ ইন্দ্র কখনও বিবিধ যজ্ঞ করিতে থাকেন, আবার পরমেশ্বর বিষ্ণু কখনও লক্ষ্মীর বিলাসরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া তরুণ রূপে বৈকুণ্ঠে বিহার করেন ॥

আবার কখনও করুণাসিন্ধু হইয়াও দৈত্যগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরনিকরে সাতিশয় পীড়িত হইয়া

করোতি করুণাসিন্ধুস্তদ্‌বাণপীড়িতো ভৃশম্।
কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাৎ সোঽপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫
সুখদুঃখাভিভূতোঽসৌ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শেষে শেতে কদাচিদ্ বৈ যোগনিদ্রাসমাবৃতঃ ॥ ২৬
কালে জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ।
শর্ব্বো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা যে সুরাস্তথা ॥ ২৭
মুনয়শ্চ বিনির্মাণৈঃ স্বায়ুষো বিচরন্তি হি।
নিশাবসানে সঞ্জাতে জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥২৮
বর্ত্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ কিঞ্চিৎ কদাপি চ।
স্বায়ুষোঽন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব ॥ ২৯
প্রভবন্তি পুনর্বিষ্ণু-হর-শক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥৩০
নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্থিব।
সংসারোঽয়ন্তু সন্দিগ্ধঃ কামক্রোধাদিভির্নৃপ ॥ ৩১
দুর্ল্লভস্তদ্‌বিনির্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ।
যো বিভেতীহ সংসারে স দারান্ন করোত্যপি ॥৩২

থাকেন এবং কখন বা জয় কখনও বা দেববলে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩-২৪

ঐ নারায়ণও সুখে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকেন। তিনি কখন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া অনন্তশয্যায় শয়ন করেন ॥২৬

বিশ্বমূর্ত্তি স্বভাবগুণে বোধিত হইয়া যথাকালে জাগরিত হইয়া থাকেন। এই জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মুনিগণ সকলেই স্ব স্ব আয়ুঃকাল অনুসারে জীবন ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রলয়রাত্রি প্রভাত হইলে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পুনরায় উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে রাজন্! স্ব স্ব আয়ুঃকালের অবসান হইলে পর ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭-২৯

বিষ্ণু, হর ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যথাকালে আবার আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন, সুতরাং দেহধারী হইয়া সকলকেই কামাদি ভাবসকল লাভ করিতে হয় ॥ ৩০

হে পার্থিব! ইহাতে তুমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইবে না। নৃপ! এই সংসার সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদি সংযুক্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে ॥ ৩১

এই সংসারে কাম ক্রোধাদিমুক্ত পরমার্থজ্ঞ পুরুষ অতি দুর্ল্লভ। যিনি সংসারে ভীত হইবেন, তিনি কদাচ দার পরিগ্রহ করিবেন না ॥ ৩২

বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ
তস্মাদ্ বৃহস্পতের্ভার্য্যাং শশিনা লম্ভিতা পুনঃ ॥ ৩৩
গুরুণা লম্ভিতা ভার্য্যা তথা ভ্রাতুর্ধবীয়সঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ রাগলোভাদিভির্বৃতঃ ॥ ৩৪
গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্ ॥
আরাধয়েন্মহাদেবীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫
তন্মায়াগুণতশ্ছন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
ভ্রমত্যুল্মুকবৎ সর্ব্বং মদিরামত্তবন্নৃপ ॥ ৩৬
তস্যা আরাধনেনৈব গুণান্ সর্ব্বান্ বিমুঞ্চ চ।
মুক্তিং ভজেত মতিমান্ নান্যঃ পন্থাস্ত্বিতঃ পরঃ ॥ ৩৭
আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্।
তাবত্তবেৎ সুখং কস্মাৎ কোঽন্যোঽস্তি দয়য়া যুতঃ ॥৩৮
করুণাসাগরামেতাং ভজেত্তস্মাদমায়য়া।
যস্যাস্তু ভজনেনৈব জীবন্মুক্তত্বমশ্নুতে ॥ ৩৯

তিনি সর্ব্বপ্রকার আসক্তি হইতে বিরত থাকিয়া নিঃসঙ্গ-ভাবে বিচরণ করেন। দেখুন, কাম-ক্রোধাদি দুরতিক্রমণীয় বলিয়া চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

আবার বৃহস্পতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিলেন। এই সংসারে সমস্ত জীবই এইরূপ রাগ-লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৪

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে মানুষ কিরূপে মুক্ত হইবে? অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সংসারে সার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপিণী মহেশ্বরীকে আরাধনা করিবে ॥ ৩৫

হে নৃপ! এই সংসার তাঁহারই মায়াগুণে আচ্ছন্ন হইয়া মদিরামত্তের ন্যায় উল্মুকের সদৃশ পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬

মতিমান্ ব্যক্তি তাঁহার আরাধনা করিয়া সমস্ত গুণকে দলিত করিলে মুক্তিলাভ করেন। তদ্ভিন্ন মুক্তির আর উপায় নাই ॥ ৩৭

আরাধিতা হইয়া মহেশ্বরী যে পর্য্যন্ত কৃপা না করেন, সে পর্য্যন্ত সুখ কোথায়? তিনি ভিন্ন দয়ালুই বা আর কে আছেন? ৩৮

অতএব অকপটে সেই দয়াময়ীর সেবা করিবে। তাঁহার সেবা করিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩৯

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী।
নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্মহে ॥ ৪০
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
অসত্যেনাপি সম্বদ্ধং মুচ্যতে কথমন্যথা ॥ ৪১
হিত্বা সর্ব্বং ততঃ সর্ব্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২

রাজোবাচ

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ হি।
কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৪৩

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা।
কৃত্বা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪
গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুম্।
বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বভূবুস্তময়াস্তদা ॥ ৪৫
বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মত্বাতিমোহিতাঃ।
গুরুণা বিপ্রলব্ধাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহ্যতি ॥ ৪৬

দশবর্ষাত্মকে কালে সম্পূর্ণসময়ে তদা।
জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্যানচিন্তয়ৎ ॥ ৪৭
আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল।
গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেঽহং যাজ্যানভিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮
মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদ্ভক্তানাং ভবেদিতি।
সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাস্থায় জয়ন্তীং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৯
দেবানেবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে।
সময়স্তেঽদ্য সম্পূর্ণো জাতোঽয়ং দশবার্ষিকঃ ॥ ৫০
তস্মাদ্ গচ্ছাম্যহং দেবি দ্রষ্টুং যাজ্যান্ সুমধ্যমে।
পুনরেবাগমিষ্যামি তবান্তিকমনুব্রতঃ ॥ ৫১
তথেতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্মবিত্তমা।
যথেচ্ছং গচ্ছ ধর্মজ্ঞ ন তে ধর্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ।
অপশ্যদ্দানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩
ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনং ধর্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪

দুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি মহেশ্বরীর সেবা করিতে পারিল না, সে ব্যক্তি সোপান শ্রেণীর উপর হইতে অধঃপতিত হইল মনে করি ॥ ৪০

এই গুণত্রয়সমন্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে বিশেষভাবে বদ্ধ। ইহাতে সেই মহেশ্বরীর আরাধনা ব্যতীত আর কিরূপে মুক্ত হইবে? ৪১

অতএব সকলেরই অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সেই মহেশ্বরীর সেবা করা উচিত ॥ ৪২

রাজা কহিলেন,—হে পিতামহ! বৃহস্পতি শুক্ররূপ ধারণ করিয়া তথায় কি করিলেন? শুক্র বা কখন আসিলেন? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্! মহাত্মা বৃহস্পতি শুক্ররূপ ধারণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যাহা করিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৪

বৃহস্পতি দৈত্যগণকে আপনাকে শুক্রাচার্য্য বলিয়া বুঝাইলে তাহারাও তাঁহাকে আপনাদের গুরু শুক্রাচার্য্য মনে করিয়া অতিবিশ্বাস সহকারে তন্ময় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫

বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা-শিক্ষার্থ শুক্রাচার্য্য বোধে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। লোভ-বশে কে না মুগ্ধ হয়? ৪৬

এদিকে দশ বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিলে শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া শেষ করিয়া যজমানদিগকে স্মরণ করিলেন ॥ ৪৭

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, সেই দৈত্যগণ আমার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে; অতএব আমি গিয়া সেই অতিভয়ার্ত্ত যজমান-দিগকে দর্শন করি ॥ ৪৮

তাহারা আমার ভক্ত, অতএব তাহাদের যাহাতে দেবভয় না হয়, ইহা আমাকে দেখিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জয়ন্তীকে কহিলেন ॥ ৪৯

হে চারুলোচনে! আমার পুত্রগণ এক্ষণে দেবতাদিগের নিকটে যাইতে পারে; আমার দশ বৎসর অদ্য পূর্ণ হইয়াছে ॥৫০

অতএব হে দেবি! হে ক্ষীণমধ্যে! আমি যজমানদিগকে দেখিতে যাইব। পুনরায় সত্বরই তোমার নিকট আসিব ॥ ৫১

অতি ধর্ম্মপরায়ণা জয়ন্তী "তাহাই হউক" এই বলিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ! আপনি ইচ্ছামত গমন করুন আমি আপনার ধর্মলোপ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৫২

শুক্রাচার্য্য তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দানবগণের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, বৃহস্পতি ছদ্মবেশে দানবদিগের নিকট বসিয়া রহিয়াছেন এবং ছলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বেদনিন্দাপর জৈনধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন ॥ ৫৩-৫৪

ভো দেবরিপবঃ সত্যং ব্রবীমি ভবতাং হিতম্ ।
অহিংসা পরমো ধর্মোঽহন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ ॥ ৫৫

দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্বেদে দর্শিতং পশুহিংসনম্
জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬

এবংবিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ
ব্রুবাণং গুরুমাকর্ণ্য বিস্মিতোঽসৌ ভৃগোঃ সুতঃ ॥ ৫৭

চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল ।
বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্ত্তেন যাজ্যা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৮

ধিগ্ লোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জ্জিতম্ ।
গুরুরপ্যনৃতং ব্রূতে প্রেরিতো যেন পাপ্মনা ॥ ৫৯

প্রমাণং বচনং যস্য সোঽপি পাষণ্ডধারকঃ ।
গুরুঃ সুরাণাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬০

কিং কিং ন লভতে লোভাম্মলিনীকৃতমানসঃ ।
অন্যোঽপি গুরুরপোবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১

শৈলূষচেষ্টিতং সর্ব্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ ।
বঞ্চয়ত্যতি সম্মূঢ়ান্ দৈত্যান্ যজ্ঞান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যবঞ্চনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

তিনি বলিতেছেন,—হে দেবরিপুগণ। আমি তোমাদের হিতকর সত্য বাক্য বলিতেছি, অহিংসাই পরম ধর্ম, এমন কি আততায়ীকেও বধ করা উচিত নয় ॥ ৫৫

ভোগনিরত দ্বিজগণ রসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বেদে পশুহিংসার কথা দেখাইয়াছেন, পরন্তু অহিংসাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ॥ ৫৬

ভৃগুনন্দন দেবগুরু বৃহস্পতি এইরূপ বেদনিন্দাপর বাক্যসকল বলিতেছেন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এই বৃহস্পতি আমার দ্বেষ্য। এই ধূর্ত্ত গুরু এক্ষণে আমার যজমান-দিগকে বঞ্চিত করিতেছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭-৫৮

যে লোভরূপ পাপ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃহস্পতি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, সেই পাপবীজ নরকের প্রবল দ্বারস্বরূপ; অতএব এই লোভকে ধিক্ ॥ ৫৯

যিনি সমস্ত দেবগণের গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, যাঁহার বাক্য প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে, হায়! সেই বৃহস্পতিও পাষণ্ডমত অবলম্বন করিলেন ॥ ৬০

দেবগুরু যখন লোভবশীভূত হইয়া পাষণ্ডপণ্ডিত হইলেন, তখন লোভে মলিনচিত্ত অন্য মূঢ় ব্যক্তি কিনা অকার্য্য করিবে? ৬১

ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি নটের ন্যায় ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি আমার যজমানদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে দৈত্যদিগকে বঞ্চনানামক
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

["অয়ং গুরুর্মদ্রূপং ধৃত্বা দেবকার্য্যসাধনায় যুষ্মাকঞ্চ বঞ্চনায়াগতঃ" ইত্যুক্ত্বা কাব্যেন দৈত্যান্ বোধয়িতুং চেষ্টা, বাক্যমিদং শ্রুত্বা দৈত্যানাং, বিস্ময়ঃ গুরুরেব কাব্য ইতি নিশ্চিত্য কাব্যস্য পরিত্যাগঃ, দৈত্যেভ্যঃ কাব্যস্যাভিশাপদানম, দৈত্যানাং চিন্তা, দৈত্যৈঃ প্রকৃতবৃত্তান্তং জ্ঞাত্বা কাব্যস্য শরণগ্রহণম্, কাব্যেন দৈবস্য বলবত্তাকথনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তানুবাচ হসন্নিব
বঞ্চিতাঃ মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১
অহং কাব্যো গুরুশ্চায়ং দৈবকার্য্যপ্রসাধকঃ
অনেন বঞ্চিতা যূয়ং মদ্‌যাজ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥২
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোঽস্যার্য্যা দাম্ভিকোঽয়ং মদাকৃতিঃ।
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম্ ॥৩

চতুর্দশ অধ্যায়।

"ইনি বৃহস্পতি আমার রূপ ধরিয়া দেবকার্য্য সাধনের জন্য এবং তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য আসিয়াছেন" এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক দৈত্যগণকে বুঝাইবার চেষ্টা, এই কথা শুনিয়া দৈত্যদিগের বিস্ময়, বৃহস্পতিই শুক্রাচার্য্য ইহা নিশ্চয় করিয়া শুক্রাচার্য্যকে পরিত্যাগ, দৈত্যদিগকে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপদান, দৈত্যগণের চিন্তা, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া দৈত্যগণ কর্ত্তৃক শুক্রাচার্য্যের শরণগ্রহণ এবং শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক দৈবের বলবত্তা কথন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হাসিতে হাসিতে দৈত্যগণকে বলিলেন,—হে দৈত্যগণ। তোমরা মদীয় রূপধারী বৃহস্পতি কর্ত্তৃক কিরূপে বঞ্চিত হইলে? ১

আমিই শুক্রাচার্য্য এবং তোমরা আমার যজমান, এই বৃহস্পতি দেবকার্য্য সাধনের জন্য তোমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২

হে সদাশয়গণ! এই দাম্ভিক আমার রূপ ধারণ করিয়া

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪
স তান্ বীক্ষ্য সুসম্ভ্রান্তান্ গুরুর্বাক্যমুবাচ হ।
গুরুর্বো বঞ্চয়ত্যেষ মদ্রূপোঽয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যূয়ান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
মা বিশ্বাসং বচস্তস্য কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ ॥ ৬
প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শম্ভোর্যূয়মানধ্যাপয়ামি তাম্।
দেবেভ্যো বিজয়ং নূনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং কাব্যরূপধরস্য তে।
বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮
কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ
বুবুধুর্ন গুরোর্মায়ামোহিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ ॥ ৯
এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন্।
অয়ং গুরুর্নো ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০
দশবর্ষাণি সন্তত্যয়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ

গচ্ছ ত্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যুত ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবং মূঢ়া নির্ভর্ৎস্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগৃহুস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২
কাব্যস্তু তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চুকোপাথ শশাপ চ।
দৈত্যান্ বিবোধিতান্মত্বা গুরুণা চাভিবঞ্চিতান্ ॥ ১৩
যস্মান্ময়া বোধিতা বৈ গৃহ্ণীধ্বং ন চ মে বচঃ
তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্স্যথ ॥ ১৪
মদবজ্ঞাফলং কামং স্বল্পে কালে হ্লবাপ্স্যথ।
তদাস্য কপটং সর্ব্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ।
বৃহস্পতির্মুদং প্রাপ্য তস্থৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬
ততঃ শপ্তান্ গুরুর্জ্ঞাত্বা দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি।
জগাম তরসা ত্যক্ত্বা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭

কথায় শ্রদ্ধা করিও না। এই বৃহস্পতিকে পরিত্যাগ কর এবং আমার অনুবর্ত্তী হও ॥ ৩

দৈত্যগণ তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাদের দুইজনকেই একরূপ দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়া অধ্যাপনারত ব্যক্তিকেই শুক্রাচার্য্য বলিয়া স্থির করিল ॥ ৪

অনন্তর দেবগুরু তাহাদিগকে মোহিত অবলোকন করিয়া কহিলেন,—হে দৈত্যসত্তমগণ! ইনি বৃহস্পতি, ইনি আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতেই আসিয়াছেন ॥ ৫

তোমরা ইহার কথায় বিশ্বাস করিও না। আমি শম্ভুর নিকট হইতে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। অবশ্যই তোমাদিগকে দেববিজয়ী করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭

শুক্ররূপধারী বৃহস্পতির এই বাক্য শুনিয়া তাহারা 'ইনিই শুক্রাচার্য্য' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বাক্যে সাতিশয় বিশ্বাস স্থাপন করিল ॥ ৮

শুক্রাচার্য্য অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কালের বিপর্য্যয়ে দৈত্যগণ বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিল না ॥ ৯

তাহারা এইরূপ স্থির করিয়া শুক্রাচার্য্যকে কহিল, এই ধর্ম্মাত্মাই আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিপ্রদ গুরু ॥ ১০

ইনিই ভৃগুনন্দন, ইনি আমাদিগকে দশ বৎসর উপদেশ দিতেছেন। তোমাকে মায়াবী বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১১

মূঢ়মতি দৈত্যগণ এই বলিয়া শুক্রাচার্য্যকে পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনা করিয়া সেই বৃহস্পতিকেই প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক সমাদরের সহিত গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২

শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে বৃহস্পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া বৃহস্পতির কথায় বিশ্বাস করিয়া সাতিশয় বঞ্চিত হইতেছে মনে করিয়া তাহাদিগের উপর সাতিশয় কুপিত হইয়া অভিশাপ দিলেন ॥ ১৩

আমি যখন বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার কথা শুনিলে না, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে, তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করার ফল অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখনই ইহার কপট ভাব সমস্ত জানিতে পারিবে ॥ ১৪-১৫

ব্যাস কহিলেন—এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। বৃহস্পতি পরমানন্দে সুস্থির হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন ॥ ১৬

তাঁহার সমক্ষেই দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আর অধিক দিন অবস্থান করা নিষ্প্রয়োজন এই ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি নিজ রূপ ধারণ করিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭

গুরোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্
শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮

নিরাধারাঃ কৃতা নূনং যতঞ্চ সুরসত্তমাঃ।
সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদগ্ধা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং মঘবা মুদমাপ্তবান্।
জগ্মুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০

সংগ্রামায় মতিং চক্রুঃ সংবিচার্য্য মিথঃ পুনঃ।
নির্যযুর্মিলিতাঃ সর্ব্বে দানবাভিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২১

সুরান্ সমুদ্যতান্ জ্ঞাত্বা কৃতোদ্যোগান্ মহাবলান্
অন্তর্হিতং গুরুঞ্চৈব বভূবুশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ২২

পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তস্য মায়য়া
সংপ্রসাদ্যো মহাত্মা চ যতোঽসৌ রুষ্টমানসঃ ॥ ২৩

বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ
ভ্রাতৃস্ত্রীলম্ভনঃ প্রায়ো মলিনোঽন্তর্বহিঃশুচিঃ ॥ ২৪

কিং কুর্মঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কার্য্যং প্রকোপিতম্।
কুর্ব্বীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্ ॥ ২৫

ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ।
প্রহ্লাদং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬

প্রণেমুশ্চরণৌ তস্য মুনের্মৌনভৃতস্তদা।
ভার্গবস্তানুবাচাথ রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭

ময়া প্রবোধিতা যূয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া।
ন গৃহীত বচো যোগাৎ তদা যাজ্ঞা হিতং শুচি ॥ ২৮

তদাবগণিতশ্চাহং ভবদ্ভিস্তত্ত্বমং গতৈঃ।
প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈর্মমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯

তত্র গচ্ছত সদ্ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ।
বঞ্চকঃ সুরকার্য্যার্থী নাহং তদ্বদ্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ

এবং ব্রুবন্তং শুক্রং তু বাক্যং সন্দিগ্ধয়া গিরা।
প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১

তৎপরে তিনি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—আমি অবশ্যই কার্য্য সাধন করিয়া আসিয়াছি। আমি তাহাদিগকে শাপগ্রস্ত করিয়াছি; কারণ, শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণকে শাপ দিয়াছেন, আমিও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ১৮

আমি তাহাদিগকে আশ্রয়হীন করিয়াছি, অতএব হে মহাভাগগণ! তোমরা যুদ্ধের নিমিত্ত যত্নবান্ হও; কারণ, আমি তাহাদিগকে শুক্রাচার্য্যের শাপের দ্বারা দগ্ধ করিয়াছি ॥ ১৯

ইন্দ্র ও সকল দেবগণ বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৃহস্পতির পূজা করিলেন ॥ ২০

অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে মনস্থির করিয়া দানবদিগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ২১

এদিকে দৈত্যগণ বৃহস্পতি অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং দেবগণ যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইয়া আগমন করিতেছেন জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইল ॥ ২২

অনন্তর তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়াছি। মহাত্মা শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে ॥ ২৩

সেই পাপিষ্ঠ ভ্রাতৃদারাপহারক অন্তর্মলিন বহিঃশুচি কাপট্যদক্ষ দেবগুরু বৃহস্পতি সত্য সত্যই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছে ॥ ২৪

সম্প্রতি আমাদের উপায় কি? কোথায় যাইব? কি করিব? কেন বা আমরা গুরুদেব শুক্রাচার্য্যকে কুপিত করিলাম? এক্ষণে কি প্রকারে তাঁহাকে আমাদের সহায়তা করিবার জন্য প্রসন্ন করি? ২৫

এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা সকলে মিলিত হইয়া ভীতচিত্তে কম্পিতকলেবরে প্রহ্লাদকে অগ্রে করিয়া পুনর্বার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল ॥ ২৬

শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে তিনি ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ২৭

হে যজমানগণ! যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া আমার হিতবাক্য শ্রবণ কর নাই; বরং তাহার বশবর্ত্তী ও মদমত্ত হইয়া আমাকে অবজ্ঞাত করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগকে আমার অবজ্ঞাফল অবশ্যই পাইতে হইবে ॥ ২৮-২৯

সেই কপটবেশী দেবকার্য্যার্থী বঞ্চকপণ্ডিত যেখানে আছে, সেইখানেই তোমরা যাও। আমি তাহার ন্যায় বঞ্চক নহি ॥ ৩০

ব্যাসদেব কহিলেন,—শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্দেহযুক্ত বাক্যে দৈত্যদিগকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে প্রহ্লাদ তাঁহার চরণ ধরিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩১

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভার্গবাস্ত সমায়াতান্ যাজ্যানস্মাংস্তথাতুরান্।
ত্যক্তুং নার্হসি সর্ব্বজ্ঞ দ্বদ্ধিতায়ৈতনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২
গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলূষেণ দুরাত্মনা।
দ্বদ্বেশমধুরালাপৈর্বয়ং তেন প্রবঞ্চিতাঃ ॥ ৩৩
অজ্ঞানকৃতদোষেণ নৈব কুপ্যন্তি শান্তিমান্।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং বিজানাসি চিত্তং নঃ প্রবণং ত্বয়ি ॥ ৩৪
জ্ঞাত্বা নস্তপসা ভাবং ত্যজ কোপং মহামতে।
ক্রুধ্যন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে ক্ষণকোপা হি সাধবঃ ॥৩৫
জন্তুং স্বভাবতঃ শীতং বহ্ন্যাতপসমাগমাৎ।
ভবত্যুষ্ণং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমনুগচ্ছতি ॥ ৩৬
ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
তস্মাদ্ রোষং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু সুব্রত ॥ ৩৭
যদি ন ত্যজসি ক্রোধং ত্যজস্যস্মান্ দুঃখিতান্।
ত্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮

প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুষা।
বিলোক্য সুমনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্।
রক্ষয়িষ্যামি বো যাজ্যান্মন্ত্রৈরবিতথৈঃ কিল ॥ ৪০
হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্তু নিশ্চয়ম্।
বচনং মম ধর্মজ্ঞাঃ শ্রুতং যদ্ ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ
নৈবং ন চান্যথা কর্ত্তুং ক্ষমঃ কোঽপি ধরাতলে ॥ ৪২
অদ্য মন্দবলা যূয়ং কালযোগাদসংশয়ম্।
দেবৈর্জ্জিতাঃ সকৃচ্ছাপি পাতালং প্রতিপৎস্যথ ॥ ৪৩
প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত।
ভুক্তং রাজ্যং ভবদ্ভিশ্চ পূর্ণং সর্ব্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪
যুগানি দশ পূর্ণানি দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি।
দৈবযোগাচ্চ যুষ্মাভির্ভুক্তং ত্রৈলোক্যমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৫
সাবর্ণিকে মনৌ রাজ্যং পুনস্তত্তু ভবিষ্যতি।
পৌত্রস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্স্যতি তে বলিঃ ॥৪৬

প্রহ্লাদ কহিলেন—হে ভার্গব! আমরা আপনার যজমান, অদ্য কাতরভাবে আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা আপনার প্রিয় পুত্ররূপ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না। ৩২

আপনি মন্ত্র-সাধনার্থ গমন করিলে, সেই দুরাত্মা বৃহস্পতি নটের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক আপনার তুল্য মধুর আলাপ করিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। ৩৩

আপনাকে অধিক আর কি বলিব? আপনি সমস্ত জানিতে পারিতেছেন, শান্ত ব্যক্তি অজ্ঞানকৃত দোষে কুপিত হন না। আমাদের চিত্ত আপনাতেই একান্ত অনুরক্ত। ৩৪

হে মহামতে! আপনি তপোবলে আমাদিগের মনোভাব অবগত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। মুনিগণ বলিয়া থাকেন, সাধুদিগের কোপ ক্ষণস্থায়ী। ৩৫

জল স্বভাবতই শীতল, বহ্নি ও রৌদ্রের উত্তাপ উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু তাপ অপগত হইলেই আবার শীতল হইয়া যায়। ৩৬

সাধুগণ চাণ্ডালরূপী ক্রোধকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অতএব হে সুব্রত! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৭

হে মহাভাগ! যদি ক্রোধ একান্তই ত্যাগ না করেন, এবং এই দুঃখিত সেবকদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব। ৩৮

ব্যাসদেব কহিলেন,—ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাননেত্রে সমস্ত অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া হাস্যসহকারে তাহাদিগকে বলিলেন। ৩৯

হে দানবগণ! ভয় নাই, তোমাদিগকে রসাতলে যাইতে হইবে না। তোমরা যখন আমার যজমান, তখন অবশ্যই অমোঘ মন্ত্র বলে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। ৪০

হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! পুরাকালে ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, সেই হিতকর সত্য নিশ্চিত বাক্য অদ্য তোমাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪১

শুভ বা অশুভ অবশ্যম্ভাবী বিষয় অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এই ভূতলে দৈবকে কেহই অন্যথা করিতে পারে না। ৪২

আজ কালপ্রভাবে তোমরা নিশ্চয়ই হীনবল হইয়াছ, দেবগণের নিকট পরাজিত হইয়া একবার তোমরা রসাতলে যাইবে, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। ৪৩

পর্য্যায়ক্রমে যখন তোমাদিগের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবার সময় আসিয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধিশালী হইয়া পূর্ণ রাজ্য ভোগ করিয়াছ। ৪৪

অদৃষ্ট প্রভাবে তোমরাও পূর্ণ দশযুগ দেবতাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিশাল ত্রৈলোক্য ভোগ করিয়াছ। ৪৫

সাবর্ণিক মন্বন্তরে এই রাজ্য পুনরায় তোমাদিগের হইবে। প্রহ্লাদের পৌত্র বলি রাজ্য পাইয়া ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইবে। ৪৬

যদা বামনরূপেণ হৃতং দেবেন বিষ্ণুনা
তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭
হৃতং যেন বলে রাজ্যং দেববাঞ্ছার্থসিদ্ধয়ে।
ত্বমিন্দ্রো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনৌ ॥ ৪৮

ভার্গব উবাচ

ইত্যুক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ সাম্প্রতম্
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গুপ্তশ্চরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯
একদা বাসবেনাসৌ বলির্গর্দ্দভরূপভাক্।
শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০
পৃষ্টশ্চ শতধা তেন বাসবেন বলিস্তদা।
কিমর্থং গর্দ্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৫১
ভোক্তা ত্বং সর্ব্বলোকানাং দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা।
ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২
প্রোবাচ বচনং শক্রং কোঽত্র শোকঃ শতক্রতো
যথা বিষ্ণুর্মহাতেজা মৎস্যকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩
তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ।
যথা ত্বং কমলে লীনঃ সংস্থিতো ব্রহ্মহত্যয়া ॥৫৪
পীড়িতশ্চ তথা হ্যস্ত স্থিতোঽহং খররূপধৃক্।
দৈবাধীনস্য কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন।
কালঃ করোতি বৈ নূনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫

ভার্গব উবাচ

ইতি তৌ বলি-দেবেশৌ কৃত্বা সম্বিদমুত্তমাম্।
প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগ্মতুঃ ॥ ৫৬
ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতা ময়া দৈববলিষ্ঠতা
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥৫৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং
নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

দেব বিষ্ণু যখন বামনরূপে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ ত্রিলোকবিজয়ী বিষ্ণু তোমার পৌত্রকে বলিয়াছিলেন—হে বলে! আমি দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তোমার রাজ্য হরণ করিলাম। আগামী সবর্ণিক মন্বন্তরে তুমি ইন্দ্র হইবে ॥ ৪৭-৪৮

এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে প্রহ্লাদ! হরি কর্ত্তৃক এইভাবে উক্ত হইয়া তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সর্ব্বপ্রাণীর অদৃশ্য হইয়া ভীতবৎ গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে ॥ ৪৯

একদিন বলি ইন্দ্রের ভয়ে গর্দ্দভরূপধারণ করিয়া শূন্য গৃহে অবস্থান করিতেছে, এমন সময়ে ইন্দ্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দৈত্যপুঙ্গব! তুমি কি জন্য গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়াছ? ৫০-৫১

হে দানবসত্তম! তুমি ত্রৈলোক্যের রাজ্যভোগকারী এবং দৈত্যদিগের শাসনকর্ত্তা হইয়া আজ গর্দ্দভরূপ ধারণ করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন,—হে শতক্রতো! এবিষয়ে আবার লজ্জা বা দুঃখ কি? মহাতেজা বিষ্ণুও এক সময়ে মৎস্য ও কচ্ছপ রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমিও তেমনি কালবশে গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আপনি যেরূপ ব্রহ্মহত্যা করিয়া পদ্ম পত্রমধ্যে লীন রহিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও কষ্টে পড়িয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। হে পাকশাসন! দৈবাধীন ব্যক্তির সুখই বা কি? দুঃখই বা কি? কাল যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন ॥ ৫২-৫৫

শুক্রাচার্য্য পুনরায় কহিলেন, সেই বলিও দেবেন্দ্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া উভয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং যথাভিমত স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৬

তোমার নিকট দৈবের বলবত্তা কীর্ত্তন করিলাম। তুমি জানিবে, দেব, দৈত্য ও মানবসহ সমস্ত জগৎই দৈবের বশবর্ত্তী ॥ ৫৭

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যদিগের শুক্রসম্প্রাপ্তিকথননামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[দৈববলমঙ্গীকৃত্য দৈত্যানাং যুদ্ধোদ্যোগঃ, দেবাসুরযুদ্ধে দেবানাং পরাজয়ঃ, ইন্দ্রেণ দেব্যাঃ স্তুতিঃ, সংগ্রামমধ্যে দেব্যা আবির্ভাবঃ দেবীং দৃষ্ট্বা দৈত্যানাং চিন্তা, প্রহ্লাদকর্ত্তৃকং দেবীপ্রণতিপূর্ব্বকং জিজ্ঞাসামূলকং ধর্ম্মস্থিতিকথনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ
প্রহ্লাদস্তু সুসংহৃষ্টো বভূব নৃপনন্দন ॥ ১
জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ
কৃতোঽপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২
তদা তে জহ্নিরে প্রোচুর্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ
সংগ্রামস্তু প্রকর্ত্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩
নিরুচ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমসুরাধিপ।
কেন দৃষ্টং ক্ব বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৪
তস্মাদ্ যুদ্ধং করিষ্যামো বলমাস্থায় সাম্প্রতম্।
ভবাগ্রে দৈত্যবর্য্য ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে ॥ ৫
ইত্যুক্তস্তৈস্তদা রাজন্ প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা।
সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ৬
তেঽপি তত্রাসুরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্।
সর্ব্বে সন্নদ্ধতসন্নদ্ধা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭
সংগ্রামস্তু তদা ঘোরঃ শক্র-প্রহ্লাদয়োর্ভবৎ।
পূর্ণং বর্ষশতং তত্র মুনীনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮
বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ।
জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ ॥ ৯
তদৈবেন্দ্রো গুরোর্বাক্যাৎ সর্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্।
সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ১০

ইন্দ্র উবাচ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চাম্বিকে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-খড়্গহস্তেঽভয়প্রদে ॥ ১১
নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে
দশতত্ত্বাত্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২
মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি।
প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাত্মিকে ॥ ১৩

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[দৈববল অঙ্গীকার করিয়া দৈত্যগণের যুদ্ধোদ্যোগ, দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের পরাজয়, ইন্দ্রকৃত দেবীর স্তুতি, সংগ্রামমধ্যে দেবীর আবির্ভাব, দেবীকে দেখিয়া দৈত্যদিগের চিন্তা, প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক দেবীকে প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা-মূলকধর্ম্মের স্থিতিকথন।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—নৃপনন্দন জনমেজয়! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১

তখন প্রহ্লাদ দৈবকে অতিশয় বলবান্ জানিয়া সেই দৈত্যগণকে বলিলেন,—হে দৈত্যগণ! দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেও এক্ষণে আমাদের কখনই জয় হইবে না ॥ ২

তখন সেই জয়াভিলাষী মদগর্ব্বিত দৈত্যগণ কহিল, যুদ্ধ আমাদিগকে করিতেই হইবে। দৈব কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না ॥ ৩

হে অসুরপতে! যাহারা উদ্যমহীন অলস, দৈব তাহাদের নিকটেই প্রধান। দৈব আবার কি প্রকার? কে ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে? কে বা কোথায় ইহাকে দেখিয়াছে? ৪

অতএব এক্ষণে আমরা বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব। হে দৈত্যবর! হে মহামতি প্রহ্লাদ! তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তুমি অগ্রবর্ত্তী হও ॥ ৫

হে রাজন্! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে প্রবল রিপুঘাতী প্রহ্লাদ তখন সেনাপতি হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬

দেবগণ দৈত্যদিগকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তখন পূর্ণ শতবৎসর ব্যাপিয়া ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মুনিগণ সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৮

শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই মহাযুদ্ধে প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ জয়লাভ করিল ॥ ৯

তখন ইন্দ্র বৃহস্পতির বাক্যানুসারে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী কল্যাণদায়িনী পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তিকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ১০

তখন ইন্দ্র স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! হে মহামায়ে! হে শূলধারিণি অম্বিকে! হে অভয়-প্রদায়িনি! হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তে! হে ভুবনেশ্বরি! আপনাকে নমস্কার করি। হে মহাবিদ্যারূপিণি! হে মাতঃ! আপনি শক্তিতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রের নায়িকা, আপনি দশবিধ তত্ত্ব-নিরূপিণী ॥ ১১-১২

হে মহাকুণ্ডলিনীরূপিণি! সচ্চিদানন্দময়ী আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্রযজ্ঞরূপিণী। আপনি হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা

পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি।
আনন্দকলিকে মাতঃ সর্ব্বোপনিষদর্চ্চিতে ॥ ১৪
মাতঃ প্রসাদ সুমুখী ভব দীনসত্ত্বান্
ত্রায়স্ব নো জননি দৈত্যপরাজিতান্ বৈ।
ত্বং দেবি নঃ কারণদা ভুবনে প্রমাণা
শক্তাসি দুঃখশমনেঽখিলবীর্য্যযুক্তে ॥ ১৫
ধ্যায়ন্তি যেঽপি নিতরাং সুখিনো ভবন্তি
দুঃখান্বিতা বিগতশোকভয়াস্তথান্যে।
মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ
সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তঃ ॥১৬
ত্বং দেবি বিশ্বজননি প্রথিতপ্রভাবা
সংরক্ষণার্থমুদিতাত্তিহরপ্রতাপা।
মংহর্ত্তুমেতদখিলং কিল কালরূপা
কো বেত্তি তেঽদ্য চরিতং খলু মন্দবুদ্ধিঃ ॥১৭
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদশ্বরথো হরিশ্চ
নাহং ক্ষমোঽথ বরুণোঽগ্নি-সমীরণৌ চ।

দীপশিখার ন্যায় বিরাজমানা, অতএব দীপশিখারূপিণি! আপনাকে নমস্কার। ৩

হে মাতঃ! আপনি অন্নময়াদি* পঞ্চকোষমধ্যে অবস্থিতা, আপনি আনন্দময়কোষে ব্রহ্মরূপিণী, আপনি আনন্দকলিকা এবং নিখিল উপনিষদের দ্বারা পূজিত ॥ ১৪

হে মাতঃ! আপনি আমাদিগের উপর প্রসন্না হউন। হে মাতঃ! আমরা দৈত্য কর্ত্তৃক পরাজিত ও হীনবল হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে সর্ব্বশক্তিসম্পন্নে! হে দেবি! আপনিই একমাত্র আমাদিগের আশ্রয়দাত্রী এবং দুঃখ নিবারণে সমর্থা ॥ ১৫

যাহারা আপনার ধ্যান করে, তাহারাই সাতিশয় সুখী; যাহারা আপনার ধ্যান করে না, তাহারা শোকার্ত্ত ও ভীত হইয়া দুঃখে কালযাপন করে। যাহারা অভিমানশূন্য ও নিঃসঙ্গ হইয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আপনার উপাসনা করেন, সেই সাধুগণ নিশ্চয়ই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ১৬

হে বিশ্বজননি! দেবি! আপনার প্রভাব বিশ্বরূপে বিখ্যাত। আপনার প্রতাপে আর্ত্তির আর্ত্তি বিনষ্ট হয়। আপনি এই বিশ্ব সংহার করিবার নিমিত্ত কালরূপিণী হইয়াছেন। হে মাতঃ! মন্দবুদ্ধি কোন্ ব্যক্তি আপনার চরিত্র অবগত হইতে পারে? ১৭

* অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষ।

জ্ঞাতুং ক্ষমা ন মুনয়োঽপি মহানুভাবা
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥১৮
ধন্যাস্ত এব ভুবি ভক্তিপরা মহান্তঃ
সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুমগ্নাঃ।
যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-
ম্ভোধিং জনিক্ষয়তরঙ্গযুতং তরন্তি ॥১৯
যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ
ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিরূঢ়াঃ।
তৈঃ পূজিতা ত্বং কিল পূর্ব্বদেহে
নানোপহারৈরিতি চিন্তয়ামি ॥ ২০
যে পূজ্যমানা বরবারণস্থা
বিলাসিনীবৃন্দবিলাসযুক্তাঃ।
সামন্তকৈশ্চোপনতৈর্ব্রজন্তি
মন্যে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥২১
ব্যাস উবাচ।
এবংস্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা।
প্রাদুর্বভূব তরসা সিংহারূঢ়া চতুর্ভুজা ॥ ২২

সূর্য্য, অগ্নি, যম, বায়ু, বরুণ, আমি, মহানুভব ব্যক্তি মুনিগণ, আগম-নিগম, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও যে আপনার প্রভাব অবগত হইতে পারেন না ॥ ১৮

হে উমে! যাঁহারা আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই মহান্ ও তাঁহারাই সংসার-দুঃখবিরহিত হইয়া সর্ব্বদা সুখসাগরে মগ্ন থাকেন। যাহারা আপনার প্রতি ভক্তি-শূন্য হইয়াছেন, তাহারা কখনই জন্ম-মৃত্যুরূপ তরঙ্গসঙ্কুল দুঃখ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না ॥ ১৯

যাঁহারা সর্ব্বদা শ্বেতচামর দ্বারা বীজিত এবং যাঁহারা শিবিকায় আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা পূর্ব জন্মে বিবিধ উপচারে আপনার পূজা করিয়াছেন ॥ ২০

যাঁহারা লোকের নিকট পূজিত এবং উত্তম মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন, সতত বিলাসিনীদিগের সহিত বিহার করেন, প্রণত সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করেন; আমার বোধ হয়, তাঁহারা আপনার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই এই সুখ-ভোগ করিতেছেন ॥ ২১

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবরাজ এইরূপ স্তব করিলে পর চতুর্ভুজা দেবী বিশ্বেশ্বরী সিংহারূঢ়া হইয়া সহসা প্রাদুর্ভূতা হইলেন ॥ ২২

শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা।
রক্তাম্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩

তামুবাচ সুরান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা।
ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ শং বিধাস্যে কিলাধুনা ॥ ২৪

ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারূঢ়াতিসুন্দরী।
জগাম তরসা তত্র যত্র দৈত্যা মদান্বিতাঃ ॥ ২৫

প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা দেবীং পুরঃস্থিতাম্।
ঊচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিং কর্ত্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬

দেবানাং রক্ষণার্থায় সংপ্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল।
মহিষাসুরকরী নূনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭

নিহনিষ্যতি নঃ সর্ব্বানম্বিকা নাত্র সংশয়ঃ।
বজ্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্ব্বং নিহতৌ মধু-কৈটভৌ ॥ ২৮

এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ।
যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায্য দানবোত্তমাঃ ॥ ২৯

নমুচিস্তানুবাচাথ পলায়নপরানিহ

তিনি চারহস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে রক্ত বস্ত্র, গলে দিব্যমালা, সেই চারুনয়না দেবী প্রসন্নবদনে দেবগণকে কহিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর। সম্প্রতি আমি তোমাদের মঙ্গল করিব ॥ ২৩-২৪

এই বলিয়া সিংহারূঢ়া সেই অতিসুন্দরী দেবী যথায় মদমত্ত দৈত্যগণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় সত্বর গমন করিলেন ॥২৫

তখন প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবীকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এখন কর্ত্তব্য কি? ২৬

যিনি চণ্ড, মুণ্ড ও মহিষাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, সেই চণ্ডিকা দেবী নিশ্চয়ই দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত আবির্ভূতা হইয়াছেন। ২৭

যিনি পূর্ব্বে বজ্রদৃষ্টি দ্বারা মধু ও কৈটভকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই চতুর্ভুজা এই অম্বিকা এক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদিগকে হত্যা করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৮

প্রহ্লাদ দৈত্যগণকে এইরূপ চিন্তাতুর দেখিয়া কহিলেন,—হে দানবোত্তমগণ! এক্ষণে আমাদের যুদ্ধ করা উচিত নহে, এস্থান হইতে পলায়ন করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ॥ ২৯

অনন্তর নমুচিনামক এক দৈত্য পলায়নপর দৈত্যগণকে

হনিষ্যতি জগন্মাতা রুষিতা কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০

তথা কুরু মহাভাগ যথা দুঃখং ন জায়তে।
ব্রজামাস্তেব পাতলং তাং স্তুত্বা তদনুজ্ঞয়া ॥ ৩১

প্রহ্লাদ উবাচ।

স্তৌমি দৈবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্
সর্ব্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ।
তুষ্টাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩

মালাসর্পবদাভাতি যস্যাং সর্ব্বং চরাচরম্।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্যৈ হ্রীংমূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪

ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অন্যে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্ত্তারস্তব নির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৫

নমো দেবি মহামায়ে সর্ব্বেষাং জননী স্মৃতা।
কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু সুকৃতেষু চ ॥ ৩৬

কহিল,—তোমরা পলায়ন করিতে গেলে এই জগন্মাতা কুপিতা হইয়া অস্ত্রদ্বারা তোমাদিগকে হত্যা করিবেন ॥ ৩০

হে মহাভাগ! যাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে, এইরূপ কার্য্যই এক্ষণে করা উচিত। আমি ত' এই আদ্যা শক্তির স্তব করিয়া ইহার অনুমতি লইয়া পাতালে প্রস্থান করিব ॥ ৩১

তখন প্রহ্লাদও তদনুসর্ত্তী হইয়া কহিলেন, তবে আমিও সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকারিণী জগদ্জননী ও শক্তিরূপিণী মহামায়ার স্তব করি।' ৩২

ব্যাসদেব কহিলেন,—পরমার্থবিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জগদ্ধাত্রীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

মালাতে সর্পভ্রমের ন্যায় যাহাতে এই চরাচর বিশ্ব প্রতিভাত হয়, সকলের অধিষ্ঠানরূপা সেই হ্রীঙ্কারমূর্ত্তি দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩৪

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্ব আপনা হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি ইহারা সকলে নিমিত্তকর্ত্তা মাত্র। তাঁহারাও আপনারই সৃষ্টি ॥ ৩৫

হে দেবী মহামায়ে! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের জননী। দেবতা ও দৈত্যগণ আপনারই সৃষ্ট, সুতরাং আপনার নিকটে দেব ও দৈত্যের ভেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৩৬

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোঽপ্যশুভেষু শুভেষু চ
তথৈব দেবদৈত্যাস্থ ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াধুনা ॥ ৩৭
যাদৃশাস্তাদৃশা মাতঃ সুতাস্তে দানবাঃ কিল।
যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮
তেঽপি স্বার্থপরা নূনং তথৈব বয়মপ্যুত
নান্তরং দৈত্য-সুরয়োর্ভেদোঽয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯
ধনদারাদিভোগেষু বয়ং সক্তা দিবানিশম্।
তথৈব দেবা দেবেশি কো ভেদোঽসুর-দেবয়োঃ ॥ ৪০
তেঽপি কশ্যপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল।
কুতো বিরোধসম্ভূতির্জ্জাতা মাতস্তবাধুনা ॥ ৪১
ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সর্ব্বসমুদ্ভবে।
সাম্যভৈব ত্বয়া স্থাপ্যা দেবেষ্বস্মাসু চৈব হি ॥ ৪২
গুণব্যতিকরাৎ সর্ব্বে সমুৎপন্নাঃ সুরাসুরাঃ।
গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভৃতোঽমরাঃ ॥ ৪৩
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্ব্বদেহেষু সংস্থিতাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা তস্মাৎ কোঽবিরোধী ভবেজ্জনঃ ॥ ৪৪
ত্বয়া মিথো বিরোধোঽয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ।
মন্যামহে বিভেদেন নূনং যুদ্ধদিদৃক্ষয়া ॥ ৪৫
অন্যথা খলু ভ্রাতৃণাং বিরোধঃ কীদৃশোঽনঘে!
ত্বঞ্চেন্নেচ্ছসি চামুণ্ডে বীক্ষিতুং কলহং কিল ॥ ৪৬
জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞে বেদ্মি চাহং শতক্রতুম্
তথাপি কলহোঽস্মাকং ভোগার্থং দেবি সর্ব্বথা ॥ ৪৭
একঃ কোঽপি ন শাস্তাস্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে।
পৃচ্ছাবস্তু কঃ কর্ত্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ ॥ ৪৮
দেবাসুরৈরয়ং সিন্ধুর্মথিতঃ সময়ে ক্বচিৎ
বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ সুধারত্নচ্ছলেন বৈ ॥ ৪৯
ত্বয়াসৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকত্বে জগদ্গুরুঃ।
তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্ গৃহীতামরসুন্দরী ॥ ৫০
ঐরাবতস্তথেন্দ্রেণ পারিজাতোঽথ কামধুক্।
উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্ব্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া ॥ ৫১

পুত্র উত্তমই হউক বা অধমই হউক মাতার নিকটে সকলেই সমান, অতএব আপনি দেবতাদিগকে যেভাবে দেখেন আমাদিগকেও সেইভাবে দেখিবেন। আমাদিগকে দেবতা হইতে ভিন্ন ভাবিবেন না ॥ ৩৭

হে মাতঃ! যখন আপনি সমস্ত পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন, তখন দেবগণও যেরূপ আপনার সন্তান দৈত্যগণও সেইরূপ জানিবেন ॥ ৩৮

তাঁহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমরাও সেইরূপ স্বার্থপর, সুতরাং দৈত্য ও দেবের কোন ভেদ নাই; তবে যদি কেহ ভিন্ন ভাবেন, তাহা মোহোৎপন্ন ভ্রম ॥ ৩৯

হে দেবেশি! আমরাও যেমন দিবারাত্র ধন ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত, দেবতারাও তদ্রূপ; সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত আমাদের পার্থক্য কি? ৪০

আমরাও কশ্যপসন্তান দেবতারাও কশ্যপসন্তান। হে মাতঃ! তবে আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব এক্ষণে আপনার কেন হইল? ৪১

হে মাতঃ! আপনি যখন সকলের জননী, তখন আপনাতে সে বিরোধ থাকিতে পারে না। আপনি অসুর ও দেবতাগণের মধ্যে সাম্য স্থাপন করুন ॥ ৪২

দেব-দৈত্যগণ সকলেই গুণসম্পর্কে উৎপন্ন, অতএব দেবগণ ও অসুরগণ সকলেই এক, তবে তাঁহাদের মধ্যে দেবগণ কিরূপে অধিক গুণশালী হইবে? ৪৩

কাম, ক্রোধ, লোভ, সর্ব্বদা সকল দেহেই বিদ্যমান, তবে বিরোধ নাই এমন লোক কে আছে? ৪৪

আমাদের বোধ হয়, আপনিই যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলবশতঃ আমাদের পরস্পরের বিভেদ জন্মাইয়া দিয়া বিরোধ ঘটাইয়াছেন ॥ ৪৫

হে নির্মলে! হে চামুণ্ডে! আমাদের যদি কলহ দেখিবার ইচ্ছা আপনার না থাকিত; তবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় এরূপ কলহ হইত কেন? ৪৬

হে ধর্ম্মজ্ঞে! দেবি! আমি ইন্দ্রকেও জানি এবং ধর্ম্মকেও জানি, তথাপি বিষয়ভোগের জন্য সর্ব্বদাই আমাদের এ কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭

হে অম্বিকে! এই সংসারে একমাত্র আপনি ব্যতীত সকলের শাসনকর্ত্তা আর কেহই নাই। কোন্ পণ্ডিত বিষয়-লালসের বাক্য প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়? ৪৮

কোন সময়ে দেবতা ও অসুরে মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিলেন, আর বিষ্ণু আসিয়া সেই সময়ে সুধারত্ন বণ্টনছলে তাহাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়াছিলেন ॥ ৪৯

আপনি বিষ্ণুকে জগতের পালককর্ত্তা করিয়াছিলেন। তিনি লোভবশতঃ নিজেই অমরসুন্দরী লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫০

ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত, উচ্চৈঃশ্রবা ও কামধেনুকে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দেবগণ বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে সমস্তই গ্রহণ করিলেন ॥ ৫১

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ।
অস্থায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৫২
সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা।
নূনং দৈত্যাঃ পরাভূবন্ পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩
ক ধর্ম্মঃ কীদৃশোঽধর্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা
কথয়ামি চ কস্যাগ্রে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪
তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ
উক্ত্বা সকর্ত্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫
কর্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল।
বিরোধঃ কীদৃশস্তত্র চৈককর্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬
বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেষ্বপি তথা পুনঃ
নৈকবাক্যং বচস্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭
যতঃ স্বার্থপরং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্
নিঃস্পৃহঃ কোঽপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
শশিনাথ গুরোর্ভার্য্যা হৃতা জ্ঞাত্বা বলাদপি।
গৌতমস্য তথেন্দ্রেণ জ্ঞানতা ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯
গুরুণানুজভার্য্যা চ ভুক্তা গর্ভবতী বলাৎ।
শপ্তো গর্ভগতো বালঃ কৃতশ্চাক্ষতযোনি পুনঃ ॥ ৬০
বিষ্ণুনা চ শিরশ্ছিন্নং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ।
অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতাম্বিকে ॥ ৬১
পৌত্রো ধর্ম্মবতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ।
যজ্বা দানপতিঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজকঃ ॥ ৬২
কৃত্বাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা।
বঞ্চিতোঽসৌ বলিঃ সর্ব্বং হৃতং রাজ্যং পুরা কিল ॥৬৩
তথাপি দেবান্ ধর্ম্মজ্ঞান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্ম্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৬৪
এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেচ্ছসি তথা কুরু
শরণা দানবাঃ সর্ব্বে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেপ্সিতম্।
কুরুধ্বং দানবাঃ সর্ব্বে নির্ভয়া গতমন্যবঃ ॥ ৬৬

কি আশ্চর্য্য! এতদূর অন্যায় কার্য্য করিয়া দেবগণ হইলেন সাধু। ফলতঃ দেবগণ যে অন্যায়কারী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনি ধর্ম্মের লক্ষণ দেখুন। ৫২

বহুমানী বিষ্ণু দেবগণকে স্ব স্ব পদে স্থাপন করিলেন। আর দৈত্যগণকে পরাভূত করিলেন। আপনি এ বিষয়ে ধর্ম্মের লক্ষণ দেখুন, বিষ্ণু অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন কিনা? ৫৩

এক্ষণে ধর্ম্ম কোথায়? কি প্রকারই বা ধর্ম্ম? কার্য্য কোথায়? সাধুতাই বা কোথায়? মীমাংসকদিগের যাহা মত, তাহা কাহার নিকটেই বা বলি? ৫৪

(বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই বিবাদ পরিলক্ষিত হয়।) তার্কিকগণ যুক্তির পক্ষপাতী, বেদবাদীরা বিধির অনুগামী, জড় প্রকৃতি মূঢ় ব্যক্তিগণ এই জগৎকে সকর্ত্তৃক অর্থাৎ এক জনের কর্ত্তৃত্বে পরিলক্ষিত মনে করিয়া বিবাদ করিয়া থাকে। ৫৫

যদি এই বিস্তৃত সংসারে একজনই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে একজনের এক কার্য্যে আবার পরস্পর বিরোধ হয় কি প্রকারে? ৫৬

বেদে ঐক্য নাই কেন? অন্যান্য শাস্ত্রেও পরস্পর মতভেদ কেন? হে দেবি! বেদবিদ্‌গণেরও পরস্পর বাক্য বিভিন্ন কেন? ৫৭

হে দেবি! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই মতভেদ ঘটিয়াছে। এই জগতে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই এবং হইবেও না। ৫৮

দেখুন, চন্দ্র জানিয়া শুনিয়াও বলপূর্ব্বক গুরু বৃহস্পতির ভার্য্যাকে হরণ করিল, ইন্দ্রও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ হইয়াও গৌতমের ভার্য্যাকে হরণ করিল। ৫৯

বৃহস্পতি কনিষ্ঠের গর্ভবতী ভার্য্যাকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলেন এবং গর্ভস্থ বালককে শাপ দিয়া অন্ধ করিলেন। ৬০

হে অম্বিকে! সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু বিনা অপরাধে বলপূর্ব্বক চক্রদ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। ৬১

আমার পৌত্র বলি ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য, শান্ত, দানশীল, সত্যপরায়ণ, সকলের সম্মানকারী ও যজ্ঞশীল ছিল, তথাপি ছলক্রমে বামনরূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণু সেই বলিকে বিনা অপরাধে রাজ্যচ্যুত করিলেন। ৬২-৬৩

হায়, তথাপি মনীষিগণ দেবতাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া থাকেন। এই জগতে যাহারা চাটুকার, তাহাদেরই জয় হয় এবং ধর্ম্মবাদী যাহারা, তাহাদের পরাজয় হইয়াছে। ৬৪

হে জগন্মাতঃ! আপনি সমস্ত অবগত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। দানবগণ এক্ষণে আপনার শরণাগত, ইচ্ছা হয় রক্ষা করুন, না হয় বধ করুন। ৬৫

শ্রীদেবী কহিলেন,—হে দানবগণ! তোমরা দুঃখজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে চলিয়া যাও এবং তথায় নির্ভয়ে ইচ্ছামত বাস কর। ৬৬

কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুষ্মাভিঃ কারণং সশুভেঽশুভে
সুনির্বেদপরাণাং হি সুখং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৬৭
ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যেঽপি ন সুখং লোভচেতসাম্
কৃতেঽপি ন সুখং পূর্ণং সম্পৃগাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮
তস্মাত্ত্যক্ত্বা মহীমেতাং প্রয়াস্তুস্ব মহীতলম্ ।
মমাজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ৬৯

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেত্যুক্ত্বা রসাতলম্ ।
প্রণম্য দানবাঃ সর্ব্বে গতাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০
অন্তর্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ ।
ত্যক্ত্বা বৈরং স্থিতাঃ সর্ব্বে তে তদা দেব-দানবাঃ ॥ ৭১
এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ ।
স সর্ব্বদুঃখনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দেবদানবযুদ্ধোপাখ্যানকথনং
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ভোমরা সম্প্রতি শুভাশুভের কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা করিতে থাক। যাহারা নির্বিণ্ণ অর্থাৎ বিরাগী, তাহাদের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা সুখ হইয়া থাকে ॥ ৬৭

যাহারা লোভ-বশীভূত, তাহারা ত্রৈলোক্য রাজ্য পাইলেও সুখী হইতে পারে না। সত্যযুগেও লোভী ব্যক্তি অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারে নাই ॥ ৬৮

অতএব অদ্য তোমরা আমার আদেশ মাত্র করিয়া ভূতল পরিত্যাগ পূর্বক পাতালে গমন কর এবং তথায় নিষ্পাপ হইয়া অবস্থিতি কর ॥ ৬৯

ব্যাসদেব কহিলেন,—দানবগণ দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই দেবীকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালে গমন করিল ॥ ৭০

তৎপরে দেবী অন্তর্হিতা হইলেন এবং দেবগণও স্বস্থানে গমন করিলেন। তখন দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৭১

যে ব্যক্তি এই উপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭২

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে দেব-দানবগণের যুদ্ধশান্তিকথন নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসসমীপে হরেরবতারবিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, তদুত্তররূপেণ ব্যাসকর্তৃকং নানামন্বন্তরেষু হরের্নানাবতার-কথনম্, প্রকৃতিপ্রাধান্যবর্ণনঞ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

ভৃগুশাপাদ্মুনিশ্রেষ্ঠ হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো ॥ ১
বিস্তরাদ্ বদ ধর্ম্মজ্ঞ অবতারকথাং হরেঃ ।
পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্ শুভাং সর্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরের্যথা ।
যস্মিন্ মন্বন্তরে জাতো যুগে যস্মিন্নরাধিপ ॥ ৩
যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ ।
তৎ সর্ব্বং নৃপ বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪
ধর্ম্মস্যৈবাবতারোঽভূচ্চাক্ষুষে মনুসম্ভবে ।
নর-নারায়ণৌ ধর্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫
অথ বৈবস্বতাখ্যেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ ।
দত্তাত্রেয়োঽবতারোঽত্রেঃ পুত্রত্বমগমদ্ধরিঃ ॥ ৬

ব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্। যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ হরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

নারায়ণ যে-রূপ ধারণ করিয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন হে নৃপ। তাহা আমি সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিতেছি ॥ ৪

চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধর্ম্মরূপী বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ। ধর্ম্মের এই দুই পুত্র ভূতলে তখন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫

অনন্তর বৈবস্বত মনুর সময়ে দ্বিতীয় যুগে ভগবান্ হরি অত্রির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয় অবতার হইয়াছিলেন ॥ ৬

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়োঽমী দেবসত্তমাঃ।
পুত্রত্বমগমন্ ভূপ তস্যাত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ॥ ৭
অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী।
যয়া সংপ্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমংস্ত্রয়ঃ॥ ৮
ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্তু দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্।
দুর্ব্বাসা রুদ্ররূপোঽসৌ পুত্রত্বং তে প্রপেদিরে॥ ৯
নৃসিংহ স্যাবতারস্তু দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
চতুর্থে তু যুগে জাতো দ্বিধারূপো মনোহরঃ॥ ১০
হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্‌বধায় ভগবান্ হরিঃ।
চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্॥ ১১
বলেনিয়মনার্থায় শ্রেষ্ঠে ত্রেতাযুগে তথা।
চকার রূপং ভগবান্ বামনং কশ্যপাত্মনেঃ॥ ১২
ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ।
পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্॥ ১৩
যুগে চৈকোনবিংশেঽথ ত্রেতাখ্যে ভগবান্ হরিঃ।
জমদগ্নিসুতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ॥ ১৪
ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

ভূপ। সেই অত্রিমুনির ভার্য্যার প্রার্থনানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতা পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৭

অত্রী-পত্নী অনসূয়া সতীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা। এই কারণে তিনি প্রার্থনা করিবামাত্রই উক্ত দেবতাত্রয় তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন॥ ৮

ব্রহ্মা সোমরূপে, মহেশ্বর দুর্ব্বাসারূপে ও বিষ্ণু স্বয়ং দত্তাত্রেয় রূপে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৯

তাহার পর চতুর্থ যুগে ভগবান্ হরি দেবতাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সিংহমুখ নরাকার মনোহর নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥ ১০

ভগবান্ হরি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য দেবতাদিগের বিস্ময়প্রদ নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১১

তাহার পর শ্রেষ্ঠ ত্রেতাযুগে ভগবান্ বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিবার জন্য কশ্যপমুনির ঔরসে বামনরূপে অবতীর্ণ হন॥ ১২

বামন রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণু যজ্ঞে বলিকে ছলিয়া তদীয় রাজ্য গ্রহণ করেন এবং তাহাকে পাতালে স্থাপন করেন॥ ১৩

অনন্তর ত্রেতানামক ঊনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি জমদগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাবল রাম (পরশুরাম)-নামে বিখ্যাত হন॥ ১৪

দত্তবান্ মেদিনীং কৃৎস্নাং কশ্যপায় মহাত্মনে॥ ১৫
যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারস্তু রাজেন্দ্র কথিতঃ পাপনাশনঃ॥ ১৬
ত্রেতাযুগে রঘোর্বংশে রামো দশরথাত্মজঃ।
নর-নারায়ণাংশৌ দ্বৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ॥ ১৭
অষ্টাবিংশে যুগে শান্তৌ দ্বাপরেঽর্জুন-শৌরিণৌ।
ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ভুবি॥ ১৮
কৃতবন্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
এবং যুগে যুগে রাজন্নবতারা হরেঃ কিল॥ ১৯
ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেরনুরূপতঃ
প্রকৃতেরখিলং সর্ব্বং বশমেতজ্জগত্রয়ম্॥ ২০
যথেচ্ছতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যনিশং জগৎ।
পুরুষস্য প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ॥ ২১
সৃষ্ট্বা পুরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্।
সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বগশ্চাসৌ দুর্জ্ঞেয়ঃ পরমোঽব্যয়ঃ॥ ২২
নিরালম্বো নিরাকারো নিস্পৃহশ্চ পরাৎপরঃ
উপাধিত্রিধা ভাতি যস্যাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা॥ ২৩

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে উন্মূলন পূর্ব্বক মহাত্মা কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছিলেন॥১৫

রাজেন্দ্র। ঐ অদ্ভুতকর্ম্মা হরির এই পরশুরামনামক অবতার পাপনাশন বলিয়া খ্যাত॥ ১৬

তাহার পর বিষ্ণু ত্রেতাযুগে রঘুকুলে দশরথনন্দন রামরূপে অবতীর্ণ হন। তৎপর দ্বাপরনামক অষ্টাবিংশ যুগে নর ও নারায়ণের অংশে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর ভারনাশের জন্য তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এইরূপে হরি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ১৭-১৯

এই অখিল জগত্রয় প্রকৃতির বশে অবস্থিত। এইরূপে প্রকৃতির অনুরূপ বহু অবতার হইয়াছে॥ ২০

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপে সর্ব্বদা চালিত করিতেছেন। প্রকৃতি পুরুষের নিমিত্ত নিখিল জগৎ রচনা করিতেছেন॥ ২১

পরাৎপর, নিরালম্ব, নিরাকার, নিস্পৃহ, সর্ব্বাদি, সর্ব্বগত, দুর্জ্ঞেয়, পরম ও অক্ষয় ভগবান্ মায়া উপাধি হইতে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ত্রিবিধরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে প্রতিভাত হন। সেই ব্রহ্মরূপিণী শক্তির মায়াকে পরমা প্রকৃতি বলা হয়॥ ২১-২৩॥

উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা।
সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা।
কল্পান্তে সংহরত্যেব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪
তয়া যুক্তোঽসৃজদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পাতি তয়ান্বিতঃ।
রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ ॥ ২৫
সা চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্।
কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় চ ॥ ২৬
এবমস্মিংশ্চ সংসারে সুখদুঃখান্বিতাঃ কিল।
ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিধিতন্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে হরেরবতারকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

সেই শিবা প্রকৃতি উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই বিশ্বমোহিনী ত্রিরূপা প্রকৃতিই নিজের ইচ্ছামত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও কল্পান্তে পুনরায় সংহার করিতেছেন ॥ ২৪

এই প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৫

সেই প্রকৃতিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দৈত্য জয় করিবার নিমিত্ত কোথাও স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৬

এই সংসারে নিখিল প্রাণীই এইরূপে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখনও সুখী এবং কখনও দুঃখী হইয়া থাকে ॥ ২৭

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীহরির অবতারকথননামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বারাঙ্গনামধিকৃত্য নারায়ণস্য চরিতবিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, বেদব্যাসেন তদুত্তরমুপলক্ষ্য বারাঙ্গনাভ্যো নারায়ণস্য বরদানকথনম্, তাসাং স্বর্গগমনম্, তত্র ইন্দ্রসমীপে সকলবৃত্তান্তকথনম্, উর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রস্য হর্ষঃ, নারায়ণস্য মহিমকথনম্, শ্রীকৃষ্ণস্য নানাবিধাচরণবিষয়ে জনমেজয়স্য জিজ্ঞাসা চ।]

জনমেজয় উবাচ।
বারাঙ্গনাশ্রয়াখ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে।
একং নারায়ণং শান্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১
শপ্তুকামস্তদা জাতো মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ।
নিবারিতে নরেণাথ ভ্রাত্রা ধর্ম্মবিদা মুনে ॥ ২
কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে।
তাভিঃ সংকল্পিতেনাথ কামার্ত্তাভিভৃশং মুনে ॥ ৩
শক্রেণোৎপাদিতাভিশ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ।
যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা ॥ ৪
ইত্যেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্
নারায়ণস্য মে ব্রূহি বিস্তরেণ পিতামহ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মপুত্রস্য ধর্ম্মজ্ঞ বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬
শপ্তুকামস্তু সংদৃষ্টো নরেণাথ যদা হরিঃ
বারিতোঽসৌ সমাশ্বাস্য মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭

সপ্তদশ অধ্যায়

[বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া নারায়ণের চরিতবিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন—বেদব্যাস কর্ত্তৃক তাহার উত্তরপ্রসঙ্গে বারাঙ্গনাদিগকে নারায়ণের 'বরদান কথন'। তাহাদের স্বর্গে গমন; সে স্থানে ইন্দ্রের নিকটে সকল বৃত্তান্ত কথন। উর্ব্বশীকে দেখিয়া ইন্দ্রের হর্ষ, নারায়ণের মহিমা কথন এবং শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ আচরণ বিষয়ে জনমেজয়ের জিজ্ঞাসা।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে মুনে! আপনি বলিয়াছিলেন যে, নারায়ণের আশ্রমে দেববারাঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শান্ত একমাত্র নারায়ণকে কামনা করিলে মুনিবর নারায়ণ তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে তখন তদীয় ভ্রাতা ধর্ম্মবিৎ নর তাঁহাকে নিবারণ করেন ॥ ১-২

মুনে! ঐ সঙ্কট সময়ে সেই কামার্ত্তা বারাঙ্গনাগণের অভিলাষপাত্র মুনিবর নারায়ণ কি করিয়াছিলেন? ৩

ইন্দ্রোদ্ভাবিত সেই অপ্সরাগণ বহুবার বিবাহ প্রার্থনা জানাইলে সেই মুনিবর জয়শীল নারায়ণ কি করিয়াছিলেন? ৪

হে পিতামহ! আমি সেই নারায়ণ ঋষির মোক্ষপ্রদ চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিস্তৃতভাবে তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ! হে রাজন্! আমি সেই মহাত্মা ধর্মপুত্র নারায়ণের চরিত্র তোমার নিকট বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬

নর ঋষি যখন হরিকে শাপ দিতে উদ্যত দেখিলেন, তখন নারায়ণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৭

শান্তকোপস্তদোবাচ তাপসশ্রী মহামুনি:
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধর্ম্মনন্দন: ॥ ৮
অস্মিন্ জন্মনি চার্বাঙ্গ্য: কৃতসঙ্কল্পবানহম্ ।
আবাভ্যাঞ্চ ন কর্ত্তব্য: সর্ব্বথা দারসংগ্রহ: ॥ ৯
তস্মাদ্ গচ্ছন্তু ত্রিদিবং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি ।
ধর্ম্মজ্ঞা ন প্রকুর্ব্বন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্য বৈ ॥ ১০
শৃঙ্গারেঽস্মিন্ রসে নূনং স্থায়ী ভাবো রতি: স্মৃত: ।
কথং করোমি সম্বন্ধং তদভাবে সুলোচনা: ॥ ১১
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি নিশ্চয়: ।
কবিভি: কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রস: কিল ॥ ১২
ধন্য: সুচারুসর্ব্বাঙ্গ: সভাগ্যোঽহং ধরাতলে ।
প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতীনামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩
ভবতীভি: কৃপাং কৃত্বা রক্ষণীয়ং ব্রতং মম ।
ভবিষ্যামি মহাভাগা: পতিরূপোঽন্যজন্মনি ॥ ১৪
অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেঽস্মিন্ ধরাতলে ।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং প্রভবিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫

তদা ভবদ্ভ্যো মন্দারা: প্রাপ্য তস্মে পৃথক্ পৃথক্
ভূপতীনাং সুতা ভূত্বা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬
ইত্যাশ্বাস্য হরিস্তাস্তু প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্ ।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স তাগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতজ্বরা: ॥ ১৭
এবং বিসর্জ্জিতাস্তেন গতা: স্বর্গং তদাঙ্গনা: ।
শক্রায় কথয়ামাসু: কারণং সকলং পুন: ॥ ১৮
আকর্ণ্য মঘবাংস্তাভ্যো বৃত্তান্তং তস্য বিস্তরাৎ ।
তুষ্টাব তং মহাত্মানং নারীদৃষ্ট্বা তথোর্ব্বশীং ॥ ১৯

ইন্দ্র উবাচ ।

অহো ধৈর্য্যং মুনে: কামং তথৈব চ তপোবলম্ ।
যেনোর্ব্বশ্য: স্বতপসা তাদৃগ্রূপা: প্রকল্পিতা: ॥ ২০
ইতি স্তুত্বা প্রসন্নাত্মা বভূব সুররাট্ ততঃ ।
নারায়ণোঽপি ধর্ম্মাত্মা তপস্যভিরতোঽভবৎ ॥ ২১
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং মুনের্বৃত্তান্তমদ্ভুতম্ ।
নারায়ণস্য সকলং নরস্য চ মহামুনে: ॥ ২২
তৌ হি কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ ।
জাতৌ তৌ ভরতশ্রেষ্ঠ ভৃগো: শাপবশাদিহ ॥ ২৩

তখন সেই মহামুনি তপস্বী ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মধুর-বচনে তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৮

হে সুনাত্রীগণ! এ জন্মে আমরা তপস্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সুতরাং এ-জন্মে আমাদের কোন মতে দারপরিগ্রহ করা উচিত নহে ॥ ৯

অতএব হে সুনাত্রীগণ! তোমরা আমার উপরে দয়া করিয়া স্বর্গধামে গমন কর। ধার্মিক লোকেরা কখনই অপরের ব্রত ভঙ্গ করিতে উদ্যত হন না ॥ ১০

হে সুলোচনাগণ! এই শৃঙ্গার রসে রতি স্থায়ীভাব, কিন্তু আমাদের সে রতিভাব নাই, অতএব আমরা কিভাবে সে সম্বন্ধ যোজনা করিব? ১১

কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না—ইহা নিশ্চয়, কবিগণ স্থায়ী-ভাবকে শাস্ত্রে রস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১২

যাহা হউক, আমার অঙ্গসকল নিশ্চয়ই অতি সুন্দর, আমিই ভূতলে ধন্য ও ভাগ্যবান্; যেহেতু তোমাদের অকৃত্রিম প্রণয়ের পাত্র হইলাম ॥ ১৩

হে মহাভাগাগণ! তোমরা কৃপা করিয়া আমার ব্রত রক্ষা কর, আমি অন্য জন্মে তোমাদের পতি হইব ॥ ১৪

হে বিশালাক্ষীগণ! অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি নিশ্চয়ই ভূতলে জন্মগ্রহণ করিব ॥ ১৫

তখন তোমরা রাজকন্যা হইয়া পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬

ভগবান্ হরি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন ॥

এইভাবে বিদায় দিলে তাহারাও মনঃক্লেশ পরিহার করিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই অপ্সরোগণ স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল ॥ ১৭-১৮

ইন্দ্র তাহাদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়া এক উর্ব্বশী প্রভৃতি নবাগত সুন্দরীদিগকে দেখিয়া সেই মহাত্মা নারায়ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

ইন্দ্র বলিলেন,—অহো! মুনির কি অপূর্ব্ব ধৈর্য্যশক্তি! কি আশ্চর্য্য তপোবল যে, তিনি আপনার তপোবলে উর্ব্বশী প্রভৃতি নিরুপমা রমণীগণকে উৎপাদিত করিলেন ॥ ২০

সুররাজ এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া উদ্বেগশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা নারায়ণও এক মনে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

এই আমি মহামুনি নর ও নারায়ণের অদ্ভুত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম ॥ ২২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নর ও নারায়ণ ভৃগুর শাপে ভূভার-হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নামে বীরযুগলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩

রাজোবাচ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে।
সন্দেহো মম চিত্তেঽস্তি তং নিবারয় মানদ ॥ ২৪

যয়োঃ পুত্রত্বমাপন্নৌ হর্যনন্তৌ মহাবলৌ।
দেবকী-বসুদেবৌ তৌ দুঃখভাজৌ কথং মুনে ॥ ২৫

কংসেন নিগড়ে বদ্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্
যয়োঃ পুত্রো হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তোষিতোঽভবৎ ॥ ২৬

জাতোঽসৌ মথুরায়াস্তু গোকুলে স কথং গতঃ।
কংসং হত্বা দ্বারবত্যাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমৃদ্ধং পাবনং কিল।
ত্যক্ত্বা দেশান্তরেঽনার্যে গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮

কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ
ভারাবতারণং কৃত্বা বাসুদেবঃ সনাতনঃ
দেহং মুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯

পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকুলা ভূচ্চ মেদিনী
তে হতা বাসুদেবেন পার্থেনামিতকর্মণা ॥ ৩০

লুণ্ঠিতা যৈর্হরেঃ পত্ন্যস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১

রাজা কহিলেন,—হে মানদ! বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণাবতারের বিষয় বর্ণনা করিয়া আমার চিত্তে যে সংশয় রহিয়াছে, তাহা অপনোদন করুন ॥ ২৪

হে মুনে! মহাবল হরি ও অনন্ত যাঁহাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সেই দেবকী ও বসুদেব দুঃখভাগী হইলেন কেন? ২৫

তপস্যায় তুষ্ট হইয়া হরি যাহাদের পুত্র হইলেন, কংস কিভাবে তাঁহাদিগকে বহু বৎসর নিগড়ে বন্ধন পূর্ব্বক পীড়াদান করিয়াছিল? ২৬

কৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে গমন করিলেন কেন? এবং কংসকে বধ করিয়া কি নিমিত্ত দ্বারবতীনগরীতে বাস করিলেন? ২৭

পিত্রাদি আত্মীয়বর্গ যে পবিত্র সমৃদ্ধিশালী দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সেই হরি অনার্য্য জঘন্য দেশে গমন করিলেন কেন? ২৮

কি নিমিত্তই বা হরির নিজবংশ ব্রাহ্মণের শাপে উৎসাদিত হইল? সনাতন বাসুদেব কিরূপেই বা ভূভারহরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন? ২৯

পাপিষ্ঠদিগের ভারে পৃথিবী ব্যাকুল হইয়াছিল বলিয়া অমিতকর্মা বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ ও পৃথানন্দন অর্জ্জুন তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৩০

ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহ্লীকোঽথ বিরাট্ পার্থিবঃ।
বৈরাটোঽথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩২

সোমদত্তাদয়ঃ সর্ব্বে নিহতাঃ সমরে মুনে।
তেষামুত্তরিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হৃতঃ কথম্ ॥ ৩৩

কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রান্তে পতিব্রতাঃ।
সন্দেহোঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ চিত্তে মে পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৪

বসুদেবস্তু ধর্ম্মাত্মা পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ।
ত্যক্তবান্ স কথং প্রাণান্ অপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫

পাণ্ডবা ধর্ম্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা।
তে কথং দুঃখভোক্তারো হ্যভবন্ মুনিসত্তম ॥ ৩৬

দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং দুঃখস্য ভাগিনী
বেদীমধ্যাচ্চ সঞ্জাতা লক্ষ্ম্যংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭

সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমন্বিতা
বলাদ্দুঃশাসনেনাথ কেশগ্রহণকর্ষিতা ॥ ৩৮

পীড়িতা সিন্ধুরাজেন বনমধ্যগতা সতী।
তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৩৯

কিন্তু যাহারা হরির পত্নীদিগকে লুণ্ঠন করিয়া লইল, তাহাদিগকে তিনি নিপাত করিলেন না কেন? ৩১

হে মুনে! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বাহ্লীক, বিরাট, বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সোমদত্ত প্রভৃতিকে নিহত করিয়া পৃথিবীর ভারাবতরণ করিলেন, কিন্তু পত্নীচারী দস্যুদিগের ভার অবতরণ করিলেন না কেন? ৩২-৩৩

হে মুনিবর! পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিজন্য কষ্ট পাইলেন? এই বিষয়ে আমার মনে বড়ই সন্দেহ রহিয়াছে ॥ ৩৪

মহাত্মা বসুদেব পুত্রদুঃখে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিলেন? কি নিমিত্ত তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল? ৩৫

হে মুনিসত্তম! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কি নিমিত্ত দুঃখভোগ করিলেন? ৩৬

মহাভাগা দ্রৌপদী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশভূতা হইয়া এবং যজ্ঞবেদী মধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াও কি নিমিত্ত দুঃখভাগিনী হইলেন? ৩৭

দুঃশাসন সেই দ্রৌপদীকে রজস্বলাবস্থায় কেশাকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল কেন? ৩৮

কি জন্যই বা বনবাসকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে পীড়া দিয়াছিলেন? কীচকই বা কি নিমিত্ত সেই রোরুদ্যমানা পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে পীড়িত করিয়াছিল? ৩৯

পুত্রাঃ পঞ্চৈব তস্যাস্তু নিহতা দ্রৌণিনা গৃহে।
সুভদ্রায়াঃ সুতো যুদ্ধে বাল এব নিপাতিতঃ॥ ৪০

তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ।
সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমন্যথা॥ ৪১

যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ।
কুলক্ষয়ে তথা তীব্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্॥ ৪২

বিষ্ণুনা চেশ্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ।
উগ্রসেনস্য সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃতা॥ ৪৩

সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ তত্র নারায়ণে মুনৌ।
সর্ব্বজন্তুসমানত্বং ব্যবহারে নিরন্তরম্॥ ৪৪

হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেষাং সদৃশাঃ কথম্।
ঈশ্বরস্য হরের্জাতা কথমন্যথা গতিঃ॥ ৪৫

তস্মাদ্ বিস্তরতো ব্রূহি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কর্ম্ম মহীতলে॥ ৪৬

হত্বা আয়ুঃক্ষয়ে দৈত্যাঃ ক্লেশেন মহতা পুনঃ।
কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা মুনিসত্তম॥ ৪৭

রুক্মিণীহরণে নূনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্।
কৃতং হি বাসুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা॥ ৪৮

মথুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্।
জরাসন্ধভয়াত্তেন দ্বারকাগমনং কৃতম্॥ ৪৯

তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কিঞ্চিৎ প্রব্রূহি মে ব্রহ্মন্ কারণং ব্রজগোপনম্॥ ৫০

এতে চান্যে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীসুত।
নাশয়াশু মহাভাগ সর্ব্বজ্ঞোঽসি দ্বিজোত্তম॥ ৫১

গোপ্যাস্তথৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ন নিবর্ত্ততে।
পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্ত্তৃত্বং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্॥ ৫২

সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
পশুধর্ম্মঃ কথং তৈস্তু সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ॥ ৫৩

ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে।
গোলকৌ তৌ সমাসাদ্য যদুবংশস্য রক্ষণম্॥ ৫৪

সেই দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে অশ্বত্থামা কি কারণে নিহত করিলেন? সুভদ্রার বালক পুত্রেরই বা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবারই হেতু কি? ৪০

কংসরাজ কিজন্যই বা দেবকীর ছয় পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিল? ভগবান্ হরি ইচ্ছা করিলে দৈবকেই অনাথা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না কেন? ৪১

যদুগণের উপরে ব্রহ্মশাপ, প্রভাসে তাহাদের নিধন এবং নিদারুণ কুলক্ষয়কালে তাঁহার পত্নীদিগের লুণ্ঠন এবং কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ হইলেও তৎকর্ত্তৃক দাসের সতত উগ্রসেনের সেবা,—এই সব বিষয় বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে॥৪২-৪৩

হে মহাভাগ! সেই নারায়ণ মুনিকে আমার বড় সন্দেহ হয়, তাঁহার ব্যবহার সাধারণ জীবের ন্যায়। ঈশ্বর হইয়াও সাধারণ জীবের ন্যায় হর্ষশোকাদি ভাব হইল কেন? ৪৪-৪৫

অলৌকিক প্রভাবশালী হরি মহীতলে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তাহা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন॥ ৪৬

হে মুনিসত্তম! আয়ু শেষে দৈত্যগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তবে হরি অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যবধে কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন? ৪৭

রুক্মিণীহরণ কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চয় তাহার চোরের ন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল॥ ৪৮

তিনি জরাসন্ধের ভয়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন কুলসম্মত মথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকানগরীতে গমন করিয়াছিলেন কেন?৪৯

যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি তাঁহাকে ভগবান্ হরি ঈশ্বর বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? হে ব্রহ্মন্! যদি তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই হইবেন, তবে ব্রজধামে পলায়ন করিয়া থাকিবেন কেন? ৫০

হে বাসবীসুত! আমার মনে এই সকলও অন্যান্য বহুতর সন্দেহ রহিয়াছে। হে মহাভাগ! হে দ্বিজোত্তম! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি অদ্য আমার সন্দেহগুলি অপনোদন করুন॥ ৫১

আর একটী গোপনীয় সন্দেহ আমার হৃদয় হইতে কিছুতেই যাইতেছে না, পাঞ্চালীর পঞ্চ ভর্ত্তৃতা লোকনিন্দনীয় নয় কি?৫২

মনীষিগণ সদাচারকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া থাকেন। সেই পাণ্ডুপুত্রগণ সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াও পশু ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছিলেন কেন? ৫৩

ভূতলে দেবরূপে অবস্থিত ভীষ্মই বা কি করিলেন? আমি জিজ্ঞাসা করি,—গোলক পুত্রদ্বয় (বিদুরের পুত্রদ্বয়) উৎপাদন করাইয়া তিনি যে বংশরক্ষা করিলেন, ইহা কি তাঁহার অনুরূপ কার্য্য হইয়াছে? ৫৪

ধিগ্ ধর্ম্মনির্ণয়ং কামং মুনিভিঃ পরিদর্শিতঃ
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

মুনিগণ 'যে কোন উপায়ে পুত্রোৎপাদন করিবে' এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া যে ধর্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্ম নির্ণয়কে ধিক্ ॥ ৫৫

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথননামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রসমীপে ধরায়াঃ স্বপীড়াকারণবর্ণনম্, ইন্দ্রোপদেশেন তস্যা ব্রহ্মণঃ শরণগ্রহণম্, ব্রহ্মণঃ সমীপে তস্যাঃ স্বদুঃখকথনম্, ধরয়া দেবৈশ্চ সহ ব্রহ্মণো বিষ্ণুসমীপে গমনম্, ধরায়া দুঃখনিবেদনম্, বিষ্ণুনা যোগমায়ায়া মহিমকথনম্, যোগমায়াবশীভূতস্যৈব স্বস্য নানাবিধাবতারবর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ
অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ১
ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রুদতী চাতিকর্শিতা।
গোরূপধারিণী দীনা ভীতাগচ্ছৎ ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ২
পৃষ্টা শক্রেণ কিং তেঽদ্য বর্ত্ততে ভয়মিত্যথ।
কেন বৈ পীড়িতাসি ত্বং কিং তে দুঃখং বসুন্ধরে ॥ ৩
তচ্ছ্রুত্বেলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ মেঽখিলম্।
দুঃখং পৃচ্ছসি যদ্যং মে ভারাক্রান্তাস্মি মানদ ॥ ৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

[স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের নিকট পৃথিবীর নিজ পীড়ার কারণ বর্ণন, ইন্দ্রের উপদেশে তাঁহার ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ, ব্রহ্মার নিকট তাঁহার নিজ দুঃখ কথন, ধরা ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মার বিষ্ণু সমীপে গমন, ধরার দুঃখ নিবেদন, যোগমায়ার বশীভূত হইয়াই বিষ্ণু কর্তৃক যোগমায়ার মহিমা কথন এবং যোগমায়ার বশীভূত হইয়াই নিজের নানাবিধ অবতার কথন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বিস্তৃত কৃষ্ণ চরিত্র, অবতারের কারণ ও দেবীর অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১

এক সময়ে পৃথিবী দুষ্টলোকের ভারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়াছিলেন। তখন তিনি গোরূপ ধারণ করিয়া দীনভাবে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ২

তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বসুন্ধরে! আজ তুমি ভীত হইয়াছ কেন? কে তোমাকে পীড়ন করিল? তোমার দুঃখের কারণ কি? ৩

পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে দেবেশ! হে মানদ! যখন আপনি আমার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আপনার নিকট সমস্ত কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি সম্প্রতি ভারাক্রান্তা হইয়াছি ॥ ৪

মগধদেশে ঘোর পাপী জরাসন্ধ নামে এক রাজা আমার উপরে আধিপত্য করিতেছে, এইরূপ চেদিপতি শিশুপাল, প্রতাপশালী কাশীরাজ, রুক্মী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাল্ব, ক্রূরপ্রকৃতি কেশী, ধেনুক, বৎসক, ইহারা আমার উপরে প্রভুত্ব ও অত্যাচার করিতেছে ॥ ৫-৬

এই ভূপতিরা সকলেই সর্ব্বধর্ম বিহীন, পাপাচারী, মদমত্ত ও পরস্পর বিরোধী। ইহারা কালরূপী রাজা হইয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে। হে শক্র! হে বিভো! আমি ইহাদের ভারে আক্রান্ত হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইতেছি এবং ইহাদের ভার বহন করিতে আমি অক্ষম হইয়াছি ॥

আমি এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? আমার মনোমধ্যে এই চিন্তা বড়ই প্রবল হইয়াছে। শক্র! আপনি জানিবেন প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমাকে পীড়াদান করিয়া নিদারুণ কষ্টে ফেলিয়া গিয়াছেন ॥ ৭-৯

যতোঽহং দুষ্টদৈত্যেন কশ্যপস্যাত্মজেন বৈ।
হৃতোঽহং হিরণ্যাক্ষেণ ময়া তস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০
তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোঽপ্যসৌ
উদ্ধৃতোঽহং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরীকৃতা ॥ ১১
নোচেদ্ রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্যাং সুখশালিনী
ন শক্তাস্যদ্য দেবেশ ভারং বোঢ়ুং দুরাত্মনাম্ ॥ ১২
অদ্রে দুষ্টঃ সমায়াতি দুষ্টোবিংশস্তথা কলিঃ।
তদাহং পীড়িতা শক্র গন্তাস্মাম্যু রসাতলম্ ॥ ১৩
তস্মাত্ত্বং দেবদেবেশ দুঃখরূপার্ণবস্য চ।
পারদো ভব ভারং মে হর পাদৌ নমামি তে ॥১৪

ইন্দ্র উবাচ।

ইলে কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ব্রজ।
অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি ॥১৫
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গতা তদা।
শক্রোঽপি পৃষ্টতঃ প্রাপ্তঃ সর্ব্বদেবপুরঃসরঃ ॥ ১৬
সুরভীমাগতং তত্র দৃষ্ট্বোবাচ প্রজাপতিঃ।
মহীং জ্ঞাত্বা মহারাজ ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্ ॥ ১৭
কস্মাদ্ রোদিষি কল্যাণি কিং তে দুঃখং বদাধুনা।
পীড়িতাসি চ কেন ত্বং পাপাচারেণ ভূরিদ ॥ ১৮

ধরোবাচ।

কলিরায়াতি দুষ্টোঽয়ং বিভেমি তদ্ভয়াদহম্।
পাপাচারাঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে ॥ ১৯
রাজানশ্চ দুরাচারাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ।
চৌরকর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ ॥ ২০
তান্ হত্বা নৃপতীন্ ভারং হর মেঽদ্য পিতামহ।
পীড়িতাস্মি মহারাজ সৈন্যভারেণ ভূভৃতাম্ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ

নাহং শক্তস্তথা দেবি ভারাবতরণে তব।
গচ্ছাবঃ শরণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২২
স তে ভারাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
পূর্ব্বং ময়াপি তে কার্য্যং চিন্তিতং সুবিচার্য্য চ ॥ ২৩

যেহেতু কশ্যপের পুত্র দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যখন আমাকে হরণ করিয়া মহাসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু শূকররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই দৈত্যকে বধ করিয়া মহাসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া স্থির ভাবে স্থাপিতকরিয়া রাখেন ॥১০-১১

তিনি যদি এরূপ না করিতেন, তাহা হইলে আমি পাতালে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতাম, এরূপ কষ্ট পাইতে হইত না। হে দেবেশ! আমি দুরাত্মাদিগের ভার বহনে একেবারে অসমর্থ হইয়াছি ॥ ১২

ইহার উপরে আবার দুষ্ট অষ্টাবিংশ কলি শীঘ্র আসিতেছে। ইন্দ্র! সে আসিলে বোধ হয় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে যাইতে হইবে ॥ ১৩

হে দেবদেবেশ! আপনি লোককে দুঃখসাগর হইতে পার করিয়া থাকেন, আমি আপনার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছি এবং সবিনয়ে বলিতেছি আপনি আমার ভার হরণ করিয়া দিন ॥ ১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে বসুন্ধরে! আমি তোমার কি করিব? তুমি ব্রহ্মার নিকট গিয়া শরণাপন্ন হও। আমিও তথায় যাইতেছি। তিনিই তোমার দুঃখ দূর করিবেন ॥ ১৫

তখন পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরভিরূপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর অনুগামী হইয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

হে মহারাজ! প্রজাপতি ব্রহ্মা সুরভিকে আসিতে দেখিয়া ধ্যানযোগে পৃথিবী বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিলেন ॥ ১৭

হে কল্যাণি! তুমি রোদন করিতেছ কেন? তোমার দুঃখ কি? কোন্ পাপিষ্ঠ তোমাকে উৎপীড়িত করিতেছে? তাহা বল ॥ ১৮

পৃথিবী কহিলেন,—হে জগৎপতে! দুষ্ট কলি আসিতেছে, আমি তাহার ভয়ে ভীত হইয়াছি। কারণ, কলি আসিলে প্রজাগণ ঘোর পাপাচারী হইবে ॥ ১৯

এখনই রাজগণ দুরাচারী ও পরস্পর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। কলি আসিলে যে রাজারা অতিদুর্দ্দান্ত, পূর্ব্বশত্রুতাসম্পন্ন, চৌরকর্ম-পরায়ণ ও রাক্ষসপ্রকৃতি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥২০

হে পিতামহ! আপনি ঐ রাজগণকে নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন। আমি রাজাদের সৈন্যভারে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি ॥ ২১

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবি! আমি তোমার ভারহরণে সমর্থ নহি। চল, আমরা চক্রধারী দেবদেব বিষ্ণুর নিকটে যাই ॥ ২২

সেই জনার্দ্দন তোমার ভার হরণ করিয়া দিবেন। আমিও

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বেদকর্ত্তাসৌ পুরস্কৃত্য সুরাংশ্চ গাম্।
জগাম বিষ্ণুসদনং হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ॥ ১৪

তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তুষ্টাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রশীর্ষা ত্বমপি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
ত্বং বেদপুরুষঃ পূর্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ॥ ১৬

ভূতপূর্ব্বং ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানঞ্চ যদ্ বিভো
অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকঞ্চ রমাপতে॥ ১৭

এতাবন্মহিমা তেঽস্তি কো ন বেত্তি জগৎত্রয়ে
ত্বং কর্ত্তাপ্যবিতা হন্তা ত্বং সর্ব্বগতিরীশ্বরঃ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ

ইত্যেবং স্তুতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোঽমলাশয়ঃ॥ ১৯

পপ্রচ্ছ স্বাগতং দেবং প্রসন্নবদনো হরিঃ।
ততস্ত্বাগমনে তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্॥ ২০

তমুবাচাব্জজো নত্বা ধরাদুঃখঞ্চ সংস্মরন্
ভারাবতরণং বিষ্ণো কর্ত্তব্যং তে জনার্দ্দন॥ ২১

ভুবি ধ্বস্তাবতারং ত্বং দ্বাপরান্তে সমাগতে।
হত্বা দুষ্টান্নৃপান্ঘোরান্ হর ভারং দয়ানিধে॥ ২২

বিষ্ণুরুবাচ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা
নেন্দ্রোঽগ্নির্ন যমস্ত্বষ্টা ন সূর্য্যো বরুণস্তথা॥ ২৩

যোগমায়াবশে সর্ব্বমিদং স্থাবর-জঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং গ্রথিতং গুণসূত্রতঃ॥ ২৪

যথা সা স্বেচ্ছয়া পূর্ব্বং কর্ত্তুমিচ্ছতি সুব্রত।
তথা করোতি সুহিতা বয়ং সর্ব্বেঽপি তদ্বশাঃ॥ ২৫

যদ্যহং স্যাং স্বতন্ত্রো বৈ চিন্তয়ন্ত ধিয়া কিল।
কুতোঽভবং মৎস্যবপুঃ কচ্ছপো বা মহার্ণবে॥ ২৬

তির্য্যগ্‌যোনিষু কো ভোগঃ কা কীর্ত্তিঃ কিং সুখং পুনঃ।
কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রযোনিগতস্য মে॥ ২৭

পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে বিচার করিয়া তোমার কার্য্যস্থির করিয়া রাখিয়াছি॥ ২৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—এই বলিয়া বেদকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেবগণ ও পৃথিবীকে অগ্রে করিয়া হংসারূঢ় হইয়া বিষ্ণুসদনে গমন করিলেন॥ ২৪

তথায় গিয়া ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সুরশ্রেষ্ঠ দেবদেব জনার্দ্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২৫

ব্রহ্মা কহিলেন,—আপনি সহস্রশীর্ষা, আপনি সহস্রাক্ষ; আপনি সহস্রপাদ, আপনি বেদপুরুষ সনাতন দেবদেব॥ ২৬

হে বিভো। আপনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। হে রমাপতে। আপনিই আমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন॥ ২৭

আপনার যে এরূপ মহিমা আছে, ত্রিজগতে তাহা কে না জানে? আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা এবং আপনিই সকলের একমাত্র গতি ও ঈশ্বর॥ ২৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে পবিত্রাত্মা প্রভু গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলকেই দর্শন দিলেন এবং প্রসন্নবদনে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক শ্রীহরি দেবগণের আগমনের কারণ বিস্তৃত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৯-৩০

তখন পদ্মযোনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পৃথিবীর দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—হে বিষ্ণো! হে জনার্দ্দন। আপনার পৃথিবীর ভার হরণ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে॥ ৩১

হে দয়ানিধে। সম্প্রতি দ্বাপর-যুগের অবসান, অতএব আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্ট রাজদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করুন॥ ৩২

বিষ্ণু কহিলেন,—আমি এ-বিষয়ে স্বাধীন নহি। আমি কে? ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য ও বরুণ কেহই স্বাধীন নহেন॥ ৩৩

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগৎ যোগমায়ার বশীভূত। ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার গুণসূত্রে গ্রথিত॥ ৩৪

হে সুব্রত। সেই সর্ব্বহিতৈষিণী যোগমায়া আপনার ইচ্ছায় যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত॥ ৩৫

আপনারা বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখুন, আমি যদি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কি জন্য মহাসাগরে মৎস্য ও কচ্ছপ রূপ ধারণ করিতাম? ৩৬

তির্য্যগ্‌যোনিতে কি সুখ সম্ভোগ, কি কীর্ত্তি বা কি পুণ্য আছে? ক্ষুদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করায় আমার কি পুণ্য কিবা সুখফল আছে? ৩৭

কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বা ভবং কথম্
জমদগ্নিসুতঃ কস্মাৎ সম্ভবেয়ং পিতামহ ॥ ৩৮
নৃশংসং বা কৃতং কর্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে।
ক্ষত্তজৈস্তু হ্রদান্ সর্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯
তৎ কথং জমদগ্নেশ্চ পুত্রো ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দ্দয়ো গর্ভবানপি ॥ ৪০
রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র প্রাবিশদ্দণ্ডকং বনম্।
পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবল্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১
অসহায়ো ক্ষুপাথেয়ো ভীষণে নির্জ্জনে বনে।
কুর্ব্বন্নাখেটকং তত্র ব্যচরং বিগতত্রপঃ ॥ ৪২
ন জ্ঞাতবান্ মৃগং হৈমং মায়য়া পিহিতস্তদা।
উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নির্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩
লক্ষ্মণোঽপি চ তাং ত্যক্ত্বা নির্গতো মৎপদানুগঃ।
বারিতোঽপি ময়াত্যর্থং মোহিতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥৪৪
ভিক্ষুরূপং ততঃ কৃত্বা রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্শিতাম্ ॥ ৪৫

দুঃখার্ত্তেন ময়া তত্র রুদিতঞ্চ বনে বনে
সুগ্রীবেণ চ মিত্রত্বং কৃতং কার্য্যবশাদ্ময়া ॥ ৪৬
অন্যায়েন হতো বালী শাপাচ্চৈব নিবারিতঃ।
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা লঙ্কায়াং চলিতঃ পুনঃ ॥ ৪৭
বদ্ধোঽহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মমানুজঃ।
বিসংজ্ঞৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮
গরুড়েন তদাগত্য মোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল।
চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯
হৃতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতঃ প্রিয়া হৃতা
যুদ্ধং কষ্টং দদাত্যেবমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০
প্রথমং তু মহাদুঃখমরাজাস্থ বনাশ্রয়ঃ।
রাজপুত্রাশ্চিরস্থৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ ॥ ৫১
বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননির্গমে।
পদাতিরসহায়োঽহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২
চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া।
ক্ষাত্রং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩

হে পিতামহ। আমি শূকরদেহধারী, নৃসিংহমূর্ত্তিধারী এবং বামনরূপধারীই বা কেন হইলাম? জমদগ্নির পুত্র হইয়াই বা জন্মগ্রহণ করিব কি জন্য? ৩৮

যদিও তাঁহার পুত্র হইলাম, কিন্তু ভূতলে সেরূপ নৃশংস কার্য্য করিলাম কেন? কেনই বা রক্তপ্রবাহে সমস্ত হ্রদ পূর্ণ করিলাম? ৩৯

আমি জমদগ্নির পুত্র মাতৃগর্ভস্থ ব্রাহ্মণ হইয়া নির্দ্দয়ভাবে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়গণকেই বা নিহত করিলাম কেন? ৪০

হে দেবেন্দ্র। আরও দেখ? আমি রামাবতারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া চীর, জটা এবং বল্কল ধারণপূর্ব্বক অসহায় ও পাথেয় শূন্য হইয়া পদব্রজে ভীষণ নির্জ্জন কাননে বিচরণ করিয়া নির্লজ্জ ভাবে কত পশুবধ করিয়াছি ॥ ৪১-৪২

আমি তখন মায়ায় মোহিত হইয়া সুবর্ণমৃগের রহস্য বুঝিতে পারি নাই এবং জানকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পর্ণশালায় তাহাকে রাখিয়া সেই মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলাম ॥৪৩

আমি নিষেধ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতগুণে মোহিত হইয়া সীতাকে উটজে একাকিনী ছাড়িয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪৪

তাহার পর কপটমূর্ত্তি রাবণ ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া শোককাতরা জানকীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়াছিল ॥ ৪৫

তাহার পর আমি সীতার বিরহে দুঃখার্ত্ত হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশতঃ সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছি ॥ ৪৬

অন্যায় পূর্ব্বক বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপযুক্ত করিয়াছি এবং বানরদিগকে সহায় করিয়া লঙ্কায় গিয়াছি ॥ ৪৭

আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমরা দুই জন নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং অচেতন হইয়াছি দেখিয়া বানরগণ বিস্মিত হইয়াছিল ॥ ৪৮

তৎপরে গরুড় আসিয়া আমাদে বন্ধন মোচন করিয়া দিল। তখন আমার মনে সাতিশয় চিন্তা হইল। আমি ভাবিলাম, দৈব এখনও না জানি আমাদিগকে কত কষ্ট দিবেন ॥ ৪৯

রাজ্য গেল, বনে আসিয়া বাস করিলাম, পিতা দেহত্যাগ করিলেন, প্রিয়াও হৃতা হইল, এক্ষণে যুদ্ধে কত কষ্ট পাইতে হইতেছে। ভবিষ্যতে না জানি কতই বা কষ্ট পাইতে হইবে ॥ ৫০

হে সুরগণ। রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে আগমন করাই প্রথমতঃ মহাকষ্ট, তাহার উপরে রাজকুমারী সীতাকে লইয়া রিক্তহস্তে বাটী হইতে বাহির হইলাম ॥ ৫১

বনে আসিবার সময়ে পিতা আমাকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। আমি ধনহীন অসহায় হইয়া পদব্রজে বাটী হইতে আসিলাম ॥ ৫২

ভীষণ বনে আসিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম ॥ ৫৩

দৈবাদ্ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোঽসৌ মহাসুরঃ।
আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাঽযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪
বর্ষাণি কতিচিত্তত্র সুখং সংসারসম্ভবম্।
প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সম্পূর্ণং কোশলানবিতিষ্ঠতা ॥ ৫৫
পুরৈবং বর্ত্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা।
লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা ময়া বনে ॥ ৫৬
কান্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুরাসদম্।
পাতালং সা গতা পশ্চাদ্ধরাং ভিত্ত্বা ধরাত্মজা ॥ ৫৭
এবং রামাবতারেঽপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্।
পরতন্ত্রেণ মে নূনং স্বতন্ত্রঃ কো ভবেত্তদা ॥ ৫৮
পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরতন্ত্রস্য কা বার্ত্তা বক্তব্যা বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯
পরতন্ত্রোঽস্ম্যহং নূনং পদ্মযোনে নিশাময়।
তথা ত্বমপি রুদ্রশ্চ সর্বে চান্যে সুরোত্তমাঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে ভারাক্রান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ সুরলোকগমনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

পরে দৈবের অনুগ্রহে সেই মহাসুর রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করি এবং সীতাকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি ॥ ৫৪

তাহার পর কোশলরাজ্যে অধিষ্ঠান করিয়া সম্পূর্ণ রাজ্য শাসন করত কতিপয় বৎসর সংসার সুখ ভোগ করি ॥ ৫৫

পূর্ব্বে সীতাহরণাদি ঘটিয়াছিল, তৎপরে রাজ্য প্রাপ্তি হইল। তখন প্রজাবর্গ সীতার অপবাদ জল্পনা করিলে আমি ভীত হইয়া তাঁহাকে বনবাসে দিই ॥ ৫৬

সেই সময় আবার আমাকে পত্নীবিরহ ক্লেশ সহ্য করিতে হইল। তৎপরে সেই পৃথিবীকন্যা সীতা পৃথ্বীতলভেদ করিয়া পাতালে গমন করিলেন ॥ ৫৭

রামাবতারেও যখন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়াছি, তখন স্বাধীন কে বল দেখি ?৫৮

তাহার পরে কালবশে ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গে আসিলাম পরাধীন ব্যক্তির যে কতদূর ক্লেশ, তাহা পণ্ডিতগণই বলিতে পারেন ॥ ৫৯

হে পদ্মযোনে! আমি নিশ্চয়ই পরাধীন, আপনি রুদ্র এবং অন্যান্য সমস্ত সুরোত্তমগণই পরাধীন। (স্বাধীন হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ যন্ত্রণা ভোগ কেহই করেনা) ॥ ৬০

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে ভারাক্রান্তা পৃথিবীর দেবলোকে গমন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিষ্ণুনা পরমাত্মনঃ শক্তিমাহাত্ম্যকথনম্, দেবৈর্দেব্যাঃ স্তুতিঃ, দেব্যা আবির্ভাবঃ, পৃথিব্যা ভারাবতরণং কর্ত্তুং স্বীকৃত্য দেবান্ প্রতি দেব্যা নির্দ্দেশঃ, যদুবংশক্ষয়কারণবর্ণনঞ্চ ।

ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ প্রজাপতিম্
যন্মায়ামোহিতঃ সর্ব্বস্তত্ত্বং জানাতি নো জনঃ ॥ ১

একোনবিংশ অধ্যায়।

[বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরমাত্মার শক্তির মাহাত্ম্য কথন, দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি, দেবীর আবির্ভাব, পৃথিবীর ভারাপহরণ করিতে স্বীকার করিয়া দেবগণের প্রতি দেবীর নির্দ্দেশ এবং যদুবংশক্ষয়ের কারণ বর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে কহিলেন, সকলেই সেই মহামায়ার মায়ায় মোহিত এই কারণে কেহই পরম তত্ত্ব জানিতে পারেনা ॥১

বয়ং মায়াবৃতাঃ কামং ন স্মরামো জগদ্গুরুম্
পরমং পুরুষং শান্তং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ॥ ২
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শিবোঽহমিতি মোহিতাঃ।
ন জানামো বয়ং ধাতঃ পরং বস্তু সনাতনম্ ॥ ৩

আমরা সকলেই মায়ামোহিত বলিয়া জগদ্গুরু, শান্ত, সচ্চিদানন্দময় অব্যয় পরমপুরুষকে কোন মতেই জানিতে পারি না ॥ ২

হে বিধাতঃ! আমরা "আমি বিষ্ণু" "আমি ব্রহ্মা" "আমি শিব" এইরূপ অহঙ্কারে মোহিত হইয়া সনাতন পরম বস্তুকে জানিতে পারি না ॥ ৩

যন্মায়ামোহিতশ্চাহং সদা বর্ত্তে পরাত্মনঃ
পরবান্ দারুপাঞ্চালী মায়িকস্য যথা বশে ॥ ৪
ভবতাপি তথা দৃষ্টা বিভূতিস্তস্য চাদ্ভুতা।
কল্পাদৌ ভবযুক্তেন ময়াপি চ সুধার্ণবে ॥ ৫
মণিদ্বীপেঽথ মন্দারবিটপে রাসমণ্ডলে।
সমাজে তত্র সা দৃষ্টা শ্রুতা ন বচসাপি চ ॥ ৬
তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং স্মরন্তু সুরাঃ শিবাম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং মায়ামাদ্যাং শক্তিং পরাত্মনঃ ॥ ৭

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তা হরিণা দেবা ব্রহ্মাদ্যা ভুবনেশ্বরীম্।
সম্মরুর্মনসা দেবীং যোগমায়াং সনাতনীম্ ॥ ৮
স্মৃতমাত্রা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরা দেবী জবারুণা।
দৃষ্টা প্রমুদিতা দেবাস্তুষ্টুবুস্তাং সুদর্শনাম্ ॥ ৯

দেবা উচুঃ

ঊর্ণনাভাদ্ যথা তন্তুর্বিস্ফুলিঙ্গা বিভাবসোঃ।
তথা জগদ্ যদেতস্মা নির্গতং তাং নতা বয়ম্ ॥১০
যন্মায়াশক্তিসংকল্পং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
তাং চিত্তে ভুবনাধীশাং স্মরামঃ করুণার্ণবাম্ ॥ ১১
যদজ্ঞানাদ্ ভাবোৎপত্তির্যদ্ জ্ঞানাদ্ ভবনাশনম্।
সচ্চিদ্রূপাং তাং দেবীং স্মরামঃ সা প্রচোদয়াৎ ॥ ১২
মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৩
মাতর্নমামি ভুবনাস্তিহরে প্রসীদ
শং নো বিধেহি কুরু কার্য্যমিদং দয়ার্দ্রে।
ভারং হরস্ব বিনিহত্য সুরারিবর্গং
মত্বা মহেশ্বরি সতাং কুরু শং ভবানি ॥ ১৪
যদ্যম্বুজাক্ষি দয়সে ন সুরান্ কদাচিৎ
কিং তে ক্ষমা রণমুখেঽশিবৈঃ প্রহর্ত্তুম্।
এতত্ত্বয়ৈব গদিতং নমু যৎস্বরূপং ধৃত্বা
তৃণং দহ হুতাশ পদাভিলাষৈঃ ॥ ১৫

কাষ্ঠপুত্তলিকা যেরূপ ঐন্দ্রজালিকের বশে থাকিয়া তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করে, সেইরূপ আমিও সেই পরমাত্মার মায়ায় মোহিত হইয়া পরাধীনভাবে বিচরণ করিতেছি ॥ ৪

কল্পের আদিতে আপনি, আমি ও মহেশ্বর সুধাসাগরে সেই পরমাত্মার অদ্ভুত বিভূতি নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম ॥ ৫

মন্দারতরুশোভিত রাসক্রীড়াস্থানরূপ মণিদ্বীপে দেবগণের মধ্যস্থলে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম ॥ ৬

কি আশ্চর্য্য, যে পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি দেখি নাই, তাহার মধ্যে উহার বিষয় কিছুই শুনিতে পাই নাই। অতএব হে সুরগণ! অদ্য সর্ব্বকামদায়িনী পরমাত্মার সেই পরমা আদ্যা শক্তিকে স্মরণ কর, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ॥ ৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইভাবে কথিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই ভুবনেশ্বরী সনাতনী যোগমায়াকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৮

স্মরণ করিবামাত্রই জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা সেই দেবী যোগমায়া পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। দেবগণ সেই সুদর্শনা মহেশ্বরীকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯

দেবগণ কহিলেন,—যেমন ঊর্ণনাভ হইতে তন্তু এবং অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ যাঁহা হইতে এই জগৎ নির্গত হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১০

এই নিখিল চরাচর বিশ্ব যাঁহার মহাশক্তিপ্রভাবে নির্মিত, সেই দয়াসাগররূপিণী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরীকে আমরা স্মরণ করি ॥ ১১

যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব না জানিতে পারিলে জগৎ সত্যবৎ প্রতিভাত হয় এবং জানিতে পারিলে জগৎ মিথ্যাবৎ প্রতিভাত হয় আর কিছুই থাকে না, আমরা সেই সচ্চিদ্রূপিণী দেবীকে স্মরণ করি। তিনি আমাদিগকে নিরন্তর তাঁহার স্মরণে নিয়োগ করুন ॥ ১২

আমরা সেই মহালক্ষ্মীকে জানিতে ইচ্ছা করি, সেই সর্ব্বশক্তিরূপিণীকে ধ্যান করি, তিনি আমাদিগকে স্মরণে ও ধ্যানে নিয়োগ করুন ॥ ১৩

হে মাতঃ! আপনাকে প্রণাম করি। হে নিখিল দুঃখনাশিনি! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন, হে দয়াময়ি! আপনি আমাদের মঙ্গল করুন। হে মহেশ্বরি! দেবশত্রুদিগকে নিহত করিয়া ভূভার হরণ করুন। হে ভবানি! এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া সাধুদের কল্যাণ করুন ॥ ১৪

হে কমলাক্ষি! আপনি যদি দেবগণের উপর দয়া না করেন, তাহা হইলে দেবগণের সাধ্য কি যে তাহারা সম্মুখ সমরে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বিপক্ষ জয় করে? যৎস্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে 'হুতাশন! তৃণদগ্ধ কর' এইরূপ বলিয়া আপনিই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥ ১৫

কংসঃ কুজোঽথ যবনেন্দ্রসুতশ্চ কেশী
বার্হদ্রথো বক-বকী-খর-শাঙ্খমুখ্যাঃ।
যেঽন্যে তথা নৃপতয়ো ভুবি সন্তি তাংস্ত্বং
হত্বা হরস্ব জগতো ভরমাশু মাতঃ ॥ ১৬

যে বিষ্ণুনা ন নিহতাঃ কিল শঙ্করেণ
যে বা বিগৃহ্য জলজাক্ষি পুরন্দরেণ
তে তে মুখং মুখকরং সুসমীক্ষমাণাঃ
সঙ্খ্যে শরৈর্বিনিহতা নিজলীলয়া তে ॥ ১৭

শক্তিং বিনা হরিহরপ্রমুখাঃ সুরাশ্চ
নৈবেশ্বরা বিচলিতুং তব দেবদেবি।
কিং ধারণাবিরহিতঃ প্রভুরপ্যনন্তো
ধর্ত্তুং ধরাঞ্চ রজনীশকলাবতংসে ॥ ১৮

ইন্দ্র উবাচ।

বাচা বিনা বিধিরলং ভবতীহ বিশ্বং
কর্ত্তুং হরিঃ কিমু রমারহিতোঽথ পাতুম্।
সংহর্ত্তুমীশ উময়োজ্ঝিত ঈশ্বরঃ কিং
তে তাভিরেব সহিতাঃ প্রভবঃ প্রজেশাঃ ॥ ১৯

বিষ্ণুরুবাচ

কর্ত্তুং প্রভুর্ন দ্রুহিণো ন কদাচনাহং
নাপীশ্বরস্তব কলারহিতস্ত্রিলোক্যাঃ
কর্ত্তুং প্রভুস্ত্বমনঘেঽত্র তথা বিহর্ত্তুং
ত্বং বৈ সমস্তবিভবেশ্বরি ভাসি নূনম্ ॥ ২০

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তানাহ বিবুধেশ্বরান্।
কিং তৎ কার্য্যং বদন্ত্বদ্য করোমি বিগতভ্রমাঃ ॥ ২১

অসাধ্যমপি লোকেঽস্মিংস্তৎ করোমি সুরেপ্সিতম্।
শংসন্তু ভবন্তঃ দুঃখং ধরায়াশ্চ সুরোত্তমাঃ ॥ ২২

দেবা ঊচুঃ

বসুধেয়ং ভরাক্রান্তা সংপ্রাপ্তা বিবুধান্ প্রতি।
রুদতী বেপমানা চ পীড়িতা দুষ্টভূভুজৈঃ ॥ ২৩

ভারাপহরণং চাস্যাঃ কর্ত্তব্যং ভুবনেশ্বরি।
দেবানামপ্সিতং কার্য্যমেতদেবাধুনা শিবে ॥ ২৪

ঘাতিতস্তু পুরা মাতস্ত্বয়া মহিষরূপধৃক্।
দানবোঽতি বলক্রান্তস্তৎসহায়াশ্চ কোটিশঃ ॥ ২৫

হে মাতঃ! কংস, নরকাসুর, যবনেন্দ্রপুত্র, কেশী, বৃহদ্রথনন্দন জরাসন্ধ, বক, পূতনা, খর ও শাঙ্খ প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর অত্যাচারী রাজা ভূতলে রহিয়াছে। আপনি সত্বর তাহাদিগকে নিহত করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করুন ॥ ১৬

বিষ্ণু, শঙ্কর বা পুরন্দর যুদ্ধ করিয়া যাহাদিগকে নিহত করিতে পারেন নাই, হে কমলাক্ষি! আপনি তাহাদিগকে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়াছেন। তাহারা আপনার কমনীয় মুখ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ॥ ১৭

হে দেবদেবি! হরি হর প্রভৃতি দেবগণ শক্তিব্যতিরেকে একপদও চলিতে সমর্থ নহেন। হে শশধরশকলশেখরে! অধিক কি, ধারণা শক্তি না থাকিলে নাগরাজ অনন্ত কখনও ধরা ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১৮

ইন্দ্র কহিলেন,—বাগ্‌দেবী ব্যতিরেকে বিধাতা কি বিশ্বসৃজন করিতে পারিতেন? লক্ষ্মী ব্যতিরেকে হরিও কি জগৎরক্ষা করিতে পারিতেন? উমা না থাকিলে মহেশ্বরও কি বিশ্বসংহারে সমর্থ হইতেন? সেই দেবত্রয় সরস্বতী প্রভৃতি তদীয় শক্তিসমন্বিত হইয়াই কার্য্যক্ষম হইয়াছেন ॥ ১৯

বিষ্ণু কহিলেন,—আপনার শক্তিসাহায্য না পাইলে বিধাতা কখনও বিশ্ব সৃজন করিতে সমর্থ হন না, আমিও পালন করিতে সমর্থ হই না, মহেশ্বরও সংহার করিতে পারেন না। হে সমস্তবিভবেশ্বরি! হে অনঘে! আপনি নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০

ব্যাস কহিলেন,—দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে দেবী সেই সুরোত্তমদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা উদ্বেগ পরিত্যাগ কর। তোমাদের কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বল। আমি তাহা সম্পন্ন করিতেছি ॥ ২১

হে সুরোত্তমগণ! তোমাদিগের এবং এই পৃথিবীর দুঃখের বিষয় বর্ণনা করিয়া বল, অসাধ্য হইলেও আমি দেবগণের অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিব ॥ ২২

দেবগণ কহিলেন,—এই পৃথিবী দুষ্ট রাজাদের ভারে আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া কম্পমানকলেবরে আমাদিগের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৩

হে ভুবনেশ্বরি! আপনাকে ইহার ভার হরণ করিতে হইবে, হে শিবে! ইহাই বর্ত্তমানে দেবগণের অভিলষিত কার্য্য ॥ ২৪

হে মাতঃ, আপনি পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুর ও তদীয় কোটি কোটি সহচরকে বধ করিয়াছেন এবং শুম্ভ, নিশুম্ভ,

তথা শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ রক্তবীজস্তথা পরঃ
চণ্ড-মুণ্ডৌ মহাবীর্য্যৌ তথৈব ধূম্রলোচনঃ ॥ ২৬
দুর্মুখো দুঃসহশ্চৈব করালশ্চাতিবীর্য্যবান্।
অন্যে চ বহবঃ ক্রূরাস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৭
তথৈব চ সুরারীংশ্চ জহি সর্ব্বান্ মহীশ্বরান্।
ভারং হর ধরায়াশ্চ দুর্দ্ধর্ষং দুষ্ট ভূভুজাম্ ॥ ২৮

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী দেবানাহাম্বিকা শিবা।
সংপ্রহস্যাসিতাপাঙ্গী মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৯

শ্রীদেব্যুবাচ।

ময়েদং চিন্তিতং পূর্ব্বমংশাবতরণং সুরাঃ
ভারাবতরণঞ্চৈব যথা স্যাদ্দুষ্টভূভুজাম্ ॥ ৩০
ময়া সর্ব্বে নিহন্তব্যা দৈত্যাংশা যে মহীভুজঃ
মাগধাদ্যা মহাভাগাঃ স্বশক্ত্যা মন্দতেজসঃ ॥ ৩১
ভবদ্ভিরপি স্বৈরংশৈরবতীর্য্য ধরাতলে
মচ্ছক্তিযুক্তৈঃ কর্ত্তব্যা ভারাবতরণং সুরাঃ ॥ ৩২
কশ্যপো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দিবিজানাং প্রজাপতিঃ।
যাদবানাং কুলে পূর্ব্বং ভবিতানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩৩
তথৈব ভৃগুশাপাদ্ বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ ॥৩৪
তদাহং প্রভবিষ্যামি যশোদায়াঞ্চ গোকুলে
কার্য্যং সর্ব্বং করিষ্যামি সুরাণাং সুরসত্তমাঃ ॥ ৩৫
কারাগারে গতং বিষ্ণুং প্রাপয়িষ্যামি গোকুলে।
শেষঞ্চ দেবকীগর্ভাৎ প্রাপয়িষ্যামি রোহিণীম্ ॥৩৬
মচ্ছক্ত্যোপচিতৌ তৌ চ কর্ত্তারৌ দুষ্টসংক্ষয়ম্।
দুষ্টানাং ভূভুজাং কামং দ্বাপরান্তে সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৭
ইন্দ্রাংশোঽপ্যর্জ্জুনঃ সাক্ষাৎ করিষ্যতি বলক্ষয়ম্।
ধর্ম্মাংশোঽপি মহারাজো ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৮
বায্বংশো ভীমসেনশ্চ অশ্বিন্যংশৌ যমাবপি
বসোরংশোঽথ গাঙ্গেয়ঃ করিষ্যতি বলক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
ব্রজন্তু চ ভবন্তোঽদ্য ধরা ভবতু সুস্থিরা।
ভারাবতরণং নূনং করিষ্যামি সুরোত্তমাঃ ॥ ৪০
কৃত্বা নিমিত্তমাত্রাংস্তান্ স্বশক্ত্যাহং ন সংশয়ঃ।
কুরুক্ষেত্রে করিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংক্ষয়ম্ ॥৪১

রক্তবীজ, মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড এবং ধূম্রলোচনকে বধ করিয়াছেন ॥ ২৫-২৬

দুর্মুখ, দুঃসহ এবং অতিবলবান্ করাল প্রভৃতি অন্য বহু দুষ্ট দৈত্যদিগকে আপনি বিনাশ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন ॥ ২৭

অধুনাও দেববৈরি রাজগণকে বধ করিয়া সেই দুষ্ট রাজগণের দুর্দ্ধর ভার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করুন ॥ ২৮

ব্যাসদেব বলিলেন—দেবগণ এইরূপ বলিলে সেই অসিত-পাঙ্গী দেবী অম্বিকা হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন ॥২৯

শ্রীদেবী বলিলেন,—দেবগণ! যাহাতে অংশাবতার ও দুষ্ট রাজ-দিগের ভার হরণ হয়, তাহা আমি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছি ॥৩০

মাগধ প্রভৃতি দৈত্যাংশসম্ভূত যে সকল নরপতি বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাদিগের সকলের শক্তিহ্রাস করিয়া বিনাশ করিব ॥ ৩১

হে সুরগণ! তোমরাও নিজ নিজ অংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া আমার শক্তি সাহায্যে পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবে ॥ ৩২

দেবতাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা কশ্যপ ভার্য্যার সহিত যদুবংশে দুন্দুভি (বসুদেব) নামে প্রথমেই জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুও ভৃগুর শাপে স্বীয় অংশে সেই বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৩৪

আমিও তখন গোকুলে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। হে সুরসত্তমগণ! দেবতাদিগের সমস্ত কার্য্যই আমি সম্পন্ন করিব ॥ ৩৫

কারাগারে উৎপন্ন বিষ্ণুকে গোকুলে প্রেরণ করিব এবং অনন্তদেবকে দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে নিক্ষেপ করিব ॥ ৩৬

তাঁহারা উভয়ে আমরা শক্তি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাপর-শেষে নিশ্চিতভাবে দুষ্ট রাজাদের বিনাশ করিয়া দুষ্ট ক্ষয় করিবেন ॥ ৩৭

ইন্দ্রের অংশসম্ভূত অর্জ্জুন সেই দুষ্ট রাজাদের বলক্ষয় করিবে। তখন ধর্ম্মের অংশে মহারাজ যুধিষ্ঠির উৎপন্ন হইবে ॥ ৩৮

বায়ুর অংশে ভীমসেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দুই অংশে নকুল সহদেব দুই যমজ এবং বসুর অংশে গঙ্গাতনয় ভীষ্ম উৎপন্ন হইয়া তাহাদের বলক্ষয় করিবে ॥ ৩৯

হে দেবগণ! তোমরা অদ্য গমন কর, পৃথিবী সুস্থিরা হউন, আমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর ভারাপহরণ করিব ॥ ৪০

আমি তাহাদিগকে নিমিত্তমাত্র করিয়া নিজ শক্তিদ্বারা কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ক্ষয় করিব ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪১

অসূয়ের্ষ্যামতিতৃষ্ণা মমতাভিমতা স্পৃহা
জিগীষা মদনো মোহো দোষৈর্নশ্যন্তি যাদবাঃ ॥ ৪১
ব্রাহ্মণস্য চ শাপেন বংশনাশো ভবিষ্যতি।
ভগবানপি শাপেন ত্যক্ষ্যত্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ৪৩
যূয়ন্তোঽপি নিজাংশৈশ্চ সহায়াঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ
প্রভবন্ত সনারীকা মথুরায়াঞ্চ গোকুলে ॥ ৪৪

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী যোগমায়া পরাত্মনঃ
সধরা বৈ সুরাঃ সর্বে জগ্মুঃ স্বস্থালয়ানি চ ॥ ৪৫
ধরাপি সুস্থিরা জাতা তস্যা বাক্যেন তোষিতা।
ওষধি-বীরুধোপেতা বভূব জনমেজয় ॥ ৪৬
প্রজাশ্চ সুখিনো জাতা দ্বিজাশ্চাপূর্যতোদয়ম্
সন্তুষ্টা মুনয়ঃ সর্বে বভূবুর্ধর্মতৎপরাঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে ভগবতীস্তবর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

অসূয়া, ঈর্ষ্যা, দুর্বুদ্ধি, তৃষ্ণা, মমতা, স্পৃহা, জিগীষা, মদ ও মোহ এই সকল দোষে যাদবগণ বিনষ্ট হইবে। ৪২

ব্রাহ্মণের শাপে তাহাদিগের বংশ নাশ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শাপবশে তাঁহার সেই কলেবর ত্যাগ করিবেন। ৪৩

তোমরাও সস্ত্রীক নিজ নিজ অংশে গোকুলে ও মথুরায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর সাহায্য করিবে। ৪৪

ব্যাসদেব কহিলেন,—পরমাত্মার মায়ারূপিণী দেবী এই সকল বাক্য বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। দেবগণও পৃথিবীসহ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৪৫

হে জনমেজয়! সেই মহামায়ার বাক্যে পরিতোষিত হইয়া ধরা দেবীও ওষধিলতাপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৬

প্রজাবর্গ সুখী হইল। ব্রাহ্মণগণ মহতী উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। মুনিগণও সকলে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্মতৎপর হইলেন। ৪৭

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশ সাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে ভগবতীর স্তববর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহামায়ামহিমবর্ণনম্, মহামায়ামায়ামোহিতানাং ব্রহ্মাদীনামপি সুখ-দুঃখভোগকথনম্, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গেন বসুদেব-দেবকীবিবাহঃ, দেবকীদেব্যা অষ্টমগর্ভজনস্তান্দ্বারা স্বস্য মৃত্যুসংবাদমাকাশবাচা শ্রুত্বা কংসস্য দেবক্যা বধায়োদ্যোগঃ, প্রতিপুত্রসমর্পণরূপং সময়ং কৃত্বা বসুদেবেন দেবক্যা রক্ষা চ]

ব্যাস উবাচ।

শৃণু ভারত বক্ষ্যামি ভারাবতরণং তথা
কৃষ্ণক্ষেত্রে প্রভাসে চ ক্ষপিতং যোগমায়য়া ॥ ১
যদুবংশে সমুৎপত্তির্বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ভৃগুশাপপ্রভাবেন মহামায়া বলেন চ ॥ ২
ক্ষিতিভারসমুত্তারনিমিত্তমিতি মে মতিঃ
মায়য়া বিহিতো যোগো বিষ্ণোর্জন্ম ধরাতলে ॥ ৩
কিং চিত্রং নৃপ দেবী সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরানপি
নর্ত্তয়ত্যনিশং মায়া ত্রিগুণা ন পরান্ কিমু ॥ ৪

বিংশ অধ্যায়।

[মহামায়া মহিম বর্ণন, মহামায়ার মোহিত হইয়া ব্রহ্মাদিরও সুখ-দুঃখভোগ কথন, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বসুদেব দেবকীর বিবাহ, দেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান দ্বারা নিজের মৃত্যু সংবাদ আকাশ বাণীতে শুনিয়া কংস কর্তৃক দেবকীকে বধ করিবার জন্য উদ্যোগ এবং 'প্রতি পুত্রকেই সমর্পণ করিব' এইরূপ শপথ করিয়া বসুদেব কর্তৃক দেবকীকে রক্ষা।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে ভারত! যেরূপে পৃথিবীর ভারাবতরণ, প্রভাসে ও কুরুক্ষেত্রে যোগমায়া কর্তৃক সৈন্য বিনাশ ভৃগুশাপে এবং যোগমায়ার বলে যদুবংশে অমিততেজা বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছিল, তৎ' সমস্তই তোমার নিকট করিতেছি শ্রবণ কর। ১-২

ভগবান্ বিষ্ণুর ধরাতলে ভূভারহরণের জন্য যে জন্ম, উহা মহামায়ার নির্মিত যোগ বলিয়াই আমার বোধ হয়। ৩

যে ত্রিগুণময়ী মায়া ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেও সতত নাচাইয়া থাকেন, তিনি অপরকে নাচাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৪

গর্ভবাসোদ্ভবং দুঃখং বিমুক্তস্মায়ুষংযুতম্।
বিষ্ণোর্মায়াদিতং সম্যগ্ যয়া বিশ্বমিদং লয়া ॥ ৫
পুরা রামাবতারেঽপি নির্জ্জরা বানরাঃ কৃতাঃ।
বিদিতং তে যথা বিষ্ণুর্ভগবানখণ্ডিতঃ।
অহং মমেতি পাশেন সুদৃঢ়েন নরাধিপ ॥ ৬
যোগিনো মুক্তসঙ্গাশ্চ ভক্তিকামা মুমুক্ষবঃ
তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৭
যদ্ভক্তিলেশলেশাংশ-লেশলেশলবাংশকম্
লব্ধ্বা মুক্তো ভবেজ্জন্তুস্তাং ন সেবেত কো জনঃ ॥৮
ভুবনেশীত্যেব বক্ত্রে দদাতি ভুবনত্রয়ম্।
মাং পাহীত্যস্য বচসো দেয়াভাবাদুণান্বিতা ॥ ৯
বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব
বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্বধ্যতেঽবিদ্যয়া পুনঃ ॥ ১০
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে তস্যা বশানুগাঃ
অবতারা সর্ব্ব এব যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥ ১১
কদাচিচ্চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে বৈকুণ্ঠে সুখসাগরে
কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ ১২
হরিঃ কদাচিদ্ যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ।
কদাচিচ্চ তপস্তীব্রং তীর্থে চরতি সুব্রত ॥ ১৩
কদাচিচ্ছয়নে শেতে যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ।
ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ১৪
তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেন্দ্রো বরুণো যমঃ।
কুবেরোঽগ্নী রবীন্দূ চ তথান্যে সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫
মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যাস্তথাপরে
সর্ব্বেঽস্যাবশগা নিত্যং পাঙ্গালীব নরস্য চ ॥ ১৬
নসিপ্রোতা যথা গাবো বিচরন্তি বশানুগাঃ
তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কালপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ১৭
হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতন্দ্রালসাদয়ঃ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা রাজন্ দেহিনাং দেহমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮
অমরা নির্জ্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ
অভিধানতশ্চার্থতো ন তে নূনং তাদৃশাঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯
উৎপত্তি-স্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্
অমরাস্তে কথং বাচ্যা নির্জ্জরাশ্চ কথং পুনঃ ॥ ২০

সেই মহামায়ার লীলা দুষ্কর। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে বিষ্ঠা-মূত্রময় গর্ভে বাস করাইয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছেন ॥ ৫

হে নরাধিপ! পূর্ব্বে রামাবতারেও দেবগণকে বানর করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার দৃঢ় মায়াপাশে মোহিত করিয়া কিরূপ দুঃখ দিয়াছিলেন, তাহা তুমি অবগত আছ ॥ ৬

মুক্তিপ্রার্থী যোগিগণ ভক্তিলাভ বাসনায় নিঃসঙ্গ হইয়া সেই মঙ্গলময়ী বিশ্বেশ্বরীরই উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭

যাঁহার ভক্তিলেশের এক কণিকামাত্র লাভ করিলে জীব মুক্তি লাভ করে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা করিবে না? ৮

"হে ভুবনেশ্বরি! আমাকে রক্ষা কর" এই বাক্যের একাংশ "হে ভুবনেশ্বরি" এই কথাটি উচ্চারণ করিবামাত্র উচ্চারককে তিনি ত্রিজগতের আধিপত্য প্রদান করেন। যে এই বাক্যটি সম্পূর্ণ উচ্চারণ করে, তাহাকে তিনি পৃথিবীগত দেয় বস্তু না থাকায় তাহার নিকট ঋণী হইয়া থাকেন ॥ ৯

হে পার্থিব! এই মায়ারূপ দ্বিবিধ, বিদ্যা ও অবিদ্যা, বিদ্যায় জীব মুক্ত হয় এবং অবিদ্যায় পুনরায় বদ্ধ হয় ॥ ১০

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী। তাঁহার অবতার-সকল যেন রজ্জুবদ্ধের ন্যায় হইয়াই তাঁহার অধীন ॥ ১১

ভগবান্ হরি কখনও বৈকুণ্ঠে, কখনও ক্ষীরসাগরে সুখভোগ করেন, কখনও বা অতিবলবান্ দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন ১২

শ্রীহরি কখনও বিস্তৃত যজ্ঞ করেন, হে সুব্রত! কখনও বা তীর্থে তীব্র তপস্যা করেন ॥ ১৩

কখন তিনি যোগমায়ার আশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্ মধুসূদন কখনও স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারেন না ॥ ১৪

এইরূপ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, যম, কুবের, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও সুর-সত্তমগণ, সনকাদি মুনিগণ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সকলেই মানুষের বশীভূত ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় সেই জগন্মাতার বশীভূত ॥১৫-১৬

নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দ যেমন মানবের বশবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে, সেইরূপ সমস্ত দেবগণ কাল পাশবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ॥১৭

হে রাজন্! হর্ষ, শোক, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যাদি ভাবসকল সর্ব্বদা সকল দেহীর দেহেই রহিয়াছে ॥ ১৮

গ্রন্থকারগণ দেবগণকে যে অমর এবং নির্জ্জর বলিয়াছেন, তাহা কেবল নামেই, অর্থানুসারে কোন রূপেই তাহা সঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১৯

কারণ, উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ধর্ম্ম নিরন্তরই যাঁহাদের আছে, কিরূপে তাঁহাদিগকে অমর—মৃত্যুরহিত এবং নির্জ্জর—জরাশূন্য বলা যাইতে পারে? ২০

কথং দুঃখাভিভূতা বা জায়ন্তে বিবুধোত্তমাঃ
কথং দেবাশ্চ বক্তব্যা ব্যসনে ক্রীড়নং কথম্ ॥ ২১
ক্ষণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ।
জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥ ২২
উপমা ন কথং চৈষামায়ুষোঽন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ।
ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুবস্তথা ॥ ২৩
মনুষ্যা ঋমরা দেবাস্তস্মাদ্ ব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ।
রুদ্রস্তথা তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশশ্চ ভবন্তি হি ॥ ২৪
নশ্যন্তি ক্রমশশ্চৈব ভবন্তি চোত্তরোত্তরম্ ॥ ২৫
নূনং দেহবতো নাশো মৃতস্যোৎপত্তিরেব চ
চক্রবদ্ ভ্রমণং রাজন্ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬
মোহজালাবৃতো জন্তুর্মুচ্যতে ন কদাচন।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন পশ্যতি ॥ ২৭
উৎপিৎসু-কাল উৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নৃপ জায়তে।
তথৈব নাশঃ কল্পান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥ ২৮

নিমিত্তং যস্য যন্নাশে স ঘাতয়তি তং নৃপ।
নান্যথা তদ্ ভবেদ্রাজন্ বিধিনা নির্মিতং তু যৎ ॥ ২৯
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখং সুখমেব বা।
তত্তথৈব ভবেৎ কামং নান্যথেহ বিনির্ণয়ঃ ॥ ৩০
সর্ব্বেষাং সুখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশি-ভাস্করৌ।
ন নশ্যতি ভয়োঃ পীড়া কচিত্তদ্বৈরিসম্ভবা ॥ ৩১
ভাস্করস্য সুতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্।
পশ্য রাজন্ বিধেঃ সূত্রং দুর্ব্বারং মহতামপি ॥ ৩২
বেদকর্ত্তা জগদ্ধর্ত্তা বুদ্ধিদস্তু চতুর্মুখঃ।
সোঽপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৩
শিবস্যাপি মৃতা ভার্য্যা সতী দক্ষ্বা কলেবরম্।
সোঽভবদ্দুঃখসন্তপ্তঃ কামার্ত্তশ্চ জনাত্তিহা ॥ ৩৪
কামাগ্নিদগ্ধদেহস্তু কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ।
সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশান্নৃপ ॥ ৩৫

দেবগণ কিরূপে দুঃখাভিভূত হন? কিরূপেই বা তাঁহাদিকে দেব বলা যাইতে পারে? কারণ, দেব শব্দের অর্থ সদা ক্রীড়াশীল, সুতরাং বিপদের সময়ে ক্রীড়া কিরূপে হইবে? ২১

এই সংসারে জলজ কীট ও মশকাদিদের ক্ষণকাল মধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবগণও আয়ুঃশেষ হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তবে এই দেবগণের উপমাস্থল মশকাদি হইবে না কেন? দেবগণই বা মরণপদ বাচ্য হইবে না কেন? তবে কালগত যৎকিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ আছে। তাহা মনুষ্যজাতির মধ্যেও আছে। মনুষ্যও সকলেই একরূপ আয়ু প্রাপ্ত হয় না। কেহ শতবর্ষ জীবী, কেহ বা এতদ্বর্ষ-জীবী হয়। ২২-২৩

এই মনুষ্য হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বিষ্ণু অধিক কাল জীবিত থাকেন। এইরূপ পর পর উৎপত্তি বিনাশ সকলেরই আছে। ২৪-২৫

দেহিমাত্রেরই নাশ এবং নাশ শীল জীবমাত্রেরই উৎপত্তি আছে। হে রাজন্! সকলেই চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৬

মোহজালে আচ্ছন্ন জীব কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না এবং মায়া বিদ্যমান থাকিতে মোহজাল কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। ২৭

হে নৃপ! সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদি সকলেরই যথাক্রমে উৎপত্তি হয় এবং প্রলয়কালে আবার তাঁহাদের বিনাশ হইয়া থাকে। ২৮

হে নৃপ! জন্মযে যাহার বিনাশে যাহা হেতু হয়, তাহা তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। ভগবতীর ইচ্ছায় বিধাতা যাহা করেন, কখনই তাহার অন্যথা হয় না। ২৯

বিধির নির্ম্মিত অনুসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ক্লেশ বা সুখ সকলেরই হইয়া থাকে, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। ৩০

দেব, সকলেরই প্রত্যক্ষ দেবতা চন্দ্র ও সূর্য্য সকলকেই সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদেরও শত্রুকৃত পীড়ার নিবৃত্তি হয় না। ৩১

হে রাজন্! বিধির নিয়ম মহৎ ব্যক্তিগণেরও দুর্নিবার; দেখ, সূর্য্যের পুত্র মন্দ (শনি) নামে অভিহিত, চন্দ্র রোগগ্রস্ত ও কলঙ্কী। ৩২

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদকর্ত্তা ও লোকের সদ্বুদ্ধিপ্রদ হইয়াও নিজে নিজের কন্যা সরস্বতীকে (সন্ধ্যাকে) দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়াছিলেন। ৩৩

শিবের ভার্য্যা সতী দেহত্যাগ করিলে, মহাদেব নিখিললোকের আত্তিহর হইয়াও নিজে কামার্ত্ত ও অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৪

মহাদেব কামানলে দগ্ধ হইয়াও যমুনার জলে পড়িয়াছিলেন। হে নৃপ! তাঁহার সেই কামানল শরীরের তাপেই যমুনার জল কালবর্ণ হইয়াছে। ৩৫

কামার্ত্তো রময়াণস্তু নগ্নঃ সোঽপি ভৃগোর্বনম্
গতঃ প্রাপ্তোঽথ ভৃগুণা শপ্তঃ কামাতুরো ভৃশম্ ॥ ৩৬
পতত্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জেতি ভৃশং কিল
পপৌ চামৃতবাপীক দানবৈর্নিমিতাং মুদে ॥ ৩৭
ইন্দ্রোঽপি চ বৃষো ভূত্বা বাহনত্বং গতঃ ক্ষিতৌ।
আদ্যস্য সর্ব্বলোকস্য বিষ্ণোরেব বিবেকিনঃ ॥ ৩৮
সর্ব্বজ্ঞত্বং গতং কুত্র প্রভুশক্তিঃ কুতো গতা।
যদ্ধেমমৃগবিজ্ঞানং ন জ্ঞাতং হরিণা কিল ॥ ৩৯
রাজন্ মায়াবলং পশ্য রামো হি কামমোহিতঃ।
রামো বিরহসন্তপ্তো রুরোদ ভৃশমাতুরঃ ॥ ৪০
যোঽপৃচ্ছৎ পাদপান্ মূঢ়ঃ ক্ব গতা জনকাত্মজা
ভক্ষিতা বা হৃতা কেন রুদন্নুচ্চতরং ততঃ ॥ ৪১
লক্ষ্মণাহং মরিষ্যামি কান্তাবিরহদুঃখিতঃ।
ত্বং চাপি মম দুঃখেন মরিষ্যসি বনেঽনুজ ॥ ৪২
আবয়োর্মরণং জ্ঞাত্বা মাতা মম মরিষ্যতি
শত্রুঘ্নোঽপ্যতিদুঃখার্ত্তঃ কথং জীবিতুমর্হতি ॥ ৪৩

মহাদেব একসময়ে কামার্ত্ত হইয়া নগ্ন শরীরে ভৃগুর বনে গমন করিয়াছিলেন। ভৃগু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া 'হে নির্লজ্জ! অদ্যই তোমার লিঙ্গ পড়িয়া যাউক' এই বলিয়া দারুণ অভিশাপ দিয়াছিলেন। মহাদেব তখন দানবনির্মিত অমৃত বাপীর জল পান করিতে থাকেন ॥ ৩৬-৩৭

ইন্দ্রও একসময়ে বৃষ হইয়া ভূতলে ককুদ্দের বাহন হইয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বলোকের আদি, সেই বিবেকী বিষ্ণুর সর্ব্বজ্ঞতা এবং প্রভুশক্তিই বা কোথায় গেল? সেই হরি স্বর্ণমৃগের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৩৮-৩৯

হে রাজন্! মায়াবল দেখুন, রামচন্দ্র কামমোহিত হইয়া সীতার বিরহে শোকসন্তপ্ত ও অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০

তিনি শোকমোহে হত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তরুরাজিকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—জানকী কোথায় গেল? কোন হিংস্র জন্তু কি তাহাকে ভক্ষণ করিল? অথবা কোন দুর্বৃত্ত তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল? ৪১

লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়ার বিরহশোকে প্রাণত্যাগ করিব। তাহা হইলে তুমিও ভাই আমার দুঃখে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৪২

আমাদের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মাতাও প্রাণত্যাগ করিবেন। শত্রুঘ্নও সাতিশয় শোককাতর হইয়া কিরূপে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? ৪৩

সুমিত্রা জীবিতং জহ্যাৎ পুত্রব্যসনকর্শিতা
পূর্ণকামাথ কৈকেয়ী ভবেৎ পুত্রসমন্বিতা ॥ ৪৪
হা সীতে ক্ব গতাসি ত্বং মাং বিহায় স্মরাতুরম্।
এহেহি মৃগশাবাক্ষি মাং জীবয় কৃশোদরি ॥ ৪৫
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ত্বদধীনঞ্চ জীবিতম্
সমাশ্বাসয় দীনং মাং প্রিয়ং জনকনন্দিনি ॥ ৪৬
এবং বিলপতা তেন রামেণামিততেজসা।
বনে বনে চ ভ্রমিতা নেক্ষিতা জনকাত্মজা ॥ ৪৭
শরণ্যঃ সর্ব্বলোকানাং রামঃ কমললোচনঃ
শরণং বানরাণাং স গতো মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৪৮
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা ববন্ধ বরুণালয়ম্।
জঘান রাবণং বীরং কুম্ভকর্ণং মহোদরম্ ॥ ৪৯
আনীয় চ ততঃ সীতাং রামো দিব্যমকারয়ৎ।
সর্ব্বজ্ঞোঽপি হৃতাং মত্বা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৫০
কিং ব্রবীমি মহারাজ যোগমায়াবলং মহৎ
যয়া বিশ্বমিদং সর্ব্বং ভ্রামিতং ভ্রমতে কিল ॥ ৫১

পুত্রমরণজনিত শোকে সুমিত্রা মাতাও দেহত্যাগ করিবেন। তখন পুত্রের সহিত কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ॥ ৪৪

হে সীতে! আমি কামশরে পীড়িত হইয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গেলে? হে মৃগশাবাক্ষি! তুমি এস এস। হে কৃশোদরি! আমায় জীবনদান কর ॥ ৪৫

আমি কি করি? কোথায় যাই? আমার জীবন তোমার অধীন। হে জনকনন্দিনি! আমি তোমার প্রিয়, তোমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাকে আশ্বস্ত কর ॥ ৪৬

সেই অমিততেজা রাম এইরূপ বিলাপ করত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীকে দেখিতে পান নাই ॥ ৪৭

সকল লোক বিপদে পড়িলে যাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই কমললোচন রাম মায়ামোহিত হইয়াই বানরদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪৮

তিনি বানরদিগকে সহায় করিয়া সাগরবন্ধন করিয়াছিলেন এবং বীরবর রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মহোদরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

তাহার পর সীতাকে আপনার নিবাসে আনিয়া স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দুরাত্মা রাবণ হরণ করিয়াছিল মনে করিয়া তাঁহাকে দিব্য করাইলেন ॥ ৫০

হে মহারাজ! অধিক আর কি বলিব? যোগমায়ার বল

এবং নানাবতারেঽত্র বিষ্ণুঃ শাপবশং গতঃ।
করোতি বিবিধাংশ্চেষ্টা দৈবাধীনঃ সদৈব হি ॥ ৫১
তবাহং কথয়িষ্যামি কৃষ্ণস্যাপি বিচেষ্টিতম্
প্রভবং মানুষে লোকে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫২
কালিন্দীপুলিনে রম্যে হ্যাসীন্মধুবনং পুরা
লবণো মধুপুত্রস্তু তত্রাসীদ্দানবো বলী ॥ ৫৪
দ্বিজানাং দুঃখদো নিত্যং বরদানেন গর্ব্বিতঃ
নিহতোঽসৌ মহাভাগ লক্ষ্মণস্যানুজেন বৈ ॥ ৫৫
শত্রুঘ্নেনাথ সংগ্রামে তং নিহত্য মদোৎকটম্।
বাসিতা মথুরা নাম পুরী পরমশোভিতা ॥ ৫৬
স তত্র পুষ্করাক্ষৌ দ্বৌ পুত্রৌ শত্রুনিসূদনঃ।
নিবেশ্য রাজ্যে মতিমান্ কালে প্রাপ্তে দিবং গতঃ ॥৫৭
সূর্য্যবংশক্ষয়ে তাং তু যাদবা প্রতিপেদিরে
মথুরাং মুক্তিদাং রাজন্ যযাতিতনয়াঃ পুরা ॥ ৫৮
শূরসেনাভিধঃ শূরস্তত্র ভূম্নোদিনীপতিঃ।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বুভুজে বিষয়ান্নৃপ ॥ ৫৯

অতি মহৎ, এই অখিল বিশ্ব তাঁহার মায়ায় ভ্রমিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫১

এইরূপ নানা অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু শাপবশীভূত ও দৈবাধীন হইয়া বিবিধপ্রকার কর্ম করিয়া থাকেন ॥ ৫২

এক্ষণে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলোকে উৎপত্তি ও তদীয় পবিত্র কথা তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ৫৩

পুরাকালে যমুনার রমণীয় পুলিনে মধুবন নামে এক বন ছিল। মধুপুত্র লবণনামে এক বলবান্ দানব তথায় বাস করিত ॥ ৫৪

হে মহাভাগ! ঐ দানব বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই কষ্ট দিত। পরে লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন উহাকে বধ করেন ॥ ৫৫

শত্রুঘ্ন ঐ দুর্দ্দান্ত দানবকে নিহত করিয়া সেই মধুবনে মথুরানামে এক পরমরমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬

সেই শত্রুনিসূদন মতিমান্ শত্রুঘ্ন সেই রাজ্যে কমললোচন দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে স্বদেহে গিয়াছিলেন ॥ ৫৭

রাজন্! পরে সূর্য্যবংশের অবসান ঘটিলে যযাতিকুলোৎপন্ন যাদবগণ সেই মুক্তিপ্রদা মথুরা নগরী অধিকার করিলেন ॥ ৫৮

হে নৃপ! সেই বংশে শূরসেননামক এক নরপতি তথায় রাজা হইয়া মথুরার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন ॥ ৫৯

তত্রোৎপন্নঃ কশ্যপাংশঃ শাপাচ্চ বরুণস্য বৈ
বসুদেবোঽতি বিখ্যাতঃ শূরসেনসুতস্তদা ॥ ৬০
বৈশ্যবৃত্তিরতঃ সোঽভূন্মৃতে পিতরি মাধবঃ।
উগ্রসেনো বভূবাথ কংসস্তস্যাত্মজো মহান্ ॥ ৬১
অদিতির্দেবকী জাতা দেবকস্য সুতা তদা।
শাপাদ্ বৈ বরুণস্যাথ কশ্যপানুগতা কিল ॥৬২
দত্তা সা বসুদেবায় দেবকেন মহাত্মনা।
বিবাহে রচিতে তত্র বাগভূদ্ গগনে তদা ॥ ৬৩
কংস কংস মহাভাগ দেবকীগর্ভসম্ভবঃ।
অষ্টমস্তু সুতঃ শ্রীমাংস্তব হন্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কংসো বিস্মিতোঽভূন্মহাবলঃ
দেববাচং তু তাং মত্বা সত্যাং চিন্তামবাপ সঃ ॥ ৬৫
কিং করোমীতি সংচিন্ত্য বিমর্শমকরোত্তদা।
নিহত্যৈনাং ন মে মৃত্যুর্ভবেদ্দৈবৈষ সত্বরম্ ॥ ৬৬
উপায়ো নান্যথা চাস্মিন্ কার্য্যে মৃত্যুভয়াবহে।
ইয়ং পিতৃষ্বসা পূজ্যা কথং হন্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬৭

বরুণের শাপে কশ্যপের অংশে সেই শূরসেনের বসুদেব নামে এক অতি বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬০

তিনি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন। পিতা লোকান্তর গমন করিলে উগ্রসেন তথাকার রাজা হন। কিছুদিন পরে সেই উগ্রসেনের কংস নামে এক দুর্দ্দান্ত পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৬১

এদিকে অদিতি বরুণের শাপে কশ্যপের অনুগমন করত দেবকনামক এক রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬২

মহাত্মা দেবক সেই কন্যা বসুদেবকে দান করেন। সেই বিবাহ কার্য্যসম্পন্ন হইলে কংসের উপরে আকাশবাণী হইল ॥ ৬৩

হে মহাভাগ কংস! কংস!! এই দেবকীর গর্ভজাত শক্তিমান্ অষ্টম পুত্রই তোমাকে বিনাশ করিবেন ॥ ৬৪

মহাবল কংস সেই বাণী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইল এবং সেই দৈববাণী সত্য মনে করিয়া সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল ॥ ৬৫

এক্ষণে কি করি? এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিল, ইহাকে অদ্যই বিনাশ করি। তাহা হইলে আর আমার মৃত্যু হইবে না ॥ ৬৬

মৃত্যুভয়জনিত কার্য্যে ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। ইনি আমার পিতৃতুল্য দেবকের কন্যা, অতএব ভগিনী হইলেও এক্ষণে আমার মৃত্যুরূপিণী হইয়াছেন, সুতরাং বধ করা

পুনর্বিচারয়ামাস মরণং মেহস্তাহো স্বসা।
পাপেনাপি প্রকর্ত্তব্যা দেহরক্ষা বিপশ্চিতা ॥ ৬৮

প্রায়শ্চিত্তেন পাপস্য শুদ্ধির্ভবতি সর্ব্বদা।
প্রাণরক্ষা প্রকর্ত্তব্যা বুধৈরপ্যেনসা তথা ॥ ৬৯

বিচিন্ত্য মনসা কংসঃ খড়্গমাদায় সত্বরঃ
জগ্রাহ তাং বরারোহাং কেশেষ্বাকৃষ্য পাপকৃৎ ॥ ৭০

কোষাৎ খড়্গমুপাকৃষ্য হন্তুকামো দুরাশয়ঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং নবোঢ়াং তাং চকর্ষ হ ॥ ৭১

হন্যমানাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা হাহাকারো মহানভূৎ।
বসুদেবানুগা বীরা যুদ্ধায়োদ্যতকার্ম্মুকাঃ ॥ ৭২

মুঞ্চ মুঞ্চেতি প্রোচুস্তং তে তদাদ্ভুতসাহসাঃ।
কৃপয়া মোচয়ামাসুর্দৈবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৭৩

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং বীরাণাঞ্চ পরস্পরম্।
বসুদেবসহায়ানাং কংসেন চ দুরাত্মনা ॥ ৭৪

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে দারুণে রোমহর্ষণে।
কংসং নিবারয়ামাসুর্বৃদ্ধা যে যদুসত্তমাঃ ॥ ৭৫

পিতৃষসেয়ং তে বীর পূজনীয়া চ বালিকা।
ন হন্তব্যা ত্বয়া বীর বিবাহোৎসবসঙ্গমে ॥ ৭৬

স্ত্রীহত্যা দুঃসহা বীর কীর্ত্তিঘ্নী পাপকৃত্তমা
কৃতভাষিতমাত্রেণ ন কর্ত্তব্যা বিজানতা ॥ ৭৭

অন্তর্হিতেন কেনাপি শত্রুণা তব চাস্য বা।
উদিতেতি কথং ন স্যাদ্ বাগনর্থকরী বিভো ॥ ৭৮

যশসস্তে বিঘাতায় বসুদেবগৃহস্য চ।
অরিণা রচিতা বাণী গুপ্তমায়াবিদা নৃপ ॥ ৭৯

বিভেষি বীরত্বং ভূত্বা ভূতভাষিতভাষয়া।
যশোমূলবিঘাতার্থমুপায়স্ত্বরিণা কৃতঃ ॥ ৮০

পিতৃষসা ন হন্তব্যা বিবাহসময়ে পুনঃ।
ভবিতব্যং মহারাজ ভবেচ্চ কথমন্যথা ॥ ৮১

এবং তৈর্বোধ্যমানোঽসৌ নিবৃত্তো নাভবদ্ যদা।
তদা তং বসুদেবোঽপি নীতিজ্ঞঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮২

কংস সত্যং ব্রবীম্যদ্য সত্যাধারং জগত্ত্রয়ম্।
দাস্যামি দেবকীপুত্রানুৎপন্নাংস্তব সর্ব্বশঃ ॥ ৮৩

যাইতে পারে। কারণ, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—পাপকার্য্য করিয়াও দেহরক্ষা করিতে হইবে। ৬৭ ৬৮

প্রায়শ্চিত্ত করিলে দেহশুদ্ধি হইয়া থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও প্রাণরক্ষার জন্য পাপকার্য্য করিয়া থাকেন। ৬৯

পাপিষ্ঠ কংস মনে এইরূপ চিন্তা করত খড়্গ লইয়া সত্বর সেই বরারোহা দেবকীর কেশ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। ৭০

দুরাশয় কংস কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশন করিয়া সকল লোকের সাক্ষাতে নববিবাহিতা দেবকীকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ৭১

দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল ও বসুদেবের অনুগামী বীরগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ লইলেন। ৭২

সেই অদ্ভুত সাহসী বীরগণ "ইঁহাকে পরিত্যাগ কর" এইরূপ বারংবার বলিতে লাগিলেন। পরে দয়া করিয়া দেবমাতা দেবকীকে তাহার হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ৭৩

তখন দুরাত্মা কংসের সহিত সেই বসুদেবানুগামী বীরগণের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৭৪

ভয়ঙ্কর রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে যদুবংশীয় বৃদ্ধগণ কংসকে নিবারণ করিয়া কহিলেন। ৭৫

হে বীর! ইনি তোমার পিতৃষ্বসা এবং বালিকা, অতএব বীর! এই বিবাহোৎসবকালে ইহাকে বধ করা উচিত নহে। ৭৬

হে বীর! তুমি জ্ঞানবান্, সুতরাং তোমার সামান্য অলক্ষ্য আকাশবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কীর্ত্তিনাশক অতি পাপকর দারুণ স্ত্রী বধ করা উচিত নহে। ৭৭

হে অসীম শক্তিশালিন্! মনে হয়, তোমার কোনও শত্রু অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া এই কথা বলিয়াছে, সুতরাং ইহা অনর্থকরী কেন হইবে না? ৭৮

হে নৃপ! আমাদের আরও বোধ হয়, তোমার কীর্ত্তিনাশ ও বসুদেবের পক্ষনাশ করিয়া দিবার জন্য কোন গুপ্ত শত্রু মায়া করিয়া ঐ বাক্য বলিয়াছে। ৭৯

তুমি বীর হইয়াও ভূতকথিত বাক্যে ভীত হইতেছ? আমাদের নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে, তোমার কোন শত্রু যশোনাশের নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য করিয়াছে। ৮০

হে মহারাজ! যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা অবশ্যই হইবে; কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। বিশেষতঃ বিবাহকালে পূজনীয়া ভগিনীকে বধ করা কোন মতেই উচিত নহে। ৮১

সেই বৃদ্ধ যাদবগণ এইরূপ বুঝাইয়া দিলেও যখন এই দুরাত্মা নিবৃত্ত হইল না, তখন নীতিজ্ঞ বসুদেব তাহাকে কহিলেন। ৮২

জাতং জাতং সুতং তুভ্যং ন দাস্যামি যদি প্রভো।
কুম্ভীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্ব্বজাঃ ॥ ৮৪

শ্রুত্বাথ বচনং সত্যং পৌরবা মে পুরঃস্থিতাঃ
ঊচুস্তে ত্বরিতাঃ কংসং সাধু সাধু পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৫

ন মিথ্যা ভাষতে কাপি বসুদেবো মহামনাঃ।
কেশং মুঞ্চ মহাভাগ স্ত্রীহত্যা পাতকং তথা ॥ ৮৬

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ কংসো বহুবৃদ্ধৈর্মগাত্মভিঃ।
ক্রোধং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সত্যবাক্যানুমোদিতঃ ॥ ৮৭

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্বাদিত্রাণি চ সর্ব্বশঃ
জয়শব্দস্তু সর্ব্বেষামুৎপন্নস্তত্র সংসদি ॥ ৮৮

প্রসাদ্য কংসং প্রতিমোচ্য দেবকীং
মহাযশাঃ শূরসুতস্তদানীম্।
জগাম গেহং স্বজনানুবৃত্তো
নবোঢ়য়া বীতভয়স্তয়া সহ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপরিণয়কথনং
নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

হে কংস! এই ত্রিভুবন সত্যেরই আধার। আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, দেবকীর গর্ভে যতগুলি পুত্র উৎপন্ন হইবে, তৎ সমস্তই আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৮৩

হে রাজন্! জাতমাত্রেই যদি তোমাকে পুত্র অর্পণ না করি, তবে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ঘোর কুম্ভীপাক নরকে পতিত হইবেন ॥ ৮৪

সম্মুখে যে সব পুরুবংশীয়েরা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে বসুদেবের সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ দিয়া কংসকে কহিলেন ॥ ৮৫

হে মহারাজ! বসুদেব মহান্ ব্যক্তি, ইনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না; অতএব তুমি এই দেবকীর কেশকলাপ পরিত্যাগ কর। স্ত্রীহত্যা পাপ করিও না ॥ ৮৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাত্মা যদুবৃদ্ধগণ এইরূপে বুঝাইয়া বলিলে কংস বসুদেবের সেই সত্যবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থির হইল ॥ ৮৭

তখন দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যসকল বাজিয়া উঠিল। সেই সভায় সকলের ঘন ঘন জয় শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৮৮

শূরসেনপুত্র মহাযশা বসুদেব এইরূপে কংসকে প্রসন্ন করিয়া দেবকীকে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন এবং আত্মীয় জনে পরিবৃত হইয়া সেই নবোঢ়া বধূর সহিত নির্ভয়ে গৃহে গমন করিলেন ॥ ৮৯

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে দেবকীর পরিণয়কথননামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবক্যাঃ প্রথমসন্তানজন্মকথনম্, তস্য কংসায় সমর্পণমুদ্দিশ্য বসুদেবস্য প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যকথনম্, দেবক্যা প্রারব্ধং ভোক্তব্যমেবেতি কথনেন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিশাস্ত্রাণাং মুনীনাঞ্চাপ্রামাণ্যবর্ণনম্, বসুদেবেন ত্রিবিধকর্ম্মকথনম্, দেবকীতঃ পুত্রান্ গৃহীত্বা কংসায় সমর্পণম্ শিশুরয়ং ন মে মৃত্যুরিত্যুক্তা কংসেনাপি প্রত্যর্পণম্, কংসসমীপে নারদস্যাগমনম্, তত্র নারদেন দেবপরামর্শকথনম্, কথং ন প্রথমঃ শিশুর্ঘাতিত ইতি নারদপৃষ্টেন কংসেন 'অষ্টমং পুত্রং হনিষ্যামীতি কথনম্, সম্ভেলনক্রিয়া সর্ব্বোঽপি অষ্টমো ভবতীতি নারদেন বিজ্ঞাপিতে কংসেন প্রথম-বালকস্যাপি হননবর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ

অথ কালে তু সংপ্রাপ্তে দেবকী দেবরূপিণী।
গর্ভং দধার বিধিবদ্ বসুদেবেন সঙ্গতা ॥
পূর্ণেঽথ দশমে মাসে সুষুবে সুতমুত্তমম্
রূপাবয়বসম্পন্নং দেবকী প্রথমং যদা ॥ ২
তদাহ বসুদেবস্তাং সত্যবাক্যানুমোদিতঃ।
ভাবিত্বাচ্চ মহাভাগে দেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৩
বরোরু সময়ং মে ত্বং জানাসি স্বসুতার্পণে।
মোচিতা ত্বং মহাভাগে শপথেন ময়া যদা ॥ ৪
ইমং পুত্রং সুকেশান্তে দাস্যামি ভ্রাতৃসূনবে।
খলে কংসে বিনাশার্থং দেবঃ কিংবা করিষ্যতি

বিচিত্রঃ কর্ম্মণাং পাকো দুর্জ্ঞেয়ো হ্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫
সর্ব্বেষাং কিল জীবানাং কালপাশানুবর্ত্তিনাম্
ভোক্তব্যং স্বকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্
প্রারব্ধং সর্ব্বথৈবাত্র জীবস্য বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ৬

দেবক্যুবাচ।

স্বামিন্ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যং সর্ব্বথা নৃভিঃ
তীর্থৈস্তপোভির্দানৈর্বা কিং ন যাতি ক্ষয়ং হি তৎ ॥ ৭
লিখিতো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তবিধির্নৃপ
পূর্ব্বার্জ্জিতানাং পাপানাং বিনাশায় মহাত্মভিঃ ॥ ৮
ব্রহ্মঘ্নো হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ
দ্বাদশাব্দব্রতে চীর্ণে শুদ্ধিং যাতি যতস্ততঃ ॥ ৯

একবিংশ অধ্যায়

[দেবকীর প্রথম সন্তানের জন্ম কথন, তাহাকে কংসের নিকট সমর্পণ উদ্দেশ্যে বসুদেব কর্ত্তৃক প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রাবল্য কথন, দেবকী কর্ত্তৃক 'প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে' এই কথা বলিলে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শাস্ত্রসকল ও মুনিগণের অপ্রমাণতা বর্ণন, বসুদেব কর্ত্তৃক ত্রিবিধ কর্ম্ম কথন, দেবকীর নিকট হইতে পুত্রকে লইয়া কংসের হস্তে সমর্পণ, 'এই শিশু আমার মৃত্যুকারক নয়' এই কথা বলিয়া কংস কর্ত্তৃক প্রত্যর্পণ। কংসের নিকট নারদের আগমন, তথায় নারদ কর্ত্তৃক দেবগণের পরামর্শ কথন, কেন এই প্রথম শিশুকে বধ করা নাই,—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কংস কর্ত্তৃক 'অষ্টম পুত্রকে বধ করিব' ইহা কথন। সম্মেলন ক্রিয়ায় সকল বস্তুই অষ্টম হইতে পারে নারদ ইহা জানাইলে কংস কর্ত্তৃক প্রথম বালককেও হত্যা বর্ণন।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—অনন্তর দেবরূপিণী দেবকী বসুদেবের সহিত সঙ্গতা হইয়া যথাকালে যথানিয়মে গর্ভধারণ করিলেন ॥ ১

অনন্তর দশ মাস পূর্ণ হইলে দেবকী যখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রথম শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করেন, তখন বসুদেব কংসের নিকটে প্রতিশ্রুত সত্যবাক্যের অনুরোধ এবং ভবিতব্যতাবশে দেবমাতা অদিতির অংশোৎপন্না দেবকীকে কহিলেন—মহাভাগে! হে হে বরোরু! আমি তোমার বিবাহকালে কংসের নিকট নিজের পুত্র দিব বলিয়া শপথ করিয়া তোমাকে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ছিলাম, তাহা তুমি অবগত আছে ॥ ২-৪

এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুকেশিনি! এক্ষণে তোমার নৃশংস ভ্রাতা কংসের হস্তে বিনাশ করিবার জন্য পুত্র অর্পণ করিব। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। কি করিব? কর্ম্মের পরিণাম অতি বিচিত্র, মন্দ বুদ্ধিগণ তাহার কি বুঝিবে? ৫

সকল জীবকেই কালপাশের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ ইহা বিধিনিয়ন্ত্রিত, অতএব তুমি এবিষয়ে অনুমতি কর ॥ ৬

দেবকী কহিলেন,—স্বামিন্! হে নৃপ! মনুষ্যদিগকে পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু তীর্থ যাত্রা, তপস্যা অথবা দানদ্বারা সেই পাপের ক্ষয় হয় না কি? ৭

নৃপ! মহাত্মা ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বার্জ্জিত পাপসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি লিখিয়া দিয়াছেন ॥ ৮

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণাপহরণকারী, সুরাপায়ী, ও গুরু-দারগামী পাতকিগণ, দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৯

নষ্বাদিভির্যথোদ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ।
তথা কৃত্বা নরঃ পাপাম্মুচ্যতে বা ন বানঘ ॥ ১০
বিগীতবচনাস্তে কিং মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ
যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ১১
ভবিতব্যং ভবত্যেব যত্নেবং নিশ্চয়ঃ প্রভো
আয়ুর্বেদঃ স মিথ্যৈব মন্ত্রবাদাস্তথাখিলাঃ ॥ ১২
উদ্যমস্তু বৃথা সর্ব্বমেবং চেদ্দৈবনির্ম্মিতম্
ভবিতব্য' ভবত্যেব প্রবৃত্তিস্তু নিরর্থিকা ॥ ১৩
অগ্নিষ্টোমাদিকং ব্যর্থং নিয়তং স্বর্গসাধনম্।
যদা তদা প্রমাণং হি বৃথৈব পরিভাষিতম্ ॥ ১৪
বিতথে তৎপ্রমাণে তু ধর্ম্মোচ্ছেদঃ কুতো নহি
উদ্যমে চ কৃতে সিদ্ধিঃ প্রত্যক্ষেণৈব সাধ্যতে ॥ ১৫
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যঃ প্রপঞ্চশ্চিত্তকল্পিতঃ।
যথায়ং বালকঃ ক্ষেমং প্রাপ্নোতি মম পুত্রকঃ ॥ ১৬
মিথ্যা যদি প্রকর্ত্তব্যং বচনং শুভমিচ্ছতা।
ন তত্র দূষণং কিঞ্চিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৭

হে অনঘ! মন্বাদি ঋষিগণ প্রায়শ্চিত্তের যে প্রকার বিধান করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে মানব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে কিংবা মুক্ত হয় না? ১০

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক তত্ত্বদর্শী মুনিগণের বাক্য কি মিথ্যা হইবে? ১১

হে প্রভো! যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবেই—ইহা যদি নিশ্চয়ই হয়, তাহা হইলে আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও নিখিল বেদশাস্ত্র মন্ত্রবাদ মিথ্যা হইয়া যায়। ১২

সমস্ত কার্য্যই যদি দৈবসংঘটিত হয়, তাহা হইলে লোকের সমস্ত উদ্যমই বৃথা হইয়া যায়। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই ইহা স্বীকার করিলে কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তিই নিরর্থক হইয়া যায়। ১৩

অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধন সমস্ত সৎকর্ম্মই বৃথা হইয়া যায়। দৈবের প্রাবল্য স্বীকার করিলে বেদের প্রামাণ্যও মিথ্যা হইয়া যায়। ১৪

বেদের প্রমাণ যদি মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে না কেন? আরও দেখা যায়, উদ্যম করিলেই ফলসিদ্ধি প্রত্যক্ষই সাধিত হইয়া থাকে। ১৫

অতএব যাহাতে আমার এই সদ্যোজাত শিশু মঙ্গল লাভ করিতে পারে, বিবেচনা পূর্ব্বক এইরূপ কর্ম করা উচিত। ১৬

৪৮

বসুদেব উবাচ

নিশাময় মহাভাগে সত্যমেতদ ব্রবীমি তে
উদ্যমঃ খলু কর্ত্তব্যঃ ফলং দৈববশানুগম্। ১৮
ত্রিবিধানীহ কর্ম্মাণি সংসারেঽত্র পুরাবিদঃ
প্রবদন্তীহ জীবানাং পুরাণেষাগমেষু চ ॥ ১৯
সঞ্চিতানি চ জীর্ণানি প্রারব্ধানি শুভাশুভে।
বর্ত্তমানানি বামোরু ত্রিবিধানীহ দেহিনাম্ ॥ ২০
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি বীজভূতানি যানি চ।
বহুজন্মসমুত্থানি কালে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বথা ॥ ২১
পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ ॥২২
দিব্যং দেহঞ্চ সংপ্রাপ্য যাতনাদেহমর্থবৎ
ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান স্বর্গে বা নরকেঽথবা ॥ ২৩
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
লিঙ্গদেহেন সহিতং জায়তে জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্মভ্যঃ কর্মভিঃ পুনঃ
যোজয়ত্যেব তং কালং কর্মাণি প্রাকৃতানি চ ॥ ২৫

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, আপনার মঙ্গলের জন্য যদি কেহ মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিয়াও থাকে, তবে তাহাতে দোষ হয় না। ১৭

বসুদেব কহিলেন,—হে মহাভাগে! আমি তোমাকে সত্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। উদ্যোগ করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহার ফল দৈবাধীন। ১৮

পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ পুরাণ ও আগমসমূহে বলিয়াছেন যে, এই সংসারে জীবগণের কার্য্য তিন প্রকার। সুমধ্যমে! দেহিগণের সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্ত্তমান—এই তিন প্রকার কর্ম্ম। বহু জন্মকৃত বীজস্বরূপ যে শুভাশুভ কর্ম, তাহা সকল সময়েই থাকে। জীব সেই কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকৃত কর্মানুসারে স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয়। ১৯-২২

জীব আপনার পুণ্যফলে দিব্য দেহ অথবা আপনার পাপফলে যাতনাময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে বা নরকে বিবিধ ফল ভোগ করিয়া থাকে। ২৩

ভোগের পর যখন তাহার উৎপত্তির সময় হয়, তখন লিঙ্গদেহের সহিত সে জীবনামে জন্ম গ্রহণ করে। ২৪

পরমেশ্বর এই সময়ে তাহার সঞ্চিত কর্মসমূহ হইতে পৃথক্ পৃথক্ কর্মসমূহের দ্বারা ঐ জীবে তদনুকূল স্থূল দেহ, কাল ও প্রাকৃত কর্মসকল যোগ করিয়া দেন। ২৫

দেহেনানেন ভাব্যানি শুভানি চাশুভানি চ।
প্রারব্ধানি চ জীবেন ভোক্তব্যানি সুলোচনে ॥ ২৬
প্রায়শ্চিত্তেন নশ্যন্তি বর্ত্তমানানি ভামিনি।
সঞ্চিতানি তথৈবাশু যথার্থং বিহিতেন চ ॥ ২৭
প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাৎ সংক্ষয়ো নান্যথা ভবেৎ।
তেনায়ং তে কুমারো বৈ দেয়: কংসায় সর্ব্বথা ॥ ২৮
ন মিথ্যাবচনং মেঽস্তি লোকনিন্দাভিদূষিতম্।
অনিত্যেঽস্মিংস্তু সংসারে ধর্মসারে মহাত্মনাম্ ॥ ২৯
দৈবাধীনং হি সর্ব্বেষাং মরণং জননং তথা।
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো দেহিনা হি নিরর্থক: ॥ ৩০
সত্যং যস্য গতং কান্তে বৃথা তস্যৈব জীবিতম্।
ইহলোকো গতো যস্মাৎ পরলোক: কুতস্তত: ॥ ৩১
অতো দেহি সুতং মুগ্ধে কংসায় প্রদদাম্যহম্।
সত্যসন্তরণাদ্দেবি শুভমগ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩১
কর্ত্তব্যং সুকৃতং পুম্ভি: সুখে দু:খে সতি প্রিয়ে।
সত্যসংরক্ষণাদ্দেবি শুভমগ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩৩

সুলোচনে। পূর্ব্বকৃত শুভ বা অশুভ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল জীবকে এই দেহে অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ২৬

হে ভাবিনি! যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিলে বর্ত্তমান ও সঞ্চিত কর্ম্মসকলের সত্বর ক্ষয় হয় ॥ ২৭

কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় ভোগদ্বারাই হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না; অতএব কংসকে তোমার এই পুত্র দিতেই হইবে ॥ ২৮

এই সংসার অনিত্য, ইহাতে ধর্ম্মই সার বস্তু; মহাত্মাগণ এই কারণে কখনও মিথ্যা ব্যবহার করেন না। যাহাতে লোকনিন্দা হয়, এরূপ মিথ্যা বাক্য আমি বলিতে পারিব না ॥ ২৯

সকলের জন্ম ও মৃত্যু দৈবের অধীন, অতএব দেহীর শোক করা উচিত নয়; কারণ তাহার শোক করা বৃথা ॥ ৩০

হে কান্তে! যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট, তাহার জন্মই বৃথা। যাহার ইহলোক নাই, তাহার পরলোক থাকিবে কোথা হইতে? অর্থাৎ সে পরলোকের কার্য্য করিতে কখনই পারে না ॥ ৩১

অতএব হে মুগ্ধে! তুমি বালকটিকে দাও, আমি কংসকে প্রদান করিব। সত্য হইতে নিস্তার পাইলে আমাদের অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ৩২

হে প্রিয়ে! সুখ ও দু:খ সকল অবস্থাতেই পুরুষের সৎকর্ম করা উচিত। হে দেবি! সত্য রক্ষা করিলে অবশ্যই পরে শুভ হইবে ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তবতি কান্তে সা দেবকী শোকসংযুতা।
দদৌ পুত্রং প্রসূতঞ্চ বেপমানা মনস্বিনী ॥ ৩৪
বসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা আদায় স্বসুতং শিশুম্
জগাম কংসসদনং মার্গে লোকৈরভিষ্টুত: ॥ ৩৫

লোকা উচু:।
পশ্যন্তু বসুদেবং ভো লোকা এবং মনস্বিনম্।
স্ববাক্যমনুরুধ্যৈব বালমাদায় যাত্যসৌ ॥ ৩৬
মৃত্যবে দাতুকামোঽস্তু সত্যবাগনসূয়ক:।
সফলং জীবিতং চাস্য ধৈর্য্যং পশ্যন্তু চাদ্ভুতম্।
য: পুত্রং যাতি কংসায় দাতুং কালাত্মনোঽপি হি ॥ ৩৭

ব্যাস উবাচ।
ইতি সংস্তূয়মানোঽসৌ প্রাপ্ত: কংসালয়ং নৃপ
দদাবস্মৈ কুমারং তং জাতমাত্রমমানুষম্ ॥ ৩৮
কংসোঽপি বিস্ময়ং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা ধৈর্য্যং মহাত্মন:।
গৃহীত্বা বালকং প্রাহ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচ: ॥ ৩৯
ধন্যস্ত্বং শূরপুত্রাশু জ্ঞাত: পুত্রসমর্পণাৎ।
মম মৃত্যুর্ন চায়ং বৈ গিরা প্রোক্তস্ত চাষ্টম: ॥ ৪০

ব্যাসদেব বলিলেন,—প্রিয়তম বসুদেব এই কথা বলিলে মনস্বিনী দেবকী কাঁপিতে কাঁপিতে সদ্যোজাত সেই পুত্রকে বসুদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৩৪

ধর্ম্মাত্মা বসুদেব সেই শিশুপুত্রটিকে লইয়া কংসের নগরে চলিলেন। পথিমধ্যে লোকগণ তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৩৫

লোকগণ বলিল,—হে লোকসকল! তোমরা বসুদেবের মনস্বিতা একবার দেখ, ইনি সত্যবাক্যের অনুরোধে নিজের পুত্র লইয়া মৃত্যুতুল্য কংসকে দিতে চলিয়াছেন। ইনি সত্যবাদী, কাহারও উপরে ইহার অসূয়া নাই। ইনি কালস্বরূপ কংসের হস্তে পুত্র দিতে যাইতেছেন। ইহার অদ্ভুত ধৈর্য্য তোমরা অবলোকন কর। ইহারই জীবন সফল ॥ ৩৬-৩৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে নৃপ! বসুদেব লোককর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া কংসালয়ে গমন করিলেন এবং সেই সদ্যোজাত দেবরূপী সন্তানকে কংসের হাতে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৮

কংসও মহাত্মা বসুদেবের ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং বালককে হাতে লইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল ॥ ৩৯

হে শূরপুত্র! অদ্য তোমার এই পুত্র সমর্পণ করাতে বুঝিলাম—তুমিই এই জগতে ধন্য। কিন্তু আকাশবাণী

ন হন্তব্যো ময়া কামং বালোঽয়ং যাতু তে গৃহম্
অষ্টমস্ত্বং প্রদাতব্যস্ত্বয়া পুত্রো মহামতে ॥ ৪১

ইত্যুক্ত্বা বসুদেবায় দদাবাশু খলঃ শিশুম্।
গচ্ছত্বয়ং গৃহে বালঃ ক্ষেমং ব্যাস্তভবান্নৃপঃ ॥ ৪২

তমাদায় গতঃ শৌরির্হৃষ্টো হৃষ্টান্ স্বগৃহং মুদা
কংসোঽপি সচিবানাহ বৃথা কিং ঘাতয়ে শিশুম্ ॥ ৪৩

অষ্টমাদ্দেবকীপুত্রান্মম মৃত্যুরুদাহৃতঃ
অতঃ কিং প্রথমং বালং হত্বা পাপং করোম্যহম্ ॥ ৪৪

সাধু সাধ্বিতি তেঽপ্যুক্ত্বা সংস্থিতা মন্ত্রিসত্তমাঃ।
বিসর্জ্জিতাস্তু কংসেন জগ্মুস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৫

গতেষু তেষু সংপ্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ
অভ্যুত্থানার্ঘ্য-পাদ্যাদি চকারোগ্রসুতস্তদা ॥ ৪৬

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজা তত্রাগমনকারণম্।
নারদস্তং তদোবাচ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৪৭

হইয়াছে, তোমার অষ্টম পুত্রই আমার কালস্বরূপ, তোমার এই পুত্র আমার মৃত্যুস্বরূপ নহে ॥ ৪০

আমি এই বালককে বধ করিব না, সুতরাং এ বালক তোমার গৃহে গমন করুক। হে মহামতে! তুমি তোমার অষ্টম পুত্র হইলে আমাকে দিবে ॥ ৪১

'তোমার এই পুত্র গৃহে গমন করুক' এইরূপ কল্যাণকর বাক্য বলিয়া খল কংস বসুদেবকে সেই পুত্র সত্বর অর্পণ করিল ॥ ৪২

শূরসেন-নন্দন পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিলেন। কংসও মন্ত্রিগণকে কহিলেন—বৃথা শিশু হত্যা করিব কেন? ৪৩

দেবকীর অষ্টম পুত্র হইতে আমার মৃত্যুর কথা কথিত হইয়াছে, অতএব প্রথম পুত্র বধ করিয়া পাপ করিব কেন? ৪৪

মহামতি মন্ত্রিগণ কংসের কথা শুনিয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর কংস তাহাদিগকে বিদায় দিলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল ॥ ৪৫

মন্ত্রিগণ চলিয়া গেলে মুনিসত্তম নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উগ্রসেন-পুত্র কংস তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিল এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নারদ ঈষৎহাস্য করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬-৪৭

কংস কংস মহাভাগ গতোঽহং হেমপর্ব্বতম্।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মন্ত্রং চক্রুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৪৮

দেবক্যাং বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং সুরসত্তমঃ
বধার্থং তব বিষ্ণুশ্চ জন্ম চাত্র করিষ্যতি ॥
তৎ কথং ন হতঃ পুত্রস্ত্বয়া নীতিং বিজানতা ॥ ৪৯

কংস উবাচ

অষ্টমঞ্চ হনিষ্যেঽহং মৃত্যুং মে দেবভাষিতম্ ॥ ৫০

নারদ উবাচ।

ন জানাসি নৃপশ্রেষ্ঠ রাজনীতিং শুভাশুভম্।
মায়াবলঞ্চ দেবানাং ন ত্বং বেৎসি বদামি কিম্ ॥ ৫১

রিপুরল্পোঽপি শূরেণ নোপেক্ষ্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সম্মেলনক্রিয়ায়াস্তু সর্ব্বে তে হৃষ্টমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫২

মূর্খত্বমরিসন্ত্যাগঃ কৃতোঽয়ং জানতা ত্বয়া।
ইত্যুক্ত্বাশু গতঃ শ্রীমান্নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ৫৩

হে মহাভাগ! কংস কংস!! আমি সুমেরু পর্ব্বতে গিয়াছিলাম, তথায় গিয়া দেখিলাম—ব্রহ্মাদি দেবগণ সুস্থির-চিত্তে মন্ত্রণা করিতেছেন ॥ ৪৮

তাঁহারা বলিতেছেন, বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে সুরসত্তম বিষ্ণু তোমাকে বধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি নীতিজ্ঞ হইয়া পুত্রহত্যা কর নাই কেন? ৪৯

কংস উত্তর করিল,—আমি দেববাণী শ্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহার অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে। এই কারণে আমি অষ্টম পুত্রকেই বধ করিব ॥ ৫০

নারদ কহিলেন,—হে নৃপবর! তোমাকে কি আর বলিব? তুমি রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও কিসে শুভ এবং অশুভ হয়, তাহা জান না। দেবতাদের মায়াবলও তুমি কিছুই জান না ॥ ৫১

হিতাকাঙ্ক্ষী বীরের সামান্য ক্ষুদ্র রিপুও উপেক্ষ্য নহে। তুমি অষ্টম শব্দের অর্থ বুঝিতে পার নাই। প্রথম হইতে যতগুলি সন্তান হইবে, সকলেই গণনা প্রণালীতে অষ্টম হইতে পারে ॥ ৫২

তুমি জানিয়া শুনিয়া শত্রুত্যাগ করিয়া মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছ। দেবতুল্য শ্রীমান্ নারদ এই বলিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৩

গতেঽথ নারদে কংসঃ সমাহূয়াথ বালকম্
পাষাণে প্রোথয়ামাস সুখং প্রাপ চ মন্দধীঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপুত্রসংহারো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

তারপর মন্দবুদ্ধি কংস এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বালককে পুনরায় আনিয়া পাষাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিল এবং আশ্বস্ত হইল ॥ ৫৪

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থস্কন্ধে দেবকীর পুত্র সংহারনামক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বালকমরণং নারদবিষয়কাধিকৃত্য জনমেজস্য প্রশ্নঃ, তদুত্তররূপেণ বেদব্যাসকর্ত্তৃকং ষড়্গর্ভশাপবৃত্তান্তকথনম্, অংশাবতারবর্ণনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিং কৃতং পাতকং তেন বালকেন পিতামহ।
যো জাতমাত্রো নিহতস্তথা তেন দুরাত্মনা ॥ ১
নারদোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো জ্ঞানবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
কথমেবংবিধং কর্ম্ম কৃতবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২
কর্ত্তা কারয়িতা পাপে তুল্যাপাপৌ স্মৃতৌ বুধৈঃ।
স কথং প্রেরয়ামাস মুনিঃ কংসং খলং তদা ॥ ৩
সংশয়োঽয়ং মহান্মেঽত্র ব্রূহি সর্ব্বং সবিস্তরম্
যেন কর্ম্মবিপাকেন বালকো নিধনং গতঃ ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

নারদঃ কৌতুকপ্রেক্ষী সর্ব্বদা কলহপ্রিয়ঃ
দেবকার্য্যার্থমাগত্য সর্ব্বমেতচ্চকার হ ॥ ৫
ন মিথ্যাভাষণে বুদ্ধির্মুনেস্তস্য কদাচন।
সত্যবক্তা সুরাণাং স কর্ত্তব্যে নিরতঃ শুচিঃ ॥ ৬
এবং ষড়্ বালকাস্তেন জাতা জাতা নিপাতিতাঃ।
ষড়্গর্ভাঃ শাপযোগেন সম্ভূয় মরণং গতাঃ ॥ ৭
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তেষাং শাপস্য কারণম্।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পুত্রা মরীচেঃ ষণ্মহাবলাঃ ॥ ৮

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[বালকের মরণ ও নারদের বিষয় লইয়া জনমেজয়ের প্রশ্ন, তাহার উত্তররূপে বেদব্যাসকর্ত্তৃক ষড়্গর্ভশাপ বৃত্তান্তকথন এবং অংশাবতার বর্ণন।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে পিতামহ! সেই বালক এমন কি পাপ কার্য্য করিয়াছিল যে, জন্মিবামাত্রই দুরাত্মা কংস তাহাকে নিহত করিল? ১

বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী ধার্মিক মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ এরূপ পাপকার্য্য করিলেন কেন? ২

বুধগণ বলিয়াছেন—পাপকার্য্যের কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক উভয়েই তুল্য পাপী। মুনিবর নারদ কি কারণে খল কংসকে পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন? ৩

এবিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ হইতেছে। হে মুনিবর! যে কারণে বালকের মৃত্যু হইল, তাহা আমার নিকট বিস্তৃত ভাবে কীর্ত্তন করুন ॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—নারদ কলহপ্রিয় এবং সর্ব্বদা কৌতুক দেখিতে ভাল বাসেন। বিশেষতঃ তিনি দেবকার্য্যসাধনের জন্যই কংসের নিকট আসিয়া এ-সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৫

বাস্তবিক সেই মুনির কখনই মিথ্যাভাষণে অভিপ্রায় ছিল না। তিনি সত্যবাদী, পবিত্রচিত্ত এবং দেবতাদিগের কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর ॥ ৬

সে যাহা হউক, এদিকে দেবকীর পর পর ছয়টী পুত্র উৎপন্ন হইল, কংস জন্মিবামাত্রই একে একে তাহাদিগকে বিনাশ করিল। দেবকীর এই ষড়্গর্ভ অর্থাৎ ছয়টী পুত্র জন্মান্তরীণ শাপে জন্মিবামাত্রই বিনষ্ট হয় ॥ ৭

হে রাজন্! তাহাদের শাপের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচির ভার্য্যা ঊর্ণাদেবীর গর্ভে মহাবলশালী ছয় ধর্মপরায়ণ ছয়টী পুত্র হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা কোন সময়ে নিজ

উর্ণায়াং চৈব ভার্য্যায়ামাসন্ ধর্ম্মবিচক্ষণাঃ।
ব্রহ্মাণং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং জহিতুমুদ্যতম্ ॥ ৯
শশাপ তাংস্তদা ব্রহ্মা দৈত্যযোনিং বিশত্বধঃ
কালনেমিসুতা জাতাস্তে ষড়্গর্ভা বিশাম্পতে ॥ ১০
অবতারে পরে তে তু হিরণ্যকশিপোঃ সুতাঃ
জাতাস্তে জ্ঞানসংযুক্তাঃ পূর্ব্বশাপভয়ান্নৃপ ॥ ১১
তস্মিন্ জন্মনি শান্তাশ্চ তপশ্চক্রুঃ সমাহিতাঃ।
তেষাং প্রীতোঽভবদ্ ব্রহ্মা ষড়্গর্ভাণাং বরং দদৌ ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

শপ্তা যূয়ং ময়া পূর্ব্বং ক্রোধযুক্তেন পুত্রকাঃ
তুষ্টোঽস্মি বো মহাভাগা ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ।

তে তু শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ প্রীতমানসাঃ।
ব্রহ্মাণমব্রুবন্ কামং সর্ব্বে কার্য্যার্থতৎপরাঃ ॥ ১৪

গর্ভা উচুঃ।

পিতামহাদ্য তুষ্টোঽসি দেহি নো বাঞ্ছিতং বরম্।
অবধ্যা দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্মানবৈশ্চ মহোরগৈঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধপতিভির্বধো নাভূৎ পিতামহ ॥ ১৫

ব্যাস উবাচ।

তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি।
গচ্ছন্তু বো মহাভাগাঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
দত্ত্বা বরং গতো ব্রহ্মা মুদিতাস্তে তদাঽভবন্।
হিরণ্যকশিপুঃ ক্রুদ্ধস্তানুবাচ কুরূদ্বহ ॥ ১৭
যস্মাদ্ বিহায় মাং পুত্রাস্তোষিতো বৈ পিতামহঃ।
বরেণ প্রার্থিতোঽত্যর্থং বলবদ্ভো যতোঽভবন্ ॥ ১৮
যুষ্মাভির্হাপিতঃ স্নেহস্ততো যুষ্মাংস্তজাম্যহম্।
যূয়ং প্রয়াস্ত পাতালে ষড় গর্ভা বিশ্রুতা ভুবি ॥ ১৯
পাতালে নিদ্রয়াবিষ্টাস্তিষ্ঠন্তু বহুবৎসরান্
ততস্তু দেবকীগর্ভে বর্ষে বর্ষে পুনঃ পুনঃ ॥ ২০
পিতা বঃ কালনেমিস্তু তত্র কংসো ভবিষ্যতি।
স এব জাতমাত্রান্ বো বধিষ্যতি সুদারুণঃ ॥ ২১

কন্যার সহিত রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া উহারা তাঁহাকে উপহাস করে ॥ ৮-৯

তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, তোমরা দৈত্য যোনিতে জন্মগ্রহণ কর। ভূপতে। সেই ষড়্গর্ভ কালনেমির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১০

তাহার পর দ্বিতীয় জন্মে তাহারা হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে নৃপ! এবারে তাহারা শাপভয়ে জ্ঞানচ্যুত হয় নাই ॥ ১১

সেই জন্মে তাহারা শান্ত ও সমাহিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। ব্রহ্মা সেই ষড়্গর্ভের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দিয়াছিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মহাভাগ বৎসগণ। আমি পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে শাপ দিয়াছি, এক্ষণে তোমাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—অনন্তর তাহারা সকলে ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বকার্য্যসাধন মানসে ব্রহ্মাকে কহিল ॥ ১৪

ষড়্গর্ভ বলিল—হে পিতামহ! অদ্য আপনি আমাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমাদিগকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। হে পিতামহ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মহোরগ ও নিখিল মানবগণ যেন আমাদিগকে বধ করিতে না পারে, আমরা যেন তাহাদের সকলেরই অবধ্য হই ॥ ১৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন হে মহাভাগগণ! তোমাদের প্রার্থিত বর সিদ্ধ হইবে। তোমরা এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, তোমাদের বর সত্য হইবে। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৬

ব্রহ্মা এই বর দিয়া চলিয়া গেলেন। তাহারাও বর লাভ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইল। কুরুবংশধর! হিরণ্যকশিপু সেই পুত্রদিগের বরলাভ-বার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ১৭

হে পুত্রগণ! তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, তোমরা পিতামহের নিকটে বর লাভ করিয়া সাতিশয় বল প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ১৮

বিশেষতঃ তোমরা যখন আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। তোমরা পৃথিবীতে ষড়্গর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া পাতালে গমন কর ॥ ১৯

তথায় গিয়া নিদ্রাবিষ্ট হইয়া বহুবৎসর বাস কর। তাহার পরে যখন দেবকীর গর্ভে বর্ষে বর্ষে একে একে জন্মগ্রহণ করিবে সেই সময়ে তোমাদিগের পিতা কালনেমি তথায় কংসনামে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই ক্রূরমতি কংস তোমাদিগকে জন্মিবা মাত্রই বধ করিবে ॥ ২০-২১

ব্যাস উবাচ

এবং শপ্তাংস্তদা তেন গর্ভে জাতাঃ পুনঃ পুনঃ।
জঘ্নান দেবকীপুত্রান্ ষড়্‌গর্ভাস্রাপনোদিতঃ ॥ ২১
শেষাংশঃ সপ্তমস্তত্র দেবকীগর্ভসংস্থিতঃ
বিস্রংসিতশ্চ গর্ভোঽসৌ যোগেন যোগমায়য়া ॥ ২৩
নীতশ্চ রোহিণীগর্ভে কৃত্বা সঙ্কর্ষণং বলাৎ
পতিতঃ পঞ্চমে মাসি লোকে খ্যাতিং গতস্তদা ॥ ২৪
কংসোঽপি জ্ঞাতবাংস্তত্র দেবকীগর্ভপাতনম্।
মুদং প্রাপ স দুষ্টাত্মা শ্রুত্বা বার্ত্তাং সুখাবহাম্ ॥ ২৫
অষ্টমে দেবকীগর্ভে ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ
উবাস দেবকার্য্যার্থং ভারাবতরণায় চ ॥ ২৬

রাজোবাচ।

বসুদেবঃ কশ্যপাংশঃ শেষাংশশ্চ তদাভবৎ।
হরেরংশস্তথা প্রোক্তো ভবতা মুনিসত্তম ॥ ২৭
অন্যে চ যেঽংশা দেবানাং তত্র জাতাস্তু তান্ বদ।
ভারাবতরণার্থং বৈ ক্ষিতেঃ প্রার্থনয়ানঘ ॥ ২৮

ব্যাস উবাচ।

সুরাণামসুরাণাঞ্চ যে যেঽংশা ভুবি বিশ্রুতাঃ।
তানহং সংপ্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তান্ ॥২৯
বসুদেবঃ কশ্যপাংশো দেবকী চ তথাদিতিঃ।
বলদেবস্তথানন্তাংশো বর্ত্তমানেষু তেষু চ ॥ ৩০
যোঽসৌ ধর্ম্মসুতঃ শ্রীমান্ নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু বিদ্যমানে মুনৌ তদা ॥ ৩১
নরস্তস্যানুজো যস্তু তস্যাংশোঽর্জ্জুন এব চ।
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাংশো বায়ুংশো ভীম ইত্যুত ॥ ৩২
অশ্বিন্যংশৌ ততঃ প্রোক্তৌ মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ
সূর্য্যাংশঃ কর্ণ আখ্যাতো ধর্ম্মাংশো বিদুরঃ স্মৃতঃ ॥৩৩
দ্রোণো বৃহস্পতেরংশস্তৎসুতস্তু শিবাংশজঃ ॥ ৩৪
সমুদ্রঃ শান্তনুঃ প্রোক্তো গঙ্গা ভার্য্যা মতা বুধৈঃ।
দেবকস্তু সনাখ্যাতো গন্ধর্ব্বপতিরাগমে ॥ ৩৫
বসুর্ভীষ্মো বিরাটস্তু মরুদ্‌গণ ইতি স্মৃতঃ।
অরিষ্টস্য সুতো হংসো ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৬

ব্যাসদেব কহিলেন—তাহারা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া দেবকী-গর্ভে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিল। কংসও সেই শাপপ্রেরিত হইয়া দেবকীর সেই ছয় পুত্রের বিনাশ করিয়াছিল। ২২

তাহার পরে দেবকীর সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের অংশ আসিয়া আবির্ভূত হয়। যোগমায়া যোগবলে ঐ গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করিলেন। পঞ্চম মাসে দেবকীর গর্ভ পতিত হইল ইহাই তথায় প্রচারিত হইল। সকলেই তাহা বুঝিল। ২৩-২৪

কংসও জানিতে পারিল দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইয়াছে। এই সুখাবহ সংবাদ শ্রবণে সেই দুষ্টাত্মা কংস সাতিশয় আনন্দিত হইল। ২৫

তৎপরে ভগবান্ হরি দেবতাদিগের কার্য্যসাধন এবং পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিয়া বাস করিলেন। ২৬

রাজা কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! আপনি কশ্যপের অংশে বসুদেব এবং অনন্তও বিষ্ণুর অংশের কথাই বলিলেন। ২৭

হে অনঘ! পৃথিবীর প্রার্থনানুসারে ভারাবতরণার্থ অন্যান্য দেবগণের যে যে অংশে যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ২৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—দেবতা ও দৈত্যদিগের যে সকল অংশ পৃথিবীতে যে নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, আমি তৎসমুদয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৯

কশ্যপের অংশে বসুদেব, অদিতির অংশে দেবকী, অনন্তের অংশে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাও অদ্যাপি পূর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান আছেন। ৩০

আর যিনি ধর্ম্মের পুত্র শ্রীমান্ নারায়ণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তিনি পূর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁহারই অংশ। ৩১

যিনি নারায়ণের কনিষ্ঠ নর নামে খ্যাত, তাঁহার অংশে অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে ধর্ম্মের অংশে যুধিষ্ঠির এবং বায়ুর অংশে ভীম জন্মগ্রহণ করেন। ৩২

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে মহাবল মাদ্রীপুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেব, সূর্য্যের অংশে কর্ণ এবং ধর্ম্মের অংশে বিদুর হন। ৩৩

বৃহস্পতির অংশে দ্রোণ এবং শিবের অংশে দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা হন। ৩৪

জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন—সমুদ্রের অংশে শান্তনু জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গা শান্তনুর ভার্য্যা হন। আগমে কথিত আছে গন্ধর্ব্বরাজের অংশে দেবকের উৎপত্তি হয়। ৩৫

বসুর অংশে ভীষ্ম, মরুদ্‌গণের অংশে বিরাট এবং অরিষ্ট-নেমির পুত্র হংসই ধৃতরাষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৬

মরুদ্‌গণঃ কৃপঃ প্রোক্তঃ কৃতবর্ম্মা তথাপরঃ।
দুর্য্যোধনঃ কলেরংশঃ শকুনিং বিদ্ধি দ্বাপরম্ ॥ ৩৭

সোমপুত্রঃ সুবর্চ্চাখ্যঃ সোমপ্রসূদাহৃতঃ
পাবকাংশো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী রাক্ষসস্তথা ॥ ৩৮

সনৎকুমারস্যাংশস্তু প্রদ্যুম্নঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
দ্রুপদো বরুণস্যাংশো দ্রৌপদী চ রমাংশজা ॥ ৩৯

দ্রৌপদীতনয়াঃ পঞ্চ বিশ্বদেবাংশজাঃ স্মৃতাঃ
কুন্তী সিদ্ধির্ধৃতির্মাদ্রী মতির্গান্ধাররাজজা ॥ ৪০

কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ
রাজানশ্চ তথা সর্ব্বে সুরাঃ শক্রপ্রণোদিতাঃ ॥ ৪১

হিরণ্যকশিপোরংশঃ শিশুপাল উদাহৃতঃ
বিপ্রচিত্তির্জরাসন্ধঃ শল্যঃ প্রহ্লাদ ইত্যপি ॥ ৪২

কালনেমিস্তথা কংসঃ কেশী হয়শিরাস্তথা
অরিষ্টো বলিপুত্রস্তু ককুদ্মী গোকুলে হতঃ ॥ ৪৩

অনুহ্রাদো ধৃষ্টকেতুর্ভগদত্তোঽথ বাস্কলঃ
লম্বঃ প্রলম্বঃ সঞ্জাতঃ খরোঽরিষ্টো ধেনুকোঽভবৎ ॥ ৪৪

বরাহশ্চ কিশোরশ্চ দৈত্যৌ পরমদারুণৌ
মল্লৌ তাবেব সঞ্জাতৌ খ্যাতৌ চাণূর-মুষ্টিকৌ ॥৪৫

দিতিপুত্রস্তথারিষ্টো গজঃ কুবলয়াভিধঃ
বলিপুত্রী বকী খ্যাতা বকস্তদনুজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬

যমো রুদ্রস্তথা কামঃ ক্রোধশ্চৈব চতুর্থকঃ
তেষামংশৈস্তু সঞ্জাতো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৪৭

অংশাবতরণে পূর্ব্বং দৈত্যেয়া রাক্ষসাস্তথা
জাতাঃ সর্ব্বেঽসুরাংশাস্তে ক্ষিতিভারাবতারণে ॥ ৪৮

এতেষাং কথিতং রাজন্নংশাবতরণং নৃপ
সুরাণাং চাসুরাণাঞ্চ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯

যদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রার্থনার্থং হরিং গতাঃ
হরিণা চ তদা দত্তৌ কেশৌ খলু সিতাসিতৌ ॥৫০

শ্যামবর্ণস্ততঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতঃ সঙ্কর্ষণস্তথা
ভারাবতরণার্থং তৌ জাতৌ দেবাংশসম্ভবৌ ॥ ৫১

মরুদ্‌গণের অংশে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা, কলির অংশে দুর্য্যোধন এবং দ্বাপরের অংশে শকুনি উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ৩৭

সোমনন্দন সুবর্চ্চা সোমপ্রসূনামে জন্মগ্রহণ করেন। পাবকের অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষসের অংশে শিখণ্ডী উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮

সনৎকুমারের অংশে প্রদ্যুম্ন, বরুণের অংশে দ্রুপদ এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশে দ্রৌপদী জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৯

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিশ্বেদেবগণের অংশে উৎপন্ন। সিদ্ধির অংশে কুন্তী, ধৃতির অংশে মাদ্রী, বুদ্ধির অংশে গান্ধারী জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪০

কৃষ্ণের পত্নীগণ অপ্সরাদিগের অংশে উৎপন্ন হন। ইন্দ্রের আদেশানুসারে দেবগণ রাজারূপে অবতীর্ণ হন ॥ ৪১

হিরণ্যকশিপুর অংশে শিশুপাল, বিপ্রচিত্তির অংশে জরাসন্ধ, প্রহ্লাদের অংশে শল্য, কালনেমির অংশে কংস এবং হয়গ্রীবের অংশে কেশী জন্মগ্রহণ করেন। অরিষ্ট নামে গোপরূপধারী যে অসুর কৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়, সে বলিপুত্রের অংশে উৎপন্ন ॥ ৪২-৪৩

অনুহ্রাদের অংশে ধৃষ্টকেতু, বাস্কলের অংশে ভগদত্ত, লম্বের অংশে প্রলম্ব, খরের অংশে ধেনুকের উৎপত্তি হয় ॥ ৪৪

বরাহ ও কিশোর নামে যে অতি দুর্দ্দান্ত দৈত্য ছিল, তাহারাই চাণূর ও মুষ্টিক নামে উৎপন্ন হয় ॥ ৪৫

দিতিপুত্র অরিষ্টের অংশে কুবলয়নামক হস্তীর জন্ম হয়। বকী বলির কন্যা, বক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ৪৬

মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যদিও রুদ্রাংশে উৎপন্ন বলিয়া বিখ্যাত, প্রকৃতিপক্ষে তিনি যম, রুদ্র, কাম ও ক্রোধ এই চারিজনের অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪৭

পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য অংশাবতারে যে সব দৈত্য ও রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অসুরের অংশ ॥ ৪৮

হে রাজন্! পুরাণে দেব ও দৈত্যগণের অংশাবতার যেরূপে কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥ ৪৯

যখন ব্রহ্মাদি দেবগণ হরির নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তখন হরি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দুইগাছি কেশ তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন ॥ ৫০

সেই শ্যামবর্ণ কেশ হইতে কৃষ্ণের ও শ্বেত বর্ণ কেশ হইতে বলরামের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা দুইজনই ভূভারহরণনিমিত্ত বিষ্ণুর অংশে উৎপন্ন হন ॥ ৫১

অংশাবতরণং চৈতচ্ছ্রুণোতি ভক্তিভাবতঃ
সর্ব্বপাপাদ্ বিনির্ম্মুক্তো মোদতে স্বজনৈর্বৃতঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে অংশাবতারবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মীয়গণের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল যাপন করে ॥ ৫২

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই অংশাবতার কথা শ্রবণ করে,

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশ সাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ-স্কন্ধে অংশাবতারবর্ণননামক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবক্যাঃ সপ্তমগর্ভপতনং জ্ঞাত্বা তস্যা অষ্টমগর্ভরক্ষণে কংসস্য বিশেষচেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণজন্মকথনম্, যোগমায়াবির্ভাববর্ণনম্, আকাশবাণীং শ্রুত্বা জাতবালকং গোকুলং নেতুকামস্য বসুদেবস্য গোকুলগমনম্, তত্র যশোদাসুতাং নীত্বা পুনরাগমনম্, ক্রন্দনরবং শ্রুত্বা সন্তান-জন্মাবগতিঃ, জাতং সন্তানমানেতুং বসুদেবং প্রতি কংসস্য নির্দ্দেশঃ, বালাজাতেতি নিবেদিতেঽপি তামানেতুমাদেশঃ, বালাং নীত্বা বসুদেবেন কংসায় সমর্পণম্, তাং হন্তুং কংসস্য চেষ্টা, দেবীলীলাবর্ণনঞ্চ ।

ব্যাস উবাচ

হতেষু ষট্সু পুত্রেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা
সপ্তমে পতিতে গর্ভে বচনান্নারদস্য চ ॥ ১
অষ্টমস্য চ গর্ভস্য রক্ষণার্থমতন্দ্রিতঃ
প্রযত্নমকরোদ্ রাজা মরণং স্বং বিচিন্তয়ন্ ॥ ২
সময়ে দেবকীগর্ভে প্রবেশমকরোদ্ধরিঃ
অংশেন বসুদেবে তু সমাগত্য যথাক্রমম্ ॥ ৩
তদৈব যোগমায়া চ যশোদায়াঃ যথেচ্ছয়া।
প্রবেশমকরোদ্দেবী দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪

রোহিণ্যাস্তনয়ো রামো গোকুলে সমজায়ত।
যতঃ কংসভয়োদ্বিগ্না সংস্থিতা সা চ কামিনী ॥ ৫

কারাগারে ততঃ কংসো দেবকীং দেবসংস্তুতাম্।
স্থাপয়ামাস রক্ষার্থং সেবকান্ সমকল্পয়ৎ ॥ ৬

বসুদেবস্তু কামিন্যাঃ প্রেমতন্ত্রনিয়ন্ত্রিতঃ
পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সংচিন্ত্য প্রবিষ্টঃ সহ ভার্য্যয়া ॥ ৭

দেবকীগর্ভগো বিষ্ণুর্দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সংস্তুতোঽমরসঙ্ঘৈশ্চ ব্যবর্দ্ধত যথাক্রমম্ ॥ ৮

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[দেবকীর সপ্তম গর্ভপতনের কথা জানিয়া তাঁহার অষ্টম গর্ভরক্ষা করিতে কংসের বিশেষ চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণজন্মকথন, যোগমায়ার আবির্ভাব বর্ণন, আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া জাত বালককে গোকুলে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক বসুদেবের গোকুলে গমন, সেস্থানে যশোদাকন্যাকে লইয়া পুনরায় আগমন, ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া সন্তান-জন্মের অবগতি, জাত সন্তানকে লইয়া আসিতে বসুদেবের প্রতি কংসের নির্দেশ, 'বালিকা জন্মিয়াছে' এই কথা নিবেদন করিলেও তাঁহাকে আনিতে কংসের আদেশ, বালিকাকে লইয়া বসুদেবকর্ত্তৃক কংসকে সমর্পণ, তাঁহাকে বধ করিতে কংসের চেষ্টা এবং দেবীলীলাবর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—উগ্রসেননন্দন কংস দেবকীর ছয় পুত্রকে এই ভাবে হত্যা করিলে এবং সপ্তম গর্ভ পতিত হইলে পর যখন অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হয়, তখন কংস নারদের কথানুসারে আপনার মরণ চিন্তা করত সাবধানে সেই অষ্টমগর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল ॥ ১-২

সেই সময়ে ভগবান্ হরি প্রথমতঃ বসুদেবের শরীরে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩

দেবী যোগমায়াও তখন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪

রোহিণী নাম্নী বসুদেব-পত্নী কংস ভয়ে ভীত হইয়া গোকুলে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহার গর্ভে অনন্তের অংশে বলরাম জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৫

এদিকে কংস দেবপূজিত দেবকীকে কারাগারে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষার্থ সেবকগণকে নিযুক্ত করিল ॥ ৬

বসুদেবও পত্নীর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুত্রোৎপত্তি হইবে ভাবিয়া ভার্য্যার সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭

দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেবকীগর্ভপ্রবিষ্ট বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন ॥ ৮

জয়গুরু

অভয় বাণী

শ্রীমতে রামানুজায় নম শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

প্রিয়তম আনন্দের দুলাল। আমার আশ্রয় নিয়ে তোকে ভাবতে হবে কেন? আমিই তো তোর সব ভার নিয়েছি। তুই কি শুনিস নি?

ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে॥

আমার ভক্তগণের কোন অশুভ থাকে না, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় হয় না। তুই অন্য কোন কিছু চিন্তা করিসনে, কেবল আমার নাম কর, আর আমায় ভাব—আমি আমার ভক্তের কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করি। শোন্ শোন্ চরম কথা শোন্—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যদ্ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যতে সোঽস্ম্যম্॥

পূর্ব্বে একমাত্র আমি ছিলাম, সৎ-অসৎ আর কিছু ছিল না। পরে এই বিশ্বসংসার যা কিছু সব আমি। শেষে যা অবশিষ্ট থাকবে। তা'ও আমি।

তোর রোগ, শোক, অভাব আমি। তোর দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা আমি। তোর মান অপমান সুখ শান্তি, অশান্তি সব আমি। আমি ভিন্ন কিছু নাই—নাই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে একমাত্র আমিই আছি। বহুরূপী আমি জগৎ সেজে খেলা করছি—নাম ক'রে ক'রে আমায় ধরে ফেল। পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ হ'ল আমার নাম করা।

তুই এটা স্থির জানিস—মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ আদি অবতারের মত আমার "নাম অবতার"—আমিই কলিপীড়িত জীবকুলকে উদ্ধার করবার জন্য নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। নাম করা আর আমাকে লাভ করা এক কথা। তুই যত বড় দুর্ব্বল, যত বড় মহাপাপী নারকী কামকিঙ্কর হোসনা কেন তথাপি তোর কোন ভয় নাই। কেবল নাম কর—আমি তোকে মৃত্যু সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করবো, করবো, করবো। আমাকে পাবি, পাবি, নিশ্চয় পাবি। নাম কর, নাম কর, নাম কর। মা ভৈঃ-মা ভৈঃ-মা ভৈঃ।

সাধন সমিতি, দিগসুই, হুগলী। শ্রীরামাশ্রম ডুমুরদহ, হুগলী।

অখিল ভারত মহামন্ত্র
সঙ্কীর্ত্তন মহামণ্ডল
জয়গুরু সম্প্রদায়
সোমেশ্বর মঠ, মেমারি, বর্দ্ধমান।
কৃষ্ণা তৃতীয়া, ৮ই আশ্বিন ১৩৬০

Baishak 1385 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Sree Devibhagabat—6

Aryashastra April—May 1978

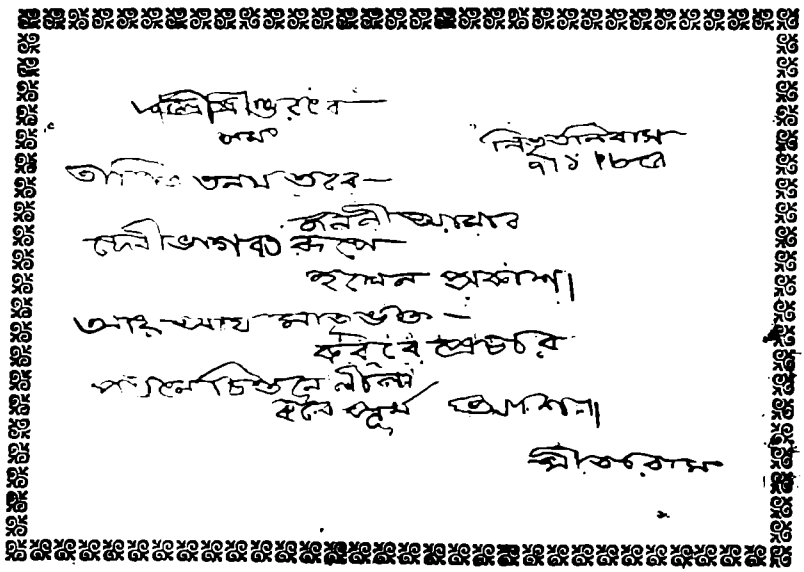

12 JUN 1979

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহাশ্মিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

জয়গুরু

অভয় বাণী

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

মা ভৈঃ

ওরে বাঞ্ছিততম আনন্দের দুলাল দয়িত! মুছে ফেল্ চোখের জল, মুছে ফেল্। তোর রোগ-শোক, দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা অভাব দূর করবার জন্য আমি নাম রূপে আবির্ভূত হয়েছি। আমি মৎস্যরূপে বেদ উদ্ধার, কূর্ম্মরূপে মন্দারগিরিধারণ, বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষবধ নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু সংহার, বামনরূপে বলিকে ছলনা, পরশুরামরূপে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া রামরূপে রাবণ বধ, বলরামরূপে প্রলয় ও দ্বিবিধ বিনাশ, কৃষ্ণরূপে ধর্ম্মসংস্থাপন করেছিলাম, আমাগতপ্রাণা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য বস্ত্রাবতার হয়েছিলাম, অসুরমোহনের জন্য বুদ্ধ-দেহ পরিগ্রহ করি, জগন্নাথ বিশ্বনাথ-বৈদ্যনাথ রঙ্গনাথরূপে ধরায় অবস্থান করে কোটি কোটি পাতকীকে উদ্ধার করেছি। সেই আমি নামাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছি। আয় আয় কলিহত জীব, তোদের জন্যেই আমি নামরূপে এসেছি—নে নে নাম নে, নাম নে।

ত্যাগ সংযম, শুদ্ধাশুদ্ধবিচার, দেশকাল কিছুর অপেক্ষা করতে হবে না। যেখানে-সেখানে, যখন-তখন, যে কোন প্রকারে নাম কর, তা'হলে তোর রোগ-শোক, অভাব কিছু থাকবে না—পরমানন্দে ডুবে যাবি। ওরে ওরে প্রিয়তম! ওরে, ওরে আত্মহারা! যেমন জল ও জলের তরঙ্গ সূর্য্য ও সূর্য্যের রশ্মি, চন্দ্র এবং চন্দ্রের কিরণ অভিন্ন, তদ্রূপ তো'তে আমাতে কোন ভেদ নাই—তুই আমার বুকেই খেলা করছিস্। নে নে নাম নে, নাম করে করে ফিরে আয় তোর সচ্চিদানন্দ পরম স্বরূপে—নাম কর্, নাম কর্, নাম কর্।

মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ মা-ভৈঃ।

কৃষ্ণা তৃতীয়া,
৬ই আশ্বিন ১৩৬৩

৺গোপালজীউর বাটী
দিগসুই, হুগলী
জয়গুরু

শ্রীদেবীভাগবত—৭

১৬শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ দ্বাদশ সংখ্যা—স্নান যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্ মহাপুরাণম্।

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীনলিনাকান্ত কাব্যব্যাকরণতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবতট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় :—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৫২-৫১৭৯)

সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক,-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।৭,পি,ডব্লিউ,ডি,রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও খিল হরিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সঞ্চালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহাম্মিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫২-২১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

সঞ্জাতে দশমে মাসি তত্রাথ শ্রাবণে শুভে
প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তে কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টমীদিনে ॥ ৯

কংসস্তু দানবান্ সর্ব্বানুবাচ ভয়বিহ্বলঃ
রক্ষণীয়া ভবদ্ভিশ্চ দেবকী গর্ভমন্দিরে ॥ ১০

অষ্টমো দেবকীগর্ভঃ শত্রুর্মে প্রভবিষ্যতি।
রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মৃত্যুরূপঃ স বালকঃ ॥ ১১

হত্বৈনং বালকং দৈত্যাঃ সুখং স্বপ্স্যামি মন্দিরে
নিবৃত্তিবর্জ্জিতে দুঃখে নাশিতে চাষ্টমে সুতে ॥ ১২

খড়্গপ্রাসধরাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু ধৃতকার্মুকাঃ।
নিদ্রাতন্দ্রাবিহীনাশ্চ সর্ব্বত্র নিহিতেক্ষণাঃ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাদিশ্যাসুরগণান্ কৃশোঽতিভয়বিহ্বলঃ।
মন্দিরং স্বং জগামাশু ন লেভে দানবঃ সুখম্ ॥ ১৪

নিশীথে দেবকী তত্র বসুদেবমুবাচ হ।
কিং করোমি মহারাজ প্রসবাবসরো মম ॥ ১৫

বহবো রক্ষপালাশ্চ তিষ্ঠন্ত্যত্র ভয়ানকাঃ।
নন্দপত্ন্যা ময়া সার্দ্ধং কৃতোঽহন্তি সময়ঃ পুরা ॥ ১৬

প্রেষণীয়স্ত্বয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি।
পালয়িষ্যাম্যহং তত্র ভবার্ত্তমনসঃ কিল ॥ ১৭

অপত্যং তে প্রদাস্যামি কংসস্য প্রত্যয়ায় বৈ
কিং কর্ত্তব্যং প্রভো চাস্য বিষমে সমুপস্থিতে ॥ ১৮

ব্যতয়ং সন্ততেঃ শৌরে কথং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেঃ।
দূরে তিষ্ঠস্ব কান্তাদ্য লজ্জা মেঽস্য দুরত্যয়া ॥
পরাবৃত্য মুখং স্বামিন্নন্যথা কিং করোমাহম্ ॥ ১৯

ইত্যুক্ত্বা তং মহাভাগং দেবকী দেবসম্মতম্।
বালকং সুষুবে তত্র নিশীথে পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২০

তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ দেবকী বালকং শুভম্।
পতিং প্রাহ মহাভাগা হর্ষোৎফুল্লকলেবরা ॥ ২১

পশ্য পুত্রমুখং কান্ত দুর্লভং হি ভব প্রভো।
অন্যেনং কালরূপোঽসৌ ঘাতয়িষ্যতি ভ্রাতৃজঃ ॥ ২২

দশম মাস পূর্ণ হইলে শুভ শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী দিনে কংস দানবদিগকে বলিল ॥ ৯

কংস ভয়বিহ্বল হইয়া অনুচর সমস্ত দানবগণকে কহিল—তোমরা কারাগারে দেবকীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে ॥ ১০

দেবকীর এই অষ্টম গর্ভে আমার শত্রু জন্মগ্রহণ করিবে। তোমরা আমার মৃত্যুরূপী সদ্যোজাত শিশুকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে ॥ ১১

দৈত্যগণ! দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ বালক আমার বড়ই ক্লেশদায়ক। আমি ইহাকে হত্যা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারিব ॥ ১২

তোমরা সকলে ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ ও প্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক নিদ্রা তন্দ্রা পরিত্যাগ করত চারিদিকে চক্ষু রাখিয়া অবস্থান কর ॥ ১৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—চিন্তাবিষণ্ণ কংস অসুরগণকে এইরূপে আদেশ দিয়া সাতিশয় ভয়বিহ্বলচিত্তে সত্বর নিজগৃহে গমন করিল, কিন্তুতেই সুখলাভ করিতে পারিল না ॥ ১৪

কারাগারে দেবকী বসুদেবকে কহিলেন,—মহারাজ! আমার প্রসব কাল এখন উপস্থিত হইয়াছে, আমি এখন কি করিব? ১৫

ভয়ানক অসংখ্য রক্ষপাল এখানে নিযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে নন্দপত্নী যশোদা আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়া-ছিলেন—হে মানিনি! তুমি আমার গৃহে পুত্র প্রেরণ করিবে। তুমি পুত্রশোকে সাতিশয় পীড়িত হইয়াছ, তোমার পুত্রকে আমি সর্ব্বতোভাবে পালন করিব এবং কংসের বিশ্বাসের জন্য তোমাকে একটী সন্তান প্রদান করিব। হে প্রভো! বর্ত্তমানে সেই সঙ্কট সময় উপস্থিত, এক্ষণে উপায় কি? ১৬-১৮

হে শৌরে! এক্ষণে আপনি কি উপায়ে সন্তান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন? হে স্বামিন্! আমার সাতিশয় লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আপনি একটু সরিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকুন নতুবা আমি কি করিব? ১৯

দেবপূজিত মহাভাগ বসুদেবকে এই কথা বলিয়া দেবকী সেই নিশীথ কালে কারাগার মধ্যেই এক অদ্ভুত পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ২০

মহাভাগা দেবকী সেই সুন্দর পুত্ররত্ন অবলোকন করিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল কলেবরে স্বামীকে কহিলেন ॥ ২১

হে প্রিয়তম প্রভো! পুত্রমুখ দর্শন তোমার দুর্ল্লভ, অতএব এই সময়ে দেখিয়া লও। আমার ভ্রাতা কালরূপী কংস এখনই ইহাকে বিনাশ করিবে ॥ ২২

বসুদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তমাদায় করে সুতম্।
অপশ্যচ্চাননং তস্য সুতস্যাদ্ভুতকর্মণঃ ॥ ২৩
বীক্ষ্য পুত্রমুখং শৌরিশ্চিন্তাবিষ্টো বভূব হ।
কিং করোমি কথং ন স্যাদ্দুঃখমস্য কৃতে মম ॥ ২৪
এবং চিন্তাতুরে তস্মিন্ বাগুবাচাশরীরিণী।
বসুদেবং সমাভাষ্য গগনে বিশদাক্ষরা ॥ ২৫
বসুদেব গৃহত্বৈনং গোকুলং নয় সত্বরঃ
রক্ষপালাস্তথা সর্বে ময়া নিদ্রাবিমোহিতাঃ ॥ ২৬
বিবৃতানি কৃতান্যুষ্ট কপাটানি চ শৃঙ্খলাঃ
মুক্তেনং নন্দগেহে ত্বং যোগমায়াং সমানয় ॥ ২৭
শ্রুত্বৈবং বসুদেবস্তু তস্মিন্ কারাগৃহে গতঃ।
বিবৃতং দ্বারমালোক্য বভূব তরসা নৃপ ॥ ২৮
তমাদায় যযাবাশু দ্বারপালৈরলক্ষিতঃ।
কালিন্দীতটমাসাদ্য পুরং দৃষ্ট্বা মুনিশ্চিতম্ ॥ ২৯
তদৈব কটিদঘ্নী সা বভূবাশু সরিদ্বরা।
যোগমায়াপ্রভাবেণ ততারানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩০

বসুদেব পত্নীবাক্যে সম্মত হইয় পুত্রটীকে করে লইয়া সেই অদ্ভুতকর্ম বালকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

শূরসেন-নন্দন বসুদেব পুত্রমুখ দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি? কি করিলে এই পুত্রবিষাদজনিত কষ্টভোগ করিতে হইবে না ॥ ২৪

বসুদেব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে স্পষ্টভাবে আকাশবাণী হইল—বসুদেব! তুমি সত্বর এই বালককে লইয়া গোকুলে গমন কর। রক্ষপালসকলকেই আমি মায়া-নিদ্রায় মোহিত করিয়াছি ॥ ২৫-২৬

দৃঢ়বদ্ধ অষ্ট কপাট মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি শৃঙ্খল মোচন করিয়া নন্দগৃহে গমন পূর্ব্বক যোগমায়াকে লইয়া আইস ॥ ২৭

সেই কারাগারে অবস্থিত বসুদেব এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া এবং দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে দেখিয়া সত্বর হইলেন ॥ ২৮

তারপর সেই পুত্রটীকে লইয়া দ্বারপালদিগের অলক্ষিতে তথা হইতে বহির্গত হইয়া যমুনার তটে গিয়া যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই সরিদ্বরা যমুনা যোগ-মায়ার প্রভাবে কটিদেশপ্রমাণা হইলেন, তখন বসুদেব অনায়াসে পার হইলেন ॥ ২৯-৩০

গত্বা তু গোকুলং শৌরির্নিশীথে নির্জ্জনে পথি।
নন্দদ্বারে স্থিতঃ পশ্যন্ বিভূতিং পশুসংজ্ঞিতাম্ ॥ ৩১
তদৈব তত্র সঞ্জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা
যোগমায়াঃশক্তা দেবী ত্রিগুণা দিব্যরূপিণী ॥ ৩২
জাতাং তাং বালিকাং দিব্যাং গৃহীত্বা করপঙ্কজে
তত্রাগত্য দদৌ দেবী সৈরন্ধ্রীরূপধারিণী ॥ ৩৩
বসুদেবঃ সুতং দত্ত্বা সৈরন্ধ্রীকরপঙ্কজে।
তামাদায় যযৌ শীঘ্রং বালিকাং মুদিতাশয়ঃ ॥ ৩৪
কারাগারে ততো গত্বা দেবক্যাঃ শয়নে সুতাম্
নিক্ষিপ্য সংস্থিতঃ পার্শ্বে চিন্তাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৩৫
রুরোদ সুস্বরং কন্যা তদৈবাগতসংজ্ঞকাঃ।
উত্তস্থুঃ সেবকা রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা তদ্রুদিতং নিশি ॥ ৩৬
তমূচুর্ভূপতিং গত্বা ত্বরিতাস্তেঽতিবিহ্বলাঃ।
দেবক্যাশ্চ সুতো জাতঃ শীঘ্রং ভোজপতির্যযৌ।
প্রাবৃতং দ্বারমালোক্য বসুদেবমথাহ্বয়ৎ ॥ ৩৮

শূরসেননন্দন বসুদেব নির্জ্জন পথ দিয়া গমন করত নিশীথ কালে গোকুলে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দের দ্বারে অবস্থিতি করত তাহার পশ্বাদি ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

সেই দিনেই দিব্যরূপিণা ত্রিগুণাত্মিকা দেবী যোগমায়া তথায় যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২

তখন দেবী যোগমায়া সৈরন্ধ্রীর রূপধারণ করত সেই দিব্য রূপিণী বালিকাকে লইয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক বসুদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৩৩

বসুদেবও সেই সৈরন্ধ্রীর করপদ্মে নিজপুত্র অর্পণ পূর্ব্বক সেই বালিকাকে লইয়া শীঘ্র হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৪

অনন্তর বসুদেব কারাগারে গমন পূর্ব্বক দেবকীর শয্যায় সেই বালিকাকে রাখিয়া ভয়বিহ্বল ও চিন্তান্বিত হইয়া তাহার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

শয়ন করাইবামাত্র সেই কন্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা কংসের অনুচরবর্গ সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাত্রিতে জাগরিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৬

তাহারা অতি বিহ্বলচিত্তে সত্বর গিয়া রাজাকে কহিল,—হে মহামতে কংস! দেবকীর পুত্র হইয়াছে, আপনি সত্বর আসুন ॥ ৩৭

ভোজপতি কংস অনুচরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর

কংস উবাচ

সুতমানয় দেবক্যা বসুদেব মহামতে।
মৃত্যুর্মে চাষ্টমো গর্ভস্তং নিহন্মি রিপুং হরিম্ ॥ ৩৭

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা কংসবচঃ শৌরির্ভয়ত্রস্তবিলোচনঃ।
তামাদায় সুতাং পাপৌ দদৌ চাশু রুদন্নিব ॥ ৪০

দৃষ্ট্বাথ দারিকাং রাজা বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
দেববাণী বৃথা জাতা নারদস্য চ ভাষিতম্ ॥ ৪১

বসুদেবঃ কথং কুর্য্যাদনৃতং সঙ্কটে স্থিতঃ
রক্ষপালাশ্চ মে সর্ব্বে সাবধানা ন সংশয়ঃ ॥ ৪২

কুতোঽত্র কন্যকা কামং ক গতঃ স সুতঃ কিল।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ কালস্য বিষমা গতিঃ ॥ ৪৩

ইতি সঞ্চিন্ত্য তাং বালাং গৃহীত্বা পাদয়োঃ খলঃ।
প্রোথয়ামাস পাষাণে নির্ঘৃণঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৪৪

সা করাগ্নিঃসৃতা বালা যযাবাকাশমণ্ডলম্।
দিব্যরূপা তদা ভূত্বা তমুবাচ মৃদুস্বনা ॥ ৪৫

কিং ময়া হতয়া পাপ জাতস্তে বলবান্ রিপুঃ।
হনিষ্যতি দুরারাধ্যঃ সর্ব্বথা ত্বাং নরাধমম্ ॥ ৪৬

ইত্যুক্ত্বা সা গতা কন্যা গগনং কামগা শিবা।
কংসস্তু বিস্ময়াবিষ্টো গতো নিজগৃহং তদা ॥ ৪৭

আনাষ্য দানবান্ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ
বকধেনুকবৎসাদীন্ ক্রোধাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৪৮

গচ্ছন্তু দানবাঃ সর্ব্বে মম কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
জাতমাত্রান্ হন্তব্যা বালকা যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৪৯

পূতনৈষা ব্রজত্বদ্য বালঘ্নী নন্দগোকুলম্।
জাতমাত্রান্ বিনিঘ্নন্তী শিশূংস্তত্র মমাজ্ঞয়া ॥ ৫০

ধেনুকো বৎসকঃ কেশী প্রলম্বো বক এব চ।
সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু তত্রৈব মম কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৫১

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসো যযৌ নিজগৃহং খলঃ।
চিন্তাবিষ্টোঽতিদীনাত্মা চিন্তয়িত্বৈব তং পুনঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

তথায় গমন করিল এবং দ্বার রুদ্ধ আছে দেখিয়া বসুদেবকে ডাকিয়া বলিল ॥ ৩৮

কংস বলিল,—হে মহামতে বসুদেব! দেবকীর পুত্রকে লইয়া আইস। দেবকীর এই অষ্টম গর্ভজাত সন্তান আমার মৃত্যু-স্বরূপ, অতএব আমি সেই শত্রু হরিকে বিনাশ করি ॥ ৩৯

ব্যাসদেব কহিলেন,—শূরসেননন্দন বসুদেব কংসের বাক্য শুনিয়া ভয়ত্রস্ত নয়নে যেন রোদন করিতে করিতে সেই কন্যাটীকে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৪০

রাজা কংস কন্যাকে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইল এবং মনে মনে ভাবিল আকাশ বাণী ও নারদের বাক্য বৃথা হইল ॥ ৪১

বসুদেব এ-সঙ্কটে থাকিয়া পুত্রবিপর্য্যয় রূপ মিথ্যা ব্যবহার করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? আমার রক্ষপালেরা বিশেষ সাবধান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪২

এখানে এই কন্যা কোথা হইতে আসিল? এই অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কোথায় গেল? এবিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়; কারণ, কালের গতি বিষম ॥ ৪৩

সেই নৃশংস কুলপাংশুল খল কংস এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই বালিকার পদদ্বয় ধরিয়া পাষাণের উপরে আছাড় মারিল ॥ ৪৪

সেই বালিকা তাহার হস্ত হইতে নিঃসৃত হইবামাত্রই পাষাণে পতিত না হইয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন এবং দিব্য রূপধারণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে তাহাকে কহিলেন ॥ ৪৫

রে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুমি আমাকে মারিয়া কি করিবে? তোমার প্রবল শত্রু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই দুরারাধ্য পুরুষ-প্রবর তোমাকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন ॥ ৪৬

সেই মঙ্গলময়ী কামগামিনী কন্যা এই বলিয়া আকাশে গমন করিলেন। কংসও সেই সময় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিজ ভবনে গমন করিল ॥ ৪৭

ক্রোধে ও ভয়ে আকুল হইয়া কংস বক, ধেনুক, বৎস প্রভৃতি দৈত্যগণকে ডাকিয়া কহিল ॥ ৪৮

হে দানবগণ! তোমরা আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। যে কোনও স্থানে সদ্যোজাত শিশুগণকে দেখিবে, অমনি তাহাদিগকে হত্যা করিবে ॥ ৪৯

এই বালঘ্নী পূতনা অদ্য নন্দের গোকুলে গমন করুক এবং আমার আদেশানুসারে তথাকার সদ্যোজাত শিশুদিগকে হত্যা করিতে থাকুক ॥ ৫০

ধেনুক, বৎসক, কেশী, প্রলম্ব ও বক ইহারা সকলেই আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেখানে গিয়া অবস্থান করুক ॥ ৫১

খলমতি কংস অনুচরদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক সেই বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত অতিদীন ভাবে চিন্তান্বিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ৫২

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথননামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণজন্মমহোৎসবং শ্রুত্বা নারদতো বসুদেবস্য দারভৃত্যাদীনাং গোকুলে অবস্থানবার্ত্তাঞ্চ জ্ঞাত্বা কংসস্য কোপঃ পূতনা-বকাসুরাদীনাং নিধনং শ্রুত্বা রামকৃষ্ণাবানেতুমক্রূরস্য প্রেষণম্, মথুরামাগত্য তয়োর্ধনুর্ভঙ্গ-রজক-গজ-চাণূরাদিহননরূপাদ্ভুতকার্য্যাকরণম্, কৃষ্ণেন কংসস্য বিনাশঃ, মাতাপিতৃভ্যাং কারাগারান্মুক্তিদানম্, শ্রীরাম-কৃষ্ণয়োরুপনয়নাদিসংস্কার-বিদ্যালাভাদিবর্ণনম্, জরাসন্ধপ্রেষিতস্য কালযবনস্য মথুরাক্রমণবার্ত্তাং শ্রুত্বা দ্বারকাগমনায়োদ্যোগঃ আক্রমণকারিণং কালযবনং পশ্চাদানয়তঃ কৃষ্ণস্য মুচুকুন্দং নিকষা গত্বা অন্তর্ধানম্, মুচুকুন্দেন কালযবনস্য দাহঃ, দ্বারকাগতস্য কৃষ্ণস্য বিবাহবর্ণনম্, রুক্মিণীভবনতঃ শ্রীকৃষ্ণসুতস্য প্রদ্যুম্নস্য হরণাৎ শ্রীকৃষ্ণেন দেব্যাঃ স্তুতিঃ, আবির্ভূতায়া দেব্যাঃ শ্রীকৃষ্ণমাশ্বাস্যান্তর্দ্ধানঞ্চ ।]

ব্যাস উবাচ ।

প্রাতর্নন্দগৃহে জাতঃ পুত্রজন্মমহোৎসবঃ
কিংবদন্ত্যথ কংসেন শ্রুতা চারমুখাদপি ॥১

জানাতি বসুদেবস্য দারাস্তত্র বসন্তি হি ।
পশবো দাসবর্গাশ্চ সর্ব্বে তে নন্দগোকুলে ॥ ২

তেন শঙ্কাসমাবিষ্টো গোকুলং প্রতি ভারত ।
নারদেনাপি তৎ সর্ব্বং কথিতং কারণং পুরা ॥ ৩

গোকুলে যে চ নন্দাদ্যাস্তৎপত্ন্যশ্চ সুরাংশজাঃ
দেবকী-বসুদেবাদ্যাঃ সর্ব্বে তে শত্রবঃ কিল ॥ ৪

ইতি নারদবাক্যেন বোধিতোঽসি কিলাধমঃ
জাতঃ কোপমনা রাজন্ কংসঃ পরমপাপকৃৎ ॥ ৫

পূতনা নিহতা তত্র কৃষ্ণেনামিততেজসা
বকো বৎসাসুরশ্চাপি ধেনুকশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬

প্রলম্বো নিহতস্তেন তথা গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ ।
শ্রুত্বৈতৎ কর্ম্ম কংসস্তু মেনে মরণমাত্মনঃ ॥ ৭

তথা বিনিহতঃ কেশী জ্ঞাত্বা কংসোঽভিদুর্মনাঃ ।
ধনুর্যাগমিষেণাসৌ তাবানেতুং প্রচক্রমে ॥ ৮

অক্রূরং প্রেষয়ামাস ক্রূরঃ পাপমতিস্তদা ।
আনেতুং রাম-কৃষ্ণৌ চ বধায়ামিতবিক্রমৌ ॥৯

রথমারোপ্য গোপালৌ গোকুলাদ্ গান্দিনীসুতঃ ।
আগতো মথুরায়াস্তু কংসদেশে স্থিতঃ কিল ॥ ১০

তাবাগত্য তদা তত্র ধনুর্ভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ ।
হত্বাথ রজকং কামং গজং চাণূর-মুষ্টিকম্ ॥১১

শলঞ্চ তোশলঞ্চৈব নিজঘান হরিস্তদা ।
জঘান কংসং দেবেশঃ কেশেধাকৃষ্য লীলয়া ॥ ১২

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব শুনিয়া এবং নারদের নিকট হইতে বসুদেবের স্ত্রী-ভৃত্যাদি গোকুলে অবস্থান সংবাদ জানিয়া কংসের কোপ, পূতনা-বকাসুরাদির নিধন শুনিয়া রাম ও কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ, মথুরায় আসিয়া তাঁহাদের ধনুর্ভঙ্গ, রজক-গজ-চাণূরাদি হননরূপ অদ্ভুত কার্য্য করণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসকে বিনাশ, মাতা ও পিতাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান, শ্রীরাম ও কৃষ্ণের উপনয়নাদি সংস্কার বিদ্যালাভাদি বর্ণন, জরাসন্ধপ্রেরিত কালযবনের মথুরাক্রমণের বার্ত্তা শুনিয়া দ্বারকা গমনের উদ্যোগ, আক্রমণকারী কালযবনকে পশ্চাতে লইয়া যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণের মুচুকুন্দের নিকটে যাইয়া অন্তর্ধান । মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক কালযবনকে ভস্মীকরণ, দ্বারকায় আগত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহবর্ণন, রুক্মিণীর ভবন হইতে শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন অপহৃত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতি এবং দেবী আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক অন্তর্ধান ।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—এদিকে প্রভাতে নন্দের গোকুলে পুত্রজন্ম মহোৎসব হইল । কংস এই মহোৎসবের বিষয় চরমুখে শুনিল এবং কিংবদন্তীতে জানিতে পারিল ॥ ১

বসুদেবের পত্নী, পশু ও ভৃত্যগণ সকলে নন্দের গোকুলে বাস করিতেছেন—ইহাও কংস পূর্ব্বে অবগত ছিল ॥ ২

হে ভারত ! এইজন্য কংস গোকুলের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিল । বিশেষতঃ নারদ মুনিও পূর্ব্বে তাহার নিকট বলিয়াছিলেন, গোকুলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, তাহাদের পত্নীগণ এবং বসুদেব ও দেবকীপ্রভৃতি সকলেই দেবতাদিগের অংশ হইতে উৎপন্ন । তাহারা সকলেই তোমার শত্রু ॥ ৩-৪

হে রাজন্ ! সেই কুলাধম অতি পাপিষ্ঠ কংস নারদবাক্যে প্রবোধিত হইয়া মনে মনে কুপিত হইয়াছিল ॥ ৫

এই সময় অমিততেজস্বী কৃষ্ণ কংসপ্রেরিত পূতনা, বকাসুর, বৎসাসুর ও মহাবল ধেনুক ও প্রলম্বাসুর প্রভৃতিকে একে একে নিহত করিলেন এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন । কংস কৃষ্ণের সেই সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনার মৃত্যু নিশ্চয় করিল ॥ ৬-৭

তাহার পর যখন শুনিল যে, কেশীদৈত্যও নিহত হইয়াছে । তখন কংস অতিশয় ভাবিত হইয়া ধনুর্যজ্ঞ ছল করিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম এই দুই ভ্রাতাকে আনিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিল ॥ ৮

ক্রূরপ্রকৃতি পাপমতি কংস অমিতবিক্রম কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মথুরায় আনিতে অক্রূরকে প্রেরণ করিল ॥ ৯

গান্দিনীনন্দন অক্রূর কংসের আদেশানুসারে কৃষ্ণ ও বলরামকে রথে লইয়া মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১০

রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া প্রথমেই ধনুর্ভঙ্গ করিলেন । অনন্তর হরি রজক, কুবলয়াপীড় হস্তী, চাণূর, মুষ্টিক মল ও তোশলকে নিহত করিলেন । তৎপরে দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কংসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে নিহত করিলেন ॥১১-১২

পিতরৌ মোচয়িত্বাথ গতদুঃখৌ চকার চ
উগ্রসেনায় রাজ্যং তদ্দদাবরিনিষূদনঃ ॥ ১৩

বসুদেবস্তয়োস্তত্র মৌঞ্জীবন্ধনপূর্বকম্
কারয়ামাস বিধিবদ্ ব্রতবন্ধং মহামনাঃ ॥ ১৪

উপনীতৌ তদা তৌ তু গতৌ সান্দীপনালয়ম্।
বিদ্যাঃ সর্ব্বাঃ সমভ্যস্য মথুরামাগতৌ পুনঃ ॥ ১৫

জাতৌ দ্বাদশবর্ষীয়ৌ কৃতবিদ্যৌ মহাবলৌ
মথুরায়াং স্থিতৌ বীরৌ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬

মাগধস্তু জরাসন্ধো জামাতৃবধদুঃখিতঃ
কৃত্বা সৈন্যসমাজং স মথুরামাগতঃ পুরীম্ ॥ ১৭

স সপ্তদশবারন্তু কৃষ্ণেন কৃতবুদ্ধিনা
জিতঃ সংগ্রামমাসাদ্য মধুপুর্য্যাং নিবাসিনা ॥ ১৮

পশ্চাচ্চ প্রেরিতস্তেন স কালযবনাভিধঃ।
সর্ব্বম্লেচ্ছাধিপঃ শূরো যাদবানাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৯

শ্রুত্বা যবনমায়ান্তং কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্ যদূত্তমান্
আনায্য চ তথা রামমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২০

ভয়ং নোঽদ্য সমুৎপন্নং জরাসন্ধান্মহাবলাৎ
কিং কর্ত্তব্যং মহাভাগা যবনঃ সমুপৈতি বৈ ॥ ২১

প্রাণত্রাণং প্রকর্ত্তব্যং ত্যক্ত্বা গেহং ধনং ধনম্।
সুখেন স্থীয়তে যত্র স দেশঃ খলু পৈতৃকঃ ॥ ২২

সদোদ্বেগকরঃ কামং কিং কর্ত্তব্যং কুলোচিতঃ।
শৈলসাগরসান্নিধ্যে স্থাতব্যং সুখমিচ্ছতা।
যত্র বৈরিভয়ং নাস্তি স্থাতব্যং তত্র পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৩

শেষশয্যাং সমাশ্রিত্য হরিঃ স্বপিতি সাগরে।
মন্যে শত্রুভয়াদ্ভীতাঃ কৈলাসে ত্রিপুরার্দ্দনঃ ॥ ২৪

তস্মান্নাত্রৈব স্থাতব্যমস্মাভিঃ শত্রুতাপিতৈঃ
দ্বারবত্যাং গমিষ্যামঃ সহিতাঃ সর্ব্ব এব বৈ ॥ ২৫

কথিতা গরুড়েনাদ্য রম্যা দ্বারবতী পুরী
রৈবতাচলসান্নিধ্যে সিন্ধুকূলে মনোহরা ॥ ২৬

হে মহাভাগগণ! মহাবলশালী জরাসন্ধ হইতে আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কালযবন আসিতেছে, অতএব কি করা উচিত? ২১

ধন, জন, গৃহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রাণ রক্ষা করাই উচিত মনে করিতেছি। যেখানে সুখে বাস করা যায়, তাহাই পৈতৃক বাসস্থান। ২২

যেখানে সর্ব্বদাই উদ্বেগ, সেখানে কুলপরম্পরায় বাস থাকিলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত। সুখের ইচ্ছা থাকিলে পর্ব্বত ও সাগরের নিকটেই থাকা সমীচীন। যেখানে শত্রু-ভয় নাই, পণ্ডিতগণ সেইখানেই অবস্থান করিবেন। ২৩

শত্রু-ভীত হইয়াই ভগবান্, হরি সাগরে অনন্তশয্যায় শয়ন করিতেছেন। আমার মনে হয় ত্রিপুরারিও শত্রু-ভয়ে ভীত হইয়াই কৈলাসে বাস করিতেছেন। ২৪

আমরাও এখানে শত্রু দ্বারা পীড়িত হইয়াছি, অতএব এখানে আর থাকিব না। আমরা সকলে মিলিয়া দ্বারকায় গমন করিব। ২৫

পক্ষীবর গরুড় আমাকে অদ্য ঐ দ্বারবতী পুরীর বিষয় বলিয়াছে, ঐ মনোহারিণী দ্বারবতী নগরী-রৈবতক পর্ব্বতের নিকট সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। ২৬

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তথ্যং সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ
গমনায় মতিং চক্রুঃ সকুটুম্বাঃ সবাহনাঃ ॥ ২৭
শকটানি তথোষ্ট্রাংশ্চ বাম্যাংশ্চ মহিষাংস্তথা
ধনপূর্ণানি কৃত্বা তে নির্যযুর্নগরাদ্ বহিঃ ॥ ২৮
রাম-কৃষ্ণৌ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে তে সপরিচ্ছদাঃ
অগ্রে কৃত্বা প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চেরুঃ সর্ব্বে যদূত্তমাঃ ॥ ২৯
কতিচিদ্দিবসৈঃ প্রাপুঃ পুরীং দ্বারবতীং কিল।
শিল্পিভিঃ কারয়ামাস জীর্ণোদ্ধারং হি মাধবঃ ॥ ৩০
সংস্থাপ্য যাদবাংস্তত্র তাবেতৌ বল-কেশবৌ
ভয়সা মথুরামেত্য সংস্থিতৌ নির্জ্জনাং পুরীম্ ॥ ৩১
তদা তত্রৈব সংপ্রাপ্তো বলবান্ যবনাধিপঃ।
জ্ঞাত্বৈনমাগতং কৃষ্ণো নির্যযৌ নগরাদ্ বহিঃ ॥ ৩২
পদাতিরগ্রে তস্থাভূদ্ যবনস্য জনার্দ্দনঃ।
পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ প্রহসন্ মধুসূদনঃ ॥ ৩৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিখিল যদুবংশীয়গণ কুটুম্ব ও বাহন সমাভিব্যাহারে সেই দ্বারবতী নগরীতে যাইতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৭

তখন তাহারা নিজ নিজ শকট, উষ্ট্র, ঘোটক ও মহিষাদি লইয়া শকটসকল ধনপূর্ণ করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৮

রাম ও কৃষ্ণকে অগ্রে অগ্রে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাৎ প্রধান প্রধান যাদবগণ এবং প্রজাগণ সকলে বেশভূষা পরিধান করিয়া দলবদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২৯

তাঁহারা কিয়দিন যাইয়াই দ্বারবতী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিল্পিগণ দ্বারা সেই নগরীর জীর্ণ সংস্কার করাইলেন ॥ ৩০

বলরাম ও কৃষ্ণ সেই দ্বারবতী নগরীতে যাদবগণকে রাখিয়া উভয়ে অতি শীঘ্র সেই নির্জ্জন মথুরা পুরীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

মহাবল যবন রাজাও সেই সময়ে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যবনরাজ আসিয়াছে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩২

দুষ্টজনের পীড়াদায়ী ভগবান্ মধুসূদন পীতবসন পরিধান পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে পদব্রজেই সেই কালযবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩

ক্রূরমতি যবনও কমললোচন কৃষ্ণকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৩৪

তং দৃষ্ট্বা পুরতো যান্তং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
যবনোঽপি পদাতিঃ সন্ পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ খলঃ ॥ ৩৪
প্রযযৌ ভগবাংস্তত্র সকালযবনো হরিঃ ॥ ৩৫
তত্রৈবান্তর্দধে বিষ্ণুর্মুচুকুন্দং সমীক্ষ্য চ
তত্রৈব যবনঃ প্রাপ্তঃ সুপ্তভূতমপশ্যত ॥ ৩৬
মত্বা তং বাসুদেবং স পাদেনাতাড়য়ন্মুদম্।
প্রবুদ্ধঃ ক্রোধরক্তাক্ষস্তং দদাহ মহাবলঃ ৩৭
তং দগ্ধ্বা মুচুকুন্দোঽথ দদর্শ কমলেক্ষণম্।
বাসুদেবং মুদেবেশং প্রণম্য প্রস্থিতে বনম্ ॥ ৩৮
জগাম দ্বারকাং কৃষ্ণো বলদেবসমন্বিতঃ।
উগ্রসেনং নৃপং কৃত্বা বিজহার যথারুচি ॥ ৩৯
অহরদ্ রুক্মিণীং কামং শিশুপালস্বয়ংবরাৎ।
রাক্ষসেন বিবাহেন চক্রে দারবিধিং হরিঃ ॥ ৪০
ততো জাম্ববতীং সত্যাং মিত্রবিন্দাঞ্চ ভাবিনীম্
কালিন্দীং লক্ষ্মণাং ভদ্রাং তথা নাগ্নজিতীং শুভাম্ ॥৪১

মহাবল রাজর্ষি মুচুকুন্দ যেখানে প্রগাঢ় নিদ্রায় প্রসুপ্ত ছিলেন, ভগবান্ হরি কালযবনকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে দেখিবামাত্র তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কালযবনও তথায় উপস্থিত হইয়া সেই নিদ্রিত রাজর্ষিকে দেখিল ॥ ৩৬

তাঁহাকে বাসুদেব মনে করিয়া কালযবন সেই রাজাকে পদাঘাত করিল। মহাবল মুচুকুন্দও জাগরিত হইয়া রোষ-কষায়িত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন ॥ ৩৭

সেই কালযবনকে দগ্ধ করিয়া মুচুকুন্দ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন এবং দেবদেব বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সমভিব্যাহারে দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়া উগ্রসেনকে রাজা করিয়া ইচ্ছামত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

কিয়ৎকাল পরে শিশুপালের বিবাহ উপলক্ষে বিদর্ভরাজের গৃহে যে স্বয়ম্বর সভা হইয়াছিল, তথা হইতে বাসুদেব রুক্মিণীকে হরণ করিলেন এবং রাক্ষসবিধি অনুসারে তাঁহার পাণি গ্রহণ করিলেন ॥ ৪০

তাহার পর তিনি জাম্ববতী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, ভদ্রা ও নাগ্নজিতীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গৃহে আনিয়াই

পৃথক্ পৃথক্ সমানীয়াপ্যুপযেমে জনার্দ্দনঃ।
অষ্টাবেব মহীপাল পত্ন্যঃ পরমশোভনাঃ ॥ ৪১
প্রাসূত রুক্মিণী পুত্রং প্রদ্যুম্নং চারুদর্শনম্
জাতকর্মাদিকং তস্য চকার মধুসূদনঃ ॥ ৪২
হৃতোঽসৌ সূতিকাগেহাচ্ছম্বরেণ বলীয়সা।
নীতশ্চ স্বপুরীং বালো মায়াবত্যৈ সমর্পিতঃ ॥ ৪৪
বাসুদেবো হৃতং দৃষ্ট্বা পুত্রং শোকসমন্বিতঃ।
জগাম শরণং দেবীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৫
বৃত্রাসুরাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব ময়া হতাঃ ॥ ৪৬
ততোঽসৌ যোগমায়ায়াশ্চকার পরমাং স্তুতিম্
বচোভিঃ পরমোদারৈরক্ষরৈঃ সুস্বরৈঃ শুভৈঃ ॥ ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাতর্ময়াতিতপসা পরিতোষিতা ত্বং
প্রাগ্জন্মনি প্রচুরবস্তুভিরর্চিতাসি।
ধর্ম্মাত্মজেন বদরীবনষণ্ডমধ্যে
কিং বিস্মৃতা জননি তে ত্বয়ি ভক্তিভাবঃ ॥ ৪৮
সূতীগৃহাদপহৃতঃ কিমু বালকো মে
কেনাপি দুষ্টমনসাপ্যথ কৌতুকাদ্ বা
মানাপহারকরণায় মমাদ্য নূনং
লজ্জা তবাস্য খলু ভক্তজনস্য যুক্তা ॥ ৪৯
দুর্গো মহানতিতরাং নগরী সগুপ্তা
তত্রাপি মেঽতিসদনং কিলমধ্যভাগে।
অন্তঃপুরে চ পিহিতং নমু সূতিগেহং
বালো হৃতঃ খলু তথাপি মমৈব দোষাৎ ॥ ৫০
নাহং গতঃ পরপুরং ন চ যাদবাশ্চ
রক্ষাবতী চ নগরী কিল বীরবর্য্যৈঃ
মায়া তবৈব জননি প্রকটপ্রভাবা
মে বালকঃ পরিহৃতঃ কুহকেন কেন ॥ ৫১
নো বেদ্ম্যহং জননি তে চরিতং সগুপ্তং
কো বেদ মন্দমতিরল্পবিদেব দেহী
কাসৌ গতো ন চ ভটৈর্মম বীক্ষিতো বা
হর্ত্তাম্বিকে যবনিকা তব কল্পিতেয়ম্ ॥ ৫২
চিত্রং ন তেঽত্র পুরতো মম মাতৃগর্ভা-
ন্নীতস্ত্বয়ার্ভকময়ে কিল মায়য়াসৌ।
যং রোহিণী হলধরং সুষুবে প্রসিদ্ধং
দূরে স্থিতা পতিপরা মিথুনং বিনাপি ॥ ৫৩

বিবাহ করিলেন। হে মহীপাল! এই অষ্ট রমণীই শ্রীকৃষ্ণের পরম শোভনা পত্নী ছিলেন ॥ ৪১-৪২

রুক্মিণী প্রিয়দর্শন প্রদ্যুম্ননামক পুত্রকে প্রসব করিলেন। মধুসূদন যথাবিধানে তাঁহার জাতকর্মাদি সংস্কার করিলেন ॥ ৪৩

শম্বরনামক এক বলবান্ অসুর এই বালককে অপহরণ করিয়া আপন নগরীতে লইয়া মায়াবতীকে অর্পণ করিল ॥ ৪৪

পুত্র অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া বাসুদেব শোকার্ত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৪৫

যিনি বৃত্রাসুর প্রভৃতি দৈত্যগণকে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি মধুর সুন্দর বচনে সেই ভগবতী যোগমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৭

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মাতঃ! আমি পূর্ব্ব জন্মে ধর্ম্মপুত্র হইয়া বদরী বনমধ্যে কঠোর তপস্যা করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং বিবিধ উপহার দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিয়াছি। হে জননি! আপনার প্রতি আমার যে ভক্তিভাব, তাহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন? ৪৮

হে মাতঃ! কোন দুষ্ট লোক কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত অথবা আমাকে অপমানিত করিবার জন্য সূতিকা-গৃহ হইতে আমার শিশুপুত্রকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। যাহাই হউক মা! তোমার ভক্তজনের কি এরূপ লজ্জা পাওয়া উচিত হয় ?৪৯

এই নগরীর চারিদিকে বিশাল দুর্গ, নগরীও সুরক্ষিত, সেই নগরীর মধ্যভাগে আমার গৃহ, তাহার মধ্যে অন্তঃপুরের মধ্যস্থানে সূতিকাগৃহ, তথাপি যে বালক অপহৃত হইল, সে আমার অদৃষ্টেরই দোষ ॥ ৫০

আমি কোন শত্রুনগরে যাই নাই। যাদবেরাও কোথাও যায় নাই। এই নগরীও বীরবরদ্বারা সুরক্ষিত, তথাপি কি কুহকে বালকটিকে অপহরণ করিল? হে জননি! নিশ্চয়ই আপনারই এ মায়াজাল বিস্তার ॥ ৫১

হে মাতঃ! আমি আপনার গোপনীয় চরিত্রের বিষয় কি জানিব? মন্দমতি অল্পজ্ঞ কে আপনার মহিমা জানিতে সক্ষম হয়? আমার শিশুটি কোথায় গেল? কে বা অপহরণ করিল? আমার রক্ষিগণ কেহই দেখিতে পাইল না। হে অম্বিকে! ইহা নিশ্চয়ই আপনার কল্পিত মায়াযবনিকা ॥ ৫২

আপনার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, পতিপরায়ণা রোহিণী পতি-সহবাসবঞ্চিতা হইয়া দূরে থাকিলেও আপনি আমার মাতৃগর্ভ হইতে মায়াবলে পুত্রটীকে তাঁহার

সৃষ্টিং করোষি জগতামনুপালনঞ্চ
নাশং তথৈব পুনরপ্যনিশং গুণৈস্বম্।
কো বেদ তেঽদ্য চরিতং চরিতান্তকারি
প্রায়েণ সর্ব্বমখিলং বিহিতং ত্বয়ৈতৎ ॥৫৪
উৎপাদ্য পুত্রজননপ্রভবং প্রমোদং
দত্ত্বা পুনর্বিরহজং কিল দুঃখভারম্।
ত্বং ক্রীড়সে ললিতৈঃ খলু তদ্বিহারৈ-
র্নোচেৎ কথং মম সুতাপ্তিরতির্বৃথা স্যাৎ ॥৫৫
মাতাস্য রোদিতি ভৃশং কুররীব বালা
দুঃখং তনোতি মম সন্নিধিগা সদৈব
কষ্টং ন বেৎসি ললিতেঽপ্রমিতপ্রভাবে
মাতস্ত্বমেব শরণং ভবপীড়িতানাম্ ॥ ৫৬
সীমা সুখস্য সুতজন্ম তদীয়নাশো
দুঃখস্য দেবি ভবনে বিবুধা বদন্তি
তৎ কিং করোমি জননি প্রথমে প্রনষ্টে
পুত্রে মমাদ্য হৃদয়ং স্ফুটতীব মাতঃ ॥৫৭
যজ্ঞং করোমি তব তুষ্টিকরং ব্রতং বা
দৈবঞ্চ পূজনমথাখিলদুঃখহা ত্বম্
মাতঃ সুতোঽত্র যদি জীবতি দর্শয়াশু
ত্বং বৈ ক্ষমা সকলশোকবিনাশনায় ॥ ৫৮

ব্যাস উবাচ

এবং স্তুতা তদা দেবী কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা
প্রত্যক্ষদর্শনা ভূত্বা তমুবাচ জগদ্গুরুম্ ॥ ৫৯

শ্রীদেব্যুবাচ।

শোকং মা কুরু দেবেশ শাপোঽয়ং তে পুরাতনঃ
তস্য যোগেন পুত্রস্তে শম্বরেণ হৃতো বলাৎ ॥ ৬০
অতস্তে ষোড়শে বর্ষে হত্বা তং শম্বরং বলাৎ।
আগমিষ্যতি পুত্রস্তে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬১

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
ভগবানপি পুত্রস্য শোকং ত্যক্ত্বাভবৎ সুখী ॥ ৬২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে প্রদ্যুম্নহরণং নাম
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি হলধরকে প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাও সকলেই জানে। ৫৩

হে মাতঃ। আপনি গুণসমূহের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ করিতেছেন। আপনার পাপহারী চরিত্র কে জানিতে পারে? আপনি জগতের নিখিল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছেন। ৫৪

আপনি প্রথমে লোককে পুত্রজন্ম জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পরে আবার তাহাকে পুত্রবিরহ-জনিত পীড়াদান পূর্ব্বক ললিত বিহারে নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন। নতুবা আমার পুত্র-প্রাপ্তিজনিত আনন্দ বৃথা হইল কেন? ৫৫

এই শিশুর জননী কুররী পক্ষিণীর ন্যায় সাতিশয় রোদন করিতেছে। আমার নিকট নিয়ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। হে ক্রীড়াভাবে। হে অমিতপ্রভাবশালিনি। হে মাতঃ! আপনি সংসারপীড়িত নরগণের রক্ষাকর্ত্রী হইয়াও আমার কষ্ট বুঝিতেছেন না কেন? ৫৬

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, গৃহীদের গৃহে পুত্রজন্মই সুখের সীমা এবং পুত্রনাশই দুঃখের সীমা। হে জননি! আমি এখন কি করিব? প্রথম পুত্রটী বিনষ্ট হওয়ায় আমার হৃদয় অদ্য শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। ৫৭

হে মাতঃ! আমি আপনার যাহাতে তুষ্টি হয়, এরূপ যজ্ঞ, ব্রত অথবা পূজা করিব, আপনি অখিলের দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকেন। যদি আমার পুত্রটী জীবিত থাকে, তাহা হইলে সত্বর আমাকে দেখান। কারণ, আপনিই সমস্ত লোকের দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থা। ৫৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণ এই রূপ স্তব করিলে ভগবতী দুর্গা প্রত্যক্ষ হইয়া সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। ৫৯

হে দেবেশ! শোক করিও না, তোমার প্রতি পূর্ব্বে কোন অভিশাপ ছিল। সেই অভিশাপের ফলে শম্বরাসুর মায়াবলে তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছে। ৬০

তোমার সেই পুত্র ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলে আমার প্রসাদে সেই দুষ্ট শম্বরাসুরকে নিহত করিয়া পুনরায় গৃহে আগমন করিবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৬১

ব্যাসদেব কহিলেন,—চণ্ডবিক্রমা দেবী চণ্ডী এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পুত্র-শোক পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইলেন। ৬২

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে প্রদ্যুম্নহরণনামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে দুঃখোৎপত্তিং দৃষ্ট্বা জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, ব্যাসদেবেন তৎপ্রশ্নসোত্তরদানমুপলক্ষ্য মায়াবলস্য বর্ণনম্, সমাসেন শ্রীরামচরিতস্য শ্রীকৃষ্ণচরিতস্য চ কথনম্, পুত্রলাভায় শ্রীকৃষ্ণস্য তপস্যা, শঙ্করতস্তস্য বরপ্রাপ্তিঃ, দেব্যাঃ সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্ব-স্বাতন্ত্র্যকথনঞ্চ।]

রাজোবাচ।

সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ জায়তে বচনাত্তব।
বৈষ্ণবাংশে ভগবতি দুঃখোৎপত্তিং বিলোক্য চ ॥ ১

নারায়ণাংশসম্ভূতো বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
কথং স সূতিকাগারাদ্ভূতো বালো হরেরপি ॥ ২

সুগুপ্তনগরে রাম্য গুপ্তেঽথ সূতিকাগৃহে
প্রবিশ্য তেন দৈত্যেন গৃহীতোঽসৌ কথং শিশুঃ ॥ ৩

ন জ্ঞাতো বাসুদেবেন চিত্রমেতন্মমাদ্ভুতম্।
জায়তে মহদাশ্চর্য্যং চিত্তে সত্যবতীসুত ॥ ৪

ব্রূহি তৎ কারণং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতং কেশবেন যৎ।
হরণং তত্র সংস্থেন শিশোর্বা সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৫

ব্যাস উবাচ

মায়া বলবতী রাজন্ নরাণাং বুদ্ধিমোহিনী।
শাম্ভবী বিদ্ধতা লোকে কো বা মোহং ন গচ্ছতি ॥ ৬

মানুষং জন্ম সংপ্রাপ্য গুণাঃ সর্ব্বেঽপি মানুষাঃ।
ভবন্তি দেহজাঃ কামং ন দেবা নাসুরাস্তদা ॥ ৭

ক্ষুত্তৃড্ নিদ্রা ভয়ং তন্দ্রা ব্যামোহঃ শোকসংশয়ঃ।
হর্ষশ্চৈবাভিমানশ্চ জরা মরণমেব চ ॥ ৮

অজ্ঞানং গ্লানিরপ্রীতিরার্য্যাসূয়া মদঃ শ্রমঃ
এতে দেহভবা ভাবাঃ প্রভবন্তি নরাধিপ ॥ ৯

যথা হেমমৃগং রামো ন বুবুধে পুরোগতম্
জানক্যাং হরণঞ্চৈব জটায়োর্মরণং তথা ॥ ১০

অভিষেকদিনে রামো বনবাসং ন বেদ চ।
তথা ন জ্ঞাতবান্ রামঃ স্বশোকান্মরণং পিতুঃ ॥ ১১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দুঃখোৎপত্তি দেখিয়া জনমেজয়ের প্রশ্ন, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাহার উত্তরদানপ্রসঙ্গে মায়াবল বর্ণন, সংক্ষেপে শ্রীরামচরিত ও শ্রীকৃষ্ণচরিত কথন, পুত্র লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা, ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে তাঁহার বরপ্রাপ্তি, দেবীর সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও স্বতন্ত্রতা কথন।]

রাজা কহিলেন,—হে মুনিবর! বিষ্ণুর অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দুঃখোৎপত্তি দেখিয়া আপনার কথায় আমার আর একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশসম্ভূত এবং প্রতাপশালী, সেই শ্রীহরি বাসুদেবের পুত্রও কিরূপেই বা সূতিকাগার হইতে হৃত হইল? ২

সুরক্ষিত রমণীয় নগরীর মধ্যস্থিত সূতিকা গৃহে যাইয়া সেই দৈত্য কিরূপে শিশুকে গ্রহণ করিল? ৩

হে সত্যবতীনন্দন! বাসুদেব তাহা জানিতে পারিলেন না, ইহাই আমার অদ্ভুত আশ্চর্য্যের বিষয় এবং আমার মনে এই মহাশ্চর্য্যই উৎপন্ন হইয়াছে। ৪

হে ব্রহ্মন্! সূতিকাগৃহ হইতে সেই শিশুর হরণ বাসুদেব সেখানে থাকিয়াও জানিতে পারিলেন না কেন? ইহার কারণ আমাকে বলুন। ৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে রাজন্! বলবতী শাম্ভবী মায়াই মনুষ্যদিগের বুদ্ধি মোহ জন্ম হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বলোকবিদিত। সেই মায়ার দ্বারা কে না মোহিত হয়? ৬

মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের নিজের দেহজাত সকল গুণই পাইতে হয়, তাহাতে দেবতা ও অসুরের গুণ থাকে না। ৭

হে নরাধিপ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, তন্দ্রা, মোহ, শোক, সংশয়, হর্ষ, অভিমান, জরা, মৃত্যু, অজ্ঞান, গ্লানি, অপ্রীতি, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মদ ও শ্রম এই সকল দেহজ ধর্ম মনুষ্যমাত্রেরই হইয়া থাকে। ৮-৯

পূর্ব্বে মারীচ মায়াবলে সুবর্ণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এদিকে সীতার হরণ এবং সীতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া জটায়ুর প্রাণত্যাগ, অভিষেক দিবসে বনবাস এবং তাঁহার শোকে পিতা দশরথের দেহত্যাগ এসকল কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ১০-১১

অন্ধবদ্ বিচচারাসৌ পশ্যমানো বনে বনে
জানকীং ন বিবেদাথ রাবণেন হৃতাং বলাৎ ॥ ১২
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা হত্বা শক্রসুতং বলাৎ।
সাগরে সেতুবন্ধঞ্চ কৃত্বোত্তীর্য্য সরিৎপতিম্ ॥ ১৩
প্রেষয়ামাস সর্ব্বাসু দিক্ষু তান্ কপিকুঞ্জরান্।
সংগ্রামং কৃতবান্ ঘোরং দুঃখং প্রাপ রণাজিরে ॥ ১৪
বন্ধনং নাগপাশেন প্রাপ রামো মহাবলঃ
গরুড়াস্মোক্ষণং পশ্চাদবভূদ্ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫
অহনদ্ রাবণং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
মেঘনাদং নিকুম্ভঞ্চ কুপিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬
অদৃশ্যত্বঞ্চ জানক্যা ন বিবেদ জনার্দ্দনঃ।
দিব্যঞ্চ কারয়ামাস জ্বলিতেঽগ্নৌ প্রবেশনম্ ॥ ১৭
লোকাপবাদাচ্চ পরং ততস্তত্যাজ তাং প্রিয়াম্।
অদূষ্যাং দূষিতাং মত্বা সীতাং দশরথাত্মজঃ ॥ ১৮
ন জ্ঞাতো স্বসুতৌ তেন রামেণ ন কুশীলবৌ

মুনিনা কথিতৌ তৌ তু তস্য পুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ১৯
পাতালগমনঞ্চৈব জানক্যা জ্ঞাতবান্ন চ।
রাঘবঃ কোপসংযুক্তো ভ্রাতরং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২০
কালস্যাগমনঞ্চৈব ন বিবেদ খরান্তকঃ।
মানুষং দেহমাশ্রিত্য চক্রে মানুষচেষ্টিতম্।
তথৈব মানুষান্ ভাবান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১
পূর্ব্বং কংসভয়াৎ প্রাপ্তো গোকুলে যদুনন্দনঃ।
জরাসন্ধভয়াৎ পশ্চাৎ দ্বারবত্যাং গতো হরিঃ ॥ ২২
অধর্ম্মং কৃতবান্ কৃষ্ণো রুক্মিণ্যা হরণঞ্চ যৎ।
শিশুপালবৃতায়াশ্চ জ্ঞানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ২৩
শুশোচ বালকং কৃষ্ণঃ শম্বরেণ হৃতং বলাৎ।
মুমোদ জ্ঞানন্ পুত্রং তং হর্ষশোকযুতস্ততঃ ॥ ২৪
সত্যাভামাজ্ঞয়া যত্তু যুযুধে স্বর্গতঃ কিল
ইন্দ্রেণ পারিজাতার্থং স্ত্রৈজিতত্বং প্রকাশয়ন্ ॥ ২৫

রাবণ বলপূর্ব্বক জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রাম বনে বনে অন্বেষণ করিয়া মূর্খের মত বিচরণ করিয়াছিলেন। রাবণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক সীতাহরণের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥ ১২

অতঃপর ইন্দ্রপুত্র বালীকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া বানরদিগের সাহায্যে সাগরে সেতু বন্ধন করিয়া সাগর পার হইয়াছিলেন ॥ ১৩

তিনি সীতার অন্বেষণার্থে প্রধান প্রধান বানরদিগকে চারিদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং লঙ্কায় গিয়া রাক্ষসদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করত বহু ক্লেশ পাইয়াছিলেন ॥ ১৪

মায়াবলে মহাবল রামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। পরে গরুড় হইতে রঘুনন্দন মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

রঘুনন্দন রাম সংগ্রামে কুপিত হইয়া রাবণ, মহাবল কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ ও নিকুম্ভকে বধ করেন ॥ ১৬

সেই জনার্দ্দন রাম সীতার নির্দ্দোষতা জানিতে পারেন নাই, এই কারণে তাঁহাকে প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশরূপ কঠোর দিব্য করাইয়াছিলেন ॥ ১৭

তাহার পর দশরথনন্দন রাম লোকের অপবাদে দোষশূন্যা প্রিয়তমা সীতাকে দোষযুক্তা মনে করিয়া অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৮

অরণ্যমধ্যে তাঁহার কুশ ও লব নামে মহাবলশালী দুই পুত্র হয়। রামচন্দ্র তাহা জানিতে পারেন নাই। পরে মুনিবর বাল্মীকি বলিয়া দিলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ১৯

রামচন্দ্র জানকীর পাতাল প্রবেশ-বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। এক সময় তিনি কুপিত হইয়া ভ্রাতাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ২০

খরঘাতী রাম ছদ্মবেশে কালপুরুষের আগমন বুঝিতে পারেন নাই। মানুষদেহ ধারণ করিয়া তিনি এইরূপ মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ২১

(মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের ধর্ম পাইতে হয়)। যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কংসের ভয়ে গোকুলে গমন করেন, তৎপরে সেই শ্রীহরি জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকায় গমন করেন ॥ ২২

শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াও শিশুপালবৃতা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া অধর্ম করিয়াছিলেন ॥ ২৩

শম্বরাসুর বলপূর্ব্বক পুত্র হরণ করিয়া লইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জন্য শোক করিয়াছিলেন। পরে ভগবতীর নিকট তাহার সন্ধান পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। অতএব তিনিও সাধারণের ন্যায় সম্পদে ও বিপদে হর্ষ ও শোকের বশীভূত হইতেন ॥ ২৪

তাহার পর তিনি পারিজাত পুষ্পের জন্য স্বর্গে গিয়া সত্যভামার আজ্ঞায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের ত্রৈলোক্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

জহার কল্পবৃক্ষং যঃ পরাভূয় শতক্রতুম্ ।
মানিনীমানরক্ষার্থং হরিশ্চক্রধরঃ প্রভুঃ ॥ ২৬

বদ্ধ্বা বৃক্ষে হরিং সত্যা নারদায় দদৌ পতিম্ ।
দত্ত্বাথ কনকং কৃষ্ণঃ মোচয়ামাস ভামিনী ॥ ২৭

দৃষ্ট্বা পুত্রান্ গুরুগুণান্ প্রদ্যুম্নপ্রমুখানথ ।
কৃষ্ণং জাম্ববতী দীনা যযাচে পুত্রসন্ততিম্ ॥ ২৮

স যযৌ তপসে কৃষ্ণস্তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ।
উপমন্যুর্মুনির্যত্র শিবভক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ২৯

উপমন্যুং গুরুং কৃত্বা দীক্ষাং পাশুপতীং হরিঃ
জগ্রাহ পুত্রকামস্তু মুণ্ডী দণ্ডী বভূব হ ॥ ৩০

উগ্রং তত্র তপস্তেপে মাসমেকং ফলাশনঃ ।
জজাপ শিবমন্ত্রন্তু শিবধ্যানপরো হরিঃ ॥ ৩১

দ্বিতীয়ে তু জলাহারস্তিষ্ঠন্নেকপদো হরিঃ ।
তৃতীয়ে বায়ুভক্ষস্তু পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রসংস্থিতঃ ॥ ৩২

ষষ্ঠে তু ভগবান্ রুদ্রঃ প্রসন্নো ভক্তিভাবতঃ ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তত্র সোমঃ সোমকলাধরঃ ॥ ৩৩

আজগাম বৃষারূঢ়ঃ সুরৈরিন্দ্রাদিভির্বৃতঃ
ব্রহ্মবিষ্ণুযুতঃ সাক্ষাদ্ যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৩৪

সম্বোধয়ন্ বাসুদেবং শঙ্করস্তমুবাচ হ ।
তুষ্টোঽস্মি কৃষ্ণ তপসা তবোগ্রেণ মহামতে ॥ ৩৫

দদামি বাঞ্ছিতান্ কামান্ ব্রূহি যাদবনন্দন
ময়ি দৃষ্টে কামপূরে কামশেষো ন সম্ভবেৎ ॥ ৩৬

ব্যাস উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা শঙ্করং তুষ্টং ভগবান্ দেবকীসুতঃ
পপাত পাদয়োস্তস্য দণ্ডবৎ প্রেমসংযুতঃ ॥ ৩৭

স্তুতিং চকার দেবেশো মেঘগম্ভীরয়া গিরা
স্থিতস্তু পুরতঃ শম্ভোর্বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮

কৃষ্ণ উবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বভূতাত্মিনাশন ।
বিশ্বযোনে সুরারিঘ্ন নমস্ত্রৈলোক্যকারক ॥ ৩৯

প্রভু চক্রধর শ্রীহরি অভিমানিনী সত্যভামার মানরক্ষার্থ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত বৃক্ষ হরণ করেন ॥ ২৬

সত্যভামা আবার নিজের স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদকে প্রদান করেন। তৎপরে সুবর্ণ প্রদান করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন ॥ ২৭

উত্তমগুণসম্পন্ন প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি রুক্মিণীপুত্রগণকে দর্শন করিয়া জাম্ববতী দীনভাবে কৃষ্ণের নিকট পুত্রের প্রার্থনা করেন ॥ ২৮

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র-নিমিত্ত তপস্যা করিতে স্থিরসংকল্প হইয়া যেখানে পরমতপস্বী শিবভক্ত উপমন্যু মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করেন ॥ ২৯

শ্রীহরি পুত্রকামনায় উপমন্যুকে গুরু করত তাঁহার নিকট পাশুপত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক দণ্ডী হইয়াছিলেন ॥ ৩০

শ্রীহরি তথায় শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া শিবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ এক মাসকাল ফলভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিলেন ॥ ৩১

দ্বিতীয় মাসে মাত্র জলাহারী হইয়া একপদে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিলেন। তৃতীয় মাসে বায়ুভক্ষণ করত পদের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে ভর দিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

(এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাস অতিবাহিত করিলেন) ষষ্ঠ মাসে ভগবান্ চন্দ্রশেখরধারী রুদ্রদেব তাঁহার ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া সোমমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন ॥ ৩৩

দেবদেব শঙ্কর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে বৃষবাহনে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪

শঙ্কর বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহামতে কৃষ্ণ! আমি তোমার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৩৫

হে যাদবনন্দন! এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণকারী, আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে কাহারও বাসনা অপূর্ণ থাকে না ॥ ৩৬

ব্যাসদেব কহিলেন,—ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করকে পরিতুষ্ট দর্শন করিয়া প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৩৭

তারপর সুরেশ্বর সনাতন বাসুদেব শম্ভুর সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

কৃষ্ণ কহিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! হে বিশ্বযোনে! আপনি অখিললোকের আত্তিনাশ করেন। আপনি ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আপনি দেবশত্রুদিগের নিহন্তা, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ নমস্তুভ্যং শূলিনে তে নমো নমঃ।
শৈলজাবল্লভায়াথ যজ্ঞঘ্নায় নমোঽস্তু তে ॥ ৪০
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং দর্শনাত্তব সুব্রত।
জন্ম মে সফলং জাতং নত্বা তে পাদপঙ্কজম্ ॥ ৪১
বদ্ধোঽহং স্ত্রীময়ৈঃ পাশৈঃ সংসারেঽস্মিন্ জগদ্গুরো।
শরণং তেঽদ্য সম্প্রাপ্তো রক্ষণার্থং ত্রিলোচন ॥ ৪২
সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম খিন্নোঽহং দুঃখনাশন।
ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তং ভবভীতং ভবাধুনা ॥ ৪৩
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং প্রাপ্তং মদনদাহক
জন্মতঃ কংসভয়জনমুদ্বিগ্নং গোকুলে ॥ ৪৪
জাতোঽহং নন্দ.গোপালো বল্লবাজ্ঞাকরস্তথা।
গোরজঃ কীর্ণকেশস্তু ভ্রমন্ বৃন্দাবনে বনে ॥ ৪৫
ম্লেচ্ছরাজভয়ত্রস্তো গতো দ্বারবতীং পুনঃ
ত্যক্ত্বা পিত্র্যং শুভং দেশং মাথুরং দুর্লভং বিভো ॥ ৪৬
যযাতিশাপবদ্ধেন তস্মৈ দত্তং ভয়াদ্ বিভো।

রাজ্যং সুপুষ্টমপি চ ধর্ম্মরক্ষাপরেণ চ ॥ ৪৭
উগ্রসেনস্য দাসত্বং কৃতং বৈ সর্ব্বদা ময়া।
রাজাসৌ যাদবানাং বৈ কৃতো নঃ পূর্ব্বজৈঃ কিল ॥ ৪৮
গার্হস্থ্যং দুঃখদং শম্ভো স্ত্রীবশ্যং ধর্ম্মখণ্ডনম্
পারতন্ত্র্যং সদা বন্ধামোক্ষবার্ত্তাত্র দুর্লভা ॥ ৪৯
রুক্মিণ্যাস্তনয়ান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যা জাম্ববতী মম।
প্রেরয়ামাস পুত্রার্থং তপসে মদনান্তক ॥ ৫০
সকামেন ময়া তপ্তং তপঃ পুত্রার্থমদ্য বৈ।
লজ্জা ভবতি দেবেশ প্রার্থনায়াং জগদ্গুরো ॥ ৫১
কস্ত্বামারাধ্য দেবেশং মুক্তিদং ভক্তবৎসলম্।
প্রসন্নং যাচতে মূঢ়ঃ ফলং তুচ্ছং বিনাশি যৎ ॥ ৫২
সোঽহং মায়াবিমূঢ়াত্মা যাচে পুত্রসুখং বিভো।
কামিন্যা প্রেরিতঃ শম্ভো মুক্তিদং ত্বাং জগৎপতে ॥ ৫৩
জানামি দুঃখদং শম্ভো সংসারং দুঃখসাধনম্।
অনিত্যং নাশধর্ম্মানং তথাপি বিরতির্ন মে ॥ ৫৪

হে নীলকণ্ঠ! আপনাকে নমস্কার করি। হে শূলিন্! আপনাকে বার বার প্রণাম করি। হে শৈলজাবল্লভ! আপনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪০

হে সুব্রত! আমি দর্শন লাভ করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইলাম। আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া অদ্য আমার জন্ম সফল হইল ॥ ৪১

হে জগদ্গুরো! হে ত্রিলোচন! আমি স্ত্রীরূপ পাশসমূহের দ্বারা এই সংসারে বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে রক্ষা পাইবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৪২

হে দুঃখ-নাশন! আমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি। সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৩

হে মদনদাহক! আমি গর্ভবাসে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, তাহার পর জন্মাবধি গোকুলে কংসের ভয়ে অনেক কষ্ট পাইয়াছি ॥ ৪৪

তথায় আমি নন্দের গোপাল হইয়া গোপদিগের আজ্ঞা বহন করত গোধূলিধূসর কেশে বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি ॥ ৪৫

হে বিভো! আমি ম্লেচ্ছরাজের ভয়ে রমণীয় দুর্লভ পৈতৃক বাসস্থান মথুরা দেশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৬

হে বিভো! আমি যযাতির শাপে ধর্ম্ম রক্ষায় তৎপর হইয়া ভয়ে ধনসমৃদ্ধ রাজ্য উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছি এবং সর্ব্বদা উগ্রসেনের দাসত্ব করিতেছি; কারণ, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ তাহাকে যদুবংশের রাজা করিয়াছিলেন ॥ ৪৭-৪৮

হে শম্ভো! গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বড়ই ক্লেশকর, তাহাতে স্ত্রীর বশীভূত হওয়ায় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। ইহাতে সর্ব্বদাই পরাধীনতা। সংসার-বন্ধন মোচনের বার্ত্তা ইহাতে দুর্লভ ॥ ৪৯

হে মদনান্তক! আমার ভার্য্যা জাম্ববতী রুক্মিণীর পুত্রদিগকে দেখিয়া পুত্রলাভের জন্য আমাকে তপস্যায় প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৫০

হে দেবেশ! আমি কামনাপরায়ণ হইয়া অদ্য পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছি। হে জগদ্গুরো! এই পুত্র প্রার্থনায় আমার লজ্জা বোধ হইতেছে ॥ ৫১

আপনি ভক্তবৎসল, মুক্তিপ্রদ এবং সকল দেবগণের ঈশ্বর, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি তপস্যা করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করত আপনার নিকট তুচ্ছ, বিনাশী ফল প্রার্থনা করে? ৫২

হে বিভো! হে জগৎপতে! হে শম্ভো! আপনি সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ তাহা জানিয়াও আমি কামিনী-প্রেরিত ও মায়া-মূঢ় হইয়া আপনার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৩

হে শম্ভো! এই সংসার দুঃখপ্রদ, দুঃখের আধার, অনিত্য ও বিনাশশীল, ইহা জানিয়াও আমার ইহাতে বিরতি নাই ॥ ৫৪

শাপান্নারায়ণাংশোঽহং জাতোঽস্মিন্ ক্ষিতিমণ্ডলে।
ভোক্তুং বহুতরং দুঃখং মায়াপাশেন যন্ত্রিতঃ ॥ ৫৫

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং গোবিন্দং প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
বহবস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ শক্রনিসূদন ॥ ৫৬
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং ভবিষ্যতি শতাধিকম্
তাসু পুত্রা দশ দশ ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ॥ ৫৭
ইত্যুক্ত্বোপররামাশু শঙ্করঃ প্রিয়দর্শনঃ।
উবাচ গিরিজা দেবী প্রণতং মধুসূদনম্ ॥ ৫৮
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো সংসারেঽস্মিন্নরাধিপ
গৃহস্থপ্রবরো লোকে ভবিষ্যতি ভবানিহ ॥ ৫৯
ততো বর্ষশতান্তে তু দ্বিজশাপাজ্জনার্দন।
গান্ধার্য্যাশ্চ তথা শাপাদ্ ভবিতা তে কুলক্ষয়ঃ ॥ ৬০
পরস্পরং নিহত্যাজৌ পুত্রাস্তে মদমোহিতাঃ।
গমিষ্যন্তি ক্ষয়ং সর্ব্বে যাদবাশ্চ তথ পরে ॥ ৬১
সানুজস্ত্বং তথা দেহং ত্যক্ত্বা যাস্যসি বৈ দিবম্।
শোকস্তত্র ন কর্ত্তব্যো ভবিতব্যং প্রতি প্রভো ॥ ৬২

আমি নারায়ণের অংশ, কিন্তু শাপবশতঃ মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া বহুতর দুঃখ ভোগ করিবার জন্য এই ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৫৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—গোবিন্দ এইরূপে স্তব করিলে মহেশ্বর তাঁহাকে কহিলেন—হে শক্রনিসূদন। তোমার অনেক পুত্র হইবে ॥ ৫৬

তোমার শতাধিক ষোড়শ সহস্র স্ত্রী হইবে। সেই রমণীদিগের প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশটী করিয়া মহাবলশালী পুত্র উৎপন্ন হইবে ॥ ৫৭

প্রিয়দর্শন শঙ্কর এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তাহার পরে দেবী গিরিজা সেই প্রণত মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ৫৮

হে মহাবাহো। কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। হে নরশ্রেষ্ঠ। তুমি এই সংসারে একজন প্রধান গৃহস্থ হইবে ॥ ৫৯

জনার্দন। তাহার পর শতবর্ষের অবসানে ব্রাহ্মণের শাপে এবং গান্ধারীর শাপে তোমার কুলক্ষয় ঘটিবে ॥ ৬০

তোমার পুত্রগণ ও অন্যান্য যাদবগণ সকলে মদ্যপানে মোহিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬১

তাহার পর তুমি বলরামের সহিত দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে। হে প্রভো। তুমি এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোক করিও না ॥ ৬২

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে।
তত্র শোকো ন কর্ত্তব্যো নূনং মম মতং সদা ॥ ৬৩
অষ্টাবক্রস্য শাপেন ভার্য্যাশ্চ মধুসূদন।
চৌরেভ্যো গ্রহণং কৃষ্ণ গমিষ্যন্তি মৃতে ত্বয়ি ॥ ৬৪

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে শম্ভুঃ সোমঃ সসুরমণ্ডলঃ।
উপমন্যুং প্রণম্যাথ কৃষ্ণেঽপি দ্বারকাং যযৌ ॥ ৬৫
তস্মাদ্ ব্রহ্মাদয়ো রাজন্ সন্তি যদ্যপীশ্বরাঃ
তথাপি মায়াকল্লোলযোগসংক্ষুভিতান্তরাঃ ॥ ৬৬
তদধীনাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে কাষ্ঠপুত্তলিকোপমাঃ ॥ ৬৭
যথ তথা পূর্ব্বভবং কর্ম্ম তেষাং তথা তথা
প্রেরয়ত্যনিশং মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৬৮
ন বৈষম্যং ন নৈর্ঘৃণ্যং ভগবত্যাঃ কদাচন।
কেবলং জীবমোক্ষার্থং যততে ভুবনেশ্বরী ॥ ৬৯
যদি সা নৈব সৃজ্যেত জগদেতচ্চরাচরম্।
তদা মায়া বিনাভূতং জড়ং স্যাদেব নিত্যশঃ ॥ ৭০
তস্মাৎ কারুণ্যমাশ্রিত্য জগজ্জীবাদিকঞ্চ যৎ
করোতি সততং দেবী প্রেরয়ত্যনিশঞ্চ যৎ ॥ ৭১

যাহা অবশ্যম্ভাবী, কিছুতেই তাহার প্রতীকার হয় না, অতএব তদ্বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, ইহাই সর্ব্বদা আমার মত বলিয়া জানিবে ॥ ৬৩

হে মধুসূদন! হে কৃষ্ণ! তুমি দেহত্যাগ করিলে তোমার ভার্য্যাগণ অষ্টাবক্রের শাপে চৌরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে ॥ ৬৪

ব্যাসদেব কহিলেন,—শম্ভু ও গিরিজা এই বলিয়া দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ উপমন্যুকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৬৫

হে রাজন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ যদিও জগতের অধীশ্বর বলিয়া খ্যাত, তথাপি তাঁহারা মায়ানদীর তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ হইতেছেন এবং তাঁহারা সকলেই কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় মায়ার অধীন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৬৬-৬৭

তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের যেরূপ যেরূপ কর্ম্ম ছিল, পরব্রহ্মরূপিণী মায়া তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে চালিত করিতেছেন ॥ ৬৮

সেই ভগবতী মায়াতে নির্দ্দয়ভাব বা বৈষম্য কিছুই নাই। সেই ভুবনেশ্বরী মায়া কেবল জীবের মুক্তির জন্যই যত্ন করিতেছেন ॥ ৬৯

যদি সেই জগদীশ্বরী এই চরাচর জগতের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে এই জগৎ জড়বৎ হইয়া মায়ায় বিলীন হইয়া যাইত ॥ ৭০

তস্মাদ্ ব্রহ্মাদিমোহেঽস্মিন্ কর্তব্যঃ সংশয়ো ন হি
মায়ান্তঃপাতিনঃ সর্বে মায়াধীনাঃ সুরাসুরাঃ ॥ ৭২

স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশী স্বেচ্ছাসঞ্চারবিহারিণী।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ সেবনীয়া মহেশ্বরী ॥ ৭৩

নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং পরাশক্তেঃ পদস্মৃতিঃ ॥ ৭৪

মাভূত্তত্র কুলে জন্ম যত্র দেবী ন দৈবতম্
অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ॥ ৭৫

ইত্যভেদেন তাং নিত্যাং চিন্তয়েজ্জগদম্বিকাম্।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদেনাং বেদান্তশ্রবণাদিভিঃ ॥ ৭৬

নিত্যমেকাগ্রমনসা ভাবয়েদাত্মরূপিণীম্।
মুক্তো ভবতি তেনাশু নান্যথা কর্মকোটিভিঃ ॥ ৭৭

শ্বেতাশ্বতরাদয়ঃ সর্বে ঋষয়ো নির্মলাশয়াঃ।
আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বা বিমুক্তা ভববন্ধনাৎ ॥ ৭৮

ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়স্তদ্বৎ গৌরীলক্ষ্ম্যাদয়স্তথা।
তামেব সমুপাসন্তে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৭৯

ইতি তে কথিতং রাজন্ যদ্‌যৎ পৃষ্টং ত্বয়ানঘ।
প্রপঞ্চতাপত্রাণেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৮০

এতৎ তে কথিতং রাজন্ ময়াখ্যানমনুত্তমম্।
সর্বপাপহরং পুণ্যং পুরাণং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮১

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণং বেদসম্মিতম্
সর্বপাপবিনির্মুক্তো দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮২

সূত উবাচ

এতন্ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ কথ্যমানং সবিস্তরম্।
পুরাণং পঞ্চমং নূনং শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধম্ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেব্যা সর্বেশ্বরত্বকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

চতুর্থস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

(অর্ধাধিকৈর্বসু-বিধু-যুগ-বিশ্বম্ভরাভিধৈঃ
পদ্যৈশ্চতুর্থস্কন্ধে ঽয়ং কথিতো ব্যাসনির্মিতৈঃ ॥)

সেই কারণে দেবী ভগবতী দয়া করিয়া এই নিখিল জগৎ ও জীবাদি সৃষ্টি করেন এবং সতত তাহাদিগকে কর্মানুসারে পরিচালিত করেন ॥ ৭১

অতএব ব্রহ্মাদিরও মোহবিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়; কারণ, দেব-দৈত্য সকলেই মায়ার অন্তর্গত ও মায়ার অধীন ॥ ৭২

হে রাজন্! একমাত্র সেই সুরেশ্বরী মায়াই স্বাধীনা থাকিয়া আপনার ইচ্ছাবশে বিহার ও বিচরণ করেন, এতএব সর্বপ্রকারে সেই মহেশ্বরীর সেবা করিবে ॥ ৭৩

এই জগত্ত্রয়ে তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই। সেই পরাশক্তির পদস্মরণেই জন্ম সফল হয় ॥ ৭৪

সেই দেবী যে বংশের অভীষ্ট দেবতা নহেন, যেন সেই বংশে জন্ম না হয়। আমিই সেই দেবী, অন্য নহি; আমিই ব্রহ্ম, শোকভাগী নহি ॥ ৭৫

এইরূপ অভেদজ্ঞানে সেই নিত্যা জগদম্বিকার চিন্তা করিবে। প্রথমে গুরুমুখে, তাহার পর বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া একাগ্রচিত্তে সেই আত্মরূপিণী ভগবতীর চিন্তা করিবে। তাহা হইলেই জীব সত্বর মুক্তিলাভ করিতে পারে। নতুবা কোটি কোটি কর্ম করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৭৬ ৭৭

শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি নির্মলাশয় ঋষিগণ সেই আত্মরূপিণী ভগবতীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন ॥ ৭৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি এবং গৌরী লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেই সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭৯

হে নিষ্পাপ! হে রাজন্! তুমি সংসার-বন্ধন হইতে ভীত হইয়া আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিকট সকলই কহিলাম। সম্প্রতি আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা বল ॥ ৮০

হে রাজন্! আমি তোমার নিকট সর্বপাপবিনাশক পবিত্র অত্যদ্ভুত অনুত্তম পুরাণ উপাখ্যান কীর্তন করিলাম ॥ ৮১

যে ব্যক্তি এই বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ শ্রবণ করে, সে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সসম্মানে দেবীলোকে বাস করে ॥ ৮২

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-নামক এই পঞ্চম পুরাণ আমার নিকট বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহার মুখে ইহা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনাদের নিকট সেইরূপ বলিলাম ॥ ৮৩

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় চতুর্থ স্কন্ধে দেবীর সর্বেশ্বরত্বকথননামক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত।

[বেদব্যাসবিরচিত সার্দ্ধ ১৪ ১৮ সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা কথিত এই চতুর্থস্কন্ধ সম্পূর্ণ হইল।]

পঞ্চমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণস্য শিবারাধনাবিষয়ে জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, তদুত্তররূপেণ ব্যাসকর্তৃকং বিষ্ণুতঃ শিবস্য প্রাধান্যকথনম্, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনামপি যোগমায়াধীনত্ববর্ণনঞ্চ।]

ঋষয় ঊচুঃ

ভবতা কথিতং সূত মহদাখ্যানমুত্তমম্
কৃষ্ণস্য চরিতং দিব্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১
সন্দেহোঽত্র মহাভাগ বাসুদেবকথানকে
জায়তে নঃ প্রোচ্যমানেঽবিস্তরেণ মহামতে ॥ ২
বনে গত্বা তপস্তপ্তং বাসুদেবেন দুষ্করম্।
বিষ্ণোরংশাবতারেণ শিবস্যারাধনং কৃতম্ ॥ ৩
বরপ্রদানং দেব্যা চ পার্ব্বত্যা যৎ কৃতং পুনঃ।
জগন্মাতুশ্চ পূর্ণায়াঃ শ্রীদেব্যা অংশভূতয়া ॥ ৪
ঈশ্বরেণাপি কৃষ্ণেন কৃতস্তৌ সম্প্রপূজিতৌ।
ন্যূনতা বা কিমস্তাস্য তাদৃশং সংশয়ো মম ॥ ৫

সূত উবাচ

শৃণুধ্বং কারণং তত্র মযা ব্যাসমুখাচ্ছ্রুতং যৎ
প্রব্রবীমি মহাভাগাঃ কথাং কৃষ্ণগুণান্বিতাম্ ॥ ৬
বৃত্তান্তং ব্যাসতঃ শ্রুত্বা বৈরাটীসুতজন্তদা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ মেধাবী সন্দেহং পরমং গতঃ ॥ ৭

জনমেজয় উবাচ

সম্যক্ সত্যবতীসূনো শ্রুতং পরমকারণম্।
তথাপি মনসো বৃত্তিঃ সংশয়ং ন বিমুঞ্চতি ॥ ৮
কৃষ্ণেনারাধিতঃ শম্ভুস্তপস্তপ্ত্বাতিদারুণম্।
বিস্ময়োঽয়ং মহাভাগ দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৯
যঃ সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্বেশঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ প্রভুঃ।
স কথং কৃতবান্ ঘোরং তপঃ প্রাকৃতবদ্ধরিঃ ॥ ১০

প্রথম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের শিবারাধনাবিষয়ে জনমেজয়ের প্রশ্ন, তাহার উত্তররূপে ব্যাসকর্তৃক বিষ্ণু হইতে শিবের প্রাধান্যকথন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরও যোগমায়াধীনত্ব বর্ণন।]

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! তুমি সর্ব্বপাপনাশক দিব্য উত্তম সুমহৎ কৃষ্ণচরিত্রকাহিনী বর্ণন করিয়াছ ॥ ১

কিন্তু হে মহাভাগ! মহামতে! বাসুদেবকথা সংক্ষেপে বর্ণনা করায় আমাদের নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২

যথা বিষ্ণুর অংশাবতার বাসুদেব বনে গিয়া দুষ্কর তপস্যা করেন এবং সেই তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনা করেন ॥ ৩

শ্রীদেবীর অংশভূতা পূর্ণা জগদম্বিকা পার্ব্বতী যে তাঁহাকে বরদান করেন ॥ ৪

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইয়াও কেন তাঁহাদের পূজা করিলেন? তবে কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন? ইহাই আমাদের সংশয়। ৫

সূত বলিলেন,—হে মহাভাগ ঋষিগণ! আমি তদ্বিষয়ে যে কারণ বেদব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ করিতেছি ॥ ৬

পরীক্ষিত-নন্দন মেধাবী জনমেজয় বেদব্যাসের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহাপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭

জনমেজয় বলিলেন,—হে সত্যবতীনন্দন! পরম কারণ-স্বরূপ ভগবতীর তত্ত্ব আপনার নিকট সম্যক্ শ্রবণ করিয়াও আমার মনের সংশয় দূর হইতেছে না ॥ ৮

হে মহাভাগ! দেবাদিদেব বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ অতি কঠোর তপস্যায় শম্ভুর আরাধনা করিয়াছিলেন, ইহাই আমার বিস্ময়ের কারণ ॥ ৯

যিনি সকল জীবের আত্মা, সর্ব্বজগতের অধিপতি এবং সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ, সেই হরি প্রাকৃত মানুষের মত কি জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন? ১০

জগৎ কর্ত্তুং ক্ষমঃ কৃষ্ণস্তথা পালয়িতুং ক্ষমঃ।
সংহর্ত্তুমপি কস্মাৎ স দারুণং তপ আচরেৎ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ

সত্যমুক্তং ত্বয়া রাজন্ বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ
ক্ষমঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু দেবানাং দৈত্যসূদনঃ ॥ ১২

তথাপি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ পরমেশ্বরঃ।
কৃতবান্ মানুষান্ ভাবান্ বর্ণাশ্রমসমাশ্রিতান্ ॥ ১৩

বৃদ্ধানাং পূজনঞ্চৈব গুরুপাদাভিবন্দনম্
ব্রাহ্মণানাং তথা সেবা দেবতারাধনং তথা ॥ ১৪

শোকে শোকাভিযোগশ্চ হর্ষে হর্ষসমুন্নতিঃ।
দৈন্যং নানাপবাদাশ্চ স্ত্রীষু কামোপসেবনম্ ॥ ১৫

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ কালে কালে ভবন্তি হি
তথা গুণময়ে দেহে নির্গুণত্বং কথং ভবেৎ ॥ ১৬

সৌবলীশাপজাদ্দোষাত্তথা ব্রাহ্মণশাপজাৎ
নিধনং যাদবানান্তু কৃষ্ণদেহস্য মোচনম্ ॥ ১৭

হরণং লুণ্ঠনং তদ্বৎ তৎপত্নীনাং নরাধিপ
অর্জ্জুনস্যাস্ত্রমোক্ষে চ ক্লীবত্বং তস্করেষু চ ॥ ১৮

অজ্ঞত্বং হরণে গোহাস্তৎ প্রত্যুয়ানিরুদ্ধয়োঃ।
এবং মানুষদেহেঽস্মিন্ মানুষং খলু চেষ্টিতম্ ॥ ১৯

বিষ্ণোরংশাবতারেঽস্মিন্ নারায়ণমুনেস্তথা।
অংশজে বাসুদেবেঽত্র কিং চিত্রং শিবসেবনে ॥ ২০

স হি সর্ব্বেশ্বরো দেবো বিষ্ণোরপি চ কারণম্
সুষুপ্তস্থাননাথঃ স বিষ্ণুনা চ প্রপূজিতঃ ॥ ২১

তদংশভূতা কৃষ্ণাদ্যাস্তৈঃ কথং ন স পূজ্যতে
অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকারঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২২

মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।
উত্তরোত্তরভাবেনাপ্যুত্তমত্বং স্মৃতং বুধৈঃ ॥ ২৩

অতঃ সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু দেবী সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা।
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥২৪

বিষ্ণোরপ্যধিকো রুদ্রো বিষ্ণুস্তু ব্রহ্মণোঽধিকঃ।
তস্মান্ন সংশয়ঃ কার্য্যঃ কৃষ্ণেন শিবপূজনে ॥ ২৫

যে কৃষ্ণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে সমর্থ, কি জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করিলেন ? ১১

বেদব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, দেবগণের মধ্যে দৈত্যসূদন বাসুদেব জনার্দ্দন সমস্ত কার্য্যেই সমর্থ বটেন, তথাপি সেই পরমেশ্বর মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের সহিত সম্মিলিত মনুষ্য ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ১২-১৩

বৃদ্ধপূজা, গুরুর পাদবন্দনা, ব্রাহ্মণসেবা, দেবতা আরাধনা, শোকসময়ে শোকের আবির্ভাব, হর্ষের সময়ে হর্ষের উদয়, দীনতাপ্রকাশ, অপবাদ এবং স্ত্রীগণের সহিত কামভাব আর সময়ে সময়ে কাম, ক্রোধ বা লোভ মানবমাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। গুণময় দেহ ধারণ করিলে নির্গুণ ভাব কিরূপে হইতে পারে ? সুতরাং মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণও ঐরূপ ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪-১৬

হে রাজন্। সুবলতনয়া গান্ধারী ও ব্রাহ্মণের অভিশাপহেতু যাদববংশ ধ্বংস হইলে ও শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলে দস্যুগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণের হরণ ও ধন-রত্নাদি লুণ্ঠন, দস্যুদিগের প্রতি অর্জ্জুনের অস্ত্রনিক্ষেপে অক্ষমতা, এই সমস্ত মানবদেহের ব্যবহার মাত্র ॥ ১৭-১৮

দ্বারকাপুরস্থ গৃহ হইতে কামদেব ও অনিরুদ্ধের অপহরণ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞতা—এতৎসমস্ত কেবল এই মানবদেহের ব্যবহারমাত্র ॥ ১৯

আরও দেখ, বিষ্ণুর অংশাবতার নারায়ণ ঋষি, আবার তাঁহার অংশাবতার বাসুদেব, অতএব এই বাসুদেব যে শিবসেবা করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ? ২০

সর্ব্বেশ্বর শিব কারণদেহের অধীশ্বর, সুতরাং তিনি কারণ দেহোৎপন্ন সূক্ষ্ম দেহধারী বিষ্ণুরও জনক, অতএব স্বয়ং বিষ্ণু ও তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২১

কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার সেই বিষ্ণুর অংশমাত্র, অতএব তাঁহারা শিবপূজা করিবেন না কেন ? 'অ'কার ভগবান্ ব্রহ্মা, 'উ'কার স্বয়ং বিষ্ণু, আর 'ম'কার স্বয়ং রুদ্র এবং অর্দ্ধমাত্রাই মহেশ্বরী। অতএব বুধগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তর উত্তরের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২২-২৩

এইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে দেবীকেই সর্ব্বোত্তমা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দেবীই বিশেষতঃ অনুচ্চারণীয়া অর্দ্ধমাত্রা ॥ ২৪

ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু প্রধান, বিষ্ণু হইতে শিব প্রধান। অতএব বিষ্ণু কর্ত্তৃক শিব-পূজায় সংশয় করা উচিত নহে ॥ ২৫

ইচ্ছয়া ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্ বরদানার্থমুদ্ভবৌ
মূলরুদ্রস্যাংশভূতো রুদ্রনামা দ্বিতীয়কঃ ॥ ২৬
সোঽপি পূজ্যোঽস্তি সর্ব্বেষাং মূলরুদ্রস্য কা কথা
দেবীতত্ত্বস্য সান্নিধ্যাত্তত্তমত্বং স্মৃতং শিবে ॥ ২৭
অবতারা হরেরেবং প্রভবন্তি যুগে যুগে
যোগমায়াপ্রভাবেণ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮
যা নেত্রপক্ষ্মপরিসঙ্কলনেন সম্যগ্
বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি নিগূঢ়ভাবা
সৈষা করোতি সততং ক্রতিণাচ্যুতেশান্
নানাবতারকলনে পরিভূয়মানান্ ॥২৯
সূতীগৃহাদ্ ব্রজনমপ্যনয়া নিযুক্তং
সঙ্গোপিতশ্চ ভবনে শিশুপালরাজ্ঞঃ।
সম্প্রাপিতশ্চ মথুরাং বিনিযোজিতশ্চ
শ্রীদ্বারকাপ্রণয়নে নমু ভীতচিত্তঃ ॥ ৩০
নির্ম্মায় ষোড়শসহস্রশতার্দ্ধকান্তা
নার্য্যোঽষ্ট সম্মততরা স্বকলাসমুত্থা।
তাসাং বিলাসবশগস্ত বিধায় কামং
দাসীকৃতো হি ভগবাননয়াপানস্তঃ ॥ ৩১

একাপি বন্ধনবিধৌ যুবতীসমর্থা
পুংসো যথা সুদৃঢ়লৌহময়স্তু দাম।
কিং নাম ষোড়শসহস্রশতার্দ্ধকাস্তে
তং স্বীকৃতং শুকমিবাভিনিবন্ধয়ন্তি ॥৩২
সাত্রাজিতী বশগতেন মুদান্বিতেন
প্রাপ্তঃ সুরেন্দ্রভবনং হরিণা তদানীম্।
কৃত্বা মৃধং মঘবতা বিহৃতস্তরুণা-
মীশঃ প্রিয়া সদনভূষণতাং য আপ ॥ ৩৩
যো ভীমজাং হি হৃতবাঞ্ছিশুপালকাদীন্
ছিত্বা বিধিং নিখিলধর্ম্মকৃতং বিধিৎসুঃ।
জগ্রাহ তাং নিজবলেন চ ধর্ম্মপত্নীং
কোঽসৌ বিধিঃ পবকলত্রহৃতৌ বিজাতঃ ॥ ৩৪
অহঙ্কারবশঃ প্রাণী করোতি চ শুভাশুভম্।
বিমূঢ়ো মোহজালেন তৎকৃতেনাভিপাতিনা ॥ ৩৫
অহঙ্কারাদ্ধি সঞ্জাতমিদং স্থাবর-জঙ্গমম্
মূলাদ্ধরিহরাদীনামুগ্রাৎ প্রকৃতিসম্ভবাৎ ॥ ৩৬

শিবারাধনপরায়ণ ব্রহ্মাকে বরদান করিবার নিমিত্ত রুদ্রের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মার ললাট হইতে মূল রুদ্রের অংশ দ্বিতীয় রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৬

তিনিও সকলের পূজনীয়। মূল রুদ্রেরও কথাই নাই। পরমাত্ম-স্বরূপিণী দেবীর সান্নিধ্যবশতঃ শিবের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৭

যোগমায়ার প্রভাবে যুগে যুগে শ্রীহরির এইরূপ অনেক অবতার হইয়া থাকে। এবিষয়ে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন ॥ ২৮

যিনি প্রচ্ছন্নভাবে নেত্রনিমেষমাত্র সম্যক্ প্রকারে বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করিতেছেন, সেই যোগমায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবকে নানাবতার গ্রহণ করাইয়া ক্লেশযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ২৯

কৃষ্ণকে সূতিকাগৃহ হইতে ব্রজপুরে প্রেরণ, নন্দের গৃহে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা, পরে কৃষ্ণের মথুরাপ্রাপ্তি এবং জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকানগরী স্থাপন, এসমস্তই যোগমায়ার কার্য্য ॥৩০

তিনি ষোড়শসহস্র পঞ্চাশৎ রমণী এবং নিজ অংশ হইতে প্রধান অষ্টনায়িকা উৎপাদন করিয়া অনন্তের অবতার-স্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণকে তাহাদিগের বিলাসভোগের জন্য বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণ দাসস্বরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৩১

যখন একটী মাত্র যুবতীও সুদৃঢ় লৌহ নির্ম্মিত বন্ধনের ন্যায় মায়াজালে পুরুষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, তখন পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী যে সেই কৃষ্ণকে পালিত শুকের ন্যায় গাঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ৩২

সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভামার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত-পুষ্প হরণ করিতে সংঘর্ষে ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। পরে সুরপতি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তরুরাজ পারিজাত তরু হরণ করিয়া তাহা প্রিয়তমা সত্যভামার আলয়ে ভূষণ-স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৩

নিখিল ধর্ম্মকার্য্যবিধানাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণ বীয় বাহুবলে শিশুপাল প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া শিশুপাল উদ্দেশ্যে বাগ্দত্তা ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া তাঁহাকে আবার ধর্ম্ম-পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বল দেখি পরস্ত্রী হরণবিধি কোথা হইতে আসিল ? এবং কোথায় রহিল ? ৩৪

প্রাণিগণ দেহ ধারণমাত্রেই একেবারে অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং অহঙ্কারজনিত অধঃপতনকারী মোহজালে বিমোহিত হইয়া শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৩৫

প্রকৃতি-সম্ভূত ভীষণ অহঙ্কার হইতে হরি-হর প্রভৃতির সৃষ্টি, সুতরাং স্থাবর-জঙ্গমময় জগৎ সেই অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন ॥ ৩৬

অহঙ্কারপরিত্যক্তো যদা ভবতি পঞ্চজঃ।
তদা বিমুক্তো ভবতি নোচেৎ সংসারকর্ম্মকৃৎ ॥ ৩৭
তস্মাত্তস্ত বিমুক্তো হি বন্ধস্তদ্বশতাং গতঃ।
ন নারী ন ধনং গেহং ন পুত্রা ন সহোদরাঃ ॥ ৩৮
বন্ধনং প্রাণিনাং রাজন্নহঙ্কারস্তু বন্ধকঃ
অহং কর্ত্তা ময়া চেদং কৃতং কার্য্যং বলীয়সা ॥ ৩৯
করিষ্যামি করোম্যেবং স্বয়ং বধ্নাতি প্রাণভৃৎ।
কারণেন বিনা কার্য্যং ন সম্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ৪০
যথা ন দৃশ্যতে জাতো মৃৎপিণ্ডেন বিনা ঘটঃ।
বিষ্ণুঃ পালয়িতা বিশ্বস্যাহঙ্কারসমন্বিতঃ ॥ ৪১
অন্যথা সর্ব্বদা চিন্তাম্বুধৌ মগ্নঃ কথং ভবেৎ।
অহঙ্কারবিমুক্তস্তু যদা ভবতি মানবঃ ॥ ৪২
অবতারপ্রবাহেষু কথং মজ্জেচ্ছ্রিতাশ্রয়ঃ
মোহমূলমহঙ্কারঃ সংসারস্তৎসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহো ন চ সংসৃতিঃ।
ত্রিবিধঃ পুরুষঃ প্রোক্তঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা ॥ ৪৪
তামসস্তু মহারাজ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিষু।
ত্রিবিধত্রিষু রাজেন্দ্র কাজেশাদিষু সর্ব্বদা ॥ ৪৫
অহঙ্কারঃ সদা প্রোক্তো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অহঙ্কারেণ তেনৈব বদ্ধা এতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
মায়াবিমোহিতা মন্দাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
করোতি স্বেচ্ছয়া বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ॥ ৪৭
মন্দোঽপি দুঃখগহনে গর্ভবাসেঽতিসঙ্কটে।
ন করোতি মতিং বিদ্বান্ কথং কুর্য্যাৎ স চক্রভৃৎ ॥ ৪৮
কৌশল্যা-দেবকীগর্ভে বিষ্ঠামলসমাকুলে।
স্বেচ্ছয়া প্রবদন্ত্যাদ্যা গতো হি মধুসূদনঃ ॥ ৪৯
বৈকুণ্ঠসদনং ত্যক্ত্বা গর্ভবাসে সুখং নু কিম্।
চিন্তাকোটিসমুত্থানে দুঃখদে বিষসন্নিভে ॥ ৫০
তপস্তপ্ত্বা ক্রতূন্ কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
ন বাঞ্ছন্তি যতো লোকা গর্ভবাসং সুদুঃখদম্ ॥ ৫১
স কথং ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ববশশ্চেজ্জনার্দ্দনঃ।
গর্ভবাসাকুলিভূয়াদ্ভবেৎ স্ববশতা যদি ॥ ৫২
জানীহি ত্বং মহারাজ যোগমায়াবশে জগৎ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং দেব-মানুষতির্য্যগম্ ॥ ৫৩

ব্রহ্মা যখন অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হন, তখনই মুক্ত; তাহা না হইলে সংসার কার্য্য করেন ॥ ৩৭

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেই জীব বিমুক্ত হয়, অহঙ্কারের বশীভূত হইয়াই বদ্ধ হয়। হে রাজন্! কামিনী, কাঞ্চন, গৃহ, পুত্র এবং সহোদর প্রাণিগণের বন্ধনের হেতু নহে, অহঙ্কারই বন্ধনের হেতু। অহংবুদ্ধিতে আমি বলবান্, আমি এই কার্য্য করিয়াছি, করিয়াছি বা করিব এইরূপ জ্ঞান দ্বারাই জীব স্বয়ংই আবদ্ধ হয়। কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; যেমন মৃৎপিণ্ড ব্যতীত ঘট উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বিষ্ণু অহঙ্কাররূপ কারণের সাহায্যেই বিশ্ব পালন করিয়া থাকেন ॥ ৩৮-৪১

অহঙ্কার সম্বন্ধ না থাকিলে বিষ্ণু জগৎপালন চিন্তা-সাগরে মগ্ন থাকিবেন কেন? মনুষ্য অহঙ্কার বিমুক্ত হইলে নির্মলাশয় হয়, তখন সে সংসারপ্রবাহে পতিত হয় না। অহঙ্কার না থাকিলে বিষ্ণুকেও অবতার-প্রবাহ ভোগ করিতে হইত না। অহঙ্কার হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে সংসার। অহঙ্কার-বিহীন পুরুষের মোহ হয় না, সুতরাং সংসারেও প্রবৃত্তি হয় না। হে মহারাজ! অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিতেও এই ত্রিবিধ অহঙ্কার আছে। এই ত্রিবিধ অহঙ্কার ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবে সর্ব্বদা অবস্থিত ॥ ৪২-৪৫

ব্রহ্মা, হরি এবং হর ইঁহাদের প্রত্যেকে যে ত্রিবিধ অহঙ্কারে সতত বর্ত্তমান, ইহা তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, অতএব ইঁহারা সেই অহঙ্কার দ্বারাই বদ্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৪৬

পণ্ডিতেরাও মায়ায় বিমোহিত মন্দবুদ্ধি হইয়া বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু স্বেচ্ছায় নানা অবতাররূপে জন্মিয়া থাকেন ॥ ৪৭

কিন্তু যখন মূর্খেরাও বহু ক্লেশকর অনতিপ্রসন্ত অতিসঙ্কটপূর্ণ গর্ভবাসে অভিলাষী হয় না, তখন চক্রধারী বিষ্ণু কেন গর্ভবাস ইচ্ছা করিবেন? ৪৮

বিষ্ণু কৌশল্যা ও দেবকীর বিষ্ঠা-মল-দূষিত গর্ভে নিজ ইচ্ছায় আসিয়াছেন, এই কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন ॥ ৪৯

কিন্তু বিষ্ণু ক্লেশকর শত শত চিন্তার উদয়স্থান বিষময় সেই গর্ভে বৈকুণ্ঠবাস ত্যাগ করিয়া কি সুখে বাস করিবেন? ৫০

লোকসকল সুদুঃসহ গর্ভবাস ক্লেশ অতিক্রম করিবে বলিয়া তপস্যা, যজ্ঞ এবং নানাবিধ দান করিয়া থাকে ॥ ৫১

জনার্দন ভগবান্ বিষ্ণু যদি স্বাধীন হইতেন, তবে কখনই সেই গর্ভবাস কামনা করিতেন না ॥ ৫২

অতএব মহারাজ! স্থির জানিবেন, দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ অধিক কি ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সেই যোগমায়ার অধীন ॥ ৫৩

মায়াতন্ত্রীনিবদ্ধা যে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাদয়ঃ
ভ্রমন্তি বদ্ধমায়াস্তি লীলয়া চোর্ণনাভিবৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণূপেক্ষয়া রুদ্রস্য প্রাধান্য-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার মায়াতন্তু দ্বারা বদ্ধ, সুতরাং মায়াবদ্ধ হইয়াও ঊর্ণনাভের ন্যায় তাঁহারা ক্রীড়া-বাসনায় ভ্রমণ ও বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৪

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে বেদব্যাস-বিরচিত অষ্টাদশ সাহস্রী সংহিতায় পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণু অপেক্ষা শিবের প্রাধান্য বর্ণন নামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দেব্যা মহিমবর্ণনপ্রসঙ্গেন মহিষাসুরস্যোৎপত্তিকথনম্।]

রাজোবাচ।

যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোঽয়ং কথিতশ্চাপি বিস্তরাৎ।
ব্রূহি তচ্চরিতং স্বামিন্ শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥ ১
মহাদেবীপ্রভাবং বৈ শ্রোতুং কো নাভিবাঞ্ছতি।
যো জানাতি জগৎ সর্ব্বং তত্তৎপন্নং চরাচরম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ মহামতে
শ্রদ্দধানায় শান্তায় ন ব্রূয়াৎ স তু মন্দধীঃ ॥ ৩

পুরা যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং দেব-দানবসেনয়োঃ।
পৃথিব্যাং পৃথিবীপাল মহিষাখ্যে মহীপতৌ ॥ ৪
মহিষো নাম রাজেন্দ্র চকার তপ উত্তমম্।
গত্বা হেমগিরৌ চোগ্রং দেববিস্ময়কারকম্ ॥ ৫
বর্ষাণামযুতং পূর্ণং চিন্তয়ন্ হৃদি দেবতাম্।
তস্য তুষ্টো মহারাজ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৬
তত্রাগত্যাব্রবীদ্ বাক্যং হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ
বরং বরয় ধর্মাত্মন্ দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

[দেবীর মহিমাবর্ণনপ্রসঙ্গে মহিষাসুরের উৎপত্তিকথন।]

রাজা কহিলেন,—দেব! আপনি মহামায়া যোগেশ্বরীর প্রভাব অতিবিস্তারে বর্ণন করিলেন, এক্ষণে তাঁহার চরিত্র-বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বর্ণন করুন ॥ ১

সেই মহেশ্বরী হইতেই এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন, ইহা জানিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মহাদেবীর মহিমা শুনিতে ইচ্ছা না করে? ২

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে মহামতে রাজন্! আমি তোমার নিকট সেই কথা সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত ও শান্ত ব্যক্তির নিকট উহা বর্ণনা না করে, তাহার বুদ্ধি অতি নীচ ॥ ৩

হে মহীপাল! পূর্ব্বে যখন মহিষাসুর নামক এক অসুর পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল, ঐ সময়ে দেব ও দানব-সৈন্যের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥ ৪

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহিষাসুর সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া দেবতাদিগের বিস্ময়কর অতি উৎকট তপস্যায় রত হইল ॥ ৫

মহারাজ! এইরূপ পূর্ণ অযুত বর্ষকাল মহিষাসুর একাগ্র-চিত্তে ধ্যানস্থ থাকিলে লোকপিতামহ হংসারূঢ় চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক মহিষাসুরকে বলিলেন—হে ধর্মাত্মন্! তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিতেছি ॥ ৬-৭

মহিষ উবাচ

অমরত্বং দেবদেব বাঞ্ছামি ব্রুহিণ প্রভো।
যথা মৃত্যুভয়ং ন স্যাৎ তথা কুরু পিতামহ ॥ ৮

ব্রহ্মোবাচ

উৎপন্নস্য ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
সর্ব্বথা মরণোৎপত্তী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কিল ॥ ৯
নাশঃ কালেন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং দৈত্যপুঙ্গব।
মহামহীধরাণাঞ্চ সমুদ্রাণাঞ্চ সর্ব্বথা ॥ ১০
একং স্থানং পরিত্যজ্য মরণস্য মহীপতে।
প্রব্রূহি তং বরং সাধো যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১১

মহিষ উবাচ

ন দেবাস্মানুষাদ্দৈত্যান্মরণং মে পিতামহ।
পুরুষান্ন চ মে মৃত্যুর্যোষা মাং কা হনিষ্যতি ॥ ১২
তস্মান্মে মরণং নূনং কাঙ্ক্ষিণ্যাঃ কুরু পদ্মজ।
অবলা হন্ত মাং হন্তুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ

যদা কদাপি দৈত্যেন্দ্র নার্য্যাস্তে মরণং ধ্রুবম্।
ন নরেভ্যো মহাভাগ মৃতিস্তে মহিষাসুর ॥ ১৪

ব্যাস উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ যযৌ ব্রহ্মা নিজালয়ম্।
সোঽপি দৈত্যবরঃ প্রাপ নিজং স্থানং মুদান্বিতঃ ॥ ১৫

রাজোবাচ।

মহিষঃ কস্য পুত্রোঽসৌ কথং জাতো মহাবলঃ।
কথঞ্চ মাহিষং রূপং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ।

দনোঃ পুত্রো মহারাজ বিখ্যাতো ক্ষিতিমণ্ডলে।
রম্ভশ্চৈব করম্ভশ্চ দ্বাবাস্তাং দানবোত্তমৌ ॥ ১৭
তাবপুত্রৌ মহারাজ পুত্রার্থং তেপতুস্তপঃ।
বহূন্ বর্ষগণান্ কামং পুণ্যে পঞ্চপদে জলে ॥ ১৮
করম্ভস্তু জলে মগ্নশ্চকার পরমং তপঃ।
বৃক্ষং রসালবটং প্রাপ্য স রম্ভোঽগ্নিমসেবত ॥ ১৯
পঞ্চাগ্নিসাধনাসক্তঃ স রম্ভস্তপদাস্তবৎ।
জ্ঞাত্বা শচীপতির্তূর্ণমুদ্যযৌ দানবো প্রতি ॥ ২০

মহিষ কহিল,—হে পিতামহ! দেবদেব! প্রভো! ব্রুহিণ! যাহাতে মৃত্যুভয় নাই, আমি সেই অমর বর প্রার্থনা করি, আপনি প্রদান করুন ॥ ৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দৈত্যসুন্দর! জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম সুনিশ্চিত। এইরূপে সর্ব্বথা সকল প্রাণীরই মরণ ও উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৯

হে দৈত্যপুঙ্গব! কাল কর্ত্তৃক সমস্ত প্রাণিগণের, উন্নত পর্ব্বতসমূহের এবং মহাসমুদ্রসমূহেরও বিনাশ হয় ॥ ১০

হে সাধো দৈত্যরাজ! তুমি একমাত্র অমরত্ব ব্যতিরেকে যাহা অভিলাষ হয়, প্রার্থনা কর; আমি সেই বর প্রদান করিতেছি ॥ ১১

মহিষ কহিল,—হে পিতামহ! দেব, দানব, মনুষ্য প্রভৃতি পুংজাতি হইতে আমার মৃত্যু হইবে না। অতএব যদি পুরুষ হইতে আমার মৃত্যু না হয়, তবে অবলা নারী আমার কি করিতে পারিবে? ১২

অতএব হে পদ্মজ! স্ত্রী হইতেই আমার মৃত্যু বিধান করুন। অবলা কি প্রকারে আমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে? ১৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! যে কোন সময়েই হউক, স্ত্রী হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে। হে মহাভাগ মহিষাসুর! কোন পুরুষ হইতে তোমার মৃত্যুভয় রহিল না ॥ ১৪

ব্যাসদেব কহিলেন,—লোকপিতামহ মহিষাসুরকে এই বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দানবও হর্ষান্বিত হইয়া নিজালয়ে গমন করিল ॥ ১৫

রাজা জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! মহিষাসুর কাহার পুত্র? সে মহাবলপরাক্রান্ত রাজা হইল কিরূপে? আর কেনই বা সে মহাত্মা হইয়াও মহিষ-দেহ প্রাপ্ত হইল? ১৬

বেদব্যাস কহিলেন,—মহারাজ! দনুরপুত্র রম্ভ ও করম্ভ ভূমণ্ডলে বিখ্যাত এবং দানবগণের প্রধান ছিল ॥ ১৭

মহারাজ! তাহাদের পুত্র ছিল না। পুত্রকামনায় তাহারা পঞ্চনদের পবিত্রজলে গমন পূর্ব্বক বহু বর্ষ কালপর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ১৮

ইহাদের মধ্যে করম্ভ জলে নিমগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যায় নিরত হইল। আর রম্ভ যজ্ঞিয় স্থান রসাল বটবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অগ্নির উপাসনা করিতে লাগিল ॥ ১৯

রম্ভ যখন পঞ্চাগ্নিসাধনায় নিরত হইল, তখন ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দানবদ্বয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ২০

গত্বা পঞ্চনদে তত্র গ্রাহরূপং চকার হ।
বাসবস্তু করম্ভং তং তদা জগ্রাহ পাদয়োঃ। ॥ ২১
নিজঘান চ তং দুষ্টং করম্ভং বৃত্রসূদনঃ।
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রম্ভঃ কোপং পরং গতঃ॥ ২২
স্বশীর্ষং পাবকে হোতুমৈচ্ছচ্ছিত্ত্বা করেণ হ
কেশপাশে গৃহীত্বাশু বামেন ক্রোধসংযুতঃ॥ ২৩
দক্ষিণেন করেণোগ্রং গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্।
ছিনত্তি শীর্ষং তত্তাবদ্ বহ্নিনা প্রতিবোধিতঃ॥ ২৪
উত্তস্থে চ দৈত্য মূর্খোঽসি স্বশীর্ষং ছেত্তুমিচ্ছসি।
আত্মহত্যাতিদুঃসাধ্যা কথং ত্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ২৫
বরং বরয় ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে
মা ম্রিয়স্ব মৃতেনাদ্য কিস্তে কার্য্যং ভবিষ্যতি॥ ২৬

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রম্ভঃ পাবকস্য সুভাষিতম্
ততোঽব্রবীদ্ বচো রম্ভস্তাক্ত্বা কেশকলাপকম্॥ ২৭
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ দেহি মে বাঞ্ছিতং বরম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ স্যান্নঃ পরবলার্দ্দনঃ॥ ২৮
অজেয়ঃ সর্ব্বথা স স্যাদ্দেব-দানব-মানবৈঃ।
কামরূপী মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বলোকাভিবন্দিতঃ॥ ২৯
পাবকস্তু তথেত্যাহ ভবিষ্যতি তবেপ্সিতম্।
পুত্রস্তব মহাভাগ মরণাদ্ বিরমাধুনা॥ ৩০
যস্যাং চিত্তং তু রম্ভ ত্বং প্রমদায়াং করিষ্যতি
তস্যাং পুত্রো মহাভাগ ভবিষ্যতি বলাধিকঃ॥ ৩১

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো বহ্নিনা রম্ভো বচনং চিত্তরঞ্জনম্
শ্রুত্বা প্রণম্য প্রযযৌ বহ্নিং তং দানবোত্তমঃ॥ ৩২
যক্ষৈঃ পরিবৃতং স্থানং রমণীয়ং শ্রিয়ান্বিতম্।
দৃষ্ট্বা চক্রে তদা ভাবং মহিষ্যাং দানবোত্তমঃ॥ ৩৩
মত্তায়াং পূর্ণরূপায়াং বিহায়ান্যাঞ্চ যোষিতম্
সা সমাগাচ্ছ তরসা কাময়ন্তী মুদান্বিতা॥ ৩৪
রম্ভোঽপি গমনং চক্রে ভবিতব্যপ্রণোদিতঃ
সা তু গর্ভবতী জ্ঞাতা মহিষী তস্য বীর্য্যতঃ॥ ৩৫
তাং গৃহীত্বা তু পাতালং প্রবিবেশ মনোহরম্।
মহিষেভ্যশ্চ তাং রক্ষন্ প্রিয়ামনুমতাং কিল॥ ৩৬

অনন্তর বাসব পঞ্চনদে গমন করিয়া কুম্ভীররূপ ধারণ করিলেন, আর সেইরূপে করম্ভদানবের পদযুগল ধারণ করিলেন॥ ২১

বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্র এইভাবে সেই দুষ্ট করম্ভকে বিনাশ করিলেন। রম্ভ ভ্রাতার মৃত্যু বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইল॥ ২২

তখন রম্ভ তৎক্ষণাৎ ক্রোধে বামকরে কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করত তদ্দ্বারা অনলে আহুতি প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণধার খড়্গ লইয়া যেমন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল, তখন অগ্নি তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন,—রে দৈত্য! তুমি মূর্খ; কারণ, তুমি স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছ। আত্মহত্যা অতি ভীষণ, তুমি তাহা করিতে কেন উদ্যত হইয়াছ? ২৩-২৫

তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, মঙ্গল হইবে। এখন মরিও না, মরিলে তোমার কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?২৬

বেদব্যাস কহিলেন,—রম্ভ অগ্নির এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশ পাশ ছাড়িয়া দিয়া বলিল॥ ২৭

হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অভীষ্ট বর প্রদান করুন; যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী শত্রুবল-বিনাশক শিবাংশসম্ভূত একটী পুত্র আমার হয়॥ ২৮

সেই পুত্র যেন সর্ব্বতোভাবে দেব, দানব ও মানবের অজেয়, মহাবীর্য্যবান্, কামরূপী ও সর্ব্বলোককর্ত্তৃক সমাদৃত হয়॥ ২৯

অগ্নি বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার অভিলষিত পুত্র লাভ হইবে। অতএব মরণ হইতে এখন বিরত হও॥ ৩০

হে মহাভাগ রম্ভ! তুমি যে প্রমদাকে কামনা করিবে, তাহাতেই তোমার মহাবলবান্ পুত্র হইবে॥ ৩১

ব্যাসদেব বলিলেন,—অগ্নি এই কথা বলিলে দানবশ্রেষ্ঠ রম্ভ তাঁহার সেই মনোমুগ্ধকর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যক্ষগণে পরিবৃত সুশোভিত রমণীয় স্থানে গমন করিল। তথায় একটী সুরূপা মত্তা মহিষী দর্শনে রম্ভ অন্য রমণী ত্যাগ করিয়া তাহাতেই রতি অভিলাষ করিল। মহিষীও সানন্দে রতি-বাসনায় অবিলম্বে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইল॥ ৩২-৩৪

রম্ভ ভবিতব্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে সঙ্গম করিল। মহিষীও তাহার বীর্য্যে গর্ভবতী হইল॥ ৩৫

তৎপরে সে মনোমত প্রিয়তমাকে অন্য মহিষগণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে লইয়া মনোহর পাতালে গমন করিল॥ ৩৬

কদাচিন্মহিষশ্চাস্ত্রঃ কামার্ত্তস্তামুপাদ্রবৎ
স্বয়মাগত্য তং হন্তুং দানবঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৭
স্বরক্ষার্থং সমাগম্য মহিষং সমতাড়য়ৎ।
সোঽপি তং নিজঘানাশু শৃঙ্গাভ্যাং কামমোহিতঃ ॥ ৩৮
তাড়িতস্তেন শৃঙ্গাভ্যাং তীক্ষ্ণাভ্যাং হৃদয়ে ভৃশম্।
ভূমৌ পপাত তরসা মমার চ বিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৯
মৃতে ভর্ত্তরি সা দীনা ভয়ার্ত্তা বিদ্রুতা ভৃশম্
সা বেগাত্তং বটং প্রাপ্য যক্ষাণাং শরণং গতা ॥৪০
পৃষ্ঠতস্তু গতস্তত্র মহিষঃ কামপীড়িতঃ
কাময়ানস্তু তাং কামী বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ॥ ৪১
রুদতী সা ভৃশং দীনা দৃষ্টা যক্ষৈর্ভয়াতুরা
ধাবমানঞ্চ তং বীক্ষ্য যক্ষাস্ত্রাতুং সমাযযুঃ ॥ ৪২
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং যক্ষাণাঞ্চ হয়ারিণা
শরেণ তাড়িতস্তূর্ণং পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৩
মৃতং রম্ভং সমানীয় যক্ষাস্তে পরমং প্রিয়ম্।
চিতায়াং রোপয়ামাসুস্তস্য দেহস্য শুদ্ধয়ে ॥ ৪৪

মহিষী সা পতিং দৃষ্ট্বা চিতায়াং রোপিতং তদা
প্রবেষ্টুং সা মতিং চক্রে পতিনা সহ পাবকম্ ॥ ৪৫
বার্য্যমাণাপি যক্ষৈঃ সা প্রবিবেশ হুতাশনম্
জ্বালামালাকুলং সাধ্বী পতিমাদায় বল্লভম্ ॥ ৪৬
মহিষস্তু চিতামধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ
রম্ভোঽপ্যস্যদ্ বপুঃ কৃত্বা নিঃসৃতঃ পুত্রবৎসলঃ ॥ ৪৭
রক্তবীজোঽপ্যসৌ জাতো মহিষোঽপি মহাবলঃ
অভিষিক্তস্তু রাজ্যেঽসৌ হয়ারিসুরোত্তমৈঃ ॥ ৪৮
এবং স মহিষো জাতো রক্তবীর্য্যশ্চ বীর্য্যবান্।
অবধ্যস্তু সুরৈর্দৈত্যৈর্দানবৈশ্চ নৃপোত্তম ॥ ৪৯
ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ জন্ম তস্য মহাত্মনঃ।
বরপ্রদানঞ্চ তথা প্রোক্তং সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৫০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

কোন সময়ে অম্ভ এক মহিষ কামার্ত্ত হইয়া উক্ত মহিষীর প্রতি ধাবিত হইলে দানবও তাহার বিনাশের জন্য স্বয়ং ধাবিত হইল ॥ ৩৭

রম্ভ নীয় পত্নীর রক্ষার জন্য আসিয়া সেই মহিষকে আঘাত করিল। সেই কামমোহিত মহিষও অবিলম্বে শৃঙ্গ দ্বারা রম্ভকে আঘাত করিল ॥ ৩৮

মহিষ তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গযুগল দ্বারা তাহার হৃদয়ে নিদারুণ প্রহার করায় রম্ভ সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৯

ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে মহিষী কাতরা হইয়া ভয়ে সত্বর পলায়ন করিল। মহিষী বেগে সেই বট বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া যক্ষগণের শরণাপন্ন হইল ॥ ৪০

কিন্তু সেই কামার্ত্ত বলবীর্য্যমদে উদ্ধত মহিষ মহিষীকে কামনা করত তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৪১

যক্ষেরা দেখিল যে মহিষী ভয়ার্ত্তা, দীনা এবং রোরুদ্যমানা আর তাহার পশ্চাতে মহিষ ধাবমান। তদ্দর্শনে যক্ষগণ মহিষীকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইল ॥ ৪২

মহিষের সহিত যক্ষগণের ঘোর যুদ্ধ হইল। মহিষ তাহাদের শরের দ্বারা আহত হইয়া শীঘ্রই ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৩

যক্ষগণ পরম প্রিয় পাত্র মৃত রম্ভের শরীর শুদ্ধ করিবার জন্য চিতায় স্থাপিত করিল ॥ ৪৪

সেই সময় সেই মহিষী নিজ পতিকে চিতায় আরোপিত দেখিয়া সে পতির সহিত অনলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল ॥ ৪৫

যক্ষেরা নিবারণ করিলেও সেই সাধ্বী প্রিয়তম পতিকে লইয়া জ্বালামালাকুল হুতাসনে প্রবেশ করিল ॥ ৪৬

মহিষী মৃতা হইলে মহাবল মহিষাসুর মাতৃগর্ভ ত্যাগ করিয়া চিতার মধ্যভাগ হইতে উত্থিত হইল। তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইল ॥ ৪৭

রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ হইয়া উৎপন্ন হইল এবং রম্ভের পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত মহিষও তখন উত্থিত হইল। প্রধান প্রধান অসুরেরা তখন মহিষকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৪৮

হে নৃপবর। এই প্রকারে মহিষ এবং বীর্য্যবান্ রক্তবীজ উৎপন্ন হয়। পরে তাহারা দেবতা, দানব এবং মানবগণের অবধ্য হইয়াছিল ॥ ৪৯

হে রাজন্। আমি এই তোমার নিকট মহাবল সেই দানবের জন্ম ও তাহার বরলাভের বিষয় সবিস্তরে সমস্ত বর্ণন করিলাম। ॥ ৫০ ॥

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম স্কন্ধে মহিষাসুরের উৎপত্তিনামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ভূমণ্ডলং বশীভূতং কৃত্বা স্বর্গং জেতুং মহিষাসুরেণ দেবরাজসমীপে দূতস্য প্রেষণম্, দূতবাক্যং শ্রুত্বা দেবরাজস্যোত্তরদানম্, দেবরাজমতং জ্ঞাত্বা দূতেন মহিষাসুরসমীপে তন্নিবেদনম্, তেন মহিষাসুরস্য ক্রোধোক্তিঃ, দেবান্ জেতুং দৈত্যসৈন্যোদ্যোগশ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

এবং স মহিষো নাম দানবো বরদর্পিতঃ
প্রাপ্য রাজ্যং জগৎ সর্ব্বং বশে চক্রে মহাবলঃ ॥ ১
পৃথিবীং পালয়ামাস সাগরান্তাং ভুজার্জিতাম্
একচ্ছত্রাং নিরাতঙ্কাং বৈরিবর্গবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ২
সেনানীশ্চিক্ষুরস্তস্য মহাবীর্য্যো মদোৎকটঃ
ধনাধ্যক্ষস্তথা তাম্রঃ সেনাযূতসমাবৃতঃ ॥ ৩
অসিলোমা তথোদর্কো বিড়ালাক্ষশ্চ বাস্কলঃ।
ত্রিনেত্রোঽথ তথা কালবন্ধকো বলদর্পিতঃ ॥ ৪
এতে সৈন্যযুতাঃ সর্ব্বে দানবা মেদিনীতদা।
আবৃত্য সংস্থিতাঃ কামমুদ্ধাং সাগরমেখলাম্ ॥ ৫
করদাশ্চ কৃতাঃ সর্ব্বে ভূমিপালাঃ পুরাতনাঃ
নিহতা যে বলোদগ্রাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণা বশগা জাতা যজ্ঞভাগসমর্পকাঃ।
মহিষস্য মহারাজ নিখিলে ক্ষিতি মণ্ডলে ॥ ৭

একাতপত্রং তদ্রাজ্যং কৃত্বা স মহিষাসুরঃ।
স্বর্গং জেতুং মনশ্চক্রে বরদানেন গর্ব্বিতঃ ॥ ৮
প্রণিধিং প্রেষয়ামাস হয়ারিস্থ শচীপতিম্।
স সন্দেশহরং শীঘ্রমাহূয়োবাচ দৈত্যরাট্ ॥ ৯
গচ্ছ বীর মহাবাহো দূতত্বং কুরু মেঽনঘ।
ব্রূহি শক্রং দিবং গত্বা নিঃশঙ্কঃ সুরসন্নিধৌ ॥ ১০
মুঞ্চ স্বর্গং সহস্রাক্ষ যথেষ্টং গচ্ছ মাচিরম্।
সেবাং বা কুরু দেবেশ মহিষস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১
স ত্বাং সংরক্ষয়েন্নূনং রাজা শরণমাগতম্
তস্মাত্ত্বং শরণং যাহি মহিষস্য শচীপতে ॥ ১২
নোচেদ্ বজ্রং গৃহাণাশু যুদ্ধায় বলসূদন।
পূর্ব্বৈর্জিতোঽসি চাস্মাকং জানামি তব পৌরুষম্ ॥ ১৩
অহল্যাজার বিজ্ঞাতং বলং তে সুরসত্তম।
যুধ্যস্ব ব্রজ বা কামং যত্র তে রমতে মনঃ ॥ ১৪

তৃতীয় অধ্যায়।

[ভূমণ্ডলকে বশীভূত করিয়া স্বর্গ জয় করিবার জন্য মহিষাসুর কর্ত্তৃক দেবরাজসমীপে দূত প্রেরণ, দূতবাক্য শুনিয়া দেবরাজের উত্তরদান, দেবরাজের মত জানিয়া দূত কর্ত্তৃক মহিষাসুরসমীপে তাহা নিবেদন, ইহাতে মহিষাসুরের ক্রোধোক্তি এবং দেবগণকে জয় করিবার জন্য দৈত্যসৈন্যোদ্যোগ।]

বেদব্যাস বলিলেন,—সেই মহাবীর বরদর্পিত মহিষাসুর এই প্রকারে রাজ্যলাভ করিয়া সমস্ত জগৎ করায়ত্ত করিল ॥ ১

মহিষ বীর ভুজবলে অর্জ্জিত সসাগরা একচ্ছত্রা পৃথিবী নির্ভয়ে ও নিষ্কণ্টকে পালন করিতে লাগিল ॥ ২

এই সময়ে তাহার অতীব বীর্য্যবান্ মদোদ্ধত চিক্ষুর নামে সেনাপতি ছিল এবং বহু সেনা-পরিবৃত তাম্রনামক এক ধনাধ্যক্ষ ছিল ॥ ৩

অসিলোমা, উদর্ক, বিড়ালাক্ষ, ত্রিনেত্র, বাস্কল এবং কালবন্ধ প্রভৃতি বলদর্পিত সেনানায়কগণ তৎকালে বীর সেনায় সাগর-পরিবৃত সমুদ্ধশালী ভূমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪-৫

ক্ষাত্রধর্ম্মে অবস্থিত পরাক্রান্ত ভূপতিগণ মহিষের হস্তে নিহত হইলেন। আর অবশিষ্ট বৃদ্ধ মহীপালগণ তাহার করদ রাজা হইলেন ॥ ৬

মহারাজ! সমগ্র পৃথিবীর ব্রাহ্মণগণ মহিষের বশীভূত হইয়া তাহাকে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজ্য করিয়াও মহিষ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া স্বর্গরাজ্য বিজয়ে অভিলাষী হইল ॥ ৮

অসুরেন্দ্র মহিষ তখন শচীপতি ইন্দ্রের সন্নিধানে দূত প্রেরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্বর দূতকে আহ্বান করিয়া বলিল ॥ ৯

হে মহাবাহু বীর! তুমি আমার দৌত্যকার্য্য কর। হে অনঘ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে দেবলোকে গিয়া দেবগণের সন্নিধানে ইন্দ্রকে বলিবে ॥ ১০

হে সহস্রলোচন! তুমি স্বর্গ ত্যাগ কর এবং অবিলম্বে অভিলষিত স্থানে গমন কর। দেবেশ! অথবা মহাত্মা মহিষের সেবা কর ॥ ১১

তিনি রাজা, তুমি শরণাগত হইলে অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন, অতএব হে শচীনাথ! তুমি মহারাজ মহিষের আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ১২

হে বলসূদন! যদি তাহা করিতে ইচ্ছা না কর, তবে সত্বর যুদ্ধের জন্য বজ্র গ্রহণ কর। তুমি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলে, অতএব আমি তোমার পৌরুষ অবগত আছি ॥ ১৩

হে অহল্যাজার! সুরপতে! তোমার বল আমার পরিজ্ঞাত, অতএব যুদ্ধ কর অথবা যে স্থানে ইচ্ছা হয় গমন কর ॥ ১৪

ব্যাস উবাচ

শ্রুত্বা বচনং তস্য শক্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ
উবাচ তং নৃপশ্রেষ্ঠ স্মিতপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ১৫
ন জানেঽহং মুমন্দাত্মন্ যতস্ত্বং মদদর্পিতঃ।
চিকিৎসাং সঙ্করিষ্যামি রোগস্যাস্য প্রভোস্তব ॥ ১৬
অতঃ পরং করিষ্যামি মূলস্যাস্য নির্মূলনম্।
গচ্ছ দূত তথা ব্রূহি তস্যাগ্রে মম ভাষিতম্ ॥ ১৭
শিষ্টৈর্দূতা ন হন্তব্যাস্তস্মাত্ত্বাং বিসৃজাম্যহম্।
যুদ্ধেচ্ছা চেৎ সমাগচ্ছ ত্বরিতো মহিষীসুতঃ ॥ ১৮
হয়ারে ত্বদ্বলং জ্ঞাতং তৃণাদস্ত্বং জড়াকৃতিঃ।
শৃঙ্গয়োস্তে করিষ্যামি সুদৃঢ়ং শরাসনম্ ॥ ১৯
দর্পঃ শৃঙ্গবলাত্তেঽস্তি বিদিতং কারণং ময়া
বিষাণে তে পরিচ্ছিদ্য সংহরিষ্যামি তদ্বলম্ ॥ ২০
যদ্বলেনাতিপূর্ণস্ত্বং জাতোঽসি বলদর্পিতঃ।
কুশলস্ত্বং তদাঘাতে ন যুদ্ধে মহিষাধম ॥ ২১

ব্যাসদেব কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দূত ইন্দ্রকে সেই কথা বলিলে ইন্দ্র তাহা শ্রবণ করত কুপিত হইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন ॥ ১৫

রে দূত! তুমিত' অতি ক্ষুদ্র প্রাণ, তোমার কেন যে এত মদগর্ব্ব, তাহা ত' জানি না। তবে তোমার প্রভুর এই মদগর্ব্ব রোগের চিকিৎসা আমি অগ্রেই করিব ॥ ১৬

তাহার পরে মূলোচ্ছেদ করিব। দূত! তুমি যাও, তাহার সম্মুখে আমার এই কথা বল ॥ ১৭

দূতগণ সাধুগণের অবধ্য তাই তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। তুমি ফিরিয়া গিয়া মহিষকে বলিবে, রে মহিষনন্দন! যদি তোমার যুদ্ধে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে অবিলম্বে আগমন কর ॥ ১৮

রে মহিষ! তুমি তৃণভোজী ও জড়াকৃতি, সুতরাং তোমার বলবিক্রম আমার অবিদিত নয়। তোমার শৃঙ্গ লইয়া আমি সুদৃঢ় শরাসন নির্ম্মাণ করিব ॥ ১৯

তুমি শৃঙ্গের বলেই দর্প করিতেছ, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি, রে মহিষাধম! তুমি শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত করিতেই পটু। যুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত নও, অতএব তুমি যে শৃঙ্গের বলে পূর্ণ হইয়া বলের দর্প করিতেছ, আমি সেই শৃঙ্গদ্বয় ছেদন করিয়া তোমার বলবীর্য্য সমস্তই নষ্ট করিব ॥ ২০-২১

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তোঽসৌ সুরেন্দ্রেণ স দূতস্ত্বরিতো গতঃ।
জগাম মহিষং মত্তং প্রণম্য প্রত্যুবাচ হ ॥ ২২

দূত উবাচ

রাজন্ দেবাধিপঃ কামং ন ত্বাং বিগণয়ত্যসৌ।
মন্যতে স্ববলং পূর্ণং দেবসৈন্যসমাবৃতঃ ॥ ২৩
যদুক্তং তেন মূর্খেণ কথমস্যদ্ ব্রবীম্যহম্।
প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং ভৃত্যেন পুরতঃ প্রভোঃ ॥ ২৪
প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং প্রভোরগ্রে শুভার্থিনা।
ইতি নীতির্মহারাজ জাগর্ত্তি শুভকারিণী ॥ ২৫
কেবলং চেৎ প্রিয়ং ব্রূয়াং ন তে কার্য্যং ভবিষ্যতি।
পরুষঞ্চ ন বক্তব্যং কদাচিচ্ছুভমিচ্ছতা ॥ ২৬
যথা রিপুমুখাদ্ বাচঃ প্রসরন্তি বিষোপমাঃ।
তথা ভৃত্যমুখান্নাথ নিঃসরন্তি কথং গিরঃ ॥ ২৭
যাদৃশানীহ বাক্যানি তেনোক্তানি মহীপতে।
তাদৃশানি ন মে জিহ্বা বক্তুমর্হতি কর্হিচিৎ ॥ ২৮

হইতে আসিয়া প্রমত্ত মহিষাসুরের সমীপস্থ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ২২

রাজন্! দেবাধিপতি ইন্দ্র দেবসৈন্যে পরিবৃত থাকিয়া নিজকেই পূর্ণ বল মনে করিতেছেন। আপনাকে কোনও গণনাই করেন না ॥২৩

প্রভুর নিকট ভৃত্যের প্রিয় অথচ সত্য কথাই বলা উচিত; কিন্তু সেই মূর্খ সুরপতি যাহা বলিয়াছে, আমি তাহা আপনার নিকটে কিরূপে ব্যক্ত করিব? ২৪

মহারাজ! বিশেষতঃ হিতাভিলাষী ভৃত্য প্রভু সন্নিধানে প্রিয় এবং সত্যবাক্য বলিবে, এই শুভ বুদ্ধিকারিণী বুদ্ধি জাগরূক আছে ॥ ২৫

যদি কেবল প্রিয় কথাই বলি, তাহা হইলে আপনার কার্য্য হইবে না। আবার শুভাভিলাষী ভৃত্যের কদাচ পরুষ-বাক্য বলাও উচিত নয় ॥ ২৬

হে নাথ! শত্রুর মুখ হইতে যেরূপ পরুষ-বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, সেরূপ কঠোর বাক্য কিরূপে ভৃত্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে? ২৭

হে মহীপতে! ইন্দ্র যেরূপ বাক্য বলিয়াছেন, আমার রসনা সেরূপ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না ॥ ২৮

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হেতুগর্ভং তৃণাশনঃ।
ভৃশং কোপপরীতাত্মা বভূব মহিষাসুরঃ॥ ২৯

সমাহূয়াব্রবীদ্দৈত্যান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
লাঙ্গূলং পৃষ্ঠদেশে চ কৃত্বা মূত্রং পরিত্যজন্॥ ৩০

ভো ভো দৈত্যাঃ সুরেন্দ্রোঽসৌ যুদ্ধকামোঽস্তি সর্ব্বথা।
বলোদ্যোগং কুরুধ্বং বৈ জেতব্যোঽসৌ সুরাধমঃ॥ ৩১

মদগ্রে কো ভবেৎ শূরঃ কোটিশশ্চেত্তথাবিধাঃ।
ন বিভেম্যেকতঃ কামং হরিষ্যাম্যস্য সর্ব্বথা॥ ৩২

শূরঃ শান্তেষ্বসৌ নূনং তপস্বিষু বলাধিকঃ
বলকর্ত্তা হি কুহকো লম্পটঃ পরদারহৃৎ॥ ৩৩

অপ্সরোবলসম্মত্তস্তপোবিঘ্নকরঃ খলঃ।
ছিদ্রপ্রহরণঃ পাপো নিত্যং বিশ্বাসঘাতকঃ॥ ৩৪

নমুচির্নিহতো যেন কৃত্বা সন্ধিং দুরাত্মনা।
শপথান্ বিবিধানাদৌ কৃত্বা ভীতেন ছদ্মনা॥ ৩৫

বিষ্ণুস্তু কপটাচার্য্যঃ কূহকঃ শপথাকরঃ।
নানারূপধরঃ কামং বলবৃদ্দস্তপণ্ডিতঃ॥ ৩৬

কৃত্বা কোলাকৃতিং যেন হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ।
হিরণ্যকশিপুর্যেন নৃসিংহেন চ ঘাতিতঃ॥ ৩৭

নাহং তদ্বশগো নূনং ভবেয়ং দনুনন্দনাঃ।
বিশ্বাসং নৈব গচ্ছামি দেবানাং কুত্র কহিচিৎ॥ ৩৮

কিং করিষ্যতি মে বিষ্ণুরিন্দ্রো বা বলবত্তরঃ।
রুদ্রো বাপি ন মে শক্তঃ প্রতিকর্ত্তুং রণাঙ্গনে॥ ৩৯

ত্রিপিষ্টপং গ্রহীষ্যামি জিত্বেন্দ্রং বরুণং যমম্।
ধনদং পাবকং চাপি চন্দ্রসূর্য্যৌ বিজিত্য চ॥ ৪০

যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে ভবিষ্যামোঽদ্য সোমপাঃ।
জিত্বা দেবসমূহঞ্চ বিহরিষ্যামি দানবৈঃ॥ ৪১

ন মে ভয়ং সুরেভ্যশ্চ বরদানেন দানবাঃ।
মরণং ন নরেভ্যশ্চ নারী কিং মে করিষ্যতি॥ ৪২

পাতালপর্ব্বতেভ্যশ্চ সমাহূয় বরান্ বরান্।
দানবান্ মম সৈন্যেষ্বান্ কুর্বন্তু ত্বরিতাশ্চরাঃ॥ ৪৩

বেদব্যাস কহিলেন,—দূতের এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তৃণভোজী মহিষাসুর অতিশয় কুপিত হইল॥ ২৯

সে তখন মারক্তলোচন হইয়া লাঙ্গুল পৃষ্ঠদেশে স্থাপন পূর্ব্বক মূত্রত্যাগ করিয়া দৈত্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিল॥ ৩০

হে দৈত্যগণ! দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, অতএব তোমরা সেনা সংগ্রহ কর। এই দেবাধমকে জয় করিতেই হইবে॥ ৩১

হে দানবগণ! আমা হইতে বলবান্ কে আছে? ইন্দ্রের ন্যায় কোটি কোটি বীর একত্র হইলেও আমি ভয় করি না; এক ইন্দ্র হইতে আর আমার কি ভয় হইবে? অদ্য আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাকে বিনাশ করিব॥ ৩২

ইন্দ্র কেবল নিরীহ ব্যক্তিগণের নিকটে শূর ও তপস্বীর নিকটে বলবান্, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তির নিকটে সেই লম্পট পরদারহরণ-কারীর কোন বিক্রম প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই॥ ৩৩

সে অত্যন্ত খল, পাপপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী, তাহা না হইলে অপ্সরোগণের সৌন্দর্য্যবলে মত্ত হইয়া পরকীয় তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কেন?॥ ৩৪

দুরাত্মা ইন্দ্র নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক, তাই প্রথমতঃ ভীত হইয়া বিবিধ শপথ করিয়া মহাত্মা নমুচির সহিত সন্ধি করিল এবং পরে অবসর পাইয়া সন্ধিভঙ্গ করিয়া কপটতা পূর্ব্বক তাহাকে নিপাত করিল॥ ৩৫

আর বলবান্ বিষ্ণু কপটব্যবহারের আচার্য্য, শপথের আকর এবং দম্ভ প্রকাশ করিতে সুপটু ও ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করেন॥ ৩৬

এই সকল কারণেই বিষ্ণু শূকরাকৃতি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে এবং নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন॥ ৩৭

হে দানবগণ! আমি কখনই সেই বিষ্ণুর বশ হইব না। যেহেতু আমি কোথাও দেবতাদিগকে বিশ্বাস করি না॥ ৩৮

ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু আমার কি করিবে? অতি বলবান্ রুদ্রও রণাঙ্গনে আমার প্রতিকারে অসমর্থ॥ ৩৯

আমি এক্ষণেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি ও সূর্য্যকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ-সাম্রাজ্য গ্রহণ করিব॥ ৪০

দেবগণকে জয় করিয়া আমরা সকলেই যজ্ঞভাগ গ্রহণ ও সোমপান করতঃ দানবগণের সহিত বিহার করিব॥ ৪১

দানবগণ! বর লাভবশতঃ সুরগণ হইতে আমার কোন ভয় নাই। কেননা পুরুষগণ হইতে ত' আমার মরণ নাই। তবে স্ত্রীলোক, সে আর আমার কি করিতে পারিবে?॥ ৪২

চরগণ! অবিলম্বে পাতাল ও পর্ব্বত হইতে প্রধান প্রধান

একোঽহং সর্ব্বদেবেশান্ বিজেতুং দানবাঃ ক্ষমঃ
শোভার্থং বঃ সমাহূয় নয়ামি সুরসঙ্গরে ॥ ৪৪
শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ খুরাভ্যাঞ্চ হনিষ্যেঽহং সুরান্ কিল।
ন মে ভয়ং সুরেভ্যশ্চ বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৪৫
অবধ্যোঽহং সুরগণৈরসুরৈর্মানবৈস্তথা।
তস্মাৎ সজ্জা ভবন্তু দেবলোকজয়ায় বৈ ॥ ৪৬
জিত্বা সুরালয়ং দৈত্যা বিহরিষ্যামি নন্দনে।
মন্দার-কুসুমাশ্লীড়া দেবযোষিৎসমন্বিতাঃ ॥ ৪৭
কামধেনুপয়োৎসিক্তাঃ সুরাপান-প্রমোদিতাঃ।
দেবগন্ধর্ব্বগীতাদি নৃত্যলাস্যসমন্বিতাঃ ॥ ৪৮
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী চ তিলোত্তমা।
প্রমদ্বরা মহাসেনা মিশ্রকেশী মদোৎকটা ॥ ৪৯
বিপ্রচিত্তিপ্রভৃতয়ো নৃত্যগীতবিশারদাঃ
রঞ্জয়িষ্যন্তি বঃ সর্ব্বান্ নানাসবনিষেবণৈঃ ॥ ৫০
সর্ব্বে সজ্জা ভবন্ত্বদ্য রোচতাং গগনং দিবি।
সংগ্রামার্থং সুরৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা মঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ৫১
রক্ষণার্থঞ্চ সর্ব্বেষাং ভার্গবং মুনিসত্তমম্।
সমাহূয় চ সম্পূজ্য স্থাপ্য যজ্ঞে গুরুং পরম্ ॥ ৫২

ব্যাস উবাচ।

ইতি সন্দিশ্য দৈত্যেন্দ্রান্ মহিষঃ পাপবুদ্ধিদা।
জগাম ত্বরিতো রাজন্ ভবনং স্বং মুদান্বিতঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যোদ্যোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

দানবগণকে আহ্বান করিয়া আমার সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত কর ॥ ৪৩

হে দানবগণ! আমি একাকীই সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগকে পরাজিত করিতে পারি, কেবল যুদ্ধশোভার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এই দেবসংঘর্ষে লইয়া যাইতেছি ॥ ৪৪

বর-প্রভাববশতঃ দেবগণ হইতে আমার কোন ভয় নাই। শৃঙ্গ ও খুর প্রহারেই তাহাদিগকে বিনাশ করিব ॥ ৪৫

আমি সুর, অসুর ও সমস্ত মানবগণের অবধ্য, অতএব দেবলোক জয় করিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও ॥ ৪৬

হে দৈত্যগণ! সুরলোক জয় করিয়া আমি নন্দন-কাননে বিহার করিব। তোমরাও পারিজাতমালায় সুশোভিত হইয়া দেবাঙ্গনাগণের সহিত মিলিত হইবে ॥ ৪৭

তোমরা তখন কামধেনুর দুগ্ধপান ও সুরাপানে উল্লসিত হইয়া দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নৃত্যগীত সুখ উপভোগ করিবে ॥ ৪৮

উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, প্রমদ্বরা, মহাসেনা, মিশ্রকেশী, মদোৎকটা ও বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি নৃত্যগীতবিশারদ অর্বেশ্যারা নানাবিধ মদ্যনিষেবণ দ্বারা তোমাদের মনোরঞ্জন করিবে ॥ ৪৯-৫০

অতএব যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে তোমরা পবিত্র মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এখনই সুসজ্জিত হও ॥ ৫১

আর পরমগুরু মুনিসত্তম শুক্রাচার্য্যকে আহ্বান পূর্বক তাঁহার পূজা করিয়া সমস্ত দৈত্যগণের রক্ষানিমিত্ত যজ্ঞ করিতে তাঁহাকে নিয়োজিত কর ॥ ৫২

ব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! পাপবুদ্ধি মহিষ তখন শ্রেষ্ঠ দৈত্যগণকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বর নিজালয়ে গমন করিল ॥ ৫৩

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চম স্কন্ধে দৈত্যসৈন্যগণের উদ্যোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[দেবসভামাহূয় তত্র দেবরাজস্যোক্তিঃ, দৈত্যবলাবলং জ্ঞাতুমিন্দ্রেণ দূতস্য প্রেষণম্, দৈত্যোদ্যোগং জ্ঞাত্বা বিস্মিত-স্যেন্দ্রস্য বৃহস্পতিনা সহ পরামর্শঃ, বৃহস্পতের্নীতিপূর্ণোক্তিশ্চ]

ব্যাস উবাচ

গতে দূতে সুরেন্দ্রোঽপি সমাহূয় সুরানথ।
যম-বায়ু-ধনাধ্যক্ষ-বরুণানিদমূচিবান্ ॥ ১

মহিষো নাম দৈত্যেন্দ্রো রম্ভপুত্রো মহাবলঃ
বরদর্পমদোন্মত্তো মামাশ্রিতবিচক্ষণঃ ॥ ২

তস্য দূতোঽদ্য সংপ্রাপ্তঃ প্রোষিতস্তেন ভো সুরাঃ
স্বর্গকামেন লুব্ধেন মামুবাচেদৃশং বচঃ ॥ ৩

ত্যজ দেবালয়ং শক্র যথেচ্ছং ব্রজ বাসব
সেবাং বা কুরু দৈত্যস্য মহিষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪

দয়াবান্ দানবেন্দ্রোঽসৌ স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি
ন তেষু ভৃত্যভূতেষু স কুপ্যতি কদাচন ॥ ৫

নচেদ্ যুদ্ধায় দেবেশ সৈন্যোদ্যোগং কুরু স্বয়ম্
গতে ময়ি স দৈত্যেন্দ্রস্ত্বরিতঃ সমুপৈষ্যতি ॥ ৬

ইত্যুক্ত্বা স গতো দূতো দানবস্য মহাত্মনঃ।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ কার্য্যং চিন্তয়ধ্বং সুরোত্তমাঃ ॥ ৭

দুর্বলোঽপি ন চোপেক্ষ্যঃ শক্রুর্বলবতা সুরাঃ
বিশেষেণ সদোদ্যোগী বলদর্পবলান্বিতঃ ॥ ৮

উদ্যমঃ কিল কর্ত্তব্যো যথাবুদ্ধি যথাবলম্
দৈবাধীনো ভবেদ্ যুদ্ধে জয়ো বাপি পরাজয়ঃ ॥ ৯

সন্ধিযোগো ন চাত্রাস্তি খলে সন্ধির্নিরর্থকঃ
সর্ব্বথা সাধুভিঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০

যানমপ্যধুনা নৈব কর্ত্তব্যং সহসা পুনঃ
প্রেক্ষকাঃ প্রেষণীয়াশ্চ শীঘ্রগাঃ সুপ্রবেশকাঃ।
ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিঃসঙ্গা নিস্পৃহাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১১

সেনাভিযোগঃ প্রস্থানং বলসংখ্যাঃ যথার্থতঃ
বীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং কৃত্বা যাস্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ১২

জ্ঞাত্বা দৈত্যপতেস্তস্য সৈন্যস্য চ বলাবলম্
করিষ্যামি ততস্তূর্ণং যানং বা দুর্গসংগ্রহম্ ॥ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়।

[দেবসভা আহ্বান করিয়া তথায় ইন্দ্রের উক্তি, দৈত্যগণের বলাবল জানিবার জন্য ইন্দ্র কর্ত্তৃক দূত প্রেরণ, দৈত্যদের উদ্যোগ জানিয়া বিস্মিত ইন্দ্রের বৃহস্পতির সহিত পরামর্শ এবং বৃহস্পতির নীতিপূর্ণ উক্তি।]

বেদব্যাস কহিলেন,—অনন্তর দানবদূত প্রস্থান করিলে পর সুরনাথ ইন্দ্র বায়ু, বরুণ, কুবের ও যম প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১

হে দেবগণ! বরদর্পে দর্পিত হইয়া মহাবল রম্ভাসুরপুত্র দৈত্যরাজ মহিষাসুর নত নত মায়ার বিস্তারে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে ॥ ২

সুরগণ! অদ্য সেই স্বর্গলোলুপ অসুরের প্রেরিত দূত মৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আমাকে এরূপ কহিল ॥ ৩

হে শক্র! স্বর্গরাজ্য ত্যাগ কর। হে বাসব! যথাভিলষিত স্থানে গমন কর অথবা মহাত্মা মহিষাসুরের সেবা কর ॥ ৪

দানবরাজ দয়ালু, তিনি তোমাদের বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বিপক্ষ ভৃত্যের ন্যায় অবনত হইলে দানবপতি কখনও তাহার প্রতি কুপিত হন না ॥ ৫

হে দেবেশ! ইহা যদি তোমার অভিমত না হয়, তবে যুদ্ধের নিমিত্ত স্বয়ং সেনা সংগ্রহ কর। আমি এস্থান হইতে ফিরিয়া গেলেই দানবপতি মহিষ যুদ্ধার্থে অবিলম্বে উপস্থিত হইবেন ॥ ৬

দুষ্টমতি দানবের দূত এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছে, অতএব হে সুরোত্তমগণ! এ বিষয়ে এখন কি করা উচিত তদ্বিষয়ে চিন্তা কর ॥ ৭

হে দেববৃন্দ! দেখ, স্বয়ং বলবান্ হইলেও দুর্বল শত্রুকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ যে শত্রু বলবান্, বাহুবলে দর্পিত এবং সর্বদাই উদ্যোগী, অতএব তাহাকে কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয় ॥ ৮

আপন আপন বুদ্ধি ও বল অনুসারে উদ্যোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার পর জয় বা পরাজয় দৈবের অধীন ॥ ৯

খলের সহিত সন্ধি করা নিরর্থক, সুতরাং সেই শত্রু সন্ধির অযোগ্য, তোমরা সরলস্বভাব, অতএব পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহাই কর ॥ ১০

শত্রুর বলাবল না জানিয়া সহসা এখন যুদ্ধযাত্রা করাও উচিত নয়; অতএব পরিদর্শনপটু, সুপ্রবেশক, ইঙ্গিতজ্ঞ, নির্লোভ, সত্যবাদী এবং শত্রুপক্ষের সহিত নিঃসম্পর্ক শীঘ্রগামী চরসকল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১১

তাহারা বিপক্ষ সেনার আক্রমণ, অভিযানের সমাচার, সৈন্যসংখ্যা এবং সৈন্যস্থ বীরগণের বিক্রম ও সংখ্যা যথার্থরূপে অবগত হইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করুক ॥ ১২

সেই দৈত্যরাজের ও সৈন্যের বলাবল অবগত হইয়া পশ্চাৎ হয় অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিব, না হয় দুর্গসংশ্রয় করিব ॥ ১৩

বিচার্য্য খলু কর্ত্তব্যং কার্য্যং বুদ্ধিমতা সদা।
সহসা বিহিতং কার্য্যং দুঃখদং সর্ব্বথা ভবেৎ ॥ ১৪

তস্মাদ্ বিমৃশ্য কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা সুখদং বুধৈঃ
নাত্র ভেদবিধির্নার্য্যো দানবেষু চ সর্ব্বথা ॥ ১৫

একচিত্তেষু কার্য্যোঽস্মিংস্তস্মাচ্চারা ব্রজন্তু বৈ
জ্ঞাত্বা বলাবলং তেষাং পশ্চান্নীতিং বিচার্য্য চ
বিধেয়া বিধিবত্তত্র জৈত্তেষু কার্য্যপরেষু চ ॥ ১৬

অন্যথা বিহিতং কার্য্যং বিপরীতফলপ্রদম্।
সর্ব্বথা তদ্ ভবেন্নূনমজ্ঞাতমৌষধং যথা ॥ ১৭

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রণিধিঃ কার্য্যবেদিনম্
প্রেষয়ামাস দেবেন্দ্রঃ পরিজ্ঞানায় পার্থিব ॥ ১৮

দূতস্তু ত্বরিতো গত্বা সমাগম্য সুরাধিপম্।
নিবেদয়ামাস তদা সর্ব্বসৈন্যবলাবলম্ ॥ ১৯

জ্ঞাত্বা তদ্‌বলমুদ্যোগং ত্বরায়াড়ম্ভবিস্মিতঃ ॥ ২০

দেবানচোদয়ত্তূর্ণং সমাহূয় পুরোহিতম্।
মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠং চক্রার ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ২১
উবাচাঙ্গিরসশ্রেষ্ঠং সমাসীনং বরাসনে ॥ ২২

ইন্দ্র উবাচ।

ভো ভো দেবগুরো বিদ্বান্ কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব নঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি সমুৎপন্নে কার্য্যে ত্বং গতিরত্র নঃ ॥ ২৩

দানবো মহিষো নাম মহাবীর্য্যো মদান্বিতঃ।
যোদ্ধুকামঃ সমায়াতি বহুভির্দানবৈর্বৃতঃ ॥ ২৪
তত্র প্রতিক্রিয়া কার্য্যা ত্বয়া মন্ত্রবিদাধুনা।
তেষাং শুক্রস্তথা ত্বং মে বিঘ্নহর্ত্তা সুসম্মতঃ ২৫

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং প্রাহ ত্বরায়াহং বৃহস্পতিঃ।
বিচিন্ত্য মনসা কামং কার্য্যসাধনতৎপরঃ ॥ ২৬

গুরুরুবাচ।

স্বস্থো ভব সুরেন্দ্র ত্বং ধৈর্য্যমালম্ব্য মারিষ।
ব্যসনে চ সমুৎপন্নে ন ত্যাজ্যং ধৈর্য্যমাশু বৈ ॥২৭

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। সহসা কোন কার্য্য করিলে পরিণামে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে ॥ ১৪

অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। তাহাতে সকল বিষয়েই সুখদায়ক হয়। দৈত্যগণ সকলেই একপ্রাণ এবং একমন, সুতরাং তাহাদের প্রতি ভেদ প্রয়োগ করা কোন মতে উচিত হইবে না। অতএব আমাদের চরসকল তথায় গমন করুক, আমরা চরমুখে বিপক্ষদিগের বলাবল বিদিত হইয়া এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্যতৎপর দানবগণের প্রতি বিধিবৎ নীতি প্রয়োগ করিব ॥ ১৫-১৬

নীতি-বিপরীত কার্য্য হইলে তাহা অজ্ঞাত ঔষধের ন্যায় নিশ্চিতই সর্ব্বতোভাবে বিপরীত ফল প্রদান করে ॥ ১৭

বেদব্যাস কহিলেন,—রাজন্! সুরপতি দেবগণের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কার্য্যজ্ঞ চর প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮

সেই চর সত্বর দানবালয়ে গিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেবরাজের নিকট সমস্ত দৈত্য-সৈন্যের বলাবল নিবেদন করিল ॥ ১৯

তখন ইন্দ্র দৈত্যসেনার উদ্যোগের বিষয় অবগত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন ॥ ২০

দেবতাদিগকে সত্বর যুদ্ধের উদ্যোগে নিয়োগ করিয়া ত্রিদশনাথ ইন্দ্র মন্ত্রণাকুশল পুরোহিত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২২

ইন্দ্র কহিলেন,—অভিজ্ঞ গুরুদেব! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা আমাদিগকে বলুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, উপস্থিত কার্য্যে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা ॥ ২৩

অতি পরাক্রমশালী ও মদগর্ব্বিত মহিষনামক দানব দানববলে পরিবৃত হইয়া আমাদের সহিত সমরাভিলাষে আগমন করিতেছে ॥ ২৪

আপনি মন্ত্রবিশারদ, অতএব আপনি এখন ইহার প্রতিকার করুন। শুক্রাচার্য্য যেমন অসুরদিগের বিঘ্নহরণ করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের বিঘ্নবিনাশক, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি ॥ ২৫

বেদব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! কার্য্যবিধানতৎপর বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য আলোচনা করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন ॥ ২৬

বৃহস্পতি বলিলেন,—আর্য্য দেবরাজ! ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ হও, বিপদ উপস্থিত হইলে সহসা ধৈর্য্য ত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ২৭

জয়াজয়ৌ সুরাধ্যক্ষ দৈবাধীনৌ সদৈব হি।
স্থাতব্যং ধৈর্য্যমালম্ব্য তস্মাদ্ বুদ্ধিমতা সদা ॥২৮
ভবিতব্যং ভবত্যেব জানন্নেবং শতক্রতো।
উদ্যমঃ সর্ব্বথা কার্য্যো যথা পৌরুষমাত্মনঃ ॥ ২৯
মুনয়োঽপি হি মুক্ত্যর্থমুদ্যুঞ্জমেকরতাঃ সদা
দৈবাধীনঞ্চ জানন্তো যোগধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩০
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যো ব্যবহারোদিতোদ্যমঃ।
সুখং ভবতু বা মা বা দৈবে কা পরিদেবনা ॥ ৩১
বিনা পুরুষকারেণ কদাচিৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ
অন্ধবৎ পঙ্গুবৎ কামং ন তথা মুদমাবহেৎ ॥ ৩২
কৃতে পুরুষকারেঽপি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
ন তত্র দূষণং তস্য দৈবাধীনে শরীরিণি ॥ ৩৩
কার্য্যসিদ্ধির্ন সৈন্যেঽস্তি ন মন্ত্রে ন চ মন্ত্রণে।
ন রথে নায়ুধে নূনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ॥ ৩৪
বলবান্ ক্লেশমাপ্নোতি নির্ব্বলঃ সুখমশ্নুতে
বুদ্ধিমান্ ক্ষুধিতঃ শেতে নির্বুদ্ধির্ভোগবান্ ভবেৎ ॥ ৩৫
কাতরো জয়মাপ্নোতি শূরো যাতি পরাজয়ম্।
দৈবাধীনে তু সংসারে কামং কা পরিদেবনা ॥ ৩৬
উদ্যমে যো জয়েন্নূনং ভবিতব্যং সুরাধিপ।
সুখদে দুঃখদে বাপি তত্র তৌ ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৭
দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্।
আত্মানং হর্ষ-শোকাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৩৮
ধৈর্য্যমেবাবলম্ব্যং হর্ষশোকোদ্ভবে বুধৈঃ
অধৈর্য্যাদি যাদৃশং দুঃখং ন তু ধৈর্য্যেঽস্তি তাদৃশম্ ॥৩৯
দুর্ল্লভং সহনত্বং বৈ সময়ে সুখ-দুঃখয়োঃ।
হর্ষশোকোদ্ভবো যত্নৈর্ন ভবেদ্ বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥৪০
কিং দুঃখং কস্য বা দুঃখং নির্গুণোঽহং সদাব্যয়ঃ।
চতুর্বিংশতিরিক্তোঽস্মি কিং মে দুঃখং সুখঞ্চ কিম্ ॥ ৪১
প্রাণস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বে মনসঃ শোক-মূর্চ্ছনে।
জরা-মৃত্যুশরীরস্য ষড়ুর্ম্মিরহিতঃ শিবঃ ॥ ৪২

হে সুরাধ্যক্ষ! জয় বা পরাজয় দৈবের অধীন, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত ॥ ২৮

হে শতক্রতো! যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা জানিয়াই স্বীয় পৌরুষের অনুরূপ কার্য্য করা উচিত ॥ ২৯

মুনিগণও সমস্ত কার্য্য দৈবের আয়ত্ত ইহা জানিয়া মুক্তি-লাভের জন্য একমাত্র উদ্‌যোগেই নিরত থাকেন, সেইজন্যই তাঁহারা যোগধ্যানে নিমগ্ন হন ॥ ৩০

অতএব ব্যবহার অনুমোদিত উদ্যম করা সর্ব্বতোভাবে উচিত, তাহাতে সুখ হউক বা না হউক। সুখ দুঃখ দৈবাধীন, তাহার জন্য খেদ করিতে নাই ॥ ৩১

পুরুষকার ব্যতীত অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা পুরুষকার ফলের ন্যায় আনন্দদায়ক নহে ॥ ৩২

যখন দেহীমাত্রেই দৈবাধীন, তখন পুরুষকার করিলেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহাতে পুরুষের দোষ নাই ॥ ৩৩

হে সুরাধিপ! সৈন্য, মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রণা, রথ এবং অস্ত্র কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি কেবল দৈবাধীন ॥ ৩৪

বলবান্ ব্যক্তি ক্লেশ পায়, আবার দুর্ব্বল ব্যক্তিও সুখ লাভ করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ক্ষুধিত হইয়া থাকে, নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও ভোগী হয় ॥ ৩৫

কাতর ব্যক্তিও জয়লাভ করে, শূর ব্যক্তিরও পরাজয় হয়, সংসার যখন দৈবপরিচালিত,-তখন ইহাতে পরিতাপের বিষয় কি আছে? ৩৬

হে সুরনাথ! সুখজনক বা দুঃখজনক যেরূপ উদ্যম হউক না, ভবিতব্যই তাহাতে প্রবর্ত্তিত করে, সুতরাং উদ্যমের সঙ্গে সুখ দুঃখের সম্পর্ক চিন্তা করিবে না ॥ ৩৭

লোক নিজের দুঃসময়ে আপনার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে এবং সুসময়ে নিজ অপেক্ষা অধিক সুখীর প্রতি লক্ষ্য করিবে কিন্তু কখনই শত্রুতুল্য হর্ষ-শোকের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে ॥ ৩৮

অধৈর্য্য হইলে যেরূপ ক্লেশ হয়, ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে তাদৃশ ক্লেশ হয় না, অতএব হর্ষ বা শোক উপস্থিত হইলে পণ্ডিত-গণের ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য ॥ ৩৯

সুখ বা দুঃখের সময় সহিষ্ণুতা বিশেষ দুর্লভ। সহিষ্ণুতা থাকিলে বুদ্ধির দৃঢ়তাবশতঃ হর্ষ ও শোকের উদয় হয় না ॥ ৪০

আমি সতত সমভাবে অবস্থিত ও নির্গুণ, অতএব দুঃখ কাহার? সেই দুঃখই বা কি? আমি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত, সুতরাং সুখই বা কি? দুঃখই বা কি? ৪১

প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও পিপাসা, মনের ধর্ম্ম শোক ও মূর্চ্ছা, শরীরের ধর্ম্ম জরা ও মৃত্যু, আমি এই ছয় তরঙ্গ হইতে বিমুক্ত; অতএব আমিই কল্যাণময় শিবতুল্য ॥ ৪২

শোক-মোহৌ শরীরস্য গুণৌ কিং মেঽত্র চিন্তনে
শরীরং নাহমথবা তৎসম্বন্ধী ন চাপ্যহম্ ॥ ৪৩
সপ্তৈকষোড়শাদিভ্যো বিভিন্নোঽহং সদা সুখী ॥ ৪৪
প্রকৃতিবিকৃতির্নাহং কিং মে দুঃখং সদা পুনঃ।
ইতি মত্বা সুরেশ ত্বং মনসা ভব নির্মমঃ ॥ ৪৫
উপায়ঃ প্রথমোঽয়ং তে দুঃখনাশে শতক্রতো।
মমতা পরমং দুঃখং নির্ম্মমত্বং পরং সুখম্ ॥ ৪৬
সন্তোষাদপরং নাস্তি সুখস্থানং শচীপতে
অথবা যদি ন জ্ঞানং মমত্বনাশনে কিল ॥ ৪৭
ততো বিবেকঃ কর্ত্তব্যো ভবিতব্যে সুরাধিপ।
প্রারব্ধকর্মণাং নাশো নাভোগাল্লক্ষ্যতে কিল ॥৪৮
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব কা চিন্তা সুখ-দুঃখয়োঃ।
সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সহায়ৈর্বা বুদ্ধ্যা বা ভব সত্তম ॥ ৪৯
সুখং ক্ষয়ায় পুণ্যস্য দুঃখং পাপস্য মারিষ।
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে হর্ষঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৫০
অথবা মন্ত্রয়িত্বাশু কুরু যত্নং যথাবিধি।
কৃতে যত্নে মহারাজ ভবিতব্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে ইন্দ্রমন্ত্রবর্ণনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

শোক আর মোহ ইহারা শরীরের ধর্ম। সুতরাং ইহাদের চিন্তায় ফল কি? আমি শরীর নহি; আমার সহিত শরীরের প্রকৃত সম্বন্ধ কিছুই নাই ॥ ৪৩

আমি মহদাদি সপ্ত বিকৃতি; মূল প্রকৃতি বা ষোড়শ বিকৃতি হইতে ভিন্ন, সুতরাং আমি সর্ব্বদাই সুখী ॥ ৪৪

আমি প্রকৃতি অথবা বিকৃতি নহি, অতএব সর্ব্বদা আমার দুঃখ হইবে কেন? হে সুরেশ। তুমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্মম (মমতা-রহিত) হও ॥ ৪৫

হে শতক্রতো! নির্মমতাই তোমার দুঃখনাশের প্রধান উপায়; কারণ, মমত্বই পরম দুঃখ, নির্মমত্বই পরম সুখ ॥৪৬

হে শচীপতে! সন্তোষ হইতে সুখের হেতু আর কিছুই নাই। অথবা মমতানাশের হেতু তত্ত্বজ্ঞান যদি তোমার না হয়, তাহা হইলে ভবিতব্য সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। হে সুরাধিপ! ভোগ না হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না—ইহাই দেখা যায় ॥৪৭-৪৮

হে সত্তম! তুমি সমস্ত দেবগণের সাহায্যই প্রাপ্ত হও অথবা অসীম বুদ্ধিশক্তিরই সাহায্য প্রাপ্ত হও না কেন, তোমার যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে ॥ ৪৯

সুতরাং সুখ-দুঃখের জন্য চিন্তা কি? হে রাজন্! সুখের ফল পুণ্যক্ষয়, আর দুঃখের ফল পাপক্ষয়। সুতরাং দুঃখ উপস্থিত হইলে বুধগণের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ করা উচিত ॥ ৫০

অথবা হে মহারাজ! এখনই মন্ত্রণা করিয়া যথাবিধি যত্ন কর, যত্ন করিলে তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহাই হইবে ॥৫১

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চম-স্কন্ধে ইন্দ্রের মন্ত্রণাবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহস্পতিবাক্যং শ্রুত্বেন্দ্রস্য যুদ্ধকরণে নিশ্চয়ঃ, ব্রহ্ম-শিব-বিষ্ণুভিঃ সমালোচ্য যুদ্ধায় গমনম্, দেবাসুর-যুদ্ধম্, দৈত্যসৈন্যানাং পরাজয়শ্চ।]

ব্যাস উবাচ

ইতি শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুনরাহ বৃহস্পতিম্।
যুদ্ধোদ্যোগং করিষ্যামি হয়গ্রীবনাশনায় বৈ ॥ ১
নোদ্যমেন বিনা রাজ্যং ন সুখং ন চ বৈ যশঃ।
নিরুদ্যমং প্রশংসন্তি কাতরা ন চ সোদ্যমাঃ ॥ ২
ঋষীণাং ভূষণং জ্ঞানং সন্তোষো হি দ্বিজন্মনাম্।
উদ্যমঃ শক্রহননং ভূষণং ভূতিমিচ্ছতাম্ ॥ ৩
উদ্যমেন হতত্বাষ্ট্রো নমুচির্বল এব চ
তথৈনং নিহনিষ্যামি মহিষং মুনিসত্তম ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

[বৃহস্পতির বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের যুদ্ধ করিতে নিশ্চয়, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর সহিত সম্যক্ আলোচনা করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন, দেবাসুর যুদ্ধ এবং দৈত্যসৈন্যদের পরাজয়।]

বেদব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৃহস্পতিকে পুনরায় কহিলেন—মহিষাসুরের বধের জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিব ॥ ১

বিনা উদ্যমে রাজ্য, সুখ এবং যশ কিছুই হয় না। যাহারা অলস, তাহারাই নিরুদ্যমের প্রশংসা করে, উদ্যমশীলেরা তাহা করে না ॥ ২

ঋষিগণের জ্ঞানই ভূষণ, দ্বিজগণের সন্তোষই ভূষণ; আর যাহারা সম্ভোগ ইচ্ছা করেন, তাহাদের উদ্যম এবং শত্রুসংহারই ভূষণ ॥ ৩

হে মুনিসত্তম। আমি নমুচি, বৃত্র এবং বলাসুরকে যেমন উদ্যম দ্বারা সংহার করিয়াছি, তদ্রূপ এই মহিষকেও বিনাশ করিব ॥ ৪

বলং দেবগুরো ত্বং মে বজ্রমায়ুধমুত্তমম্
সহায়স্তু হরির্নূনং তথোমাপতিরব্যয়ঃ ॥ ৫

রক্ষোঘ্নান্ পঠ মে সাধো করোম্যদ্য সমুদ্যমম্।
স্বসৈন্যাভিনিবেশঞ্চ মহিষং প্রতি মানদ ॥ ৬

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবরাজেন বাচস্পতিরুবাচ হ
সুরেন্দ্রং যুদ্ধসংরক্তং স্মিতপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ৭

বৃহস্পতিরুবাচ

প্রেষয়ামি ন চাহং ত্বাং ন চ নির্বারয়াম্যহম্
সন্দিগ্ধেঽত্র জয়ে কামং যুধ্যতশ্চ পরাজয়ে ॥ ৮

ন তেঽত্র দূষণং কিঞ্চিদ্ ভবিতব্যে শচীপতে।
সুখং বা যদি বা দুঃখং বিহিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৯

ন ময়া তৎ পরিজ্ঞাতং ভাবি দুঃখং সুখং তথা
যদ্ভার্য্যাহরণে প্রাপ্তং পুরা বাসব বেৎসি হি ॥ ১০

শশিনা মে হৃতা ভার্য্যা মিত্রেণামিত্রকর্ষণ
স্বাশ্রমস্থেন সংপ্রাপ্ত দুঃখং সর্ব্বসুখাপহম্ ॥ ১১

বুদ্ধিমান্ সর্ব্বলোকেষু বিদিতোঽহং সুরাধিপ।
ক মে গতা তদা বুদ্ধির্যদা ভার্য্যা হৃতা বলাৎ ॥ ১২

তস্মাদুপায়ঃ কর্ত্তব্যো বুদ্ধিমদ্ভিঃ সদা নরৈঃ।
কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা নূনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং গুরোঃ সার্দ্ধং শচীপতিঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা নত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪

পিতামহ সুরাধ্যক্ষ দৈত্যো মহিষসংজ্ঞকঃ
গ্রহীতুকাম মাং স্বর্গং মে বলোদ্যোগং করোত্যলম্ ॥ ১৫

অন্যে চ দানবাঃ সর্ব্বে তৎসৈন্যং সমুপস্থিতাঃ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ১৬

তেনাহং ভীতভীতোঽস্মি ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ।

গচ্ছামঃ সর্ব্ব এবাদ্য কৈলাসং ত্বরিতা বয়ম্।
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥ ১৮

হে দেবগুরো! আপনি এবং অস্ত্রপ্রধান বজ্র আমার বল। আর বিষ্ণু ও অব্যয় উমাপতি নিশ্চয় আমার সহায় হইবেন। ৫

হে সাধো! হে মানদ! বিঘ্ননাশক মন্ত্রসকল পাঠ করুন। অদ্য আমি সকল প্রকারে উদ্যোগ করিব ও মহিষের উদ্দেশে নিজ সৈন্যাভিনিবেশ করিব। ৬

বেদব্যাস কহিলেন,—বৃহস্পতি দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত যুদ্ধাভিলাষী সুরেন্দ্রকে বলিলেন। ৭

বৃহস্পতি বলিলেন,—আমি তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিতেছি না এবং নিষেধও করিতেছি না, যেহেতু যোদ্ধার যুদ্ধে জয় ও পরাজয় অনিশ্চিত। ৮

হে শচীপতে! পরন্তু ভবিতব্যসম্বন্ধে তোমারও অণুমাত্র দোষ নাই, সুখ দুঃখ যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। ৯

হে বাসব! পূর্ব্বে ভার্য্যাহরণে যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। অতএব ভবিতব্যে বিলীন সুখ দুঃখ আমারও পরিজ্ঞাত নহে। ১০

হে অমিত্রনাশক সুরপতে! পরমমিত্র চন্দ্র আমার স্বীয় আশ্রমে থাকিয়া আমার স্ত্রীহরণ করিল। তাহাতে আমার সর্ব্ব সুখ নষ্ট হইল ও পরম দুঃখভাগী হইলাম। ১১

হে সুরনাথ! আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া সর্ব্বলোকে খ্যাত, কিন্তু যখন চন্দ্র বলপূর্ব্বক আমার ভার্য্যা অপহরণ করিল, তখন আমার বুদ্ধি কোথায় ছিল? ১২

হে সুরাধিপ! অতএব বুদ্ধিমান্‌জনের সর্ব্বদা উপায় অর্থাৎ উদ্যোগ করা উচিত, তবে কর্ম্মফল সর্ব্বদাই দৈবাধীন। ১৩

বেদব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! ইন্দ্র বৃহস্পতির সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ১৪

হে দেবোত্তম পিতামহ! মহিষাসুর আমার স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অধিকতর বলসংগ্রহ করিতেছে। ১৫

অন্যান্য অসুরেরা সকলেই যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাহার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও মহাশক্তিশালী বীর। ১৬

তাহাতে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমাকে সাহায্য করুন। ১৭

ব্রহ্মা কহিলেন,—আমরা সকলেই অদ্য অবিলম্বে কৈলাসে যাইব এবং তথা হইতে শঙ্করকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহাবল বিষ্ণুর নিকট গমন করিব। ১৮

ততো যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
মিলিত্বা মন্ত্রমাধায় দেশং কালং বিচিন্ত্য চ ॥ ১৯
বলাবলমবিজ্ঞায় বিবেকমপহায় চ।
সাহসন্তু প্রকুর্ব্বাণো নরঃ পতনমিচ্ছতি ॥ ২০

ব্যাস উবাচ

তন্নিশম্য সহস্রাক্ষঃ কৈলাসং নির্জ্জগাম হ।
ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা লোকপালসমন্বিতঃ ॥ ২১
তুষ্টাব শঙ্করং গত্বা বেদমন্ত্রৈর্মহেশ্বরম্।
প্রসন্নং পুরতঃ কৃত্বা যযৌ বিষ্ণুপুরং প্রতি ॥ ২২
স্তুত্বা তং দেবদেবেশং কার্য্যং প্রোবাচ চাত্মনঃ।
মহিষাত্তস্করোঃ ঘোরাৎ বরদানমদোদ্ধতাৎ ॥ ২৩
তদাকর্ণ্য ভয়ং তস্য বিষ্ণুর্দেবানুবাচ হ।
করিষ্যামো বয়ং যুদ্ধং হনিষ্যামস্তু দুর্জ্জয়ম্ ॥ ২৪

ব্যাস উবাচ।

ইতি তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরীশ্বরাঃ
স্বানি স্বানি সমারুহ্য বাহনানি যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মা হংসসমারূঢ়ো বিষ্ণুর্গরুড়বাহনঃ।
শঙ্করো বৃষভারূঢ়া বৃত্রহা গজসংস্থিতঃ ॥ ২৬
ময়ূরবাহনঃ স্কন্দো যমো মহিষবাহনঃ।
কৃত্বা সৈন্যসমাযোগং যাবত্তে নির্যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৭
তাবদ্দৈত্যবলং প্রাপ্তং দৃপ্তং মহিষপালিতম্।
তত্রাভূত্তুমুলং যুদ্ধং দেব-দানবসৈন্যয়োঃ ॥ ২৮
বাণৈঃ খড়্গৈস্তথা প্রাসৈর্মুষলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
গদাভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈশ্চক্রৈশ্চ শক্তিতোমরৈঃ ॥ ২৯
মুদ্গরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ হলৈশ্চৈবাতিদারুণৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নিজঘ্নুস্তে পরস্পরম্ ॥ ৩০
সেনানীশ্চিক্ষুরস্তস্য গজমারূঢ়া মহাবলঃ।
মঘবন্তং পঞ্চভিস্তৈঃ সায়কৈঃ সমতাড়য়ৎ ॥ ৩১
তুরাষাড়পি তাংশ্ছিত্ত্বা বাণৈর্বাণাংস্তুরান্বিতঃ।
হৃদয়ে চার্দ্ধচন্দ্রেণ তাড়য়ামাস তং কৃতী ॥ ৩২
বাণাহতস্তু সেনানীঃ প্রাপ মূর্চ্ছাং গজোপরি।
করিণং বজ্রঘাতেন স জঘান করে ততঃ ॥ ৩৩

বিষ্ণুর নিকটে গমন করত সমস্ত সুরগণ মিলিত হইয়া দেশ কাল বিবেচনা করিয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক স্থির করিব যুদ্ধ করা উচিত কি না ? ১৯

যে ব্যক্তি আপনার বলাবল বিদিত না হইয়া এবং বিচার না করিয়া সাহস অবলম্বন করে, তাহার অবনতিই হইয়া থাকে ॥ ২০

বেদব্যাস কহিলেন,—রাজন্ ! ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লোকপালগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২১

অনন্তর শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া বেদমন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ২২

ইন্দ্র দেবদেবেশ বিষ্ণুর স্তব করিয়া আত্মকার্য্য অর্থাৎ বরলাভগর্ব্বিত মহিষাসুর হইতে উপস্থিত ঘোরতর ভয়ের কথা নিবেদন করিলেন ॥ ২৩

বিষ্ণু তাঁহার ভয়ের কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণকে কহিলেন, আমরা যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্জ্জয় অসুরকে বিনাশ করিব ॥ ২৪

বেদব্যাস কহিলেন,—হে নরাধিপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব-স্ববাহনে আরোহণ করিয়া নির্গত হইলেন ॥ ২৫

ব্রহ্মা হংসে, বিষ্ণু গরুড়ে, শঙ্কর বৃষে ইন্দ্র ঐরাবতে, কার্ত্তিকেয় ময়ূরে এবং যম মহিষে আরোহণ করিয়া সমস্ত দেব সৈন্যের সমাবেশ পূর্ব্বক যেই সময়ে যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ২৬-২৭

সেই সময়ে মহিষপালিত দৃপ্ত দানবদল তথায় উপস্থিত হইল। তখন দেব ও দানব সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৮

বাণ, খড়্গ, প্রাস, মুষল, পরশু, গদা, পট্টিশ, শূল, চক্র, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, লাঙ্গল এবং অন্যান্য বিবিধ নিদারুণ অস্ত্রদ্বারা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২৯-৩০

তখন মহিষের সেনাপতি গজে আরূঢ় মহাবল ত্রিক্ষুর অতি তীক্ষ্ণ পাঁচটি শরে ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল ॥ ৩১

ক্ষিপ্রহস্ত ইন্দ্রও নিজ বাণসমূহের দ্বারা সেই সকল বাণ ছেদন পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২

সেনাপতি শরাহত হইয়া গজপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে ইন্দ্র সেই গজের শুণ্ডে বজ্র প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

তদ্বজ্রাভিহতো নাগো ভগ্নঃ সৈন্যং জগাম হ ।
দৃষ্ট্বা তদ্দৈত্যরাট্ ক্রুদ্ধো বিড়ালাখ্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪

গচ্ছ বীর মহাবাহো জহীন্দ্রং মদগর্ব্বিতম্ ।
বরুণাদীন্ পরান্ দেবান্ হত্বা গচ্ছ মদন্তিকম্ ॥ ৩৫

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিড়ালাখ্যো মহাবলঃ ।
আরুহ্য বারুণং মত্তং জগাম ত্রিদশাধিপম্ ॥ ৩৬

বাসবস্তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ ।
জঘান বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৭

স তু ছিত্ত্বা শরাস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ ।
পঞ্চাশদ্ভির্জঘানাশু বাসবঞ্চ শিলীমুখৈঃ ॥ ৩৮

তথেন্দ্রোঽপি চ তান্ বাণাংশ্ছিত্ত্বা কোপসমন্বিতঃ ।
জঘান বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৯

স তু ছিত্ত্বা শরাস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ ।
গদয়া তাড়য়ামাস গজং তস্য করোপরি ॥ ৪০

স্বকরে নিহতো নাগশ্চকারার্ত্তস্বরং মুহুঃ ।
পরিবৃত্য জঘানাশু দৈত্যসৈন্যং ভয়াতুরঃ ॥ ৪১

দানবস্তু গজং বীক্ষ্য পরাবৃত্তং গতং রণাৎ
সমাবিশ্য রথে রম্যে জগামাশু সুরান্ রণে ॥ ৪২

তুরাষাড়পি তং বীক্ষ্য রণস্থং পুনরাগতম্ ।
অহনদ্ বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৪৩

সোঽপি ক্রুদ্ধশ্চকারোগ্রাং বাণবৃষ্টিং মহাবলঃ
বভূব তুমুলং যুদ্ধং তয়োস্তত্র জয়ৈষিণোঃ ॥ ৪৪

ইন্দ্রস্তু বলিনং দৃষ্ট্বা কোপেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জয়ন্তমগ্রতঃ কৃত্বা যযুধে তেন সংযুতঃ ॥ ৪৫

জয়ন্তস্তু শিতৈর্বাণৈস্তং জঘান স্তনান্তরে ।
পঞ্চভিঃ প্রবলাকৃষ্টৈরসুরং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৪৬

স বাণাভিহতস্তাবন্নিপপাত রথোপরি ।
অতিবাহ্য রথং সূতো নির্জ্জগাম রণাজিরাৎ ॥ ৪৭

তস্মিন্ বিনির্গতে দৈত্যে বিড়ালাখ্যোঽথ মূর্চ্ছিতে ।
জয়শব্দো মহানাসীদ্দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ৪৮

বজ্রাহত হস্তী রণে ভঙ্গ দিয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পলায়ন করিল। অসুররাজ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বিড়ালনামক দানবকে কহিল ॥ ৩৪

হে মহাবাহু বীর! তুমি গিয়া মদগর্ব্বিত ইন্দ্র এবং বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণকে সংহার করিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আইস ॥ ৩৫

বেদব্যাস কহিলেন,—রাজন্! বিড়ালনামক মহাবল অসুর তাহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মত্ত গজে আরোহণ করত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইল ॥ ৩৬

বাসব তাহাকে আসিতে দেখিয়া সক্রোধে সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৭

তখন সেই দানবও নিজ শরাসননির্ম্মুক্ত বাণসমূহদ্বারা ইন্দ্রের বাণসমূহ ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ বাণদ্বারা তাঁহাকে সত্বর প্রহার করিল ॥ ৩৮

ইন্দ্রও সেই সকল বাণ ছিন্ন করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় সর্পসদৃশ তীক্ষ্ণ শরদ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৯

তারপর তিনি নিজ চাপনিযুক্ত শরনিকর দ্বারা অসুরনিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গজস্তোপরি গদা প্রহার করিলেন ॥ ৪০

হস্তী নিজ শুণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বারংবার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন সে ভয়াতুর হইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে দৈত্য সৈন্যগণকেই নিহত করিতে লাগিল ॥ ৪১

বিড়ালাসুর রণস্থল হইতে হস্তী পলায়ন করিল দেখিয়া রম্য রথে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলে সুরগণের সম্মুখীন হইল ॥ ৪২

ইন্দ্র দানবকে রথারোহণে পুনর্ব্বার দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া সর্পসদৃশ শরনিকর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥৪৩

সেই মহাবল অসুরও কুপিত হইয়া ভীষণ শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন জয়াভিলাষী সেই ইন্দ্র ও দানবের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৪৪

দানবকে বলবান্ দেখিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইতে লাগিল। তখন তিনি পুত্র জয়ন্তকে অগ্রে রাখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫

জয়ন্ত সবলে শরাসন আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ পাঁচটী শরদ্বারা মদগর্ব্বিত দানবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬

দৈত্য শরাহত হইয়া রথোপরি পতিত হইল। তখন সারথি রথ লইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল ॥ ৪৭

সেই বিড়ালাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি এবং মহান্ জয় শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৪৮

সুরাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুস্তং শচীপতিম্
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৯
চুকোপ মহিষঃ শ্রুত্বা জয়শব্দং সুরৈঃ কৃতম্
প্রেষয়ামাস তত্রৈব তাম্রং পরমদাপহম্ ॥ ৫০
তাম্রস্তু বহুভিঃ সার্দ্ধং সমাগম্য রণাজিরে।
শরবৃষ্টিং চকারাশু তড়িদ্বানিব সাগরে ॥ ৫১
বরুণঃ পাশমুদ্যম্য জগাম ত্বরিতস্তদা।
যমশ্চ মহিষারূঢ়ো দণ্ডমাদায় নির্ঘৃণঃ ॥ ৫২
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং দেব-দানবয়োর্মিথঃ।
বাণৈঃ খড়্গৈশ্চ মুসলৈঃ শক্তিভিশ্চ পরস্বধৈঃ ॥ ৫৩
দণ্ডেন নিহতস্তাম্রো যমস্তোদ্যতেন চ।
ন চচাল মহাবাহুঃ সংগ্রামাঙ্গনতস্তদা ॥ ৫৪
চাপমাকৃষ্য বেগেন মুক্ত্বা তীব্রান্ শিলীমুখান্।
ইন্দ্রাদীনহনত্তূর্ণং তাম্রস্তস্মিন্ রণাজিরে ॥ ৫৫
তেঽপি দেবা শরৈর্দিব্যৈর্নিশিতৈশ্চ শিলাশিতৈঃ
নিজঘ্নুর্দানবান্ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রুশুঃ ॥ ৫৬
নিহতাস্তৈঃ সুরৈর্দৈত্যা মূর্চ্ছামাপ রণাঙ্গনে।
হাহাকারো মহানাসীদ্দৈত্যসৈন্যে ভয়াতুরে ॥ ৫৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যপরাজয়ো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

দেবগণ আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪৯

হে রাজন্! মহিষাসুর তখন সুরগণের জয়ধ্বনি শ্রবণে কুপিত হইয়া শত্রুগর্ব্বখর্ব্বকারী তাম্রনামক দৈত্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল ॥ ৫০

তাম্র রণাঙ্গনে বহুতর বিপক্ষ যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া মেঘ যেমন সাগরোপরি বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ শরবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫১

তখন বরুণ পাশ উদ্যত করিয়া তাম্র সুরের সম্মুখীন হইলেন এবং যমও দণ্ডগ্রহণ করিয়া মহিষারোহণে ধাবিত হইলেন ॥ ৫২

বাণ, খড়্গ, মুষল, শক্তি এবং পরশুদ্বারা দেব ও দানবের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৩

যম-হস্তপরিচালিত দণ্ড দ্বারা তাড়িত হইয়াও মহাবাহু তাম্র তৎকালে রণক্ষেত্র হইতে বিচলিত হইল না ॥ ৫৪

পরন্তু সে সবেগে ধনু আকর্ষণ করত তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া সমরাঙ্গণে ইন্দ্রাদি দেবগণকে তৎক্ষণাৎ প্রহার করিল ॥ ৫৫

সেই দেবগণও কুপিত হইয়া শিলাশানিত সুতীক্ষ্ণ দিব্য শরসমূহ দ্বারা তাম্র প্রভৃতি দানবগণকে আঘাত করিয়া 'ধাক্ ধাক্' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

সুরগণের সেই তীক্ষ্ণ শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া তাম্র দৈত্য রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইল। তখন দৈত্য সৈন্য ভয়াতুর হওয়াতে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৫৭

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যপরাজয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[সুরাসুরয়োর্যুদ্ধকথনম্]

ব্যাস উবাচ

তাম্রেঽথ মূর্চ্ছিতে দৈত্যে মহিষঃ ক্রোধসংযুতঃ
সমুদ্যম্য গদাং গুর্ব্বীং দেবানুপজগাম হ ॥ ১
তিষ্ঠধ্বন্তু সুরাঃ সর্ব্বে হন্ম্যহং গদয়া কিল।
সর্ব্বে বলিভুজঃ কামং বলহীনাঃ সদৈব হি ॥ ২
ইত্যুক্ত্বাসৌ গজারূঢ়ঃ সম্প্রাপ্য মদগর্ব্বিতঃ।
জঘান গদয়া তূর্ণং বাহুমূলে মহাভুজঃ ॥ ৩
সোঽপি বজ্রেণ ঘোরেণ চিচ্ছেদাশু গদাঞ্চ তাম্
প্রহর্ত্তুকামস্ত্বরিতো জগাম মহিষং প্রতি ॥ ৪
হয়ারিরপি কোপেন খড়্গমাদায় সুপ্রভম্
যযাবিন্দ্রং মহাবীর্য্যং প্রহরিষ্যন্নিবান্তিকম্ ॥ ৫
বভূব চ তয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্।
আয়ুধৈর্বিবিধৈস্তত্র মুনিবিস্ময়কারকম্ ॥ ৬
চকারাশু তদা দৈত্যো মায়াং মোহকরীং তদা।
শাম্বরীং সর্ব্বলোকস্থাং মুনীনামপি মোহিনীম্ ॥ ৭
কোটিশো মহিষাস্তত্র তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ
দদৃশুঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে নির্ভয়স্তো দেববাহিনীম্ ॥ ৮
মঘবা বিস্মিতস্তত্র দৃষ্ট্বা তাং দৈত্যনির্ম্মিতাম্।
বভূবাতিভয়োদ্বিগ্না মায়াং মোহকরীং কিল। ৯
বরুণোঽপি সুসম্ভ্রান্তস্তথৈব ধননায়কঃ।
যমো হুতাশনঃ সূর্য্যঃ শীতরশ্মির্ভয়াতুরঃ ॥ ১০
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে বভূবুর্মোহিতাঃ সুরাঃ
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং স্মরণং চক্রুরুদ্যতাঃ ॥ ১১
তত্রাজগ্মুশ্চ কাজেশাঃ স্মৃতমাত্রাঃ সুরোত্তমাঃ।
হংসতার্ক্ষ্যবৃষারূঢ়াস্ত্রাতুকামা বরায়ুধাঃ ॥ ১২
শৌরিস্তাং মোহিনীং দৃষ্ট্বা সুদর্শনমথোজ্জ্বলম্।
মুমোচ তেজসৈব মায়া সা বিলয়ং গতা ॥ ১৩
বীক্ষ্য তাম্রহিষস্তত্র সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
যোদ্ধুকামঃ সমাদায় পরিঘং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[দেব-দানবগণের যুদ্ধ কথন।]

বেদব্যাস কহিলেন,—রাজন্! অনন্তর তাম্র দৈত্য মূর্চ্ছিত হইলে পর মহিষাসুর ক্রোধভরে গুরুতর গদা উদ্যত করিয়া দেবগণের সমীপস্থ হইয়া বলিল ॥ ১

অরে দেবগণ! তোমরা বলিভুক্, সুতরাং কাকসদৃশ বলহীন। সম্প্রতি যুদ্ধে অবস্থান কর, আমি তোমাদিগকে গদাঘাতে নিহত করিতেছি ॥ ২

মদগর্বিত মহাবাহু মহিষ এই কথা বলিয়া ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রকে পাইয়া গদার দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাহুমূলে আঘাত করিল ॥ ৩

ইন্দ্রও তৎক্ষণাৎ ঘোরতর বজ্রদ্বারা গদাচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে গদা প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া ত্বরায় তাহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৪

তখন মহিষও ক্রোধে এক ভাস্বর খড়্গ লইয়া মহাবীর ইন্দ্রকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করিল ॥ ৫

তখন বিবিধ আয়ুধ বর্ষণদ্বারা তাঁহাদের উভয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত লোক ভীত ও মুনিগণ বিস্মিত হইলেন ॥ ৬

তখন সেই দানব সর্ব্বলোকবিনাশিনী এমন কি মুনিগণেরও মোহকারিণী শাম্বরী মোহিনী মায়া প্রকাশ করিল ॥ ৭

তখন রণস্থলে মহিষের তুল্যাকৃতি ও তুল্য বিক্রমশালী কোটি কোটি মহিষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা সকলেই আয়ুধধারী এবং দেবসেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৮

সেই দৈত্যকৃত মোহকরী মায়া সন্দর্শনে ইন্দ্র বিস্মিত এবং ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ৯

মায়া-মোহিত বরুণ, কুবের, যম, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সকলে ভীত ও পলায়নোদ্যত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১

স্মৃতমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই দেবশ্রেষ্ঠগণ হংস, গরুড় ও বৃষে আরোহণ করিয়া উত্তম উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিলেন ॥ ১২

বিষ্ণু সেই মোহিনী মায়া দর্শন করিয়া উজ্জ্বল সুদর্শন চক্র ত্যাগ করিলেন। সুদর্শনের তেজঃপ্রভাবেই সেই মায়া বিনষ্ট হইল ॥ ১৩

মহিষাসুর সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, পালনকারী বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা রুদ্রকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া যুদ্ধাভিলাষে পরিঘ লইয়া ধাবিত হইল ॥ ১৪

মহিষাখ্যো মহাবীরঃ সেনানীশ্চিক্ষুরস্তথা।
উগ্রাস্যশ্চোগ্রবীর্য্যশ্চ ত্বষ্ট্রবুর্দ্ধ্বকামুকাঃ॥ ১৫
অসিলোমা ত্রিনেত্রশ্চ বাষ্কলোঽন্ধক এব চ।
এতে চান্যে চ বহবো যোদ্ধুকামা বিনির্যযুঃ॥ ১৬
সন্নদ্ধা ধৃতচাপাস্তে রথারূঢ়া মদোদ্ধতাঃ।
পরিবব্রুঃ সুরান্ সর্ব্বান্ বৃকা ইব সুবৎসকান্॥ ১৭
বাণবৃষ্টিং ততশ্চক্রুর্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ।
সুরাশ্চাপি তথা চক্রুঃ পরস্পরজিঘাংসবঃ॥ ১৮
অন্ধকেন হরিমাসাদ্য পঞ্চবাণান্ শিলাশিতান্।
মুমোচ বিষসন্দিগ্ধান্ কর্ণাকৃষ্টান্ মহাবলান্॥ ১৯
বাসুদেবোঽপ্যসংপ্রাপ্তান্ বিশিখানাশুগৈস্তদা।
চিচ্ছেদ তান্ পুনঃ পঞ্চ মুমোচ রিপুনাশনঃ॥ ২০
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূব হরি-দৈত্যয়োঃ।
বাণাসি-চক্রমুদ্গলৈর্গদাশক্তিপরশ্বধৈঃ॥ ২১
মহেশান্ধকয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
পঞ্চাশদ্দিনপর্য্যন্তং বভূব চ পরস্পরম্॥ ২২

ইন্দ্র-বাষ্কলয়োস্তদ্বদ্ মহাহনু-ধনেশয়োঃ।
অসিলোম-বরুণয়োর্যুদ্ধং পরমদারুণম্॥ ২৩
গরুড়ং গদয়া দৈত্যো জঘান হরিবাহনম্।
স গদাপাতখিন্নাঙ্গো নিঃশ্বসন্নবতিষ্ঠত॥ ২৪
শৌরিস্তং দক্ষিণেনাশু হস্তেন পরিসান্ত্বয়ন্।
স্থিরং চকার দেবেশে বৈনতেয়ং মহাবলম্॥ ২৫
সমাকৃষ্য ধনুঃ শার্ঙ্গং মুমোচ বিশিখান্ বহূন্।
অন্ধকোপরি কোপেন হন্তুকামো জনার্দ্দনঃ॥ ২৬
দানবোঽপি চ তান্ বাণাংশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ।
পঞ্চাশদ্ভির্হরিং কোপাজ্জঘান চ শিলাশিতৈঃ॥ ২৭
বাসুদেবোঽপি তাংস্তূর্ণং বঞ্চয়িত্বা শরোত্তমান্।
চক্রং মুমোচ বেগেন সহস্রারং সুদর্শনম্॥ ২৮
ত্যক্তং সুদর্শনং দূরাৎ স্বচক্রেণ স্যবারয়ৎ।
ননাদ চ মহারাজ দেবান্ সম্মোহয়ন্নিব॥ ২৯
দৃষ্ট্বা তু বিফলং জাতং চক্রং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
জগ্মুঃ শোকং সুরাঃ সর্ব্বে জহৃর্ষুর্দানবাস্তথা॥ ৩০

তখন মহাবীর মহিষাসুর সেনাপতি চিক্ষুর, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য, অসিলোমা, ত্রিনেত্র, বাষ্কল, অন্ধক এবং অপরাপর যোদ্ধাগণ সকলেই যুদ্ধ কামনায় বহির্গত হইল॥ ১৫-১৬

সেই মদোদ্ধত দানবগণ বর্ম্মপরিবৃত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত রথারোহণপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক সুকুমার বৎসাক্রমণের ন্যায় সুরগণকে বেষ্টন করিল॥ ১৭

অনন্তর সেই মদগর্ব্বিত দানবগণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। দেবতারাও পরস্পর জিঘাংসু হইয়া সেইরূপ বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন॥ ১৮

সেনাপতি অন্ধক হরির সম্মুখে গমন করত আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বিষলিপ্ত মহাবলশালী পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিল॥ ১৯

তখন অরিনাশক বাসুদেব প্রেরিত বাণদ্বারা সেই সকল বাণ আসিতে না আসিতেই ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চবাণ ত্যাগ করিলেন॥ ২০

তখন হরি ও দানবের মধ্যে বাণ, অসি, চক্র, মুষল, গদা, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ২১

এদিকে মহেশ ও অন্ধকের মধ্যে পঞ্চাশৎ দিবস পর্য্যন্ত পরস্পর লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল॥ ২২

---

* ইন্দ্র-বাষ্কলয়োস্তদ্বদ্ যমমহিষাসুর রুদ্রয়োঃ।
যম-ত্রিনেত্রয়োস্তদ্বদ্ মহাহনু-ধনেশয়োঃ॥
(পাঠান্তর।)

এইরূপ বাষ্কলের সহিত ইন্দ্রের, (মহিষের সহিত রুদ্রের, ত্রিনেত্রের সহিত যমের) মহাহনুর সহিত কুবেরের এবং অসিলোমার সহিত বরুণের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ২৩

অন্ধক হরিবাহন গরুড়কে গদাঘাত করিল, গরুড় গদাপ্রহারে কাতর হইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে উপবেশন করিল॥ ২৪

তখন সুরেশ্বর হরি দক্ষিণ হস্তদ্বারা সান্ত্বনা দান করিয়া সেই বিনতানন্দন মহাবীর গরুড়কে সুস্থ করিলেন॥ ২৫

অনার্দ্দন কোপবশতঃ অন্ধককে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া শার্ঙ্গধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার উপর বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন॥ ২৬

প্রথমতঃ দানব আপনার নিক্ষিপ্ত শরনিকরে তাঁহার সেই বাণসকল ছেদন করিয়া ফেলিল, পরে ক্রোধাবেশে হরিকে শিলাশানিত পঞ্চাশৎ বাণদ্বারা আঘাত করিল॥ ২৭

বাসুদেবও অবিলম্বে সেই উত্তম উত্তম শরসকল বিফল করিয়া সহস্রার সুদর্শনচক্র সবলে পরিত্যাগ করিলেন॥ ২৮

মহারাজ! অন্ধক নিজ চক্রদ্বারা সেই শ্রীহরিত্যক্ত সুদর্শন চক্র নিবারণ করিয়া গর্জ্জন করত সমস্ত সুরগণকে যেন মোহিত করিল॥ ২৯

দেব শার্ঙ্গধরের চক্র বিফল হইল দেখিয়া সুরগণ শোকাকুল হইলেন এবং দানবগণ হর্ষপ্রাপ্ত হইল॥ ৩০

বাসুদেবোঽপি তরসা দৃষ্ট্বা দেবান্ শুচাবৃতান্ ।
গদাং কৌমোদকীং ধৃত্বা দানবং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩১
তং জঘানাতিবেগেন মূর্দ্ধ্নি মায়াবিনং হরিঃ ।
স গদাভিহতো ভূমৌ নিপপাতাতিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩২
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা হয়ারিরতিকোপনঃ
আজগাম রমানাথং ত্রাসয়ন্নতিগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩৩
বাসুদেবোঽপি তং দৃষ্ট্বা সমায়ান্তং ক্রুধান্বিতম্
চাপজ্যানিনদং চোগ্রং চকার নন্দয়ন্ সুরান্ ॥ ৩৪
শরবৃষ্টিং চকারাশু ভগবান্ মহিষোপরি ।
সোঽপি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈস্তান্ শরান্ গগনেরিতান্ ॥৩৫
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ রাজন্ পরস্পরভয়াবহম্
গদয়া তাড়য়ামাস কেশবো মস্তকোপরি ॥ ৩৬
স গদাভিহতো মূর্দ্ধ্নি পপাতোর্ব্ব্যাং সুমূর্চ্ছিতঃ ।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যে তস্য সুদারুণঃ ॥ ৩৭
স বিহায় ব্যথাং দৈত্যো মুহূর্ত্তাত্থিতঃ পুনঃ ।
গৃহীত্বা পরিঘং শৌর্যে জঘান মধুসূদনম্ ॥ ৩৮

বাসুদেবও দেবগণকে শোকাকুল দেখিয়া কৌমোদকী গদা ধারণ করিয়া দানবের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩১

তখন হরি সেই মায়াবী দানবের মস্তকে অতি বেগে গদাঘাত করিলেন। তখন সেই দৈত্য গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩২

অতিক্রোধী হয়ারি সেই অসুরকে নিপতিত দেখিয়া ভীষণ গর্জ্জনে সেই রমানাথকে ত্রাসিত করত আগমন করিল ॥ ৩৩

সে ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত হইলে বাসুদেব তাহাকে অবলোকন করিয়া ভীষণ ধনুর্নিনাদ করত দেবগণকে আনন্দিত করিলেন ॥ ৩৪

তখন ভগবান্ হরি মহিষের উপর বাণ বর্ষণ করিলেন। মহিষ শরনিকর দ্বারা আকাশ পথ হইতেই সেই শরসকল ছেদন করিল ॥ ৩৫

রাজন্! তখন তাঁহাদের পরস্পর ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কেশব তাহার মস্তকে গদাঘাত করিলেন ॥ ৩৬

সেই মহিষাসুর গদাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তাহার সৈন্যগণ দারুণ মহাহাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৩৭

সেই দানব মহিষ ক্ষণকালমধ্যে ব্যথামুক্ত হইয়া উত্থিত হইল। তখন সে পুনর্ব্বার পরিঘ লইয়া মধুসূদনের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩৮

পরিঘেণাহতস্তেন মূর্চ্ছামাপ জনার্দ্দনঃ
মূর্চ্ছিতং তমুবাহাশু জগাম গরুড়ো রণাৎ ॥৩৯
পরাবৃত্তে জগন্নাথে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
ভয়ং প্রাপুঃ সুদুঃখার্ত্তাশ্চুক্রুশুশ্চ রণাজিরে ॥ ৪০
ক্রন্দমানান্ সুরান্ বীক্ষ্য শঙ্করঃ শূলভৃত্তদা ।
মহিষং তরসাভ্যেত্য প্রাহরদ্ রোষসংযুতঃ ॥৪১
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ শঙ্করস্যোরসি স্ফুটম্ ।
জগর্জ্জ স চ দুষ্টাত্মা বঞ্চয়িত্বা ত্রিশূলকম্ ॥ ৪২
শঙ্করোঽপি তদা পৌড়াং ন প্রাপোরসি তাড়িতঃ ।
তং জঘান ত্রিশূলেন কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৪৩
সংলগ্নং শঙ্করং দৃষ্ট্বা মহিষেণ দুরাত্মনা ।
আজগাম হরিস্তাবৎ ওক্ত্বা মূর্চ্ছাং প্রহারজাম্ ॥ ৪৪
মহিষস্তু তদা বীক্ষ্য সংপ্রাপ্তৌ হরি-শঙ্করৌ
যুদ্ধকামৌ মহাবীর্য্যৌ চক্র-শূলধরৌ বরৌ ॥৪৫
কোপযুক্তৌ বভূবাসৌ দৃষ্ট্বা তৌ সমুপাগতৌ ।
জগাম সম্মুখস্তাবৎ সংগ্রামার্থং মহাভুজঃ ॥ ৪৬

সেই পরিঘদ্বারা আহত হইয়া জনার্দ্দন মূর্চ্ছিত হইলে গরুড় তাঁহাকে লইয়া সত্বর রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯

জগন্নাথ পরাঙ্মুখ হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত ও সাতিশয় কাতর হইয়া রণাঙ্গনে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শঙ্কর দেবগণের রোদন শুনিয়া সংক্রোধচিত্তে সত্বর মহিষের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ত্রিশূলদ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৪১

দুষ্টস্বভাব মহিষও ত্রিশূলপ্রহার বার্থ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শক্তি লইয়া শঙ্করের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল ॥৪২

তখন শঙ্কর বক্ষঃস্থলে তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথাপ্রাপ্ত হইলেন না। বরং কোপে আরক্তলোচন হইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ত্রিশূল প্রহার করিলেন ॥ ৪৩

শঙ্কর মহিষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া হরি প্রহারজনিত মোহমুক্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৪

মহাবীর্য্য দেববর চক্রধর হরি এবং শূলধারী শঙ্কর সংগ্রাম-বাসনায় রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মহিষ সাতিশয় কুপিত হইল ॥ ৪৫

তখন সেই দৈত্য মহিষ দেহ ধারণপূর্ব্বক বিশাল লাঙ্গুল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই মহাকায় ভয়ঙ্কর মহিষ যুদ্ধস্থল

মাহিষং বপুরাস্থায় ধুন্বন্ পুচ্ছং সমুৎকটম্ ৪৩
চকার ভৈরবং নাদং ত্রাসয়ন্নমরানপি।
ধুন্বন্ শৃঙ্গং মহাকায়ো দারুণো জলদো যথা ॥ ৪৮
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চক্ষেপ ভূশমুৎকটান্
দৃষ্ট্বা তৌ তু মহাবীর্য্যৌ দানবং দেবসত্তমৌ ॥ ৪৯
চক্রতুর্বাণবৃষ্টিঞ্চ দানবোপরি দারুণাম্
কুর্ব্বাণৌ বাণবৃষ্টিং তৌ দৃষ্ট্বা হরি-হরৌ হরিঃ।
চিক্ষেপ গিরিশৃঙ্গং তু পুচ্ছেনাবৃত্য দারুণম্ ॥ ৫০
আপতন্তং গিরিং বীক্ষ্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
বিশিখৈঃ শতধা চক্রে চক্রেণাশু জঘান তম্ ॥ ৫১
হরিচক্রাহতঃ সাংখ্যে মূর্চ্ছামাপ স দৈত্যরাট্।
উত্তস্থৌ চ ক্ষণাল্লব্ধং মানুষং বপুরাশ্রিতঃ ॥ ৫২
গদাপাণির্মহাঘোরো দানবঃ পর্ব্বতোপমঃ।
মেঘনাদং ননাদোচ্চৈর্ভীষয়ন্নমরানপি ॥ ৫৩
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পাঞ্চজন্যং সমুজ্জ্বলম্।
পূরয়ামাস তরসা শব্দং কর্ত্তুং খরস্বরম্ ॥ ৫৪
তেন শব্দেন শঙ্খস্য ভয়ত্রস্তাশ্চ দানবাঃ।
বভূবুর্মুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে সুরাসুরযুদ্ধকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

কম্পিত করিয়া জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত শৃঙ্গ কম্পিত করিতে করিতে দেবগণকেও ত্রাসিত করিল ॥ ৪৮-৪৮

মহাবীর্য্য দেবসত্তম বিষ্ণু ও শঙ্কর দানবকে দর্শন করিয়া ঘোরতর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হরি ও হর এই উভয়কে বাণবৃষ্টি করিতে দেখিয়া মহিষ পুচ্ছদ্বারা বেষ্টন করিয়া দারুণ গিরিশৃঙ্গনিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৯-৫০

গিরিশৃঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া ভগবান হরি শরনিচয় দ্বারা তাহা শত খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে চক্রপ্রহার করিলেন ॥৫১

হরির চক্রে আহত হইয়া দানবপতি ক্ষণকাল রণস্থলে মূর্চ্ছিত থাকিয়া পরক্ষণেই মানবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইল ॥ ৫২

তখন পর্ব্বত-সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর দানব গদাহস্তে দেবগণকে ভয় প্রদর্শন করত মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৫৩

ভগবান্ বিষ্ণু সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীষণ স্বরে অত্যুজ্জ্বল পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিবার জন্য সবেগে বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ৫৪

দৈত্যগণ শঙ্খের সেই শব্দ শুনিয়া ভীত হইল এবং তপোধন ঋষিগণ ও দেবগণ আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৫৫

পঞ্চমস্কন্ধে সুরাসুর-যুদ্ধকথন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুদ্ধং বিহায় হরেঃ শিবস্য ব্রহ্মণশ্চ স্ব-স্বভবনগমনম্, দেবান্ প্রতি মহিষাসুরস্যাত্যাচারকথনম্, অত্যাচারিতানাং দেবানাং ব্রহ্মসমীপে গমনম্, দেবৈঃ সহ ব্রহ্মণঃ কৈলাসধামগমনঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ

অসুরান্ মহিষো দৃষ্ট্বা বিষণ্ণমনসস্তদা।
ত্যক্ত্বা তন্মাহিষং রূপং বভূব মৃগরাড়সৌ ॥ ১
কৃত্বা নাদং মহাঘোরং বিস্তার্য্য চ মহাসটাম্।
পপাত সুরসেনায়াং ত্রাসয়ন্নখদর্শনৈঃ ॥ ২
গরুড়ঞ্চ নখাঘাতৈঃ কৃত্বা রুধিরবিপ্লুতম্।
জঘান চ ভুজে বিষ্ণুং নখাঘাতেন কেশরী ॥ ৩
বাসুদেবোঽপি তং দৃষ্ট্বা চক্রমুদ্যম্য বেগবান্।
হন্তুকামো হরিঃ কামমবাপাশু ক্রুধান্বিতঃ ॥ ৪
যাবদ্ধরিপুং বেগাচ্চক্রেণাভিজঘান তম্।
তাবৎ সোঽতিবলঃ শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যাং সমহনদ্ধরিম্ ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়

[যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া হরি, শিব ও ব্রহ্মার নিজ নিজ ভবনে গমন, দেবগণের প্রতি মহিষাসুরের অত্যাচারকথন, অত্যাচারিত দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন এবং দেবগণের সহিত ব্রহ্মার কৈলাসধামে গমন।]

বেদব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! তখন মহিষ দৈত্যদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ করিয়া সিংহরূপ ধারণ করিল ॥ ১

যাহা বিশাল জটা বিস্তার পূর্ব্বক মহিষাসুর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে খরতর নখর দ্বারা ভয় প্রদর্শন করত সুরসেনা-মধ্যে পতিত হইল ॥ ২

সেই সিংহরূপধারী মহিষাসুর প্রথমে গরুড়কে নখাঘাত করিয়া তাহার শরীর রক্তাক্ত করিল। তাহার পর সে বিষ্ণুর বাহুতে নখাঘাত করিল ॥ ৩

বেগবান্ বাসুদেবও তাহাকে দেখিয়া ক্রোধে চক্র উদ্যত করিয়া সংহার করিবার কামনায় সত্বর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

যেমন হরি মহিষ দানবকে অতিশয় বেগে চক্র প্রহার

বাসুদেবো বিষাণাভ্যাং তাড়িতোরসি বিহ্বলঃ।
পলায়নপরো বেগাজ্জগাম ভুবনং নিজম্ ॥ ৬
গতং দৃষ্ট্বা হরিং কামং শঙ্করোঽপি ভয়ান্বিতঃ।
অবধ্যং তং পরং মত্বা যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ৭
ব্রহ্মাপি চ নিজং ধাম ত্বরিতঃ প্রযযৌ ভয়াৎ
মঘবা বজ্রমালম্ব্য তস্থাবাজৌ মহাবলঃ ॥ ৮
বরুণঃ শক্তিমালম্ব্য ধৈর্য্যমালম্ব্য সংস্থিতঃ
যমোঽপি দণ্ডমাদায় যত্তঃ সমরতৎপরঃ ॥ ৯
ততো যক্ষাধিপঃ কামং বভূব রণতৎপরঃ।
পাবকঃ শক্তিমাদায় তত্রাভূদ্ যুদ্ধমানসঃ ॥ ১০
নক্ষত্রাধিপতিঃ সূর্য্যঃ সমবেতৌ স্থিতাবুভৌ।
বীক্ষ্য তং দানবশ্রেষ্ঠং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ৌ ॥১১
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধঃ দৈত্যসৈন্যং সমভ্যগাৎ।
বিসৃজন্ বাণজালানি ক্রূরাহিসদৃশানি চ ॥ ১২
কৃত্বা হি মাহিষং রূপং ভূপতিঃ সংস্থিতস্তদা।

দেব-দানবযোধানাং নিনাদস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
জ্যাঘাতশ্চ তলাঘাতো মেঘনাদসমোঽভবৎ।
সংগ্রামে সুমহাঘোরে দেবদানবসেনয়োঃ ॥ ১৪
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চিক্ষেপ চ মহাবলঃ।
জঘান সুরসঙ্ঘাংশ্চ দানবো মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১৫
খুরাঘাতৈস্তথা দেবান্ পুচ্ছস্য ভ্রামণেন চ
স জঘান রুষাবিষ্টো মহিষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১৬
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ভয়মাজগ্মুরুদ্যতাঃ
মঘবা মহিষং দৃষ্ট্বা পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ১৭
সঙ্গরং সংপরিত্যজ্য গতে শক্রে শচীপতৌ।
যমো ধনাধিপঃ পাশী জগ্মুঃ সর্ব্বে ভয়াতুরাঃ ॥ ১৮
মহিষোঽভিজয়ং মত্বা জগাম স্বগৃহং ততঃ
ঐরাবতং গজং প্রাপ্য ত্যক্তমিন্দ্রেণ গচ্ছতা ॥১৯
তথোচ্চৈঃশ্রবসং ভানোঃ কামধেনুং পয়স্বিনীম্।
স্বসৈন্যসংবৃতস্তূর্ণং স্বর্গং গন্তুং মনো দধে ॥ ২০

করিলেন, সেই মহাবল দানবও তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ত্যাগ করিয়া মহিষরূপ ধারণপূর্ব্বক শৃঙ্গযুগল দ্বারা হরিকে আঘাত করিল ॥৫

বাসুদেব শৃঙ্গদ্বারা বক্ষঃস্থলে বিতাড়িত হইয়া বিহ্বলচিত্তে বেগে পলায়ন করিয়া স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৬

হরিকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভীত শঙ্করও তাহাকে নিতান্ত অবধ্য মনে করিয়া সবেগে কৈলাস ধামে গমন করিলেন ॥ ৭

ব্রহ্মাও ভীত হইয়া স্বীয় আলয়াভিমুখে সত্বর গমন করিলেন। কিন্তু মহাবল বাসব বজ্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

বরুণও ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শক্তি অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যমও যত্নসহকারে দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক সমরতৎপর হইলেন ॥ ৯

সেইরূপ কুবেরও যুদ্ধের জন্য সংগ্রামে অভিলষ তৎপর হইলেন। অগ্নি শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাভিলাষে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১০

দানববর মহিষকে অবলোকন করিয়া চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া মিলিতভাবে রহিলেন ॥ ১১

ইত্যবসরে অসুর-সৈন্যবাহিনী ক্রোধে ক্রূর বিষধর সর্পতুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল ॥ ১২

তখন দানবরাজও মহিষরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই সময় দেব ও দানব যোদ্ধৃবর্গের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ১৩

দেব ও দানবসেনার ঘোরতর সংগ্রামসময়ে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় জ্যাঘাত শব্দ ও করতল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥১৪

মদগর্ব্বিত মহাবল মহিষাসুর শৃঙ্গ দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গসকল নিক্ষেপ করিয়া সুরগণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১৫

অনন্তর পরমাদ্ভুত মহিষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেবগণকে খুরাঘাত ও ঘূর্ণিত পুচ্ছ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ॥১৬

সেই সময় সমরপ্রবৃত্ত দেব ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। এমন কি মহিষকে দেখিয়াই ইন্দ্র পলায়ন করিলেন ॥ ১৭

শচীপতি ইন্দ্র সমর ত্যাগ করিয়া গমন করিলে যম, কুবের ও বরুণাদি সকলে ভয়াতুর হইল প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮

তখন ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ঐরাবত হস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব সেই মদমত্ত মহিষ প্রাপ্ত হইল এবং ভাস্কর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পয়স্বিনী কামধেনু গ্রহণ করিয়া অভিলষ জয় বিবেচনাপূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করিল। অনন্তর তথা হইতে নিজসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে বাসনা করিল ॥ ১৯-২০

মহিষাসুর শীঘ্রই দেবলোকে গমন করিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সুররাজ্য গ্রহণ করিল ॥ ২১

তরসা দেবসদনং গত্বা স মহিষাসুরঃ।
জগ্রাহ সুররাজ্যং বৈ ত্যক্তং দেবৈর্ভয়াতুরৈঃ ॥ ২১
ইন্দ্রাসনে তথা রম্যে দানবঃ সমুপাবিশৎ।
দানবান্ স্থাপয়ামাস দেবানাং স্থানকেষু সঃ ॥ ২২
এবং বর্ষশতং পূর্ণং কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্।
অবাপৈন্দ্রপদং কামং দানবো মদগর্ব্বিতঃ ॥ ২৩
নির্জ্জরা নির্গতা নাকাত্তেন সর্ব্বেঽতিপীড়িতাঃ।
এবং বহূনি বর্ষাণি বভ্রমুর্গিরিগহ্বরে ॥ ২৪
শ্রান্তাঃ সর্ব্বে তদা রাজন্ ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ
প্রজাপতিং জগন্নাথং রজোরূপং চতুর্মুখম্ ॥ ২৫
পদ্মাসনং বেদগর্ভং সেবিতং মুনিভিঃ স্বতৈঃ
মরীচিপ্রমুখৈঃ শান্তৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ২৬
কিন্নরৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈশ্চারণোরগপন্নগৈঃ
তুষ্টুবুর্ভয়ভীতাস্তে দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ২৭

দেবা ঊচুঃ

ধাতঃ কিমেতদখিলাদ্ভুতহারিজন্ম-
জন্মাভিবীক্ষ্য ন দয়াং কুরুষে সুরান্ যৎ।
সম্পীড়িতান্ রণজিতানসুরাধিপেন
স্থানচ্যুতান্ গিরিগুহাকৃতসন্নিবাসান্ ॥ ২৮
পুত্রান্ পিতা কিমপরাধশতৈঃ সমেতান্
সন্ত্যজ্য লোভরহিতঃ কুরুতেঽভিদুঃস্থান্
যস্ত্বাং সুরাংস্তব পদাম্বুজভক্তিযুক্তান্
দৈত্যার্দ্দিতাংশ্চ কৃপণান্ বহূপেক্ষসেঽদ্য ॥ ২৯
অমরভুবনরাজ্যং তেন ভুক্তং নিতান্তং
মখহবিরপি যোগ্যং ব্রাহ্মণৈরাদদাতি।
সুরতরুবরপুষ্পং সেবতেঽসৌ দুরাত্মা
জলনিধিনিধিভূতাং গামসৌ সেবতে তাম্ ॥ ৩০
কিংবা গৃণীমোঽসুরকার্য্যমদ্ভুতং
জানাসি দেবেশ সুরারিচেষ্টিতম্।
জ্ঞানেন সর্ব্বং ত্বমশেষকার্য্যবিৎ
তস্মাৎ প্রভো তে প্রণতাঃ স্ম পাদয়োঃ ॥ ৩১
যত্রাপি কুত্রাপি গতান্ সুরানসৌ
নানাচরিত্রঃ খলু পাপমানসঃ।
পীড়াং করোত্যেব স দুষ্টচেষ্টিত-
স্ত্রাতাসি দেবেশ বিধেহি শং বিভো ॥ ৩২

পরে দানবরাজ রমণীয় ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অপরাপর দানবদিগকে দেবগণের পদসকল দান করিল। ২২

সেই মদগর্ব্বিত দানব এইরূপে পূর্ণ শতবর্ষ তুমুল যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইল ॥ ২৩

জর্জ্জরিতকলেবর নিপীড়িত দেবগণ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া সমভাবে বহু বর্ষ পর্ব্বত-গহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥২৪

হে রাজন্! তখন দেবতারা শ্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। তৎকালে প্রজাপতি জগন্নাথ রজোরূপ চতুর্মুখ বেদগর্ভ কমলাসনে আসীন। বেদ-বেদাঙ্গের পরগামী শান্তচিত্ত মরীচি প্রভৃতি আত্মজমুনিগণ, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, উরগগণ এবং পন্নগগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান সেবা করিতেছেন। তৎকালে সেই ভয়ভীত দেবগণ দেবদেব জগদ্গুরু ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৭

দেবগণ কহিলেন,—হে বিধাতঃ! হে অখিলভুবন দুঃখ-বিনাশন পদ্মযোনে! আমরা অসুররাজের নিকট পরাজিত হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছি। আমরা গিরিগুহায় বাস করিতেছি। আমরা অতিশয় দুঃখে পতিত। আমাদিগকে এই অবস্থায় পতিত দেখিয়াও কেন আপনার দয়া হইতেছে না ?২৮

পুত্র শত অপরাধ করিলেও লোভরহিত পিতা কি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিয়া থাকেন ? আমরা আপনার চরণকমলে ভক্তিপরায়ণ, অথচ দানবগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত, তথাপি এই দীনচিত্ত দেবগণকে আজ আপনি উপেক্ষা করিতেছেন ॥ ২৯

দুরাত্মা মহিষ অমরগণের স্বর্গরাজ্য সম্যক্ ভোগ করিতেছে। যজ্ঞীয় হবির অংশ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। পারিজাত পুষ্প ভোগ করিতেছে আর রত্নাকর-সারভূতা সেই কামধেনুও আয়ত্ত করিয়াছে ॥ ৩০

অসুরগণের অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আর কি বলিব। দেবেশ! আপনি দেবশত্রুগণের সকল কার্য্যই অবগত আছেন। কারণ, আপনি জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত অবগত থাকেন। হে প্রভো! সেইজন্য আমরা আপনার পদযুগলে প্রণত হইলাম ॥৩১

সুরগণ যে কোন স্থানে গমন করিলেও পাপমনা দুষ্কর্ম্মরত দানবরাজ মহিষ নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকে। হে দেবেশ! আপনিই একমাত্র পরিত্রাতা, অতএব হে প্রভো! আমাদের কল্যাণ করুন ॥ ৩২

নোচেদ্ বয়ং দারুণমহাগ্নিপীড়িতাঃ
কং শান্তিকর্ত্তারমনন্তভেজসম্।
যামঃ প্রজেশং শরণং সুরেষ্টং
ধাতারমাদ্যং পরিমুচ্য কং শিবম্ ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ

ইতি স্তুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে প্রণেমুস্তং প্রজাপতিম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ৩৪
তাংস্তথা পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা তদা লোকপিতামহঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সুখং সঞ্জনয়ন্নিব ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ

কিং করোমি সুরাঃ কামং দানবো বরদর্পিতঃ।
স্ত্রীবধ্যোঽসৌ ন পুংবধ্যো বিধেয়ং তত্র কিং পুনঃ ॥৩৬
ব্রজামোঽদ্য সুরাঃ সর্ব্বে কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্।
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যবিশারদম্ ॥ ৩৭
ততো ব্রজামো বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
মিলিত্বা দেবকার্য্যঞ্চ বিমৃশামো বিশেষতঃ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা হংসমারুহ্য ব্রহ্মা কার্য্যসমুচ্চয়ে।

নতুবা রিপুদাবানল পীড়িত হইয়া আমরা শান্তিকর্ত্তা, অনন্তভেজা, সুরপূজিত, বিশ্ববিধাতা ও মঙ্গলময় প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব ? ৩৩

বেদব্যাস কহিলেন,—রাজন্! অতি বিষণ্ণবদন দেবগণ এইরূপে স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রজাপতিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৪

লোকপিতামহ সেই সুরগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মধুর বাক্য দ্বারা যেন তৎক্ষণাৎ রিপুনাশ-জনিত সুখ উৎপাদন করত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবগণ। আমি কি করি ? এই দানব সত্যই বলদর্পে দর্পিত। এই দানব পুরুষের বধ্য নহে, স্ত্রীবধ্য ; অতএব এবিষয়ে কর্ত্তব্য কি ? ৩৬

সুরগণ। আমরা সকলে এক্ষণে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাই। তথা হইতে সর্ব্বকার্য্যবিশারদ শঙ্করকে অগ্র লইয়া বৈকুণ্ঠে যাইব। সেখানে দেবদেব জনার্দ্দনের সহিত মিলিত হইয়া দেবকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করিব ॥ ৩৭-৩৮

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া কার্যবাহুল্য উপস্থিত হওয়ায় হংসে আরোহণ করত দেবগণের সহিত কৈলাসাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৯

দেবাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কৈলাসাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৯
তাবচ্ছিবোঽপি তমসা জ্ঞাত্বা ধ্যানেন পদ্মজম্।
আগচ্ছন্তং সুরৈঃ সার্দ্ধং নির্গতঃ স্বগৃহাদ্বহিঃ ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা পরস্পরং তৌ তু কৃত্তাভিবাদনৌ ভৃশম্।
প্রণতৌ চ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্তুষ্টৌ সংবভূবতুঃ ॥ ৪১
আসনানি পৃথক্ দত্ত্বা দেবেভ্যো গিরিজাপতিঃ।
উপবিষ্টেষু তেষ্বেব নিষসাদাসনে স্বকে ॥ ৪২
কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ।
পপ্রচ্ছ কারণং দেবান্ কৈলাসাগমনে বিভুঃ ॥ ৪৩

শিব উবাচ

কিমত্রাগমনং ব্রহ্মন্ কৃতং দেবৈঃ সবাসবৈঃ।
ভবতা চ মহাভাগ ব্রূহি তৎ কারণং কিল ॥৪৪

ব্রহ্মোবাচ।

মহিষেণ সুরেশান পীড়িতাঃ স্বর্গিবাসিনঃ
ভ্রমন্তি গিরিদুর্গেষু ভয়ত্রস্তাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪৫
যজ্ঞভুগ্ মহিষো জাতস্তথান্যে সুরশত্রবঃ।
পীড়িতা লোকপালাশ্চ ত্বামদ্য শরণং গতাঃ ॥ ৪৬

শিবও ধ্যানযোগে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা আসিতেছেন জানিতে পারিয়া স্বীয় গৃহ হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন ॥ ৪০

পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিব ও ব্রহ্মা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষপ্রাপ্ত হইলেন। সুরগণ সকলেই তখন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪১

দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ আসন প্রদান করিলে তাঁহারা তাহাতে উপবেশন করিলেন শিবও স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪২

বিভু বৃষভধ্বজ ব্রহ্মাকে এবং দেবগণকে কুশলপ্রশ্ন করিয়া কৈলাসে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩

শিব কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। কি নিমিত্ত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সমভিব্যাহারে আপনি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন ? হে মহাভাগ। সেই কারণটী কি ? তাহা আপনি ব্যক্ত করুন ॥ ৪৪

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবদেব। মহিষাসুরনিপীড়িত ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া গিরিদুর্গে ভ্রমণ করিতেছেন। মহিষ এবং অন্যান্য অসুরেরা যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছে, সুতরাং লোকপালগণ পীড়িত হইয়া অদ্য আপনার শরণাগত হইয়াছেন ॥৪৫-৪৬

ময়া তে শরণং শম্ভো প্রাপিতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ।
যদ্‌যুক্তং তদ্ বিধৎস্বাদ্য সুরকার্য্যং সুরেশ্বর।
ত্বয়ি ভারোঽস্তি সর্ব্বেষাং দেবানাং ভূতভাবন ॥ ৪৭

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্‌বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিদম্।
বচনং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রোবাচ পদ্মজং প্রতি ॥ ৪৮

শিব উবাচ

ভবতৈব কৃতং কার্য্যং বরদানাৎ পুরা বিভো
অনর্থদঞ্চ দেবানাং কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৪৯
ঈদৃশো বলবান্ শূরঃ সর্ব্বদেবভয়প্রদঃ।
কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্ ॥ ৫০
ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি।
গত্বৈব তে মহাভাগে যুযুধাতে কথং পুনঃ ॥ ৫১
ইন্দ্রাণী চ মহাভাগা ন যুদ্ধকুশলাস্তি হি।
কান্তা হন্তুং সমর্থাস্তি তং পাপং মদদর্পিতম্ ॥ ৫২
মমেদং মতমত্রৈব গত্বা দেবং জনার্দ্দনম্।
স্তুত্বা তং দেবকার্য্যায় প্রেরয়ামঃ সুসত্বরম্ ॥ ৫৩
সোঽভিবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ সর্ব্বার্থসাধনে।
মিলিত্বা বাসুদেবং বৈ কর্ত্তব্যং কার্য্যচিন্তনম্ ॥ ৫৪
প্রপঞ্চেন চ বুদ্ধ্যা স সংবিধাস্যতি সাধনম্ ॥ ৫৫

ব্যাস উবাচ।

ইতি রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ।
উত্থিতাস্তে তথেত্যুক্ত্বা শিবেন সহ সত্বরাঃ ॥ ৫৬
স্বকীয়ৈর্বাহনৈঃ সর্ব্বে যযুর্বিষ্ণুপুরং প্রতি।
মুদিতাঃ শকুনান্ দৃষ্ট্বা কার্য্যসিদ্ধিকরান্ শুভান্ ॥ ৫৭
ববুর্বাতাঃ শুভাঃ শান্তাঃ সুগন্ধাঃ শুভশংসিনঃ।
পক্ষিণশ্চ শুভা বাচস্তত্রোচুঃ পথি সর্ব্বশঃ ॥ ৫৮
নির্ম্মলং চাভবদ্ ব্যোম দিশশ্চ বিমলাস্তথা।
গমনে তত্র দেবানাং সর্ব্বং শুভমিবাভবৎ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে সুরাণাং কৈলাসগমনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হে শম্ভো! কার্য্যের গুরুত্ববশতঃ আমি তাঁহাদিগকে আপনার গৃহে লইয়া আসিয়াছি। অতএব হে দেবাধিদেব! যাহাতে সুরকার্য্য বৃদ্ধি অনুসারে সাধিত হয়, আপনি তাহা করুন। হে ভূতভাবন! সমস্ত দেবগণের ভার আপনাতেই যে ন্যস্ত ॥ ৪৭

বেদব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! শঙ্কর এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত মনোহর বাক্যে ব্রহ্মাকে কহিলেন ॥ ৪৮

শিব বলিলেন,—বিভো! আপনিই পূর্ব্বে বরদান করিয়া দেবগণের অনর্থের কার্য্য করিয়াছেন, অতঃপর আর কর্ত্তব্য কি? ৪৯

সেই অসুর ঈদৃশ বলবান্ ও শূর যে সমগ্র দেবমণ্ডলীর ভয় উৎপাদন করিয়াছে, অতএব এমন রমনী কে আছে, যে সেই মদ-দর্পিত দানবকে নিহত করিতে সমর্থ হইবে? ৫০

তোমার স্ত্রী বা আমার স্ত্রী যুদ্ধে যাইতে সমর্থা হইবে না। সেই মহাভাগযুগল যুদ্ধে যাইয়াই বা কিরূপে যুদ্ধ করিবে? ৫১

মহাভাগা ইন্দ্রাণীও যুদ্ধকুশলা নহে, অতএব কোন্ নারী সেই মদদর্পিত পাপবুদ্ধি দানবকে নিহত করিতে সমর্থ হইবে? ৫২

অতএব আমার এই মত যে, অদ্যই বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া দেবকার্য্যার্থ অতি ত্বরায় নিয়োজিত করি ॥ ৫৩

সেই বিষ্ণু অতি বুদ্ধিমান্‌দিগেরও শ্রেষ্ঠ, অতএব কার্য্যোদ্ধারার্থ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করা উচিত। তিনি বুদ্ধিদ্বারা বিবিধ মতি উদ্ভাবন করিয়াও কার্য্যোদ্ধার করিতে পারেন ॥ ৫৪-৫৫

বেদব্যাস কহিলেন,—ব্রহ্মাদি সুরসত্তমগণ মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া শিবসহ সত্বর উত্থিত হইলেন ॥ ৫৬

তৎকালে তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির সূচনিমিত্তসকল সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সুখস্পর্শ সুগন্ধি শুভবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ও পথের সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রদ পক্ষিকুল মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিল ॥ ৫৭-৫৮

তৎকালীন আকাশ ও দিক্‌সকল নির্ম্মল ভাব ধারণ করায় দেবতাদিগের গমনে যেন সকলই মঙ্গলপ্রদ হইল ॥ ৫৯

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণের কৈলাসগমন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বৈকুণ্ঠমাগত্য দেবানাং বৈকুণ্ঠসৌন্দর্য্যদর্শনম্, বিজয়েন বিষ্ণুসমীপে দেবাগমনসংবাদস্য কথনম্, বিষ্ণুসন্নিধে দেবানামুপস্থিতিঃ, বিষ্ণুস্তুতিঃ, বিষ্ণুনা দেবানামাগমনকারণস্য জিজ্ঞাসা, দেবৈরপি মহিষাসুরস্যাত্যাচারকথানিবেদনম্, নারীবধ্যোঽয়ং মহিষাসুর ইতি বিষ্ণুনা বিজ্ঞাপিতে দেবানাং তেজোরাশিতো দেব্যা আবির্ভাবঃ, দেব্যা রূপবর্ণনঞ্চ]

ব্যাস উবাচ

তরসা তেঽথ সংপ্রাপ্য বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুবল্লভম্
দদৃশুঃ সর্ব্বশোভাঢ্যং দিব্যগেহবিরাজিতম্ ॥ ১
সরোবাপীসরিদ্ভিশ্চ সংযুতং সুখদং শুভম্।
হংস-সারস-চক্রাহ্বৈঃ কূজদ্ভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ২
চম্পকাশোককহ্লার-মন্দার-বকুলাবৃতৈঃ
মল্লিকা-তিলকাম্রাতযূথৈঃ কুরবকাদিভিঃ ॥ ৩
কোকিলারাবসন্নাদৈঃ শিখণ্ডি-নৃত্যরাজিতৈঃ।
ভ্রমরারাব-রম্যৈশ্চ দিব্যৈরুপবনৈর্যুতম্ ॥ ৪
সুনন্দনন্দনাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈর্ভক্তিতৎপরৈঃ
সংস্তবদ্ভির্যুতং ভক্তৈরনন্যভববৃত্তিভিঃ ॥ ৫
প্রাসাদৈ রত্নখচিতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রমণ্ডিতৈঃ
অভ্রংলিহৈর্বিরজদ্ভিঃ সংযুতং সুরসদ্মকৈঃ ॥ ৬
গায়দ্ভির্দেবগন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যদ্ভিরপ্সরোগণৈঃ
রঞ্জিতং কিন্নরৈঃ শশ্বদ্বরকণ্ঠৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৭
মুনিভিশ্চ তথা শান্তৈর্বেদপাঠকৃতাদরৈঃ।
স্তবদ্ভিঃ শ্রুতিসূক্তৈশ্চ মণ্ডিতং সদনং হরেঃ ॥৮
তে চ বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ শুভাকৃতী।
বীক্ষ্যোচুর্জ্জয়-বিজয়ৌ হেমযষ্টিধরৌ স্থিতৌ ॥ ৯
গত্বৈকোঽপ্যুভয়োর্মধ্যে নিবেদয়তু সঙ্গতান্
দ্বারস্থান্ ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ বিষ্ণুদর্শনলালসান্ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ

বিজয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গত্বাথ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দেবান্ প্রণম্যোবাচ সত্বরঃ ॥ ১১

অষ্টম অধ্যায়।

[বৈকুণ্ঠে আসিয়া দেবগণের বৈকুণ্ঠশোভাদর্শন, বিজয়কর্তৃক বিষ্ণুসমীপে দেবগণের আগমন সংবাদকথন, বিষ্ণুর নিকটে দেবগণের উপস্থিতি, বিষ্ণুস্তুতি, বিষ্ণুকর্তৃক দেবগণের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা, দেবগণের দ্বারাও মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা নিবেদন, "এই মহিষাসুর নারী কর্তৃক বধ্য" ইহা বিষ্ণু কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলে দেবগণের তেজোরাশি হইতে দেবীর আবির্ভাব এবং দেবীর রূপ বর্ণন।]

বেদব্যাস কহিলেন,—দেবগণ স্তুতিগতিতে বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্বক সেই সর্বশোভাঢ্য দিব্য ভবনাবলী বিরাজিত বিষ্ণুর প্রিয় স্থান নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১

তাঁহারা দেখিলেন—হংস, সারস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমনিচয়ে তত্রত্য সরোবর, দীর্ঘিকা ও সরিৎসকল প্রতিনিয়ত নিনাদিত ও কহ্লারকুসুমে সুশোভিত রহিয়াছে। ঐ পবিত্র সুখময় স্থানে দিব্য উপবনসমূহ চম্পক, অশোক, মন্দার, বকুল, মল্লিকা, তিলক, আম্রাতক ও কুরুবকাদি মনোহর কুসুমে সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে এবং উহাতে কোকিল ও অলিনিকর মধুর ঝঙ্কার করিতেছে, আর অযোদেশে শিখিসকল নৃত্য করিতেছে। উহার মধ্যভাগে ভগবান্ বিষ্ণুর গগনভেদী স্বর্ণময় মনোহর প্রকোষ্ঠরাজি বিরাজিত দিব্য প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। উহা বিবিধ রত্নে খচিত ও বিবিধ চিত্রাবলীতে বিরাজিত। তন্মধ্যে ভগবান্ হরি সুনন্দ ও নন্দন প্রভৃতি স্তুতিপরায়ণ পরমভক্ত পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া রত্নাসনে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে অপ্সরাসকল নৃত্য এবং অমর গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরনিচয় সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। বেদপাঠপ্রিয় শান্তস্বভাব মুনিগণ শ্রুতিসূক্ত উচ্চারণ করত ভগবানের স্তুতি করিতেছেন। পরম মধুরাকৃতি জয়-বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয় হেমযষ্টিধারণপূর্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। সুরগণ তাদৃশ হরিভবনে গমনপূর্বক তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ॥ ২-৯

তোমাদের মধ্যে যে কেহ ভগবান্ হরির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন কর যে, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সমবেত হইয়া আপনার দর্শন-বাসনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন ॥ ১০

বেদব্যাস কহিলেন,—দ্বারপাল বিজয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে অবিলম্বে বিষ্ণুসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রণাম পূর্বক কহিলেন—সমস্ত দেবতারা আসিয়াছেন। ১১

বিজয় উবাচ

দেবদেব মহারাজ রমাকান্ত সুরারিহন্ ।
সমাগতাঃ সুরাঃ সর্বে দ্বারি তিষ্ঠন্তি বৈ বিভো ॥ ১১
ব্রহ্মা রুদ্রস্তথেন্দ্রশ্চ বরুণঃ পাবকো যমঃ ।
স্তবন্তি বেদবাক্যৈস্ত্বামমরা দর্শনার্থিনঃ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুর্বিজয়স্য রমাপতিঃ ।
নির্জগাম গৃহাত্তূর্ণং সুরান্ সমধিকোৎসবঃ ॥ ১৪
গত্বা বীক্ষ্য হরির্দেবান্ দ্বারস্থান্ শ্রমকর্শিতান্ ।
প্রীতিপ্রবণয়া দৃষ্ট্যা প্রীণয়ামাস দুঃখিতান্ ॥ ১৫
প্রণেমুস্তে সুরাঃ সর্বে দেবদেবং জনার্দনম্ ।
তুষ্টুবুশ্চ সুরারিঘ্নং বাগ্‌ভির্বেদবিনিশ্চিতম্ ॥ ১৬

দেবা উচুঃ

দেবদেব জগন্নাথ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক
দয়াসিন্ধো মহারাজ ত্রাহি নঃ শরণাগতান্ ॥ ১৭

বিষ্ণুরুবাচ

বিশন্তু নির্জ্জরাঃ সর্বে কুশলং কথয়ন্তু বঃ ।
আসনেষু কিমর্থং বৈ মিলিতাঃ সমুপাগতাঃ ॥ ১৮
চিন্তাতুরাঃ কথং জাতা বিষণ্ণা দীনমানসাঃ
ব্রহ্ম-রুদ্রেণ সহিতাঃ কার্য্যং প্রব্রূত সত্বরম্ ॥ ১৯

দেবা উচুঃ ।

মহিষেণ মহারাজ পীড়িতাঃ পাপকর্মণা ।
অসাধ্যেনাতিদুষ্টেন বরদৃপ্তেন পাপিনা ॥২০
যজ্ঞভাগানসৌ ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণৈঃ প্রতিপাদিতান্ ।
অমরা গিরিদুর্গেষু ভ্রমন্তি চ ভয়াতুরাঃ ॥ ২১
বরদানেন ধাতুঃ স দুর্জ্জয়ো মধুসূদন ।
তস্মাত্ত্বাং শরণং প্রাপ্তা জ্ঞাত্বা তৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ২২
সমর্থোঽসি সমুদ্ধর্ত্তুং দৈত্যমায়াবিশারদ ।
কুরু কৃষ্ণ বধোপায়ং তস্য দানবমর্দ্দন ॥ ২৩
ধাত্রা তস্মৈ বরো দত্তো হ্যবধ্যোঽসি নরৈঃ কিল
কা স্ত্রী ত্বেবংবিধা বালা যা হন্ত্যাত্তং শঠং রণে ॥২৪

বিজয় বলিলেন,—হে দেবদেব! হে মহারাজ! অখিল অমরবৃন্দ আপনার দর্শনার্থ আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১১

হে প্রভো! হে রমাকান্ত! হে সুরারিহন্! ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও হুতাশন প্রভৃতি সকলেই দর্শনপ্রার্থী হইয়া বেদবাক্যে আপনাকে স্তব করিতেছেন ॥ ১৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—তখন কমলাকান্ত হরি বিজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবগণের জন্য পরমানন্দচিত্তে ঔৎসুক্যান্বিত হইয়া অবিলম্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৪

শ্রীহরি বাহির হইয়া দেখিলেন, দেবগণ অতীব দুঃখিত ও ক্লান্ত হইয়া দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষপাতে সেই দুঃখিত সুরগণকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ১৫

সেই দেবগণ তখন সুরশত্রুনাশক দেবদেব জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন এবং বেদবিহিত বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

দেবগণ বলিলেন,—হে দেবদেব! জগন্নাথ! আপনি অখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্ত করিতেছেন, হে দয়াসিন্ধো! হে মহারাজ! আমরা আপনার শরণাপন্ন, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৭

ভগবান্ বিষ্ণু অমরগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে কহিলেন,—হে সুরগণ! এক্ষণে তোমরা আসন পরিগ্রহ কর এবং নিজ নিজ কুশলবার্ত্তা প্রকাশ কর। কি নিমিত্ত বা ঈদৃশ চিন্তাকুল ও বিষণ্ণহৃদয়ে ব্রহ্মা ও শঙ্করের সহিত মিলিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ? আমাকে ত্বরায় বল, কি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? ১৮-১৯

দেবগণ কহিলেন,—মহারাজ! দুষ্টাত্মা পাপনিরত পাপকর্ম। মহিষাসুর বরলাভে উদ্ধত ও অবধ্য হইয়া সতত আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছে ॥ ২০

ব্রাহ্মণগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহে সে স্বয়ংই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছে। অমরগণ নিরন্তর তাহার ভয়ে ভীত হইয়া গিরিদুর্গনিচয়ে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ২১

হে মধুসূদন! বিধাতার বরদানে সে দুর্জ্জয়। আমরা সেই কার্য্যগৌরব জানিয়াই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ২২

হে কৃষ্ণ! কোন দানবী মায়াই আপনার অবিদিত নহে, তজ্জন্য আপনি অখিল অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিতে আপনিই সমর্থ, অতএব আপনিই তাহার সংহারের উপায় করুন ॥ ২৩

সে বিধাতার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কোন পুরুষই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে না। সে এবম্বিধ বর-

উমা মা বা শচী বিদ্যা কা সমর্থাস্য ঘাতনে
মহিষস্যাতিদুষ্টস্য বরদানবলাদপি ॥ ২৫
বিচিন্ত্য বুদ্ধ্যা যৎ সর্ব্বং মরণস্যাস্য কারণম্
কুরু কার্য্যঞ্চ দেবানাং ভক্তবৎসল ভূধর ॥ ২৬
শ্রুত্বা তদ্ বচনং বিষ্ণুস্তানুবাচ হসন্নিব
যুদ্ধং কৃতং পুরাস্মাভিস্তথাপি ন মৃতো হ্যসৌ ॥ ২৭
অদ্য সর্ব্বসুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা।
উৎপন্না চেদ্ বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ ॥ ২৮
হয়ারিং বলদৃপ্তঞ্চ মায়াশতবিশারদম্।
হন্তুং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈর্নির্মিতা হি নঃ ॥২৯
প্রার্থয়ন্তু চ তেজোঽংশান্ স্ত্রিয়োঽস্মাকং তথা পুনঃ।
উৎপত্স্যৈস্তৈশ্চ তেজোঃশৈস্তেজোরাশির্ভবেদ্যথা ॥ ৩০
আয়ুধানি বয়ং দদ্মঃ সর্ব্বে রুদ্রপুরোগমাঃ।
তস্যৈ সর্ব্বাণি দিব্যানি ত্রিশূলাদীনি যানি চ ॥ ৩১
সর্ব্বায়ুধধরা নারী সর্ব্বতেজঃসমন্বিতা।
হনিষ্যতি দুরাত্মানং তং পাপং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ
ইত্যুক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাত্ততঃ।
স্বয়মেব বভৌ তেজোরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ ॥ ৩৩
রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্
কিঞ্চিচ্ছীতং তথা চোষ্ণং মরীচিজালমণ্ডিতম্ ॥ ৩৪
নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা।
বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ বভূবতুরুরুক্রমৌ ॥ ৩৫
শঙ্করস্য শরীরাত্তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্।
রৌপ্যবর্ণমভূত্তীব্রং দুর্দ্দর্শং দারুণং মহৎ ॥ ৩৬
ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্।
ঘোররূপং গিরিপ্রখ্যং তমোগুণমিবাপরম্ ॥ ৩৭
ততো বিষ্ণুশরীরাত্তু তেজোরাশিমিবাপরম্
নীলং সত্ত্বগুণোপেতং প্রাদুরাস মহাদ্যুতি ॥ ৩৮
ততশ্চন্দ্রশরীরাত্তু চিত্ররূপং দুরাসদম্।
আবিরাসীৎ সুসংবৃত্তং তেজঃ সর্ব্বগুণাত্মকম্ ॥৩৯
কুবেরযমবহ্নীনাং শরীরেভ্যঃ সমুত্থিতঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো বরুণস্য তথৈব চ ॥৪০

লাভে ঈদৃশ বলশালী হইয়াছে যে, উমা, লক্ষ্মী, শচী অথবা বিদ্যা কোন্ রমণী যে সেই শঠ মহিষাসুরকে নিধন করিতে সমর্থা, তাহা জানি না। হে ভক্তবৎসল! হে ভূধর! এখন আপনিই স্বীয় বুদ্ধিতে তাহার নিধনোপায় স্থির করিয়া যাহাতে সুরগণের কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাই করুন ॥ ২৪-২৬

ব্যাসদেব কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের বাক্য শ্রবণে যেন হাস্য করিয়া কহিলেন, আমরা পূর্ব্বে বিস্তর যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তথাপি সে নিহত হয় নাই ॥ ২৭

সম্প্রতি যদি অখিল দেববৃন্দের তেজ হইতে কোন পরম রূপবতী রমণী প্রাদুর্ভূতা হন, তবে তিনিই রণাঙ্গনে তাহাকে বলপূর্ব্বক সংহার করিতে পারিবেন ॥ ২৮

আমাদের শক্তির অংশ হইতে উৎপন্না রমণীই সেই পরম মায়াবী বরলাভগর্ব্বিত মহিষাসুরকে নিহত করিতে পারিবেন ॥ ২৯

অতএব এক্ষণে স্ব-স্ব রমণীর সহিত মিলিত হইয়া তোমরা তৈজস অংশের সন্নিধানে প্রার্থনা কর যে, উৎপন্ন তেজঃপুঞ্জ যেন রমণীরূপে পরিণত হয় ॥ ৩০

অনন্তর রুদ্র প্রভৃতি ও আমরা সকলে ত্রিশূলাদি যে সব দিব্যাস্ত্রসমূহ আছে, সংসমস্তই তাঁহাকে দান করিব ॥ ৩১

পরে সেই তেজঃসমন্বিতা রমণী সর্ব্বপ্রকারে আয়ুধনিচয় ধারণপূর্ব্বক দুরাত্মা পাপমতি মদগর্ব্বিত মহিষকে সংহার করিবেন ॥ ৩২

ব্যাসদেব কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ কহিবামাত্র ব্রহ্মার বদনমণ্ডল হইতে স্বতই অসহনীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্ভূত হইল ॥ ৩৩

উহার বর্ণ পদ্মরাগ-মণিবৎ লোহিত, উহা কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ এবং মরীচিমালায় মণ্ডিত থাকায় দেখিতে অতি সুন্দর ॥ ৩৪

হে মহারাজ! অমিতবিক্রমশালী ভগবান্ হরি ও হর ব্রহ্মা-মুখনিঃসৃত সেই তেজোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ৩৫

অতঃপর শঙ্করের শরীর হইতে রৌপ্যবর্ণ, দুর্নিরীক্ষ্য, অতি তীব্র, দৈত্যগণের ভয়প্রদ, সুরগণের বিস্ময়কর এবং পর্ব্বতোপম অপর তমোগুণ-সদৃশ ভয়ঙ্কর পরমদ্ভুত দারুণ তেজ নির্গত হইল ॥ ৩৬-৩৭

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলকান্তি সত্ত্বগুণময় মহাপ্রভাবশালী অপর তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩৮

তৎপরে দেবরাজের শরীর হইতে যে তেজঃ নির্গত হইল, উহা দেখিতে পরম মনোহর, সর্ব্বগুণময়, বিচিত্রবর্ণ ও দুঃসহনীয় ॥ ৩৯

অনন্তর ক্রমে কুবের, যম, অগ্নি ও বরুণ ইঁহাদের দেহসকল হইতে মহাতেজ নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ৪০

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শরীরেভ্যোঽতিভাস্বরম্ ।
নির্গতং তন্মহাতেজোরাশিরাসীন্মহোজ্জ্বলঃ ॥ ৪১
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
তেজোরাশিং মহাদিব্যং হিমাচলমিবাপরম্ ॥ ৪২
পঞ্চত্বাং তত্র দেবানাং তেজঃপুঞ্জসমুদ্ভবা
বভূবাতিবরা নারী সুন্দরী বিস্ময়প্রদা ॥ ৪৩
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বদেবশরীরজা
অষ্টাদশভুজা রম্যা ত্রিবর্ণা বিশ্বমোহিনী ॥ ৪৪
শ্বেতাননা কৃষ্ণনেত্রা সংরক্তাধরপল্লবা ।
তাম্রপাণিতলা কান্তা দিব্যভূষণভূষিতা ॥ ৪৫
অষ্টাদশভুজা দেবী সহস্রভুজমণ্ডিতা
সম্ভূতাসুরনাশায় তেজোরাশিসমুদ্ভবা ॥ ৪৬

জনমেজয় উবাচ ।

কৃষ্ণ দেব মহাভাগ সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তম
বিস্তরং ব্রূহি তস্যাস্তু শরীরস্য সমুদ্ভবম্ ॥ ৪৭
একীভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং তেজঃ কিংবা পৃথক্ স্থিতম্ ।
অঙ্গানি চৈব তস্যাস্তু সর্ব্বতেজোময়ানি বা ॥ ৪৮
ভিন্নভাগবিভাগেন জাতান্যঙ্গানি যানি তু ।
মুখ-নাসাক্ষিভেদেন সর্ব্বত্রৈকত্ববানি চ ॥ ৪৯
ব্রূহি তদ্‌বিস্তরং ব্যাস শরীরাঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
বভূব যস্য দেবস্য তেজসোঽঙ্গং যদদ্ভুতম্ ॥ ৫০
আয়ুধাভরণাদীনি দত্তানি বৈর্যথা তথা ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুকামোঽস্মি ত্বন্মুখাম্বুজনির্গতম্ ॥ ৫১
নহি তৃপ্যাম্যহং ব্রহ্মন্ সুধাময়রসং পিবন্ ।
চরিতঞ্চ মহালক্ষ্ম্যাস্ত্বন্মুখাম্ভোজনির্গতম্ ॥ ৫২

সূত উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সত্যবতীসুতঃ ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীণয়ন্নিব ভূপতিম্ ॥ ৫৩

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাভাগ বিস্তরেণ ব্রবীমি তে ।
যথামতি কুরুশ্রেষ্ঠ তস্যা দেহসমুদ্ভবম্ ॥ ৫৪
ন ব্রহ্মা ন হরিঃ সাক্ষাৎ ন রুদ্রো ন চ বাসবঃ
যাথাতথ্যেন তদ্রূপং বক্তুমীশঃ কদাচন ॥ ৫৫

এইরূপ অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে দেদীপ্যমান মহৎ তেজঃ উৎপন্ন হইল। তখন সেই তেজঃপুঞ্জ মিলিত হইয়া সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণ করিল ॥ ৪১

হিমগিরিবৎ অন্য এক সেই বিশাল দিব্য তেজোরাশি অবলোকন করিয়া হরি প্রভৃতি নিখিল সুরগণ বিস্মিত হইলেন ॥ ৪২

দেখিতে দেখিতেই সেস্থানে দেবগণের সমক্ষেই সেই তেজঃ-পুঞ্জ বিস্ময়কর অপূর্ব লাবণ্যময়ী রমণীরূপে পরিণত হইল ॥ ৪৩

অখিল অমৃতবন্দের শরীরসম্ভূতা বিশ্বমোহিনী ত্রিগুণাত্মিকা সেই দেবী মহালক্ষ্মী অষ্টাদশ বাহু ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পরম রমণীয়া ও ত্রিবর্ণধারী ॥ ৪৪

তাঁহার বদনমণ্ডল শুভ্র, নেত্রত্রয় কৃষ্ণবর্ণ, অধরপল্লব প্রগাঢ় রক্তবর্ণ ও পাণিতল তাম্রবর্ণ। তৎকালে তিনি দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রমণীয় কান্তিসম্পন্না হইলেন ॥ ৪৫

সেই দেবী আদ্যাশক্তি সহস্র সহস্র বাহুশালিনী হইলেও তৎকালে অসুরগণের সংহারার্থ সুরগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে অষ্টাদশভুজা হইয়া সমুদ্ভূতা হইলেন ॥ ৪৬

জনমেজয় বলিলেন,—হে মুনিসত্তম কৃষ্ণ দেব! আপনি সৌভাগ্যশালী ও সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তাঁহার দেহোৎপত্তির বিষয় বিস্তৃতরূপে কীর্তন করুন ॥ ৪৭

সমস্ত দেবতেজ কি একীভূত হইয়াছিল? কিংবা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত ছিল এবং তাহার মুখ নাসিকাদি অঙ্গসকল কি সর্ব্বতেজোময় ছিল? কিংবা বিভিন্ন তেজ হইতে উৎপন্ন? ৪৮

ভিন্ন ভিন্ন তেজের অংশে মুখ, নাসিকা ও চক্ষু ভেদে যে সব অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল অথবা সর্ব্বত্রই মিলিত ভাবে এক এক অঙ্গ হইয়াছিল? ৪৯

হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! তাঁহার শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ই বিবৃত করিয়া বলুন। তাঁহাকে যে যে দেবতা যে যে আয়ুধ অর্পণ করিয়া ছিলেন, আপনার মুখকমল হইতে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫০-৫১

হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখকমল-নিঃসৃত অমৃতায়মান মহালক্ষ্মী চরিত শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ৫২

সূত বলিলেন,—সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব ভূপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে পরম পুলকিত করতঃ মধুর বাক্যে কহিলেন ॥ ৫৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি পরম সৌভাগ্য-শালী, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি নিজ জ্ঞান অনুসারে বিস্তররূপে তোমার নিকট তাঁহার দেহোৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিতেছি ॥ ৫৪

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র বা বাসব কেহই প্রকৃতরূপে কখনও তাঁহার রূপ বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৫৫

কথং জানাম্যহং দেব্যা যদ্রূপং যাদৃশং যতঃ।
বাচারম্ভণমাত্রং তদুৎপন্নেতি ব্রবীমি যৎ ॥ ৫৬

সা নিত্যা সর্ব্বদৈবাস্তে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে
নানারূপা ত্বেকরূপা জায়তে কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৫৭

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপস্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮

তথৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাসি স্বলীলয়া
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ। ৫৯

কার্য্যকর্ম্মানুসারেণ নামানি প্রভবন্তি হি
ধাত্বর্থগুণযুক্তানি গৌণানি মুখ্যানি চ ॥ ৬০

তদ্ বৈ বুদ্ধ্যনুসারেণ প্রব্রবীমি নরাধিপ।
যথা তেজঃ সমুদ্ভূতং রূপং তস্যা মনোহরম্ ॥ ৬১

শঙ্করস্য চ যত্তেজস্তেন তন্মুখপঙ্কজম্
শ্বেতবর্ণং শুভাকারমজায়ত মহত্তরম্ ॥ ৬২

কেশাস্তস্যাস্তথা স্নিগ্ধা যামোন তেজসাভবন্
বক্রাগ্রাশ্চাতিদীর্ঘা বৈ মেঘবর্ণা মনোহরাঃ ॥ ৬৩

নয়নত্রিতয়ং তস্যা জজ্ঞে পাবকতেজসা
কৃষ্ণং রক্তং তথা শ্বেতং বর্ণত্রিতয়ভূষিতম্ ॥ ৬৪

বক্রে স্নিগ্ধে কৃষ্ণবর্ণে সন্ধ্যাযোস্তেজসা ভ্রুবৌ।
জাতে দেব্যাঃ শুভেজস্কে কামস্য ধনুষী ইব তে ॥ ৬৫

বায়োশ্চ তেজসা শস্তৌ শ্রবণৌ সম্বভূবতুঃ।
নাতিদীর্ঘৌ নাতিহ্রস্বৌ দোলাবিব মনোভুবঃ ॥ ৬৬

তিলপুষ্পসমাকারা নাসিকা সুমনোহরা
সঞ্জাতা স্নিগ্ধবর্ণা বৈ ধনদস্য চ তেজসা ॥ ৬৭

দন্তাঃ শিখরিণঃ শুক্লাঃ কুন্দাগ্রসদৃশাঃ সমাঃ
সঞ্জাতাঃ সুপ্রভা রাজন্ প্রাজাপত্যেন তেজসা ॥৬৮

অধরশ্চাতিরক্তোঽস্যাঃ সঞ্জাতোঽরুণতেজসা।
উত্তরোষ্ঠস্তথা রম্যঃ কার্ত্তিকেয়স্য তেজসা ॥ ৬৯

অষ্টাদশভুজাকারা বাহবো বিষ্ণুতেজসা
বসূনাং তেজসাঙ্গুল্যো রক্তবর্ণাস্তথাভবন্ ॥ ৭০

সৌম্যেন তেজসা জাতং স্তনয়োর্যুগ্মমুত্তমম্।
ঐন্দ্রেণাস্যাস্তথা মধ্যং জাতং ত্রিবলিসংযুতম্ ॥ ৭১

অতএব হে নৃপতে। তিনি যে কিংস্বরূপ, তাঁহার রূপ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উৎপন্না, তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে যে বলিতেছি তিনি উৎপন্না হইলেন, ইহা বাক্যারম্ভ মাত্র ॥ ৫৬

তিনি নিত্যা, সুতরাং এক রূপেই অবস্থিতা, তিনি একরূপা হইয়াও দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য কার্য্যগৌরববশতঃ নানা রূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন ॥ ৫৭

যেমন রঙ্গালয়স্থ নট একরূপ হইলেও লোকরঞ্জন-হেতু নানারূপ ধারণ করে, তদ্রূপ তিনি অরূপা ও গুণাতীতা হইলেও দেব-কার্য্যার্থ স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদি গুণময় বিবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৮-৫৯

কার্য্য কর্ম্মানুসারে ধাতুর অর্থ ও গুণযুক্ত মুখ্য গৌণ ভেদে তদীয় বহুল নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে ॥ ৬০

অতএব হে নরাধিপ। সুরগণের তেজ হইতে যেরূপে তাঁহার মনোহর রূপ প্রকাশিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা আমি যথাযথ ব্যক্ত করিতেছি ॥ ৬১

ভগবান্ শিবের যে তেজ, তাহার দ্বারা তাঁহার শুভ্রবর্ণ ও শুভাকৃতি অতি বিশাল মুখপদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৬২

যমের তেজে জলদজালবৎ স্নিগ্ধ ও মনোহর আপাদলম্বিত কুটিলাগ্র কেশনিচয় হইয়াছিল ৬৩

বহ্নি-তেজে তাঁহার লোচনত্রয় উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যস্থল শুক্ল, তারকামণ্ডল কৃষ্ণ এবং প্রান্তদেশ রক্তবর্ণে শোভিত ॥ ৬৪

দেবীর ভ্রূদ্বয় উভয়সন্ধ্যার তেজ হইতে উৎপন্ন। উহা দেখিতে কামদেবের ধনুর ন্যায় ঈষৎ বক্র, স্নিগ্ধকৃষ্ণ ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং লোচনের পরম প্রীতিকর ॥ ৬৫

অনঙ্গ দেবের দোলাবৎ অনতিদীর্ঘ ও অনতিহ্রস্ব পরম সুন্দর শ্রুতিযুগ্ম পবনদেবের তেজ হইতে সমুদ্ভূত হয় ॥ ৬৬

কুবেরের তেজে তিলকুসুমসন্নিভ পরম রমণীয় স্নিগ্ধ অতিশয় মনোহর নাসিকা উৎপন্ন হইয়াছে ॥৬৭

হে রাজন্! প্রজাপতির তেজে কুন্দকুসুমসদৃশ সমাগ্র, মসৃণ ও প্রভাশালী দন্তপংক্তি হইয়াছে ॥৬৮

অরুণের তেজে ইহার অতি রক্তবর্ণ অধর হইল। কার্ত্তিকেয়ের তেজে সেই সময় রমণীয় ওষ্ঠ হইল ॥ ৬৯

বিষ্ণুর তেজে অষ্টাদশ বাহু এবং বসুগণের তেজে রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসকল হইল ॥ ৭০

চন্দ্রের তেজে সুরম্য স্তনযুগল হইল। ইন্দ্রের তেজে বলিত্রয়-সমন্বিত মধ্যদেশ হইল ॥ ৭১

জঙ্ঘোরু বরুণস্যাথ তেজসা সংবভূবতু:।
নিতম্ব: স তু সঞ্জাত: বিপুলস্তেজসা ভুব:॥ ৭২
এবং নারী শুভাকারা সুরূপা সুন্দরী ভৃশম্
সমুৎপন্না তথা রাজংস্তেজোরাশিসমুদ্ভবা॥ ৭৩
তাং দৃষ্ট্বা সুষ্ঠু সর্ব্বাঙ্গীং সুদতীং চারুলোচনাম্।
মুদং প্রাপু: সুরা: সর্ব্বে মহিষেণ প্রপীড়িতা:॥ ৭৪
বিষ্ণুস্তাহ সুরান্ সর্ব্বান্ ভূষণাস্যায়ুধানি চ।
প্রযচ্ছন্তু শুভাস্যৈ দেবা: সর্ব্বাণি সাম্প্রতম্॥ ৭৫
স্বায়ুধেভ্য: সমুৎপাদ্য তেজোযুক্তানি সত্বরা:।
সমর্পয়ন্তু সর্ব্বেঽদ্য দেব্যৈ নানায়ুধানি বৈ॥ ৭৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীস্বরূপোদ্ভবো নামাষ্টমোঽধ্যায়:॥ ৮॥

বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় হইল এবং বসুন্ধরার তেজে বিশাল নিতম্ব সংগঠিত হইল। ৭২

হে রাজন্! এইরূপে সুরগণের তেজোরাশি হইতে সেই পরম রূপলাবণ্যবতী মযূরকণ্ঠী সীমন্তিনী সমুদ্ভূতা হইলেন॥ ৭৩

তখন মহিষাসুরপীড়িত দেবগণ সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী চারুদশনা সুলোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন॥ ৭৪

অনন্তর ভগবান্ হরি সমুদয় সুরগণকে কহিলেন,—হে দেবগণ! সম্প্রতি সকলে এই দেবীকে ত্বরায় নানাবিধ ভূষণ এবং স্ব স্ব আয়ুধনিচয় হইতে বিবিধ প্রকার তেজোময় আয়ুধসকল উৎপাদন পূর্ব্বক সমর্পণ কর॥ ৭৫-৭৬

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চম স্কন্ধে দেবীর স্বরূপ উদ্ভব নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়:।

[দেব্যৈ দেবাদিভির্ভূষণাস্ত্রাদীনাং প্রদানম্, দেবীস্তুতি:, দেব্যা অট্টহাস্যম্, অট্টহাস্যং শ্রুত্বা মহিষাসুরস্য চিন্তা, হাস্যকারণং জ্ঞাতুং দূতপ্রেরণম্, তাং দেবীং দৃষ্ট্বা দূতস্যাগমনম্, মহিষাসুরসমীপে তস্যা বার্ত্তাকথনম্, তামানেতুং মহিষাসুরেণ মন্ত্রিবরস্য প্রেষণঞ্চ]

ব্যাস উবাচ।

দেবা বিষ্ণুবচ: শ্রুত্বা সর্ব্বে প্রমুদিতাস্তদা।
দদুশ্চ ভূষণাস্যাণ্ড বস্ত্রাণি স্বায়ুধানি চ॥ ১
ক্ষীরোদশ্চাম্বরে দিব্যে রক্তে সূক্ষ্মে তথাপরে।
নির্ম্মলঞ্চ তথা হারং প্রীতস্তস্যৈ সুমণ্ডিতম্॥ ২
দদৌ চূড়ামণিং দিব্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
কুণ্ডলে চ তথা শুভ্রে কটকানি ভুজেষু বৈ॥ ৩
কেয়ূরান্ কঙ্কণান্ দিব্যান্ নানারত্নবিরাজিতান্।
দদৌ তস্যৈ বিশ্বকর্ম্মা প্রসন্নেন্দ্রিয়মানস:॥ ৪
নূপুরৌ সুস্বরৌ কান্তৌ নির্ম্মলৌ রত্নভূষিতৌ।
দদৌ সূর্য্যপ্রতীকাশৌ ত্বষ্টা তস্যৈ সুপাদয়ো:॥ ৫
তথা গ্রৈবেয়কং রম্যং দদৌ তস্যৈ মহার্ণব:।
অঙ্গুলীয়করত্নানি তেজোবন্তি চ সর্ব্বশ:॥ ৬

নবম অধ্যায়।

[দেবীকে দেবাদি কর্ত্তৃক ভূষণ ও অস্ত্রাদি প্রদান, দেবীস্তুতি, দেবীর অট্টহাস্য, অট্টহাস্য শুনিয়া মহিষাসুরের চিন্তা, হাস্যকারণ জানিবার জন্য দূত প্রেরণ, সেই দেবীকে দেখিয়া দূতের আগমন, মহিষাসুরের নিকট তাঁহার বার্ত্তা কথন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য মহিষাসুর কর্ত্তৃক মন্ত্রিবরকে প্রেরণ।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণুর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সুরগণ পরমানন্দিত হইয়া অবিলম্বে বিবিধ প্রকার অলঙ্কার, বসন ও অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিলেন॥ ১

ক্ষীরোদসাগর প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে দিব্য রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম বসনযুগ্ম এবং মণি-মাণিক্যাদিখচিত নির্ম্মল হার প্রদান করিলেন॥ ২

বিশ্বকর্ম্মা প্রসন্ন হইয়া কোটি প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অলৌকিক চূড়ামণি, শ্রুতিমণ্ডলে দিব্য কুণ্ডলযুগল, অষ্টাদশ বাহুতে বিবিধ রত্ন-খচিত দিব্য কেয়ূর, কঙ্কণ ও বলয় প্রদান করিলেন॥ ৩-৪

ত্বষ্টা তাঁহার সুন্দর চরণযুগলে সূর্য্যসম দীপ্যমান, সুমধুর শব্দায়মান, নানারত্ন বিভূষিত ও অতি মনোহর বিমল নূপুরযুগল প্রদান করিলেন॥ ৫

মহার্ণব তাঁহাকে সুরম্য গ্রীবাভূষণ এবং রত্নরাজিতে সমুজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কসকল সমর্পণ করিলেন॥ ৬

অম্লানপঙ্কজাং মালাং গন্ধাঢ্যাং ভ্রমরাকুলাম্ ।
তথৈব বৈজয়ন্তীঞ্চ বরুণঃ সম্প্রযচ্ছত ॥ ৭
হিমবানথ সন্তুষ্টো রত্নানি বিবিধানি চ ।
দদৌ চ বাহনং সিংহং কনকাভং মনোহরম্ ॥ ৮
ভূষণৈর্ভূষিতা দিব্যৈঃ সা বরাজ বরা শুভা ।
সিংহারূঢ়া বরারোহা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৯
বিষ্ণুশ্চক্রাৎ সমুৎপাদ্য দদাবস্যৈ রথাঙ্গকম্ ।
সহস্রারং সুদীপ্তঞ্চ দেবারিশিরসাং হরম্ ॥ ১০
স্বত্রিশূলাৎ সমুৎপাদ্য শঙ্করঃ শূলমুত্তমম্
দদৌ দেব্যৈ সুরারীণাং কৃন্তনং ভয়নাশনম্ ॥ ১১
বরুণশ্চ প্রসন্নাত্মা দদৌ শঙ্খং সমুজ্জ্বলম্ ।
ঘোষবন্তং স্বশব্দাত্তু সমুৎপাদ্য সুমঙ্গলম্ ॥ ১২
হুতাশনস্তথা শক্তিং শতঘ্নীং সুমনোজবাম্ ।
প্রাযচ্ছত্তু প্রসন্নাত্মা তস্যৈ দৈত্যবিনাশিনীম্ ॥ ১৩
ইষুধিং বাণপূর্ণঞ্চ চাপং চাস্তুতদর্শনম্
মারুতো দত্তবাংস্তস্যৈ তূণাবর্কং খরস্বরম্ ॥১৪

বরুণদেব বৈজয়ন্তী এবং দিব্যগন্ধময়ী পঙ্কজমালা অর্পণ করিলেন। উহার পঙ্কজসকল কখনই ম্লান হয় না। ভ্রমরাবলি সৌগন্ধলুব্ধ হইয়া উহার অনুসরণ করিতেছে ॥ ৭

অনন্তর হিমালয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ রত্ন এবং বাহনোপযোগী সুবর্ণবর্ণ পরম সুন্দর এক সিংহ প্রদান করিলেন ॥ ৮

তৎকালে সেই সর্ব্বশুভলক্ষণাক্রান্তা পরম কল্যাণকরী সুন্দরী-প্রধানা দেবী ভগবতী সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা এবং দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া সাতিশয় রূপমাধুরী বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৯

অনন্তর বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে সংস্র অর (ধার)-সম্পন্ন ধনুর্জ্বলের শিরশ্ছেদক ও প্রদীপ্ত এক চক্র উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ১০

ভগবান্ শঙ্কর দেবশত্রু অসুরসমূহের বিনাশকারী ও ভক্তগণের ভয়নাশক এবংশ্রেষ্ঠ ত্রিশূল স্বীয় ত্রিশূল হইতে উৎপাদন করিয়া দেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ১১

বরুণদেব স্বীয় শঙ্খ হইতে গভীর নিনাদকারী পরম মঙ্গলপ্রদ সমুজ্জ্বল শঙ্খ উৎপাদন করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২

অগ্নিদেব প্রসন্নচিত্তে মনের ন্যায় শীঘ্রগামী দৈত্যনাশিনী শতঘ্নীশক্তি সেই দেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ১৩

স্ববজ্রাদ্ বজ্রমুৎপাদ্য দদাবিন্দ্রোঽতিদারুণম্ ।
ঘণ্টামৈরাবতাত্তূর্ণং সুশব্দাঞ্চাতিসুন্দরাম্ ॥ ১৫
দদৌ দণ্ডং যমঃ কামং কালদণ্ডসমুদ্ভবম্ ।
যেনাস্তং সর্ব্বভূতানামকরোৎ কাল আগতে ॥ ১৬
ব্রহ্মা কমণ্ডলুং দিব্যং গঙ্গাবারিপ্রপূরিতম্ ।
দদাবস্যৈ মুদাযুক্তো বরুণঃ পাশমেব চ ॥ ১৭
কালঃ খড়্গং তথা চর্ম প্রাযচ্ছত্তু নরাধিপঃ
পরশুং বিশ্বকর্মা চ তীক্ষ্ণমস্যৈ দদাবথ ॥ ১৮
ধনদস্তু সুরাপূর্ণং পানপাত্রং সুবর্ণজম্ ।
পঙ্কজং বরুণশ্চাদাদ্দেব্যৈ দিব্যং মনোহরম্ ॥ ১৯
গদাং কৌমোদকীং দৃষ্টা ঘণ্টাশতনিনাদিনীম্ ।
অদাত্তস্যৈ প্রসন্নাত্মা সুরশত্রুবিনাশিনীম্ ॥ ২০
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্
দদৌ দৃষ্টা জগন্মাত্রে নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ ॥ ২১
সায়ুধাং ভূষণৈর্যুক্তাং দৃষ্ট্বা তে বিস্ময়ং গতাঃ ।
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং ত্রৈলোক্যমোহিনীং শিবাম্ ॥ ২২

পবনদেব শরপূর্ণ তূণীর আর ত্বরাকর্ষ খরস্বর অদ্ভুতদর্শন ধনুঃ প্রদান করিলেন ॥ ১৪

দেবরাজ ইন্দ্র নিজবজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন পূর্ব্বক এবং ত্বরায় ঐরাবত হইতে মধুর শব্দায়মান মনোহর ঘণ্টা গ্রহণ করিয়া দেবীকে দান করিলেন ॥ ১৫

সমর উপস্থিত হইলে যাহাদ্বারা অখিল প্রাণীরই বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে, সেই যম স্ব-কালদণ্ড হইতে কমনীয় দণ্ড উৎপাদন পূর্ব্বক প্রদান করিলেন ॥ ১৬

ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ দিব্য কমণ্ডলু ও বরুণদেব পাশ প্রদান করিলেন ॥ ১৭

হে নরাধিপ! অনন্তর কাল খড়্গ ও চর্ম এবং বিশ্বকর্মা সুতীক্ষ্ণ পরশু সমর্পণ করিলেন ॥ ১৮

কুবের স্বর্ণময় সুরাপূর্ণ পানপাত্র এবং বরুণ মনোহর দিব্য পদ্ম দান করিলেন ॥ ১৯

তৃষ্টা প্রসন্নচিত্তে শত শত ঘণ্টাশব্দে শব্দিতা অসুরসংহারিণী কৌমোদকী নামে গদা সেই জগন্মাতাকে প্রদান করিলেন ॥ ২০

বিশ্বকর্মা বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও অভেদ্য বর্ম এবং দিবাকর স্বীয় রশ্মিনিকর সেই জগন্মাতাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ২১

তখন দেবগণ বিবিধ ভূষণে ভূষিতা ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী শিবাকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াভাবাপন্নচিত্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

দেবা উচু:

নম: শিবায়ৈ কল্যাণ্যৈ শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ নমো নম:
ভগবত্যৈ নমো দেব্যৈ রুদ্রাণ্যৈ সততং নম: ॥২৩
কালরাত্র্যৈ তথাম্বায়ৈ ইন্দ্রাণ্যৈ তে নমো নম:।
সিদ্ধ্যৈ বুদ্ধ্যৈ তথা বৃদ্ধ্যৈ বৈষ্ণব্যৈ তে নমো নম: ॥২৪
পৃথিব্যাং যা স্থিতা পৃথ্বী ন জ্ঞাতা পৃথিবীঞ্চ যা।
অন্তঃস্থিতা যময়তি বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥ ২৫
মায়ায়াং যা স্থিতা জ্ঞাতা মায়য়া ন চ তামজাম্।
অন্তঃস্থিতা প্রেরয়তি প্রেরয়িত্রীং নুমঃ শিবাম্ ॥ ২৬
কল্যাণং কুরু ভো মাতস্ত্রাহি নঃ শক্রতাপিতান্
জহি পাপং হয়ারিং ত্বং তেজসা স্বেন মোহিতম্ ॥ ২৭
খলং মায়াবিনং ঘোরং স্ত্রীবধ্যং বরদর্পিতম্।
দুঃখদং সর্ব্বদেবানাং নানারূপধরং শঠম্ ॥ ২৮
ত্বমেকা সর্ব্বদেবানাং শরণং ভক্তবৎসলে।
পীড়িতান্ দানবৈরাশু ত্রাহি দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২৯

দেবগণ কহিলেন,—যিনি পরম কল্যাণময়ী এবং শান্তি ও পুষ্টিস্বরূপিণী, আমরা সেই দেবী ভগবতী রুদ্রাণীকে সতত নমস্কার করি ॥ ২৩

তুমি কালরাত্রি, জগতের মাতা ও ইন্দ্রাণী, তোমাকে প্রণাম। তুমি সিদ্ধি, বুদ্ধি, বৃদ্ধি ও বৈষ্ণবী বলিয়া কীর্ত্তিত হও, অতএব আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২৪

যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া সতত পৃথিবীকে নিয়মিত করিলেও পৃথিবী তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না, আমরা সেই পরমেশ্বরীকে বন্দনা করি ॥ ২৫

যিনি মায়ামধ্যে বিরাজিত থাকিয়া সেই অজা মায়াকে যথাযথ কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু তথাপি মায়া যাঁহাকে জানিতে পারেন না, আমরা সেই প্রেরয়িত্রী শিবাকে স্তুতি করি ॥ ২৬

হে মাতঃ! তুমি শত্রু-নিপীড়িত আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া কল্যাণ বিধান কর। তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই পাপমতি মহিষাসুরকে মোহিত করত সংহার কর ॥ ২৭

সে অতিশয় খল, মায়াবী, ভীমকর্ম্মা, বরলাভে দর্পিত, অখিল দেবগণের দুঃখপ্রদ, নানারূপধারী ও রমণীর বধ্য, তুমি তাহাকে বধ কর। হে ভক্তবৎসলে! তুমিই একমাত্র সুরগণের রক্ষাকারী, অতএব হে দেবি! আমরা সেই দানবকর্ত্তৃক নিতান্তই পীড়িত হইতেছি, আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ২৮-২৯

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী সুরৈঃ সর্ব্বসুখপ্রদা
তানুবাচ মহাদেবী স্মিতপূর্ব্বং শুভং বচঃ ॥ ৩০

দেব্যুবাচ।

ভয়ং ত্যজন্তু গীর্বাণা মহিষাত্মজচেতসঃ।
হনিষ্যামি রণেঽদ্যৈব বরদৃপ্তং বিমোহিতম্ ॥ ৩১

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা সুরান্ দেবী জহাসাতীব সুস্বরম্।
চিত্রমেতচ্চ সংসারে ভ্রমমোহযুতং জগৎ ॥ ৩২
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ সেন্দ্রাশ্চান্যে সুরাস্তথা।
কম্পযুক্তা ভয়ত্রস্তা বর্ত্তন্তে মহিষাৎ কিল ॥৩৩
অহো দৈববলং ঘোরং দুর্জ্জয়ং সুরসত্তমৈঃ।
কালঃ কর্ত্তাস্তি দুঃখানাং সুখানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
সৃষ্টিপালনসংহারে সমর্থা অপি তে যদা।
মুহ্যন্তি ক্লেশসন্তপ্তা মহিষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—তখন সর্ব্বসুখপ্রদা সেই দেবী ভগবতী সুরগণকর্ত্তৃক এইরূপে বন্দিতা হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কল্যাণকর বাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন ॥ ৩০

দেবী বলিলেন,—হে দেবগণ! দুষ্টমতি মহিষাসুরের ভয় ত্যাগ কর, আমি অদ্যই সেই বরলাভে দর্পিত জ্ঞানশূন্য মহিষকে সংহার করিব ॥ ৩১

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবী ভগবতী এইরূপ কহিয়া মধুর স্বরে হাস্য করিলেন। সংসারে ইহাই বিচিত্র যে, জগতের অখিল ব্যক্তিই ভ্রমে ও মোহে সমাকীর্ণ ॥ ৩২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি যাবতীয় দেবতাই মহিষাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে অবস্থিতি করিতেছেন ॥৩৩

অহো! দৈববল কি অদ্ভুত। ভয়ঙ্কর সুরসত্তমগণও উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সমর্থ, সেই সুরগণই যখন আজ মহিষাসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ক্লেশসন্তপ্ত হৃদয়ে বিমোহিত হইয়াছেন, তখন বাস্তবিক কাল সুখ-দুঃখের কর্ত্তা এবং কালই সকলের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর ॥ ৩৪-৩৫

দেবী ভগবতী এইরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ঈদৃশ অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন যে, সেই দানবগণের ভয়প্রদ মহাঘোর অদ্ভুত উচ্চ হাস্য শব্দ শ্রবণে অখিল বসুন্ধরা কম্পিতা হইতে লাগিল, পর্ব্বতসকল স্থানভ্রষ্ট হইতে থাকিল এবং শক্তিশালী মহার্ণব ক্ষুব্ধ হইল ॥ ৩৬-৩৭

ইতি কৃত্বা স্মিতং দেবী সাট্টহাসং চকার হ
উচ্চৈঃ শব্দং মহাঘোরং দানবানাং ভয়প্রদম্ ॥ ৩৬
চকম্পে বসুধা তত্র শ্রুত্বা তচ্ছব্দমদ্ভুতম্।
চেলুশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে চুক্ষোভাব্ধিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৭
মেরুশ্চাপি শব্দেন দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ।
ভয়ং জগ্মুস্তদা শ্রুত্বা দানবাস্তং স্বনং মহৎ ॥ ৩৮
জয় পাহীতি দেবাস্তামূচুঃ পরমহর্ষিতাঃ
মহিষোঽপি স্বনং শ্রুত্বা চুকোপ মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৩৯
কিমেতদিতি তান্ দৈত্যান্ পপ্রচ্ছ স্বনশঙ্কিতঃ।
গচ্ছন্তু ত্বরিতা দূতা জ্ঞাতুং শব্দসমুদ্ভবম্ ॥ ৪০
কুতঃ কেনায়মত্যুগ্রঃ শব্দঃ কর্ণব্যথাকরঃ।
দেবো বা দানবো বাপি যো ভবেৎ স্বনকারকঃ ॥ ৪১
গৃহীত্বা তং দুরাত্মানং মৎসমীপং নয়ন্ত্বিহ
হনিষ্যামি দুরাচারং গর্জ্জন্তং ক্ষয়দুর্ম্মদম্ ॥ ৪২
ক্ষীণায়ুষ্কং মন্দমতিং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪৩
পরাজিতাঃ সুরাঃ কামং ন গর্জ্জন্তি ভয়াতুরাঃ।
নাসুরা মম বশ্যাস্তে কস্যেদং মূঢ়চেষ্টিতম্ ॥ ৪৪

ত্বরিতা মামুপায়ান্ত জ্ঞাত্বা শব্দস্য কারণম্।
অহং গত্বা হনিষ্যামি তং পাপং বিতথশ্রমম্ ॥ ৪৫

ব্যাস উবাচ

ইত্যুক্তাস্তেন তে দূতা দেবীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
অষ্টাদশভুজাং দিব্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪৬
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং বরায়ুধধরাং শুভাম্
দধতীং চষকং হস্তে পিবন্তীঞ্চ মুহুর্মধু ॥ ৪৭
সংবীক্ষ্য ভয়ভীতাস্তে জগ্মুস্ত্রস্তাঃ সুশঙ্কিতাঃ।
সকাশে মহিষস্যাশু তমূচুঃ স্বনকারণম্ ॥ ৪৮

দৈত্যা উচুঃ।

দেবী দৈত্যেশ্বর প্রৌঢ়া দৃশ্যতে কাচিদঙ্গনা
সর্ব্বাঙ্গভূষণা নারী সর্ব্বরত্নোপশোভিতা ॥ ৪৯
ন মানুষী নাসুরী সা দিব্যরূপমনোহরা
সিংহারূঢ়াযুধধরা চাষ্টাদশকরা বরা ॥ ৫০
সম্পানং কুরুতে নারী লক্ষ্যতে মদগর্ব্বিতা।
সুরাপানরতা কামং জানীমো ন সভর্ত্তৃকা ॥ ৫১

অধিক কি; সুমেরু পর্বত পর্য্যন্ত বিচলিত এবং দিক্‌সকল প্রপূরিত হইয়া গেল। তৎকালে সেই মহৎ শব্দ শুনিয়া দানবগণ ভীত হইল ॥ ৩৮

দেবতারা তখন পরম হৃষ্টান্তঃকরণে, কহিলেন, হে দেবি! আপনার জয় হউক। আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। মদগর্ব্বিত মহিষাসুর সেই শব্দ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইল ॥৩৯

সে তখন দৈত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল,—আঃ, এ কি? দূতগণ! তোমরা ত্বরায় এই শব্দের অনুসন্ধান নিমিত্ত যাও ॥ ৪০

কোথা হইতে কে এই কর্ণক্লেশকর অতি ভীষণ শব্দ করিল? দেবতাই হউক বা দানবই হউক, যে এই শব্দ করিয়াছে, অবিলম্বে সেই দুরাত্মাকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি গর্ব্বিত অল্পায়ু: মন্দমতি শব্দায়মান দুরাচারকে সংহার করিব এবং অবিলম্বে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৪১-৪৩

দেবতারা আমার নিকট পরাজিত হইয়া সতত ভয়াতুর, তাহাদের আর গর্জ্জন নাই। অসুরগণও আমার বশ, তবে কি ইহা কোন মূর্খের কার্য্য? ৪৪

যাহাই হউক, ত্বরায় শব্দের কারণ জানিয়া আমার নিকট ব্যক্ত কর, আমি যাইয়া সেই বৃথাশ্রমকারী পাপিষ্ঠকে এখনই নিধন করিব ॥ ৪৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—দূতগণ তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বাভরণভূষিতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না অষ্টাদশভুজা দেবীর সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক দেখিল, তাঁহার কর-নিকরে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আয়ুধরাজি বিরাজ করিতেছে এবং তিনি একহস্তে সুরাপানপাত্র ধারণ করিয়া মুহুর্মুহু সুরাপান করিতেছেন ॥ ৪৬-৪৭

দূতগণ তাঁহার এতাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে অবিলম্বে মহিষাসুর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া শব্দের কারণ নিবেদন করিল ॥ ৪৮

দৈত্যগণ কহিল,—হে দৈত্যেশ্বর! আমরা এক প্রৌঢ়া রমণীকে অবলোকন করিলাম। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ রত্নরাজি বিরাজিত ও ভূষণমালায় বিভূষিত। সেই দিব্যরূপধারিণী মনোহারিণী রমণী মনুজাঙ্গনা বা অসুরাঙ্গনা নহে। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়—অতীব মদগর্ব্বিতা, তিনি সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার অষ্টাদশ বাহুতে বিবিধ আয়ুধরাজি বিরাজিত। তিনি সতত সুরাপানে আসক্ত থাকিয়া সতীর গর্জ্জন করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে চিনিলাম না, বোধ হয় তাঁর স্বামী নাই ॥ ৪৯-৫১

অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাঃ স্তুবন্তি মুদান্বিতাঃ।
জয়েতি পাহি নশ্চেতি জহি শত্রুমিতি প্রভো ॥ ৫২
ন জানে কা বরারোহা কস্য বা সা পরিগ্রহঃ।
কিমর্থমাগতা চাত্র কিং চিকীর্ষতি সুন্দরী ॥ ৫৩
দ্রষ্টুং নৈব সমর্থাঃ স্ম তত্তেজঃপরিবর্ষিতাঃ।
শৃঙ্গারবীরহাস্যাচ্য-রৌদ্রাদ্ভুতরসান্বিতা ॥ ৫৪
দৃষ্টৈর্বৈবংবিধাং নারীমসন্তাস্থ সমাগতাঃ।
বয়ং ত্বদাজ্ঞয়া রাজন্ কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম ॥ ৫৫

মহিষ উবাচ

গচ্ছ বীর ময়াদিষ্টো মন্ত্রিশ্রেষ্ঠো বলান্বিতঃ
সামাদিভিরুপায়ৈস্তাং সমানয় শুভাননাম্ ॥ ৫৬
নায়াতি যদি সা নারী ত্রিভিঃ সামাদিভির্হি।
অহত্বা তাং বরারোহাং ত্বমানয় মমান্তিকম্ ॥
করোমি পট্টমহিষীং তামরালভ্রুবং মুদা ॥ ৫৭
প্রীতিযুক্তা সমায়াতি যদি সা মৃগলোচনা।

হে প্রভো! দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সানন্দচিত্তে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন এবং কহিতেছেন—আপনার জয় হউক, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং শত্রুকে বধ করুন ॥ ৫২

হে রাজন্! সেই পরম রূপলাবণ্যবতী ললনা কে? কাহার ভার্য্যা? কি জন্য এস্থানে আসিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদ্‌গত ভাবই বা কি? তাহা কিছুই বুঝিলাম না ॥ ৫৩

তাঁহাকে নয়নগোচর করিলেই বোধ হয় যেন সেই সুন্দরী শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের আকর। আমাদের নয়নযুগল তদীয় দেহ-প্রভায় প্রধর্ষিত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিতেও সক্ষম হইলাম না ॥ ৫৪

হে রাজন্! ভবদীয় আজ্ঞানুসারে এবম্বিধ ললনাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সম্ভাষণ না করিয়াই প্রত্যাগত হইয়াছি। অতঃপর কি করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৫৫

দূতগণের এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণে মহিষাসুর কহিল,—হে বীর মন্ত্রিপ্রবর! সসৈন্যে তুমি তথায় গমন পূর্ব্বক সামাদি উপায় দ্বারা সেই শুভাননাকে আনয়ন কর ॥ ৫৬

সামাদি উপায় দ্বারাও যদি সেই রমণী আসিতে না চাহেন, তবে তুমি প্রাণে না মারিয়া লঘুদণ্ড বিধান দ্বারা আমার নিকটে আনয়ন করিবে। যদি অরালভ্রু বামলোচনা প্রীতি

রসভঙ্গো যথা নস্যাত্তথা কুরু মমেপ্সিতম্।
শ্রবণান্মোহিতোঽস্যাস্তু তস্যা রূপস্য সম্পদা ॥৫৮

ব্যাস উবাচ।

মহিষস্য বচঃ শ্রুত্বা পেশলং মন্ত্রিসত্তমঃ
জগাম ত্বরসা কামং গজাশ্বরথসংযুতঃ ॥ ৫৯
গত্বা দূরতরং স্থিত্বা তামুবাচ মনস্বিনীম্
বিনয়াবনতঃ শ্লক্ষ্ণং মন্ত্রী মধুরয়া গিরা ॥ ৬০

প্রধান উবাচ।

কাসি ত্বং মধুরালাপে কিমত্রাগমনং কৃতম্
পৃচ্ছতি ত্বাং মহাভাগে মন্মুখেন মম প্রভুঃ ॥ ৬১
স জেতা সর্ব্বদেবানামবধ্যস্তু নরৈঃ কিল।
ব্রহ্মণো বরদানেন গর্ব্বিতশ্চারুলোচনে ॥ ৬২
দৈত্যেশ্বরোঽসৌ বলবান্ কামরূপধরঃ সদা।
শ্রুত্বা ত্বাং সমুপায়াতাং চারুবেশাং মনোরমাম্ ॥ ৬৩
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা মে মহিষো নাম পার্থিবঃ।
মানুষং রূপমাদায় ত্বৎসমীপং সমেষ্যতি ॥ ৬৪

সহকারে আগমন করে, তবে আমি তাহাকে পট্টমহিষী করিব। আমি তাহার রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া বিমোহিত হইয়াছি, যাহাতে রসভঙ্গ না হয়, এরূপে আমার অভীষ্ট সাধন করিও ॥ ৫৭-৫৮

ব্যাসদেব কহিলেন,—মন্ত্রিবর মহিষের তাদৃশ কোমল বাক্য শ্রবণে গজারোহী অশ্বারোহী ও রথী সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ত্বরিতপদে তথায় গমন করিয়া দূরে অবস্থান পূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া মধুর বচনে সেই মনস্বিনীকে কহিল ॥ ৫৯-৬০

মন্ত্রিপ্রধান কহিল,—অয়ি মধুরভাষিণি! তুমি কে? কিজন্যই বা এখানে আসিয়াছ? হে মহাভাগে! আমার প্রভুই আমার মুখে তোমাকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥ ৬১

তিনি অখিল অমরদিগকে জয় করিয়াছেন এবং সমস্ত মানবগণেরই অবধ্য। অয়ি চারুলোচনে! তিনি ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া অতীব গর্ব্বিত হইয়াছেন ॥ ৬২

সেই দানবরাজ অতীব বলশালী ও কামরূপী। মদীয় প্রভু মহারাজ মহিষাসুর তোমাকে সুন্দর বেশে মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক এস্থানে সমাগত শ্রবণ করিয়া দেখিতে বাসনা করিয়াছেন। তিনি তোমার নিকট মানবরূপে আগমন করিবেন ॥ ৬৩-৬৪

যথা রুচ্যেত চার্ব্বঙ্গি তথা মন্ত্রায়হে বয়ম্ ।
তর্হ্যেহি মৃগশাবাক্ষি সমীপং তস্য ধীমতঃ ॥ ৬৫
নোচেদিহানয়াম্যেনং রাজানং ভক্তিতৎপরম্ ।
তথা করোমি দেবেশি যথা তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৬৬
বশগোঽসৌ তবার্থায় রূপসংশ্রবণাদ্ভব
করভোরু বদাশু ত্বং সংবিধেয়ং ময়া তথা ॥ ৬৭
ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে নির্জ্জরাণামায়ুর্ধৈর্যে বার্চ্চনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

হে চার্ব্বঙ্গি ! তোমার যাহা অভিরুচি হয়, আমরা তদ্রূপ কার্য্যই করিব। অতএব হে মৃগশাবাক্ষি ! এক্ষণে ধীমান্ সেই মহীয়ান্ প্রভুর নিকট আগমন কর ৬৫

অথবা আমি সেই ভক্তিপরায়ণ প্রভুকে এই স্থানেই আনয়ন করিতেছি। ফলকথা হে দেবেশি ! তোমার যেরূপ বাসনা, তাহাই করিব। ৬৬

অয়ি করভোরু ! তিনি তোমার রূপ সৌন্দর্য্য শ্রবণে তোমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। তুমি ত্বরায় মনোভাব ব্যক্ত কর, আমি তাহাই করিতেছি। ৬৭

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চম স্কন্ধে দেবগণের অনুরূপ দানের দ্বারা দেবীর অর্চ্চননামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

[মহিষাসুরস্য মন্ত্রিবাক্যং শ্রুত্বা দেব্যা উক্তিঃ, দেবীবাণীং শ্রুত্বা মন্ত্রিণা মহিষাসুরস্য প্রশংসামূলক-নানাবিধ-বাক্যকথনম্, তদ্বাক্যমাকর্ণ্য দেব্যা অনুপমোত্তরদানম্, দেবীবচনেন বিস্মিতস্য মন্ত্রিণো মহিষাসুরসমীপে গমনম্ দেবীবাক্যকথনঞ্চ ।]

ব্যাস উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য প্রমদোত্তমা ।
তমুবাচ মহারাজ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১

দেব্যুবাচ

মন্ত্রিবর্য্য সুরাণাং বৈ জননীং বিদ্ধি মাং কিল ।
মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতাং সর্ব্বদৈত্যনিষূদিনীম্ ॥ ২
প্রার্থিতাহং সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মহিষস্য বধায় বৈ ।
পীড়িতৈর্দানবেন্দ্রেণ যজ্ঞভাগবহিষ্কৃতৈঃ ॥ ৩
তস্মাদিহাগতাস্ম্যদ্য তদ্বধার্থং কৃতোদ্যমা
একাকিনী ন সৈন্যেন সংবৃতা মন্ত্রিসত্তম ॥ ৪
যত্ত্বয়াহং সামপূর্ব্বং কৃত্বা স্বাগতমাদরাৎ
উক্তা মধুরয়া বাচা তেন তুষ্টাস্মি তেঽনঘ ॥ ৫
নোচেদ্ধস্মি দৃশা তাং বৈ কালাগ্নিসময়া কিল ।
কস্য প্রীতিকরং ন স্যাদ্ধৃষ্যবচনং খলু ॥ ৬
গচ্ছ ত্বং মহিষং পাপং বদ মদ্বচনাদিদম্
গচ্ছ পাতালমদ্যৈব কীর্ত্তিচ্ছেদ্যদস্তি তে ॥ ৭

দশম অধ্যায়।

[মহিষাসুরের মন্ত্রীর কথা শুনিয়া দেবীর উক্তি, দেবীর বাক্যশ্রবণ করত মন্ত্রি কর্ত্তৃক মহিষাসুরের প্রশংসামূলক নানাবিধ বাক্য কথন, তাহার কথা শুনিয়া দেবীর অনুপম উত্তর দান, দেবীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীর মহিষাসুরের নিকট গমন এবং দেবীর বাক্য কথন।]

ব্যাসদেব কহিলেন,—যে মহারাজ ! সেই প্রমদোত্তমা তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চহাস্য সহকারে মেঘ গম্ভীর বচনে কহিলেন ॥ ১

দেবী কহিলেন,—মন্ত্রিবর ! তুমি আমাকে দেবমাতা বলিয়া জানিও। আমি মহালক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধ। আমি অখিল দানবকুল দলন করিয়া থাকি ॥ ২

দানবরাজ মহিষাসুর যাহাদিগকে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিয়াছে এবং বহুবার পীড়া করিয়াছে, সেই সমুদয় সুরনিচয় অদ্য মহিষাসুর বধের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে ॥ ৩

হে মন্ত্রিসত্তম ! আমি সেই নিমিত্ত মহিষবধে বদ্ধপরিকর হইয়া বিনা সৈন্যে একাকিনীই এস্থানে আগমন করিয়াছি ॥ ৪

তুমি যে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধুর বচনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৫

তাহা না হইলে কালানলসন্নিভ দৃষ্টিপাতেই তোমাকে ভস্মসাৎ করিতাম। তাহা যে করি নাই, তাহার কারণ ; মধুর বচনে কে না প্রীত হইয়া থাকে ? ৬

সম্প্রতি তুমি আমার বচনে পাপমতি মহিষের নিকট গমন

নোচেৎ কৃতাগসং দুষ্টং হনিষ্যামি রণাঙ্গনে
মদ্‌বাণক্ষুণ্ণদেহস্ত্বং গন্তাসি যমসাদনম্‌ ॥ ৮
দয়ালুত্বং মমেদং ত্বং বিদিত্বা গচ্ছ সত্বরম্‌
হতে ত্বয়ি সুরা মূঢ় স্বর্গং প্রাপ্‌স্যন্তি সত্বরম্‌ ॥ ৯
তস্মাদ্‌ গচ্ছস্ব তাক্ত্বৈকো মেদিনীঞ্চ সসাগরাম্‌
পাতালং ত্বরসা মন্দ যাবদ্‌ বাণা ন মেঽপতন্‌ ॥ ১০
যুদ্ধেচ্ছা চেন্মনসি তে তর্হ্যেহি ত্বরিতোঽসুর
বীরৈর্মহাবলৈঃ সর্ব্বৈর্নয়ামি যমসাদনম্‌ ॥ ১১
যুগে যুগে মহামূঢ় হতাস্ত্বৎসদৃশাঃ কিল
অসংখ্যাতাস্তথা ত্বাং বৈ হনিষ্যামি রণাঙ্গনে ॥ ১২
সাফল্যং কুরু শস্ত্রাণাং ধারণে তু শ্রমোঽন্যথা
তদ্‌যুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধং সমরে স্মরপীড়িতঃ ॥
মা গর্ব্বং কুরু দুষ্টাত্মন্‌ যন্মেঽস্তি ব্রহ্মণো বরঃ।
স্ত্রীবধাদ্যে ত্বয়া মূঢ়া পীড়িতাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪

কর্ত্তব্যং বচনং ধাতুস্তেনাহং ত্বামুপাগতা।
স্ত্রীরূপমতুলং কৃত্বা সত্যং হন্তুং কৃতাগসম্‌ ॥ ১৫
যথেচ্ছং গচ্ছ বা মূঢ় পাতালং পন্নগাবৃতম্‌।
হিত্বা ভূসুরসদ্ভাব জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স ততো দেব্যা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠো বলান্বিতঃ
প্রত্যুবাচ নিশম্যাসৌ বচনং হেতুগর্ভিতম্‌ ॥ ১৭
দেবি স্ত্রীসদৃশং বাক্যং ব্রূষে ত্বং মদগর্ব্বিতা।
কাসৌ ক ত্বং কথং যুদ্ধমসম্ভাব্যমিদং কিল ॥ ১৮
একাকিনী পুনর্বালা প্রারব্ধযৌবনা মৃদুঃ।
মহিষোঽসৌ মহাকায়ো দুর্বিভাব্যঃ হি সঙ্গতম্‌ ॥ ১৯
সৈন্যং বহুবিধং তস্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্‌
পদাতিগণসংবিদ্ধং নানাযুধবিরাজিতম্‌ ॥ ২০
ক্বঃ শ্রমঃ করিরাজস্য মালতীপুষ্পমর্দ্দনে
মারণে তব বামোরু মহিষস্য তথা রণে ॥ ২১

পূর্ব্বক তাহাকে আমার এই বাক্যে বলিও,—যদি তোমার জীবিতাশা থাকে, অবিলম্বে পাতালপুরে গমন কর। ৭

অন্যথা তুমি যখন বারংবার অপরাধ করিয়াছ, তখন নিঃসন্দেহে তোমাকে সমরে সংহার করিব। তুমি নিশ্চয়ই সমরাঙ্গণে আমার বাণে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া যমালয়ে উপনীত হইবে। ৮

তুমি আমার এতাদৃশ দয়াশীলতা জানিয়া ত্বরায় রসাতলে গমন কর। হে মূঢ়! তোমাকে নিধন করিলে দেবগণ পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ৯

অতএব রে দুষ্ট! যে পর্য্যন্ত আমার শরজাল পতিত না হয়, তাহার মধ্যে তুমি সসাগরা বসুন্ধরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে রসাতলে গমন কর। ১০

অরে অসুর! যদি তোমার যুদ্ধ বাসনা থাকে, তবে সকল মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণের সহিত আগমন কর, আমি সকলকেই কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব। ১১

রে মহামূঢ়! আমি যুগে যুগে তোমার ন্যায় অসংখ্য অসুর বিনাশ করিয়া থাকি, আজ তোমাকেও রণাঙ্গণে সংহার করিব। ১২

ওরে কামাতুর! তুমি আমার সহিত সমর করিয়া আমার অস্ত্র ধারণ সফল কর, অন্যথা শ্রম বৃথা হইবে। ১৩

অরে দুষ্টাত্মন্‌! তুমি ব্রহ্মার বরলাভ করিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব করিও না! মূঢ়! তুমি স্ত্রীবধা বলিয়াই সুরগণকে পীড়াদান করিতেছ। ১৪

ব্রহ্মবাক্য রক্ষা করা উচিত বলিয়া অপরাধী তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য অনুপম রমণীবেশ ধারণ পূর্ব্বক তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ১৫

এক্ষণে যদি তোমার জীবিতেচ্ছা থাকে; তবে স্বর্গ ও মর্ত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পন্নগাবৃত পাতালপুরে বা অন্যত্র যথেচ্ছ গমন কর। ১৬

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবীর এবংবিধ বচন শ্রুতিগোচর করিয়া মহিষাসুরের সেই মন্ত্রিবর হেতুগর্ভ বাক্যে উত্তর করিল। ১৭

দেবি! তুমি মদগর্ব্বিত হইয়া স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কথাই বলিতেছ; নতুবা সেই মহাবীর মহিষাসুর কোথায় আর তুমিই বা কোথায়? তোমাদিগের উভয়েরই বা সংগ্রাম কিরূপে হইতে পারে? উহা নিতান্তই অসদৃশ। ১৮

দেখ, তুমি নবযৌবনসম্পন্না কোমলাঙ্গী বালিকা, তাহাতে আবার একাকিনী; আর সেই রাজা মহাকায়, তাঁহার অসংখ্য মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথী ও পদাতিগণসঙ্কুল বিবিধপ্রকার আয়ুধধারী বহুবিধ সৈন্য আছে, সুতরাং তোমাদের যুদ্ধ অসঙ্গত। ১৯-২০

হে বামোরু! মালতী কুসুমদলনে করিরাজের যেমন কিছুমাত্র শ্রমবোধ হয় না, সেইরূপ সমরক্ষেত্রে তোমাকে দলিত করিতেও অসুররাজের প্রয়াস পাইতে হইবে না। ২১

যদি ত্বাং পরুষং বাক্যং ব্রবীমি স্বল্পমপ্যহম্ ।
শৃঙ্গারে তদ্‌বিরুদ্ধং হি রসভঙ্গাদ্ বিভেম্যহম্ ॥ ২২
রাজাস্মাকং সুররিপুর্বর্ত্ততে ত্বয়ি ভক্তিমান্
সাম্নৈব তু ময়া বাচ্যং দানযুক্তং তথা বচঃ ॥ ২৩
নোচেদ্ধন্ম্যহমম্ভৈব বাণেন ত্বাং মৃষাবদাম্
মিথ্যাভিমানচতুরাং রূপযৌবনগর্ব্বিতাম্ ॥ ২৪
স্বামী মে মোহিতঃ শ্রুত্বা রূপং তে ভুবনাভিগম্ ।
তৎপ্রিয়ার্থং প্রিয়ং কামং বক্তব্যং ত্বয়ি যন্ময়া ॥ ২৫
রাজ্যং তব ধনং সর্ব্বং দাসস্তে মহিষঃ কিল ।
কুরু ভাবং বিশালাক্ষি ত্যক্ত্বা রোষং মৃতিপ্রদম্ ॥ ২৬
পতামি পাদয়োস্তেঽহং ভক্তিভাবেন ভামিনি ।
পট্টরাজ্ঞী মহারাজ্ঞো ভব শীঘ্রং শুচিস্মিতে ॥ ২৭
ত্রৈলোক্যবিভবং সর্ব্বং প্রাপ্স্যসি ত্বমনাবিলম্ ।
সুখং সংসারজং সর্ব্বং মহিষস্য পরিগ্রহাৎ ॥ ২৮

দেব্যুবাচ

শৃণু সচিব বক্ষ্যামি বাক্যানাং সারমুত্তমম্ ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণ চাতুর্য্যমনুচিন্ত্য চ ॥ ২৯
মহিষস্য প্রধানস্ত্বং ময়াজ্ঞাতং ধিয়া কিল ।
পশুবুদ্ধিস্বভাবোঽসি বচনাত্তব সাম্প্রতম্ ॥ ৩০
মন্ত্রিণস্তাদৃশঃ যস্য স কথং বুদ্ধিমান্ ভবেৎ ।
উভয়োঃ সদৃশো যোগঃ কৃতোঽয়ং বিধিনা কিল ॥ ৩১
যত্তুক্তং স্ত্রীস্বভাবাসি তদ্ বিচারয় মূঢ় কিম্
পুমান্নাহং তৎস্বভাবাভবং স্ত্রীবেশধারিণী ॥ ৩২
যাচিতং মরণং পূর্ব্বং স্ত্রিয়া ত্বৎপ্রভুণা যথা ।
তস্মাদ্যেঽতিমূর্খোঽসৌ ন বীররসবিত্তমঃ ॥ ৩৩
কামিন্যা মরণং ক্লীবরতিদং শূরতুঃখদম্ ।
প্রার্থিতং প্রভুণা তেন মহিষেণাস্ত্রবুদ্ধিনা ॥ ৩৪
তস্মাৎ স্ত্রীরূপমাধায় কার্য্যং কর্ত্তুমিহাগতা ।
কথং বিভেমি ত্বদ্‌বাক্যৈর্ধর্মশাস্ত্রবিরোধকৈঃ ॥ ৩৫
বিপরীতং যদা দৈবং তৃণং বজ্রসমং ভবেৎ ।
বিধিশ্চেৎ সুমুখঃ কামং কুলিশং তূলবত্তদা ॥ ৩৬

যদি আমি তোমাকে অত্যল্পমাত্রও কঠোর বাক্য বলি, তবে তাহাও শৃঙ্গার রসের পরিপন্থী ; সুতরাং রসভঙ্গভয়েই ভীত হইতেছি ॥ ২২

আমাদিগের প্রভু দেবশত্রু অসুররাজ তোমার প্রতি আসক্ত-চিত্ত হইয়াছেন বলিয়াই সাম ও দানযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩

তাহা না হইলে যে প্রকার তুমি রূপযৌবনগর্ব্বিতা বৃথা অভিমানিনী, চাতুর্য্যশালিনী ও মিথ্যাবাদিনী, তাহাতে আমি শরপ্রহারে এখনই সংহার করিতাম ॥ ২৪

মদীয় প্রভু তোমার অলৌকিক রূপমাধুরী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার প্রিয়কামনায় তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট প্রিয় বাক্য বলাই কর্ত্তব্য কর্ম ॥ ২৫

অয়ি বিশালাক্ষি ! সমুদয় রাজ্য ও ধন তোমারই হইবে, অসুররাজও তোমার দাসত্ব করিবেন, অতএব রোষ বিনাশসাধক রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন কর ॥ ২৬

হে ভামিনি ! আমি ভক্তিভাবে তোমার চরণে পতিত হইতেছি । হে শুচিস্মিতে ! তুমি অবিলম্বে অসুররাজের পট্ট-মহিষী হও ॥ ২৭

তুমি মহিষাসুরকে পতিত্বে গ্রহণ করিলে ত্রিলোকের নিষ্কণ্টক সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও সংসারের অখিল সুখই প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

তখন দেবী কহিলেন,—হে সচিব ! তোমার চতুরতা দেখিয়া শাস্ত্রসঙ্গত মার্গানুসারে সারগর্ভ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমি নিজ বুদ্ধিতে জানিয়াছি, তুমি মহিষাসুরের প্রধান আমাত্য, কিন্তু সম্প্রতি তোমার কথা শুনিয়া তোমার পশুবৎ বুদ্ধি ও স্বভাব পরিলক্ষিত হইতেছে ॥ ২৯-৩০

তোমার ন্যায় মন্ত্রিসকল যাঁহার মন্ত্রী, সে আর কিরূপে বুদ্ধিমান্ হইবে ? বিধাতা তোমাদের উভয়েরই সমান যোগ স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩১

অরে মূঢ় ! তুমি যে আমাকে স্ত্রীস্বভাব বলিলে, তাহাতে কি বিচার করিয়াছ ? যদিও আমি পুরুষ নহি, কিন্তু তথাপি স্ত্রী-বেশধারিণী হইলেও পরম পুরুষস্বভাবা ॥ ৩২

তোমার প্রভু যখন রমণীর হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছে, তখন আমার বিবেচনায় সে অতি মূর্খ, বীররসে নিতান্তই অনভিজ্ঞ ॥ ৩৩

তদীয় প্রভু মহিষাসুর নিজ বুদ্ধিতে যাহাই ক্লীবগণের সুখপ্রদ ও বীরগণের দুঃখপ্রদ, তাদৃশ স্ত্রীবধ্যতা স্বীকার করিয়াছে ॥ ৩৪

তজ্জন্যই আমি স্ত্রীবেশ পরিগ্রহ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে উপস্থিত হইয়াছি । কি জন্য ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ তদীয় বাক্যে ভীত হইব ? ৩৫

নিশ্চয় জানিবে, বিধি বাম হইলে তৃণও বজ্রতুল্য হয় আর অনুকূল থাকিলে বজ্রও নিশ্চয় তূলসম হয় ॥ ৩৬

কিং সৈন্যৈরায়ুধৈঃ কিং বা প্রপঞ্চৈর্দুর্গসেবনৈঃ ।
মরণং সাম্প্রতং যস্য তস্য সৈন্যৈস্তু কিং ফলম্ ॥ ৩৭
যদায়ুর্দেহসম্বন্ধো জীবস্য কালযোগতঃ ।
তদৈব লিখিতং সর্ব্বং সুখং দুঃখং তথা মৃতিঃ ॥ ৩৮
যস্য যেন প্রকারেণ মরণং দৈবনির্ম্মিতম্
তস্য তেনৈব জায়েত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯
ব্রহ্মাদীনাং যথা কালে নাশোৎপত্তী বিনির্ম্মিতে ।
তথৈব ভবতঃ কামং কিমন্যেষাং বিচার্য্যতে ॥ ৪০
যে মৃত্যুধর্ম্মিণস্তেষাং বরদানেন দর্পিতাঃ
মরিষ্যামো ন মন্যন্তে তে মূঢ়া মন্দচেতসঃ ॥ ৪১
তস্মাদ্ গচ্ছ নৃপং ব্রূহি বচনং মম সত্বরম্ ।
যদাজ্ঞাপয়তে ভূপস্তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়া কিল ॥৪২
মঘবা স্বর্গমায়োতু দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ৪৩
অন্যথা চেন্মতির্ম্মন্দা মহিষস্য দুরাত্মনঃ
তদ্ বুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধং মরণায় কৃতাদরঃ ॥ ৪৪

অসীম সৈন্য, আয়ুধ ও দুর্গসমূহেই বা কি হইবে? যাহার মৃত্যু সন্নিকট, তাহার আর সৈন্যাদিতে কি ফল হইতে পারে ?৩৭

জীবগণ যৎকালে কালযোগে দেহ ধারণ করে, তখনই সুখ, দুঃখ ও মরণ তাহার স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যাহার যেরূপে মৃত্যু দৈব-নির্দ্দিষ্ট, অবশ্য তাহাকে সেইরূপেই মরিতে হইবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হয় না। অধিক কি, ব্রহ্মাদিরও যে সময়ে জন্ম-মৃত্যু নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাই হইবে; অপরের আর কি কথা ? ৩৮-৪০

যে সকল মরণশীল ব্যক্তিগণ সেই ব্রহ্মাদির নিকট বরলাভ করিয়া 'আমরা আর মরিব না' বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিতান্তই মূঢ় ও হতবুদ্ধি ॥ ৪১

অতএব তুমি ত্বরায় যাইয়া অসুররাজকে আমার এই কথা বল, অনন্তর সে যেরূপ আদেশ করিবে, অবশ্যই তোমাকে সেইরূপ কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৪২

যদি বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে দেবরাজ পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হউন্, দেবগণ যজ্ঞীয় হবিপান করিতে থাকুন এবং তোমরা সকলে পাতালপুরে গমন কর ॥ ৪৩

রে দুষ্টমতে! আর যদি দুরাত্মা মহিষের অন্যপ্রকার বুদ্ধি হয়, তবে মরণের জন্য যত্নবান্ হইয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও ॥ ৪৪

মন্যসে সঙ্গরে ভগ্না দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
দৈবং হি কারণং তত্র বরদানাৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ ।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া যুদ্ধং গন্তব্যং বা নৃপং প্রতি ॥ ৪৬
বিবাহার্থমিহাজ্ঞপ্তো রাজ্ঞা কামাতুরেণ বৈ ।
তৎ কথং বিরসং কৃত্বা গচ্ছেয়ং নৃপসন্নিধৌ ॥ ৪৭
ইয়ং বুদ্ধিঃ সমীচীনা যদ্ ব্রজামি কলিং বিনা ।
যথাগতং তথা শীঘ্রং রাজ্ঞে সংবেদয়াম্যহম্ ॥ ৪৮
স প্রমাণং পুনঃ কার্য্যো রাজা মতিমতাং বরঃ
করিষ্যতি বিচার্য্যৈব সচিবৈর্নিপুণৈঃ সহ ॥ ৪৯
সহসা ন ময়া যুদ্ধং কর্ত্তব্যমনয়া সহ ।
জয়ে পরাজয়ে বাপি ভূপতেরপ্রিয়ং ভবেৎ ॥ ৫০
যদি মাং সুন্দরী হন্যাদহং বা হন্মি তাং পুনঃ ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন স কুপ্যেৎ পার্থিবঃ কিল ॥ ৫১

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সকলেই যে রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন, বিবেচনা করিতেছি ব্রহ্মার বরদান রূপ দৈবই তাহার কারণ ॥ ৪৫

ব্যাসদেব কহিলেন,—দেবীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সেই দানব মনে মনে ভাবিতে লাগিল—আমার কি এক্ষণে যুদ্ধ করা উচিত কিংবা মহারাজের নিকট গমন করা উচিত ॥ ৪৬

অসুররাজ কামার্ত্ত হইয়াই বিবাহের জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন, অতএব কিরূপে সম্প্রতি রসভঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট যাইব ॥ ৪৭

এক্ষণে কলহ না করিয়া তাঁহার নিকট গমন করাই বিবেচনা-প্রসূত কার্য্য হইবে, অতএব যেমন আসিয়াছি, তেমনি ত্বরায় গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় নিবেদন করি ॥ ৪৮

তিনি পরম বুদ্ধিমান্ এবং আমাদের রাজা, এখন যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তিনি নিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিবেন ॥ ৪৯

সহসা এই রমণীর সহিত যুদ্ধ করা আমার উচিত নহে। জয়ই হউক আর পরাজয়ই হউক, উভয়ই অসুররাজের প্রীতিকর হইবে না ॥ ৫০

যদি এই সুন্দরী আমাকে বিনাশ করে কিম্বা আমি তাহাকে বিনাশ করি, তবে উভয়থাই মহারাজ কুপিত হইবেন ॥ ৫১

তস্মাত্তত্রৈব গত্বাহং বোধয়িষ্যামি তং নৃপম্ ।
যথাজ্ঞাভিহিতং দেব্যা যথারুচি করোতু সঃ ॥ ৫১

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মেধাবী জগাম নৃপসন্নিধৌ
প্রণম্য তমুবাচেদং কৃতাঞ্জলিরমাত্যজঃ ॥ ৫৩

মন্ত্র্যুবাচ ।

রাজন্ দেবী বরারোহা সিংহস্যোপরি সংস্থিতা ।
অষ্টাদশভুজা রম্যা বরায়ুধধরা পুরা ॥ ৫৪

সা ময়োক্তা মহারাজ মহিষং ভজ ভামিনি
মহিষী ভব রাজস্ত্বং ত্রৈলোক্যাধিপতেঃ প্রিয়া ॥ ৫৫

পট্টরাজ্ঞী ত্বমেবাস্য ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।
স ত্বাজ্ঞাকরো জাতো বশবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥ ৫৬

ত্রৈলোক্যবিভবং ভুক্ত্বা চিরকালং বরাননে ।
মহিষং পতিমাসাদ্য যোষিতাং সুভগা ভব ॥ ৫৭

ইতি মদ্বচনং শ্রুত্বা সা স্মরাবেশমোহিতা

অতএব তথায় গমন পূর্ব্বক দেবী যেরূপ কহিলেন, তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করি। পরে তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিবেন ॥ ৫২

ব্যাসদেব কহিলেন, বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী নৃপসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণতি পুরঃসর কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল— ॥ ৫৩

মন্ত্রী বলিল—রাজন্! সেই ত্রিলোকমোহিনী সুন্দরী কেশরি-পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া অষ্টাদশকরে দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫৫

মহারাজ! আমি তাঁহাকে কহিলাম,—অয়ি ভামিনি! তুমি ত্রিলোকপতি মহারাজ মহিষাসুরকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হও ॥ ৫৫

তুমিই যে তাঁহার প্রধানা মহিষী হইবে, তাহাতে আর অল্পমাত্র সংশয় নাই এবং অসুররাজও তোমার বশবর্ত্তী হইয়া আজ্ঞাকারী হইবেন ॥ ৫৬

বরাননে! তুমি মহিষাসুরকে পতিত্বে বরণ করিলে চিরকাল ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া ললনাগণের মধ্যে সৌভাগ্যবতী হইবে ॥ ৫৭

সেই আত্মতলোচনা আমার এতাদৃশ বচনাবলী শ্রবণে অহংকারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৫৮

মামুবাচ বিশালাক্ষী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৮

মহিষীগর্ভসম্ভূতঃ পশূনামধমঃ কিল
বলিং দাস্যাম্যহং দেব্যৈ সুরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৯

কা মূঢ়া কামিনী লোকে মহিষং বৈ পতিং ভজেৎ
মাদৃশী মন্দবুদ্ধে কিং পশুভাবং ভজেদিহ ॥ ৬০

মহিষী মহিষং নাথং সশৃঙ্গাঃশৃঙ্গসংযুতম্ ।
কুরুতে ক্রন্দমানা বৈ নাহং তৎসদৃশী শঠা ॥ ৬১

করিষ্যেঽহং মৃধে যুদ্ধং তনিষ্যে ত্বাং সুরাপ্রিয়ম্ ।
গচ্ছ বা দুষ্ট পাতালং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ৬২

পরুষং তু তয়া বাক্যমিত্যুক্তং নৃপ যত্তয়া ।
তচ্ছ্রুত্বাহং সমায়াতঃ প্রতিচিন্ত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩

রসভঙ্গং বিচিন্ত্যৈব ন যুদ্ধং তু ময়া কৃতম্ ।
আজ্ঞাং বিনা ভবাত্যন্তং কথং কুর্য্যাং মৃষোদ্যমম্ ॥ ৬৪

সাতীব চ বলোন্মত্তা বর্ত্ততে ভূপ ভামিনী ।
ভবিতব্যং ন জানামি কিংবা ভাবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৫

সে মহিষীর গর্ভে উৎপন্ন এবং পশুর মধ্যে নিকৃষ্ট, আমি দেবগণের হিতকামনায় দেবীর উদ্দেশে তাহাকে বলি দিব ॥ ৫৯

রে মন্দবুদ্ধে! সংসারে এমন কোন্ রমণী মূঢ়া যে, মহিষকে পতি করিবে? মাদৃশ রমণী কি কখনও পশুত্ব প্রার্থনা করে? ৬০

শৃঙ্গযুক্তা মহিষীই শৃঙ্গাররসে আসক্ত হইয়া অব্যক্ত শব্দ করত শৃঙ্গযুক্ত মহিষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, আমি তাহার ন্যায় মূঢ়মতি নহি ॥ ৬১

আমি যুদ্ধ করিয়া দেবগণের অহিতকারী তোমাকে সংহার করিব। রে দুষ্ট! যদি তোমার জীবনধারণের বাসনা থাকে, তবে পাতালপুরে গমন কর ॥ ৬২

হে নৃপ! সেই মদমত্ত রমণীর এই পরুষবাক্য কর্ণগোচর করিয়াও মনে মনে বারবার বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৬৩

পাছে রসভঙ্গ হয়, এই বিবেচনাতেই আমি যুদ্ধ করি নাই। আর ভবদীয় আজ্ঞা ব্যতীতই বা কিরূপে বৃথা গুরুতর যুদ্ধ-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারি? ৬৪

হে নৃপ! সেই কোপনস্বভাবা রমণী নিতান্তই বলোন্মত্তা। ভবিতব্যের বিষয় আমি কিছুই জানি না, অথবা জানিয়াই বা কি করিব যাহা হইবার হইবে ॥ ৬৫

কার্য্যেঽস্মিংস্ত্বং প্রমাণং নো মন্ত্রোঽতীব দুরাসদঃ।
যুদ্ধং পলায়নং শ্রেয়ো ন জানেঽহং বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে দূতসংবাদকীর্ত্তনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

এই গুরুতর ব্যাপারে আপনিই আমাদের কর্ত্তব্যবিধায়ক কিন্তু এ বিষয়ের মন্ত্রণা বড় দুষ্কর, এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়, কি পলায়নই শ্রেয়স্কর, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৬৬

শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চম স্কন্ধে দূতসংবাদকীর্ত্তন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[মন্ত্রিভিঃ সহ মহিষাসুরস্য পরামর্শঃ, বিরূপাক্ষস্য দুর্দ্ধরস্য তাম্রস্য চ স্ব-স্বমতখ্যাপনম্, তদাকর্ণ্য মহিষাসুরেণ তাম্রস্য প্রেষণম্, দেবীসমীপে তাম্রস্য গমনম্, উক্তিশ্চ]

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহিষো মদবিহ্বলঃ।
মন্ত্রিবৃদ্ধান্ সমাহূয় রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ১

রাজোবাচ

মন্ত্রিণঃ কিঞ্চ কর্ত্তব্যং বিশ্রব্ধং ব্রূত মা চিরম্।
আগতা দেববিহিতা মায়েয়ং শাম্বরীব কিম্ ॥ ২
কার্য্যেঽস্মিন্নিপুণা যূয়মুপায়েষু বিচক্ষণাঃ।
সামাদিষু চ কর্ত্তব্যঃ কোঽত্র মন্ত্রঃ ব্রুবন্তু চ ॥ ৩

মন্ত্রিণ উচুঃ

সত্যং সদৈব বক্তব্যং প্রিয়ঞ্চ নৃপসত্তম
কার্য্যং হিতকরং নূনং বিচার্য্য বিবুধৈঃ কিল ॥ ৪

সত্যঞ্চ হিতকৃদ্ রাজন্ প্রিয়ঞ্চাহিতকৃদ্ ভবেৎ।
যথৌষধং নৃণাং লোকে হ্যপ্রিয়ং রোগনাশনম্ ॥ ৫
সত্যস্য শ্রোতা মন্তা চ দুর্ল্লভঃ পৃথিবীপতে।
বক্তাপি দুর্ল্লভঃ কামং বহবশ্চাটুভাষকাঃ ॥ ৬
কথং ব্রূমোঽত্র নৃপতে বিচারে গহনে স্থিত।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি কো বেত্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৭

রাজোবাচ।

স্ব-স্ব-মত্যনুসারেণ ব্রুবন্তু পৃথক্ পৃথক্।
যেষাং হি যাদৃশো ভাবস্তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়াম্যহম্ ॥ ৮
বহূনাং মতমাজ্ঞায় বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
যচ্ছ্রেয়স্তত্তি কর্ত্তব্যং কার্য্যং কার্য্যবিচক্ষণৈঃ ॥ ৯

একাদশ অধ্যায়।

[মন্ত্রিগণের সহিত মহিষাসুরের পরামর্শ, বিরূপাক্ষ, দুর্দ্ধর ও তাম্রের নিজ নিজ মত প্রকাশ, তাহা শুনিয়া মহিষাসুর কর্ত্তৃক তাম্রকে প্রেরণ, দেবীসমীপে তাম্রের গমন ও উক্তি।]

ব্যাস কহিলেন,—মদমত্ত রাজা মহিষাসুর তাহার ঈদৃশবাক্য কর্ণগোচর করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল ॥ ১

রাজা মহিষাসুর বলিল,—মন্ত্রিগণ! এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা অবিলম্বে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করুন। এই রমণী কি শম্বরাসুরের মায়ার ন্যায় দেবগণ বিরচিত হইয়া আগমন করিয়াছে? ২

আপনারা এইরূপ মন্ত্রণাকার্য্যে নিপুণ এবং সামাদি উপায়েও বিলক্ষণ পারদর্শী, অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য প্রকাশ করুন ॥ ৩

মন্ত্রিগণ কহিল,—হে নৃপসত্তম। যাহা সত্য ও প্রিয়, সতত তাহাই বক্তব্য, তন্মধ্যে পণ্ডিতেরা বিচারপূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া বোধ হয়, তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ৪

রাজন্! জগতে ঔষধ যেরূপ কটু ভিক্ত বলিয়া অপ্রিয় হইলেও রোগনাশক বলিয়া মানবের হিতকারী, তদ্রূপ সত্য বাক্যও আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও হিতকর আর মিথ্যা প্রিয়বাক্য অহিতকর জানিবেন ॥ ৫

হে পৃথিবীপতে। জগতে অনেকেই কেবল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বলে, সত্য শ্রবণ করে এবং সত্যের অনুমোদন করে, এরূপ ব্যক্তি অতি দুর্লভ ॥ ৬

হে নৃপতে। এই গহন বিচার্য্য বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহা আমরা কিভাবে বলিব? ত্রিলোকমধ্যে এমন কে আছে যে, ভাবী শুভ বা অশুভ স্থির করিতে পারে? ৭

রাজা কহিলেন,—আপনারা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহার যে প্রকার হৃদ্‌গতভাব প্রকাশ করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বিচার করিতেছি ॥ ৮

বহু ব্যক্তির মত জানিয়া ও সেই বিষয়ে পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া বিচক্ষণ পুরুষগণ যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন, তাহাই নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন ॥ ৯

ব্যাস উবাচ

তস্যৈবং বচনং শ্রুত্বা বিরূপাক্ষো মহাবলঃ।
উবাচ ত্বরসা বাক্যং রঞ্জয়ন্ পৃথিবীপতিম্ ॥ ১০

বিরূপাক্ষ উবাচ

রাজন্নারী বরাকীয়ং সা ব্রূতে মদগর্ব্বিতা
বিভীষিকামাত্রমিদং জ্ঞাতব্যং বচনং ত্বয়া ॥ ১১
কো বিভেতি স্ত্রিয়া বাক্যৈর্দুরুক্তৈ রণদুর্ম্মদৈঃ
অমৃতং সাহসঞ্চেতি জানন্নারীবিচেষ্টিতম্ ॥ ১২
জিত্বা ত্রিভুবনং রাজন্নস্ত কান্তাভয়েন বৈ।
দীনত্বেঽপ্যযশো নূনং বীরস্য ভুবনে ভবেৎ ॥ ১৩
তস্মাদ্ যাম্যহমেকাকী যুদ্ধায় চণ্ডিকাং প্রতি
হনিষ্যে তাং মহারাজ নির্ভয়ো ভব সাম্প্রতম্ ॥ ১৪
সেনাবৃতোঽহং গত্বা তাং শস্ত্রাস্ত্রৈর্বিবিধৈঃ কিল।
নিষূদয়ামি দুর্ম্মর্ষাং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্ ॥ ১৫
বদ্ধা সর্পময়ৈঃ পাশৈরানয়িষ্যে তবান্তিকম্।
বশগা তু সদা তে স্যাৎ পশ্য রাজন্ বলং মম ॥ ১৬

ব্যাস কহিলেন, মহিষের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে মহাবল বিরূপাক্ষনামক সচিব ত্বরায় ভূপতির মনোরঞ্জন করত কহিল ॥ ১০

রাজন্! সেই সামান্যা রমণী মদগর্বিতা হইয়া যাহা বলিয়াছে, তাহা বিভীষিকা মাত্র জানিবেন ॥ ১১

রমণীগণের সাহস যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা জানিয়াও কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের ঔদ্ধত্য বাক্যে ভীত হইয়া থাকে? ১২

হে রাজন্! আপনি ত্রিলোক জয় করিয়া আজ সামান্য রমণীর ভয়ে এতাদৃশ দীনতা অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই জগতে বীর নামে অপযশ ঘোষিত হইবে ॥ ১৩

অতএব হে মহারাজ! সম্প্রতি আপনি নির্ভয় হউন, আমি একাই সেই চণ্ডিকার সহিত যুদ্ধার্থে গমন পূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিতেছি ॥ ১৪

আমি এখনই সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সেই চণ্ডবিক্রমা দুর্দ্ধর্ষা চণ্ডিকাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি ॥ ১৫

রাজন্! অদ্য আমার বাহুবল অবলোকন করুন, আমি অবিলম্বে তাহাকে সর্পময় পাশাস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক আপনার নিকট আনিতেছি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সতত আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ

বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা দুর্দ্ধরো বাক্যমব্রবীৎ।
সত্যমুক্তং বচো রাজন্ বিরূপাক্ষেণ ধীমতা ॥ ১৭
মমাপি বচনং শ্লক্ষ্ণং শ্রোতব্যং ধীমতা ত্বয়া।
কামাতুরৈষা সুদতী লক্ষ্যতেঽপ্যনুমানতঃ ॥ ১৮
ভবত্যোবংবিধা কামং নায়িকা রূপগর্ব্বিতা
ভীষয়িত্বা বরারোহা ত্বাং বশে কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১৯
হাবোঽয়ং মানিনীনাং বৈ তং বেত্তি রসবিত্তমঃ।
বক্রোক্তিরেষা কামিন্যাঃ প্রিয়ং প্রতি পরায়ণম্।
বেত্তি কোঽপি নরঃ কামং কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ২০
যদুক্তং নাম বাণৈস্ত্বাং বধিষ্যে রণমূর্দ্ধনি।
হেতুগর্ভমিদং বাক্যং জ্ঞাতব্যং হেতুবিত্তমৈঃ ॥ ২১
বাণাস্তু মানিনীনাং বৈ কটাক্ষা এব বিশ্রুতাঃ
পুষ্পাঞ্জলিময়াশ্চান্যে ব্যঙ্গানি বচনানি চ ॥ ২২
কা শক্তিরন্যবাণানাং প্রেরণে ত্বয়ি পার্থিব।
তাদৃশীনাং ন সা শক্তির্ব্রহ্ম বিষ্ণু-হরাদিষু ॥ ২৩

ব্যাসদেব কহিলেন,—দুর্দ্ধরনামক দানব বিরূপাক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—রাজন্! বুদ্ধিমান্ বিরূপাক্ষ সত্যই বলিয়াছে ॥ ১৭

আপনি বুদ্ধিমান্, আমার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করাও আপনার কর্ত্তব্য, দেখুন, আমার অনুমানে সেই সুদতীকে কামার্ত্ত বলিয়া বোধ হয় ॥ ১৮

কারণ, এবম্বিধা অনেক অনেক নায়িকাই এরূপ রূপগর্বিতা হইয়া থাকে, আমার বিবেচনায় সেই সুন্দরী বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনাকে বশ করিবার বাসনা করিতেছে ॥ ১৯

মানিনী মহিলাদিগের ইহা এক প্রকার হাবভাব বিশেষ, যাহারা পরম রসিক, তাহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে। যে ব্যক্তি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ, সেই জানে যে কামিনীগণ পতির প্রতি ঈদৃশ বক্রোক্তি করিয়া থাকে ॥ ২০

সেই কামিনী যে কহিয়াছে, তোমাকে সমরক্ষেত্রে বাণসমূহে সংহার করিব, যাহারা যথার্থ হেতুজ্ঞ। তাহারাই এই হেতুগর্ভ বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ ॥ ২১

দেখুন, কামিনীগণের কটাক্ষই বাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং কেহ কেহ উহাকে পুষ্পাঞ্জলিময় ও কেহ কেহ বাঙ্গোক্তি বলিয়াছেন ॥ ২২

হে পার্থিব! নতুবা ভবদীয় শরীরে অস্ত্র বাণ বিদ্ধ করে,

তয়োক্তং নেত্রবাণৈস্ত্বাং হনিষ্যে মন্দপার্থিবম্ ।
বিপরীতং পরিজ্ঞাতং তেনারসবিদা কিল ॥ ২৪

পাতয়িষ্যামি শয্যায়াং রণমধ্যাং পতিং তব ।
বিপরীতরতিক্রীড়াভাষণং জ্ঞেয়মেব তৎ ॥ ২৫

করিষ্যে বিগতপ্রাণং যত্তক্তং বচনং ত্বয়া ।
বীর্য্যং প্রাণা ইতি প্রোক্তং তদ্‌বিহীনং ন চান্যথা ॥ ২৬

বাঙ্গাধিক্যেন বাক্যেন বরয়ত্যুত্তমা নৃপ ।
তদ্ বৈ বিচারতো জ্ঞেয়ং রসগ্রন্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭

ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ কর্ত্তব্যং রসসংযুতম্ ।
সামদানদ্বয়ং তস্যা নান্যোপায়োঽস্তি ভূপতে ॥ ২৮

রুষ্টা বা গর্ব্বিতা বাপি বশগা মানিনী ভবেৎ
তাদৃশৈর্মধুরৈর্বাক্যৈরানয়িষ্যে ভবান্তিকম্ ॥ ২৯

কিং বহূক্তেন মে রাজন্ কর্ত্তব্যা বশবর্ত্তিনী ।
গত্বা ময়াধুনৈবেয়ং কিঙ্করীব সদৈব তে ॥ ৩০

ব্যাস উবাচ ।

ইত্থং নিশম্য তদ্‌বাক্যং তাম্রস্তত্ত্ববিচক্ষণঃ ।
উবাচ বচনং রাজন্ নিশাময় ময়োদিতম্ ॥ ৩১

হেতুমদ্ধর্ম্মসহিতং রসযুক্তং নয়ান্বিতম্ ॥ ৩২

নৈষা কামাতুরা বালা নানুরক্তা বিচক্ষণা ।
বাঙ্গানি নৈব বাক্যানি তয়োক্তানি তু মানদ ॥ ৩৩

চিত্রমত্র মহাবাহো যদেকা বরবর্ণিনী ।
নিরালম্বা সমায়াতি চিত্ররূপা মনোহরা ॥ ৩৪

অষ্টাদশভুজা নারী ন শ্রুতা ন চ বীক্ষিতা ।
কেনাপি ত্রিষু লোকেষু পরাক্রমবতী শুভা ॥ ৩৫

আয়ুধান্যপি তাবন্তি ধৃতানি বলবন্তি চ ।
বিপরীতমিদং মন্যে সর্ব্বং কালকৃতং নৃপ ॥ ৩৬

স্বপ্নানি ত্বনিমিত্তানি ময়া দৃষ্টানি বৈ নিশি ।
তেন জানাম্যহং নূনং বৈশসং সমুপাগতম্ ॥ ৩৭

তাদৃশ রমণীর এমন কি শক্তি আছে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও সে শক্তি নাই ॥ ২৩

সেই কামিনী কহিয়াছে ওরে মন্দমতে! তোমাদের প্রভুকে নেত্রবাণে নিহত করিব। কিন্তু আপনার অধার্মিক দূত নিশ্চয় তাহার বিপরীত অর্থ বুঝিয়াছে ॥ ২৪

আরও সে বলিয়াছে, তোমার পতিকে রণমধ্য শয্যায় পাতিত করিব; তাহা দ্বারা ইহাই বোধ করিতে হইবে যে, সে বিপরীত রতিক্রীড়ার কথা বলিয়াছে ॥ ২৫

সেই রমণী বলিয়াছে, আমি তাহাকে বিগতপ্রাণ করিব, তাহার মর্ম্ম এই—পণ্ডিতেরা বীর্য্যকেই প্রাণ বলিয়াছে, সেও আপনাকে বীর্য্যহীন করিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬

হে নৃপ! বরবর্ণিনীগণ বাঙ্গপূর্ণ বচনেই প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা রসগ্রন্থের মর্ম্ম অবগত, তাঁহারাই বিচার পূর্ব্বক তাহা বোধগম্য করিতে পারেন ॥ ২৭

মহারাজ! ইত্যাদি বিচার করিয়া যে কার্য্যে রসভঙ্গ না হয়, এইরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। হে ভূপতে! আমার বিবেচনায় তাহাকে করায়ত্ত করিতে হইলে, সমাদান প্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই ॥ ২৮

সেই মানিনী রুষ্টাই হউক আর গর্ব্বিতাই হউক, অবশ্যই আপনার বশীভূতা হইবে, আমি নিশ্চয়ই মধুর বাক্যে তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিব ॥ ২৯

হে রাজন্! আমি আর অধিক কি কহিব, আমি এখনই যাইয়া তাহাকে বশবর্ত্তিনী করিতেছি, সে সতত আপনার কিঙ্করীর ন্যায় থাকিবে ॥ ৩০

ব্যাসদেব বলিলেন,—তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তত্ত্ববিচক্ষণ তাম্রনামক অসুর হেতুগর্ভ, ধর্ম্মসঙ্গত ও নীতিপূর্ণ যে সরস বচনাবলী ব্যক্ত করিল, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৩১-৩২

হে মানদ! তাম্র কহিল,—এই বিচক্ষণ বালিকা কখনই কামাতুরা বা আপনার প্রতি অনুরক্তা নহে এবং সে কখনই বাঙ্গপূর্ণ বাক্য বলে নাই। হে মহারাজ! ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার যে, সেই ভুবনমোহিনী বরবর্ণিনী নিরাশ্রয়া ও একাকিনী হইয়া আগমন করিয়াছে ॥ ৩৩-৩৪

ত্রিলোকমধ্যে কেহ কি কখন অষ্টাদশভুজা রমণীর কথা শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে? এবং সে আবার বিবিধ প্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। অতএব হে নৃপ! আমার এই সমুদয়ই কালকৃত ও বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৫-৩৬

আমি গত রজনীতে অলক্ষণসূচক অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার জ্ঞান হইতেছে, নিশ্চয়ই বিষম বিপদ উপস্থিত ॥ ৩৭

কৃষ্টাম্বরধরা নারী রুদতী চ গৃহাঙ্গনে
দৃষ্টা স্বপ্নেঽপ্যুষঃকালে চিন্তিতব্যস্তদত্যয়ঃ ॥ ৩৮
বিকৃতাঃ পাক্ষিণো রাত্রৌ রোরুবন্তি গৃহে গৃহে।
উৎপাতা বিবিধা রাজন্ প্রভবন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩৯
তেন জানাম্যহং নূনং কারণং কিঞ্চিদেব হি
যস্যাং প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়া ॥ ৪০
নৈষাস্তি মানুষী নো বা গান্ধর্বী ন তথাসুরী
দেবৈঃ কৃতেয়ং জ্ঞাতব্যা মায়া মোহকরী বিভো ॥ ৪১
কাতরত্বং ন কর্ত্তব্যং মমৈতন্মতমিত্যলম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা যুদ্ধং যদ্ভাবি তদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৪২
কো বেদ দেবকর্ত্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা
অবলম্ব্য ধিয়া ধৈর্য্যং স্থাতব্যং বৈ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩
জীবিতং মরণং পুংসাং দৈবাধীনং নরাধিপ
কোঽপি নৈবান্যথা কর্ত্তুং সমর্থো ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৪

মহিষ উবাচ।

গচ্ছ তাম্র মহাভাগ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।

অদ্য উষাসময়ে স্বপ্নে দেখিলাম, কৃষ্ণাম্বরপরাধীনা এক রমণী গৃহাঙ্গনে রোদন করিতেছে, ইহাতে ভাবী অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৮

হে রাজন্! রাত্রিকালে গৃহে গৃহে বিকৃতাকার বিহঙ্গমগণ বিকট চিৎকার করিয়া থাকে এবং সততই বিবিধ প্রকার উৎপাতসকল দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৯

তাহাতেই আমার জ্ঞান হইতেছে, সেই বালিকা যে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে, নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে ॥ ৪০

হে বিভো! সেই ললনা মানুষী গান্ধর্বী বা আসুরী নহে। নিশ্চয় জানিবেন দেবগণ-কৃতা ইহা মোহকরী মায়া ॥ ৪১

এক্ষণে আমার মতে দীনতা অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বথা-যুদ্ধ করাই বিধেয়, পরে যাহা হইবার হইবে ॥ ৪২

দেববিহিত শুভাশুভ কে বুঝিতে পারে? একান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিদের ধীশক্তি প্রভাবে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্চলভাবে অবস্থান করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩

হে নরাধিপ! পুরুষের জীবন মরণ দৈবাধীন, ত্রিলোক মধ্যে কেহই তাহার অন্যথাচরণে সমর্থ নহে ॥ ৪৪

মহিষাসুর কহিল,—হে মহাভাগ তাম্র! তুমি এখন যুদ্ধার্থ কৃত-নিশ্চয় হইয়া গমন পূর্ব্বক পরম রূপ-লাবণ্যবতী মানিনীকে ধর্ম-

তামানয় বরারোহাং জিত্বা ধর্ম্মেণ মানিনীম্ ॥ ৪৫
ন ভবেদ্ বশগা নারী সংগ্রামে যদি সা তব
হন্তব্যা নান্যথা কাম মাননীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬
বীরস্ত্বমসি সর্ব্বজ্ঞ কামশাস্ত্রবিশারদঃ
যেন কেনাপ্যুপায়েন জেতব্যা বরবর্ণিনী ॥ ৪৭
ত্বরন্ বীর মহাবাহো সৈন্যেন মহতাবৃতঃ
তত্র গত্বা ত্বয়া জ্ঞেয়া বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮
কিমর্থমাগতা চেয়ং জ্ঞাতব্যং তদ্ধি কারণম্
কামাদ্ বা বৈরভাবাচ্চ মায়া কস্যেয়মিত্যুত ॥ ৪৯
আদৌ তন্নিশ্চয়ং কৃত্বা জ্ঞাতব্যং তচ্চিকীর্ষিতম্
পশ্চাদ্ যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং বলাবলমুপাগতম্ যথাবলম্ ॥ ৫০
কাতরত্বং ন কর্ত্তব্যং নির্দ্দয়ত্বং তথা ন চ
যাদৃশং হি মনস্তস্যাঃ কর্ত্তব্যং তাদৃশং ত্বয়া ॥ ৫১

ব্যাস উবাচ

ইতি তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা তাম্রঃ কালবশং গতঃ
নির্গতঃ সৈন্যসংযুক্তঃ প্রণম্য মহিষং নৃপম্ ॥ ৫২

যুদ্ধে জয় করিয়া আনয়ন কর ॥ ৪৫

যদি সেই রমণী সংগ্রামে তোমার বশীভূতা না হয়, তবে নিঃসন্দেহে সংহার করিবে, আর যদি বশীভূতা হয়, তবে যত্ন সহকারে তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিবে ॥ ৪৬

হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি বীর কামশাস্ত্রবিশারদ, যে কোন উপায়েই হউক সেই বরবর্ণিনীকে পরাভূত করিবে ॥ ৪৭

হে বীর! হে মহাবাহো! তুমি ত্বরায় বিপুল সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক পুনঃ পুন বিচার করিয়া সমস্ত বিষয় জানিবে ॥ ৪৮

সে কি জন্য আগমন করিয়াছে, তাহার কারণ জানিবে এবং কামভাবে বা বৈরভাবে আসিয়াছে? কিম্বা কাহার মায়া? তৎসমুদয় অনুসন্ধান করিবে ॥ ৪৯

অগ্রে তাহার বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে সে কি করিতে চাহে বুঝিবে, অনন্তর অগত্যা বলাবল অনুসারে যথাযোগ্য যুদ্ধ করিবে ॥ ৫০

তুমি কাতরতা বা নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিও না, তাহার যেরূপ মনোভাব, সেইরূপই কার্য্য করিবে ॥ ৫১

ব্যাস কহিলেন;—মহিষের এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে তাম্রাসুর কালপ্রেরিত হইয়া সসৈন্যে নৃপতি মহিষাসুরকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল ॥ ৫২

গচ্ছন্ মার্গে দুরাত্মাসৌ শকুনান্ বীক্ষ্য দারুণান্
বিস্ময়ঞ্চ ভয়ং প্রাপ যমমার্গপ্রদর্শকান্ ॥ ৫৩
স গত্বা তাং সমালোক্য দেবীং সিংহোপরি স্থিতাম্।
তূয়মানাং সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বায়ুধবিভূষিতাম্ ॥ ৫৪
তমুবাচ বিনীতঃ সন্ বাক্যং মধুরয়া গিরা।
সামভাবং সমাশ্রিত্য বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৫
দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভী ত্বদ্রূপগুণমোহিতঃ।
স্পৃহাং করোতি মহিষত্বৎপাণিগ্রহণায় চ ॥ ৫৬
ভাবং কুরু বিশালাক্ষি তস্মিন্নমরদুর্জ্জয়ে
পতিং তং প্রাপ্য যুবঙ্গি নন্দনে বিহরাদ্ভুতে ॥ ৫৭
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেহং প্রাপ্য সর্ব্বসুখাস্পদম্।
সুখং সর্ব্বাত্মনা গ্রাহ্যং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৮
করভোরু কিমর্থং তে গৃহীতান্যায়ুধান্তলম্।
পুষ্পকন্দুকযোগ্যাস্তে করাঃ কমলকোমলাঃ ॥ ৫৯
ভ্রূচাপে বিদ্যমানেঽপি ধনুষা কিং প্রয়োজনম্।
কটাক্ষা বিশিখাঃ সন্তি কিং বাণৈঃ নিষ্প্রয়োজনৈঃ ॥ ৬০
সংসারে দুঃখদং বুদ্ধ্যা ন কর্ত্তব্যং বিজানতা।
লোভাসক্তাঃ প্রকুর্ব্বন্তি সংগ্রামঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬১
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভেদনং নিজগাত্রাণাং কস্য তজ্জায়তে মুদে ॥ ৬২
তস্মাদ্যুদ্ধমপি ত্বদ্ভি প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
ভর্ত্তারং ভজ মে নাথং দেব-দানবপূজিতম্ ॥ ৬৩
স তেঽত্র বাঞ্ছিতং সর্ব্বং করিষ্যতি মনোরথম্।
ত্বং পট্টমহিষী রাজ্ঞঃ সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪
বচনং কুরু মে দেবি প্রাপ্স্যসে সুখমুত্তমম্।
সংগ্রামে জয়সন্দেহঃ কষ্টং প্রাপ্য ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫
জানাসি রাজনীতিং ত্বং যথাবদ্ বরবর্ণিনি।
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যসুখং পূর্ণং বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৬৬
পুত্রস্তে ভবিতা কান্তঃ সোঽপি রাজা ভবিষ্যতি।
যৌবনে ক্রীড়য়িত্বান্তে বার্দ্ধক্যে সুখমাপ্স্যসি ॥ ৬৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীসমীপে তাম্রাসুর-
গমনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

সেই দুরাত্মা যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মরণসূচক ভীষণ দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল ॥ ৫৩

অনন্তর সে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বায়ুধ-বিভূষিতা, সিংহস্কন্ধাধিষ্ঠিতা সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমানা দেবীকে সন্দর্শন করিয়া সামভাব আশ্রয় করত বিনীত ভাবে মধুর বচনে কহিল ॥ ৫৪-৫৫

দেবি! দৈত্যেশ্বর মহিষ তদীয় রূপে ও গুণে মোহিত হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছেন ॥ ৫৬

অয়ি বিশালাক্ষি! এক্ষণে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হও, তিনি দেবগণেরও অজেয়। হে কোমলাঙ্গি! তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত নন্দনকাননে বিহার কর ॥ ৫৭

বিবেচনা কর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বসুখাস্পদ দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ ও দুঃখ ত্যাগ করাই যে কর্ত্তব্য ইহা চিরন্তন রীতি ॥ ৫৮

অয়ি করভোরু! কিন্তু তুমি কুসুমকন্দুক গ্রহণের উপযুক্ত কমলবৎ সুকোমল করনিকরে আয়ুধনিচয় ধারণ করিয়াছ ॥ ৫৯

তোমার ভ্রূযুগরূপ শরাসন সত্ত্বেও অন্য শরাসনের প্রয়োজন কি? তোমার যে কটাক্ষ, উহাই তো শরনিকর, অতএব অন্য বৃথা শরজালের কি আবশ্যক? ৬০

এই সংসারে যে ব্যক্তির বিবেক শক্তি আছে, তাহার পক্ষে ক্লেশকর সমর করা কখনই উচিত নহে। যাহারা নিতান্ত লোভের বশীভূত, তাহারাই পরস্পর সংগ্রাম করিয়া থাকে ॥ ৬১

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পুষ্পদ্বারাও যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, তীক্ষ্ণ শরনিকরের তো কথাই নাই। যাহাতে নিজ কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হয়, এরূপ কার্য্যে কাহার আনন্দ হইয়া থাকে ॥ ৬২

অতএব অয়ি তন্বঙ্গি! তুমি এখন প্রসন্ন হও এবং সুরাসুর-বন্দিত মদীয় প্রভুকে ভজনা কর ॥ ৬৩

তিনি তোমার সমুদয় অভীষ্ট পূরণ এবং তুমি নিশ্চিত তাঁহার প্রধানা মহিষী হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬৪

হে দেবি! আমার কথা শ্রবণ কর, পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে। সংগ্রামে অসীম ক্লেশ স্বীকার করিলেও জয়ের পক্ষে সে সন্দেহ, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৬৫

হে বরবর্ণিনি! তুমি রাজনীতি জান, অযুত অযুত বৎসর সর্ব্বভোভবে রাজ্য সুখ উপভোগ কর ॥ ৬৬

তোমার পরম সুন্দর পুত্র হইবে এবং পরে সে রাজ্যপদ গ্রহণ করিবে, অতএব যৌবন ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়া বার্দ্ধক্যে বিপুল সুখভোগ করিতে পারিবে ॥ ৬৭

শ্রীদেবীভাগবতমহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতায় পঞ্চম স্কন্ধে দেবীসমীপে তাম্রের গমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অভয় বাণী

শ্রীমতে রামানুজায় নম শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মা ভৈঃ

তাপিত তনয়গণে তরিবারে তরে
নামরূপে অবতীর্ণ আমি ধরাপরে॥

শ্রদ্ধায় হেলায় মোর যে লবে আশ্রয়।
তাহারে দানিব আমি অমৃত অভয়॥

যোগ যাগ জ্ঞান ধ্যান সাধন ভজন।
আমার ভক্তের কিছু নাহি প্রয়োজন।

জপিতে জপিতে নাম হবে নামময়।
দূরে যাবে কাম ক্রোধ অরাতিনিচয়॥

জগৎ হইয়া যাবে জগন্নাথ তার।
উথলি উঠিবে হৃদে প্রেমপারাবার॥

করিবে প্রণাম সদা আনন্দে মাতিয়া।
গাহিবে আনন্দে নাম দু'বাহু তুলিয়া॥

শ্রান্ত-ক্লান্ত পাপী-তাপী আয় ছুটে আয়।
ক'রো না বিলম্ব আর বেলা বয়ে যায়॥

খাইতে শুইতে সদা গাও তুমি নাম।
অবশ্য দিবেন দেখা সেই প্রাণারাম॥

—:—

Jaistha 1385 B. S. Regd. No. W B/NC-57 Sree Devibhagabat—7

Aryashastra

May—June 1978

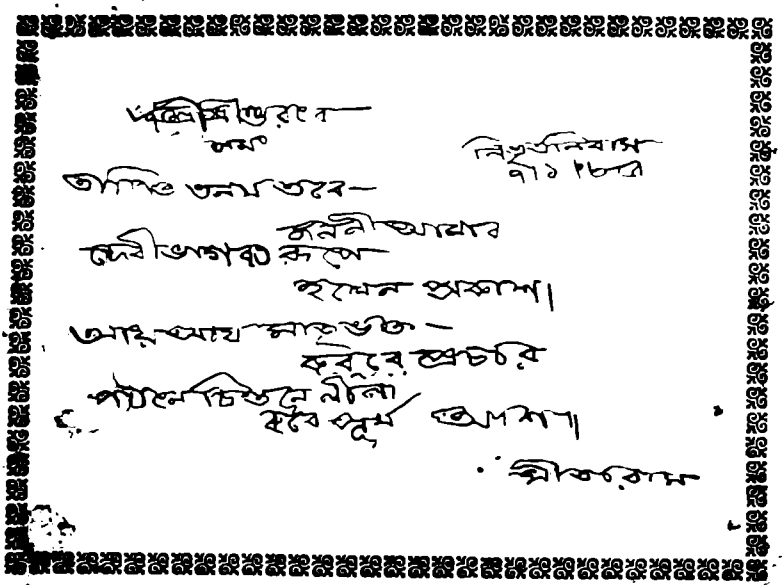

17 JUN 1978

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহানিধালয়, ৭।২, পি তরিউ ডি রোড, কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. তরিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।